সাহিত্য-পরিষদ-পত্রিকা

ত্রৈমাসিক।

[১ম সংখ্যা।

২য় ভাগ।]

বৈশাখ, ১৩০২।

শ্রীরজনীকান্ত গুপ্ত কর্ত্তৃক

সম্পাদিত।

২।২ নং রাজা নবকৃষ্ণের ষ্ট্রীট্

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ-কার্য্যালয় হইতে

প্রকাশিত।

সূচী।

কলিকাতা,

২ নং গোয়াবাগান ষ্ট্রীট্, ভিক্টোরিয়া প্রেসে,

শ্রীতারিণীচরণ আস দ্বারা মুদ্রিত।

[এই সংখ্যার মূল্য বার আনা

বার্ষিক মূল্য তিন টাকা।]

বঙ্গাব্দ, ১৩০২।

বিজ্ঞাপন।

যতীন্দ্রনাথ পুরস্কার।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের ৭ই মাঘের অধিবেশনে পরিষদের অন্যতম সদস্য টাকীনিবাসী শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী এম্, এ, বি, এল্ মহাশয় বাঙ্গালা ভাষার উন্নতি-কল্পে অদ্বৈতবাদ সম্বন্ধে উৎকৃষ্ট প্রবন্ধলেখককে ৫০০৲ পাঁচ শত টাকা, এবং প্রাচীন ও নব্য ন্যায় সম্বন্ধে উৎকৃষ্ট প্রবন্ধলেখককে ২৫০৲ আড়াই শত টাকা পারিতোষিক দিতে প্রতিশ্রুত হইয়া, এ বিষয়ে কর্ত্তব্য-নির্দ্ধারণের ভার পরিষদের প্রতি সমর্পণ করিয়াছেন।

পরিষদের কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতি উক্ত পুরস্কার, দাতার নামে অভিহিত করিয়া রচনা সম্বন্ধে দাতার নির্দ্দিষ্ট নিম্নলিখিত নিয়মগুলি সাধারণের গোচরার্থ প্রকাশ করিতেছেন।

১। অদ্বৈতবাদ, এবং প্রাচীন ও নব্য ন্যায়, এই দুই বিষয়ে যে দুই ব্যক্তি সর্ব্বোৎকৃষ্ট প্রবন্ধ রচনা করিবেন, তাঁহারা ঐ পুরস্কার পাইবেন। পুরস্কারের পরিমাণ, অদ্বৈতবাদ বিষয়ক প্রবন্ধে ৫০০৲ পাঁচ শত টাকা, এবং ন্যায় প্রবন্ধে ২৫০৲ আড়াই শত টাকা।

২। লেখকগণ প্রবন্ধ দুইটি আগামী ১৩০৩ সালের ৩০শে মাঘের পূর্ব্বে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ্-কার্য্যালয়ে সম্পাদকের নিকট প্রেরণ করিবেন। নির্দ্দিষ্ট সময়ের পর কোন প্রবন্ধ গৃহীত হইবে না।

৩। পরিষদের নির্ব্বাচিত পরীক্ষকগণ পরীক্ষা করিয়া পুরস্কারের উপযুক্ত ব্যক্তি নির্দ্ধারিত করিবেন। পরিষদের পরবর্ত্তী বার্ষিক অধিবেশনে, অর্থাৎ ১৩০৩ সালের চৈত্র মাসে তাঁহারা পুরস্কার পাইবেন। পরীক্ষকদিগের বিবেচনায় লেখকগণের মধ্যে কোন ব্যক্তি পুরস্কারের উপযুক্ত না হইলে পরিষদ তাঁহাকে পুরস্কার প্রদান করিবেন না।

৪। পুরস্কৃত লেখকগণ স্ব স্ব প্রবন্ধ নিজব্যয়ে মুদ্রিত করিতে পারিবেন, এবং আপন আপন গ্রন্থের স্বত্বাধিকারী থাকিবেন। মুদ্রিত গ্রন্থের পঁচিশ খণ্ড বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ ও দশ খণ্ড শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী মহাশয় বিনামূল্যে গ্রহণ করিবেন।

৫। প্রবন্ধ দুইটি বাঙ্গালা ভাষায় লিখিত হইবে। প্রবন্ধে যে সকল সংস্কৃত বা ইংরাজি বাক্য গ্রন্থান্তর হইতে উদ্ধৃত করা আবশ্যক বোধ হইবে, তাহার অনুবাদ থাকিবে। বাঙ্গালায় এবিষয়ে কোন পারিভাষিক শব্দের ব্যবহার না থাকিলে নূতন শব্দ সৃষ্টি করিতে হইবে। প্রবন্ধের পরিশিষ্টে প্রবন্ধ মধ্যে ব্যবহৃত প্রচলিত বা সঙ্কলিত পারিভাষিক শব্দের বর্ণমালানুসারে একটি তালিকা থাকিবে। নূতন সঙ্কলিত অথবা নূতন অর্থে ব্যবহৃত পুরাতন শব্দগুলি বিশেষরূপে চিহ্নিত করিয়া তাহার সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা বা তাৎপর্য্য দিতে হইবে। পরিশিষ্টে ঐ সকল পারিভাষিক শব্দের ইংরাজি প্রতিশব্দ দিতে পারিলে ভাল হয়। কিন্তু এইরূপ প্রতিশব্দ না থাকিলেও যদি অন্যান্য অংশে প্রবন্ধ উৎকৃষ্ট হয়, তাহা হইলে লেখকের পুরস্কার-প্রাপ্তির বাধা থাকিবে না। বাঙ্গালা ভাষায় দুইটি মৌলিক দার্শনিক প্রস্তাবের প্রচারই পুরস্কারদাতার এবং বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের উদ্দেশ্য বুঝিতে হইবে।

৬। অদ্বৈতবাদ-বিষয়ক প্রবন্ধে প্রাচীন কাল হইতে বর্ত্তমান কাল পর্য্যন্ত এতদ্দেশে ও ভিন্ন দেশে যে সকল মতবাদ প্রচারিত হইয়াছে, তৎসমুদায় ঐতিহাসিক পদ্ধতিক্রমে বিস্তৃতভাবে আলোচিত হইবে। বিভিন্ন মতের সমালোচনা, তুলনা বা সামঞ্জস্য প্রদর্শনের জন্য লেখকের যাহা বক্তব্য, তাহা নিরপেক্ষভাবে বিবৃত হইবে।

৭। ন্যায়সম্বন্ধীয় গ্রন্থে ভারতবর্ষের প্রাচীন দার্শনিক মতের আলোচনা, এবং মিথিলা, নবদ্বীপ প্রভৃতি ন্যায়-শিক্ষার স্থানে ন্যায়শাস্ত্রের কিরূপ আলোচনা, বিকাশ ও পরিণতি হইয়াছে, তাহার বিস্তৃত বিবরণ থাকিবে।

৮। ফলতঃ, অদ্বৈতবাদ এবং প্রাচীন ও নব্য ন্যায়, এই উভয় প্রবন্ধের লেখককেই মনে রাখিতে হইবে যে, এই দুই বিষয়ে যতগুলি উৎকৃষ্ট পুস্তক আছে, তৎসমুদয়ের আলোচনা করিয়া বঙ্গভাষায় এক এক খানি গবেষণা-পূর্ণ গ্রন্থ লিখিতে হইবে। এতদ্দেশে ও ভিন্ন দেশে অদ্বৈতবাদের প্রবর্ত্তক ও পোষকগণের মতগুলি বিশদরূপে প্রকাশ করিয়া অদ্বৈত মত, এবং উহার অবান্তর ভিন্ন ভিন্ন মত বুঝাইতে হইবে। ন্যায়সংক্রান্ত গ্রন্থে প্রাচীন কালের ন্যায়-দর্শন হইতে আরম্ভ করিয়া গঙ্গেশ উপাধ্যায়, শিরোমণি ভট্টাচার্য্য, গদাধর ভট্টাচার্য্য এবং জগদীশ তর্কালঙ্কার প্রভৃতি প্রসিদ্ধ পণ্ডিতগণের হস্তে ন্যায়শাস্ত্রের কি কি অবস্থা, কিরূপ পরিণতি ও পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে, ঐতিহাসিক প্রণালী অনুসারে তাহার সবিস্তর ব্যাখ্যা ও সমালোচনা করিতে হইবে।

৯। নিম্নলিখিত মহোদয়গণের প্রতি পরীক্ষাভার সমর্পিত হইয়াছে :—

অদ্বৈতবাদবিষয়ক প্রবন্ধ।

১। মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্ন সি, আই, ই।
২। মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত চন্দ্রকান্ত তর্কালঙ্কার।
৩। শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর।
৪। মাননীয় বিচারপতি শ্রীযুক্ত গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এম্, এ, ডি, এল।
৫। ডাক্তার শ্রীযুক্ত প্রসন্নকুমার রায় ডি, এস্, সি।
৬। শ্রীযুক্ত পণ্ডিত কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্য বি, এল।
৭। শ্রীযুক্ত পণ্ডিত কালীবর বেদান্তবাগীশ।

ন্যায়বিষয়ক প্রবন্ধ।

১। মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্ন সি, আই, ই।
২। মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত দীনবন্ধু ন্যায়রত্ন।
৩। শ্রীযুক্ত পণ্ডিত কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্য বি, এল।

১০। অন্যান্য জ্ঞাতব্য বিষয় বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ-সম্পাদকের নিকট আবেদন করিলে জানা যাইবে।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ-কার্য্যালয়,
২।২ রাজা নবকৃষ্ণের ষ্ট্রীট্,
কলিকাতা।
২৫শে চৈত্র, ১৩০১ সাল।

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়,
সম্পাদক।

সাহিত্য-পরিষদ-পত্রিকা।

২য় ভাগ ; ১ম সংখ্যা।] [বৈশাখ, সন ১৩০২।

রামমোহনের রামায়ণ।

বঙ্গদেশে কৃত্তিবাসের রামায়ণই সমধিক আদরের সহিত পঠিত ও গীত হইয়া থাকে। 'রামরসায়ন' নামে আর একখানি কাব্য আছে ; এখানিও রামচরিত অবলম্বনে রচিত। বীরভূম ও বর্দ্ধমান অঞ্চলে রামরসায়নের গান হইয়া থাকে, শুনিয়াছি। এই দুইখানি ব্যতীত আরও একখানি রামায়ণ আছে। এই রামায়ণ আজিও মুদ্রিত হয় নাই। পুঁথির আকারে কোথাও কোথাও অযত্নে রক্ষিত হইতেছে। আর কিছু দিন পরে জীর্ণ ও কীটদষ্ট হইলে, বোধ হয় ইহার অস্তিত্ব বিলোপ হইবে। এই রামায়ণ একখানি, বেলডাঙ্গার বাবু গোবিন্দজীবন হাজরা মহাশয়ের বাটীতে আছে। আমি উহা পাঠ করিয়াছি। উপস্থিত প্রবন্ধে এই গ্রন্থের কিছু পরিচয় দিব।

এই গ্রন্থ বাল্মীকিপ্রণীত মূল রামায়ণের ঠিক অনুবাদ নহে। বাল্মীকিরামায়ণে যাহা নাই, এমন অনেক কথা ইহাতে আছে। তবে বাল্মীকি গ্রন্থকর্ত্তার প্রধান মহাজন। কবি, কৃত্তিবাস ও অপরাপর রামায়ণকারদিগের নিকট হইতেও কিছু কিছু ঋণ করিয়াছেন। বাল্মীকির রামায়ণের ন্যায় ইহা সাত কাণ্ডে বিভক্ত ; এবং পয়ার, ত্রিপদী ও একাবলী প্রভৃতি ছন্দে রচিত। গ্রন্থরচয়িতার নাম রামমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়। গ্রন্থ সমাপ্ত করিয়া কবি আত্ম-পরিচয় দিয়াছেন :—

শ্রীরামমোহন কহে নিজ পরিচয়।
গঙ্গাতীরে মাটীয়ারি গ্রামেতে আলয়॥
বলরাম বন্দ্য মোর পিতার আখ্যান।
মৃত্যুকালে মোরে আজ্ঞা দিলা ভাগ্যবান॥

সীতারাম স্থাপন করিবা যত্ন করি।
স্থাপিলাম সীতারাম তাঁর আজ্ঞা ধরি॥
সে রামের দ্বারেতে সতত হুড়াহুড়ি।
কেহ নাচে গায় কেহ.দেয় গড়াগড়ি॥
কৃপা করি আদেশ করিলা হনুমান।
রামায়ণ রচি কর জীবের কল্যাণ॥
রচিলাম তাঁর আজ্ঞা ধরিয়া মস্তকে।
সাঙ্গ হইল সপ্তদশ শত ষষ্টি শকে॥

* * * *

'মাটীয়ারি' কে সাধারণতঃ 'মেটেরি' বলিয়া থাকে। এই গ্রাম কাটোয়ার দুই ক্রোশ দক্ষিণে, নদীয়া জেলায়, ভাগীরথীর পূর্ব্বতীরে অবস্থিত। ১৭৬০ শকে অর্থাৎ ইংরাজী ১৮৩৮ সালে এই গ্রন্থ সমাপ্ত হয়।

রামমোহনের রামায়ণে নূতনত্ব কিছুই নাই। কবিত্ব সম্বন্ধে রামমোহন কৃত্তিবাস অপেক্ষা নিকৃষ্ট। তাহা হইলেও, এই রামায়ণখানি উপাদেয় গ্রন্থ। রচনা সর্ব্বত্রই প্রাঞ্জল ও প্রসাদগুণবিশিষ্ট। মধ্যে মধ্যে বেশ কবিত্বও আছে। এই রামায়ণের বিশেষত্ব এই যে, ইহা আদ্যোপান্ত ভক্তিরসপূর্ণ। কবি রামভক্ত ছিলেন; গ্রন্থেও তাঁহার ভক্তির যথোচিত পরিচয় দিয়াছেন। কোন কোন অংশ উদ্ধৃত করিয়া, গ্রন্থের সৌন্দর্য্য কিয়ৎ পরিমাণে দেখাইতে চেষ্টা করিব।

রামচন্দ্র বনে গমন করিলেন। সংবাদ পাইয়া রাজা দশরথ ও রাণী কৌশল্যা রথের পশ্চাৎ পশ্চাৎ ছুটিয়াছেন :—

কৌশল্যা জননী, সঙ্গেতে সপত্নী,
রথের পশ্চাতে ধান।
ডাকে উচ্চস্বরে, ফির রে ফির রে,
রাম অযোধ্যার প্রাণ॥
দশরথ রায়, অতি বেগে ধায়,
ডাকে উর্দ্ধ কর করি।
রাখ রে বিমান, রামের বয়ান,
জনমের মত হেরি॥
কহে নারীগণ, শুনহ রাজন,
রাম গেলা বহু দূরে।
তবে রাজা রাণী, পড়িল অমনি,
অশেষ বিলাপ করে॥

শ্রীরাম আমার,　　　　অতি সুকুমার,
ঘুমালে জাগাতে নারি।
বিপাকে পড়িয়া,　　　　জনক হইয়া,
করিলাম বনচারী॥
ও রে প্রাণধন,　　　　গেলা ঘোর বন,
খেয়ে মোর বাক্যবাণ।
না পাবা অশন,　　　　না পাবা বসন,
কেমনে বাঁচাবা প্রাণ॥
পরাণ-পুতলি,　　　　রাজা হবে বলি,
পুরে হইল গীত নাট।
কৈকেয়ী পাপিনী,　　　　কুলকলঙ্কিনী,
ভাঙ্গিল সুখের হাট॥
জনকের বালা,　　　　সরলা সুশীলা,
রবির না চেনে মুখ।
বনে প্রবেশিয়া,　　　　কেমন করিয়া,
সহিবে দারুণ দুখ॥
নিজ-কর্ম্ম ফেরে,　　　　শোক-সিন্ধু-নীরে,
পড়িয়া না পাই কূল।
যদি যায় প্রাণ,　　　　তবে পাই ত্রাণ;
সহে না সন্তাপশূল॥
শ্রীরামমোহন,　　　　কহিছে রাজন,
কেন কাঁদ অকারণে।
তোমার কোঙর,　　　　তাপত্রয়-হর,
তাঁহার কি দুঃখ বনে॥

অযোধ্যাকাণ্ড।

রাম বনে যাইতেছেন; সেই জন্য,

অযোধ্যার নারী কাঁদে এক স্থান হয়ে।
এক বৃদ্ধা ব্রাহ্মণী আইল তথা ধেয়ে॥
পুলকিত হয়ে তবে কহেন ব্রাহ্মণী।
অকারণে কাঁদ কেন যত অবোধিনী॥
পরম মঙ্গল হৈল রাম গেল বনে।
উৎসব করহ সবে হরষিত মনে॥

পাঠক মহাশয় বোধ হয় ব্রাহ্মণীর উপর খড়্গহস্ত হইয়াছেন, কিন্তু শুনুন :—

সবে বলে পাগলিনী বলে কি বচন।
ব্রাহ্মণী কহেন কথা শুন দিয়া মন॥
রামেরে কাটিতে যদি কৈকেয়ী কহিত।
নারীজিত দশরথ তখনি কাটিত॥
বাঁচিল রামের প্রাণ বাঘিনীর মুখে।
চৌদ্দ বর্ষ গতে রামে ঘরে পাবে সুখে॥
সবে বলে ভাল কহিলেন ঠাকুরাণী।
এত বলি গৃহে গেল যতেক রমণী॥

অযোধ্যাকাণ্ড।

বালিবধের পর রামলক্ষ্মণ মাল্যবান পর্ব্বতে বর্ষাকাল অতিবাহিত করেন। কবি বলিতেছেন :—

কুটীরে করেন বাস কমললোচন।
সীতার কারণে সদা ঝোরে দুনয়ন॥
সান্ত্বনা করেন সদা সুমিত্রাসন্তান।
তার গুণে রাঘবের দেহে রহে প্রাণ॥
আষাঢ়ে নবীন মেঘ দিল দরশন।
যেমত সুন্দর শ্যাম রামের বরণ॥
ঘন ঘন ঘন গর্জ্জে অতি অসম্ভব।
যেমন রামের ধনু টঙ্কারের রব॥
রয়ে রয়ে সৌদামিনী চমকে গগনে।
যেমন রামের রূপ সাধকের মনে॥
ময়ূর করয়ে নৃত্য নব মেঘ দেখি।
রাম দেখি সজ্জন যেমত হয় সুখী॥
সদা জলধারা পড়ে ধরণী উপরে।
সীতা লাগি যেমত রামের চক্ষু ঝোরে॥
সরসিজ শোভাকর হৈল সরোবরে।
যেমত শোভিত রাম সেবক-অন্তরে॥
মধু আশে পদ্মে অলি বাস করে মোদে।
যেমত মুনির মন রাঘবের পদে॥
জলপানে চাতকের তৃষ্ণা দূরে যায়।
রাম পেলে যেমত বাসনা ক্ষয় পায়॥

পুলকিত হয়ে মেঘ ডাকে ঘনে ঘন।
যেমত রামেরে ডাকে নামপরায়ণ ॥
নদনদী অতি বেগে সমুদ্রে মিশায়।
যেমত রামের অঙ্গে জীব লয় পায় ॥
অগাধ সলিলে মীন হইল নির্ভয়।
রামে পেয়ে যেমত নির্ভয়ে জীব রয় ॥
অবিরত বৃষ্টিতে পৃথ্বীর তাপ যায়।
যেমত তাপিত রামনামেতে জুড়ায় ॥

কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ড।

এই বর্ণনায় তাদৃশ কবিত্ব নাই; তবে উহা হইতে ভক্তিসুধা ক্ষরিতেছে।

ত্রিজটার স্বপ্নকাহিনী বড়ই সুন্দর। রাবণের আজ্ঞায় চেড়ীগণ সীতাকে নানাবিধ ভয় প্রদর্শন করিতেছে; বৃদ্ধা ত্রিজটা নির্জন স্থানে নিদ্রা যাইতেছে। নিদ্রা ভঙ্গ হইলে সে চেড়ীগণকে নিকটে ডাকিয়া স্বপ্নকাহিনী বিবৃত করিতেছে;—

ত্রিজটা কহিছে আমি স্বপ্নে দেখিলাম।
পৃথিবীরে গ্রাস কৈলা সীতাপতি রাম ॥
রক্ত পান কৈলা রাম কলসে কলসে।
শ্বেতমাল্য শোভিছে রামের গলদেশে ॥
গজদন্তে নির্ম্মিত বিমান মনোহর।
সীতাসহ রাম সেই রথের উপর ॥
রামের দক্ষিণে দেখি রামের অনুজে।
বিমান টানিছে দেখি সহস্রেক গজে ॥
শ্বেতবর্ণ পর্ব্বতে চড়িলা রঘুবর।
তথা হৈতে এলা রাম লঙ্কার ভিতর ॥
পুষ্পক বিমানে রাম কৈলা আরোহণ।
সেই রথ হৈতে পড়ে রাজা দশানন ॥
এক নারী আইল দক্ষিণ দিক হতে।
কৃষ্ণবর্ণা সুদারুণা মুক্তকেশ মাথে ॥
খল খল করি হাসে দেখে কাঁপে প্রাণ।
রাবণের চুল ধরি ডাকে হান হান ॥
মহাকোপে রাবণের গলে রজ্জু দিয়া।
গাধার বিমানে তারে তোলে ছেঁছড়িয়া ॥

ত্বরা করি দক্ষিণে লইয়া গেল ভূপে।
আছাড়িয়া ফেলাইল শোণিতের কূপে॥
তবে এক ক্ষুদ্র উট আইল লঙ্কায়।
কুম্ভকর্ণ বীরের দক্ষিণে লয়ে যায়॥
লঙ্কার রাক্ষস যত রক্ত-বস্ত্র-ধর।
মস্তক নাহিক কারু স্কন্ধের উপর॥
কোন কোন নিশাচর দিগম্বর হয়ে।
গোময়ের হ্রদে তারা আছয়ে পড়িয়ে॥
নিশাচর ঝারি ঝারি তৈল করে পান।
ভস্মে পরিপূর্ণ হৈল স্বর্ণলঙ্কা খান॥
ভাঙ্গিয়া পড়িল লঙ্কা অগাধ সলিলে।
বিভীষণে দেখি শ্বেত পর্ব্বত উপরে॥
শ্বেতমাল্যধারী দেখি চারি নিশাচর।
করপুটে আছে বিভীষণ বরাবর॥

সুন্দরকাণ্ড।

এই অংশটুকু বাল্মীকি রামায়ণের সুন্দরকাণ্ডের সপ্তবিংশ সর্গ হইতে অনূদিত। অনুবাদ করুন, আর নিজে রচনাই করুন, বাল্মীকির সমকক্ষ হইতে পারেন, এমন কোন কবি পৃথিবীতে আজিও জন্মগ্রহণ করিয়াছেন বলিয়া আমার বিশ্বাস নাই। রামমোহন যে, এই বর্ণনায় বাল্মীকির সমস্ত সৌন্দর্য্য রক্ষা করিতে পারেন নাই, তাহাতে তাঁহার নিন্দা নাই ; যতটুকু সৌন্দর্য্য বজায় রাখিয়াছেন, তাহাতেই তিনি সবিশেষ প্রশংসার যোগ্য।

সীতার প্রত্যয় জন্য হনুমান রামের রূপগুণ বর্ণনা করিতেছেন :—

কুটিল কুন্তলে শিরে শোভে জটাভার।
বিশাল সুন্দর অতি কপাল তাঁহার॥
কামের কামান জিনি চারু ভ্রূযুগল।
আকর্ণ নয়ন তাঁর জিনিয়া কমল॥
তিল ফুল নহে তুল রামের নাসার।
ওষ্ঠাধর মনোহর তুলা নাহি তার॥
মুখশশী রূপরাশি সুচারু দশন।
হাস্যকালে দ্যুতি খোলে তড়িৎ যেমন॥
সুন্দর চিবুক গজস্কন্ধ চিত্তহর।
আজানুলম্বিত বাহু জিনি করিকর॥

চারু বক্ষ চারু কক্ষ নাভিসরোবর।
সিংহ জিনি কটি খানি জঘন সুন্দর॥
ধ্বজবজ্রাঙ্কুশ আদি চিহ্ন পদতলে।
বিপ্রপদ-চিহ্ন এক আছে বক্ষঃস্থলে॥
নব জলধর কিবা ইন্দ্রনীল মণি।
তরুণ তমাল কিবা অঙ্গের বরণি॥
কোটি শশধর জিনি নখরের আভা।
কোটি দিবাকর জিনি রাঘবের প্রভা॥
সুধাকূপ শান্তরূপ বর্ণিতে কে পারে।
রামে দেখি কেহ আঁখি ফিরাইতে নারে॥
কোটি কাম জিনি রাম পরম সুন্দর।
মিষ্টভাষী দুষ্টদ্বেষী শিষ্ট হিতকর॥
চরণ অর্পণ যদি করেন শিলায়।
পাষাণ গলিয়া পদচিহ্ন পড়ে তায়॥
পরম দয়াল রাম সম সর্ব্বপ্রতি।
মহাদানী মহাগুণী মহাশুদ্ধমতি॥
সত্যসন্ধ রামচন্দ্র প্রণতপালক।
শরণপঞ্জর দ্বিজ কুলের রক্ষক॥
সিন্ধুসম সুগম্ভীর ধরাসম ক্ষমা।
ত্রিজগতে নাহি দিতে রামের উপমা॥　　সুন্দরকাণ্ড।

সে কালের কবিগণ যেমন রূপবর্ণনা করিতেন, আমাদের কবিও তাহাই করিয়াছেন। সেই তিলফুল, সেই কামের কামান, সেই সিংহজিনি কটি, সবই আছে। তাহা ছাড়া কিছু বেশী আছে বলিয়া উদ্ধৃত করিলাম।

লক্ষ্মণ শক্তিশেল বিদ্ধ হইলে রাম বিলাপ করিতেছেন:—

উঠ রে লক্ষ্মণ,　　মেল রে নয়ন,
ওরে পূর্ণিমার শশী।
মোরে স্নেহ করি,　　রাজ্য পরিহরি,
হইলা কাননবাসী॥
নয়ন গোচরে,　　রাখিতা আমারে,
আমি অঙ্গ, তুমি ছায়া।
কি দোষ পাইয়ে,　　নিদারুণ হয়ে,
ত্যজিলা আমার মায়া॥

ওরে গুণাকর, ওরে তাপহর,
ওরে নয়নের তারা।
কাচ জানকীরে, লভ্য করিবারে,
কাঞ্চন হৈলাম হারা॥
আছি রে বাঁচিয়া, সহন করিয়া,
সীতার বিরহানল।
এ তাপ অপার, সহ্য করা ভার,
আজি খাব হলাহল॥
সোনার লখাই, একবার ভাই,
জ্যেষ্ঠ বলি ডাক মোরে।
জীবন বাঁচে না, আমার যাতনা,
কেমনে সহিছে তোরে॥
তোমা হারাইয়া, কেমন করিয়া,
অযোধ্যা যাইব ভাই।
সুমিত্রা মাতারে, কব কি প্রকারে,
তোমার লক্ষ্মণ নাই॥
মোরে কোন জনা, করিয়া করুণা,
লক্ষ্মণেরে দিবে প্রাণ।
শ্রীরামমোহন, কহে নারায়ণ,
তুমি দিবা প্রাণ দান॥ লঙ্কাকাণ্ড।

এ অংশটুকু বেশ।

মধ্যে মধ্যে বেশ হাস্যরসের অবতারণা আছে। রাম বনে গিয়াছেন; ভরত মাতুলালয় হইতে অযোধ্যায় প্রত্যাগত হইয়াছেন। মন্থরা ভরতের নিকট প্রসাদ পাইবার জন্য আসিতেছে :—

ভরতের আগমন মন্থরা শুনিল।
আভরণ আশে কুঁজী পুলকে ধাইল॥
নারীগণ কহে কুঁজী যাহ কোথাকারে।
কুঁজী কহে যাই আমি ভূষণের তরে॥
ভূষণ পরিয়া তো সবারে দেখা দিব।
তোদের ভূষার গর্ব্ব বিনাশ করিব॥
এত বলি গেল চলি ভরত গোচর।
ডাক দিয়া বলে শুন ভরত কোঙর॥

ভূপতি হইলা তুমি আমার যতনে।
স্বর্ণগাছ কর মোরে নানা আভরণে॥
স্বর্ণকার ডাকিয়া কুঁজের ঝোঁকা লয়া।
স্বর্ণ-খোল দিয়া কুঁজ দেহ বাঁধাইয়া॥

* * * *

শত্রুঘ্ন ধরিলা কোপে কুঁজীর চিকুর।
কুঁজের উপর কিল মারে মহাশূর॥
কুঁজী কহে ডেকরা মারিয়া কৈলি সারা।
শত্রুঘ্ন কহেন ভূষা পরহ মন্থরা॥

নানাবিধ দুর্দ্দশা করিয়া শত্রুঘ্ন মন্থরাকে তাড়াইয়া দিলেন, মন্থরা পলাইল।

নারীগণ কহে ভূষা দেখাইয়া যা।
কুঁজী কহে ভাতার পুতের মাথা খা॥

হনুমানকে বন্ধন করিয়া ও তাহার লেজে আগুন দিয়া, রাক্ষসগণ তাহাকে পথে পথে লইয়া যাইতেছে :—

আগে আগে ঢাক ঢোল বাজায় বাজিয়া।
নাচিতে লাগিল বীর বন্ধনে থাকিয়া॥
হনুমান কন মোর বিবাহ না হয়।
কন্যা দান করিবে রাবণ মহাশয়॥
রাবণের কন্যা মোর গলে দিবে মালা।
রাবণ শ্বশুর মোর ইন্দ্রজিৎ শালা॥
চারি দিকে হাসয়ে যতেক নিশাচর।
কেহ বা ইষ্টক মারে কেহ বা পাথর॥
হনুমান কন বিবাহের কাজ নাই।
এমন মারণ খায় কাহার জামাই॥

সুন্দরকাণ্ড।

কৃত্তিবাস-বর্ণিত রামায়ণ হইতে এই রামায়ণ অনেক অংশে বিভিন্ন। কৃত্তিবাস প্রাচীন কবি; রামমোহন আধুনিক কবি। এই নিমিত্ত উভয়ের রচনাগত অনেক পার্থক্য রহিয়াছে। কৃত্তিবাসে তরণীসেন-বধ, হনুমান কর্ত্তৃক মন্দোদরীর নিকট হইতে রাবণের মৃত্যু-বাণ আনয়ন, রামচন্দ্রের শক্তিপূজা, ইত্যাদি অনেক কথা আছে। রামমোহনের রামায়ণে তাহা নাই। এই রামায়ণে সীতার পাতালপ্রবেশ, লক্ষ্মণবর্জ্জন, শ্রীরামাদির সরযূ-প্রবেশ, ইত্যাদি বৃত্তান্ত নাই।

কুশলবের যুদ্ধের পর রামের সহিত সীতার মিলন হইল। তাহার পর সীতা অসিতারূপ

ধারণ করিয়া পুষ্করদ্বীপবাসী শতস্কন্ধ রাবণকে বধ করিলেন। রাবণবধের পরে সকলে অযোধ্যায় প্রত্যাবৃত্ত হইয়া পরমসুখে রাজত্ব করিতে লাগিলেন।

কবি অসিতারূপ এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন :—

অজিতা অমিতা অসিতা সতী।
নিগমে না জানে তাঁহার গতি॥
অতি ভয়ানক তনু অনুপ।
কেমনে বর্ণিতে পারি সে রূপ॥
বারিদবরণী বিমলা বরা।
পরম পাবনী প্রকৃতি পরা॥
মণির মুকুট শোভে মস্তকে।
তার অগ্রভাগ গগনে ঠেকে॥
চিকণ চিকুর পড়ে ভূতলে।
সিন্দুরের শত বিন্দু ভালে॥
রাতুল বিশাল নয়নদ্বয়।
দৃষ্টিপাতে যম মূর্চ্ছিত হয়॥
কোটি রবি জিনি অঙ্গের প্রভা।
কোটি শশী জিনি নখের আভা॥
গলে দোলে গজমতির মালা।
জলধরে যেন স্থির চপলা॥
কর্ণে কর্ণপূর শোভিছে ভাল।
বিকট দশন, বক্ষ বিশাল॥
চারি করে চারি কৃপাণ সাজে।
কটিদেশে কোটি ঘণ্টিকা বাজে॥
চরণে নূপুর সুরবকারী।
বিবসনা রণে রামের নারী॥
কোপেতে নয়ন কপালে চড়ে।
যোজন অন্তর চরণ পড়ে॥
অট্ট অট্ট হাস করেন সতী।
দেখিয়া ভয়েতে কাঁপে ভূপতি॥

ইত্যাদি।—উত্তরকাণ্ড।

শ্রীনীলরতন মুখোপাধ্যায়।

বৈজ্ঞানিক পরিভাষা।

সাহিত্য-পরিষদ-পত্রিকায় বৈজ্ঞানিক পরিভাষা সম্বন্ধে কয়েকটী প্রবন্ধ পাঠে আমার বড় উপকার হইল। আমি একখানি জ্যোতিষের পুস্তক লিখিতেছি, সুতরাং পারিভাষিক শব্দের নিতান্ত প্রয়োজন। শ্রীযুক্ত বাবু রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী ও শ্রীযুক্ত বাবু অপূর্ব্বচন্দ্র দত্ত মহাশয়দিগের প্রবন্ধ পাঠ করিয়া অনেক পারিভাষিক শব্দ পাইলাম এবং ভবিষ্যতে আরও পাইব, এরূপ আশা রহিল।

আমি কৃতবিদ্যদিগের মধ্যে পরিগণিত নহি এবং পরিগণিত হইবার অধিকারও আমার নাই; কেবল সাহিত্য-পরিষদের সভ্যগণের মধ্যে আমার নাম আছে বলিয়া, আমি পরিভাষা সম্বন্ধে দুই একটী কথা বলিতে সাহস করি। যদি অনুগ্রহ পূর্ব্বক শ্রবণ করেন, তবে চরিতার্থ হইব।

কার্ত্তিক মাসের সাহিত্য-পরিষদ-পত্রিকায় ত্রিবেদী মহাশয় যাহা কিছু লিখিয়াছেন, সকলই সুসঙ্গত। Lensএর তরজমা অনেকেই কাচ করিয়াছেন; কিন্তু পরকলা কথাটি যেমন মনে লাগে, কাচ কথাটী তেমন লাগে না; পরকলা বলিলে যাহার ভিতর দিয়া দেখা যায়, এমন কোন জিনিষ বুঝায়, কাচ বলিলে তেমন অর্থ আসে না। Prismএর বাঙ্গালা কেহ কেহ ত্রিশির কাচ করিয়াছেন, কেহ বা প্রীজ্‌ম্‌ই রাখিয়াছেন; কিন্তু ত্রিবেদী মহাশয়ের "কলম"ই উহার ঠিক তরজমা বোধ হয়।

Celestial longitude এবং latitude বুঝায় এমন শব্দ কি সিদ্ধান্তশাস্ত্রে আছে?

প্রোচ্যন্তে লিপ্তিকাভানাং স্বভোগোঽথ দশাহতঃ।
ভবন্ত্যতীতধিষ্ণ্যানাং ভোগলিপ্তা যুতা ধ্রুবাঃ ॥ ৮। ১ ॥ সূঃ সি ॥

কোন গ্রহের longitude বলিলে যাহা বুঝি, তাহা ত ধ্রুব বা ধ্রুবক নহে, এবং latitude বলিলেও ঠিক বিক্ষেপ বুঝায় না। Longitude ও ধ্রুবকে, এবং latitude ও বিক্ষেপে যে ভেদ, তাহা সিদ্ধান্তজ্ঞ মাত্রের অবিদিত নাই। ক্রান্তিপাত হইতে কোন জ্যোতিষ্ক-গত কদম্বক-প্রোত বৃত্ত পর্য্যন্ত ক্রান্তিবৃত্তের যে অংশাদি, তাহাই longitude, এবং ক্রান্তিবৃত্ত হইতে উক্ত জ্যোতিষ্ক পর্য্যন্ত কদম্বকপ্রোত বৃত্তের যে অংশাদি, তাহাই latitude; কিন্তু ধ্রুবক সেরূপ নহে। ধ্রুবকের জন্য ধ্রুবপ্রোত বৃত্ত গ্রহণ করিতে হয়, এবং এই কারণ বশতঃ সূর্য্যসিদ্ধান্তের ধ্রুবের ইংরাজি polar longitude হইয়াছে। আমি যত দূর দেখিয়াছি, তাহাতে বোধ হয়, longitudeএর তরজমা ভোগ বা ভুক্তি করিলেই ভাল হয় এবং অনেকে তাহাই করিয়াছেন। Latitude এর অনুবাদ "বিক্ষেপ" করিলে কি কিছু ক্ষতি আছে?

Equation of centre = মন্দফল ঠিক বটে, কিন্তু Equation of centre যেমন

সার্থক, মন্দফল শব্দটী সেরূপ সার্থক নহে। Equation of centre বলিলে কেন্দ্র-সংস্কার বুঝায়, মন্দফল বলিলে সেরূপ বুঝায় না। মন্দফলের স্থানে কেন্দ্র-সংস্কার কথাটী ব্যবহারের দিকে আমার একটু ঝোঁক আছে এবং এরূপ ঝোঁক থাকিবার বিশিষ্ট কারণও আছে। মন্দফল দ্বারা সংস্কৃত গ্রহ বলিলে গ্রহের হেলিকৈন্দ্রিক (heliocentric) অবস্থানের উপলব্ধি হইল, কিন্তু কেবল equation of centre দ্বারা সংস্কৃত গ্রহকে হেলিকৈন্দ্রিক গ্রহ বলা যাইতে পারে না; কারণ মধ্যম গ্রহ equation of centre দ্বারা সংস্কৃত হইবার পূর্ব্বে অন্যান্য সংস্কারের অপেক্ষা করে।

Mean sun, mean moon কি রবিমধ্য, চন্দ্রমধ্য? মধ্যম রবি, মধ্যম চন্দ্র হওয়াই উচিত, সূর্য্যসিদ্ধান্তের প্রথম অধ্যায়ের ৫৩ শ্লোকের রঙ্গনাথের টীকা দেখুন।

জ্যা বলিলেই Sine বুঝায়, ভুজজ্যা বলিবার প্রয়োজন দেখি না; অনেক স্থলেই কেবল জ্যা দেখি। জ্যার্দ্ধ বলা সঙ্গত হইলেও কেবল জ্যা শব্দ চলিতেছে।

চাপ শব্দে semi circle বুঝাক; কিন্তু চাপ সামান্যতঃ কেবল arc বুঝায়; যেমন, angular distance = চাপাত্মক অন্তর। semi circleকে বৃত্তার্দ্ধ বলিলে চলে না?

Mass কথাটী ছাড়িয়া আসিয়াছি। Massএর তরজমা অনেকে 'সামগ্রী' করিয়াছেন। সামগ্রীর স্থলে পারস্য 'জিনিষ' বসাইলে কি কিছু সুবিধা হইবে? অপূর্ব্ব বাবুর বস্তুমান কথাটিই বা মন্দ কি? কিন্তু ত্রিবেদী মহাশয় এবং অপূর্ব্ব বাবুর তুল্য আমার শব্দশাস্ত্রে জ্ঞান নাই, সুতরাং অনেক স্থলে মনে খট্‌কা থাকিয়া যায়।

মাঘ মাসের পত্রিকায় অপূর্ব্ব বাবু অনেক পারিভাষিক শব্দ লিখিয়াছেন। তাহার মধ্যে নিম্নলিখিত শব্দ কয়েকটির বিষয়ে আমি কিছু বলিবার অনুমতি প্রার্থনা করি।

Rotationএর বাঙ্গালা আবর্ত্তন ভিন্ন আর কিছু না করিলেই ভাল হয়, তাহার কারণ, ত্রিবেদী মহাশয় "ভূপঞ্জর স্থির" ইত্যাদি বচন দ্বারা দেখাইয়াছেন। Revolution যে ভগণ, তাহার ভূরি প্রমাণ সিদ্ধান্তশাস্ত্রে দেখা যায় এবং পরিভ্রমণ কথারই সর্ব্বদা ব্যবহার হইয়া থাকে।

Right ascensionকে অনেকে 'সরল উত্থান' বা 'সরল উন্নতি' করিয়াছেন। Right ascensionকে যাঁহারা সরল উত্থান বা সরল উন্নতি করিয়াছেন, তাঁহারা বুঝিয়াছেন যে এতদ্দ্বারা right ascension যে oblique ascension নহে, এই মাত্র বুঝাইল। কিন্তু বিষুব মণ্ডলে ক্রান্তিপাত হইতে কোন জ্যোতিষ্কের চাপাত্মক যে অন্তর, তাহা সরল উত্থান কথায় সুব্যক্ত হয় না; এইজন্য ৺ বাপুদেব শাস্ত্রী এবং মহামহোপাধ্যায় সুধাকর দ্বিবেদী মহাশয়দ্বয় right ascensionকে বিষুবাংশ বলিয়াছেন। শাস্ত্রী মহোদয় "গ্রহানামস্তোদবিচারঃ" প্রবন্ধে লিখিয়াছেন, "সৌম্যবাম্যক্রান্তিবশেন চরাংশে যুতোনাঃ গ্রহস্য বিষুবাংশাস্তে পশ্চিম স্বস্তিকস্য বিষুবাংশান্তস্য অস্তময়কালে ভবন্তি।" দ্বিবেদী মহাশয় বরাহমিহির কৃত পঞ্চসিদ্ধান্তিকার টীকায় অনেক স্থলে বিষুবাংশ লিখিয়াছেন। Right ascensionএর সংস্কৃত নাম যে

লগ্নভুজ তাহা আমি জানি না, শুনিও নাই। প্রক্রিয়া-স্থলে right ascension লগ্নের ভুজ হইলে হইতে পারে, কিন্তু তা বলিয়া কি right ascensionএর নাম লগ্নভুজ হইবে? এক্ষণে right ascensionকে সরল উন্নতি বা সরল উত্থান অথ বা লগ্নভুজ বা বিষুবাংশ কি বলা হইবে, তাহা পরিষদের বিচার্য্য।

Densityর বাঙ্গালা গাঢ়তা করিয়াছেন, উত্তম; সান্দ্রত্ব শব্দটি কিরূপ খাটে দেখিলে হয় না?

Particle = অণু; কণা হয় না? Particle আর Atomএ যেমন ভেদ, তেমন ভেদ কি 'কণাতে' 'অণুতে' দৃষ্ট হয় না? না হইতেও পারে, কারণ অণু আর কণা একপর্য্যায়—"লবলেশকণাঽণবঃ" উভয়েরই অর্থ অল্প।

Refraction = বিস্ফারণ, কেন হইল বুঝিতে পারি না। বিস্ফারণ বি পূর্ব্বক স্ফর্ ধাতু ঞ্যন্ত করিয়া হইয়াছে। স্ফর্ ধাতুতে প্রকাশ বুঝায়। ইহা কি জ্যোতিষের বা দৃষ্টিবিজ্ঞানের Refraction নহে? যদি তাহা হয়, তবে শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ বিদ্যারণ্য মহাশয়ের "আলোক-বিবর্ত্তন" কি অপরাধ করিয়াছে?

Ellipse	=	অবক্ষেত্র
Parabola	=	সমক্ষেত্র
Hyperbola	=	অতিক্ষেত্র

এই তিনটি শব্দ আপাততঃ অতি সুন্দর বলিয়া বোধ হয় এবং অব, সম, অতি, এই তিনটি উপসর্গ ত্রিবিধ সূচিছেদ্যকের ধর্ম্মব্যঞ্জকও বটে; কিন্তু সমব্যাসবিশিষ্ট বৃত্ত ellipse হইলে, ellipseএর ক্ষেত্র বৃত্তক্ষেত্র অপেক্ষা ন্যূন হয়। এই ন্যূনতা নিবন্ধনই উহার নাম ellipse হইয়াছে এবং তজ্জন্যই অপূর্ব্ব বাবু উহাকে অবক্ষেত্র বলিয়াছেন। সুতরাং ellipseএর "অব"ত্ব বৃত্তসাপেক্ষ—parabola সাপেক্ষ নহে। অতএব ellipse যদি অবক্ষেত্র হয়, তবে parabola সমক্ষেত্র হইতে পারে না—circleকে সমক্ষেত্র বলিতে হয়। আর 'অব' দ্বারা অভাব বা ellipse বুঝাইতে পারে, অতি দ্বারা hyper বা আধিক্য বুঝাইতে পারে। কিন্তু para স্থলে কি সম বসান যায়? অথবা অপূর্ব্ব বাবু যখন এই তিনটী শব্দ গড়িয়াছিলেন, তখন Analytical Conic Sectionএ যেরূপ সূচিখণ্ডের লক্ষণ দেয়, তাহার প্রতি কি তাঁহার লক্ষ্য ছিল? সে লক্ষণ এইরূপ:—কোন নির্দ্দিষ্ট বিন্দু হইতে কোন চলবিন্দুর যে অন্তর, তাহা যদি কোন নির্দ্দিষ্ট সরল রেখা হইতে উক্ত চলবিন্দুর অন্তর অপেক্ষা ন্যূন হয়, তবে উক্ত চলবিন্দু দ্বারা ellipse বিলিখিত হইবে, যদি সমান হয় তবে parabola জন্মিবে, এবং যদি অধিক হয় তবে hyperbola হইবে। তবেই ন্যূন, সম, অধিক, এই তিনটি বিশেষণ অব, সম, অতি, তিনটী উপসর্গ দ্বারা সুব্যক্ত হইল। কিন্তু এরূপ চলবিন্দু দ্বারা খণ্ড বা অখণ্ড ত্রিবিধ বক্র রেখা মাত্র উৎপাদিত হয়। উক্ত লক্ষণ তিনটির সঙ্গে সঙ্গে ক্ষেত্রের ভাব আসে না। Ellipseটি অখণ্ড বক্ররেখা (closed curve) বটে, সুতরাং

লক্ষণ দ্বারা উহার ক্ষেত্রত্ব বুঝা যায়। কিন্তু parabola এবং hyperbolaর ক্ষেত্রত্ব আনিতে হইলে আরও কিছু বলা আবশ্যক হয়। অতএব ellipse, parabola এবং hyperbolaর ক্রমান্বয়ে অবক্ষেত্র, সমক্ষেত্র আর অতিক্ষেত্র তরজমা হয় কি না, তাহা বিচারসাপেক্ষ।

Ellipse স্থলে বৃত্তাভাস অনেক দিন অবধি চলিয়া আসিতেছে। এবং Ellipsoid স্থলে বর্ত্তুলাভাস চলিতেছে। পুনা নগরের কেরোপান্থও উক্ত শব্দ দুইটি ব্যবহার করিতেছেন।

Parabolaর বাঙ্গালা অনেকে অনেক দিন অবধি ক্ষেপণী চালাইয়াছেন। Parabolaকে ক্ষেপণী বলিবার কারণ বোধ করি গোলা গুলি ইত্যাদি অবক্ষিপ্ত পদার্থ মাধ্যাকর্ষণজনিত Parabola রূপ বক্র পথে গমন করে বলিয়া, projectile হইতে ক্ষেপণী হইয়াছে।

অতএব সবিনয় প্রার্থনা এই যে, বৃত্তভাস ও ক্ষেপণীর স্বত্বাস্বত্বের বিচার পূর্ব্বক তাহাদিগকে অধিকারচ্যুত করিলে ভাল হয়।

Hyperbolaকে কি বলা উচিত, তাহা এ পর্য্যন্ত ভাবিয়া স্থির করিতে পারি নাই।

Vertex = চূড়া, বেশ হইয়াছে। Apex শীর্ষ হইল কেন ?

এখন focusএর কথা। বোধ করি ১৮৫১ কি ৫২ অব্দে পূজনীয় ৺ বিদ্যাসাগর মহাশয় তাঁহার কৃত জীবনচরিত পুস্তকে focusএর তরজমা অধিশ্রয়ণী করিয়াছিলেন, সেই অবধি উহা চলিয়া আসিতেছে। স্কুলের ভাল ভাল পণ্ডিতদিগকে focusএর বাঙ্গালা জিজ্ঞাসা করিলে অধিশ্রয়ণীই বলেন। অধিশ্রয়ণীর অর্থ চুল্লী বা উনান, কুণ্ড বা অগ্নিকুণ্ডও তাহাই বুঝায়। তবে অধিশ্রয়ণীর অর্থ অনেকে জানেন না, রাসপঞ্চাধ্যায়ের কেবল এক স্থলে ঐ শব্দটি দেখিয়াছি। যাহা হউক, নিবেদন এই যে এখন অধিশ্রয়ণীকে তাড়াইয়া কুণ্ডকে স্থান দান করিবার প্রয়োজন কিছু হইয়াছে কি ? আমার ভিক্ষা এই যে, সাগরসম্ভবা অধিশ্রয়ণী focusএই থাকুক, আর অপূর্ব্ব বাবুর কুণ্ড বা নাভি nucleus অধিকার করুক।

Focusকে কেহ কেহ কেন্দ্র করিয়াছেন। এই কেন্দ্রের জন্য আমাদের প্রাচীন আচার্য্যদিগের একটা অপবাদই রহিয়া গিয়াছে। লোকে বলে এই কথাটী যাবনিক,—হইতেও পারে; আর ত্রিবেদী মহাশয় দেখাইয়াছেন যে পূর্ব্বাচার্য্যেরা ঝুড়ী ঝুড়ী গ্রীক শব্দ লইয়াছেন, যাউক সে কথায় আমার এখানে কাজ নাই। আমি বলিতে যাইতেছিলাম, কেন্দ্র শব্দটি ধার করিয়াও সবিশেষ ফললাভ হয় নাই; কারণ কেন্দ্রের পারিভাষিকত্ব বিনাশ পাইয়াছে, যেহেতু এক কেন্দ্র শব্দের পাঁচ অর্থ। কেন্দ্র centre, কেন্দ্র pole, কেন্দ্র focus, কেন্দ্র anomaly; আবার জ্যোতিষে আর এক রকমের কেন্দ্র আছে।

Axisএর বাঙ্গালা 'অক্ষ'; আবার 'দণ্ড' কেন ? ঢেঁকী যে দণ্ড বা শলাকাকে আশ্রয় করিয়া অর্দ্ধ আবর্ত্তিত হয়, তাহাকে আকশলী বা আকশলা অর্থাৎ অক্ষশলা বলা যায় বটে, কিন্তু বিজ্ঞানে আর 'দণ্ড' বসাইবার প্রয়োজন কি ?

Major axis মূলদণ্ড, কেন ?

Minor axis অক্ষদণ্ড, কেন ?

সকল ellipseএর minor axis অক্ষদণ্ড নহে। পৃথিবী oblate spheroid, ইহার minor axis অক্ষদণ্ড হইতে পারে। চন্দ্রের বেলা কি হইবে? চন্দ্রবিম্ব prolate spheroid, ইহার major axis দীর্ঘব্যাস আর minor axis হ্রস্বব্যাস হয় না?

Latus rectum = পরিসর, কেমন করিয়া হইবে? Latus অর্থে side, rectum অর্থে right; latus rectum = right side। পরিসর "পর্য্যন্তভূঃ পরিসরঃ" অর্থাৎ contiguous ground বা নদীকূলের সমীপস্থ বা পর্ব্বতের পার্শ্ববর্ত্তী স্থান। অতএব latus rectumএর সহিত পরিসরের কোন সম্বন্ধ দেখি না। Latus rectum focus দিয়া যায়। যদি focusকে অধিশ্রয়ণী বলেন, তবে latus rectumকে উত্তেজনী (শলাকা) = poker বলিতে অনুরোধ করিব।

Eccentricity = ব্যবচ্ছেদ বা বিকার!! উৎকেন্দ্রত্ব হয় না? Eccentricity আর উৎকেন্দ্রত্ব শুনিতে এক, অর্থেও এক। ইহা অপেক্ষা আর কোন শব্দ মনে লাগে না; তবে বলিতে পারি না, অপূর্ব্ব বাবু কি সুখে ব্যবচ্ছেদ বা বিকার করিলেন। গ্রহ বৃত্তের মধ্যে না থাকিয়া, focusএ থাকে বলিয়া কেন্দ্র হইতে যে টুকু চ্যুতি হয়, তাহাই eccentricity বা উৎকেন্দ্রত্ব। এই উৎকেন্দ্রত্ব পরিধির (epicycleএর) ব্যাসার্দ্ধ পরিমিত।

Ellipticity = আভাস, কি করিয়া হইল, তাহা আমার পক্ষে দুরবগাহ।

Ellipticity = Deviation from the form of a circle or sphere; আভাসঃ (পুং) সদৃশঃ। প্রতিবিম্বং। দীপ্তিঃ। অভিপ্রায়ঃ। তাহা হইলে ellipticity = আভাস কেমন করিয়া হইবে? Ellipticityর সহিত আভাসের তো কোন সম্বন্ধ দৃষ্ট হয় না। Ellipse অর্থে অভাব বা অপচিতি। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে বৃত্তের কিঞ্চিৎ অপচয় হওয়াতে বৃত্ত ellipseত্ব প্রাপ্ত হইল। Supply the ellipse in the following sentence—এরূপ স্থলেও অভাব বুঝায়, আভাসের নাম গন্ধও নাই। অতএব নিবেদন ellipticity = অপচিতি হউক।

Directrixকে ক্ষেত্রপাল করা হইয়াছে। যদি অবক্ষেত্র, সমক্ষেত্র এবং অতিক্ষেত্র চলে, তবে ক্ষেত্রপালের অধিকারে কাহারও হস্তক্ষেপ করিবার সাধ্য নাই।

এই উপলক্ষে আমি দুই একটি কথা বলিতে ইচ্ছা করি। রেখা শব্দটি স্ত্রীলিঙ্গ; তজ্জন্য রেখার অবস্থান ও জাতিভেদে উহার যে ভিন্ন ভিন্ন সংজ্ঞা হইয়াছে, তৎসমুদয় স্ত্রীলিঙ্গ; যেমন ছেদিনী, স্পর্শিনী ইত্যাদি। আমি বলি এই রীতি অবলম্বন পূর্ব্বক অর্থের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া normal, subnormal, subtangent, এবং directrix যথাক্রমে লম্বিনী, উপলম্বিনী, উপস্পর্শিনী এবং অনুশাসিকা বলা যায় না?

Spiral = ঘূর্ণাবর্ত্ত। ঘূর্ণ যদি rotation হয় আর আবর্ত্ত যদি revolution হয়, তবে ঘূর্ণাবর্ত্ত কি spiral হইবে? চিল, শকুনি, লার্ক প্রভৃতি পক্ষীরা spiral curveএতে ঘুরে ঘুরে উড়ে, আমি তজ্জন্য spiralকে অনেক সময়ে শকুন্তবৃত্ত বলিব মনে করি, আবার কখন

বা ইহাও মনে হয় শাঁকের গায়ে যে সকল আবর্ত্ত-চিহ্ন আছে, তৎসমুদয় spiral, অতএব শঙ্খাবর্ত্ত শব্দটি গড়ি। কখনও বা ক্রমবৃত্ত বলিতে ইচ্ছা হয়।

আমি ত্রিবেদী মহাশয় বা দত্ত বাবুর সহিত তর্ক বা বিচার করিবার উপযুক্ত পাত্র নহি। আমার বিদ্যা বুদ্ধি অতি অল্প। তবে যে এত চপলতা প্রকাশ করিলাম, তাহার কারণ প্রথমেই বলিয়াছি যে, আমার জ্যোতিষ খানি ছাপাইবার পূর্ব্বে জ্যোতিষের পারিভাষিক শব্দের একটা বান্ধাবান্ধি হইয়া গেলে, আমার বড় উপকার হয়। আমি আরও অনেক কথা গড়িয়াছি ; পাছে ধৃষ্টতা বড় বেশি হয়, সেই ভয়ে সে কথা গুলি বলিলাম না।

অবশেষে আমার সবিনয় নিবেদন এই যে, ইউরোপের মত আমাদের দেশে পারিভাষিক শব্দের প্রাচুর্য্য নাই, বরং সর্ব্বতোভাবে অভাবই রহিয়াছে। এমত স্থলে যে শব্দগুলি চলিয়া গিয়াছে, তাহারা এখন থাকুক, বেশি ছাঁটাছুঁটির প্রয়োজন নাই ; তবে যে শব্দগুলির সাহিত্য-রাজ্যে থাকিবার অধিকার নাই, বা যে শব্দগুলি কোনরূপ বিদ্রোহাচরণ করিতেছে, তাহা-দিগের প্রতি অনায়াসে নির্ব্বাসনবিধি প্রচার করিতে পারেন। আমি বৃদ্ধ বলিয়া প্রাচীন শব্দের প্রতি আমার সমধিক মমতা আছে, এরূপ মনে করিবেন না। সাহিত্য আদালত বিচার পূর্ব্বক শব্দের দণ্ড বা পুরস্কারের বিধান করুন, এই আমার নিবেদন।

১০৬, শ্যামবাজার ষ্ট্রীট্,
কলিকাতা ; ১৩ই ফাল্গুন, ১৩০১।

শ্রীমাধবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

গত মাঘের পরিষদ পত্রিকাতে মল্লিখিত বৈজ্ঞানিক পরিভাষা বিষয়ক প্রবন্ধের সমালোচ-নায় শ্রীযুক্ত বাবু রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মহাশয় যাহা লিখিয়াছেন, তাহার সহিত মূলতঃ আমার কোন মতভেদ নাই। তবে দুই এক স্থলে শব্দনির্ব্বাচন সম্বন্ধে তিনি যে সকল মত প্রকাশ করিয়াছেন, তৎসমুদয়ের স্থলবিশেষের আলোচনা করাই আমার বর্ত্তমান প্রবন্ধের উদ্দেশ্য।

প্রথমতঃ আমি স্বীকার করিয়া লইতেছি যে, অন্ততঃ একটী শব্দের উপাদেয়ত্ব জন্য আমি রামেন্দ্র বাবুর নিকট বিশেষ ঋণী হইয়াছি (mass শব্দের জড়তাবোধক একটী প্রতিশব্দের জন্য আমি অনেক দিন মাথা ঘুরাইয়াছি, কিন্তু 'জড়মান' শব্দটী আদবেই আমার মাথায় প্রবেশ না করাতে আমি অগত্যা তদর্থে 'বস্তুমান' ব্যবহার করিয়াছিলাম।

'জড়মান' শব্দ যে কত উপাদেয়, তাহা তিনি স্বয়ং বুঝাইয়া দিয়াছেন। তাহা না হইলেও শব্দটী উচ্চারণ মাত্রেই আমি গ্রহণ করিতে প্রস্তুত হইতাম ; আশা করি, বঙ্গীয় লেখক-সমাজেও উহা সাদরে গৃহীত হইবে। Mass অর্থে quantity of matter বৈজ্ঞানিক না হইয়া quantity of inertia বৈজ্ঞানিক হউক ; কিন্তু quantity অর্থাৎ 'পরিমাণ' যে বুঝাইতে হইবে, তাহার আর কোন ভুল নাই। একারণ আমি 'জাড্য' হইতে 'জড়মান' শব্দটীর অধিকতর পক্ষপাতী (mass শব্দটী সাধারণের জন্য ব্যবহার করিতে হইলেও তাহার

পরিমাণবাচকতা ভিন্ন অপর কোন অর্থ থাকিবে না, অতএব তাহার জন্য অপর কোন লৌকিক শব্দের অবতারণা নিষ্প্রয়োজন বোধ হয়।

Density অর্থে 'জড়িমা' শব্দ প্রয়োগ করিলে নূতনত্ব ভিন্ন অপর কোন আপত্তি উপস্থিত হইতে পারে, বোধ হয় না। Massএর ভাব বিদ্যালয়ের ছাত্র ও শিক্ষক ভিন্ন অপরের নিকট তত সাধারণ নহে, কিন্তু density সম্বন্ধে তাহা বলা যায় না। অনেক অজ্ঞ লোকের নিকটেও densityবোধক ভাব থাকিতে দেখা যায়। দুগ্ধ জ্বাল দিলে ক্ষীর প্রস্তুত হয়, এ স্থলে ক্ষীরের density দুগ্ধ হইতে অধিক। এই অর্থে সাধারণতঃ ঘনতা বা গাঢ়তা দ্বারাই density বুঝাইয়া থাকে। ঘনতার পরিমাণবোধক অন্য অর্থ আছে বলিয়া, আমি তাহা পরিত্যাগ পূর্ব্বক লৌকিকতা রক্ষার জন্য 'গাঢ়তা' করিয়াছি। এ স্থলে একটি কথা বলিয়া রাখিতেছি যে, আমি বৈজ্ঞানিক ভাব প্রকাশার্থ একটী বৈজ্ঞানিক ভাষা ও অপর একটী লৌকিক ভাষার সৃষ্টির অনুমোদন করিতে প্রস্তুত নহি। ধর্ম্মজগতে পৌরোহিত্যের প্রাবল্য অতিশয় অনুভূত হইয়া থাকে; বিজ্ঞানজগতে সেইরূপ পৌরোহিত্যের ও বেদ-মন্ত্রের সৃষ্টি, বোধ হয়, অনেকের বাঞ্ছনীয় হইবে না। রামেন্দ্র বাবু এ বিষয়ের আলোচনা করেন নাই; আমিও কেবল আমার মত মাত্র ব্যক্ত করিয়া ক্ষান্ত রহিলাম।

রামেন্দ্র বাবুর দ্বিতীয় আপত্তি 'উত্তাপ' শব্দের প্রয়োগে। 'তাপ' এবং 'উত্তাপ' শব্দ-দ্বয়ের পার্থক্য বুঝাইতে 'উৎ' উপসর্গটী যে অত্যন্ত কাজে আসিবে, তাহা আমি আমার পূর্ব্বের প্রবন্ধেই উল্লেখ করিয়াছি। যাহাকে heat ও temperatureএর ভাবগত পার্থক্য বুঝাইয়া দিতে হইবে, তাহার নিকট এইটুকু ব্যাকরণজ্ঞানের আশা করা অযৌক্তিক হইবে না যে, তাপ ও উত্তাপের মধ্যে 'উৎ' নামক একটু উপসর্গের সেতু রহিয়াছে। তাহা যদি হয়, তবে ঐ উপসর্গের একটী অর্থনির্দ্ধারণ এবং উহার ব্যাকরণতত্ত্বটুকু বৈজ্ঞানিকের নিকট আশা করা যাইতে পারে। রামেন্দ্র বাবু নিজেই তাঁহার প্রথম প্রবন্ধে এইরূপ উপসর্গ দ্বারা ভাবগত পার্থক্যনির্ণয়ের অনুমোদন করিয়াছেন। Temperature যে heatএর বাহ্য প্রকটন, তাহা হয়ত রামেন্দ্র বাবু নিজেই শিক্ষার্থীদিগকে বুঝাইয়া থাকেন। তবে 'উষ্ণতা' সম্বন্ধে আমার বিশেষ কোন আপত্তি নাই; কেবল 'উষ্ণতামান' কথাটীই যাহা কিছু আপত্তিজনক।

আমি potential energy অর্থে 'জড়শক্তি' ব্যবহার করিয়াছি, রামেন্দ্র বাবু তাহাকে 'স্থিতিশক্তি' করিতে চাহেন। 'জড়শক্তি' বলিতে 'স্থিতিশক্তি' বুঝাইতে পারে, কারণ 'অবস্থান' জড় পদার্থের একটী ধর্ম্ম। কিন্তু potential function সম্বন্ধে কোন ভাব আইসে না বলিয়াই, আমি 'স্থিতিশক্তি' শব্দটী ইচ্ছা করিয়া ব্যবহার করি নাই। নিউটন উল্লিখিত অর্থে "Materiœ vis insita est potentia" লিখিয়া গিয়াছেন; আমি সেই অর্থের অনুসরণ করিয়া potential energy অর্থে meterial energy বা 'জড়শক্তি' ব্যবহার করিয়াছি।

Particle অর্থে 'অণু' লিখিবার সময় আমি molecule কথাটী ভুলিয়া গিয়াছিলাম। রামেন্দ্র বাবু যে আমার সে ভুল সংশোধন করিয়া দিয়াছেন, তজ্জন্য তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞ হইলাম।

সংস্কৃত জ্যোতিষে revolution অর্থে 'ভগণ' সর্ব্বসাধারণ নহে। 'ভগণ' শব্দে কেবল মাত্র 'রাশিচক্র পরিক্রমণ' বুঝায়; ইহার তাৎপর্য্যার্থ 'নক্ষত্রাতিক্রমণ'। আর্য্যভট্টের "ভূরেবাবৃত্যাবৃত্য—" ইত্যাদিতে আবর্ত্তন অর্থে rotation বুঝাইলেও সাধারণতঃ দেখা যায় যে, সকলে সেই অর্থ বুঝেন না। * সাধারণতঃ লৌকিক ভাষাতে আবর্ত্তন বলিতে revolution বুঝায় বলিয়াই আমি rotation অর্থে আবর্ত্তন ব্যবহার করিতে বিরত হইয়াছি।

রামেন্দ্র বাবু জিজ্ঞাসা করিয়াছেন integration ও differentiationএর বাঙ্গালা 'সঙ্কলন' ও 'ব্যবকলন' করিতে দোষ কি? দোষ অনুসন্ধানের পূর্ব্বে এইমাত্র বলিতে পারি যে, ঐ শব্দ দুইটী আমার ধারণাতেই আইসে নাই। আমি আমার প্রথম প্রবন্ধেই উল্লেখ করিয়াছি যে, যখন যে বিষয় পাঠকালে আমার মনে যে ভাবের উদয় হইয়াছে, তখন তাহাকে তদুপযোগী বাঙ্গালা শব্দ দ্বারা প্রকাশ করিতে চেষ্টা করিয়াই আমি কিছু শব্দসঙ্কলন করিতে সমর্থ হইয়াছি। প্রথমে differentiationকে as a process of Analysis বলিয়াই শিক্ষা করি, কাজেই তাহার বাঙ্গালা প্রতিশব্দ 'ব্যুৎপাদন' সহজেই আমার মনে উদয় হইয়াছিল। তৎপর integration অর্থে 'সম্পাদন' শব্দ প্রয়োগ করাতে দেখা যাইতেছে যে, তাহাতে যেমন ব্যুৎপাদনের বিপরীত প্রক্রিয়া বুঝাইতেছে, তেমন তাহার সঙ্কলনবাচক অর্থও বুঝাইতে পারে। Differentiation ও integration এক্ষণে বিজ্ঞানের সকল শাখাতেই ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে। Spectrum Analysisএতে ইহার অতি সমাদর। এ সকল স্থলে বিচার করিলে দেখা যায় যে, 'ব্যবকলন' ও 'সঙ্কলন' অপেক্ষা 'ব্যুৎপাদন' ও 'সম্পাদন' শব্দ দ্বারাই ইহাদের অর্থ অধিকতর সুস্পষ্ট বোধগম্য হয়।

Ellipseএর বাঙ্গালা 'বৃত্তাভাস' যিনিই করুন না কেন, তিনি যে বৃত্তের সহিত ইহার ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ দেখিয়াছিলেন, তাহার আর ভুল নাই। কিন্তু সে ভাবটী যেমন গণিতবিরুদ্ধ, তেমনই অবৈজ্ঞানিক। Ellipse, hyperbola ও parabola এই তিনটীই একজাতীয় ক্ষেত্র; ellipse বৃত্তের আভাস না হইয়া বৃত্তকেই বরং ellipseএর আভাস বলা যায়। নিউটন গতিবিজ্ঞানে আমাদিগকে ইহাই দেখাইয়াছেন যে, ellipse 'স্বাভাবিক ক্ষেত্র'; বৃত্ত 'সহজ' হইলেও 'স্বাভাবিক' নহে; ইহা ellipseএর রূপান্তর বা অবস্থান্তর মাত্র। এ কারণ আমি 'বৃত্তাভাস' কথাটীকে "ভ্রমাত্মক" জ্ঞানে উঠাইয়া দিতে ইচ্ছা করি।

Focus সম্বন্ধে অনেক কথা বলিবার আছে। একটী মূল কথা এই যে, যখন যে ভাব যে ব্যক্তির মনে উদয় হইয়াছে, তখন তিনি তৎপ্রকাশার্থ তদুপযোগী শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন।

---

* ভারতী (বৈশাখ—আষাঢ়, ১৩০০—"মৃণ্ময়ীসমালোচনা ও তাহার প্রতিবাদ" শীর্ষক প্রবন্ধত্রয় দ্রষ্টব্য।

কেপ্‌লার্‌ স্বনামবিখ্যাত বিধানত্রয়ের আবিষ্কার করিয়া দেখিতে পাইলেন যে, গ্রহগণ সূর্য্যকে আশ্রয় করিয়া আবর্ত্তন করিতেছে; তাহাদের কক্ষ সমূহ এক একটী ellipse, এবং ঐ সকল ellipseএরই একটীমাত্র বিশেষ বিন্দু রহিয়াছে, যাহাতে সূর্য্য অধিষ্ঠিত থাকিয়া আলোক ও তেজ বিকিরণ করিতেছে। এই ধারণা হইতে তিনি ঐ বিন্দুর নাম রাখিলেন "focus"। ইহা একটী লাটিন শব্দ, ইহার ধাতুগত অর্থ 'অগ্নিকুণ্ড' (fireplace); তৎপরে নিউটন ধরাতলে অবতীর্ণ হইলেন। তিনি দেখিতে পাইলেন যে, গ্রহগণ যে শক্তিতে চালিত হইতেছে, সেই শক্তির মূল কারণ উক্ত বিশিষ্ট বিন্দুতে সূর্য্যরূপে প্রতিষ্ঠিত; এজন্য তিনি উহার নাম রাখিলেন "umbilicus"—ইহার বাঙ্গালা অর্থ 'নাভি'। নিউটন ইহা দেখিতে পাইলেন যে, মনুষ্যদেহে যেরূপ সকল শক্তিসঞ্চারিণী শিরার মূল নাভিপ্রদেশে, সেইরূপ গ্রহজগতেও সকল শক্তির অধিষ্ঠান ঐ নির্দ্দিষ্ট বিন্দুতে; অতএব তিনি ঐ বিন্দুকে "নাভি" নামে অভিহিত করিলেন। এই কারণে আমার নিকট এই নাম দুইটীরই বিশেষ আদর রহিয়াছে; তবে বঙ্গীয় সাহিত্যসমাজ "অধিশ্রয়ের" পক্ষপাতী হইলে, আমি অগত্যা এই উভয় নামই পরিত্যাগ করিব। আমার নিকট 'নাভি' শব্দটীই সর্ব্বাপেক্ষা উপযোগী বলিয়া বোধ হয়।

রামেন্দ্র বাবুর শেষ কথা বৈজ্ঞানিক গ্রন্থের অনুবাদ বিষয়ক প্রস্তাব সম্বন্ধে; ইহার উত্তরদান পরিষদেরই কর্ত্তব্য *।

শ্রীঅপূর্ব্বচন্দ্র দত্ত।

---

* অপূর্ব্ব বাবু এবং রামেন্দ্র বাবু যে সকল বৈজ্ঞানিক পরিভাষা সংগ্রহ করিয়াছেন, এবং শ্রীযুক্ত মাধবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক জ্যোতিষসংক্রান্ত যে পরিভাষা সঙ্কলিত হইয়াছে, তৎসমুদয়ের এক একটি তালিকা পরিষদে পাঠাইয়া দিলে ভাল হয়। পরিষদে ঐ বিষয় আলোচিত এবং পত্রিকায় উহা প্রকাশিত হইতে পারে। প্রবন্ধলেখকমহোদয়গণ এ বিষয়ে মনোযোগী হইলে পরিষদ্‌ উপকৃত হইবেন।—প. প. স.।

মুদ্রিত বাঙ্গালা পুস্তকের তালিকা।

ইতিহাস ও জীবনচরিত।

ঐতিহাসিক গদ্য সাহিত্যের মধ্যে যশোহরের অধিপতি প্রতাপাদিত্যচরিত্র প্রথম। এই গ্রন্থ রাম বসুকর্ত্তৃক প্রণীত এবং ১৮০১ অব্দে শ্রীরামপুর প্রেসে মুদ্রিত হয়। পত্রসংখ্যা ১৫৬। সেই সময়ে পারস্য ভাষার অযথা আধিপত্য প্রযুক্ত বাঙ্গালা ভাষার কিরূপ অবিশুদ্ধ ভাব ঘটিয়াছিল, তাহা প্রতাপাদিত্যচরিত্র পাঠে হৃদয়ঙ্গম হয়। এই গ্রন্থের পর ১৮০৫ অব্দে রাজা কৃষ্ণচন্দ্রচরিত্র প্রকাশিত হয়। পত্রসংখ্যা ১২০। ডাক্তার কেরি সাহেবের প্রস্তাব অনুসারে ঐ দুই গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছিল। ১৮১৭ অব্দে শাস্ত্রপদ্ধতি নামক গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। এই পুস্তকে প্রধান প্রধান সংস্কৃত গ্রন্থকার এবং তাঁহাদের লিখিত গ্রন্থের পরিচয় ছিল। ১৮১৯ অব্দে ফেলিকস্ কেরি সাহেব কর্ত্তৃক গোলড্স্মিথের ইংলণ্ডের ইতিহাসের অনুবাদ প্রকাশিত হয়। পত্রসংখ্যা ৪১২। কেরি সাহেব বাঙ্গালা ভাষায় অভিজ্ঞ ছিলেন। এই ইতিহাসে অমিয়েন্সের সন্ধি (১৮০২) পর্য্যন্ত যাবতীয় প্রধান ঘটনার বিবরণ ছিল। গ্রন্থের শেষভাগে পারিভাষিক এবং দুরূহ শব্দের একটি তালিকা ছিল। কিন্তু কোন কোন পারিভাষিক শব্দ যেরূপে অনূদিত হইয়াছিল, তাহা নিরতিশয় কৌতুকাবহ, যেমন Admiral of the Blue = নীলপতাকাধ্যর্ণব (?)। Whig = স্বাতন্ত্র্যপক্ষপাতী। ডিকেন্স্ যেরূপ ইংলণ্ডের ইতিহাসে জনসাধারণের ইতিহাস, নীতি, শিল্প, ধর্ম্ম প্রভৃতির বর্ণনা করিয়াছেন, বাঙ্গালা ভাষায় সেইরূপ ইতিহাসের অভাব রহিয়াছে। ১৮১৯ অব্দে কাপ্তেন ষ্টুয়ার্ট্ সাহেব "ঐতিহাসিক নীতিগল্প" প্রচার করেন। এই পুস্তকে অনেকগুলি ঐতিহাসিক বিষয় উদ্ধৃত হইয়াছিল। ইহাতে অসভ্যাবস্থা হইতে ইংলণ্ডের উন্নতি, নীতি বিষয়ক উপদেশ, ঐতিহাসিক কথা, মিত্রতা, পরিশ্রম, ন্যায়পরতা, অহঙ্কার, ক্রোধ প্রভৃতি সম্বন্ধে দৃষ্টান্তমালা, ভারতবর্ষে ইংরেজদিগের উপস্থিতি প্রভৃতি বিষয় বর্ণিত ছিল। হাতিরাম দাখ্যাল ১৮৩০ অব্দে আসামবুরুঞ্জি (আসামের ইতিহাস) প্রকাশ করেন। পত্রসংখ্যা ৮৬। চন্দ্রিকা প্রেশে মুদ্রিত। এই পুস্তক বিনামূল্যে বিতরিত হয়। ১৮২৯ অব্দে ইংরেজী এবং বাঙ্গালায় "সদ্বীর্য্যগুণ" শ্রীরামপুর হইতে প্রকাশিত হয়। পত্রসংখ্যা ২৩৯। এই গ্রন্থে বিবিধ দেশের এবং বিবিধ জাতির প্রাচীন ও আধুনিক ইতিহাস হইতে ধর্ম্ম ও বীরত্ব সম্বন্ধে ৯৫টি গল্প ছিল। ১৮৩২ অব্দে সাধারণ শিক্ষা-সমাজের উৎসাহে বরিন্সন্ সাহেবের "ঐতিহাসিক ব্যাকরণ" প্রকাশিত হয়। পত্রসংখ্যা ২৪২। এই পুস্তক একটি সাহিত্যসমিতি কর্ত্তৃক অনূদিত হয়। বার জন বাঙ্গালী এই সমিতির সদস্য ছিলেন। কণ্ঠস্থ রাখিবার উদ্দেশ্যে ইহাতে ছোট ছোট প্যারায় প্রধান প্রধান প্রাচীন এবং আধুনিক রাজ্যের বিবরণ ছিল। ১৮৩৯ অব্দে গোবিন্দ সেন নামক একব্যক্তি ভারতবর্ষের ইতিহাস সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ মুদ্রিত করেন। পত্রসংখ্যা ৩২। তৎপরবর্ত্তী বৎসর গোবিন্দ সেনের বাঙ্গালার ইতিহাস প্রচারিত হয়। পত্রসংখ্যা ৩৩৭। মূল্য ২৲ টাকা। এখানি মার্শমান

সাহেবের ইতিহাসের অনুবাদ। ইহাতে ১২০৩ অব্দে মুসলমানদিগের বাঙ্গালা আক্রমণ হইতে ১৮৩৫ অব্দ পর্য্যন্ত ঘটনার বিবরণ ছিল। অনুবাদের বাঙ্গালা সাহিত্যগ্রন্থের ন্যায় দুরূহ শব্দবহুল হইয়াছিল। ১৮৪২ অব্দে রাণী ভবানী-চরিত প্রকাশিত হয়। গ্রন্থকার "চন্দ্রিকা"-সম্পাদক। ইনি সতীদাহের পক্ষপাতী সম্প্রদায়ের প্রধান পরিচালক ছিলেন। এই জীবনীখানি নিরতিশয় কৌতুকাবহ হইয়াছিল।

ইতিহাসসমুচ্চয়। পত্রসংখ্যা ৩৬৪, মূল্য ১৲ টাকা। স্কুলবুক সোসাইটির প্রকাশিত। পিয়ার্সন সাহেবের প্রাচীন ইতিহাসের সারসংগ্রহ। ইহাতে সংক্ষিপ্ত ভাবে মিশর, আসিরীয়া, বাবিলন, মিডীয়া, পারস্য, গ্রীস এবং রোমের ইতিহাস ছিল।

প্রাচীন ইতিহাস। ইংরেজী হইতে অনূদিত। ১৮৩০ অব্দে স্কুলবুক্ সোসাইটি কর্ত্তৃক প্রকাশিত। পত্রসংখ্যা ৬২৩। এখানিও পিয়ার্সনের ইতিহাসের সারসংগ্রহ। সংক্ষেপে মিশরীয়, আসিরীয়, বাবিলনীয় এবং মিডীয়া, পারস্য, গ্রীশ ও রোমবাসীদিগের রীতি নীতি, বিধিব্যবস্থা, বাসগৃহ, রাজ্যশাসন প্রভৃতির বিবরণ ছিল।

বাঙ্গালার ইতিহাস। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর প্রণীত। প্রথম সংস্করণ, ১৮৪৯। তৃতীয় সংস্করণ। পত্রসংখ্যা ১৫২। মূল্য ৷৷০ আনা। সংস্কৃত প্রেসে মুদ্রিত। এখানি মার্শমান সাহেবের উৎকৃষ্ট ইতিহাসের অনুবাদ। অনুবাদের ভাষা প্রাঞ্জল এবং পরিমার্জ্জিত। ইহাতে পলাশীর যুদ্ধ হইতে লর্ড উইলিয়ম বেণ্টিঙ্কের শাসনকাল পর্য্যন্ত ঘটনার বিবরণ আছে।

বঙ্গদেশের পুরাবৃত্ত। বেঙ্গার সাহেব কর্ত্তৃক অনূদিত। পত্রসংখ্যা ২৮৪। মূল্য ৸০ আনা। স্কুলবুক্ সোসাইটির প্রকাশিত। এখানি মার্শমান্ সাহেবের ইতিহাসের অনুবাদ। অনুবাদকার বাঙ্গালার প্রাচীন সময় হইতে আধুনিক সময় পর্য্যন্ত সমস্ত বিবরণ সরল ভাষায় লিখিয়াছেন।

ধর্ম্মপুস্তকবৃত্তান্ত। বার্থ সাহেবের বাইবেলের গল্পমালার অনুবাদ। বিবি হেবার্লিন কর্ত্তৃক অনূদিত। ১৮৪৬ অব্দে ট্রাক্ট সোসাইটি নামক খৃষ্টীয় ধর্ম্মপুস্তক-প্রচারক সমাজ কর্ত্তৃক প্রকাশিত। পত্রসংখ্যা ২৫২। ইহাতে বাইবেল ১০৪টী গল্প মনোহর ভাবে বর্ণিত হইয়াছে। ইহাতে ২৭ খানি চিত্র আছে, এই পুস্তক জর্ম্মন্ ভাষায় লিখিত হয়। এক জর্ম্মনি দেশে ইহার ১০০ সংস্করণ এবং এক লক্ষ খণ্ড বিক্রয় হইয়াছিল। এতদ্ব্যতীত ইহা ৩০টি বিভিন্ন ভাষায় অনূদিত হইয়াছে।

কালক্রমিক ইতিহাস। পিনক্ সাহেবের বাইবেলের ইতিহাসের অনুবাদ। পিয়ার্স সাহেব কর্ত্তৃক অনূদিত। প্রথম সংস্করণ ১৮৩৮, দ্বিতীয় সংস্করণ ১৮৫০। বাপ্‌তিস্ত মিশন্ প্রেসে মুদ্রিত। পত্রসংখ্যা ৮৯। মূল্য।০ চারি আনা। প্রশ্নোত্তর প্রণালীতে লিখিত। ১০ খানি চিত্র সম্বলিত।

দ্বারকানাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাইবলের ইতিহাস। বিবি ট্রিমারের গ্রন্থ হইতে অনূদিত। বিশপ্ কলেজের প্রেসে ১৮৪৩ অব্দে মুদ্রিত। পত্রসংখ্যা ২৮২। ইহার ২৪টি প্রকরণে

সংক্ষেপে সমগ্র বাইবেলের ইতিহাস আছে। প্রতিপ্রকরণে প্রশ্নাবলী ও তৎসমুদয়ের উত্তর রহিয়াছে।

সত্য ইতিহাস। প্রথম সংস্করণ ১৮৩০। পত্রসংখ্যা ২৩৯। মূল্য ৸৹ বার আনা। স্কুলবুক সোসাইটি কর্ত্তৃক প্রকাশিত। ইহাতে সেমিরামিস, সিসস্ত্রিস্, হোমর, লাইকার্গাস্, রমুলস্, সাইরস্, কন্‌ফুসস্, পিথাগোরাস্, মিল্‌তাইদিস্, সক্রেটিস্, দিমস্থিনিস্ এবং সেকন্দর সাহের বিবরণ আছে। এখানি প্রাচীন ইতিহাসের অনুবাদ। প্লুতার্কের জীবনীমালার অনুকরণে লিখিত।

খ্রীষ্টমাহাত্ম্য। মুইর সাহেবের খ্রীষ্টচরিত হইতে কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় কর্ত্তৃক অনূদিত। দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৮৫১ অব্দে ট্রাক্ট্ সোসাইটি কর্ত্তৃক প্রকাশিত। মূল্য ৵১৹ আনা। মুইর সাহেব প্রথমে সংস্কৃত কবিতায় এই পুস্তক প্রণয়ন করেন। পরে হিন্দী এবং ইংরেজীতে ইহার অনুবাদ হয়। ইহাতে ইহুদিগের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস আছে। খ্রীষ্টের জীবনী এবং তদীয় অনুশাসন যে ভাবে লিখিলে হিন্দুদিগের হৃদয়াকর্ষক হয়, সেই ভাবে বর্ণিত হইয়াছে। ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে ডাক্তার মিল্ সংস্কৃত ভাষায় এই ভাবের একখানি পুস্তক রচনা করেন। ১৮১০ অব্দে পদ্যে রাম বসুর খ্রীষ্টচরিত রচিত হয়। ইহা দুই বার মুদ্রিত এবং উড়িয়া ও হিন্দী ভাষায় অনূদিত হইয়াছিল।

খ্রীষ্টীয় মণ্ডলীর বিবরণ। ১৮৪০ অব্দে ট্রাক্ট্ সোসাইটি কর্ত্তৃক প্রকাশিত। পত্রসংখ্যা ৩৫৫। মূল্য ৶১৹ আনা। ইহা বার্থ সাহেবের খ্রীষ্টীয় সম্প্রদায়ের ইতিহাসের অনুবাদ। বিভিন্ন ভারতবর্ষীয় ভাষায় ইহা অনূদিত হইয়াছে।

দানিয়েলচরিত্র। মর্টন্ সাহেবের প্রণীত। ১৮৩৬ অব্দে ট্রাক্ট্ সোসাইটি কর্ত্তৃক প্রকাশিত। পত্রসংখ্যা ৩৪৫। মূল্য ৶১৹ আনা। ইংরেজী ও বাঙ্গালায় মুদ্রিত (দ্বৈভাষিক)। ইহাতে জুদা এবং ইস্‌রাইল্‌দিগের রাজ্যের ইতিহাস পরিমার্জ্জিত বাঙ্গালায় লিখিত হইয়াছে।

ইজিপ্টের পুরাবৃত্ত। কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত। রোজারিও কোং, ১৮৪৭; পত্রসংখ্যা ৩৩৮। মূল্য ১৲ টাকা। রোলিন্ এবং এন্‌সাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকা হইতে অনূদিত। ইহাতে ইজিপ্ট দেশের প্রাচীন নগর ও পিরামিদ প্রভৃতির বিবরণ এবং মুসলমানদিগের আক্রমণ পর্য্যন্ত ইজিপ্টের প্রাচীন ইতিহাস আছে।

গালিলিওচরিত্র। কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত। রোজারিও কোং, ১৮৫১। পত্রসংখ্যা ১৩২। মূল্য ॥৵৹ আনা। ইহা বীটন্ সাহেবের গালিলিও চরিতের সারসংগ্রহ।

গ্রীসের ইতিহাস। প্রাজ্ঞ প্রেস (?) ১৮৪০। পত্রসংখ্যা ১০১। মূল্য ।৵৹ আনা। হিন্দুকলেজ পাঠশালার জন্য লিখিত। ইহাতে এথেন্স্, স্পার্টা, ট্রয় প্রভৃতির বিবরণ আছে।

মুখোপাধ্যায়প্রণীত গ্রীসের ইতিহাস। লেখক হিন্দু কলেজের জনৈক ছাত্র। স্কুলবুক সোসাইটি কর্ত্তৃক প্রকাশিত, পত্রসংখ্যা ৩৯৬। মূল্য ১৲ টাকা। ইহা গোল্ড্‌স্মিথের প্রণীত গ্রীসের ইতিহাসের অনুবাদ। অনুবাদ প্রাঞ্জল হয় নাই।

জীবনচরিত। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর প্রণীত। পত্রসংখ্যা ১৩৮, মূল্য ॥০ আনা। প্রথম সংস্করণ ১৮৪৯। সংস্কৃত প্রেস। চতুর্থ সংস্করণ যন্ত্রস্থ। ইহাতে কোপরনিকস্, গালিলিও, নিউটন্, ডুবাল্ প্রভৃতির জীবনী আছে। ইহা চেম্বার সাহেবের প্রকাশিত জীবনী হইতে অনূদিত।

পুরাবৃত্তসংক্ষেপ। মার্শমান্ প্রণীত, ইংরাজী ও বাঙ্গালায় মুদ্রিত (দ্বৈভাষিক)। রোজারিও কোং, ১৮৩৩। পত্রসংখ্যা ৫১৫। মূল্য ৩৲ টাকা। ইহাতে আদম ও নোহার কথা, এবং ট্রোজান্ যুদ্ধ, গ্রীক্‌দিগের উপনিবেশ ও ইজিপ্ট্, রোম্ প্রভৃতির বিবরণ আছে।

ভারতবর্ষীয় ইতিহাস সার। বৈদ্যনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত। দুই ভাগে সম্পূর্ণ। পত্রসংখ্যা ৩৫২। চন্দ্রিকা প্রেস, ১৮৪৮। মূল্য ১॥০ টাকা। এই ইতিহাস মনু, যাজ্ঞবল্ক্য, রামায়ণ, মহাভারত, রাজাবলি, রুক্ সাহেবের গেজেটিয়র্, মার্শমানের বাঙ্গালার ইতিহাস হইতে সংগৃহীত। মার্শমানের ইতিহাসে হিন্দুধর্ম্ম সম্বন্ধে যে মত পরিব্যক্ত হইয়াছে, তাহার বিপক্ষ সিদ্ধান্ত প্রচার করা এই গ্রন্থের একটি উদ্দেশ্য। গ্রন্থকারের মতে মার্শমানের মত হিন্দু-ধর্ম্মের বিরোধী এবং খ্রীষ্টধর্ম্মের অনুকূল। এই ইতিহাসে হিন্দুর সময়-নির্ণয়-প্রণালী, প্রাচীন হিন্দু ভূপতিগণ, তাঁহাদের রাজধানী ও রাজ্যশাসনপ্রণালী, বিভিন্ন জাতির উৎপত্তি, সূর্য্য ও চন্দ্রবংশ, কৌলিন্যপ্রথার প্রবর্ত্তন, মুসলমানদিগের আক্রমণ, পর্ত্তুগীজদিগের আক্রমণ, ইংরেজদিগের উপস্থিতি এবং ১৮৪৩ অব্দ পর্য্যন্ত তাঁহাদিগের দেশজয়ের বিবরণ আছে। যাঁহারা রামায়ণ, মহাভারত এবং পুরাণ হইতে সংক্ষেপে হিন্দুর ইতিহাস জানিতে ইচ্ছা করেন, এই গ্রন্থ তাঁহাদের সবিশেষ উপযোগী।

ভারতবর্ষীয় ইতিহাস। গোপাললাল মিত্র প্রণীত, পত্রসংখ্যা ২০১। সাধারণ শিক্ষা সমাজের সাহায্যে প্রকাশিত, ১৮৪০। ইহাতে মার্শমান্ সাহেবের প্রণালী অনুসারে ভারত-বর্ষের প্রাচীন ইতিহাস, পর্ত্তুগীজদিগের অধিকারের পূর্ব্ববর্ত্তী বিবরণ, ভারতবর্ষের প্রাচীন অধিবাসী, সূর্য্যবংশ, বৌদ্ধধর্ম্ম, মগধ সাম্রাজ্য, পাঠান, পর্ত্তুগীজ প্রভৃতির বিবরণ আছে। মার্শমানের ইতিহাসের যে অংশে হিন্দুধর্ম্মের বিরুদ্ধমত প্রকাশিত হইয়াছে, সে অংশ পরি-ত্যক্ত হইয়াছে।

ভারতবর্ষীয় ইতিহাস। মার্শমান প্রণীত। দুই খণ্ড। শ্রীরামপুর প্রেস, ১৮৩১। স্কুলবুক্ সোসাইটির প্রকাশিত। ইংরেজদিগের আগমন হইতে মার্ক্ইস্ অব্ হেষ্টিংসের শাসনকাল পর্য্যন্ত। পূর্ব্বে ইহার মূল্য ৮৲ টাকা ছিল। এখন (১৮৫৫) ২৲ টাকায় বিক্রীত হইতেছে।

রাজাবলী। ১৮০৮। শেষ সংস্করণ ১৮৩৮। ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের প্রধান পণ্ডিত মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার প্রণীত। ইহাতে হিন্দু এবং মুসলমান ভূপতিদিগের বিবরণ আছে।

সারাবলী। নবীন পণ্ডিত প্রণীত। রোজারিও কোং, ১৮৪৬। পত্রসংখ্যা ১৬২।

মূল্য ১৲ টাকা। মহাভারত, কেট্‌লি প্রণীত ভারতবর্ষের ইতিহাস, মার্শমানের ইতিহাস, ষ্টুয়ার্টের বাঙ্গালার ইতিহাস প্রভৃতি হইতে সংগৃহীত। ইহার ভাষা সংস্কৃতবহুল হইলেও সুন্দর।

রাজাবলী। শ্যামধন মুখোপাধ্যায় প্রণীত। চন্দ্রিকা প্রেস্, ১৮৪৫। পত্র সংখ্যা ১১২। হিন্দু, মুসলমান, এবং লর্ড ক্লাইব পর্য্যন্ত ইংরেজ অধিকারের বিবরণ আছে। গুণাংশে গ্রন্থ সামান্য।

টুকারের ইহুদীদিগের ইতিহাস। কাম্বেল সাহেব কর্ত্তৃক অনুদিত। মূল ইংরেজি গ্রন্থকার বারাণসীর কমিসনর। পত্রসংখ্যা ২৫৭। ১৮৪৫। হে এণ্ড্ কোং।

ক্লাইব চরিত্র। হরচন্দ্র দত্ত প্রণীত। প্রথম সংস্করণ ১৮৫৩; দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৮৫৪; পত্রসংখ্যা ৭৯। মূল্য।০ আনা। রোজারিও কোং। লর্ড ক্লাইব সম্বন্ধে মেকলের প্রসিদ্ধ প্রবন্ধের অনুবাদ। বর্ণাকুলার লিটরেচার কমিটি (এতদ্দেশীয় সাহিত্যসমাজ) কর্ত্তৃক প্রকাশিত। ইহাতে মাদ্রাজ, বারাণসী, মহারাষ্ট্র প্রভৃতির বার খানি চিত্র আছে।

রাজীবলোচন প্রণীত কৃষ্ণচন্দ্রচরিত্র। প্রথম সংস্করণ, ১৮০৫; শেষ সংস্করণ ১৮৩৪। শ্রীরামপুর প্রেস্। মূল্য ৷৷০ আনা। পত্রসংখ্যা ৫৮। রোজারিও কোং প্রকাশিত। গত শতাব্দীতে যিনি সম্রাট্ অগস্তসের ন্যায় কৃষ্ণনগরে সংস্কৃতানুশীলনের প্রধান উৎসাহদাতা ছিলেন, ইহা তাঁহারই জীবনী। কথিত আছে, তাঁহার মন্ত্রণায় অনেক প্রধান ব্যক্তি মুসলমানের বিরুদ্ধে ইংরেজদিগের পক্ষ অবলম্বন করিয়াছিলেন। এই পুস্তকে পলাশীর যুদ্ধের সময়ে বাঙ্গালার অবস্থা-সংক্রান্ত নানাকথা এবং দুই এক স্থলে পৌরাণিক আখ্যানের সমাবেশ আছে। গ্রন্থের ভাষা সরল ও মাধুর্য্যগুণবিশিষ্ট। ডাক্তার কেরি সাহেবের অনুরোধে ফোর্ট্ উইলিয়ম কলেজের ছাত্রদিগের ব্যবহারার্থে ইহা সঙ্কলিত হয়। সে সময়ে বাঙ্গালা পুস্তক এত অল্প পরিমাণে বিক্রীত হইত যে, ১২০ পৃষ্ঠা পরিমিত পুস্তকখানির মূল্য প্রথমে ৫৲ টাকা হইলেও উহা প্রকাশ করিতে যে অর্থব্যয় হইয়াছিল, পুস্তকবিক্রয়ে কেবল তাহাই পাওয়া গিয়াছিল। এই গ্রন্থ ১৮৩০ অব্দে লণ্ডনে পুনর্মুদ্রিত হয়।

জীবনবৃত্তান্ত। কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত। পত্রসংখ্যা ৩৩০। রোজারিও কোং। ইহাতে যুধিষ্ঠির, কনফুসস্, প্লেতো, বিক্রমাদিত্য, আল্‌ফ্রেড্ ও সুলতান মামুদের জীবনী আছে। যুধিষ্ঠির-চরিতে হিন্দুর ইতিহাসের একটি অতি প্রয়োজনীয় অংশের সারসংগ্রহ আছে; বিক্রমাদিত্য-চরিতে তদানীন্তন সময়ের ঐতিহাসিক বিবরণ রহিয়াছে। আল্‌ফ্রেডের জীবনীতে ১,২০০ বৎসর পূর্ব্বে ইংলণ্ডের যেরূপ অবস্থা ছিল, তাহা জানিতে পারা যায়; সুলতান মামুদের জীবনীতে মুসলমানদিগের ভারত আক্রমণের বিবরণ এবং প্লেতোচরিতে গ্রীকদিগের দর্শনশাস্ত্রের বিষয় অবগত হওয়া যায়।

নবনারী। নীলমণি বসাক প্রণীত। সংস্কৃত প্রেস্, ১৮৫২। পত্রসংখ্যা ২৯৮। মূল্য ১৷৷০ টাকা। রোজারিও কোং। ইহাতে সীতা, সাবিত্রী, শকুন্তলা, দময়ন্তী, দ্রৌপদী, লীলাবতী, খনা, অহল্যাবাই, রাণী ভবানী এই নয়টি নারীর চরিত্র বর্ণিত হইয়াছে।

মহম্মদের জীবনচরিত্র। ১ম ভাগ; জে. লং প্রণীত; ট্রাক্ট্ সোসাইটির প্রকাশিত; ১৮৫৪। পত্রসংখ্যা ১২১, মূল্য ৵০ আনা। রোজারিও কোং। ইহাতে আরব দেশের ভুবৃত্তান্ত, প্রাণী, উদ্ভিদ ও আকরিক বস্তুসমূহের বিবরণ, মহম্মদের পূর্ব্বে আরবে প্রচলিত ধর্ম্মের বিবরণ সহ মহম্মদের জীবনী বিবৃত হইয়াছে। দ্বিতীয় ভাগ যন্ত্রস্থ।

রেবারেণ্ড্ ক্রুক্বার্গের নিউটনচরিত্র। ইংরেজী হইতে অনুদিত। পত্রসংখ্যা ১৮৬। মূল্য ৵০ আনা। ট্রাক্ট্ সোসাইটির প্রকাশিত, ১৮৫৩। নিউটন কয়েক বৎসর কাল আফ্রিকার দাসব্যবসায়ী ছিলেন, তিনি স্বরচিত চরিতে বিশদরূপে ঐ ভয়াবহ ব্যবসায়ের বর্ণনা করিয়াছেন। কিরূপে তিনি এই ব্যবসায় পরিত্যাগ করিয়া খ্রীষ্টধর্ম্মপ্রচারকের পদে প্রতিষ্ঠিত হন, তাহার বিবরণ যেরূপ বৈচিত্র্যপূর্ণ, সেইরূপ আমোদজনক।

পলের চরিত্র। কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক সংস্কৃত হইতে অনূদিত। ট্রাক্ট্ সোসাইটির প্রকাশিত, ১৮৫০। পত্রসংখ্যা ৯৭। মূল্য ⁄০ আনা। বঙ্গদেশের সিবিল কর্ম্মচারী মুইর সাহেব এই গ্রন্থ প্রথমে সংস্কৃত ভাষায় প্রণয়ন করেন। ইহা ইংরেজী এবং হিন্দীতে অনূদিত হইয়াছে।

পঞ্জাবের ইতিহাস। রাজনারায়ণ ভট্টাচার্য্য প্রণীত। প্রথম সংস্করণ, ১৮৪৭। দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৮৫৪। পত্রসংখ্যা ১৯৪। মূল্য ১৷৷০ টাকা। রোজারিও কোং। উৎকৃষ্ট বাঙ্গালায় শিখরাজত্বের ইতিহাস বিবৃত হইয়াছে। পুস্তকের বিবরণ রাজতরঙ্গিণী, আইন ই আকবরী, সৈয়র মুতাক্ষরীণ, প্রিন্সেপ্-প্রণীত রণজিৎ সিংহের জীবনী, মাক্‌গ্রেগর-প্রণীত শিখদিগের ইতিহাস প্রভৃতি হইতে সঙ্কলিত। এতদ্দেশীয়েরা শিখরাজ্যের ইতিহাস জানিতে সাতিশয় উৎসুক ছিলেন, যেহেতু তাঁহারা পূর্ব্বেই এই পুস্তকের ৩২৫ খণ্ডের গ্রাহক হইয়াছিলেন।

শাহনামা। পারসীক ভূপতিদিগের ইতিহাস। বিশ্বেশ্বর দত্ত কর্তৃক পারসী হইতে অনূদিত। সিন্ধুপ্রেস, ১৮৪৭। পত্রসংখ্যা ৪৫৮। গ্রন্থে অনুবাদকারকের প্রতিকৃতি আছে। শাহনামাকার পারসীকদিগের হোমার। ইহাতে মুসলমান অধিকারের পূর্ব্বে পারস্য রাজ্যের ইতিহাস বিবৃত হইয়াছে।

প্রতাপাদিত্য-চরিত্র। হরিশ তর্কালঙ্কার প্রণীত। পত্রসংখ্যা ৬৩। মূল্য ৵০ আনা। রোজারিও কোং, ১৮৫৩। এতদ্দেশীয় সাহিত্য সমাজ কর্তৃক প্রকাশিত। রাজা প্রতাপাদিত্য আকবরের রাজত্বকালে যশোহরের অধিপতি ছিলেন। তিনি একটি সমৃদ্ধিশালী নগরের প্রতিষ্ঠা করেন। এখন ঐ স্থান সুন্দরবনের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে। ৫০ বৎসর পূর্ব্বে প্রতাপাদিত্যের জীবনী বাঙ্গালায় প্রণীত ও প্রচারিত হয়। ঐ পুস্তক ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের ছাত্রদিগের পাঠ্য ছিল। পারসী শব্দের বহুল পরিমাণে সমাবেশ থাকাতে উহার ভাষা পারসী বাঙ্গালা হইয়াছিল। উপস্থিত জীবনীতে পূর্ব্ববর্ত্তী গ্রন্থের বিষয়ই বর্ণিত হইয়াছে। কিন্তু ইহার ভাষার সহিত পূর্ব্ববর্ত্তী গ্রন্থের ভাষার অনুমাত্র সাদৃশ্য নাই। মুসলমানদিগের

অধিকরকালে হিন্দুভূপতির অবস্থার বর্ণনা থাকাতে জর্ম্মনির লোকে এই পুস্তক খুঁজিয়াছিলেন। এই জীবনীতে লিখিত হইয়াছে যে, রাজার পূর্ব্বপুরুষেরা সপ্তগ্রামে বাস করিতেন। তদানীন্তন সময়ে সপ্তগ্রাম প্রধান বাণিজ্যস্থান ছিল। এখন ইহা একটি সামান্য পল্লীর মধ্যে পরিগণিত। রাজার পূর্ব্ব পুরুষেরা গৌড়ে গিয়া তত্রত্য ভূপতির দরবারে প্রাধান্য লাভ করেন। রাজা প্রতাপাদিত্য শেষে সুন্দরবনের স্বত্বাধিকারী হয়েন। সে সময়ে সুন্দরবন শস্যসম্পত্তিপূর্ণ ও জনবহুল ছিল। প্রতাপাদিত্য সম্রাট আকবরকে কর দিতে অস্বীকার করিলে, সম্রাট তাঁহার বিরুদ্ধে সৈন্য প্রেরণ করেন। প্রতাপাদিত্য বন্দী ও লৌহপিঞ্জরে অবরুদ্ধ হয়েন। এই অবস্থায় দিল্লীতে যাইবার সময়ে বারাণসীতে তাঁহার মৃত্যু হয়।

রামচরিত। রাখালদাস হালদার প্রণীত। পত্রসংখ্যা ৪১। মূল্য।০ আনা। রোজারিও কোং, ১৮৫৪। ইহাতে পৌরাণিক উপন্যাস হইতে ঐতিহাসিক বিষয় স্বতন্ত্র করা হইয়াছে। উত্তর পশ্চিম প্রদেশের সিবিল কর্ম্মচারী আর্ কাষ্ট্ সাহেব ইংরেজী বিদ্যালয়ে ব্যবহারার্থ সম্প্রতি এই প্রণালীতে রামচন্দ্রের জীবনী প্রকাশ করিয়াছেন। রামচরিতকার ঐতিহাসিক ভাবে হিন্দুর ইতিহাসের একটি অতি প্রয়োজনীয় অংশের উদ্ধারের চেষ্টা করিয়াছেন। এজন্য তিনি উৎসাহলাভের উপযুক্ত পাত্র। এই পুস্তকে রামচন্দ্রের ধনুর্ব্বেদে পারদর্শিতা, ত্রিহুতে তাঁহার বিবাহ, তদীয় পত্নীর পাতিব্রত্য, তাঁহার সিংহল আক্রমণ প্রভৃতি বিষয় বর্ণিত হইয়াছে।

রোমের পুরাবৃত্ত। কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত। ২ খণ্ড। পত্রসংখ্যা ৬১০। মূল্য ২৲ টাকা। রোজারিও কোং, ১৮৪৮। ইংরেজী ও বাঙ্গালায় মুদ্রিত (দ্বৈভাষিক)। প্রধানতঃ ইউট্রোপিয়সের গ্রন্থ এবং অংশতঃ আর্ণোল্ড্, হুক্, গিবন্ প্রভৃতির গ্রন্থ হইতে সঙ্কলিত। ভূমিকায় ইতিহাসের অনুশীলন সম্বন্ধে একটি রচনা আছে। ইহাতে রোম নগরের প্রতিষ্ঠা হইতে সাম্রাজ্যের ধ্বংস পর্য্যন্ত ইতিহাস বিবৃত হইয়াছে। এই পুস্তক কেবল বাঙ্গালায় প্রকাশিত হইয়াছিল। কিন্তু পুনর্মুদ্রিত না হওয়াতে এখন উহা আর পাওয়া যায় না।

মুখোপাধ্যায়ের রোম ইতিহাস। পিনক্ এবং গোল্ড্স্মিথের রোমের ইতিহাস হইতে অনূদিত। পত্রসংখ্যা ৫৫৯। মূল্য ৬৲ টাকা। পূর্ণচন্দ্রোদয় প্রেস, ১৮৫৪। গ্রন্থখানি পাঠোপযোগী; কিন্তু বিদ্যালয়ে ব্যবহারের পক্ষে মূল্য বড় বেশী। প্রতি অধ্যায়ের শেষে পরীক্ষার জন্য প্রশ্নাবলী প্রদত্ত হইয়াছে।

ভূগোল।

বাঙ্গালায় ভূগোল শিক্ষার উপযোগী গ্রন্থ সর্ব্বপ্রথম শ্রীরামপুর হইতে প্রকাশিত হয়। শ্রীরামপুরের কাপি বই (শ্রুতলিখনের পুস্তক) এবং শ্রীরামপুরের ভূগোল ও জ্যোতিষ ১৮১৯ অব্দে প্রণীত হয়। শ্রুতলিখন-প্রণালীতে এই পুস্তক হইতে ভূগোল শিক্ষা দেওয়া হইত। ১৮২৪ অব্দে পিয়ার্সন্ সাহেবের ভূগোল এবং জ্যোতিষ গ্রন্থ প্রচারিত হয়। ইহা

ইংরেজী ও বাঙ্গালায় মুদ্রিত (দ্বৈভাষিক)। পত্রসংখ্যা ৩১১। ইহাতে কথোপকথন প্রণালীতে ভূগোল ও জ্যোতিষ সংক্রান্ত সাধারণ বিষয়—পৃথিবীর আকার, বঙ্গদেশের ভিন্ন ভিন্ন জেলার বিবরণ, হিন্দুস্থানের বিষয়, এসিয়ার অন্যান্য দেশ এবং ইউরোপ ও আমেরিকার ভূবৃত্তান্ত, সৌরজগৎ, ধূমকেতু, গ্রহণ, জোয়ার ভাটা, বজ্রপাত, রামধনু, দিগ্দর্শন, উল্কা প্রভৃতির বিবরণ ছিল। ঐ বৎসর হার্কুলট্স্ সাহেব পৃথিবীর মানচিত্র প্রস্তুত করেন। ১৮২৫ অব্দে পিয়ার্সনের ভূগোল প্রকাশিত হয়। ঐ বৎসর ভারতবর্ষের মানচিত্র প্রকাশিত হইয়া দশ টাকা মূল্যে বিক্রীত হইতে থাকে। এই মানচিত্রের ফলক ইংলণ্ডে খোদাই করা হইয়াছিল। ১৮২৬ অব্দে রাজা কালীকৃষ্ণ জ্যোতিষ শিক্ষার জন্য একটি যন্ত্রের প্রতিকৃতি লিথোগ্রাফ্ করাইয়া প্রকাশ করেন। ১৮৩৬ অব্দে ভূগোল এবং গ্রহণ সম্বন্ধে এক খানি পুস্তক প্রকাশিত হয়। জে. সাদার্লণ্ড্ সাহেবের তত্ত্বাবধানে ইউরোপের বৈজ্ঞানিক গ্রন্থসমূহের অনুবাদ জন্য যে সভা প্রতিষ্ঠিত হয়, সেই সভা হইতে ১৮৩৪ অব্দে ভারতবর্ষের ভূবৃত্তান্ত প্রচারিত হয়। এই পুস্তক হামিল্টনের হিন্দুস্থান এবং অন্যান্য গ্রন্থ হইতে সঙ্কলিত ও অনূদিত হইয়াছিল। হিন্দু কলেজের কর্তৃপক্ষ ১৮৩৯ অব্দে এসিয়ার ভূবৃত্তান্ত প্রকাশ করেন। ১৮৪০ অব্দে তত্ত্ববোধিনী সভা কর্তৃক এক খানি প্রথম শিক্ষার উপযোগী ভূগোল প্রকাশিত হয়। পরে ঐ সভার কার্য্যদক্ষ সম্পাদক অক্ষয়কুমার দত্ত আর একখানি ভূগোল প্রণয়ন করেন। উহার পত্রসংখ্যা ৪০। ১৮৩৯ অব্দে হিন্দুকলেজ পাঠশালার কর্তৃপক্ষ এসিয়ার ভূবৃত্তান্ত প্রকাশ করেন। এই পুস্তক প্রাজ্ঞ প্রেসে মুদ্রিত হয়। পত্রসংখ্যা ১৫০। মূল্য ॥০ আনা। ইহাতে পৃথিবীর আকার ও গতি, ভারতবর্ষের বিশেষ বিবরণ, স্বাধীন রাজ্য সমূহের বিষয় এবং রুষিয়া, আরব, চীন, তাতার ও পারস্য দেশের বিবরণ আছে। পর বৎসর উক্ত হিন্দুকলেজ পাঠশালার কর্তৃপক্ষ কর্তৃক ভূগোলসূত্র প্রকাশিত হয়। পত্রসংখ্যা ৬৩। ইহাতে সংজ্ঞা, মহাদেশের প্রধান প্রধান বিভাগ, বাণিজ্যদ্রব্য প্রভৃতির বিবরণ রহিয়াছে। এই পুস্তক শিক্ষার্থীদিগের সবিশেষ উপযোগী।

গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য্যের ভূগোল। পত্রসংখ্যা ৫০। মূল্য ॥০ আনা। ভাস্কর প্রেস, ১৮৫৩। পৃথিবীর প্রধান প্রধান বিভাগের বিবরণ আছে। অনুৎকৃষ্ট ও দুর্ম্মূল্য।

ক্ষেত্রমোহন দত্ত প্রণীত ভূগোল। প্রথম সংস্করণ ১৮৪০, তৃতীয় সংস্করণ ১৮৫২। পত্রসংখ্যা ৬১। মূল্য ।০ আনা। রোজারিও কোং। সংজ্ঞা এবং নদী, পর্ব্বত, সমুদ্র, নগর, বাণিজ্যদ্রব্য প্রভৃতির বিবরণ আছে। হিন্দুকলেজ পাঠশালার জন্য প্রণীত।

পিয়ার্স্ সাহেবের ভূগোলবৃত্তান্ত। প্রথম সংস্করণ ১৮১৮; শেষ সংস্করণ ১৮৪৬। পত্রসংখ্যা ১৪৯। মূল্য ৷৹০ আনা। স্কুলবুক সোসাইটি কর্তৃক প্রকাশিত। ইহাতে পৃথিবীর গতি ও আকারের বিবরণ এবং এসিয়া ও ভারতবর্ষের ভূবৃত্তান্ত আছে। বঙ্গদেশের বিশেষ বিবরণ রহিয়াছে। এতদ্ব্যতীত ভারতের ইতিহাসের সার সংগ্রহ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। ইহা প্রধানতঃ শ্রীরামপুরের ভূগোল হইতে সঙ্কলিত।

ইহার ৯,০০০ কাপি বিক্রীত হইয়া গিয়াছে। ইহাতে পৃথিবীর একখানি ক্ষুদ্র মানচিত্র এবং দেশের প্রধান প্রধান ভৌগোলিক বিষয়ের পরিজ্ঞানসূচক অন্য একখানি মানচিত্র দেওয়া হইয়াছে।

সাণ্ডি সাহেবের ভূগোল। পত্রসংখ্যা ৬৬। মূল্য ।০ আনা। হে এণ্ড কোং, ১৮৪২। ইহাতে প্রশ্নোত্তর প্রণালীতে সাধারণ ভূবৃত্তান্ত বিবৃত হইয়াছে। এই পুস্তক এখন দুষ্প্রাপ্য। পুনর্মুদ্রণ আবশ্যক।

এসিয়া এবং ইউরোপের ভূগোল বিবরণ। কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত। পত্রসংখ্যা ৩৩৬। মূল্য ১৲ টাকা। ইংরেজী ও বাঙ্গালায় মুদ্রিত (দ্বৈভাষিক)। রোজারিও কোং, ১৮৪৮। মরের ভূবৃত্তান্ত প্রভৃতি হইতে সঙ্কলিত। ইহাতে ভৌগোলিক গবেষণার ইতিহাস এবং হিন্দুদিগের ভূগোলপরিজ্ঞানের বিষয় বিবৃত হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত সংজ্ঞা, ভারতবর্ষের বিশেষ বিবরণ, এসিয়া ও ইউরোপের বিভিন্ন স্থান এবং তৎসমুদয়ের অধিবাসীদিগের বিবরণ আছে। কেবল বাঙ্গালা অংশ মুদ্রিত নাই। পূর্ব্বে এই গ্রন্থের মূল্য ২॥০ টাকা ছিল, উহা কমাইয়া ১৲ টাকা করা হইয়াছে।

সন্দেশাবলী। স্কুলবুক সোসাইটির জনৈক কর্ম্মচারী রামনরসিংহ ঘোষ প্রণীত। পত্রসংখ্যা ৩৫৬। মূল্য ১৲ টাকা। স্কুলবুক্ সোসাইটি কর্ত্তৃক প্রকাশিত। হামিল্টন প্রভৃতির গ্রন্থ হইতে সঙ্কলিত। ইহাতে অকারাদি বর্ণমালাক্রমে ভারতবর্ষের প্রধান প্রধান স্থানের বিবরণ আছে।

হিন্দুস্থানের ভূগোল। পত্রসংখ্যা ২০। মূল্য ৵০ আনা। এঙ্গলো ইণ্ডিয়ান ইউনিয়ন্ প্রেস, ১৮৫৪। ইহাতে বাঙ্গালার বিভিন্ন জেলার সীমানির্দ্দেশ সহ ভারতবর্ষের বিবরণ আছে।

আমেরিকার মানচিত্র। রামচন্দ্র মিত্র সঙ্কলিত। শিক্ষাসমাজ কর্ত্তৃক প্রকাশিত। মূল্য ৩।০ আনা। রোজারিও কোং।

এসিয়ার মানচিত্র। রামচন্দ্র মিত্র সঙ্কলিত। যন্ত্রস্থ।

স্মিথ্ সাহেবের বাঙ্গালা ও বিহারেব মানচিত্র। মূল্য ৩।০ আনা। হে এণ্ড্ কোং।

রামচন্দ্র মিত্রের ইউরোপের মানচিত্র। মূল্য ৩।০ আনা। শিক্ষাসমাজ কর্ত্তৃক প্রকাশিত। রোজারিও কোং।

ভারতবর্ষের মানচিত্র। রাজেন্দ্রলাল মিত্র সঙ্কলিত। রোজারিও কোং। মূল্য ৪॥০ টাকা। ইহার ৯০০ খণ্ড বিক্রীত হইয়াছে। ইহা উর্দ্দূভাষাতে লিথোগ্রাফ করা হইয়াছে।

ভূমণ্ডলের মানচিত্র। প্রথম সংস্করণ ১৮২১। নূতন সংস্করণ ১৮৫২। স্কুলবুক্ সোসাইটি কর্ত্তৃক প্রকাশিত। স্বর্গীয় মণ্টেগ্ সাহেবের তত্ত্বাবধানে কাশীনাথ নামক এক ব্যক্তি কর্ত্তৃক এই মানচিত্রের ফলক ক্ষোদিত হইয়াছিল। বঙ্গাক্ষরে বাঙ্গালী কর্ত্তৃক সর্ব্বপ্রথম এই মানচিত্রখানি ক্ষোদিত হয়।

প্রাকৃতিক ভূগোল সংক্রান্ত ভূমণ্ডলের মানচিত্র (ভূতত্ত্বদর্শন ?)। রাজেন্দ্রলাল মিত্র সঙ্কলিত। যন্ত্রস্থ। ইহা মিত্রজ মহাশয়ের প্রাকৃতিক ভূগোলপাঠের সুবিধার জন্য প্রস্তুত হইয়াছে।

প্রাকৃত ভূগোল। রাজেন্দ্রলাল মিত্র প্রণীত। পত্রসংখ্যা ১৬১। মূল্য ৷৴০ আনা। রোজারিও কোং, ১৮৫৫। ইহাতে ভূমিকম্প, আগ্নেয় গিরি, জল ও স্থলের অংশ, পর্ব্বত, সমুদ্রের গভীরতা ও বর্ণ, জোয়ার ভাটা প্রভৃতি প্রাকৃতিক ভূবৃত্তান্ত সংক্রান্ত বিষয় বিবৃত হইয়াছে।

বাঙ্গালা গদ্য সাহিত্য।

১। রামগতি ন্যায়রত্ন প্রণীত বাঙ্গালা ভাষা ও বাঙ্গালা সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাব।
২। শ্রীযুত রাজনারায়ণ বসু প্রণীত বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্য।
৩। শ্রীযুত রমেশচন্দ্র দত্ত প্রণীত বাঙ্গালা সাহিত্য।
৪। কলিকাতা রিবিউ প্রভৃতি।

আদিম অবস্থায় কবিতাতেই সাহিত্যের উৎপত্তি ও বিকাশ হয়। সর্ব্বপ্রথম মানব যখন মোহিনী কল্পনায় বিভোর হইয়া, প্রকৃতির কমনীয় কান্তি, উপাস্য দেবতার মহিমা, বা লোকপ্রসিদ্ধ ঘটনা প্রভৃতির অনুধ্যান করে, তখন কবিতা পবিত্রসলিলা জাহ্নবীর ন্যায় তাহার হৃদয়কন্দর হইতে আপনা হইতে উদ্গত হইতে থাকে। এ কবিতা যেরূপ আবিলতাপরিশূন্যা, সেইরূপ জীবনতোষিণী; যেরূপ নবীন অবস্থায় নবভাবে পরিপূর্ণা, সেইরূপ স্বাভাবিক সৌন্দর্য্যে মনোহারিণী। পঞ্চনদের মনোহর ভূখণ্ডে সিন্ধুসরস্বতীর তীরে যোগাসনে সমাবিষ্ট বৈদিক ঋষির মুখ হইতে এইরূপ কবিতারই উৎপত্তি হইয়াছিল। গ্রীসের চিরপ্রসিদ্ধ প্রাচীন কবি এইরূপ কবিতারই গান করিয়া, অবিনশ্বর কীর্ত্তিস্তম্ভস্থাপনে অগ্রসর হইয়াছিলেন। আর ভারতের অমর কবি ক্রৌঞ্চবধূর দুর্দ্দশাদর্শনে এইরূপ কবিতারই আবৃত্তি করিয়া, কবিত্বময়ী সারস্বতী শক্তির উদ্বোধন করিয়াছিলেন।

বাঙ্গালার প্রাচীন সাহিত্যও এইরূপ কবিত্বসম্পত্তিতে পরিপূর্ণ। বাঙ্গালা সাহিত্যের অন্য যে অভাব থাকুক, মনোহারিণী গীতিকবিতার অভাব নাই। বৈষ্ণব কবিদিগের রসময়ী লেখনী হইতে যে অমৃতময়ী কবিতাধারা নিঃসৃত হইয়াছে, তাহা আজ পর্য্যন্ত সহৃদয়দিগের তৃপ্তি সাধন করিতেছে। জয়দেব যে পথ দেখাইয়া গিয়াছেন, বিদ্যাপতি চণ্ডীদাস প্রভৃতি সেই পথেরই অনুসরণ করিয়া, সাহিত্যকানন চির বাসন্ত আমোদে পরিপূর্ণ রাখিয়াছেন। সংস্কৃত ভাষার রত্নরাশিতে প্রাচীন বাঙ্গালা কবিতা পরিমার্জ্জিত, শ্রীসম্পন্ন ও সমৃদ্ধ হইয়াছে। গ্রীক ভাষার সহিত লাতিন ভাষার যেরূপ সম্বন্ধ, সংস্কৃত ভাষার সহিত বাঙ্গালা ভাষারও সেইরূপ সম্বন্ধ রহিয়াছে। লাতিন ভাষার কাব্যগুলি যেমন ইলিয়াদ ও ওদিসির ছায়া; প্রাচীন বাঙ্গালা কবিতাও সেইরূপ রামায়ণ, মহাভারত ও পুরাণ প্রভৃতির প্রতিবিম্ব। গ্রীক কবিতার ছন্দ ও ভাব যেমন লাতিন কবিতায় প্রতিভাত হইয়াছে, সংস্কৃত কবিতার ছন্দের অনুকরণে সেইরূপ বাঙ্গালা কবিতার ছন্দ সংগঠিত এবং সংস্কৃত কবিতার ভাবরাশিতে সেইরূপ বাঙ্গালা কবিতা সম্ভাবশালিনী হইয়াছে। সুরধুনী যেমন বিশালকায় হিমগিরি হইতে উদ্ভূত হইয়া আপনার নির্ম্মল প্রবাহে জীবকুলের শান্তি বিধান করিতেছেন, এবং পার্শ্ববর্ত্তী ভূভাগ চিরকাল "ললিত-হরিত"-বেশে শ্রীসম্পন্ন করিয়া রাখি-

য়াছেন, সেইরূপ বিপুল সংস্কৃত সাহিত্য হইতে বিমল ভাবপ্রবাহ নির্গত হইয়া, প্রাচীন বাঙ্গালা কবিতা চিরসৌন্দর্য্যে চিত্তহারিণী করিয়াছে। এ সৌন্দর্য্য যিনি দেখিতেছেন, তিনিই আত্মহারা হইতেছেন ; এ মাধুর্য্য যিনি উপভোগ করিতেছেন, তিনিই অপূর্ব্ব শান্তিসুখের অধিকারী হইয়া, আপনাকে চরিতার্থ বোধ করিতেছেন ; এ নির্ম্মল ভাব-প্রবাহে যিনি নিমগ্ন হইতেছেন, তিনিই বিশুদ্ধ আমোদে আপনার সমস্ত জ্বালাযন্ত্রণা ভুলিয়া যাইতেছেন। সংস্কৃত সাহিত্যের প্রসাদেই কৃত্তিবাস ও কাশীদাস অমরত্ব লাভ করিয়াছেন। সংস্কৃতের জন্যই বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাস প্রভৃতি কোকিলকাকলি-তুল্য মধুর ধ্বনিতে সহৃদয়-দি গর প্রীতিবর্দ্ধন করিতেছেন। দামুন্তার চিরদরিদ্র ব্রাহ্মণ এবং কৃষ্ণনগররাজের সৌখীন সভাসদ সংস্কৃত সাহিত্যবলেই কবিসমাজে চিরপ্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন ; আর যে গদ্য সাহিত্যে বাঙ্গালা ভাষা ক্রমে বিশালভাবে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিতেছে, স্বদেশহিতৈষী সংস্কারকের প্রতিভা সংস্কৃত সাহিত্যের অবলম্বনেই তাহার পরিমার্জ্জনার সূত্রপাত করিয়াছে।

প্রাচীন বাঙ্গালা কবিতা যেমন সংস্কৃত সাহিত্যের আশ্রয়ে পরিপুষ্টা ও পরিবর্দ্ধিতা হইয়াছে, প্রাচীন বাঙ্গালা গদ্যও সেইরূপ সংস্কৃতের উপর নির্ভর করিয়া, ধীরে ধীরে উন্নতি-পথে পদার্পণ করিয়াছে। কিন্তু নিরবচ্ছিন্ন সংস্কৃত ভাব বাঙ্গালা গদ্যের পরিপোষণ পক্ষে পর্য্যাপ্ত হয় নাই। বাঙ্গালা গদ্য সংস্কৃত ব্যতীত অন্যান্য ভাষারও যথোচিত সাহায্য গ্রহণ করিয়াছে। তরঙ্গিণী গিরিবরের জলোৎসে শক্তিসংগ্রহ করিয়া তরঙ্গরঙ্গে প্রধাবিতা হইলেও, পার্শ্ববর্ত্তী জলধারায় পরিপুষ্টা হইয়া থাকে। বাঙ্গালা ভাষাও সংস্কৃত ভাষার অমৃতপ্রবাহে সঞ্জীবিত ও শক্তিসম্পন্ন হইলেও অন্যান্য ভাষার শব্দসম্পত্তি ও ভাবরাশিতে আবেগময়ী হইয়াছে। বিদেশী জাতির সহিত কোন দেশের সংস্রব ঘটিলে তাহাদের ভাষা ক্রমে সেই দেশের ভাষার সহিত গ্রথিত হইতে থাকে। এখন ইংরেজী সাহিত্যের অসামান্য প্রভাব। ইংরেজী সাহিত্য এখন পৃথিবীর সমগ্র সভ্যদেশে সাদরে পরিগৃহীত ও পঠিত হইয়া থাকে। কিন্তু এই ভাববহুল, সৌন্দর্য্যসম্পন্ন, শব্দসম্পত্তিশালী, বিশাল সাহিত্য কেবল আঙ্গ্লোসাক্ষণদিগের ভাষায় উন্নতিলাভ করে নাই। ব্রিটেনে রোমীয়দিগের আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। ব্রিটনদিগের ভাষার উপর রোমক সাহিত্য প্রাধান্য লাভ করিয়াছে। আঙ্গ্লোসাক্ষণ জাতি ইংলণ্ডে বাস করিলে ডেন নরমান প্রভৃতি জাতি উপস্থিত হইয়াছে ; ডেন নরমান্ প্রভৃতির ভাষা সাক্ষণদিগের ভাষাকে উন্নতির দিকে লইয়া গিয়াছে। এইরূপে বিভিন্ন ভাষার মিশ্রণে, বিভিন্ন বিভিন্ন ভাষার সৌন্দর্য্য, বিভিন্ন ভাষার ভাবরাশির সমবায়ে যে সাহিত্যের উৎপত্তি হইয়াছে, তাহা এখন সমগ্র জগতে আপনার অসাধারণ ক্ষমতার পরিচয় দিতেছে। বঙ্গদেশের সহিত বিভিন্ন জাতির সম্বন্ধ স্থাপিত হওয়াতে সেই সেই জাতির ভাষার সহিতও বাঙ্গালা ভাষার সম্বন্ধ ঘটিয়াছে মুসলমান বাঙ্গালায় আধিপত্য বদ্ধমূল করিলে অনেক মুসলমানী কথা বাঙ্গালা ভাষার সহিত মিশ্রিত হয়। মুসলমানের অধিকার হইতেই ফার্সী ও উর্দ্দূর সহিত বাঙ্গালার সম্বন্ধ ঘটে। আজ পর্য্যন্ত বাঙ্গালা সাহিত্যে ফার্সী কথাগুলি সাধুভাষার

সহিত সংযোজিত হইয়া, মুসলমানের আধিপত্য ও ক্ষমতার পরিচয় দিতেছে। কিন্তু মুসলমান ভারতের অধিরাজ হইলেও সাহিত্যসম্পত্তিতে তাদৃশ সমৃদ্ধ ছিলেন না। তাঁহারা ইতিবৃত্তরচনায় যেরূপ পারদর্শিতা দেখাইয়াছেন, ভাবগর্ভ প্রবন্ধমালা বা বিজ্ঞানপ্রভৃতিতে বোধ হয়, সেরূপ ক্ষমতা দেখাইতে পারেন নাই। ধর্ম্মগ্রন্থের অনুশীলনের দিকেই তাঁহাদের সবিশেষ আগ্রহ ছিল। তাঁহারা ধর্ম্মপ্রাণ জাতি। আপনাদের পবিত্র ধর্ম্মগ্রন্থ পাঠ করিতে পারিলেই তাঁহারা শিক্ষার সার্থকতা হইল বলিয়া মনে করিতেন। সুতরাং মুসলমানের সাহিত্য, বাঙ্গালা সাহিত্যের উপর তাদৃশ প্রভাব বিস্তার করিতে পারে নাই। ইতিহাসে বাঙ্গালা গদ্য মুসলমানের নিকট যেরূপ উপকৃত হইয়াছে অন্যান্য বিষয়ে সেরূপ উপকৃত হয় নাই। কিন্তু মুসলমানের পর অন্য এক জাতির সংস্রবে বাঙ্গালা সাহিত্যের যুগান্তর ঘটিয়াছে। এই জাতি সামান্য ভাবে ভারতের উপকূলে পদার্পণ করেন, সামান্য ভাবে ক্রয়বিক্রয়ে ক্ষতিলাভের গণনায় মনোযোগী হয়েন, শেষে আপনাদের বুদ্ধিবলে ও ক্ষমতাগৌরবে ভারতের রত্ন-সিংহাসনের অধিকারী হইয়া উঠেন। ইঁহাদের প্রদর্শিত যত্নে, ইঁহাদের প্রদত্ত শিক্ষায়, ইঁহাদের অবলম্বিত পরিশুদ্ধ রীতিতে বাঙ্গালা গদ্যের শ্রীবৃদ্ধি হয়।

ইংরেজ যখন বাঙ্গালায় আধিপত্য স্থাপন করেন, তখন বাঙ্গালী আপনাদের আদিম ও অকলঙ্ক কবিত্বসম্পত্তিতে পরিতৃপ্ত থাকিত। তখন ফুল্লরার বারমাস্যা গৃহে গৃহে গীত হইত; অন্নদার জরতীবেশে বা বিদ্যার তিরস্কারে লোকে আমোদিত হইত; মনসার ভাসানে বঙ্গের পর্ণকুটীরে লোকারণ্যের আবির্ভাব ঘটিত; কালীকীর্ত্তনের শান্তরসাস্পদ উদাত্ত ভাব দরিদ্র পল্লীবাসীকে অমরলোকের অপূর্ব্ব শোভা দেখাইয়া দিত। বঙ্গের সর্ব্বস্বান্ত ঘটিলেও, বাঙ্গালী অধঃপতনের চরম সীমায় উপনীত হইলেও, আজ পর্য্যন্ত এই সকল বিষয় তাহার অমূল্য রত্নের মধ্যে পরিগণিত রহিয়াছে। এখনও চিরদরিদ্র ব্যক্তি বঙ্গের দরিদ্র কবির বর্ণনায় আনন্দাশ্রুতে বক্ষঃস্থল ভাসাইতেছে; বিষয়াসক্ত ভোগী ক্ষণকালের জন্য বিষয়-বাসনায় বিসর্জ্জন দিয়া, নিস্পন্দভাবে সেই কবিত্বসুধা পান করিতেছে এবং সংসারবিরাগী উদাসীন সেই অপার্থিব ভাবে বিমোহিত হইয়া, স্বর্গরাজ্যের সহিত আপনার সম্বন্ধ দৃঢ়তর করিয়া তুলিতেছে। বাঙ্গালা সাহিত্যে পদ্যের এইরূপ উন্নতভাব থাকিলেও গদ্যের অবস্থা উৎকৃষ্ট ছিল না। ইংরেজের সমাগমের পূর্ব্বে যে গদ্য গ্রন্থের পরিচয় পাওয়া যায়, তাহার রচনাপ্রণালী হৃদয়গ্রাহিণী নহে। উহা যেমন উৎকট শব্দে পরিপূর্ণ, সেইরূপ পূর্ব্বাপর-সম্বন্ধবিরহিত। ইংরেজের সময়ে বাঙ্গালায় গদ্য রচনার উৎকর্ষের সূত্রপাত হয়। ইংরেজ স্বয়ং বাঙ্গালায় গদ্য রচনা করেন। কিরূপে ইতিহাস বিজ্ঞান প্রভৃতি লিখিতে হয়, কিরূপে রচনার বিষয়সন্নিবেশ করিতে হয়, কিরূপে গ্রন্থাদি মুদ্রিত করিতে হয়, তাহা ইংরেজের শিক্ষায় বাঙ্গালীর হৃদয়ঙ্গম হয়। বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাসে ইংরেজের এই মহীয়সী কীর্ত্তি অক্ষয় থাকিবে। ইংরেজের সমাগমে, মৃত্যুঞ্জয়ের শাস্ত্রজ্ঞানে এবং রাজা রামমোহনের প্রতিভায় সাহিত্যক্ষেত্রে যে বীজ রোপিত হয়, তাহা এখন ফলপুষ্পে শ্রীসম্পন্ন মহাবৃক্ষে

পরিণত হইয়াছে। মৃত্যুঞ্জয় এবং রাজা রামমোহনের গদ্য এখন সংস্কৃত ভাষায় এবং ইংরেজীতে সুশিক্ষিত লেখকদিগের লিপিক্ষমতায় মার্জ্জিত ও পরিশোধিত হইয়া শব্দবৈভবে, ভাব-গৌরবে ও রচনালালিত্যে পৃথিবীর সভ্য জনপদের শ্রদ্ধা ও প্রীতি আকর্ষণ করিতেছে।

জাতীয় ভাবমূলক সাহিত্য যেমন সর্ব্বকালে সর্ব্বাংশে মনোমদ ও প্রীতিপ্রদ হয়, বিজাতীয় ভাবমূলক সাহিত্য সেরূপ হয় না। বাঙ্গালা গদ্যের উন্নতি ও পরিপুষ্টির বিবরণে এই বিষয়টি স্পষ্টরূপে বুঝিতে পারা যায়। যাঁহাদের যত্নাতিশয়ে বাঙ্গালা গদ্যের অবস্থা পরিবর্ত্তিত হইয়াছে, তাঁহারা যেমন সংস্কৃতভাষায় সুপণ্ডিত, সেইরূপ ইংরেজীতে সুশিক্ষিত। সংস্কৃত ও ইংরেজী ভাষা, উভয়ই তাঁহাদের রচনার সহায় হইয়াছে। কিন্তু তাঁহারা বিজাতীয় ভাষার সাহায্য গ্রহণ করিলেও, জাতীয় ভাবে বিসর্জ্জন দেন নাই। তাঁহারা বিজাতীয় ভাষা হইতে যাহা কিছু সংগ্রহ করিয়াছেন, তাহাই জাতীয় ভাবে ও জাতীয় বেশে সজ্জিত করিয়া জাতীয় ভাষার শ্রীবৃদ্ধিসাধনে তৎপর হইয়াছেন। এজন্য তাঁহাদের রচনার উৎকর্ষ সাধিত হইয়াছে। তাঁহারা এক দিকে যেমন সংস্কৃতের সমাসবহুল শব্দাড়ম্বর পরিত্যাগ করিয়াছেন, অপর দিকে সেইরূপ ভিন্নধর্ম্মমূলক বিষয়ের পরিহারে যত্নশীল হইয়াছেন। তাঁহাদের বিশুদ্ধ রুচিতে পূর্ব্বতন উৎকটশব্দময়ী গদ্যরচনা প্রাঞ্জলভাবে ও ললিতপদাবলীতে সৌন্দর্য্যশালী হইয়াছে। তাঁহাদের রচনায় উদ্দীপনা আছে, ওজস্বিতা আছে, মধুর শব্দসমূহের সমাবেশ আছে, কিন্তু বিজাতীয় রীতি বা বিজাতীয় ভাবের আবিলতা নাই। রাম বসু প্রভৃতি যাহার আলোচনা করিয়াছেন, মৃত্যুঞ্জয় যাহাকে জীবনী শক্তি দিয়াছেন, রাজা রামমোহন যাহা পরিমার্জ্জিত করিয়াছেন, বিদ্যাসাগর, অক্ষয়কুমার, বঙ্কিমচন্দ্র, কালীপ্রসন্ন প্রভৃতির ক্ষমতায় তাহা বিশোধিত হইয়া সদ্যঃপ্রস্ফুটিত প্রভাতকুসুমের ন্যায় লাবণ্যপূর্ণ হইয়াছে।

বাঙ্গালা গদ্য যেরূপ ক্রমোৎকর্ষের পরিচয় দিয়াছে, বাঙ্গালা পদ্য সেরূপ ক্রমোন্নতি দেখাইতে পারে নাই। সৃষ্টিসৌন্দর্য্যে, স্বভাববর্ণনার চাতুর্য্যে এবং সরলতা ও উদ্ভাবনায়, প্রাচীন বাঙ্গালা কবিতা সাহিত্যক্ষেত্রে নিঃসন্দেহ শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিয়াছে। মৃত্যুঞ্জয়, বিদ্যাসাগরের নিকট পরাজিত হইয়াছেন; কিন্তু মধুসূদন, মুকুন্দরামের প্রতিভায় হীনপ্রভ হইয়া রহিয়াছেন। আধুনিক গদ্য পূর্ব্বতন গদ্য অপেক্ষা উদ্দীপনাময়, প্রাঞ্জল ও মধুর হইয়াছে, কিন্তু আধুনিক পদ্য পূর্ব্বতন পদ্য অপেক্ষা দুর্ব্বোধ, অস্বাভাবিকভাবময় এবং বিজাতীয় ভাবে শ্রীহীন হইয়া পড়িয়াছে। আধুনিক গদ্যে সরলভাবের বিকাশ হইতেছে, আধুনিক পদ্য সরলতায় বিসর্জ্জন দিয়াছে। সংক্ষেপে, আধুনিক গদ্য স্বাভাবিক সৌন্দর্য্যে মনোরম হইয়াছে। আধুনিক পদ্য কৃত্রিম সৌন্দর্য্যে অপ্রীতিকর হইয়া উঠিতেছে। বিজাতীয় ভাবের আবির্ভাবে, বিজাতীয় রীতির সমাবেশে, আধুনিক কবিতার এইরূপ অবস্থা ঘটিয়াছে। পক্ষান্তরে যাঁহারা গদ্যরচনার সংস্কার করিয়াছেন, তাঁহারা জাতীয় ভাবের অনুবর্ত্তন করাতেই তাঁহাদের প্রয়াস সফল হইয়াছে। জ্ঞানবিস্তারের সঙ্গে যখন নানাবিষয় লিখিবার ও বুঝাইবার

প্রয়োজন হয়, তখন গদ্য রচনা নিরতিশয় আবশ্যক হইয়া উঠে। প্রাচীন সময়ে কবিতার প্রাধান্য থাকাতে প্রাচীন কালের গদ্যও অনেকাংশে কবিতার প্রণালীতে লিখিত হইত। এজন্য উহাতে সেই অনুপ্রাসচ্ছটা, অলঙ্কারবৈচিত্র্য, উৎকট উপমার সমাবেশ দেখা যায়। আবার দেবভাষা সংস্কৃতের উপর সবিশেষ ভক্তি থাকাতে, সংস্কৃত শব্দের সহিত অসংস্কৃত শব্দ প্রয়োজিত হইলে, পাছে সংস্কৃতের মর্য্যাদা হানি হয়, এজন্য লেখক প্রভূত পারিমাণে সংস্কৃত শব্দেরই প্রয়োগ করিয়া থাকেন। যখন প্রাদেশিক শব্দের ব্যবহারের প্রয়োজন হয়, তখন গ্রাম্য ভাষারই ছড়াছড়ি দেখা যায়। কালক্রমে রুচির পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে গদ্য রচনাও সংস্কৃত হয় এবং উহা প্রাঞ্জলভাবে ও মাধুর্য্যগুণে লোকের চিত্তরঞ্জক হইয়া উঠে। "ওরে কুষ্মাণ্ড ষণ্ড, এই প্রকাণ্ড ব্রহ্মাণ্ডের কাণ্ড দেখিয়াও কাণ্ডজ্ঞান শূন্য হইয়া, বকাণ্ড প্রত্যাশার ন্যায় লণ্ডভণ্ড হইয়া, ভণ্ড সন্ন্যাসীর ন্যায় ভক্তিভাণ্ড ভঞ্জন করিতেছ" এরূপ গদ্যে এখন আর পাঠকের হৃদয় আকৃষ্ট হয় না। লেখকও এরূপ গদ্য লিখিয়া প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারেন না। শিক্ষার গুণে, রুচির মার্জ্জিত ভাবে, আধুনিক গদ্যলেখক আপনার রচনা ক্রমে উৎকৃষ্ট রীতিতে পরিশোধিত এবং উৎকৃষ্ট ভাবে শ্রীসম্পন্ন করিয়াছেন; কিন্তু বাঙ্গালা কবিতার সম্বন্ধে এই কথা খাটে না। প্রাচীন কবি চিরদিনই প্রকৃতির উপাসক এবং সরলতার পরিপোষক; বঙ্গের প্রাচীন কবিকুলও সরল ভাবে প্রকৃতির উপাসনা করিয়াছেন। তাঁহাদের নির্ম্মল কবিতা-ধারায় কোনরূপ বিজাতীয় রীতির পঙ্কিলভাবের সমাবেশ নাই। আধুনিক কবিগণ এইরূপ সারল্যের অধিকারী হইতে পারেন নাই। বিজাতীয় ভাবস্রোতে ভাসমান হইয়া, তাঁহারা যে কবিতার সৃষ্টি করিতেছেন, তাহা স্বদেশবাসিনী এবং জাতীয় ভাষার স্নেহপালিতা দুহিতা হইলেও অনেক সময়ে স্বদেশীয়ের সমক্ষে অপরিচিতা বিদেশিনীর বেশে উপস্থিত হইয়া থাকে। উহা যেরূপ স্বাভাবিক সৌন্দর্য্যে বঞ্চিত হয়, সেইরূপ সরল ভাবেও বিসর্জ্জন দিয়া থাকে *।

বাঙ্গালা গদ্য সাহিত্য পদ্যের ন্যায় প্রাচীন নহে। প্রায় এক শতাব্দী হইল বাঙ্গালায় মুদ্রিত গদ্য গ্রন্থের প্রচার হয়। শত বৎসর পূর্ব্বের হস্তলিখিত গদ্য গ্রন্থের পরিচয় পাওয়া যায়। কিন্তু সাধারণের মধ্যে তাহার প্রচার হয় নাই। উপস্থিত প্রবন্ধে মুদ্রিত গদ্যগ্রন্থের পরিচয়সহ সাধারণতঃ গদ্যরচনার বিবরণ লিখিত হইবে। ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ প্রতিষ্ঠিত এবং মুদ্রাযন্ত্র স্থাপিত হইলে বাঙ্গালায় রামরাম বসুর প্রতাপাদিত্যচরিত্র (১৮০১); রাজীবলোচন মুখোপাধ্যায়ের রাজা কৃষ্ণচন্দ্রচরিত্র ১৮০১ (লং সাহেবের তালিকায় ইহা

---

* বর্ত্তমান সময়ে কেহ কেহ জাতীয়ভাবসম্পন্ন উৎকৃষ্ট কবিতারচনা করাতে বাঙ্গালার প্রধান কবি বলিয়া সম্মানিত হইতেছেন। কিন্তু উপরে যাহা লিখিত হইল, তাহা বর্ত্তমান কালের অধিকাংশ কবিতার সম্বন্ধে খাটে। অধিকন্তু যাঁহারা এখন গদ্য রচনায় বিজাতীয় রীতির অনুসরণ করিতেছেন, তাঁহাদের গদ্যও সাহিত্যসমাজে উচ্চ স্থান পরিগ্রহে সমর্থ হইতেছে না।

১৮০৫ অব্দে প্রথমবার মুদ্রিত হইয়াছিল বলিয়া লিখিত আছে); গোলোকনাথের হিতোপদেশ (১৮০১); রাম বসুর লিপিমালা (১৮০২); চণ্ডীচরণ মুন্সী প্রণীত তোতা ইতিহাস (১৮০৫) প্রভৃতি প্রচারিত হয়। স্থূলতঃ ১৮০১ অব্দ হইতে বাঙ্গালায় মুদ্রিত গদ্যগ্রন্থ প্রচারের সময় গণনা হইতে পারে। রামবসু সংস্কৃতে পারদর্শী ছিলেন কি না, বলিতে পারি না; কিন্তু তিনি গ্রন্থরচনায় সংস্কৃতের আশ্রয় গ্রহণ করেন নাই। বাঙ্গালাভাষার চিরন্তন রীতিও তাঁহার অবলম্বনীয় হয় নাই। কথিত আছে, তিনি পারসীতে পারদর্শী ছিলেন, এজন্য স্বকীয় গ্রন্থে পারস্য ভাষার প্রাধান্য রক্ষা করিয়াছিলেন। প্রতাপাদিত্যচরিত্রের কিয়দংশ উদ্ধৃত হইল :—

"ইহা ছাড়াইলে পূরির আরম্ভ। পুবে সিংহদ্বার পূরির তিন ভিতে উত্তর পশ্চিম দক্ষিণ ভাগে সরাসরি লম্বা তিন দালান তাহাতে পশুগণের রহিবার স্থল। উত্তর দালানে সমস্ত দুগ্ধবতী গাভীগণ থাকে দক্ষিণ ভাগে ঘোড়া ও গাধাগণ পশ্চিমের দালানে হাতি ও উট তাহাদের সাতে২ আর২ অনেক২ পশুগণ।

এক পোয়া দার্ঘ প্রস্থ নিজ পূরি। তার চারি দিকে প্রস্তরে রচিত দেয়াল, পুবের দিগে সিংহ দ্বার তাহার বাহির ভাগে পেট কাটা দরজা। শোভাকর দ্বার অতি উচ্চ আমারি সহিৎ হস্তি বরাবর যাইতে পারে। দ্বারের উপর এক স্থান তাহার নাম নওবৎখানা তাহাতে অনেক২ প্রকার জন্ত্রে দিবারাত্রি সময়ানুক্রমে জন্ত্রিরা বাদ্যধ্বনি করে।

"নওবৎখানার উপরে ঘড়িঘর। সে স্থানে ঘড়িয়ালেরা তাহারদের ঘড়িতে নিরক্ষণ করিয়া থাকে দণ্ড পূর্ণ হবামাত্রেই তারা তাহারদের ঝাঁজের উপর মুদ্গর মারিয়া জ্ঞাত করায় সকলকে।"

প্রতাপাদিত্যচরিত্র প্রকাশের পর বৎসর (১৮০২ অব্দে) রামবসুর লিপিমালা প্রকাশিত হয়। লিপিমালায় পত্রচ্ছলে নানাবিষয়ের প্রসঙ্গ আছে। লিপিমালা হইতে কিয়দংশ উদ্ধৃত হইতেছে :—

"রাজা অন্য রাজাকে লেখেন।

"পবিত্রপুর পরগণায় আপনকার পিতামহ বাপী খননেতে দৈবক্রমে কতকগুলি ধন প্রাপ্ত হইয়াছিলেন তখন রাজাধিরাজ তার প্রতি মনোযোগ করিলেন না। সেই ধনোপলক্ষ্যে তাহার পুত্র কএক জন সেনা সংগ্রহ করিয়া শিরসী পরগণার রাজা নিঃসন্তান বিয়োগ হইলে তাহার কিঞ্চিৎ ভূমি অন্যায় ক্রিয়া করিয়া অধিকার করিয়াছিলেন। পিতা হইতে পুত্র ভাগ্যবন্ত ও ক্ষমতাপন্ন ছিলেন বটে তথাচ এই দ্বারের আপেক্ষিক কখন অহঙ্কারে মত্ত হইতেন না এবং অন্যের হিংসাহীন ছিলেন। এখন শুনি আপনি দৈবপরাক্রান্ত লোক দান শৌর্য্য কীর্ত্তি বীর্য্য রাজ্য সম্পদে মহা অহঙ্কৃত এবং দেবী সীমার চর যাহা চিরকালাবধি এ মহারাজ্যভুক্ত শিরসীর সহিত তাহার কোন অংশাংশী নাই তথাচ আপনকার ইচ্ছা নিজ পরাক্রমে তাহা অধিকার করেন এ কি আশ্চর্য্য ভাল২ এও ভাল আপনকার এমত২ পরাক্রম হইল এ একটা আনন্দের বিষয় বটে কিন্তু শুন কহি অবধান কর একি তুমি কোন্

মানুষ যে তুমি কটক পাঁচনী কর এ অঞ্চলের উপর এ তোমার কি প্রকার ইতর বিবেচনা * * * * ।”

গদ্যরচনায় রামবসুর কিরূপ ক্ষমতা ছিল, তাহা উদ্ধৃত অংশে পরিস্ফুট হইবে। প্রতাপাদিত্যচরিত্রের গদ্য লিপিমালায় কিছুমাত্র উৎকর্ষলাভ করে নাই। উভয় গ্রন্থের রচনাই বাঙ্গলাভাষার রীতিবহির্ভূত। উহা যেরূপ প্রাঞ্জলতাপরিশূন্য, সেইরূপ লালিত্যহীন।

ইহার পরে যে গদ্য গ্রন্থ প্রচারিত হয়, তাহা নিঃসন্দেহ সরলভাবে ও রচনারীতিতে উন্নতির পরিচয় দিয়াছে। রাজীবলোচন মুখোপাধ্যায় কৃষ্ণচন্দ্রচরিত্র লিখিয়া আপনার গদ্যরচনাচাতুরী দেখাইয়াছেন। যে রচনা প্রতাপাদিত্যচরিত্রে অধোগতি প্রাপ্ত হয়, কৃষ্ণচন্দ্রচরিত্রে তাহা অনেকাংশে উন্নতি লাভ করে। উভয় গ্রন্থের লেখকই ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের শিক্ষক ছিলেন। প্রতাপাদিত্যচরিত্র এবং কৃষ্ণচন্দ্রচরিত্র, উভয়ই কেরি সাহেবের প্রস্তাবক্রমে প্রণীত ও প্রকাশিত হইয়াছিল। কোন কোন সমালোচক গ্রন্থদ্বয়ের ভাষার তাদৃশ প্রশংসা করেন নাই। আবার কোন কোন সমালোচক কেবল কৃষ্ণচন্দ্রচরিত্রের ভাষার প্রশংসা করিয়াছেন। তাঁহাদের মতে রাজীবলোচনের রচনা নিরতিশয় সরল ও মাধুর্য্যগুণবিশিষ্ট। তাঁহাদের কেহ কেহ রাজীবলোচনকে বাঙ্গালার আডিসন বলিয়া নির্দ্দেশ করিতেও সঙ্কুচিত হয়েন নাই। এই স্থলে কৃষ্ণচন্দ্রচরিত্রের কিয়দংশ উদ্ধৃত হইতেছে :—

“পরে কৃষ্ণচন্দ্র রায় রাজা হইয়া ধর্ম্মশাস্ত্র মত প্রজাপালন করিতে আরম্ভ করিলেন। রাজ্যের লোকেরদিগের কোন ব্যামোহ নাই ভৃত্যবর্গেরা নিজ২ কার্য্যে প্রাধান্য করিয়া কাল ক্ষেপণ করে মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায়ের সুখ্যাতির সীমা নাই। তখন রাজধানী মুরসিদাবাদে নবাব সাহেবের নিকট মহারাজের অত্যন্ত সংভ্রম সর্ব্বপ্রকারে মহারাজচক্রবর্ত্তির ন্যায় ব্যবহার।

“এক দিবস মহারাজ পাত্রকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে পূর্ব্বে এ বংশে যে সকল রাজগণ হইয়াছিলেন তাঁহারা কেহ যজ্ঞ করিয়াছিলেন। তাহাতে পাত্র নিবেদন করিল মহারাজ আমরা পুরুষানুক্রমে এ রাজ্যের পাত্র কিন্তু যে সকল মহারাজারা গিয়াছেন, আর২ প্রকার সুখ্যাতি করিয়াছেন কিন্তু যজ্ঞ কেহ করেন নাই। মহারাজ এই বাক্য শ্রবণ করিয়া পাত্রকে কহিলেন, আমি অতি বৃহদ্ যজ্ঞ করিব তুমি আয়োজন কর। পাত্র নিবেকরিলেন মহারাজ প্রধান২ পণ্ডিতেরদিগকে আহ্বান করিয়া কি যজ্ঞ করিবেন, তাহা স্থির করুন পশ্চাৎ যেমন ২ আজ্ঞা করিবেন তাহাই করিব। পাত্রের বাক্যে রাজা সর্ব্বত্রে লিপি প্রেরিত করিলেন। * * * ।

“পরে রাজা শ্রবণ করিলেন যে প্রধান প্রধান পণ্ডিতেরা আমার আজ্ঞানুসারে আগমন করিয়াছেন। পাত্রের প্রতি রাজা আজ্ঞা করিলেন অনেক ২ পণ্ডিতের আগমন হইয়াছে অতএব তাহারদিগকে উত্তম স্থানে বাসা দেহ এবং উত্তম খাদ্য সামিগ্রীও দেহ যেন কোন

মতে ব্যামোহ না পান। পাত্র রাজাজ্ঞামতে যাবদীয় পণ্ডিতেরদিগকে উত্তম স্থান দিয়া খাদ্য সামিগ্রী যথেষ্টরূপ দিলেন। পর দিবস রাজা সভা করিয়া পণ্ডিতেরদিগকে আহ্বান করিলেন। পণ্ডিতেরা রাজার বিদ্যমানে আসিয়া মহারাজকে আশীর্ব্বাদ করিয়া রাজসভাতে বসিয়া নানা শাস্ত্রের বিচার করিতে প্রবর্ত্ত হইলেন। বিচারানন্তরে পণ্ডিতেরা মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায়কে নিবেদন করিলেন আমারদিগের প্রতি রাজলিপি কি কারণ গিয়াছিল তাহাতে রাজা আজ্ঞা করিলেন আমি মনোমধ্যে বাসনা করিয়াছি যজ্ঞ করিব অতএব আপনারা বিচার করিয়া আজ্ঞা করুণ কি যজ্ঞ করিব আর কিরূপ করিলে সর্ব্বত্র সুখ্যাতি হইবেক। এই বাক্য ধী· বর্গেরা শ্রবণ করিয়া মহারাজকে নিবেদন করিলেন এ অপূর্ব্ব পরামর্শ করিয়াছেন অদ্য আমরা বাসায় প্রস্থান করি কল্য আসিয়া নিবেদন করিব।

"পর দিবস পণ্ডিতেরা আগমন করিয়া রাজাকে আশীর্ব্বাদ করিয়া রাজসভায় সকলে বসিলেন। পরে রাজা পণ্ডিতেরদিগের প্রতি নিরীক্ষণ করিয়া কহিলেন আপনারা কি স্থির করিয়াছেন। পণ্ডিতেরা কহিলেন মহারাজ অগ্নিহোত্রী বাজপেয়ী যজ্ঞ করুণ। রাজা উত্তর করিলেন দুই যজ্ঞ এককালীন করিব কি পৃথক্ ২ করিব ইহা বিবেচনা করিয়া আপনারা আমাকে আজ্ঞা করুণ এবং কত তঙ্কা হইলে যজ্ঞ সাঙ্গ হইবেক তাহাও আজ্ঞা করুণ। পণ্ডিতেরা কহিলেন মহারাজ রাজযজ্ঞ ইহার বিবেচনা মহারাজ করিবেন যজ্ঞের যে যে সামিগ্রীর আবশ্যক তাহার যায় করিয়া দিই। রাজা কহিলেন ভাল তাহাই দিউন। পরে পণ্ডিতেরা রাজসভা হইতে গাত্রোত্থান করিয়া পাত্রের নিকট যাইয়া যজ্ঞের সামিগ্রীর যায় করিয়া দিলেন এবং কহিলেন যে দ্রব্য যজ্ঞেতে লাগিবেক, তাহাই আমরা লিখিয়া দিলাম পরে পাত্র সামুদায়িক বরার্দ্দ করিয়া দেখিলেন বিংশতি লক্ষ তঙ্কা হইলে যজ্ঞ সাঙ্গ হইবেক। মহারাজার নিকটে পাত্র গমন করিয়া সমস্ত নিবেদন করিলেন। রাজা হাস্য করিয়া কহিলেন আয়োজন করহ পরে পাত্র যজ্ঞের দ্রব্য সকল আয়োজন করিতে প্রবর্ত্ত হইলেন"। *

কৃষ্ণচন্দ্রচরিত্রের রচনাপ্রণালী প্রকৃষ্টরূপে পাঠকবর্গের হৃদয়ঙ্গম হয় এই জন্য উহার অন্তর্গত বিষয়বিশেষের অধিকাংশ উদ্ধৃত হইল। ইহাতে বুঝা যাইবে, গ্রন্থকার প্রাঞ্জলভাবে গদ্য লিখিতে পারিতেন। তাঁহার রচনায় কঠোর শব্দ বা উৎকট অলঙ্কার নাই। তিনি অতি সরলভাবে সমুদয় বিষয়ের বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার ভাষা বা ভাব কোথাও জটিলতায় দুষ্প্রবেশ হয় নাই। প্রতাপাদিত্যচরিত্রের ন্যায় অপকৃষ্ট গ্রন্থের পর যে গদ্য পুস্তক প্রকাশিত হয়, তাহা নিঃসন্দেহ কোমল ও প্রাঞ্জল ভাষায় এবং আড়ম্বরশূন্য সরল বর্ণনায় পূর্ব্বতন গদ্যরচনার মধ্যে উচ্চ স্থান পাইবার যোগ্য। রাম বসু যাহা করিতে পারেন নাই,

* লং সাহেব লিখিয়াছেন, কৃষ্ণচন্দ্রচরিত্র ১৮৩৪ অব্দে লণ্ডন নগরে মুদ্রিত হয়। কিন্তু লণ্ডনে মুদ্রিত পুস্তকে লিখিত আছে :—"লণ্ডন মহানগরে চাপা হইল ১৮১১।" ইহাতে প্রতিপন্ন হইতেছে, কৃষ্ণচন্দ্রচরিত্র ১৮১১ অব্দে লণ্ডন নগরে মুদ্রিত হয়। উল্লিখিত অংশ লণ্ডন নগরে মুদ্রিত পুস্তক হইতে উদ্ধৃত হইল।

তৎসাময়িক রাজীবলোচন তাহা সুসম্পন্ন করিয়াছেন। প্রাঞ্জল রচনার জন্যই কৃষ্ণচন্দ্রচরিত্র এক সময়ে সাদরে পরিগৃহীত হইয়াছিল; এবং রাজীবলোচন তৎকালে আডিসন বলিয়া সম্মানিত হইয়াছিলেন। ফলতঃ রামবসু যাহার প্রচার করেন, রাজীবলোচন তাহা সুন্দর করিয়া তুলেন, এবং পরে মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কারের ক্ষমতায় তাহা মার্জ্জিত ও লালিত্যবিশিষ্ট হয়।

১৮০৫ অব্দে চণ্ডীচরণ মুন্সীপ্রণীত তোতা ইতিহাস প্রকাশিত হয় *। চণ্ডীচরণ রাজীবলোচনের ন্যায় গদ্যরচনায় ক্ষমতাশালী ছিলেন না। তাঁহার তোতা ইতিহাস কৃষ্ণচন্দ্রচরিত্রের ন্যায় প্রসাদগুণবিশিষ্ট ও সৌন্দর্য্যসম্পন্ন নহে। চণ্ডীচরণের গদ্য এইরূপ :—

"পূর্ব্ব কালের ধনবানেরদের মধ্যে আমদ্ সুল্তান নামে এক জন ছিলেন তাহার প্রচুর ধন ও ঐশ্বর্য্য এবং বিস্তর সৈন্য সামন্ত ছিল এক সহস্র অশ্ব পঞ্চশত হস্তী নবশত উষ্ট্র ভারের সহিত তাহার দ্বারে হাজীর থাকিত কিন্তু তাহার সন্তান সন্ততি ছিল না। এই কারণ তিনি দিবারাত্রি ও প্রাতে ও সন্ধ্যাতে ঈশ্বরপূজকেরদের নিকটে গমন করিয়া সেবার দ্বারা সন্তানের বর প্রার্থনা করিতেন। কতক দিবস পরে ভগবান্ সৃষ্টি কর্ত্তা সূর্য্যের ন্যায় বদন চন্দ্রের ন্যায় কপাল অতি সুন্দর এক পুত্র তাহাকে দিলেন। আমদ্ সুল্তান ঐ সন্তান পাইয়া বড় প্রফুল্লচিত্ত পুষ্পবৎ বিকশিত হইয়া সেই নগরস্থ প্রধান লোক আর মন্ত্রী ও পণ্ডিত এবং শিক্ষাগুরু আর ফকিরেরদিগকে আহ্বান পূর্ব্বক আনয়ন করিয়া বহুমূল্য খেলাৎবস্ত্রাদি দিলেন যখন সেই বালকের সপ্তম বৎসর বয়ঃক্রম হইল তখন আহমদ্ সুল্তান একজন বিদ্বান লোকের স্থানে পড়িবার জন্য সেই পুত্রকে সমর্পণ করিলেন। কতক দিবসেতে সেই বালক আরবী ও পারস্য শাস্ত্রের সমুদায় পুস্তক পড়িয়া সমাপ্ত করিয়া রাজসভার ধারামত কথোপকথন আর বসন উঠন শিক্ষা করিলেন। তার পর রাজার আর সভাস্থ লোকেরদের পসন্দেতে উত্তম হইলেন।"

স্থলান্তরে :—

"যে রজনীতে সয়দাগরের স্ত্রী তোতাকে ফেলাইয়া দিয়াছিল প্রাতঃকাল হৈলে পর সয়দাগর শয্যা হইতে গাত্রোত্থান করিয়া পিঞ্জর সমীপে আসিয়া দেখিলেন যে তোতা পিঞ্জরেতে নাই ইহাই দৃষ্ট হইবামাত্র বড় শব্দ করিয়া হস্তাদি ভূমিতে ক্ষেপন করিয়া অন্তঃকরণে বড় ভাবিত থাকিয়া তোতার বিচ্ছেদে দিবারাত্রি ভোজন শয়ন ত্যাগ করিয়া স্ত্রীর উপর কোপিত হইয়া তাহার বাক্যে প্রত্যয় না করিয়া দমন দ্বারা বাটী হইতে বাহির করিয়া দিলেন সেই স্ত্রী আলয় হইতে বাহির হইয়া বিবেচনা করিলেক যে আমার স্বামী আমাকে বাটী হইতে বাহির করিয়া দিয়াছেন যদি আমাকে নগরস্থ লোক দেখে তবে নিন্দা করিবেক অতএব উচিত হয় যে বাটীর নিকটস্থ গোর আছে তার মধ্যে প্রবেশ করি আহার নিদ্রা না করিলেই মরিব * * *।"

উদ্ধৃত গদ্যাংশ গুলিতে সেই সময়ের গদ্যরচনার পরিচয় পাওয়া যাইবে। বাঙ্গালা

* তোতা ইতিহাস ১৮২৫ অব্দে লণ্ডন নগরে মুদ্রিত হয়। লণ্ডনে মুদ্রিত পুস্তক হইতে উক্ত অংশ উদ্ধৃত হইল।

গদ্য কি রূপে স্তরের পর স্তর অতিক্রম করিয়া বিশুদ্ধভাবে পরিণত হইয়াছে, তাহা বুঝিতে হইলে পূর্ব্বতন গদ্য রচনার আলোচনা করিতে হয়। উদ্ধৃত গদ্যাংশসমূহে এই উদ্দেশ্য অনেক পরিমাণে সিদ্ধ হইবে। ইহাতে বুঝা যাইবে যে, পূর্ব্বতন গদ্য রচনা ক্রমে সংশোধিত হইয়া আধুনিক বিশুদ্ধ রীতির অনুবর্ত্তিনী হইয়াছে। অধিকন্তু পূর্ব্বে যাঁহারা আপনাদের রচনায় সরলভাবের পরিচয় দিয়া গিয়াছেন, তাঁহাদের রচনাগত সেই সরলতাও বর্ত্তমান সময়ের রচনায় অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে। যে সময়ে বাঙ্গালা গদ্যের আলোচনা ছিল না, বাঙ্গালা গদ্যগদ্য বহুলপ্রচার ছিল না, লোকে গদ্যরচনায় তাদৃশ যত্নশীল ছিল না, সে সময়ে রাজীবলোচন প্রভৃতি যে ক্ষমতা ও নৈপুণ্য দেখাইয়া গিয়াছেন, তাহাতে তাঁহাদের বিস্তর প্রশংসা করিতে হয়, তাঁহাদের পথ অবলম্বন করিয়া, বাঙ্গালা গদ্য ক্রমে উন্নতির দিকে অগ্রসর হইয়াছে। এক শতাব্দীরও অল্প কাল মধ্যে বাঙ্গালা গদ্য এক দিকে যে রূপ শক্তি সংগ্রহ করিয়াছে, অপর দিকে সেইরূপ সৌন্দর্য্যশালী হইয়াছে। যে সলিলরেখা পর্ব্বতের পাদদেশ হইতে সূক্ষ্ম রজতমালার ন্যায় বহির্গত হইয়া ধীরে ধীরে চলিতেছিল, তাহা অল্প সময়ের মধ্যে বিস্তৃতি লাভ করিয়া, আপনার অসামান্য শক্তিতে লোকের বিস্ময়োৎপাদন করিতেছে।

প্রতাপাদিত্যচরিত্র প্রকাশের সাত বৎসর পরে মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কারের "রাজাবলী" প্রচারিত হয়। মৃত্যুঞ্জয় ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের প্রধান পণ্ডিত এবং নানাশাস্ত্রে পারদর্শী ছিলেন। তিনি ১৮০৮ অব্দে "রাজাবলী" এবং ১৮১৩ অব্দে "প্রবোধচন্দ্রিকা" প্রকাশ করেন। প্রবোধচন্দ্রিকার ভাষা দুরুচ্চার্য্য উৎকট সংস্কৃত শব্দ এবং অপভ্রষ্ট গ্রাম্য কথায় পরিপূর্ণ। উহাতে "যেরূপ উচ্ছলচ্ছীকরাত্যচ্ছনির্ঝরাম্ভঃ" প্রভৃতির ন্যায় হৃৎকম্পজনক শব্দমালার সমাবেশ আছে, সেইরূপ "ছড়ছড়াইয়া" প্রভৃতি গ্রাম্য শব্দেরও প্রয়োগ রহিয়াছে। বিভিন্ন শ্রেণীর শব্দাবলীর সমাবেশের ন্যায় প্রবোধচন্দ্রিকায় বিভিন্ন বিষয়ের বর্ণনাও আছে। যাঁহারা ইংলণ্ড হইতে আসিয়া এতদ্দেশের রাজকার্য্য নির্ব্বাহ করিতেন, তাঁহাদিগকে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে বাঙ্গালা শিখিতে হইত। তাঁহাদের শিক্ষার্থে প্রবোধচন্দ্রিকা প্রণীত ও প্রকাশিত হইয়াছিল। একাধারে সাহিত্য, ব্যাকরণ, অলঙ্কার প্রভৃতি নানা বিষয়ের বর্ণনা এবং সংস্কৃত ও গ্রাম্য প্রভৃতি নানা শব্দের প্রয়োগ থাকিলে ভিন্নদেশীয় শিক্ষার্থিগণ সহজে বাঙ্গালা ভাষায় অভিজ্ঞতা লাভ করিতে পারিবেন বলিয়াই বোধ হয়, গ্রন্থকার স্বপ্রণীত গ্রন্থ নানা বিষয়ে পরিপূর্ণ করিয়াছিলেন। সমালোচকগণ প্রবোধচন্দ্রিকার ভাষার প্রশংসা করেন না। বোধ হয়, দীর্ঘসমাসঘটিত উৎকট সংস্কৃত শব্দের সহিত গ্রাম্য শব্দের প্রয়োগ থাকাতেই প্রবোধচন্দ্রিকার ভাষা অপ্রীতিকর হইয়াছে। বিদ্যালঙ্কারের অন্যতর গ্রন্থ—রাজাবলীতে কলির প্রারম্ভ হইতে ইংরেজের অধিকার পর্য্যন্ত ভারতবর্ষের রাজা ও সম্রাটদিগের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস বর্ণিত হইয়াছে। রাজাবলী প্রবোধচন্দ্রিকার চারি বৎসর পূর্ব্বে প্রকাশিত হয়; কিন্তু রাজাবলীর ভাষা অনে-

কাংশে বিশুদ্ধ ও প্রসাদগুণবিশিষ্ট। সে সময়ে গ্রন্থকার যে ভাবে ঐতিহাসিক বিষয়গুলির সংগ্রহ এবং যে ভাবে তৎসমুদয়ের বর্ণনা করিয়াছেন, তাহাতে তাঁহার বিস্তর প্রশংসা করিতে হয়। কাব্য ও অলঙ্কার প্রভৃতিতে তাঁহার যেরূপ পারদর্শিতা প্রদর্শিত হইয়াছে, দুর্জ্ঞেয় ঐতিহাসিক তত্ত্বের জটিলতার উচ্ছেদেও, তাঁহার সেইরূপ ক্ষমতা পরিস্ফুট হইয়াছে। প্রতাপাদিত্যচরিত্র প্রকাশের সাত বৎসর পরে যে গ্রন্থ প্রচারিত হয়, তাহা রচনাগৌরবে সুপাঠ্য গ্রন্থের মধ্যে পরিগণিত হইতে পারে। বাঙ্গালা ভাষার সমালোচক মহোদয়গণ প্রাবোধচন্দ্রিকার রচনার ন্যায় রাজাবলীর রচনারও প্রশংসা করেন না। তাঁহাদের মতে উভয় গ্রন্থই অপকৃষ্ট ভাষায় লিখিত। তাঁহারা মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়কে বাঙ্গালা গদ্যের পরিমার্জ্জনকর্ত্তা এমন কি সৃষ্টিকর্ত্তা পর্য্যন্তও বলিয়া থাকেন। মহাত্মা রাজা রামমোহনের প্রতিভায় যে, বাঙ্গালা গদ্যসাহিত্যের উন্নতির সূত্রপাত হইয়াছে, তদ্বিষয়ে মতদ্বৈধ নাই। ধর্ম্ম ও সমাজসংস্কার বিষয়ক বাদপ্রতিবাদস্থলে রাজা রামমোহন ধীরভাবে যে রচনাশক্তির পরিচয় দিয়াছেন, সে শক্তি চিরকাল তাঁহাকে প্রতিভাশালী মহাপুরুষের সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত রাখিবে। কিন্তু বাঙ্গালাগদ্যরচনাবিষয়ে শাস্ত্রদর্শী বিদ্যালঙ্কার, তত্ত্বদর্শী রাজার অপেক্ষা বোধ হয়, নিকৃষ্ট বলিয়া পরিগণিত হইবেন না। মৃত্যুঞ্জয় ইতিহাস লিখিয়াছেন, রাজা রামমোহন বেদান্তের আলোচনা করিয়াছেন। এক জনের বর্ণনীয় বিষয় যেরূপ সহজ, অপরের প্রতিপাদ্য বিষয় সেইরূপ দুর্ব্বোধ। এক জন অপেক্ষাকৃত সুগম পথ অবলম্বন করিয়া লিপিক্ষমতার পরিচয় দিয়াছেন। অপর জন নিরতিশয় দুর্গম মার্গে বিচরণ পূর্ব্বক জটিল তত্ত্বের আবিষ্কার করিয়া, লিপিচাতুর্য্য দেখাইয়া গিয়াছেন। শাস্ত্রজ্ঞানে, যুক্তিবাদে, বিচারবৈচিত্র্যে, তত্ত্বনির্দ্দেশে, উভয় লেখকের মধ্যে বিস্তর প্রভেদ। এ সকল বিষয়ে রাজার সহিত পণ্ডিতের তুলনা হইতে পারে না। রাজা পণ্ডিত অপেক্ষা পার্থিব ধনে যেরূপ সমৃদ্ধ, জ্ঞানধনেও সেইরূপ শ্রেষ্ঠ। এইরূপ বৈষম্য থাকিলেও রাজাবলীর রচনাকে বেদান্তের রচনা অপেক্ষা অপকৃষ্ট বলিবার কারণ দেখা যায় না। পূর্ব্বতন গদ্য রচনার রীতি অনুসারে রাজাবলীর রচনা কোমল, প্রাঞ্জল এবং স্থানে স্থানে ললিতপদবিন্যাসে শ্রুতিমধুর। এই স্থলে রাজাবলীর একাংশ উদ্ধৃত হইতেছে :—

"রাজার ইন্দ্রব্রত, সূর্য্যব্রত, বায়ুব্রত, যমব্রত, বরুণব্রত, চন্দ্রব্রত ও পৃথিবীব্রত, এই সপ্তব্রত অবশ্য কর্ত্তব্য, সে সপ্তব্রত এই।

যেমন ইন্দ্র বর্ষা চারি মাস জলেতে পৃথিবীকে সম্পূর্ণ করেন তেমনি রাজা ধনেতে ভাণ্ডার সম্পূর্ণ করিবেন এই ইন্দ্রব্রত। যেমন সূর্য্য আট মাস পৃথিব্যাশ্রিত বৃক্ষাদি যাহাতে নষ্ট না হয় এমন করিয়া পৃথিবী হইতে রসের আকর্ষণ করেন, তেমনি রাজা প্রজাশ্রিত পরিজনাদির বাধা যাহাতে না হয় তেমন করিয়া প্রজা হইতে কর গ্রহণ করিবেন এই সূর্য্যব্রত। যেমন বায়ু সকল ভূতের বাহ্য ও অভ্যন্তর ব্যাপিয়া থাকেন তেমনি রাজা চর দ্বারা সকল লোকের বাহ্যাভ্যন্তরব্যবহার জানিয়া থাকিবেন এই বায়ুব্রত। যেমন যম নিয়মিত মৃত্যুকাল পাইয়া

এ আমার প্রিয় ও এ আমার অপ্রিয় বিবেচনা কিছুই করেন না সকলকেই নষ্ট করেন তেমনি রাজা ন্যায্য দণ্ডকাল পাইয়া প্রিয়াপ্রিয় কিছুই বিবেচনা করিবেন না ন্যায্য দণ্ড অবশ্য দিবেন এই যমব্রত। যেমন বরুণ পাশেতে বদ্ধ করেন তেমনি রাজা দস্যুচোর প্রভৃতি দুষ্ট লোকদিগকে কারাগারেতে বদ্ধ করিবেন এই বরুণব্রত। যেমন চন্দ্র ষোড়শকলাতে সম্পূর্ণ হইয়া আত্মকিরণ বিতরণ করিয়া সকল লোকের মন আহ্লাদিত করেন ও সকলকে স্নিগ্ধ করেন তেমনি রাজা নানাধনেতে সমৃদ্ধ হইয়া দানমানাদিতে সকলকে পরিতুষ্ট করিবেন ও সকলের দুঃখসন্তাপ রহিত করিবেন এই চন্দ্রব্রত। যেমন পৃথিবী সকলকে সমভাবে ধারণ করেন ও সকলের সকলি সহেন তেমনি রাজা সকল প্রজাদিগকে সমভাবে আপন মনে ধারণ করিবেন ও সকলের উপযুক্তমত সকলি সহিবেন এই পৃথিবীব্রত। হে মহারাজ এই সপ্ত ব্রতের নিত্য অনুষ্ঠান যে রাজা করেন সে রাজা ইহলোকে ও পরলোকে পরম সুখে থাকেন। রাজা স্ত্রৈণ হইলে সর্ব্বলোককর্তৃক তুচ্ছীকৃত হন অতএব হে মহারাজ আপনি সাবধান হউন রক্ত মাংস অস্থি বিষ্ঠা মূত্র পূয় ক্লেদ লালা ইত্যাদি দুর্গন্ধি ও অপবিত্র পদার্থময় এ শরীরের চর্ম্মমাত্রাচ্ছাদনে যে সৌন্দর্য্য সে কি ? এবং তাহাতে যে উপাদেয়তাগ্রহ সেই বা কি ইহার অনুসন্ধান করুন ইতর লোকদের মত কেবল বাহ্যদর্শী না হইয়া অন্তস্তত্ত্বদর্শী হউন। আমি আপনাকে এ সকল শিক্ষার্থে কহি না কিন্তু স্মরণার্থে কহি ইহাতে আপনি যাহা ভাল বুঝেন তাহা করুন।”

স্থানান্তরে :—

“তাহার পর তাঁহার পুত্র সোলতান জলালুদ্দিন মহম্মদ অকবর বাদসাহ হইলে বয়রম খাঁ খান্‌খানার পরামর্শে লাহোরের নিকটে কলানওরে তক্তে বসিয়া ৯৬৩ হিজরি সনে জলুস করিলেন ও সকল দিগে আজ্ঞাপত্র পাঠাইলেন খোতবা ও সিক্কা আপন নামে জারি করিলেন হিন্দুস্থান ও দক্ষিণে গুজরাট প্রভৃতি অনেক দেশ ও অনেক বন্দর আয়ত্ত করিলেন ও অনেক প্রধান লোক ইহার অনুগত হইল। অকবরের এমনি ভাগ্যের প্রাবল্য হইল যে ইঁহার নামেতেই জয় হইতে লাগিল কখন কোন স্থানে ইঁহার পরাজয় হয় নাই। পরে খান্‌খানা বয়রম খাঁ কোন বিষয়ে বাদসাহের আজ্ঞা লঙ্ঘন করিয়াছিলেন। অতএব বাদসাহ তাঁহাকে এক দিবস কহিলেন যে আপনি অতি বৃদ্ধ হইয়াছেন, অতএব সম্প্রতি কাবা প্রস্থান করুন আপনকার পুত্র মুনয়ম খাঁ উজীরী করুন।”

১৮০৮ অব্দে—বাঙ্গালায় প্রথম গদ্যগ্রন্থপ্রচারের সাত বৎসর পরে মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কারের লেখনী হইতে এইরূপ ভাষা নির্গত হইয়াছিল। ইহার আবার সাত বৎসর পরে—১৮১৬ অব্দে, রাজা রামমোহনের বেদান্তগ্রন্থ (বেদান্তসূত্রের ব্যাখ্যা) প্রচারিত হয়। সকল দেশের ধর্ম্মপ্রচারকেরা প্রচলিত দেশীয় ভাষায় জনসাধারণের মধ্যে ধর্ম্মমত প্রচার করিয়া থাকেন। এই সূত্রে সেই সেই দেশে সাহিত্যের উন্নতি হয়, জনসাধারণও প্রচলিত ভাষায় সাহিত্যের আলোচনা করিয়া থাকে। জর্ম্মনিতে লুথর, ইংলণ্ডে উইক্লিফ্, আয়র্লণ্ডে সেণ্ট্

পাট্রিক, ফ্রান্সে মারট, ইহারা সকলেই আপনাদের ধর্ম্মমত প্রচারার্থ সেই সেই দেশের ভাষার আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন। চৈতন্য দেবের আবির্ভাবে বৈষ্ণব কবিদিগের প্রতিভায় বাঙ্গালায় অপূর্ব্ব কবিতাগ্রন্থের উৎপত্তি হইয়াছিল। বঙ্গের রামমোহন রায়ও আপনার মতপ্রচারার্থ বাঙ্গালা ভাষার আশ্রয় গ্রহণ করেন। রাজা রামমোহন রায় বেদান্তের এক স্থলে লিখিয়াছেন :—

"কেহো কেহো এ শাস্ত্রে প্রবৃত্তি হইবার উৎসাহের ভঙ্গের নিমিত্ত কহেন যে বেদের বিবরণ ভাষাতে করাতে এবং শুনাতে পাপ আছে এবং শূদ্রের এ ভাষা শুনিলে পাতক হয়। তাঁহাদিগ্যে জিজ্ঞাসা কর্ত্তব্য যে যখন তাঁহারা শ্রুতি স্মৃতি জৈমিনি সূত্র গীতা পুরাণ ইত্যাদি শাস্ত্র ছাত্রকে পাঠ করান তখন ভাষাতে তাহার বিবরণ করিয়া থাকেন কি না আর ছাত্রেরা সেই বিবরণকে শুনেন কি না আর মহাভারত যাহাকে পঞ্চম বেদ আর সাক্ষাৎ বেদার্থ কহা যায় তাহার শ্লোক সকল শূদ্রের নিকট পাঠ করেন কি না এবং তাহার অর্থ শূদ্রকে বুঝান কি না শূদ্রেরাও সেই বেদার্থের অর্থ এবং ইতিহাস পরস্পর আলাপেতে কহিয়া থাকেন কি না আর শ্রাদ্ধাদিতে শূদ্রনিকটে ঐ সকল উচ্চারণ করেন কি না। যদি এইরূপ সর্ব্বদা করিয়া থাকেন তবে বেদান্তের এ অর্থের বিবরণ ভাষাতে করিবাতে দোষের উল্লেখ কিরূপে করিতে পারেন। সুবোধ লোক সত্য শাস্ত্র আর কাল্পনিক পথ ইহার বিবেচনা অবশ্য করিতে পারিবেন। কেহ কেহ কহেন ব্রহ্মপ্রাপ্তি যেমন রাজপ্রাপ্তি হয়। সেই রাজপ্রাপ্তি তাহার দ্বারীর উপাসনা ব্যতিরেকে হইতে পারে না সেইরূপ রূপগুণবিশিষ্টের উপাসনা বিনা ব্রহ্মপ্রাপ্তি হইবেক না। যদ্যপিও এ বাক্য উত্তরজনক নহে তত্রাপি লোকের সন্দেহ দূর করিবার নিমিত্ত লিখিতেছি। যে ব্যক্তি রাজপ্রাপ্তির নিমিত্ত দ্বারীর উপাসনা করে সে দ্বারীকে সাক্ষাৎ রাজা কহে না এখানে তাহার বিপরীত দেখিতেছি যে রূপগুণবিশিষ্টকে সাক্ষাৎ ব্রহ্ম কহিয়া উপাসনা করেন। দ্বিতীয়ত রাজা হইতে রাজার দ্বারী সুসাধ্য এবং নিকটস্থ সুতরাং তাহার দ্বারা রাজপ্রাপ্তি হয় এখানে তাহার অন্যথা দেখি। ব্রহ্ম সর্ব্বব্যাপী আর যাঁহাকে তাঁহার দ্বারী কহ তেঁহো মনের অথবা হস্তের কৃত্রিম হয়েন কখন তাঁহার স্থিতি হয় কখন স্থিতি না হয় কখন নিকটস্থ তখন দূরস্থ অতএব কিরূপে এমত বস্তুকে অন্তর্যামী সর্ব্বব্যাপী পরমাত্মা হইতে নিকটস্থ স্বীকার করিয়া ব্রহ্মপ্রাপ্তির সাধন কহা যায়। তৃতীয়ত চৈতন্যাদি রহিত বস্তু কিরূপে এই মত মহৎ সহায়তার ক্ষমতাপন্ন হইতে পারেন।"

দুর্জ্ঞেয় বেদান্ত গ্রন্থের ব্যাখ্যা ব্যতীত মহাত্মা রাজা রামমোহন রায় আরও অনেক বিষয় লিখিয়া গিয়াছেন। তাঁহার সংবাদকৌমুদীতে বিবিধবিষয়িণী রচনা আছে। কেহ কেহ সংবাদকৌমুদীকে সংবাদপত্র বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। তাঁহাদের মতে উহা ১৮২০ অব্দ প্রচারিত হইয়াছিল। সংবাদকৌমুদীতে রাজা রামমোহনের গদ্যরচনা এইরূপ :—

"তাবৎ দেশের গল্পে লিখিত আছে যে লোকেরা আকাশপথে গমন করিয়াছেন, কিন্তু এই অসম্ভব বিষয় যে সত্য হইবে সে কেবল এই কালের কারণ। পূর্ব্বকালে যে বিষয় অদ্ভুত

ও অবিশ্বসনীয়স্বরূপে গণিত ছিল, সে বিষয় এতৎকালীন বিদ্যা প্রকাশ দ্বারা সত্য ও বিশ্বস-নীয় হইয়াছে। যে যন্ত্র দ্বারা এই আশ্চর্য্য আকাশযাত্রা হয়, তাহার নাম বেলুন।

"সন ১৭৬৬ সতর শত ছেষট্টি সালে কাবেণ্ডিস সাহেব নিশ্চয় করিলেন যে আগ্নেয় আকাশ সামান্য আকাশ হইতে সাতগুণ লঘু। ইহার পর আর এক সাহেবের মনে হইল যে এক পিতল থৈলী আগ্নেয় আকাশে পূর্ণ করিলে সে অবশ্য উপরে উঠিবে, কিন্তু পরীক্ষাতে সে উত্তীর্ণ হইল না।

"ইংলণ্ড দেশে এই নূতন সৃষ্টি সমাপ্ত হইবার প্রত্যাশা করিতে হঠাৎ শুনা গেল যে ফ্রান্স দেশে সমাপ্ত হইয়াছে। ১৭৮২ সালে স্তিফন ও জন মঙ্গলফো নামে দুই ভ্রাতা এই বিষয় সিদ্ধ করিতে অতিশয় মনোযোগ করিলেন।

"ধূম ও মেঘ, এই উভয়ের আকাশ গমন দেখিয়া বেলুনের কথা তাঁহাদের মনে আইল, তাঁহারা এই ভাবিলেন যে এক থৈলী ধূমে পরিপূর্ণ করিয়া তাহাকে আকাশে উঠাইব। তাঁহারা অক্টোবর মাসে এক রেশমের থৈলী দ্বারা এইরূপ পরীক্ষা প্রথম করিলেন, সে থৈলীর নীচে ছিদ্র করিয়া তাহার নীচে কাগজ লাগাইলেন, তাহাতে থৈলীর মধ্যস্থিত আকাশ পাতল হইল এবং ঐ থৈলী উঠিয়া গৃহের ছাদে ঠেকিল। সেইরূপ পরীক্ষা বাহিরে করিলে থৈলী পঞ্চাশ হস্ত উর্দ্ধে উঠিল। * * *"

উদ্ধৃত গদ্যাংশ দীর্ঘ হইল বটে, কিন্তু উহাতে মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার এবং রাজা রাম-মোহন রায়ের রচনাপ্রণালীর পরিচয় পাওয়া যাইবে। শব্দপ্রয়োগে ও প্রাঞ্জলভাবে বিদ্যালঙ্কারের রচনা, বোধ হয়, রাজা রামমোহনের রচনার নিম্নগণ্য হইবে না। ফলতঃ, রাজীবলোচন মুখোপাধ্যায় এবং বিদ্যালঙ্কার মহাশয় বাঙ্গালা গদ্যরচনা পরিষ্কৃত করিবার পথপ্রদর্শন করেন, রাজা রামমোহন সেই পথ অবলম্বন পূর্ব্বক উহার উন্নতিসাধনে যত্নশীল হয়েন। রাজা রামমোহন রায় এক দিকে জটিল বেদান্তাদির ব্যাখ্যা করিয়াছেন, অপর দিকে সমাজসংস্কার সম্বন্ধে অনেক বিষয় লিখিয়া গিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত তিনি উদাত্তভাবপূর্ণ সঙ্গীতমালার রচনায় চিরপ্রসিদ্ধ হইয়াছেন। তাঁহার সঙ্গীতশ্রবণে অনেক পাষণ্ডের কঠোর হৃদয়েও ঈশ্বরভক্তি ও বৈরাগ্যের উদয় হয়। বাদপ্রতিবাদসময়ে তিনি সাহিত্যক্ষেত্রে যে বিচারনৈপুণ্য প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা অতুল্য ও অনবদ্যভাবে পরিপূর্ণ। প্রতিদ্বন্দ্বিগণ নানাবিধ তর্কজালে তাঁহাকে পরিবেষ্টিত করিয়াছেন, তাহাতে তিনি বিচলিত হয়েন নাই; বিচারপ্রসঙ্গে তিনি কঠোরভাবে আক্রান্ত হইয়াছেন, তাহাতে তাঁহার ধৈর্য্যহানি হয় নাই; তাঁহার অভীষ্টসিদ্ধির পথে শত শত বিঘ্ন বাধা উপস্থিত হইয়াছে, তাহাতে তিনি অবসন্ন হইয়া পড়েন নাই। তিনি প্রশান্তভাবে, অবিচলিত ধীরতাসহকারে আত্মপক্ষসমর্থন জন্য যুক্তিবিন্যাস ও বিচার-চাতুরীর পরিচয় দিয়াছেন। সাহিত্যক্ষেত্রে এরূপ মহারথের আবির্ভাব হওয়াতে বাঙ্গালা গদ্য সঙ্কীর্ণভাব পরিত্যাগ করিয়া ক্রমে বিপুলায়তন হইয়া উঠিয়াছে। রাজা রামমোহন

রায় যে বিষয়ের অবতারণা করেন, তাহার বিচারস্থত্রে তদীয় প্রতিদ্বন্দ্বিগণও গদ্যগ্রন্থ লিখিতে প্রবৃত্ত হয়েন। মুদ্রাযন্ত্রও এ বিষয়ের সবিশেষ সহায়তা করে। কাকস্টন যেমন ইংলণ্ডে মুদ্রাযন্ত্র প্রতিষ্ঠিত করিয়া, গ্রন্থপ্রচারের স্থবিধা করেন, স্যার চার্লস্ উইল্‌কিন্স্ সেইরূপ বাঙ্গালায় অক্ষর প্রস্তুত করিয়া গ্রন্থপ্রচারের স্থবিধা করিয়া দেন। এইরূপে ক্রমশঃ বাঙ্গালা গদ্যের উন্নতির সূত্রপাত হয়।

পূর্ব্বতন সময়ে যে সকল ইংরেজ এদেশে আসিয়া এতদ্দেশীয় ভাষা অভ্যাস করিতেন, তাঁহাদের অনেকেরই আপনাদের ধর্ম্মমত প্রচার করা এবং আপনাদের আচারব্যবহারের প্রাধান্য কীর্ত্তন করা উদ্দেশ্য ছিল। এই উদ্দেশ্যে খ্রীষ্টধর্ম্মপ্রচারকেরা বঙ্গদেশের স্থানে স্থানে বাঙ্গালা বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। এই সকল বিদ্যালয়ে অধ্যাপনার্থ তাঁহাদের অনেকে বাঙ্গালাগ্রন্থ প্রচার করেন। মালদহ জেলার ইলার্টন সাহেব (ইনি এক জন নীলকর ছিলেন) "গুরুশিক্ষা"; বর্দ্ধমানস্থ খ্রীষ্টধর্ম্মপ্রচার-সমাজের সংস্থাপক কাপ্তেন ষ্টুয়ার্ট "উপদেশকথা"; চুঁচুড়ার পিয়ার্সন সাহেব "বাক্যাবলী" প্রভৃতি পুস্তক প্রকাশ করিয়াছিলেন। ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের ছাত্রেরা পারসী, উর্দ্দু, বাঙ্গালা প্রভৃতি ভাষায় রচনা লিখিতেন। প্রকাশ্য সভায় এই রচনাসম্বন্ধে বিচারবিতর্ক হইত। ১৮০৩ অব্দে হাণ্টার নামক একজন সাহেব বাঙ্গালায় জাতিভেদ সম্বন্ধে রচনা লিখেন। ফোর্ট উলিয়ম কলেজে যে সকল সাহেব বাঙ্গালায় শিক্ষিত হইতেন, তাঁহাদের বাঙ্গালা গদ্য কিরূপ ছিল, তাহা ঐ রচনার উদ্ধৃত অংশে জানা যাইবে :—

"অন্য শাস্ত্র যদি ভাষাতে তর্জ্জমা করে তবে সংস্কৃত শাস্ত্রের গৌরবহানি প্রযুক্ত তাহার অখ্যাতি হয় যেমন মহাভারতের তর্জ্জমা ভাষাতে কাশীদাস নামে এক শূদ্র করিয়াছিল সেই দোষেতে ব্রাহ্মণেরা তাহাকে শাপ দিয়াছিল সেই ভয়েতে অন্য কেহ এখন সে কর্ম্ম করে না।

"হিন্দু লোকেরা যদিও আপন শাস্ত্রের নিশ্চয়েতে থাকে তবে অন্য দেশের বিদ্যা ও ব্যবহার যদি ভালও হয় তবু তাহা গ্রহণ করিতে পারে না যদি অন্য দেশের বিদ্যা ও ব্যবহার দেখে কিম্বা শুনে তথাপি তুচ্ছ করিয়া আদর করে না। অতএব অন্য লোকের ব্যবহারেতে তাহারদের জ্ঞান লাভ হইতে পারিবে না।

"অন্য দেশের গমন ও অন্য দেশের ব্যবহার দর্শন ও অন্য দেশের বিদ্যাভ্যাসেতে লোকের বুদ্ধি বৃদ্ধি হয় হিন্দু লোকেরদের শাস্ত্রের মতে পশ্চিম আটক নদী পার হইলে জাতি যায় উত্তরে ভোটান্তর এবং ম্লেচ্ছ দেশেও সেই মত এবং ব্রহ্মপুত্র পার হইলে পূর্ব্ব ধর্ম্ম নষ্ট হয়। দক্ষিণে সমুদ্র পথে জাহাজে থাকিয়া ভোজন পান করিলে জাতি যায় হিন্দু শাস্ত্রের মতে গোখাদকের সংসর্গ করিলেও দোষ; হিন্দু ছাড়া যত লোক সকলেই গোমাংস খায় অতএব হিন্দুরা তাহারদের সহবাস করিতে পারে না এবং যেমন নির্জ্জন উপদ্বীপে কোন ব্যক্তি একাকী থাকে সেই মত এই একাসাড়িয়া রীতিতে তাহারদের বুদ্ধি প্রতিভা জড়িভূতা হইয়াছে এবং তাহারদের উদ্যোগ শিথিল হইয়া অবিনীততা ও স্তব্ধতা হইয়াছে এই ইউরোপীয়েরদের মধ্যে

দস্যু প্রভৃতি অধম লোক হইতেও অধম ; কেননা ইহারা স্বস্থানে ত্যাগ করিয়া সুক্রিয়ান্বিত হইলে তাহারদের সুখ্যাতি পুনর্ব্বার হইতে পারে কিন্তু ইহারদের কখন ভাল হইতে পারে না হিন্দুরা শাস্ত্র ব্যবস্থা কিম্বা মান্য লোকেরা যাদৃচ্ছিক আজ্ঞা লঙ্ঘন করিলেই অপার দুঃখ সাগরে পড়ে।”

এইরূপ গদ্য যে, নিরতিশয় অপকৃষ্ট, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। যাহা হউক রাজা রামমোহন রায়ের পরে অনেকে বাঙ্গালা গদ্যগ্রন্থের প্রচারে যত্নশীল হয়েন। যাঁহারা ইংরেজীতে ব্যুৎপন্ন হইয়াছিলেন, এবং বিবিধ ইংরেজী গ্রন্থ পাঠ করিয়া, অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছিলেন, তাঁহারা বাঙ্গালা গদ্য রচনায় ঔদাস্য প্রকাশ করেন নাই। গদ্যসাহিত্যক্ষেত্রে এই শ্রেণীর দুই ব্যক্তি সমধিক প্রসিদ্ধ। ইহারা বিদেশ হইতে যে জ্ঞান সংগ্রহ করিয়াছিলেন, তাহা স্বদেশীয় ভাষায় নিবদ্ধ করিয়া স্বদেশে বিস্তার করিবার জন্য শ্রমশীলতা ও কার্য্যতৎপরতার সবিশেষ পরিচয় দিয়া গিয়াছেন।

ডাক্তার কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় ১৮৪৬ অব্দে বিদ্যাকল্পদ্রুম অর্থাৎ বিবিধ বিদ্যাবিষয়ক রচনার প্রচারে উদ্যত হয়েন। বিদ্যাকল্পদ্রুম তাৎকালিক গবর্ণরজেনেরল লর্ড হার্ডিঞ্জের নামে উৎসর্গ করা হয়। গ্রন্থকার “মঙ্গলাচরণ” এই শিরোনাম দিয়া যে উৎসর্গপত্র লিখেন, তাহার এক স্থল উদ্ধৃত হইতেছে:—

“বঙ্গভূমির মধ্যে সাধারণের মতিভ্রমনিবারণার্থে গৌড়ীয় ভাষাতে ইউরোপীয় পুরাবৃত্ত ও পদার্থবিদ্যার অনুবাদ এক উত্তম উপায় বোধ হইতেছে কেন না অবিদ্যা ও ভ্রান্তির যে দুষ্ট শক্তি দেশ ব্যাপিয়া প্রবল আছে তাহা হইতে সাধারণের মন এ উপায়ে মুক্তি পাইতে পারে কিন্তু এই প্রকারে গৌড়ীয় ভাষাতে ইউরোপীয় বিদ্যার অনুবাদ যত বাঞ্ছনীয় তত সহজ নহে অতএব অসাধ্য জ্ঞান করিয়া আমি অনেক দিন পর্য্যন্ত এ চেষ্টাতে বিরত ছিলাম কিন্তু সম্প্রতি বেঙ্গল গবর্ণমেণ্ট সমীপে উৎসাহ পাইয়া উক্ত অনুবাদের প্রতিজ্ঞাতে পুনশ্চ প্রবৃত্ত হইয়া পরমেশ্বরের প্রসাদে নির্ভর রাখিয়া ইউরোপীয় পুরাবৃত্ত পদার্থবিদ্যা ক্ষেত্র-পরিমাণ জ্যোতিষাদি সকল শাস্ত্র স্বদেশীয় ভাষাতে বিস্তার পূর্ব্বক পশ্চিম খণ্ডের জ্ঞান পূর্ব্ব খণ্ডে স্থাপন করিতে চেষ্টিত হইয়াছি।

“যে যে গ্রন্থ আমি রচনা করিতে প্রবৃত্ত আছি তাহা উক্ত বিষয়ক কোন বিশেষ পুস্তক হইতে অনুবাদ না করিয়া বরং নানা মূল হইতে সংগ্রহ করিতে কল্পনা করিতেছি এইরূপ সংগ্রহ করিলে দুই প্রকারে উপকার হইতে পারে ইহাতে প্রথমতঃ ব্যাখ্যাকারক যথার্থ অনুবাদের শৃঙ্খল হইতে মুক্ত হইয়া পাঠকের দুঃশ্রাব্য ও অসাধু শব্দ প্রয়োগের ভয় হইতে উদ্ধার পাইবেন, এই উদ্ধারকে ব্যতিরেক ভাবে হিতকারি কহিতে হইবে, দ্বিতীয়তঃ এইরূপ সংগ্রহের বিধানে গৌড়ীয় পাঠকের বিশেষ ব্যবহারার্থে স্বদেশীয় ধারাতে কতিপয় গ্রন্থ প্রস্তুত হইতে পারে, ইহাকে অন্বয় মুখে শ্রেয়ঃ কহিতে হইবে কেননা গ্রন্থকারক যে ভাষাতে লিখিতেছেন তাহাতে যদি আপনি মনের কল্পনা করিতে পারেন তবে মহা-

লাভের বিষয় বটে; কিন্তু কেবল অনুবাদ মাত্র করিলে এ প্রকার মানসিক ব্যাপার প্রায় থাকিতে পারে না।"

রোমের ইতিহাস, জীবনচরিত, বিবিধবিষয়ক পাঠ, জ্যামিতি, ভূগোল প্রভৃতি নানা-গ্রন্থ কৃষ্ণমোহনের এই চেষ্টার ফল। তাঁহার গ্রন্থাবলীর সাধারণ নাম "বিদ্যাকল্পদ্রুম"। বিদ্যাকল্পদ্রুমের ভিন্ন ভিন্ন কাণ্ডে ঐ সকল ভিন্ন ভিন্ন গ্রন্থ প্রচারিত হইয়াছিল। বিদ্যা-কল্পদ্রুমের এক পৃষ্ঠে ইংরেজী আর এক পৃষ্ঠে বাঙ্গালা ছিল *। এইরূপ দ্বৈভাষিক গ্রন্থ প্রচার করিয়া কৃষ্ণমোহন আপনার বিদ্যাবত্তা ও বহুদর্শিতার যথোচিত পরিচয় দিয়াছেন। তিনি ইংরেজী বিদ্যায় সুপণ্ডিত ছিলেন, কিন্তু সেই পাণ্ডিত্যে গর্ব্বিত হইয়া স্বদেশীয় ভাষার প্রতি ঔদাস্য প্রকাশ করে নাই; তিনি ধর্ম্মান্তর পরিগ্রহ করিয়াছিলেন, কিন্তু ভিন্ন ধর্ম্মের গ্রহণেও ভিন্ন ভাষার প্রতি আকৃষ্ট হইয়া, স্বদেশীয় ভাষার মমতায় বিসর্জ্জন দেন নাই; তিনি ভিন্ন বেশে ভিন্ন সমাজে অবস্থিতি করিতেন, কিন্তু বিজাতীয় ভাবে পরি-চালিত হইয়াও স্বদেশীয় ভাষার সহিত সম্বন্ধ বিচ্ছেদ করেন নাই। তিনি অক্লান্তভাবে সাহিত্য, ইতিহাস, গণিত, ভূগোল, দর্শন, সকল বিষয়ই লিখিয়া গিয়াছেন। তাঁহার জ্যামিতি ও ভূগোল সম্বন্ধীয় পরিভাষা আজ পর্য্যন্ত ঐ শ্রেণীর পুস্তকসমূহে পরিগৃহীত হইতেছে। তাঁহার নীতিবিষয়িণী কবিতা আজ পর্য্যন্ত বিদ্যালয়সমূহে সুকুমারমতি বালকেরা পাঠ করি-তেছে। যাঁহারা এখন বাঙ্গালীর সমাজে—বাঙ্গালীর বেশে—বাঙ্গালীর ভাবে অবস্থিতি করিয়াও বাঙ্গালা ভাষার নামে নাসিকা সঙ্কুচিত করিতেছেন, এবং বিজাতীয় ভাষার সহিত প্রীতি স্থাপন পূর্ব্বক অহঙ্কারে প্রমত্ত হইয়া, দীনভাবাপন্না পোষণকারিণী মাতৃদেবীকে ঠেলিয়া ফেলিয়া দিতেছেন, এই ভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বী গ্রন্থকারের সাধু চেষ্টা তাঁহাদের শিক্ষার স্থল। উপরে ডাক্তার কৃষ্ণমোহনের গদ্য রচনা হইতে যে অংশ উদ্ধৃত হইল, তাহাতে বোধ হইবে যে, তাঁহার রচনা তাদৃশ প্রাঞ্জল ও সৌন্দর্য্যসম্পন্ন ছিল না। যাহা হউক; ডাক্তার কৃষ্ণমোহন বিভিন্ন বিষয়ে যে সকল গ্রন্থ লিখিয়াছেন, তৎসমুদয় দ্বারা বাঙ্গালা গদ্য সাহিত্যের বিস্তর উপকার হইয়াছে।

ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল মিত্রও ডাক্তার কৃষ্ণমোহনের ন্যায় ইংরেজী ভাষায় সুপণ্ডিত ও বিবিধ শাস্ত্রে অভিজ্ঞ ছিলেন। কিন্তু তিনি কেবল পাশ্চাত্য সমাজে আপনার অভিজ্ঞতার পরিচয় দিয়াই নিরস্ত থাকেন নাই। বিবিধার্থ সংগ্রহে তাঁহার সাহিত্য, ইতিহাস, ভূগোল, পুরা-তত্ত্ব প্রভৃতি নানাবিষয়িণী অভিজ্ঞতার পরিচয় পাওয়া যায়। তদীয় প্রাকৃতিক ভূগোল এখন বিদ্যালয়সমূহে অধ্যাপিত হইয়া থাকে। সুতরাং তাঁহার গদ্য রচনা অনেকের নিক-টেই সুপরিচিত রহিয়াছে। ডাক্তার কৃষ্ণমোহন এবং ডাক্তার রাজেন্দ্রলালের গদ্য এক শ্রেণীর হইলেও শেষোক্ত গদ্য অপেক্ষাকৃত মার্জ্জিত ও বিশোধিত। রাজেন্দ্রলালের যত্নে

---

* গ্রন্থের ইংরেজী অংশে কমা প্রভৃতি বিরামচিহ্ন আছে; কিন্তু বাঙ্গালা অংশে উহা প্রায় নাই। ইহাতে বোধ হয়, তখন ঐ সকল চিহ্নের অধিক ব্যবহার ছিল না।

বাঙ্গালা গদ্য সাহিত্য নানা বিষয়ে পরিপূর্ণ হইয়াছে। তাঁহার শাস্ত্রজ্ঞান—তাঁহার গবেষণা—তাঁহার লিপিক্ষমতার সাহায্য না পাইলে বোধ হয়, বাঙ্গালা গদ্য এত অল্প সময়ের মধ্যে বিবিধ রত্নের বিকাশস্থল হইত না। যাঁহারা ইংরেজী শিক্ষা করিয়া বাঙ্গালা ভাষার প্রতি উদাসীন রহিয়াছেন। ডাক্তার রাজেন্দ্রলালের দৃষ্টান্তেও তাঁহাদের জ্ঞানের উন্মেষ, সুবুদ্ধির বিকাশ ও কর্ত্তব্যবোধের আবির্ভাব হইতে পারে।

পূর্ব্বতন সময়ে সংবাদপত্র দ্বারাও গদ্যের উন্নতি হয়। শ্রীরামপুরের 'সমাচারদর্পণ' বাঙ্গালায় প্রথম সংবাদপত্র। ১৮১৮ অব্দের ২৩শে মে উহা প্রথম প্রকাশিত হয়। সমাচার-দর্পণের গদ্য এইরূপ ছিল :—

"পূর্ব্বে সমাচার দর্পণে লিখা গিয়াছে যে গঙ্গাসাগর উপদ্বীপে লোক বসতি ছিল এমত অনুমান হয়। এইক্ষণে পদ্মপুরাণের অন্তর্গত ক্রিয়াযোগসারে দেখা গেল যে গঙ্গাসাগরে চন্দ্রবংশীয় সুষেণ নামে রাজা রাজধানী করিয়াছিলেন। তাহাতে দিব্যস্তী নামে নগরের গুণাকর রাজার কন্যা সুলোচনা দায়গ্রস্তা হইয়া ঐ রাজার আশ্রয়ে পুরুষ বেশে কালক্ষেপণ করিয়াছিল। পরে তালধ্বজ নগরের রাজা বিক্রমের পুত্র মাধব পূর্ব্ব সূত্র ক্রমে সেই স্থানে আসিয়া সুলোচনাকে বিবাহ করিয়া এবং ঐ চন্দ্রবংশীয় সুষেণ রাজার এক কন্যাকে বিবাহ করিয়া ঐ রাজ্যের অর্দ্ধ প্রাপ্ত হইয়া ঐ গঙ্গাসাগরে রাজধানী করিলেন ও অনেক কাল পর্য্যন্ত বসতি করিয়া পরে পুত্রাদি রাখিয়া মরিলেন।"

শেষে এইরূপ গদ্যের অবস্থা পরিবর্ত্তিত হয়। অন্যান্য সংবাদপত্র দ্বারা বাঙ্গালা গদ্যের ক্রমোন্নতি হইতে থাকে। এ বিষয়ে "সমাচারচন্দ্রিকা", "সংবাদপ্রভাকর" এবং গৌরীশঙ্করের "ভাস্কর" প্রভৃতি সাহিত্যের সবিশেষ সহায়তা করিয়াছে। ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত রসশালিনী কবিতা রচনাতেই সমধিক প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন। তাঁহার রচনানৈপুণ্যে তদীয় কর্ম্মস্থল যেন একটি সারস্বত সমাজ হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। পরবর্ত্তী সময়ে যাঁহারা প্রতিভায় ও লিপি-ক্ষমতায়, সাহিত্যসংসারে অমরত্ব লাভ করিয়াছেন, তাঁহাদের অনেকেই কবিপ্রবরের সারস্বত সমাজে সমাগত হইয়া বাঙ্গালা রচনার অভ্যাস করিতেন। ঈশ্বর গুপ্তের বাঙ্গালা গদ্য অনেক স্থলে অনুপ্রাসবহুল ও অলঙ্কারচ্ছটায় পরিপূর্ণ। অনাবশ্যক স্থলেও তাঁহার রচনায় অনুপ্রাসের আড়ম্বর পরিদৃষ্ট হয়। "হে দেশস্থ সমস্ত বন্ধুগণ! আপনারা নিশ্চয় জানিবেন, ঐ দুর্জ্জন জনগণকে তর্জ্জন গর্জ্জনের বিসর্জ্জন করিয়া নির্জ্জন নিকেতনে গমন করিতে হইবেই হইবে" (সংবাদপ্রভাকর, ১লা বৈশাখ, ১২৬৫)। ঈশ্বর গুপ্ত এইরূপ গদ্যের পক্ষপাতী ছিলেন। ফলতঃ ঈশ্বর গুপ্ত শব্দসম্পত্তিতে এরূপ সমৃদ্ধ ছিলেন যে, তাঁহাকে শব্দরত্নাকর বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। অনুপ্রাসের শব্দযোজনায় তিনি অসামান্য ক্ষমতার পরিচয় দিয়া গিয়াছেন। তদানীন্তন সময়ে ভাস্করসম্পাদক গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য্য গদ্য-রচনায় প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার গদ্য অনেকেই আদর সহকারে পাঠ করিতেন। যাহা হউক, ঈশ্বর গুপ্তের সংবাদপ্রভাকর, গৌরীশঙ্করের ভাস্কর প্রভৃতি দ্বারা

পূর্ব্বকালীন গদ্যের অনেকাংশে সংস্কার হইয়াছে। অনেকে ঐ সকল সংবাদপত্রে লিখিয়া গদ্য রচনায় অভ্যস্ত হইয়াছেন। সংবাদপত্রের গদ্য শেষে দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ-সম্পাদিত "সোমপ্রকাশে" সাতিশয় উৎকর্ষলাভ করিয়াছে। গদ্যরচনায় বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের যথোচিত ক্ষমতা ছিল। তাঁহার গদ্য যেমন প্রাঞ্জল, সেইরূপ মনোহর। তাঁহার গ্রীসের ইতিহাস এবং রোমের ইতিহাসে তদীয় রচনাশক্তির সবিশেষ পরিচয় পাওয়া যায়। সোমপ্রকাশে রাজনীতি ও সমাজনীতিবিষয়ক প্রবন্ধ এবং সংবাদাদি এরূপ উৎকৃষ্ট প্রণালীতে লিখিত হইত যে, সোমপ্রকাশ হইতেই বাঙ্গালা সংবাদপত্র সভ্যসমাজে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে।

ভাগীরথী যেমন হিমগিরির সঙ্কীর্ণ কন্দর হইতে নির্গত হইয়া ক্রমে স্বকীয় সঙ্কীর্ণ ভাবে বিসর্জ্জন দিয়াছে এবং বহু জনপদ অতিক্রম পূর্ব্বক শেষে শতমুখী হইয়া সাগরসঙ্গম লাভ করিয়াছে, বাঙ্গালা গদ্যরচনাও সেইরূপ সঙ্কীর্ণ ভাবস্রোত হইয়া উৎপন্ন হইয়া মৃত্যুঞ্জয় ও রামমোহন প্রভৃতির প্রতিভায় স্বকীয় সঙ্কীর্ণতা পরিত্যাগ করিয়াছে এবং বহু অবস্থা অতিক্রম পূর্ব্বক বহুবিধ বিষয়ে বিভক্ত হইয়া শেষে বিদ্যাসাগরের সঙ্গমলাভে সমর্থ হইয়াছে। ভাগীরথীর সাগরসঙ্গমস্থল যেমন মহাতীর্থ হইয়া, শত শত তীর্থ যাত্রীকে পবিত্রভাবে পরিপূর্ণ করিতেছে, বাঙ্গালা গদ্যরচনার বিদ্যাসাগরসঙ্গমও সেইরূপ সাহিত্যসেবকদিগের মহাতীর্থস্বরূপ হইয়া তাহাদিগকে বিশুদ্ধ ভাবে পুলকিত করিয়া তুলিতেছে। যে রচনা এক সময়ে উৎকট, দুর্ব্বোধ ও পূর্ব্বাপরসম্বন্ধ শূন্য ছিল, তাহা বিদ্যাসাগরের গুণে সংস্কৃত হয়, এবং বিদ্যাসাগরের শক্তিতে শক্তিসম্পন্ন হইয়া সাহিত্যক্ষেত্রে আপনার অনন্ত মহিমার পরিচয় দিতে থাকে। দুরুচ্চার্য্য শব্দময়ী রচনা ললিতমধুর শব্দাবলীর বিকাশভূমি হয়। ঈশ্বর গুপ্ত প্রভৃতির অনুপ্রাসের আড়ম্বর বিদ্যাসাগরের লিপিক্ষমতায় অন্তর্হিত হয়। বিদ্যাসাগরের গদ্য প্রাঞ্জল ভাবের ও মাধুর্য্যগুণের দৃষ্টান্তস্থল। বিদ্যাসাগর বাঙ্গালা গদ্যের সৃষ্টিকর্ত্তা না হইলেও, সৌন্দর্য্য-সম্পাদন ও পরিপুষ্টিসাধন জন্য উহার পিতৃস্থানীয়।

বিদ্যাসাগর যেমন বাঙ্গালা গদ্য প্রাঞ্জল করেন, তত্ত্ববোধিনী সভার সংস্রবে অক্ষয়কুমার সেইরূপ উহা ওজস্বী করিয়া তুলেন। অক্ষয়কুমারের গদ্য আবেগময় ও উদ্দীপনাপূর্ণ। অক্ষয়কুমার বাঙ্গালা গদ্যে এমন জীবনীশক্তি সমর্পণ করিয়াছেন যে, তাহাতে ভাষা তেজস্বিনী ও বেগবতী হইয়া খরস্রোতে প্রবাহিত হইতেছে। বিদ্যাসাগর ও অক্ষয়কুমার, উভয়েই সংস্কৃত ভাষার অবলম্বনে বাঙ্গালা গদ্য শ্রীসম্পন্ন করিয়াছেন। কিন্তু উভয়ের রচনা একভাবে গ্রথিত বা একশ্রেণীতে নিবেশিত হয় নাই। এক জনের গদ্য কোমলতাপূর্ণ, অপর জনের গদ্য উচ্ছ্বাসের উদ্দীপক। একটি লাবণ্যময় পূর্ণচন্দ্র, অপরটি জ্বালাময় মধ্যাহ্ণ-তপন। একটি প্রশান্তভাবে হৃদয় স্নিগ্ধ করে, অপরটি প্রদীপ্তভাবে হৃদয় প্রমত্ত করিয়া তুলে।

বাঙ্গালা গদ্যে যখন সংস্কৃতের এইরূপ আধিপত্য, তখন সাহিত্যক্ষেত্রে একটি মনস্বী

পুরুষের আবির্ভাব হয়। সহজভাবে কথোপকথনের ভাষায় গদ্য লিখিবার প্রণালী দেখাইয়া, প্যারীচাঁদ মিত্র "আলালের ঘরের দুলাল" প্রভৃতি প্রকাশ করেন। প্যারীচাঁদ স্বপ্রণীত গ্রন্থে আত্মনাম গোপন পূর্ব্বক টেকচাঁদ ঠাকুর এই কল্পিত নাম পরিগ্রহ করিয়াছিলেন। টেকচাঁদী বা আলালী ভাষায় বাঙ্গালা গদ্য রূপান্তর ধারণ করে। যাঁহারা প্রচলিত সহজ ভাষায় গ্রন্থরচনার পক্ষপাতী, তাঁহারা প্যারীচাঁদের প্রদর্শিত পথ একবারে পরিত্যাগ করেন নাই। বঙ্কিমের প্রতিভায় ঐ পথ সংস্কৃত হয়। এখন এই সংস্কৃত পথ অনেক গদ্যলেখকের অবলম্বনীয় হইয়াছে। অনেকে আবার বিদ্যাসাগর বা অক্ষয়কুমারের পথ একবারে না ছাড়িয়া, উভয়দিকে সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া চলিতেছেন। বাঙ্গালা গদ্য এইরূপে সুলেখকদিগের রচনাচাতুরীতে শ্রীসম্পন্ন হইয়াছে।

বাঙ্গালা গদ্যের ইতিহাস লেখা উপস্থিত প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নহে। ইংরেজের অধিকারে বাঙ্গালা গদ্য কিরূপে ক্রমোন্নতিপথে অগ্রসর হইয়াছে, এই প্রবন্ধে তাহাই সংক্ষিপ্তভাবে উল্লিখিত হইল। উনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে যে সাহিত্যের প্রচার হয়, সেই সাহিত্য ঐ শতাব্দীর শেষভাগে রচনাগৌরবে উন্নত, ভাবপ্রবাহে সমৃদ্ধ ও বিবিধ বিষয়ে পরিপুষ্ট হইয়াছে। কিঞ্চিদধিক আশি বৎসরের মধ্যে বাঙ্গালা গদ্যের বর্ত্তমান অবস্থা ঘটিয়াছে। এই অবস্থা বাঙ্গালা সাহিত্যের যেরূপ গৌরবজনক, সাহিত্যসেবক বাঙ্গালীরও সেইরূপ সম্মানের উদ্দীপক। যে সাহিত্য নীরবে শক্তি সংগ্রহ করিয়া ধীরে ধীরে অগ্রসর হইয়াছে, তাহা এখন বিশালভাবে পূর্ণ হইয়া, ক্রমে পৃথিবীর অন্যান্য সভ্য জনপদের সাহিত্যের মধ্যে আসন লাভের যোগ্য হইয়া উঠিতেছে। অন্য কোন জনপদে সাহিত্যের এরূপ অভাবনীয় উন্নতি প্রায় দেখা যায় না। চতুর্দ্দশ শতাব্দীতে ধর্ম্মযাজক উইক্লিফ্ ইংরেজীতে বাইবলের অনুবাদ করেন। এই অনুবাদে ইংলণ্ডের লোকে ফরাসী ভাষার পূর্ব্বতন প্রাধান্য ও ক্ষমতার বিষ ভুলিয়া যায়। তাহারা আহ্লাদে উৎফুল্ল হইয়া, স্বদেশীয় ভাষার আলোচনা করিতে থাকে। ইহার দুই শতাব্দী পরে ইংলণ্ডে মনস্বী লর্ড বেকন প্রভৃতির আবির্ভাব হয়। তৎপরে মিল্টন প্রভৃতির ওজস্বিনী ভাষায়, বেনিয়ান্ প্রভৃতির লালিত্যময়ী বর্ণনায়, আডিসন্ প্রভৃতির হৃদয়গ্রাহিনী প্রাঞ্জলতায় এবং জন্‌সন্ প্রভৃতির পাণ্ডিত্যপূর্ণ বিশুদ্ধ রচনায় উন্নত হইয়া, ইংরেজী গদ্য সাহিত্য বর্ত্তমান যুগে উপস্থিত হইয়াছে। উইক্লিফ্-কৃত ধর্ম্মগ্রন্থের অনুবাদে ইংলণ্ডে ইংরেজী গদ্যের অনুশীলন হয়। রাজা রামমোহন রায়ের বেদান্তসূত্রের ব্যাখ্যায় বঙ্গদেশে বাঙ্গালা গদ্য আলোচিত হইতে থাকে। ভিন্ন ভিন্ন সময়ে উভয় জাতির ধর্ম্মগ্রন্থ এইরূপে উভয় দেশের সাহিত্যের উন্নতির সোপানস্বরূপ হইয়াছিল। কিন্তু ইংরেজী গদ্য সাহিত্য তিন চারি শতাব্দীতে যেরূপ উন্নত হইয়াছে, কিঞ্চিদধিক পঞ্চসপ্ততি বৎসরের মধ্যে বাঙ্গালা গদ্যেরও প্রায় সেইরূপ উন্নতি দেখা যাইতেছে। পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষভাগে ইংলণ্ডে মুদ্রাযন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়।

এই সময়ে দিল্লীর অধিপতি পাঠানবংশীয় বল্‌হুল্‌ লোদী আপনার অধিকার বৃদ্ধির জন্য ব্যস্ত ছিলেন। ভারতবর্ষে জ্ঞানবিস্তারের উদ্দেশ্যে কোন রাজকীয় বিধি ছিল না। গ্রন্থ সকল লিপিকরের লেখনীর ক্রীড়ার বিষয়স্বরূপ ছিল। লেখনীর এই ক্রীড়নক পদার্থগুলি অধ্যাপকদিগের অন্ধকারময় আবাসপ্রকোষ্ঠেই আত্মগোপন করিয়া থাকিত। যখন সম্রাট আওরঙ্গজেবের শাসনে ভারতবর্ষে নানা বিশৃঙ্খলা ঘটে, সমগ্র দাক্ষিণাপথ যখন ভীষণ রণভূমিতে পরিণত হয়, জনপদের পর জনপদ যখন কালের করাল ছায়ায় কালীময় হইয়া যায়, তখন ইংরেজ মুদ্রণস্বাধীনতা লাভ করেন। এই সময়ে ইংরেজী গদ্য সাহিত্য দ্রুতগতিতে উন্নতিপথে ধাবিত হইতেছিল। মহামতি মিল্টন মুদ্রণস্বাধীনতার সমর্থন প্রসঙ্গে ইংরেজেরহৃদয় উদ্দীপনাময়ী ভাষায় প্রমত্ত করিয়া তুলিতেছিলেন। এই সময়ে মিল্টনের লেখনী হইতে যে গদ্যরচনা নির্গত হইয়াছিল, তাহা আজ পর্য্যন্ত ইংরেজী গদ্যের আদর্শ স্বরূপ হইয়া রহিয়াছে। বাঙ্গালা গদ্য তখন প্রায় অদৃষ্টপূর্ব্ব ও অজ্ঞাত বিষয়ের মধ্যেই পরিগণিত ছিল। পক্ষান্তরে বাঙ্গালা গ্রন্থ যখন বঙ্গাক্ষরে মুদ্রিত হয়, তখন ইংরেজী গদ্য জন্‌সনের গভীর জ্ঞানে বিশুদ্ধ ও সম্পূর্ণতা প্রাপ্ত হইয়াছিল। বহুবিধ গ্রন্থে ইংরেজী গদ্য সাহিত্যভাণ্ডার আপনার অসামান্য সমৃদ্ধির পরিচয় দিতেছিল। ইহার পর বাঙ্গালী যখন মুদ্রণস্বাধীনতা লাভ করে, তখন ইংরেজী গদ্যের উৎকর্ষের সীমা ছিল না। মিল্টন যাহার ওজস্বিতা বৃদ্ধি করিয়াছিলেন, জন্‌সন্ যাহা বিশুদ্ধ করিয়া তুলিয়াছিলেন, তাহা রচনাগৌরবে ও ভাববৈভবে উন্নতির চরম সীমায় পদার্পণ করিয়া, সমগ্র সভ্যজনপদের শ্রদ্ধা ও প্রীতির অদ্বিতীয় বিষয়ের মধ্যে পরিগণিত হইয়াছিল। বাঙ্গালা গদ্য যখন অপরিমার্জ্জিতদেহে শৈশবসুলভ ধূলিক্রীড়ায় আসক্ত, ইংরেজী গদ্য তখন পরিমার্জ্জিত, পরম তেজস্বিতাসম্পন্ন এবং পরম সুন্দরবেশে সুসজ্জিত। এখন সেই ধূলিসমাচ্ছন্ন, অপরিমার্জ্জিত শিশু অল্পকালের মধ্যেই উদ্ভিন্ন শতদলের ন্যায় নবীন কান্তিতে লোকের প্রীতিকর হইয়াছে এবং অপূর্ব্ব তেজস্বিতায় ও অসামান্য সৌন্দর্য্যে ক্রমে অপরের তেজোগর্ব্ব ও সুন্দরভাবের প্রতিদ্বন্দ্বী হইয়া উঠিতেছে। যাহারা এত স্বল্প সময়ের মধ্যে আপনাদের সাহিত্যের এইরূপ অসামান্য উন্নতি দেখাইতে পারিয়াছে, তাহারা কখনও গবেষণায় হীন, প্রতিভায় দরিদ্র, বা রচনানৈপুণ্যে নিম্নগণ্য হইতে পারে না। সাহিত্যক্ষেত্রে বাঙ্গালীর এই গৌরব বিলুপ্ত হইবার নহে। তাহারা পরকীয় শাসনে পরিচালিত ও বিবিধ কার্য্যে ব্যাপৃত হইয়াও, জাতীয় সাহিত্যের উন্নতিসাধন জন্য যে অসাধারণ ক্ষমতার পরিচয় দিয়াছে, তাহা পৃথিবীর যে কোন সভ্য দেশের যে কোন সভ্যজাতির বিস্ময়ের কারণ হইতে পারে। জগতের সাহিত্যের ইতিহাসে বাঙ্গালী উচ্চ আসনলাভের অধিকারী এবং জগতের সাহিত্যের ইতিহাসে বাঙ্গালা গদ্যের বিবরণ স্বর্ণাক্ষরে অঙ্কিত হইবার যোগ্য।

আধুনিক বঙ্গসাহিত্য ও বঙ্গীয় সাহিত্যপরিষদ।

প্রথম প্রস্তাব।

আজি আমাদের বড় শুভদিন। বঙ্গের শিক্ষিত সম্প্রদায় আজি বঙ্গের হিতসাধন অভিপ্রায়ে মিলিত হইয়াছেন। সকল সভ্যদেশেই পণ্ডিতগণ সাধারণ জনগণের নেতা। দেশের যত কিছু হিতকর—উন্নতির কার্য্য, পণ্ডিতেরাই সমস্ত করিয়া থাকেন। যে দেশে পণ্ডিতের যত সম্মান, পণ্ডিতের যত সম্মিলন, সে দেশ ততই শীঘ্র উন্নতি লাভ করে। ব্রাহ্মণের মহিমায় ভারত গৌরবান্বিত হইয়াছিল। ব্রাহ্মণগণ সকল কার্য্য পরিত্যাগ করিয়া, নিয়ত জ্ঞানালোচনা করিতেন, প্রায়ই তাঁহারা সত্যজিজ্ঞাসু হইয়া তীর্থাদিতে পরস্পর মিলিত হইতেন, জনসাধারণ তাঁহাদিগকে নিরতিশয় ভক্তি করিত, তাই ভারত সভ্যতার উচ্চতম সোপানে অধিরূঢ় হইয়াছিল। যে দেশে একজন পণ্ডিত বাস করেন, সে দেশ জ্ঞানপ্রভায় উজ্জ্বল হইয়া থাকে। আজি বঙ্গে সহস্র সহস্র পণ্ডিতের সম্মিলন; কেবল ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের সম্মিলন নহে, সকল শ্রেণীর সকল প্রকার বিদ্যানুশীলন-পরায়ণ পণ্ডিতের সম্মিলন। আর্য্যশাস্ত্র-পারদর্শী মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতগণ, ইংরাজি নানা-বিদ্যা-বিভূষিত এম. এ, বি. এ, উপাধিধারী পণ্ডিতগণ এবং অন্য অন্য বহুতর ভাষাভিজ্ঞ পণ্ডিতগণ একত্র সম্মিলিত হইতেছেন; বেদ বেদান্ত স্মৃতি পুরাণ তন্ত্রাদি বিষয়ে যাঁহারা বিলক্ষণ জ্ঞানলাভ করিয়াছেন, নানাবিধ বিজ্ঞান ও দর্শন বিষয়ে যাঁহারা প্রভূত জ্ঞানার্জ্জন করিয়াছেন, রাজনিয়ম, সামাজিক নিয়ম প্রভৃতির সূক্ষ্মতত্ত্ব যাঁহারা হৃদয়ঙ্গম করিয়াছেন, সেই সকল পণ্ডিত একত্র সম্মিলিত হইতেছেন; ধনী, দরিদ্র, মধ্যবিত্ত, ভূম্যধিকারী, ধর্ম্মাধিকারী, শান্তিরক্ষক, গ্রন্থকার, পত্রিকা-সম্পাদক, শিক্ষক, চিকিৎসক, ব্যবসায়জীবী, শিল্পকুশল, সকল শ্রেণীর পণ্ডিতগণ সম্মিলিত হইতেছেন; নীলকান্ত, পদ্মরাগ, হীরা, মরকত প্রভৃতি সকল প্রকার মণির সম্মিলন হইতেছে। এরূপ সর্ব্বপ্রকার মণির সম্মিলন এ ভারতে আর কখন হইয়াছে, বোধ হয় না। কাযেই বলিতে হইবে, আমাদিগের শুভদিন বড় দূরবর্ত্তী নহে। আজি যদি পণ্ডিতমণ্ডলী বৃথা আত্মাভিমান পরিত্যাগ করিয়া দৃঢ়তর অধ্যবসায় সহকারে উন্নতির পথ পরিষ্কার করিতে যত্নশীল হয়েন, তাহা হইলে অচিরে যে, আমাদের সুখ-সূর্য্য উদিত হইবে, তাহাতে আর সন্দেহ কি? এই পবিত্র সমিতির যে স্থানে অধিবেশন হয়, তথাকার রজঃকণা পর্য্যন্ত অতি পবিত্র। যে মহাত্মাগণ এই শুভ সম্মিলনের উদ্যোগী, তাঁহারা সকলেই নিরতিশয় ধন্যবাদের পাত্র।

আপাততঃ পণ্ডিতগণ যদিও কেবল বঙ্গসাহিত্যের উন্নতিবিধান কার্য্যে ব্রতী হইয়াছেন, তথাপি কালে এই পরিষদ্ যে সমস্ত অভাবই পূর্ণ করিবেন, তাহাতে আর সন্দেহ নাই।

প্রত্যক্ষভাবে অন্য কার্য্যভার গ্রহণ না করিলেও, সাহিত্যের উন্নতি সাধন দ্বারাই পরিষদ্ সকল অভাব দূর করিবেন। কেন না সাহিত্য দ্বারাই সাধারণের মন গঠিত হয়; ধর্ম্মতত্ত্ব, সমাজতত্ত্ব, ইতিহাস, বিজ্ঞান, দর্শন, শিল্প, সমস্তই সাহিত্যসেবা দ্বারা লাভ করিতে পারা যায়। সাহিত্যের যতই প্রচার হয়, ততই সাধারণে নানা বিষয়ে জ্ঞান লাভ করে। মানুষের অন্য কোন নিদর্শনই চিরস্থায়ী নহে। উৎকৃষ্ট সাহিত্য চিরকাল জগতের ইতিহাস হইয়া অটলভাবে রহিয়া যায়। মানুষকে অমর করিবার এমন উপায় আর ইহ জগতে নাই। কত কত মহাত্মা নাম চিরস্থায়ী করিবার জন্য কত শিল্পজাত প্রস্তুত করিয়াছেন; কোটী কোটী স্বর্ণমুদ্রা ব্যয় করিয়া কত কত অট্টালিকা, মন্দির, পিরামিড্, প্রতিমূর্ত্তি নির্ম্মিত হইয়াছে; কিন্তু ইহার একটীও চিরস্থায়ী নহে। ইহারই মধ্যে এই সকলের অনেক বিলুপ্ত হইয়াছে, কিন্তু সেই অতি প্রাচীন কালের বেদ বেদান্ত সংহিতা প্রভৃতি অটলভাবে অবস্থিত হইয়া, প্রণেতার অনন্ত শক্তির পরিচয় প্রদান করিতেছে। যতই পুরাতন হইতেছে, ততই ঐ সকল অমূল্য রত্ন দেশে দেশে প্রসৃত হইয়া, সমুজ্জ্বল রশ্মি বিস্তার করিতেছে। সুসাহিত্য যে সময় প্রথম প্রকাশিত হয়, সে সময় হয় ত কেবল স্বদেশমধ্যেই নিবদ্ধ থাকে, কিন্তু যত পুরাতন হইতে থাকে, ততই উহার প্রসর বৃদ্ধি হইয়া, কালে পৃথিবীময় ব্যাপ্ত হইয়া পড়ে। সুতরাং সাহিত্য বর্ত্তমান ও ভবিষ্যদ্বংশীয়, সকল শ্রেণীর লোকেরই উপকার সাধন করিয়া থাকে। আমরা প্রাচীন কালের সাহিত্য দ্বারা অশেষবিধ উপকার পাইয়া থাকি, অধিক কি, আমরা যাহা কিছু করি, সমস্তই প্রাচীন সাহিত্যের সহায়তায় সুসম্পন্ন হয়। যদি আমরা প্রাচীন সাহিত্যের সহায়তা না পাইতাম, তাহা হইলে আমাদের নিরতিশয় দুরবস্থা ঘটিত। সাহিত্যের অভাবেই ভীল কোল প্রভৃতি জাতি অসভ্য নামে অভিহিত হয়। অধিক কি, সাহিত্যই একমাত্র মানবীয় বিভব। যে জাতির এই বিভব নাই, সে জাতি মনুষ্যনামের উপযোগী নহে; এই বিভব যে জাতির যত অধিক, সে জাতি তত উন্নত ও সভ্যপদবাচ্য। কিন্তু অসার সাহিত্যের আধিক্য হইলে বিপরীত ফল লাভ হইয়া থাকে। সুসাহিত্য দ্বারা দেশের যে পরিমাণে মঙ্গল সাধিত হয়, কুসাহিত্য দ্বারা সেই প্রকার বা তদপেক্ষা অধিক অমঙ্গল সংঘটিত হয়; সেইজন্য যাহাতে কুসাহিত্য দেশমধ্যে অধিক প্রসর লাভ করিতে না পারে, সকল দেশের পণ্ডিতগণই তাহার চেষ্টা করিয়া থাকেন।

আমাদের দেশে এক্ষণে সাহিত্যের বিলক্ষণ চর্চ্চা আরম্ভ হইয়াছে বটে, কিন্তু আক্ষেপের বিষয় এই যে, অধিকাংশ সাহিত্যই দোষযুক্ত। সেই সাহিত্য সেবা করিয়া দেশের সাধারণ জনগণ অনিষ্টকর পথে অগ্রসর হইতেছে। আধুনিক সাহিত্য-স্রোতের উৎপত্তির পূর্ব্বে এ-দেশে বাঙ্গালা সাহিত্য নিতান্তই অল্প ছিল। এজন্য পণ্ডিতগণ সংস্কৃত সাহিত্য সেবা দ্বারা জ্ঞানপিপাসা নিবারণ করিতেন। সাধারণে সংস্কৃতের মর্ম্ম গ্রহণ করিতে পারিত না বলিয়া, সংস্কৃত সাহিত্যের রত্নভাণ্ডার হইতে মহাভারত রামায়ণ প্রভৃতি অমূল্য রত্ন গ্রহণ করিয়া, তদবলম্বনে বাঙ্গালাভাষায় কয়েকখানি গ্রন্থ রচিত হয়। সাধারণ জনগণ সেই সুধা পান

করিয়া কীর্ত্তিমান হইতেছিল। বাহ্য সৌন্দর্য্য লাভে বঞ্চিত হইলেও, তদ্দ্বারা সকলের হৃদয় সুনীতির সুষমায় সুন্দর হইত। অর্থাৎ রামায়ণ মহাভারতাদি পাঠ করিয়া লোকে বিজ্ঞান দর্শনাদি বিষয়ে সম্যক্ জ্ঞান লাভ করিতে পারিত না বটে, কিন্তু যাহা মানবের মানবত্ব-বিধায়ক, সেই ধর্ম্মনীতি-ভূষণে ভূষিত হইতে পারিত। ঈশ্বরপরায়ণতা, ইন্দ্রিয়দমন, পিতৃ-ভক্তি, সৌভ্রাত্র, দাম্পত্যপবিত্রতা, গুরুজনে ভক্তি, আশ্রিতরক্ষা, দরিদ্রপালন, বিশ্বপ্রীতি, এই সকলের জ্বলন্ত বর্ণনা ও উদাহরণ হৃদয়ঙ্গম করিয়া সাধারণ জনগণ সুচরিত্রসম্পন্ন হই-তেন। তাই অজস্র সাহিত্যপ্রসূতি ইংলণ্ডের নিম্নশ্রেণীর জনগণ অপেক্ষা আমা-দের নিম্নশ্রেণীর লোক চরিত্রবলে এত বলীয়ান ছিল। এখনও আমাদের নিম্নতম শ্রেণীর মূর্খতমগণ বিলাতের নিম্নশ্রেণীর লোকের তুলনায় দেবতা বলিয়া অভিহিত হইতে পারে।

পূর্ব্বকালে মুদ্রাযন্ত্র ছিল না। গ্রন্থসকল হাতে লিখিয়া রাখিতে হইত। কেহ কোন গ্রন্থ প্রণয়ন করিলে, যিনি তাহা পড়িতে ইচ্ছা করিতেন, তাঁহাকে হাতে লিখিয়া লইতে হইত। কিন্তু কেহই অপকৃষ্ট গ্রন্থ লিখিয়া লইবার ক্লেশ স্বীকার করিতেন না; সেই জন্য উত্তম না হইলে কোন গ্রন্থ সমাজে প্রচলিত হইত না। সুতরাং তখন যিনি তিনি গ্রন্থ-প্রণয়নে সাহসী হইতেন না। তখন পাণ্ডিত্যাভিমানও লোকের মনে এত প্রবল ছিল না, শঙ্করাচার্য্যের ন্যায় মনীষাসম্পন্ন পণ্ডিতবর্গও তখন মূল গ্রন্থ প্রণয়নে তত অগ্রসর হইতেন না। তাঁহার ন্যায় বহুতর অসাধারণ পণ্ডিতবর্গ কেবল প্রাচীন গ্রন্থের ব্যাখ্যা (টীকা) লিখিয়াই আপনাদের বিদ্যাবুদ্ধির সার্থকতা সম্পাদন করিতেন। কিন্তু এখন-কার অবস্থা সম্পূণ ভিন্ন প্রকার, এক্ষণে যিনি কিঞ্চিৎ ইংরাজি ভাষা অধ্যয়ন করিয়াছেন, তিনিই আপনাকে অসাধারণ পণ্ডিত মনে করিয়া থাকেন; ঈশ্বর তাঁহাকে দেশ উদ্ধারের জন্য প্রেরণ করিয়াছেন, এই বিশ্বাসের বশবর্ত্তী হইয়া, তিনি সাহিত্য প্রচার দ্বারা দেশোদ্ধারে যত্নশীল হয়েন। বস্তুতঃ পাশ্চাত্য সাম্যভাবের অতি প্রচার জন্য এক্ষণে কেহই আপনাকে অন্য হইতে নিকৃষ্ট বোধ করিতে ইচ্ছুক নহেন। যাঁহার কিছুমাত্র বিদ্যা নাই, যাঁহার কিছুমাত্র শক্তি নাই, তিনিও এক্ষণে পুস্তক লিখিতে আরম্ভ করিয়াছেন। মুদ্রাযন্ত্রের কল্যাণে পুস্তক প্রচারের কোন ভাবনা নাই। কিঞ্চিৎ অর্থ ব্যয় করিতে পারিলেই পুস্তক মুদ্রিত করিয়া সাধারণ্যে প্রচার করিতে পারা যায়। আরও সুবিধা এই, এখনকার বাঙ্গালা ভাষার উপর ব্যাকরণের বন্ধন নাই, অলঙ্কারশাস্ত্রেরও আধিপত্য নাই। প্রাচীন কালের সাহিত্য সকল যেমন ব্যাকরণ অলঙ্কার রূপ নিকষে পরীক্ষিত হইত, এখন আর তাহা হয় না। এখনকার বাঙ্গালা ভাষা স্বাধীন বাঙ্গালীর স্বাধীন ভাষা। কেহ কাহারও লিখিত গ্রন্থমধ্যে ব্যাকরণ বা অলঙ্কারগত দোষ দেখাইলে গ্রন্থকার তারস্বরে বলিয়া থাকেন, ব্যাকরণাদির বন্ধন স্বাধীন-তার বিঘাতক, উহা স্বাধীন জীবের উপযুক্ত নহে। এই অকাট্য যুক্তির (যাহার মূলে কিছু-মাত্র প্রমাণ নাই) অনুসরণ করিয়া নব্য বঙ্গবাসী অলঙ্কারশাস্ত্রকে শতমুখী প্রহারে বিদূরিত, ব্যাকরণকে পদদলিত ও শব্দশাস্ত্রকে প্রহারজর্জ্জরিত করিয়া, যাহা মনে আইসে, তাহাই

লিখিয়া আপনাদিগকে গ্রন্থকার নামের উচ্চ গৌরবের অধিকারী করিবার চেষ্টা করেন। কেবল ইহাই নহে, সুদূর পশ্চিম দেশ হইতে যে সকল অভিনব ভাব এদেশে উপস্থিত হইতেছে, সে গুলিকে বিকৃত করিয়া আপনাদিগের ধর্ম্ম ও জাতীয় ভাবের মূলে কুঠারাঘাত করিবার প্রয়াস করেন। তাঁহাদের গ্রন্থপাদপের বিষময় ফল ভক্ষণ করিয়া যে, তাঁহাদেরই প্রিয়তম সন্তানসন্ততিগণ মানবজীবন হারাইবেন, একথা একবারও ভাবেন না। গ্রন্থকার হইবার বাসনা তাঁহাদের দূরদৃষ্টিকে একবারে নষ্ট করিয়া দেয়।

গ্রন্থসংখ্যার আধিক্য হইতে থাকিলে ভাল মন্দ উভয় প্রকার গ্রন্থই জন্ম লাভ করে; যে গুলি অপকৃষ্ট, কালে সে গুলি আপনা আপনিই নষ্ট হইয়া যায়। ভাল গুলি মাথা তুলিয়া দেশের উপকার সাধন করে। কিন্তু আমাদের সে আশাও বড় একটা নাই। কেন না এই যে রাশি রাশি বাঙ্গালা পুস্তক প্রকাশিত হইতেছে, ইহার মধ্যে কয়খানি মাথা তুলিবার উপযুক্ত? যে দুই এক খানি ভাল গ্রন্থ প্রকাশ হইতেছে, তাহা এই আবর্জ্জনারাশির মধ্যে ডুবিয়া অদৃশ্য হইয়া যাইতেছে। সেগুলি আবর্জ্জনার মধ্যে এমন লুক্কায়িত হইয়া থাকে যে, তৎসমুদয়ের সন্ধান পাওয়া ভার। সমালোচনা দেখিয়া, ভাল পুস্তকের সন্দর্শন পাওয়ারও আমাদের কোন উপায় নাই। কোন যোগ্য ব্যক্তিই সমালোচনাকার্য্যে ব্রতী নহেন। সচরাচর যাঁহারা গ্রন্থের সমালোচনা করেন, সমালোচনাকার্য্যে সমধিক সময় ক্ষেপণ করা তাঁহাদের পক্ষে দুঃসাধ্য। সকলের উপযোগী শক্তিও নাই। তদ্ভিন্ন উপরোধ অনুরোধেও অনেক সমালোচক পুস্তকের দোষাদির বিষয় উল্লেখ না করিয়া, অযথা গুণানুবাদই করিয়া থাকেন। অনেক সময়ে আমরা কোন পুস্তকের ভূয়সী প্রশংসাবাদ শুনিয়া, আগ্রহসহকারে সেই পুস্তক পাঠ করিয়াছি, কিন্তু শেষে দেখি আমরা বড়ই প্রতারিত হইয়াছি। কাযেই এক্ষণে উৎকৃষ্ট পুস্তক প্রকাশিত হইলেও তাহা সাধারণ্যে প্রচারিত হওয়া সুকঠিন। অন্ততঃ এ বাধা নিবারণ জন্যও সাহিত্যপ্রকাশ সম্বন্ধে একটি অনুশাসন আবশ্যক, এবং সকল গ্রন্থের যাহাতে প্রকৃত সমালোচনা হয়, তাহার উপায় বিধান করা নিতান্ত প্রয়োজনীয়। তাহা হইলে অচিরে কুসাহিত্যের আধিপত্য লোপ হইয়া সুসাহিত্যের বিস্তৃতি সম্পাদিত হইবে।

অনেকে হয় ত বলিবেন, আমাদের স্ফুরণোন্মুখ ভাষার প্রতি এক্ষণে কড়াকড়ি করিলে ইহার উন্নতির ব্যাঘাত হইবে; যখন শিশু হাঁটিবার চেষ্টা করে, তখন অনেকবার পড়িয়া ব্যথা পায় বটে, কিন্তু তাই বলিয়া যদি পড়িয়া যাইবার ভয়ে শিশুকে হাঁটিবার চেষ্টা করিতে দেওয়া না হয়, তাহা হইলে শিশু যেমন হাঁটিতে শিখিবে না, সেইরূপ আমাদের শিশু সাহিত্যের উদ্যমে ব্যাঘাত দিলেও সাহিত্যপ্রকাশ এককালে বন্ধ হইয়া যাইবে। আমরা কিন্তু তাঁহাদেরই উদাহরণ অনুসারে বলিতেছি যে, শাসনব্যতিরেকে ভাল সাহিত্য জন্মিবে না; কেন না শিশুকে হাঁটাইবার সময় মাতা সর্ব্বদা তাহার উপর দৃষ্টি রাখিয়া থাকেন। যদি কাহারও দৃষ্টি শিশুর হাঁটা শিখিবার সময় না থাকে, তাহা হইলে নিশ্চয় শিশু হত বা ভগ্নদেহ হইবে;

উপযুক্ত দৃষ্টি না রাখিলে আমাদের সাহিত্যশিশুর দশাও ঠিক ঐরূপ হইবে। যদি বাস্তবিকই সুশাসন করিলে সাহিত্যচর্চ্চার লোপ হয়, তাহা হইলে জানিতে হইবে, এখন শিশুর হাঁটিবার উপযুক্ত বয়স হয় নাই—সাহিত্য লিখিবার ক্ষমতা আমাদের জাতির মধ্যে এখনও উদিত হয় নাই। তাহা হইলে বলিতে হইবে "দুষ্ট গরু অপেক্ষা শূন্য গোয়াল ভাল"।

ব্যবচ্ছেদ করিয়া দেখিলে, আমরা দেখিতে পাই যে, কতকগুলি স্কুলের শিশুদের পাঠ করিবার পুস্তক, কতকগুলি নাটক নবেল ও কতকগুলি কবিতাপুস্তকের সমষ্টিকেই এক্ষণে আমরা বাঙ্গালা সাহিত্য বলিয়া থাকি। বাস্তবিক ঐ তিন শ্রেণীর পুস্তক বাদ দিলে আমাদের ভাষায় পুস্তক আছে বলিয়াই বোধ হয় না। থাকিবার কথাও নয়, কারণ আমাদের উচ্চ শিক্ষা বাঙ্গালা ভাষা দ্বারা হয় না। পূর্ব্বে সংস্কৃত পুস্তক পড়িয়া পণ্ডিত হইতে হইত, এইক্ষণ ইংরাজিতেই উচ্চ শিক্ষা সম্পন্ন হয়। দর্শন বিজ্ঞান প্রভৃতি যাহা কিছু স্কুল কলেজে অধীত হয়, তৎসমস্তই ইংরাজী। কেহ ইচ্ছা করিয়া ঐ সকল বিষয়ে বাঙ্গালা পুস্তক প্রণয়ন করিলে, কেহই তাহা পড়েন না, গ্রন্থকারের শ্রম ও অর্থ বৃথা ব্যয়িত হয়। এজন্য উচ্চ বিষয়ের গ্রন্থ কেহই লেখেন না। যদি তাহাই হইল, তবে ছাই ভস্মের রাশি লইয়া আমরা কি করিব? স্কুলের গ্রন্থ প্রায়ই ইংরাজি গ্রন্থের অনুবাদ এবং সে সমস্তই প্রায় এক ধরণের। তাহারও যে কয়েকখানি স্কুলে পাঠ্য রূপে নির্ব্বাচিত হয়, সে কয়েক খানিই কেবল সেই সেই স্কুলের ছাত্রেরা পাঠ করে, আর কেহই স্কুলপাঠ্য গ্রন্থ পাঠ করেন না। নাটক নবেল ও পদ্যগ্রন্থগুলি এক্ষণে আমাদের নারীসমাজের একচেটে বলিলেই হয়। নবীনা রমণীরা ঐ সকল পুস্তক পাঠ করিয়া জ্ঞান ও বিদ্যার পার পরিদর্শন করেন। আর ঐ সকল পুস্তক পাঠ করেন শিক্ষাভিমানী যুবকদল; যে যুবকদল বাঙ্গালা বিদ্যালয়েই পাঠ সমাপন করিয়াছেন, অথবা কিছু দিন ইংরাজি বিদ্যালয়ে পাঠ করিয়া আপনাদিগকে কৃতবিদ্য মনে করেন, সেই যুবকদল ঐ সকল কাব্য পাঠ করেন। উহা নামে বাঙ্গালা, কিন্তু বাস্তবিক উহা ভাষান্তরিত ইংরাজি। সে সকল রেনল্ড্ প্রভৃতি গ্রন্থের অবিকল অনুবাদ বা তদনুরূপ গ্রন্থ অবলম্বনে লিখিত। ফলতঃ সমস্তই বিলাতী ভাবে পূর্ণ। যুবক যুবতীরা সেই বিলাতী ভাবের কাব্য পাঠ করিয়া, বিলাতী ভাবেই পূর্ণ হইতেছেন। বিলাতের যাহা ভাল, তাহা তাঁহাদের গ্রহণ করিবার উপযুক্ত জ্ঞান জন্মে নাই; যাহা মন্দ, কাব্যাদিতে তাহার সুন্দর চিত্রমাত্র দর্শন করিয়া, তাহারই ভক্ত হইতেছেন। ফল হইতেছে, স্বেচ্ছাচারপ্রবৃত্তি। কেহই এখন পিতা মাতাকে ভক্তি করেন না, গুরুজনকে শ্রদ্ধা করেন না, দীন দরিদ্রকে দয়া করেন না, কেবল বেশবিন্যাসের ও বাক্যের আড়ম্বর। যুবতীগণের গৃহকার্য্যে মন নাই, রন্ধনে প্রবৃত্তি নাই, সন্তানপালনে যত্ন নাই, কেবল বস্ত্রালঙ্কারে সজ্জিত হইয়া চিত্রিত পুত্তলির ন্যায় বসিয়া থাকেন, এবং নাটক নবেলের রসাস্বাদনে মোহিত হয়েন। স্বামীর প্রতি ভক্তি নাই, ভালবাসা নাই, কেবল তাহার উপর প্রভুত্বস্থাপনেই ব্যস্ত; love (প্রেম) নামক বিলাতী কল্পনাসম্ভূত অনৈসর্গিক, অহিতকর ভাব গ্রহণ করিতেই লোলুপ। বাস্তবিক আজি কালি দেশের যে শোচনীয় অবস্থা ঘটিয়াছে, তাহার

কেবল [illegible] করা একান্ত দুঃসাধ্য। সাহিত্যবিষয়ে আলোচনা করিতে বসিয়া, সে চিত্র অঙ্কিত করাও [illegible] হইবে ঠিক। পদ্যরচনা বালকদের একচেটিয়া বলিলেই হয়। কেন না এক্ষণে পদ্য লেখা খুবই সহজ। এক্ষণে আর পদ্যে অক্ষর মিলাইতে হয় না। অমিত্রাক্ষর পদ্যের গৌরব বৃদ্ধি হওয়ায়, যাঁহাদের অক্ষর মিলাইবার শক্তি নাই, তাঁহারা কবিতা লিখিয়া অধিকতর যশস্বী হইবার আশা করেন। বাঙ্গালা কবিতায় মাত্রা নাই, ছন্দোবন্ধনেরও কাঠিন্য নাই, কোন প্রকারে অক্ষরসংখ্যা ঠিক রাখিতে পারিলেই হইল; তাহারও পথ এক্ষণে অতি সহজ হইয়াছে। কেন না, কবিরা ইচ্ছা করিলেই কোন শব্দের বর্ণসংখ্যা কমাইতে ও বাড়াইতে পারেন। যতির জন্যও এক্ষণে কবিদিগকে বেশী ভাবিতে হয় না, যেহেতু এখন পদের শেষে শ্বাসপতন করিবার প্রয়োজন নাই, যেখানে ইচ্ছা, সেই খানেই শ্বাসপতন করিতে পারা যায়। তাহার পর অর্থ। সে বিষয়েও কোন ভাবনাই নাই; কর্ত্তা কর্ম্ম ক্রিয়া সমস্তই এখন উহ্য রাখা চলে। বিলাত হইতে চিহ্ন নামে কতকগুলি বর্ণ আসিয়াছে; এক্ষণে তাহারই সাহায্যে ভাষার অর্থ করিতে হয়।

এইরূপ নানাপ্রকার কলের সাহায্যে গদ্য ও পদ্যগ্রন্থ জন্ম লাভ করিতেছে। কিন্তু সে সকল দ্বারা দেশের কি উপকার হইতেছে? প্রখ্যাতনামা গুণাকর ভারতচন্দ্র রায়ের বিদ্যাসুন্দর অতি সুললিত গ্রন্থ। এমন কি বাঙ্গালা ভাষায় এ পর্য্যন্ত যত গ্রন্থ প্রচলিত হইয়াছে, বোধ হয়, কোনখানিই উহার ন্যায় সুমধুর নহে। কিন্তু উহা অশ্লীল বলিয়া তাদৃশ আদরণীয় নহে। জিজ্ঞাসা করি, এক্ষণে যে সকল নাটক নবেল প্রকাশিত হইতেছে, তাহার অধিকাংশেরই ঐ গুণ ছাড়া, কি আর কোন গুণ দেখিতে পাওয়া যায়? কখনই না। প্রভেদ এই, এখনকার কাব্যাদির অশ্লীলতা বিলাতী চাকচিক্যময় বেশে প্রতিভাত। ঐ অশ্লীলতা একটু প্রচ্ছন্ন। ঐ প্রচ্ছন্ন অশ্লীলতা পয়োমুখ বিষকুম্ভের ন্যায়, মধুরভাষী প্রতারক বন্ধুর ন্যায় আমাদের নানা অনিষ্টের কারণ হইয়াছে। অতএব যাঁহারা ভয় করেন, পাছে সাহিত্যকে নিয়মিত করিতে গেলে আধুনিক বঙ্গসাহিত্যের প্রাচুর্য্য কমিয়া যায়, তাঁহাদের এই বলিয়া সান্ত্বনা লাভ করা করা উচিত যে, যে সাহিত্য দেশের এবম্বিধ দুরবস্থার কারণ, অথবা অন্ততঃ যে সাহিত্য দেশের দুরবস্থামোচনে সমর্থ হইতেছে না, তাহার অল্পতা ত দূরের কথা, তাহার লোপ হইলেই মঙ্গল। পূর্ব্বে লোকে রামায়ণ মহাভারত পড়িয়া সুনীতিসম্পন্ন হইতেন; এক্ষণে উল্লিখিত নূতন ধরণের আশুপ্রীতিকর নাটক নবেল পাইয়া, সকলে সে সকলের পাঠনা পরিত্যাগ করিয়াছেন। এ কুসাহিত্যের লোপ হইলে যদি বাস্তবিকই তাহার স্থানে নূতন সুসাহিত্য প্রতিষ্ঠিত না হয়, তাহা হইলে আবার রামায়ণ মহাভারত তাহার স্থান অধিকার করিবে। এইরূপ হইলে উন্নতি না হউক, অবনতির হস্ত হইতে আমরা রক্ষিত হইব। অতএব সাহিত্যকে নিয়মাধীন করিতে ভয় পাইবার কোন কারণ নাই।

এক্ষণে কথা এই, সাহিত্যকে নিয়মিত করিবে কে? রাজা ইহাতে হস্তক্ষেপ করিবেন না, করিলেও তাহাতে সুফল ফলিবে না। আলঙ্কারিকেরও এক্ষণে সে প্রভুতা নাই। তবে কে সাহি-

তাকে সুপথে চালাইবে? চালাইবার লোক নাই বলিয়াই ত সাহিত্যের ঈদৃশ দুরবস্থা হই... কিন্তু এক্ষণে বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, সাহিত্য-পরিষদ এই ... গ্রহণ করিতে পারেন। বিদ্বজ্জনের সমষ্টির নামই সাহিত্যপরিষদ; গ্রন্থকারগণও তাহার অন্তর্গত। সুতরাং সাহিত্য-পরিষদের শাসন অতি তীব্র হইবার সম্ভাবনা নাই, কেহই এ শাসনে উৎপীড়িত হইবেন না; কেন না ইহা এক প্রকার স্বকৃতশাসন।

যদি কেহ মনে করেন, সাহিত্যপরিষদের এরূপ পদ গ্রহণ করিবার অধিকার নাই, তাহা হইলে আমরা বলিব সাহিত্য-পরিষদের কোন প্রয়োজনই নাই। কি কার্য্য সাধন জন্য পণ্ডিতগণ মিলিত হইয়াছেন? তাঁহারা যে পারিভাষিক শব্দ প্রস্তুত করিতেছেন, পারস্য নামের বানানের নিয়ম নির্দ্দেশ করিতেছেন, তাঁহাদের সে অধিকার আছে, কি প্রকারে বলা যায়? বাস্তবিক এ আপত্তি নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর। এ অধিকার তাঁহাদের আছে। ভাল করিবার অধিকার তাঁহাদের আছে, মন্দ করিবার অধিকার তাঁহাদের নাই। ভ্রান্ত বিশ্বাসের উপর নির্ভর করিয়া শাসন করিলে মন্দ হইবারই সম্ভাবনা। আধুনিক বিদ্বজ্জনগণ নানা সম্প্রদায়ে বিভক্ত; ধর্ম্মনীতি ও সমাজনীতি সম্বন্ধে ভিন্ন ভিন্ন জনের ভিন্ন ভিন্ন মত, সেইজন্য আপাততঃ কোন সম্প্রদায়েরই বিরুদ্ধাচরণ না হয়, এরূপভাবে সমালোচনাদি করিলেই চলিতে পারে। কালে যখন সাম্প্রদায়িক ভাব কমিয়া যাইবে, তখন অসঙ্কুচিত ভাবে নিয়ম করিতে পারা যাইবে।

পাশ্চাত্য শিক্ষা প্রভাবে এ দেশের শিক্ষিতগণের মতি গতি অনেক পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। শিক্ষিতগণ বুঝিয়াছেন, এ দেশের রীতি নীতি অপেক্ষা পাশ্চাত্য রীতি নীতি অনেক পরিমাণে উৎকৃষ্ট। সেই সংস্কার প্রভাবে যাহাতে অশিক্ষিত জনগণ তাঁহাদের মতানুবর্ত্তন করে, তাহার চেষ্টা করিয়া থাকেন। নানাপ্রকার যুক্তি দ্বারা তাঁহারা পাশ্চাত্য মতের সমর্থন করিবার চেষ্টা করেন। সংবাদপত্র ও মাসিক পত্রাদিতে সচরাচর এই সকল বিষয়ের আলোচনা হইয়া থাকে। কিন্তু তাঁহাদের মত বাস্তবিক সত্য কি না, তাহা অদ্যাপি নিঃসংশয়িত রূপে প্রতিপন্ন হয় নাই, বরং কতকগুলি মত যে, ভ্রান্তিসঙ্কুল, তাহাই সপ্রমাণ হইবে বলিয়া বোধ হইতেছে। এরূপ প্রবন্ধ কুপথপ্রদর্শক হইলেও তাদৃশ অনিষ্টকর নহে; কারণ তাহাতে তর্কযুক্তি আছে, বুদ্ধিমান লোকে সেই সকল যুক্তির আলোচনা করিয়া সত্যনির্ণয়ের চেষ্টা করিতে পারেন। আমাদের জাতিভেদপ্রথা, আমাদের বিধবাগণের ব্রহ্মচর্য্য, আমাদের বিবাহ-প্রথা প্রভৃতি আমাদের অধঃপতনের কারণ, পাশ্চাত্য বিদ্যাপ্রভাবে এই তত্ত্ব অবগত হইয়া, আমাদের শিক্ষিতগণ নানাবিধ তর্কযুক্তি দ্বারা সাধারণকে বুঝাইবার চেষ্টা করিতেছেন। কেহ বুঝিতেছেন, কেহ বা বুঝিতেছেন না; আবার কেহ বিপরীতপ্রমাণ প্রদর্শন করিতেছেন। ইহা দ্বারা কিয়ৎপরিমাণে অনিষ্ট হইলেও, পরিণাম শুভকর হওয়ার সম্ভব। যুক্তিপথের অনুসরণ করিতে করিতে একদিন নিশ্চয়ই প্রকৃত সত্য নির্ণীত হইবে, এবং পূর্ব্ব প্রথামধ্যে অপ্রচ্ছন্নভাবে যে সকল দোষ প্রবেশ করিয়াছে, সমধিক আলোচনাপ্রভাবে তাহা পরিজ্ঞাত

ও পরিত্যক্ত হইবে। সেইজন্যই বলি, তর্কযুক্তিময় প্রবন্ধ অনিষ্টকর নহে। কিন্তু যাঁহারা কাব্যনাটকাদিতে ঐ সকল অমীমাংসিত বিষয় মঙ্গলময় ভাবে সুরঞ্জিত করিয়া বর্ণন করেন, তাঁহারা দেশের অতিশয় অনিষ্ট সাধন করেন। কেন না তাঁহারা তাহার সুন্দর অংশটি মাত্র অধিকতর সুন্দর করিয়া দেখান। অশিক্ষিতগণ যুক্তিপূর্ণ প্রবন্ধাদি পাঠ করে না, কেবল নাটক নবেলই তাহারা পড়িয়া থাকে। তাহারা সে সকলের অনিষ্টকর ভাগ দেখিতে পায় না, কাযেই সুন্দর অংশের সেই সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হইয়া, তাহার পক্ষপাতী হয় ও তদনুরূপ আচারপরায়ণ হইতে সযত্ন হইয়া উঠে। এইজন্য দূরদর্শী গ্রন্থকারগণ কাব্যনাটকাদিতে জাতীয় ভাবের বিরোধী বিষয়ের বর্ণনা করেন না; কিন্তু বড়ই আক্ষেপের বিষয়, আজি কালি লব্ধপ্রতিষ্ঠ গ্রন্থকারগণেরও দৃষ্টি সে দিকে কিছুমাত্র নাই।

এই স্থানে আমরা কয়েকজন লব্ধপ্রতিষ্ঠ লেখকের লিখিত কাব্য হইতে এই বিষয়ের সমালোচনা করিয়া দেখাইতে ইচ্ছা করি। এই কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়া আমরা দেখিতে পাই যে, পূর্ব্ববর্ত্তী লেখকগণ অপেক্ষা এক্ষণকার লেখকগণের এ বিষয়ে অধিকতর পদস্খলন হইয়াছে। কিছুদিন পূর্ব্বে পাশ্চাত্য শিক্ষা এ দেশের শিক্ষিতগণের হাড়ে হাড়ে প্রবেশ করিয়াছিল। তখন শিক্ষিতগণ এ দেশের সমস্তই মন্দ ও পশ্চিমভূমির সমস্তই ভাল চক্ষে দেখিতেন। কিন্তু সুখের বিষয় এই যে, সেই ঘোর পাশ্চাত্যভাবাপন্নগণের লিখিত কাব্যাদিতে পাশ্চাত্য ভাবের তেমন সুন্দর মূর্ত্তি অঙ্কিত দেখা যায় না। এখন পাশ্চাত্য শিক্ষা বিস্তৃত হইয়াছে, ছড়ান তণ্ডুল রাশির মধ্য হইতে এক্ষণে কাঁকর বাছিয়া লইবার সময় উপস্থিত হইয়াছে; কিন্তু ক্ষোভের বিষয় এই যে, তাঁহারা তণ্ডুল পরিত্যাগ করিয়া কাঁকরই লইতেছেন। মাজিয়া ঘষিয়া কাঁকরগুলিকে সুন্দর করিয়া তণ্ডুল বলিয়া বিতরণ করিতেছেন। অনিষ্টকর পাশ্চাত্য বিষয়গুলিকে মধুময় করিয়া দেখাইয়া লোকের মন মুগ্ধ করিতেছেন।

প্রখ্যাতনামা রাজা রামমোহন রায়কেই আমাদের নব্য সাহিত্যের প্রথম পথপ্রদর্শক বলিতে হয়। তিনি অনেক প্রবন্ধাদি লিখিয়াছেন বটে, কিন্তু তাঁহার কৃত কোন কাব্য দেখিতে পাওয়া যায় না। তাহার পরে সর্ব্বপরিচিত বিদ্যাসাগর মহাশয় বঙ্গসাহিত্য-সংসারের নেতৃত্বপদে অধিরোহণ করেন। তিনিও কোন মূল কাব্য লিখেন নাই, যে সকল কাব্য লিখিয়াছেন, তৎসমস্তই গ্রন্থবিশেষের অনুবাদবিশেষ। তাহার পরে মাইকেল মধুসূদন দত্ত পদ্য এবং বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় গদ্য কাব্যের পথপ্রদর্শক। প্রকৃত প্রস্তাবে ইঁহারাই বঙ্গ সাহিত্যকে প্রথমে নূতন পথে চালিত করেন। কিছু কিছু মৌলিকতা ইঁহাদেরই কাব্যে প্রথমে দেখিতে পাওয়া যায়। মধুসূদন রামায়ণ মহাভারতাদি অবলম্বন করেন, ইংরাজি গ্রন্থের ছায়া বঙ্কিমের অবলম্বনীয় হয়। মধুসূদনের হৃদয় পাশ্চাত্যভাবে এরূপ পূর্ণ হইয়াছিল যে, তিনি স্বীয় পৈতৃক ধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া খৃষ্টধর্ম্ম অবলম্বন করেন, এবং পূর্ণ পাশ্চাত্যভাবে বিচরণ করিতেন। তথাপি তাঁহার কৃত গ্রন্থাবলী মধ্যে আমাদের আচারবিরুদ্ধ বিষয়ের আধিক্য দেখা যায় না। তাঁহার ভাষা, ভাব ও লিপিপ্রণালী পাশ্চাত্যভাবাপন্ন হইলেও পাশ্চাত্য রীতি-

নীতির প্রলোভনজনক নহে। বরং "একেই কি বলে সভ্যতা?" নামক প্রহসনে পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত যুবকগণের যে চিত্র প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহাতে পাশ্চাত্য প্রণালীর প্রতি ঘৃণাই দেখান হইয়াছে। এ গ্রন্থ আমাদের পতনোন্মুখ সমাজের অনেক উপকার সাধন করিয়াছে। তাঁহার কৃত ব্রজাঙ্গনা কাব্য পাঠ করিয়া কেহই মনে করিতে পারেন না, যে ইহা কোন অভক্তের লেখা।

আমাদের বঙ্কিমচন্দ্র খৃষ্টধর্ম্ম গ্রহণ করেন নাই বটে, কিন্তু তাঁহার প্রকৃতি সম্পূর্ণ পাশ্চাত্য ভাবে গঠিত হইয়াছিল। শেষকালে তাঁহার মত সমস্ত পরিবর্ত্তিত হইলেও, প্রথমে তিনি গোঁড়া পাশ্চাত্যবিষয়ানুরাগী ছিলেন। কিন্তু তাঁহার কোন কাব্য হিন্দু রীতি নীতি ও হিন্দুভাবের বিরোধী নহে। প্রত্যুত তাঁহার কাব্যগুলিতে তিনি অহিন্দু ভাবের অপকর্ষই সপ্রমাণ করিয়াছেন। তাঁহার কাব্য অনেক পরিমাণে মৌলিক, অর্থাৎ তৎকৃত কাব্য সকলের মধ্যে যে সকল স্ত্রীপুরুষের বর্ণনা আছে, তাহার অধিকাংশেরই চিত্র তাঁহার নিজের অঙ্কিত। তিনি যেমন ইচ্ছা করিতেন, সেই প্রকারেই তাঁহার গ্রন্থোক্ত স্ত্রী পুরুষগণের চিত্র অঙ্কিত করিতে পারিতেন। সমসাময়িক যুক্তিগর্ভ প্রবন্ধাদিতে তিনি পাশ্চাত্য রীতি নীতি সকলের উৎকর্ষ সপ্রমাণ করিবার চেষ্টা করিয়াছেন, কিন্তু তিনি কোন কাব্যে কোন বিরোধী বিষয়ের উৎকর্ষ প্রদর্শন করেন নাই। তাঁহার সমস্ত কাব্যেই জাতীয় ভাব পূর্ণমাত্রায় রক্ষিত হইয়াছে। যেখানে যেখানে কোন নায়ক নায়িকার চিত্রে পাশ্চাত্য ভাব দেখা দিয়াছে, সেইখানেই অমনি তাহার কুফলের সঙ্গে অপকর্ষ প্রদর্শিত হইয়াছে। বঙ্কিম বাবুর গ্রন্থগুলি হইতে ঐ সকল বিষয়ের সমালোচনা করিয়া দেখাইতে হইলে, একখানি বৃহৎ গ্রন্থ হইয়া পড়ে। এস্থলে তাহা নিতান্ত অসম্ভব। বঙ্কিম বাবুর মত শেষ বয়সে অনেক পরিবর্ত্তিত হইয়াছিল অর্থাৎ শেষে তিনি অনেক পরিমাণে হিন্দুভাবাপন্ন হইয়াছিলেন। সেইজন্য আমরা তাঁহার শেষ বয়সের লিখিত পুস্তকের কথা কিছু বলিব না; যে সময়ে তিনি পাশ্চাত্যভাবে নিমগ্ন, কেবল সেই সময়ের লিখিত কয়েকখানি গ্রন্থ হইতে কিছু কিছু দেখাইবার চেষ্টা করিব।

বঙ্কিম বাবু যে কয়েকজন ব্রাহ্মণ গুরুর চিত্র চিত্রিত করিয়াছেন, তৎসমস্তই শাস্ত্রনির্দ্দিষ্ট ব্রাহ্মণগুণসম্পন্ন, সকলেরই কিছু না কিছু যোগবল আছে, সকলেই মহাপণ্ডিত, সকলেই পরিণামদর্শী ও আপাতসুখসেবনে সকলেই বিরত। তাঁহার মাধবাচার্য্য, তাঁহার রামানন্দ স্বামী, তাঁহার চন্দ্রচূড়, সকলেই বিলক্ষণ ভক্তির পাত্র। তাঁহাদের অধ্যবসায়, তাঁহাদের জ্ঞানগর্ভ উপদেশ, তাঁহাদের স্বজনহিতৈষণা অতি অদ্ভুত ও হিন্দুভাবাপন্ন, সকলেরই তাহা শিক্ষণীয়। ইহ সংসারের স্বার্থপরতাজনিত সামান্য সুখ তাঁহাদের প্রদর্শিত সুখের নিকট নিতান্তই অকিঞ্চিৎকর। তিনি যে সকল স্ত্রীচরিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন, তৎসমস্তই হিন্দুনারীর চরিত্র। বিমলার চরিত্রে কিয়ৎপরিমাণে পাশ্চাত্যভাবের সমাবেশ হইয়াছে অর্থাৎ বিমলা কিছু স্বাধীনা, কিছু প্রগল্‌ভা; কিন্তু বিমলার সেই স্বাধীনভাবে বিচরণেই বীরেন্দ্রসিংহের সর্ব্বনাশ সাধিত হইল। বিমলা যে রজনীতে জগৎসিংহের সহিত দেখা করিবার জন্য শৈলে-

শ্বরের মন্দিরে গমন করিয়াছিলেন, সেই রজনীতে বিমলাকর্ত্তৃক মুক্ত বাতায়নপথে কতলু খাঁর সেনানী ওস্মান খাঁ বীরেন্দ্র সিংহের দুর্গে প্রবেশ করেন এবং বলপ্রদর্শনে বিমলার নিকট হইতে দুর্গের সমস্ত চাবি লইয়া দুর্গ অধিকার করেন।

বঙ্কিম বাবুর কোন নায়ক নায়িকারই অসবর্ণ বিবাহ হয় নাই, কোন বিবাহই অহিন্দু মতে সম্পন্ন হয় নাই। তিনি যে, কেবল শাস্ত্রসম্মত ব্যবহারের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়াছেন, তাহা নহে, সামাজিক নিয়মেরও কোন খানে ব্যভিচার হইতে দেন নাই। বীরেন্দ্র সিংহ বিমলার প্রেমে মুগ্ধ হইয়া, সেই প্রণয়াকাঙ্ক্ষা পরিতৃপ্তির আশায় চোরের ন্যায় অন্যের গৃহে প্রবেশ করিয়াছিলেন, তথাপি শূদ্রাগর্ভজাত বলিয়া বিমলাকে বিবাহ করিতে সম্মত হন নাই; দাসীভাবে বিমলা চিরকাল বীরেন্দ্রের গৃহে অবস্থিতি করিয়াছিলেন। বিমলার গর্ভে কোন সন্তানও জন্মগ্রহণ করে নাই। কপালকুণ্ডলা কাপালিকের হস্ত হইতে নবকুমারের প্রাণরক্ষা করিয়াছিলেন। এজন্য কাপালিকের আবাসে কপালকুণ্ডলার আর স্থান হইবে না, প্রত্যুত দর্শন পাইলে কাপালিক নিশ্চয়ই তাঁহার প্রাণসংহার করিবেন। নবকুমারের সঙ্গে যাওয়া ভিন্ন তাঁহার প্রাণ রক্ষার আর কোন উপায়ই নাই। কিন্তু অপরিচিত যুবকের সহিত যুবতী কপালকুণ্ডলার যাওয়াও ত উচিত নয়। সুতরাং সে সময়ে উহাদের পরস্পরের বিবাহ ভিন্ন কপালকুণ্ডলার ধর্ম্ম ও প্রাণ রক্ষার আর কোন উপায়ই ছিল না। এ অবস্থায় আধুনিক অনেক গ্রন্থকার তাঁহাদের জাতির কথা যে, তুলিতেন না এবং বিবাহ যে, গান্ধর্ব্ব বিধানেই সম্পন্ন করিতেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু বঙ্কিম বাবু এরূপ প্রয়োজনীয় স্থলেও তাহা করেন নাই। তিনি অধিকারীকে কন্যাকর্ত্তা করিয়া তাঁহার দ্বারা যথানিয়মে বিবাহক্রিয়া সম্পন্ন করিলেন। অধিকারী অগ্রে নবকুমারের পরিচয় লইলেন; তাঁহার গাঁই, গোত্র প্রভৃতির পরিচয় পাইয়া, যখন জানিলেন, বিবাহ শাস্ত্র-সম্মত হইতে পারে, তখন নবকুমারের নিকট বিবাহের প্রসঙ্গ উত্থাপন করিলেন, পরে অধিকারী পুঁথি দেখিয়া লগ্ন স্থির করিলেন এবং তাঁহাদের উভয়কেই যথাবিধানে উপবাসাদি করাইয়া তাঁহাদের পরিণয় কার্য্য সম্পাদন করিলেন। "এ অবস্থায় যতদূর সম্ভব ততদূর যথাশাস্ত্র কার্য্য হইল।"

মাধ্যাকর্ষণ যেমন বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডকে বাঁধিয়া রাখিয়াছে, ভালবাসা সেইরূপ আমাদের সমাজকে বাঁধিয়া রাখিয়াছে। ভালবাসা বা প্রণয় না থাকিলে সমাজের স্থিতি হয় না। এই প্রণয় পাত্রভেদে ভক্তি, শ্রদ্ধা, স্নেহ, প্রেম প্রভৃতি নানা নামে অভিহিত হয়। কিন্তু প্রণয় এক পক্ষের মধ্যে জন্মিলে সে প্রণয় দ্বারা কোন কার্য্য হয় না, উভয় পক্ষে প্রণয় জন্মিলে তবে সে প্রণয়ে মনুষ্যের সুখ ও কার্য্য হয়। কিন্তু প্রণয় সকল অবস্থায় স্থায়ী হয় না, অনেক সময়েই কোন কারণ ঘটিলে প্রণয়ভঙ্গ হইয়া যায়। অতি গভীর প্রণয়ও সামান্য কারণে ভাঙ্গিয়া যায়। যেখানে প্রণয়ীদিগের উভয় পক্ষে সাম্য ভাব, সেই খানেই ঐরূপ প্রায়ই ঘটে। যেখানে এক পক্ষের প্রণয় অন্য অপেক্ষা গভীর, সেখানে সহজে প্রণয়-

ভঙ্গ হইতে পারে না। মাতা পুত্রকে ভাল বাসেন, পুত্রও মাতাকে ভাল বাসে, কিন্তু পুত্রের ভালবাসা অপেক্ষা মাতার ভাল বাসার পরিমাণ অনেক অধিক। এজন্য মাতা-পুত্রের প্রণয়ভঙ্গ প্রায়ই হয় না। পুত্র অপেক্ষা পিতার ভালবাসা অধিক, কিন্তু মাতার তুল্য নহে। সেই জন্ত পিতাপুত্রে কখন কখন বিচ্ছিন্ন হইতে দেখা যায়। অনেক পিতা অযোগ্য পুত্রকে ত্যাগ করেন; কিন্তু মাতা কখন পুত্রকে ত্যাগ করেন না। "কুপুত্র হয়েছ তুমি, কুমাতা হব না আমি" ইহা চিরকালের প্রবাদ। ভাইয়ে ভাইয়ে যে প্রণয়, তাহা প্রায়ই উভয় পক্ষে সমান ভাবাপন্ন। সেই জন্ত সামান্ত কারণে, বিষয়ের সামান্ত প্রলোভনে ভ্রাতৃবিচ্ছেদ ঘটে।

উপরে যে সকল প্রণয়ের কথা বলা হইল, তৎসমস্তই জন্মসম্বন্ধজাত বা সহজ। কিন্তু গুরুভক্তি, গুরুজনে শ্রদ্ধা, বন্ধুপ্রীতি ও দাম্পত্য প্রেম,—এগুলি সহজ নহে, কারণ, এগুলি কারণজ প্রণয়গুণ ও রূপসাপেক্ষ। তন্মধ্যে দম্পতীপ্রণয় সংসারবন্ধনের মূলীভূত কারণ। দম্পতীপ্রণয় স্থায়ী না হইলে সংসার সুখের স্থান হয় না, এমন কি সংসারই হয় না। কেন না কি পিতৃমাতৃভক্তি, কি সৌভ্রাত্র, সমস্তই দম্পতীসাপেক্ষ। সেই জন্ত দাম্পত্য প্রণয়কে দৃঢ় ও স্থায়ী করা নিতান্ত আবশুক। কিন্তু যে প্রণয় রূপ বা গুণের জন্ত উৎপন্ন, তাহা রূপের ও গুণের অভাবেই লোপ পাইবে। আজ যাহাকে রূপ বা গুণ সম্পন্ন দেখিলাম, কিছু দিন পরে তাহার সে রূপ বা গুণ না থাকিতে পারে, অথবা পরে অধিকতর রূপ-গুণ-সম্পন্ন কাহাকেও দেখিতে পাওয়া যাইতে পারে। তখন ত প্রণয়ের ব্যাঘাত জন্মিবে। এই জন্ত যেখানে স্ত্রী ও পুরুষ, উভয়ের প্রণয় সমান, সেখানে একের সামান্ত দোষে বা রূপ গুণের অল্পতা হইলে প্রণয় ভঙ্গ হইয়া যায়; কিন্তু একের প্রণয়ের গভীরতা যদি অধিক হয়, তবে সহজে সে প্রণয়ভঙ্গ হইতে পারে না। পুত্র অতিশয় মন্দ হইলেও মাতার প্রণয় টলে না, সেই জন্ত কোন পুত্রই মাতার সে প্রণয়বন্ধন বিচ্ছিন্ন করিতে সমর্থ হয় না, বার বার ইচ্ছা করিলেও পুত্র মাতাকে এককালে ছাড়িতে পারে না। ঐরূপ স্ত্রী পুরুষের মধ্যে যদি একের প্রণয় অধিক হয়, তাহা হইলে অধিক প্রণয়ীর যত্নে অল্প-প্রণয়ীর প্রণয়-বন্ধন ছিন্ন হইতে পারে না। তাই আমাদের শাস্ত্রকারেরা যাহাতে স্ত্রীর প্রণয় স্বামীর অপেক্ষা অধিক হয়, তাহার ব্যবস্থা ও উপায় করিয়া দিয়াছেন। সেই ব্যবস্থা অনুসারে আমাদের নারীগণ পতিকে দেবতার ন্যায় দেখেন—পতিকৃত অনেক অত্যাচার অনায়াসে সহ্য করেন। কিন্তু পাশ্চাত্য সমাজের নিয়ম ভিন্ন প্রকার। পাশ্চাত্য সমাজের মতে ইহাকে প্রণয় বলে না, ইহার নাম দাসীবৃত্তি। পাশ্চাত্য সমাজে স্ত্রীপুরুষ উভয়ের প্রণয় ঠিক সমান হওয়া চাই, ইহার নাম love (প্রেম)। একটু ইতর বিশেষ হইলে তাহাকে প্রেম বলিতে পারা যায় না। এক্ষণে আমাদের যুবকেরা প্রেম প্রেম করিয়া পাগল হইয়াছেন, তাঁহারা আর গৃহিণীকে দাসীপদে রাখিতে চাহেন না। এখনকার যত কাব্য, প্রায় সমস্তই ঐ প্রেম লইয়া। জাতিভেদ উঠাইতে না পারিলে, বিধবাবিবাহ চালাইতে না পারিলে এবং আপন আপন পছন্দ মতে বিবাহ

করিবার প্রথা চালাইতে না পারিলে প্রেম জন্মিবার সুবিধা হয় না, সেই জন্যই অনেক কাব্যকার ও পাঠক ঐ সকল চালাইবার জন্য এত যত্নশীল। আমাদের বঙ্কিম বাবুর কাব্যে সে ভাব বড় নাই। তিনি স্পষ্টই প্রেমের অস্তিত্ব অস্বীকার করিয়াছেন। বঙ্কিম বাবু বলেন, "প্রেম কি, তাহা আমি জানি না। দেখিল আর মজিল, আর কিছু মানিল না, কই এমন দাবানল ত সংসারে দেখিতে পাই না। প্রেমের কথা পুস্তকে পড়িয়া থাকি বটে, কিন্তু সংসারে ভালবাসা, স্নেহ ভিন্ন প্রেমের মত কোন সামগ্রী দেখিতে পাই নাই, সুতরাং তাহার বর্ণনা করিতে পারিলাম না। প্রেম, যাহা পুস্তকে বর্ণিত, তাহা আকাশ-কুসুমের মত কোন একটা সামগ্রী হইতে পারে, যুবকযুবতীগণের মনোরঞ্জন জন্য কবিগণ কর্ত্তৃক সৃষ্ট হইয়াছে বোধ হয়।"

সূর্য্যমুখী ও ভ্রমরের চিত্র আঁকিয়া বঙ্কিম বাবু ঐটি পরিষ্কার রূপে দেখাইয়াছেন, অর্থাৎ স্ত্রীপুরুষের প্রণয়সাম্যে কি ভয়ানক অনিষ্ট, তাহা ভ্রমরের চিত্র দ্বারা এবং স্ত্রীর দাসী ভাবে কি উপকার, তাহা সূর্য্যমুখীর চিত্র দ্বারা পরিষ্কার রূপে বুঝাইয়াছেন। এই দুইটি চিত্র পাশাপাশি করিয়া দেখিলে স্পষ্টই ইহা বুঝিতে পারা যাইবে। ভ্রমর ও সূর্য্যমুখী, উভয়েই সমান গুণবতী, উভয়েই স্বামীর প্রতি সমান অনুরাগিণী এবং উভয়েই স্বামীগতপ্রাণা। তাঁহাদের স্বামী গোবিন্দলাল ও নগেন্দ্রনাথ, উভয়েই প্রভূত ধনশালী ; উভয়েই শিক্ষিত ও সচ্চরিত্র এবং উভয়েই পত্নীগতপ্রাণ—উভয়েই প্রাণাপেক্ষাও পত্নীকে ভাল বাসিতেন। পরে ঘটনাবশতঃ গোবিন্দলাল ও নগেন্দ্রনাথ উভয়েরই মনে আর একটী রমণীর চিত্র অঙ্কিত হইল ও সেই রমণীর সহিত ইন্দ্রিয় চরিতার্থ করিবার ইচ্ছা জন্মিল। ভ্রমর ও সূর্য্যমুখী, উভয়েই তাহা জানিলেন। জানিয়া ভ্রমর পাশ্চাত্য সাম্য-পথ অবলম্বন করিলেন, সূর্য্যমুখী হিন্দু স্ত্রীর ভাবে রহিলেন। দুইজন দুই পথে গেলেন, ফলও দুই স্থানে দুই প্রকার হইল। ভ্রমর চিরদুঃখিনী হইলেন, গোবিন্দলাল উচ্ছিন্ন হইলেন এবং তাঁহার সংসার একবারে রসাতলে গেল। সূর্য্যমুখী ও নগেন্দ্রনাথ, কিছু দিন দুঃখ পাইলেন বটে, কিন্তু শেষে উভয়েই যেমন সুখী ছিলেন, তেমনি সুখী হইলেন। ভ্রমর যদি সূর্য্যমুখীর পথ অনুসরণ করিতেন, তাহা হইলে তিনি সূর্য্যমুখী অপেক্ষাও সুখী হইতেন। সূর্য্যমুখী কিছু দিন কষ্ট পাইয়াছিলেন, ভ্রমরকে এক দিনও কষ্ট পাইতে হইত না। কেন না গোবিন্দলাল অপেক্ষা নগেন্দ্রনাথের চরিত্রে অধিক দোষ জন্মিয়াছিল ; ঘটনাবলী গোবিন্দলালের চরিত্রদোষ জন্মিবার পক্ষে যত সহায় হইয়াছিল, নগেন্দ্রনাথের তত হয় নাই। রূপ-যৌবন-সম্পন্না রোহিণী হরলালের জন্য উইল চুরি করিয়া আনিয়াও, হাজার টাকার লোভ সম্বরণ করিয়া, সে উইল হরলালকে দেয় নাই, পরে গোবিন্দলালের হিতের জন্যে আপনার নিতান্ত বিপদসম্ভাবনা জানিয়াও, উইল যথাস্থানে রাখিতে গিয়া ধরা পড়িল। সেই অবস্থায় গোবিন্দলাল রোহিণীকে প্রথম দেখিলেন, তাঁহার প্রতি রোহিণীর আসক্তি জানিলেন, তৎসঙ্গে তাহার অতুল রূপরাশি দেখিলেন এবং তাঁহারই জন্য তাহার যে ঈদৃশ

দুর্দ্দশা, তাহাও বুঝিলেন। রূপ, যৌবন ও ভালবাসা এক সঙ্গে পাইলেন; তাহার সঙ্গে দয়ার অবসর উপস্থিত। কয়জন লোক এ অবস্থা এড়াইতে পারে? গোবিন্দলাল কিন্তু এ অবস্থাতেও ভিজিলেন না। তিনি জিতেন্দ্রিয়ের ন্যায়, বুদ্ধিমানের ন্যায় ভবিষ্যতে অনিষ্ট সম্ভাবনা বুঝিয়া, রোহিণীকে স্থানান্তর করিবার চেষ্টা করিলেন; কিন্তু দুরদৃষ্টক্রমে তাহা ঘটিল না; রোহিণী স্পষ্টই বলিল যে, গোবিন্দলালকে না দেখিয়া থাকিতে পারিবে না। তখন গোবিন্দলাল ভ্রমরকে অকপটে সমস্ত কথা বলিলেন, ভ্রমর দাসী দ্বারা রোহিণীকে বারুণীর পুকুরে ডুবিয়া মরিতে বলিয়া পাঠাইলেন। সেই কথায় রোহিণী মরিতে গেল। ঘটনাবশতঃ গোবিন্দলাল তাহার শেষ অবস্থায় তাহাকে জলতলে নিমগ্ন দেখিতে পাইলেন; এক জন মনুষ্যের প্রাণ রক্ষা করা উচিত, কেবল এই বিবেচনায় তাহাকে তুলিলেন এবং বহু যত্নে তাহাকে বাঁচাইলেন। তদুপলক্ষে অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত সেই রূপযৌবনসম্পন্ন রমণী অসাবধান অবস্থায় তাঁহার নিকট থাকিল। তাঁহাকে না পাইয়াই সে এইরূপে প্রাণ বিসর্জ্জন করিতেছে, তাহা মনে হইল, তৎসঙ্গে তাহার লাবণ্যরাশি অজ্ঞাতসারে তাঁহার মন আকর্ষণ করিল, তিনি তাহা বুঝিতে পারিলেন, সাবধানও হইলেন। রোহিণী দূরবর্ত্তী হইতে অসম্মত হইয়াছে, আপনিই দূরবর্ত্তী হইতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন, বুঝিলেন একটা সুন্দরী যুবতী তাঁহাকে যে, প্রাণ ভরিয়া আকাঙ্ক্ষা করিতেছে, তাঁহার বিষয় রক্ষা করিয়াছে এবং তাঁহারই জন্য আপন জীবন তুচ্ছ করিয়াছে, সে রমণী নিকটে থাকিলে তাহাকে ত্যাগ করা বড় কঠিন হইবে। বাস্তবিক অতি অল্প লোকে ওরূপ অবস্থা অতিক্রম করিতে পারে। ইহা ভাবিয়া একটা উপলক্ষ করিয়া দূরদেশে আপন জমিদারিতে গেলেন; নিতান্ত ইচ্ছা, স্বীয় চরিত্রকে দূষিত করিতে দিবেন না।

এই ঘটনাবলী গোবিন্দলালকে পাপপঙ্কে নিমগ্ন করিবার জন্য যত প্রবল বলে আকর্ষণ করিতেছিল, গোবিন্দলালও ততই সাধ্যানুসারে আত্মরক্ষার চেষ্টা করিতেছিলেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ ভ্রমরের কর্ণে মিথ্যা সংবাদ আসিয়া পড়িল। যখন ভ্রমর গোবিন্দলালের বিচ্ছেদে বড়ই অধৈর্য্য হইয়াছেন, সেই সময়ে তিনি শুনিলেন, গোবিন্দলাল রোহিণীর প্রেমে মজিয়াছেন। তিনি প্রথমে কিছু যেন বিশ্বাস করিলেন না; কিন্তু যখন বিশ্বাস করিলেন, তখন একবারে অধৈর্য্য হইলেন। তিনি গোবিন্দলালকে এই মর্ম্মবিদারক পত্র লিখিলেন;—"যত দিন তুমি ভক্তির যোগ্য, তত দিন আমার ভক্তি, যত দিন তুমি বিশ্বাসী, তত দিন আমার বিশ্বাস; এখন তোমার প্রতি আমার ভক্তিও নাই, বিশ্বাসও নাই। তোমার দর্শনে আমার সুখ নাই। তুমি যখন বাটী আসিবে, আমাকে অনুগ্রহ করিয়া পত্র লিখিও, আমি কাঁদিয়া কাটিয়া যেমন করিয়া পারি পিত্রালয় যাইব।" ভ্রমর যে তাঁহাকে এরূপ পত্র লিখিতে পারেন, তাহা গোবিন্দলাল প্রথমে বিশ্বাস করিলেন না। কিন্তু সেই সময়ে রোহিণীর খুড়ার লিখিত আর এক পত্র পাইলেন। তাহাতে লেখা আছে, তিনি (ভ্রমর)

রাষ্ট্র করিয়াছেন যে, তুমি (গোবিন্দলাল) রোহিণীকে সাত হাজার টাকার অলঙ্কার দিয়াছ। আরও কত কদর্য্য কথা বলিয়াছেন, তাহা লিখিতে লজ্জা করে।

গোবিন্দলাল বিস্মিত হইলেন যে, ভ্রমর রটনা করিয়াছে। মর্ম্ম কিছুই বুঝিতে পারিলেন না, সেই দিনই তিনি বাটী যাইবার জন্ম প্রস্তুত হইলেন। মনে ভাবিলেন, সকল অবস্থা পরিজ্ঞাত হইয়া গোল মিটাইবেন। কিন্তু তাঁহার সে চেষ্টা বিফল হইল। গোবিন্দলাল বাটী আসিতেছেন সংবাদ পাইয়াই, ভ্রমর পিত্রালয়ে চলিয়া গেলেন। গোবিন্দলাল বাটী আসিয়া ভ্রমরকে পাইলেন না, অধিকন্তু যাহা শুনিলেন, তাহাতে রোহিণীর খুড়ার কথাই সপ্রমাণ হইল। তাঁহারই প্রণয়িনী তাঁহার মিথ্যা কলঙ্ক রটাইল, আবার তাঁহাকে ত্যাগ করিয়া চলিল, দেখিয়া ক্রোধ ও অভিমান ভরে গোবিন্দলাল বলিলেন "এত অবিশ্বাস! না বুঝিয়া না জিজ্ঞাসা করিয়া, আমাকে ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেল! (কোন্ হিন্দুস্বামীর এরূপ অবস্থায় আপন স্ত্রীর প্রতি ঘৃণা না জন্মে? বিশেষ তিনি একজন জমিদারের পুত্র)। হৃদয়স্থ ভ্রমরমূর্ত্তি একটু মলিন হইল; "রোহিণীর অলৌকিক রূপপ্রভা গোবিন্দলালের হৃদয় ত্যাগ করে নাই, গোবিন্দলাল জোর করিয়া তাহাকে স্থান দিতেন না, কিন্তু সে ছাড়িত না। রোহিণী প্রেতিনী দিবারাত্রি গোবিন্দলালকে উঁকি ঝুঁকি মারে, গোবিন্দলাল তাহাকে তাড়াইয়া দেন, কিন্তু এখন সে স্থান পাইয়া তাঁহার হৃদয় অধিকার করিল।" তিনি যে যোগসাধন করিতেছিলেন, সে যোগ সাধিবার আর উপায় থাকিল না। তথাপি গোবিন্দলাল সহজে রোহিণীকে স্থান দেন নাই, তাহাকে দেখিবার কোন চেষ্টাও করেন নাই। তিনি ইহাই মনে করিলেন যে, ভ্রমরের বড় স্পর্দ্ধা হইয়াছে; ভ্রমর বড় অবিচার করিয়াছে, তাহাকে একটুকু কাঁদাইব। নিজেও কাঁদিতে ছাড়িলেন না, শূন্ত গৃহ দেখিয়া কাঁদিলেন। ভ্রমরের অবিশ্বাস মনে করিয়া কাঁদিলেন, ভ্রমরের সঙ্গে কলহ করিতেছেন ভাবিয়া কাঁদিলেন, আবার চখের জল মুছিয়া রাগ করিলেন। এরূপে কষ্টে কয়দিন গেল। "রোহিণীর কথা স্মৃতিমাত্র ছিল, পরে দুঃখে পরিণত হইল। দুঃখ হইতে বাসনায় পরিণত হইল। গোবিন্দলাল সেই বাসনার জন্ত অনুতাপ করিলেন। একদিন বারুণী-তটে পুষ্পবৃক্ষ-পরিবেষ্টিত মণ্ডপমধ্যে উপবেশন করিয়া সেই বাসনার জন্ত অনুতাপ করিতেছেন। বৃষ্টি হইতেছিল, বর্ষা প্রযুক্ত ঘাটে বড় পিছল হইয়াছিল, সেই সময়ে একটি স্ত্রীলোক ঘাটে নামিতেছিল বুঝিতে পারিয়া ব্যস্ত হইয়া বলিলেন, কে গা তুমি আজ ঘাটে নামিও না, বড় পিছল, পড়িয়া যাইবে। সে স্ত্রীলোক অন্ত কেহ নহে, রোহিণী—গোবিন্দলাল কি বলিলেন, বুঝিতে না পারিয়া, সে নিকটে গিয়া বলিল, আপনি কি আমাকে ডাকিলেন? গোবিন্দলাল বলিলেন, 'না', অধিকন্তু বলিলেন, তোমাকে আমার নিকটে দেখিলে লোকে কি বলিবে? রোহিণী বলিল, 'যাহা বলিবার, তাহা বলিয়াছে।" এ পর্য্যন্ত রোহিণীর সঙ্গে গোবিন্দলালের দেখা হয় নাই—রটনা সম্বন্ধেও তাঁহাকে কিছু জিজ্ঞাসা করেন নাই। এইক্ষণে সুযোগ পাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কে একথা রটাইয়াছে? তোমরা ভ্রমরের দোষ দাও কেন? বৃত্তান্ত শুনিবার জন্ত গোবিন্দলাল তাহাকে তাঁহার বৈঠকখানায় লইয়া

গেলেন। যে রোহিণী প্রতিবেশিনীর নিকট হইতে বারাণসী শাটী ও গিলটির গহনা চাহিয়া লইয়া ভ্রমরকে দেখাইয়া বলিয়াছিল, এ সকল ও তিন হাজার টাকা গোবিন্দলাল তাহাকে দিয়াছেন, সে রোহিণী যে ভ্রমরের বিরুদ্ধে কত কথা আপন ইষ্টসিদ্ধির জন্ত বলিয়াছিল, তাহা বোধ হয়, কাহারও বুঝিতে বাকী নাই। এই ভয়ানক অবস্থায় পড়িয়া গোবিন্দলাল ভ্রমরের উপর আরও ক্রুদ্ধ ও তৎসঙ্গে রোহিণীর রূপে মুগ্ধ হইলেন। কিন্তু তখনও যদি ভ্রমরকে পাইতেন এবং "এ সময় যদি দুই জন একত্র থাকিতেন, তাহা হইলেও বিপদ ঘটিত না। বাচনিক বিবাদে আসল কথা প্রকাশ পাইত, উভয়ের এ সর্ব্বনাশ ঘটিত না।" এই ক্ষণ গোবিন্দলাল সহায়শূন্য, যে মনোমোহিনীভ্রমরচিত্র হৃদয়ে অঙ্কিত ছিল, তাহা দিন দিন মলিন হইতেছে, নিকটবর্ত্তী রোহিণীর মূর্ত্তি উজ্জ্বল প্রভা ধারণ করিতেছে। গোবিন্দলাল তখন ভাবিলেন, কেবল রূপে মুগ্ধ হইয়াছি বৈ ত নয়, তাহাতে দোষ কি? কে কার রূপে মুগ্ধ না হয়, আমি তো রোহিণীকে ভাল বাসিতেছি না। ইচ্ছা করিলেই তাহাকে ত্যাগ করিব। পাপের পথ যে বড় পঙ্কিল, সেটী ভাবিবার অবসর পাইলেন না, তাঁহার পদস্খলন হইল।

ঐ সময় আর এক ভয়ানক অবস্থা তাঁহার প্রতিকূল হইল। কৃষ্ণকান্ত মানবলীলাসংবরণ করিলেন। কৃষ্ণকান্ত পীড়িত অবস্থায় রোহিণী ও গোবিন্দলাল সম্বন্ধীয় কথা কিছু কিছু শুনিয়াছিলেন; মনে করিয়াছিলেন, গোবিন্দলালকে অনুযোগ করিবেন, কিন্তু তাহা ঘটিল না, হঠাৎ তাঁহার পীড়া বৃদ্ধি হইল। তখন গোবিন্দলালকে সুপথে আনিবার অভিপ্রায়ে তিনি উইল পরিবর্ত্তন করিয়া ভ্রমরের নামে করিলেন। গোবিন্দলাল নিবারণ করিবার কোন চেষ্টা করিলেন না, প্রত্যুত আপনি উপযাচক হইয়া উইলখানি লইয়া তাহাতে সাক্ষী স্বরূপ স্বাক্ষর করিলেন, সুতরাং স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে, এ পর্য্যন্ত গোবিন্দলাল এককালে অধঃপাতে যান নাই। কিন্তু এই ঘটনায় গোবিন্দলালের ভ্রমরের প্রতি বিদ্বেষ জন্মিল। যে প্রাণাধিক ভ্রমরের জন্য তিনি এত সহিয়াছেন, অথচ সেই ভ্রমর বিনা দোষে দেশের লোকের নিকট তাঁহার মিথ্যা অপবাদ প্রচার করিয়া ও তাঁহাকে অবজ্ঞা করিয়া, গর্ব্বভরে পিত্রালয় গেল, সেই ভ্রমরের এইক্ষণ বিষয় হইল, তাহার অধীন হইয়া থাকিতে হইবে, এটী গোবিন্দলালের অসহ্য হইল। ভাবিলেন, ভ্রমর তাঁহাকে আর আপনার ভাবে না; সেই দিন হইতে তিনিও ভ্রমরকে পর ভাবিলেন।

কৃষ্ণকান্তের মৃত্যুর পর ভ্রমর গৃহে আসিলেন। সে শোকের সময় পরস্পরের সহিত দেখা মাত্র হইল, বিশেষ কথা কিছুই হইল না। পরে শ্রাদ্ধান্তে গোবিন্দলাল ভ্রমরকে উইলের কথা শুনাইলে ভ্রমর বলিলেন, "বিষয় তোমারই, আমি তোমার নামে দানপত্র লিখিয়া দিব।" গোবিন্দলাল স্ত্রীর দান গ্রহণ করিতে চাহিলেন না, ভ্রমর অপরাধ স্বীকার করিয়া ক্ষমা চাহিলেন, কিন্তু তখন আর সে গোবিন্দলাল নাই, একেত তখন রোহিণী তাঁহার হৃদয় অধিকার করিয়াছে, তাহার উপর তিনি আপনাকে বড়ই অপমানিত মনে করিয়াছেন। তিনি ভ্রমরের কোন কথাই শুনিলেন না। ঐ সময়ে যদি আর একটী প্রতিকূল ঘটনা

না ঘটিত, তাহা হইলে দু দিন পরে এ বিবাদ মিটিয়া যাইত। কেননা গোবিন্দলাল মনে মনে এ বিষয়ের অনেক আন্দোলন করিয়াছেন। কখনও ভাবিয়াছেন, ভ্রমরকে ক্ষমা করিবেন, কখনও ভাবিয়াছেন, ভ্রমর ক্ষমার অযোগ্য (কুমতি ও সুমতির কথোপকথন পাঠ করিবেন) কিন্তু এই প্রতিকূল ঘটনা তাঁহাকে অধঃপতনের পথে লইয়া যাইবার সহায় হইল। এই সময়ে গোবিন্দলালের মাতা কাশী যাইবার উদ্যোগ করিলেন। পুত্র বিষয় না পাইয়া পুত্র-বধূ বিষয় পাইয়াছেন দেখিয়া, তিনি ভ্রমরের উপর চটিয়া গেলেন, পুত্র ও বধূর মধ্যে যে আন্তরিক বিচ্ছেদ ঘটিয়াছে, তাহা বুঝিয়াও তিনি তাহা নিবারণের কোন চেষ্টা করিলেন না। তিনি চেষ্টা করিলে "ফুৎকার মাত্রে এ কাল মেঘ উড়িয়া যাইত", কিন্তু তাহা করিলেন না, অধিকন্তু এই সর্ব্বনাশের সহায় হইলেন। কেননা গোবিন্দলাল তাঁহার সঙ্গে কাশী গেলেন, আর ফিরিলেন না। তিনি যদি তখন কাশী না যাইতেন, তাহা হইলে বিবাদ মিটাইবার চেষ্টা না করিলেও মিটিয়া যাইত। আপনা হইতে গোবিন্দলাল মাতাকে ত্যাগ করিয়া গৃহ ছাড়িয়া যাইতে পারিতেন না, কাযেই এক সঙ্গে থাকিতে থাকিতে মনের গতি ফিরিতে পারিত। দুর্ভাগ্যক্রমে এই সময়ে আবার ইচ্ছা করিয়া ভ্রমর পিত্রালয়ে গেলেন। ভ্রমরের অজ্ঞাতসারে গোবিন্দলাল বাটী হইতে যাত্রার উদ্যোগ করিলেন, তিন দিন মাত্র থাকিতে ভ্রমরকে আনা হইল। ভ্রমর শাশুড়ীকে অনেক অনুনয় বিনয় করিয়া কাশী যাইতে নিষেধ করিলেন বটে, কিন্তু পুত্রবধূর অন্নদাস হইয়া থাকিতে তাঁহার ইচ্ছা হইল না। তখন যদি ভ্রমর সকল কথা বুঝাইয়া বলিতেন ও তিনি যে দানপত্র লিখাইয়া আনিয়াছেন, তাহা শাশুড়ীকে দিতেন, অথবা আপন ননদকে সমস্ত বলিতেন, তাহা হইলে কাশী যাওয়া বন্ধ হইত। ভ্রমর তাহা করিলেন না, গোবিন্দলালকে কিছু বলিলেন মাত্র। পরে যখন গোবিন্দলাল বিদায় লইতে ভ্রমরের কাছে গেলেন, সেই সময়ে দানপত্র দিয়া অনেক কাঁদা কাটা করিলেন। তখন গোবিন্দ-লাল অনেক দূর অগ্রসর হইয়াছেন, ফিরিতে পারিলেন না। প্রিয়তমা পত্নীকে ব্যথা দিয়াছেন ভাবিয়া একটু কাঁদিলেন, এবং ইচ্ছাও করিলেন যে ফিরিয়া গিয়া বলেন, "ভ্রমর আমি আবার আসিতেছি" কিন্তু লজ্জা প্রযুক্ত পারিলেন না। শেষে ভাবিলেন, এত তাড়াতাড়ি কি, যখন মনে করিব, তখনই ফিরিব।

গোবিন্দলাল মাতার সহিত কাশী যাইয়া তথায় কিছু দিন বাস করিলেন। বাটীতে যে পত্র লিখিতেন, তাহা আমলাদের নামেই লিখিতেন, ভ্রমরের নামে লিখিতেন না—ভ্রমরও কোন পত্র লেখেন নাই। বরাবরই ভ্রমরের সাম্য ভাব। তাহার পর গোবিন্দলাল ২।৩ মাস পরে বাটী যাই বলিয়া কাশী হইতে চলিয়া গেলেন; এ পর্য্যন্ত রোহিণী গৃহেই ছিল। ইহার পরেই তারকনাথে হত্যা দিবার নাম করিয়া সে বাটী হইতে চলিয়া গেল। এই সময় হইতেই গোবিন্দলালের প্রকৃত অধঃপতন আরম্ভ হইল। এ পর্য্যন্ত কোন ব্যক্তিই গোবিন্দলালের সংশোধনের চেষ্টা করেন নাই, প্রতিকূল ঘটনাস্রোতেই তিনি ভাসিয়া চলিতেছিলেন। ভ্রমরও আত্মহারা হইয়া কোন চেষ্টা করেন নাই। কয়জন এইরূপ স্রোতে গোবিন্দলালের মতন ভাসিয়া না যায়?

গোবিন্দলালের অধঃপতনের যে কারণপরম্পরা ঘটিয়াছিল, নগেন্দ্রনাথের পক্ষে সেরূপ কিছুই ঘটে নাই। সত্য বটে, কুন্দনন্দিনীকে তিনি একাকী নৌকাযোগে কিয়ৎক্ষণ সঙ্গে লইয়া গিয়াছিলেন, কিন্তু তখন কুন্দ বালিকা, তখন তাহার কটাক্ষে বিষের সঞ্চার হয় নাই। তাহার পরে যখন কুন্দ নগেন্দ্রের বাটীতে আসিল, তখনও সে বালিকা; তাহার পরেই তারাচরণের সহিত কুন্দের বিবাহ হইল—পরস্ত্রী হইয়া সে গৃহান্তরে চলিয়া গেল। তাহার পরে কুন্দনন্দিনী বিধবা হইয়া যখন তাঁহার বাটীতে আসিল, সেই সময়ে নগেন্দ্র তাহার প্রতি আসক্ত হইলেন, আপনার আশ্রিতা পরস্ত্রীর প্রতি কেবল রূপের মোহে ভুলিয়া গেলেন। এরূপ অবস্থার সংযোগ সকলেরই ঘটিয়া থাকে, অনেক গৃহস্থেরই বাটীতে সুন্দরী যুবতী কোনরূপ আত্মীয়তা বা দারিদ্র্যবশতঃ বাস করিয়া থাকে, অতি পামর ভিন্ন, প্রেমময়ী যুবতী স্ত্রী ঘরে থাকিতে এবংবিধ আশ্রিতা যুবতীর প্রতি কেহই আসক্ত হয় না। ভ্রমর যে দোষে গোবিন্দলালকে ত্যাগ করিয়াছিল, এ দোষ তাহার তুলনায় শতগুণ অধিক। তথাপি সূর্য্যমুখী ভ্রমরের পথে না গিয়া কমলমণিকে এক পত্র লিখিলেন, তাহাতে নগেন্দ্রের কুন্দনন্দিনীর প্রতি অনুরাগের যে সমস্ত লক্ষণ দেখিয়াছিলেন, সমস্ত লিখিলেন, এবং তাহার সদুপায় করিবার জন্য কমলমণিকে আসিতে লিখিলেন। কিন্তু সে পত্রে নগেন্দ্রের প্রতি রাগ বা ঘৃণা, কিছু প্রকাশ করিলেন না, বরং তাঁহার প্রশংসা করিলেন। লিখিলেন "তোমার সহোদরকে মন্দ বলিও না, তিনি ধর্ম্মাত্মা, শত্রুতেও তাঁহার চরিত্রের কলঙ্ক এখনও করিতে পারে না। আমি প্রত্যহ দেখিতে পাই, তিনি প্রাণপণে আপনার চিত্তকে বশ করিতেছেন।" কমলমণি সেবার পত্রের উত্তরে লিখিলেন, স্বামীর প্রতি যাহার বিশ্বাস রহিল না, তাহার মরাই মঙ্গল। ইহার দিন কয় মধ্যে নগেন্দ্রের সকল চরিত্র পরিবর্ত্তিত হইল। কিন্তু সূর্য্যমুখী কমলমণির লেখা মত নগেন্দ্রের চরিত্রে অবিশ্বাসভাব না দেখাইয়া, কোনও রোগ হইয়াছে প্রকাশ করিয়া, ডাক্তার দ্বারা ঔষধ আনাইয়া নগেন্দ্রকে খাইতে দিলেন। নগেন্দ্র ঔষধের শিশি দূরে ছুড়িয়া ফেলিয়া দিলেন। তখন সূর্য্যমুখী বলিলেন "ঔষধ না খাও, তোমার কি অসুখ হইয়াছে বল।" নগেন্দ্র বিরক্ত হইয়া বলিলেন, "কি অসুখ!" তখন সূর্য্যমুখী দর্পণ আনিয়া তাঁহার শরীর কি হইয়াছে, দেখিতে বলিলেন, নগেন্দ্রনাথ দর্পণ লইয়া দূরে নিক্ষেপ করিলেন, দর্পণ চূর্ণ হইয়া গেল। সূর্য্যমুখীর চক্ষে জল পড়িল। নগেন্দ্রনাথ তাহা দেখিয়া চক্ষু রক্তবর্ণ করিয়া উঠিয়া গেলেন। সেই রাগে বহির্বাটিতে গিয়া একজন ভৃত্যকে প্রহার করিলেন। ক্রমে নগেন্দ্র মদ্যপান ধরিলেন। প্রতিদিন মদ চলিতে লাগিল। সূর্য্যমুখী নগেন্দ্রের চরণে হাত দিয়া অনেক অনুরোধ করিয়া বলিলেন, "কেবল আমার অনুরোধে ইহা ত্যাগ কর।" নগেন্দ্র দুই এক কথার উত্তর প্রত্যুত্তরের পরে বলিলেন, "সূর্য্যমুখী, আমি মাতাল, মাতালকে শ্রদ্ধা হয়, আমাকে গ্রহণ করিও, নচেৎ আবশ্যক নাই।" ক্রমে নগেন্দ্রের অত্যাচার বাড়িয়া গেল, বিষয় না দেখায় বিষয় যায় যায় হইল। এ অবস্থাতেও সূর্য্যমুখী ভ্রমরের পথ অবলম্বন করিলেন না, তবুও তাঁহাকে সুপথে আনিবার জন্য নানা চেষ্টা করিতে লাগিলেন;

পুনরায় কমলমণিকে পত্র লিখিলেন, কমলমণি আসিয়া সমস্ত বুঝিয়া কুন্দকে কলিকাতায় লইয়া যাওয়া স্থির করিয়া কুন্দকে সম্মত করিলেন। নগেন্দ্র জানিতে পারিয়া সেই দিন সন্ধ্যাকালে কুন্দের নিকট গিয়া বলিলেন, "আমি বহু কষ্টে এত দিন সহ্য করিয়াছি, আর পারি না, আমি তোমাকে ছাড়িয়া দিতে পারিব না, বিধবাবিবাহ চলিত হইতেছে, আমি তোমাকে বিবাহ করিব।"

সেই দিন দেবেন্দ্র, বৈষ্ণবী বেশে আসিয়া কুন্দের সহিত গোপনে অনেক কথা বলিতেছিল দেখিয়া, সূর্য্যমুখী তাহাকে ছদ্মবেশী পুরুষ সন্দেহ করিয়া হীরা দাসীকে তাহার সন্ধান জানিতে পাঠাইয়াছিলেন। হীরা প্রকৃত বৃত্তান্ত জানিয়া প্রকাশ করিলে, সূর্য্যমুখী কুন্দকে দুশ্চরিত্রা বিবেচনা করিয়া তিরস্কার করিয়া বলিলেন, "এমন স্ত্রীলোককে বাটীতে স্থান দিই না, তুই বাটী হইতে দূর হ।" কুন্দ সেই রাত্রেই বাটী হইতে পলায়ন করিয়া হীরার বাটীতে গোপন ভাবে থাকিল। কুন্দের পলায়ন-সংবাদ শুনিয়া নগেন্দ্র তাহার অনুসন্ধানে নানা স্থানে লোক পাঠাইলেন, এবং সূর্য্যমুখীর দোষ না জানিয়াও তাহার সঙ্গে আলাপ বন্ধ করিলেন। সূর্য্যমুখীও কুন্দের পলায়নসংবাদে অত্যন্ত কাতর হইলেন ও তাহার অনুসন্ধানে চারি দিকে লোক পাঠাইলেন। পরে নগেন্দ্র যখন শুনিলেন, কুন্দনন্দিনী সূর্য্যমুখীর অন্যায় তিরস্কার সহ্য করিতে না পারিয়া পলায়ন করিয়াছে, তখন নগেন্দ্র সূর্য্যমুখীর নিকট গিয়া প্রকৃত বৃত্তান্ত জিজ্ঞাসা করিলেন। সূর্য্যমুখী দেবেন্দ্র-ঘটিত সমস্ত ঘটনা বলিলেন, এবং ইহাও বলিলেন, যে কুন্দকে তাড়াইয়া তিনি বড় ব্যথা পাইয়াছেন, তাহার অনুসন্ধানের জন্য দেশে দেশে লোক পাঠাইয়াছেন। তখন উভয়ে ঐ সম্বন্ধে অনেক বাক্‌বিতণ্ডা হইল। সূর্য্যমুখী অনেক কাঁদিলেন, অনেক সাধ্য সাধনা করিলেন, কিন্তু নগেন্দ্র জ্ঞানহারার মত নিজ মুখেই কুন্দের প্রতি আপনার গাঢ় অনুরাগের পরিচয় দিয়া, হৃদয়ের দরুণ ব্যথা জানাইলেন। সূর্য্যমুখী শুনিয়া কর্ণে হাত দিয়া বলিলেন, "আমার সম্মুখে আর উহা বলিবেন না, আমার বুকে শেল বিন্ধিতেছে।" নগেন্দ্র সে কথা গ্রাহ্য করিলেন না, তিনি বলিলেন, "তোমাতে আমার আর সুখ নাই। মনে মনে ভাবিও, তুমি বিধবা হইয়াছ, আমি দেশত্যাগ করিয়া চলিলাম। কুন্দকে সন্ধান করিয়া আমি দেশদেশান্তরে ফিরিব।" (ভ্রমর! একবার তোমার গোবিন্দলালের সহিত নগেন্দ্রনাথের তুলনা করিয়া দেখ) সূর্য্যমুখী শুনিয়া কিয়ৎক্ষণ প্রস্তরমূর্ত্তিবৎ রহিলেন। পরে বলিলেন, "এক ভিক্ষা, আমার অনুরোধে আর একমাস অপেক্ষা কর, আর একমাস মধ্যে যদি কুন্দকে না পাওয়া যায়, তখন দেশত্যাগ করিও।" নগেন্দ্রনাথ সম্মত হইলেন, গৃহত্যাগ করিলেন না। পরে কুন্দ গোপনীয় স্থান হইতে নগেন্দ্রনাথের গৃহে আসিলে, সূর্য্যমুখী নগেন্দ্রের সহিত তাহার বিবাহ দিলেন। নগেন্দ্র শান্ত হইলেন। তখন সূর্য্যমুখী কর্ত্তব্য কার্য্য সমাধা করিয়া রজনীযোগে বাটী হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন। সূর্য্যমুখী চলিয়া গেলে নগেন্দ্রনাথের জ্ঞানসঞ্চারের সূত্রপাত হইল ও ক্রমে পূর্ণ জ্ঞান জন্মিল। তখন অনুতাপসহকারে নিজে দেশে দেশে সূর্য্যমুখীর অনুসন্ধান আরম্ভ করিলেন। এ দিকে সূর্য্যমুখী আবার ধৈর্য্য অব-

লম্বন করিয়া পতির প্রতি কর্ত্তব্যপালনে অবহেলা করিয়াছেন ভাবিয়া, গৃহে ফিরিয়া আসিলেন। কুন্দ আপনার অন্যায় কার্য্য বুঝিতে পারিয়া বিষ ভক্ষণ করিল। নগেন্দ্র পূর্ব্ববৎ সূর্য্যমুখীকে লইয়া সুখী হইলেন, সংসারে সুবাতাস বহিল।

গোবিন্দলাল অপেক্ষা নগেন্দ্র কি স্ত্রীর প্রতি অধিক দুর্ব্যবহার করেন নাই? তবে নগেন্দ্র ফিরিলেন, গোবিন্দলাল ফিরিলেন না, ইহার কারণ কি? ইহার মূল কারণ, সূর্য্যমুখী সম্পূর্ণ হিন্দুভাবাপন্ন, ভ্রমর এক বিষয়ে পাশ্চাত্যভাবাপন্ন। সূর্য্যমুখী স্বামীকে দেবতা দেখিতেন, ভ্রমর স্বামীকে প্রেমের পাত্র দেখিতেন। সূর্য্যমুখী ভাবিলেন, স্বামী কুপথগামী হইলেও তাঁহা। ভক্তিপাত্র, প্রাণপণে তাঁহার সংশোধন আবশ্যক; ভ্রমর ভাবিলেন, স্বামী যখন প্রেমের ধর্ম্ম রাখিলেন না, আমি রাখিব কেন? সেই জন্য সূর্য্যমুখী প্রতি নিয়তই স্বামীর সংশোধনের চেষ্টা করিয়াছেন। ভ্রমর পাড়ার লোকের কথা শুনিয়াই নির্দ্দোষ গোবিন্দলালকে ত্যাগ করিলেন ও পত্রে লিখিলেন, 'তোমার উপর আমার ভক্তি নাই, তোমার দর্শনে আমার সুখ নাই।' আর সূর্য্যমুখী কি করিলেন, যখন নগেন্দ্রনাথ একেবারে অধঃপাতে গিয়াছেন, যখন তিনি কুন্দকে বিবাহ করিয়া সুখী হইয়াছেন, সেই সময় কমলমণি ও সতীশ তাঁহাদের বাটীতে আসিলে, "বাবা আশীর্ব্বাদ করি, যেন তোমার মামার মত অক্ষয় গুণবান হও, ইহার বাড়া আশীর্ব্বাদ আমি আর জানি না," ইহা বলিয়া সূর্য্যমুখী সতীশকে আশীর্ব্বাদ করিলেন। এই স্বামীভক্তি হইতে—স্ত্রীর এই দাসীভাব ও মাতৃভাব হইতে নগেন্দ্রের উদ্ধার। ভ্রমরের যে প্রণয়, সেটী পাশ্চাত্য love, এবং ভ্রমরের পূর্ব্বোক্তরূপ বাক্যাবলী ও ব্যবহার পাশ্চাত্য divorceএর মত। সত্য বটে, গোবিন্দলাল রোহিণীকে লইয়া দেশে দেশে আমোদ করিয়া বেড়াইয়াছিলেন, নগেন্দ্র সেরূপ করেন নাই, কিন্তু যদি সূর্য্যমুখী এরূপ যত্ন না করিতেন ও এক মাস মধ্যে কুন্দকে আনিয়া দিবার প্রতিজ্ঞা না করিতেন এবং ঐ সময় মধ্যে কুন্দের সহিত তাঁহার বিবাহ না দিতেন, তাহা হইলে কি নগেন্দ্র কুন্দকে লইয়া গোবিন্দলালের ন্যায় দেশে বিদেশে বেড়াইতেন না? যদি সেরূপও না করিতেন, তাহা হইলে অন্ততঃ সূর্য্যমুখীকে কুন্দের দাসীবৃত্তিতে নিযুক্ত করিতেন। কেনন্না গোবিন্দলালের বিষয় তাঁহার নিজের নহে, নগেন্দ্রের সমস্ত নিজের। কেহই গোবিন্দলালের দোষশোধনের চেষ্টা করেন নাই, বরং অবস্থাগুলি সমস্তই তাঁহাকে বিপরীত ভাবে চালাইবার সহায় হইয়াছিল। কিন্তু নগেন্দ্রনাথকে সুপথ দেখাইবার জন্য অনেকে চেষ্টা করিয়াছেন—কমলমণি, শ্রীশ, হরদেব প্রভৃতি অনেক চেষ্টা করিয়াছেন এবং সূর্য্যমুখী প্রাণপণে যত্ন করিয়াছেন। গোবিন্দলাল পাড়ার একজন বিধবার ধর্ম্ম নষ্ট করিতে বসিয়াছিলেন, আর নগেন্দ্রনাথ আপনার আশ্রিতার, আশ্রিতের স্ত্রীর এবং যাহার ধর্ম্ম ও প্রাণরক্ষা করিবার তিনি ভিন্ন আর কেহ নাই, তাহারই ধর্ম্ম নষ্ট করিবার জন্য লোলুপ হইয়াছিলেন। ইহাতে কি স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে না যে, চরিত্র রক্ষা করিবার শক্তি গোবিন্দলাল অপেক্ষা নগেন্দ্রনাথের অনেক অল্প?

কেহ কেহ বলেন, ভ্রমরের প্রণয় পাশ্চাত্যভাবাপন্ন নহে, ভ্রমর বড় অভিমানিনী—দেশীয়

স্ত্রীর ন্যায় অভিমানিনী—সেই অভিমানভরেই তিনি এ অকার্য্য করিয়াছিলেন। কিন্তু বাস্তবিক তাহা নহে। কেননা আমাদের স্ত্রীজাতিরা যখন অভিমান করে, তখন দৃষ্টি রাখে, একবারে ভাঙ্গিয়া যাইতেছে কি না। ভ্রমর সেদিকে কয়বার তাকাইয়াছিলেন? তিনি আপনার গোঁ ধরিয়াই চলিয়াছিলেন, একবারও পশ্চাৎ ফিরিয়া দেখেন নাই। কেবল একবার নহে, যখন গোবিন্দলালের কুক্রিয়ার প্রায়শ্চিত্তের সময় হইয়াছে, যখন তিনি রোহিণীর প্রাণবধ করিয়া ধৃত ও প্রমাণাভাবে দণ্ড হইতে অব্যাহতি পাইয়া, কলিকাতায় আসিয়া বাস করিলেন, যখন অর্থ ফুরাইয়াছে জ্ঞানও কিছু জন্মিয়াছে, সেই সময়ে পুনর্মিলনের আশায় গোবিন্দলাল ভ্রমরকে এক পত্র লিখিলেন। প্রথমেই লিখিলেন, "কয়েক বৎসরের পর পত্র লিখিতেছি, প্রবৃত্তি হয় পড়িও, প্রবৃত্তি না হয় ছিঁড়িয়া ফেলিও।" পরে আত্মদুষ্কৃতি ও ভ্রমরের প্রতি অন্যায় ব্যবহারের বিষয় লিখিয়া যথেষ্ট পরিতাপ করিলেন। শেষে লিখিলেন "পেটের দায়ে তোমার আশ্রয় লইতেছি, দিবে না কি? কোন্ হিন্দুস্ত্রীর মন স্বামীর এবংবিধ ব্যবহারে গলিয়া না যায়? যাহার না গলে, হিন্দু তাহাকে 'রাক্ষসী' বলেন। ভ্রমরের ইহাতেও অভিমান গেল না। তিনি উত্তর লিখিলেন, সেবিকা পাঠ লিখিলেন না, প্রণাম লিখিয়া লিখিলেন—"বিষয় আপনারই, পূর্ব্বে দানপত্র রেজিষ্টারী করিয়া দিয়াছি; আপনি স্বচ্ছন্দে বাটী আসিয়া সমস্ত গ্রহণ করিয়া সুখে ভোগ করুন। আমি যে টাকা জমাইয়াছি, তন্মধ্য হইতে আট হাজার টাকা লইয়া গঙ্গাতীরে বাটী নির্ম্মাণ করিয়া অবশিষ্ট টাকায় জীবন অতিবাহিত করিব। আপনার সহিত আমার ইহজন্মে আর সদ্ভাব হইবার সম্ভাবনা নাই। ইহাতে আমি তুষ্ট, আপনার দ্বিতীয় পত্র পাইলে আপনার জন্য সমস্ত বন্দোবস্ত করিয়া রাখিয়া আমি পিত্রালয় যাইব।" এই কি হিন্দুস্ত্রীর উক্তি! যে স্বামী ইহকাল পরকালের সাথী, তাঁহার প্রতি এই ব্যবহার! ইহাকে পাশ্চাত্য প্রেম না বলিয়া কি বলিব? এখনও যদি ভ্রমর হিন্দুভাব ধারণ করিতেন, তাহা হইলে এখনও গোবিন্দলাল ভাল হইতেন, ভ্রমরও সুখী হইতেন, সর্ব্বত্র শান্তি বিরাজ করিত। তিনি তাহা করিলেন না। এই দয়াশূন্য নীরস পত্র পাইয়া গোবিন্দলাল দেশে যাইতে স্বীকৃত হইলেন না, খরচ ভিক্ষা করিলেন। ভ্রমর তাঁহার ৫০০৲ শত টাকা মাসহারা ধার্য্য করিয়া দিলেন, লিখিলেন ইহার অধিক দিলে অপব্যয় হইবে। গোবিন্দলাল মাসহারাভোগী হইয়া কলিকাতায় রহিলেন। ভ্রমর আর কোন অনুসন্ধানও করিলেন না। কৃষ্ণকান্তের মৃত্যুর পর যে সময় গোবিন্দলাল ও ভ্রমর কিছু দিন একসঙ্গে ছিলেন, সে সময়ে ভ্রমর গোবিন্দলালের পা ধরিয়াছেন, কাঁদিয়াছেন বটে, কিন্তু সে সমস্ত প্রেমের পাত্রের প্রতি যেরূপ করিয়া থাকে সেইরূপ —সূর্য্যমুখীর মত নহে।

কেহ কেহ হয় ত বলিবেন, এরূপ পামর স্বামীর মুখ না দেখিয়া ভ্রমর ভালই করিয়াছেন। কিন্তু তাহা হইলে প্রায় কোন স্ত্রীকেই স্বামীর মুখ দেখিতে হয় না। পদস্খলন না হয়, এমন লোক অতি বিরল। বঙ্কিম বাবু বিষ-বৃক্ষের বর্ণন করিতে করিতে বলিয়াছেন, "কেহই এমন মনুষ্য নাই যে, তাহার চিত্ত রাগ, দ্বেষ, কাম, ক্রোধাদির অস্পৃশ্য।

জ্ঞানী ব্যক্তিরাও ঘটনাধীনে সেই সকল রিপুকর্ত্তৃক বিচলিত হইয়া থাকেন। যিনি আপনার উচ্ছলিত বৃত্তি সংযত করিতে পারেন, সেই ব্যক্তিই মহাত্মা।" কোন স্ত্রীই কি মহাত্মা ভিন্ন অন্য কাহাকেও স্পর্শ করিবেন না? কি উচিত, কি অনুচিত, এ প্রবন্ধে সে বিষয়ের বিচার আমাদের উদ্দেশ্য নহে, সে বিচারের ভার পাঠকের উপর রহিল। আমাদের কেবল ইহাই বক্তব্য যে, বঙ্কিম বাবু পাশ্চাত্য প্রণয়ভাব ভাল নয়, তাহাই বুঝাই-জন্য ভ্রমরের চিত্ত অঙ্কিত করিয়াছিলেন, এবং সেইটী পরিস্ফুট করিবার জন্য সূর্য্যমুখী ও ভ্রমরের চিত্ত অঙ্কিত করিয়া দেখাইয়াছেন, এবং সেই জন্য তিনি ভ্রমরের কার্য্যফল দুঃখময় ও সূর্য্যমুখীর কার্য্যপরিণাম সুখের করিয়াছেন। বস্তুতঃ একজন ক্ষমাপরায়ণ না হইলে, কোন বিবাদের মীমাংসা হয় না। প্রবাদ এই যে, একহাতে তালি বাজে না, পাশ্চাত্যমত উভয় হস্তই তালি বাজাইবার জন্য উদ্যোগী—হিন্দুমতে এক হাত উঠাইলে আর একহাত পিছাইয়া যায়, কাজেই তালি বাজে না। তালি বাজাইবার জন্যে গোবিন্দলাল হাত তুলিলেন—ভ্রমরও সেইরূপ হাত তুলিলেন, তাই সেখানে তালি বাজিল। নগেন্দ্র হাত তুলিলেন, সূর্য্যমুখী হাত পিছাইলেন, তাই সেখানে তালি বাজিল না। এই তালি বাজা নিবারণ করিবার জন্য হিন্দুশাস্ত্রকারেরা স্ত্রীচরিত্রের গঠন করিয়াছেন। স্ত্রীতে দাসী ও মাতৃভাব দিয়াছেন। ভ্রমরের মাতৃভাব ও দাসীভাব কিছুমাত্র ছিল না, কেবল ছিল সখীভাব। আমরা একটী বিষয় লইয়া অনেক সময় নষ্ট করিলাম। হয়ত সকলেই বিরক্ত হইতেছেন, কিন্তু বিষয়টা বড় গুরুতর; ইহা হিন্দু গৃহস্থের মূল ভিত্তির কথা। অন্যান্য বিষয়ের আলোচনা অতি সংক্ষেপে করিব।

তারাচরণ কুন্দের সহিত দেবেন্দ্র প্রভৃতির আলাপ করিয়া দিয়াছিলেন, সেই সূত্রে দেবেন্দ্র কুন্দের প্রতি লোভপরবশ হইয়া বৈষ্ণবীবেশে কুন্দের সর্ব্বনাশের চেষ্টা করিয়াছিলেন, তাহা দেখাইয়া, বঙ্কিম বাবু স্ত্রীপুরুষের মিশ্রণ যে ভাল নয়, তাহা বুঝাইয়া দিয়াছেন। জাতীয় ধর্ম্ম ও রীতি নীতি পরিত্যাগ করা বা পরিত্যাগের জন্য প্রবৃত্তি দেওয়া যে ভাল নহে, তাহা কুস্বভাবাপন্ন দেবেন্দ্রের চরিত্রের চিত্র দ্বারা, তারাচরণের চরিত্র বর্ণন দ্বারা ও অমরনাথের উক্তি দ্বারা দেখাইয়াছেন। তারাচরণের কার্য্যকলাপ সম্বন্ধে ব্যঙ্গাত্মক বর্ণনার কিয়দংশ যথা—"তারাচরণ মুখে সর্ব্বদা বলিতেন, তোমরা ইট পাটকিলের পূজা ছাড়, খুড়ী জেঠাইয়ের বিবাহ দাও, মেয়েদের লেখা পড়া শিখাও, তাহাদের পিঁজরায় পুরিয়া রাখ কেন? মেয়েদের বাহির কর। স্ত্রীলোক সম্বন্ধে এতটা লিবারালিটির একটা বিশেষ কারণ ছিল, তাঁহার নিজের গৃহ স্ত্রীলোক-শূন্য, তাঁহার বিবাহ হয় নাই" ইত্যাদি। অমরনাথের উক্তি যথা—"এই রোগের আর একপ্রকার বিকার আছে। বিধবার বিবাহ দাও, কুলীন ব্রাহ্মণের বিবাহ বন্ধ কর, জাতি উঠাইয়া দাও, স্ত্রীলোকগণ এক্ষণে গরুর মত গোহালে বাঁধা থাকে—দড়ি খুলিয়া তাহাদিগকে ছাড়িয়া দাও, চরিয়া খাক্। আমার গরু নাই, পরের গোহালের সঙ্গেও আমার সম্বন্ধ নাই। জাতি উঠাইতে আমি বড় রাজি নই, আমি তত-

দূর আজিও সুশিক্ষিত হই নাই। আমি এখনও আমার ঝাড়ুদারের সঙ্গে একত্র বসিয়া খাইতে অনিচ্ছুক, তাহার কন্যা বিবাহ করিতে অনিচ্ছুক, এবং যে গালি শিরোমণি মহাশয় দিলে নিঃশব্দে সহিব, ঝাড়ুদারের কাছে তাহা সহিতে অনিচ্ছুক। সুতরাং আমার জাতি থাকুক। বিধবা বিবাহ করে করুক, ছেলে পুলেরা আইবুড় থাকে থাকুক, কুলীন ব্রাহ্মণ এক পত্নীর যন্ত্রণায় খুসী হয় হউক, আমার আপত্তি নাই; কিন্তু তাহার পোষকতায় লোকের কি হিত হইবে, তাহা আমার বুদ্ধির অতীত।"

আমাদের দেশীয় বিবাহপ্রথা অর্থাৎ পিতামাতা পাত্রপাত্রী স্থির করিয়া যে বিবাহ দেন, তাহা যে ভাল, তাহা বঙ্কিমবাবু অনেক গুলি চিত্রে দেখাইয়াছেন; কমল ও শ্রীশ তাহার মধ্যে সর্ব্বোৎকৃষ্ট। নির্ব্বাচনপ্রথানুসারে মিলিত কয়টি দম্পতী শ্রীশ ও কমলের ন্যায় প্রণয়সম্পন্ন? ভ্রমর ও গোবিন্দলাল এবং সূর্য্যমুখী ও নগেন্দ্রের মধ্যে যে মালিন্য জন্মিয়াছিল, তাহা দেশীয় বিবাহপ্রথার দোষে নহে, নির্ব্বাচনপ্রথায়ও যে যে দোষ আছে, তাহা তাহাদের প্রথম অবস্থার সুচরিত্র ও গাঢ় প্রণয় দ্বারা বুঝাইয়া দিয়াছেন। অমরনাথ, প্রতাপ ও শৈবলিনীর চিত্র দ্বারা বরং নির্ব্বাচনপ্রথার দোষই দেখাইয়াছেন। ঐ চিত্রগুলি দ্বারা ইহাও দেখাইয়াছেন, যে অধিক বয়সে বিবাহ হইলে, যুবকযুবতী পিত্রাদির অনভিমত পাত্রে মন অর্পণ করিয়া চিরদুঃখী হয়। রজনী যে অন্ধ, তাহার চিত্তও শচীন্দ্রনাথ রূপ অমূল্য রত্ন প্রার্থনা করিয়াছিল। দৈব অনুকূল ছিল বলিয়াই, রজনীর কুফল ফলিল না, নচেৎ রজনী ত জলে ঝাঁপ দিয়াছিল।

কুন্দনন্দিনী ভিন্ন আর কোন বিধবারই বিবাহের কথা বঙ্কিম বাবুর কোন পুস্তকে নাই। কিন্তু কুন্দকে তিনি বিষবৃক্ষের মূল বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন, এবং যাহাতে উহা না ঘটে, তজ্জন্য প্রথম হইতেই, কুন্দকে সাবধান করিতেছেন—স্বপ্নযোগে মাতাকে দেখাইয়া তাহাকে দিয়া সাবধান করিয়া দিয়া আসিয়াছেন। মন্ত্র পাঠ হইলেই যে, বিবাহ সম্পন্ন হয় ও সে বিবাহ আর কখন ছেদনযোগ্য নয়, তাহা মনোরমার ও হিরণ্ময়ীর চিত্রে দেখাইয়াছেন। মনোরমা তাদৃশ পতিরও সহগামিনী হইলেন এবং হিরণ্ময়ী যখন জানিলেন, প্রিয় পুরন্দরই বিবাহের পতি, তখন তাঁহাকে গ্রহণ করিলেন।

ব্রজেশ্বরের উদাহরণে হিন্দুর পিতৃভক্তি দেখাইয়াছেন। পাশ্চাত্য মত এই যে, পিতার ন্যায়সঙ্গত আজ্ঞা পালন করিবে; অর্থাৎ পিতা ভাল হইলে তাঁহাকে ভক্তি করিবে, নচেৎ পিতা ভক্তির পাত্র নহেন। কিন্তু ইহাকে পিতৃভক্তি বলে না, ইহার নাম গুণভক্তি। ন্যায্য কথা কেবল পিতার কেন, সকলেরই ন্যায্য বাক্যে পালন করিতে হয়। গুণবান হইলে সকলেই ভক্তির পাত্র হয়। হিন্দু বলেন, যত গুণদোষভাবাপন্ন হউন, পিতা, পিতা ভিন্ন আর কিছুই নহেন। মন্দ পিতাও পিতার ন্যায় ভক্তির পাত্র। ব্রজেশ্বর যে স্ত্রীকে অন্তরের সহিত ভাল বাসিয়াছিলেন, পিতার আজ্ঞায় সে স্ত্রীকেও ত্যাগ করিলেন। তাহার বিচ্ছেদে তাঁহার প্রাণান্ত হইবার সম্ভাবনা হইয়াছিল, তথাপি পিতার প্রতি তাঁহার অশ্রদ্ধা হয় নাই। পরে

সেই স্ত্রীকে দেবী চৌধুরাণী রূপে পাইয়া তাহার নিকট হইতে পঞ্চাশ হাজার টাকা লইয়া বিষয় ও পিতার মান রক্ষা করিয়াছিলেন ; তদীয় পিতা নিতান্ত নৃশংসের ন্যায় সেই উপকার-কারিণীর প্রাণবধের চেষ্টা করিয়াছিলেন, তথাপি ব্রজেশ্বর পিতার উপর বিরক্ত হয়েন নাই, কথন তাঁহার অবাধ্যও হয়েন নাই। সর্ব্বদাই তিনি "পিতা স্বর্গঃ পিতা ধর্ম্মঃ পিতাহি পরমন্তপঃ। পিতরি প্রীতিমাপন্নে প্রীয়ন্তে সর্ব্বদেবতাঃ।" এই মহাবাক্যটী বলিতেন।

পুরুষকার অবলম্বনীয় হইলেও নিয়তি যে পরিহার্য্য নহে, হিন্দুর এ কথাটি বঙ্কিম বাবু প্রত্যেক গ্রন্থেই দেখাইয়াছেন। কোথাও স্বপ্ন দ্বারা, কোথাও জ্যোতিষ গণনার দ্বারা, কোথাও বা ভগবতীর অর্ঘ গ্রহণ বা ত্যাগ দ্বারা পূর্ব্বেই জানাইয়া দিয়াছেন, এবং তৎসঙ্গে জ্যোতিষশাস্ত্রের সত্যতার ও দেবতার মাহাত্ম্য সপ্রমাণ করিয়াছেন।

আমাদের অলঙ্কারশাস্ত্রের নিয়ম এই যে, কাব্যে নায়ক নায়িকাকে উৎকৃষ্ট গুণসম্পন্ন করিতে হয়। অথচ গুণবান নায়কনায়িকার কার্য্যের পরিণামফল শুভ না হইলে মনুষ্যকে গুণবান হইতে প্রবৃত্তি দেওয়া হয় না, এই জন্যে আমাদের কাব্যগুলি মিলনান্ত বা সুখান্ত। বিয়োগান্ত বা দুঃখান্ত কাব্য নিতান্ত অল্প। কিন্তু যদি কোনও কাব্যের নায়ক নায়িকা অসদ্‌-গুণসম্পন্ন হয়, তাহা হইলে তাহাকে দুঃখান্ত না করিলে মানুষকে কুকার্য্যে অপ্রবৃত্তি দেওয়া হয় না। বঙ্কিম বাবুর কাব্যের মধ্যে কপালকুণ্ডলা ও কৃষ্ণকান্তের উইল ভিন্ন সমস্তই সুখান্ত। গোবিন্দলাল অসদ্‌গুণসম্পন্ন নায়ক ছিলেন, এবং ভ্রমর তাদৃশী পত্নীগুণসম্পন্না ছিলেন না, কাযেই কৃষ্ণকান্তের উইলকে দুঃখান্ত করিতে হইয়াছে। কিন্তু কপালকুণ্ডলা দুঃখান্ত হইল কেন? নবকুমার ও কপালকুণ্ডলা, উভয়েই ত সদ্‌গুণসম্পন্ন। ইহার কারণ অনুসন্ধান করিলে তিনটী কারণ দেখা যায়। প্রথম কারণ, নবকুমারের সহিত কপাল-কুণ্ডলার যথন বিবাহ হয়, তখন অধিকারী নবকুমারের পরিচয় লইয়াছিলেন বটে, কিন্তু নবকুমার কপালকুণ্ডলার কোন পরিচয় লয়েন নাই। অধিকারী বলিয়াছিলেন, তিনি ব্রাহ্মণকন্যা; সেই কথায় বিশ্বাস করিয়াই বিবাহ করিয়াছিলেন। কারণ তিনি ইচ্ছা করিয়া বিবাহ করেন নাই। কপালকুণ্ডলাকে বিবাহ না করিলে তাহার প্রাণ ও ধর্ম্ম রক্ষা হয় না বলিয়াই বিবাহ করিয়াছিলেন। কপালকুণ্ডলা ব্রাহ্মণকন্যা না হইলেও নব-কুমার আপন প্রাণদাতার প্রাণরক্ষার জন্য তাঁহাকে বিবাহ করিতেন। সেজন্য তাঁহাকে, যদি পতিত হইয়া থাকিতে হয়, তাহাও তিনি স্বীকার করিবেন, স্থির করিয়াছিলেন, কিন্তু আমাদের বঙ্কিম বাবুর ইচ্ছা নহে যে, অপরিচিতার সন্তান সমাজে মিশ্রিত হয়। দ্বিতীয় কারণ, নবকুমারের পূর্ব্বপত্নী পদ্মাবতী সেই সময়ে আপনার পাপবৃত্তি পরিত্যাগ করিয়া নবকুমারের প্রেমাকাঙ্ক্ষিণী হইয়াছিলেন। কিন্তু নবকুমার সেই যবনীর—সেই স্বেচ্ছাবিহারিণী রমণীকে গ্রহণ করিতে পারিলেন না—গ্রহণ করিলেনও না। কিন্তু সে শরণাগতাকে পরিত্যাগ করিয়া অন্য নারীসহ সুখভোগ বঙ্কিম বাবুর ভাল লাগিল না। তৃতীয় কারণ বা প্রধান কারণ এই যে, বঙ্কিম বাবু হিন্দুধর্ম্মের কোন অংশই এককালে মিথ্যা ও

তেজোহীন বলিতে চাহেন না—কাপালিকের উপাসনাপদ্ধতি হিন্দুশাস্ত্রসম্মত। তাহা যে, সাধারণের প্রয়োজনীয় নহে, এ কথা তিনি বুঝাইয়াছেন, কিন্তু তাহাতে যে, কিছুমাত্র সত্যতা নাই, তাহার যে কোন শক্তি নাই, এ কথা তিনি প্রতিপন্ন করিতে রাজি নহেন। কপালকুণ্ডলা কাপালিকের নিকট হইতে নবকুমারকে ফাঁকি দিয়া আনিয়াছিলেন, সেই ক্রোধে কাপালিক কপালকুণ্ডলার মৃত্যুজন্যে হোম করিয়াছিল, সেই হোমের ফল দেখাইবার জন্য—মারণ, উচ্চাটন, বশীকরণ প্রভৃতি তান্ত্রিক ক্রিয়াকাণ্ড যে একান্ত মিথ্যা, এ বিশ্বাস কাহারও মনে না জন্মিতে পারে, তাই কাপালিকের প্রভাব দেখাইবার জন্য নবকুমার ও কপালকুণ্ডলাকে ইহসংসার হইতে বিদায় দিলেন। বঙ্কিম বাবু আমাদের নিজের বিষয়ে এতই দৃষ্টি রাখিয়াছেন। তিনি গোঁড়া হিন্দু নহেন, প্রত্যুত সম্পূর্ণ পাশ্চাত্যভাবাপন্ন ছিলেন, তথাপি তিনি ঋষিগণের মহিমা বুঝিয়াছিলেন, এবং পরস্পর বিরুদ্ধভাবাপন্ন শাস্ত্রবাক্যের মীমাংসা যে, অতি দুরূহ, তাহা বুঝিয়াছিলেন। তাই তিনি কেবল পাশ্চাত্যভাবে শিক্ষিত হইয়া শাস্ত্রগ্রন্থের অভ্যন্তরে প্রবেশ না করিয়া, একটা ওলট পালট করিতে রাজি নহেন। সে মীমাংসার ভার ভাবীকালের হস্তে রাখিলেন। এক দিনেই দেশ উদ্ধারের চেষ্টা বঙ্কিম বাবুর মতে অসম্ভব। পাশ্চাত্য মতের পোষকে তিনি অনেক প্রবন্ধ লিখিয়াছেন, সত্যনির্ণয়ের চেষ্টাই তাহার মুখ্য উদ্দেশ্য। শিক্ষিতেরাই প্রবন্ধাদি পাঠ করেন, শিক্ষিতগণকে তত্তৎ বিষয়ের আলোচনাপরায়ণ করাই উদ্দেশ্য। কাব্য অশিক্ষিতেরাই অধিক পড়ে, তাই অশিক্ষিতগণের চক্ষে ধাঁ ধাঁ দেওয়া উচিত নয় ভাবিয়া, তিনি কাব্যকে জাতীয় ভাবে রাখিবার চেষ্টা করিয়াছেন। ক্রমশঃ।

শ্রীবীরেশ্বর পাঁড়ে।

সাময়িক প্রসঙ্গ।

২২ বৎসর হইল, মহামতি শ্রীযুক্ত বীম্‌স সাহেব বঙ্গীয় সাহিত্য-সমাজ স্থাপনের প্রস্তাব করিয়া যে অনুষ্ঠানপত্র প্রচার করেন, তাহাতে লিখিত ছিল :—"ভারতবর্ষের সর্ব্বপ্রদেশ অপেক্ষা বিদ্যানুশীলন ও সভ্যতাবর্দ্ধনে বাঙ্গালা প্রদেশ সম্পূর্ণরূপে অগ্রগামী হওয়াতে, ভারতবর্ষের অপরাপর প্রদেশের সাহিত্যাপেক্ষা বঙ্গীয় সাহিত্য উৎকর্ষ প্রাপ্ত হইয়া, ইউরোপীয় সাহিত্যসদৃশ হইয়াছে, * * * অতএব বঙ্গভাষাকে প্রণালীবদ্ধ করিয়া তাহার একত্র সম্পাদন করিবার ও সাহিত্যে প্রয়োগ-যোগ্য ভাষানির্ণয় করিবার সময় উপস্থিত হইয়াছে।" ইহার পর বীম্‌স সাহেব উক্ত অনুষ্ঠানপত্রে ইংরাজী, ফ্রেঞ্চ, জর্‌মান্‌, ইতালীয় এবং স্পানীয়, এই পাঁচটী প্রধান ইউরোপীয় ভাষার উৎপত্তি ও উন্নতির সংক্ষিপ্ত ইতিহাস লিখিয়াছিলেন। তিনি ইংরাজী ভাষা সম্বন্ধে উল্লেখ করিয়াছিলেন :—"প্রাচীনদিগের গাম্ভীর্য্য ও মিষ্টতা অতি মনোহর। ইংরাজী ভাষার উৎকৃষ্ট রূপ সেমুয়েল জন্‌সন্‌কর্ত্তৃক নির্ণীত হয়। জন্‌সনের রচনা যদিও শ্রমসিদ্ধ কিন্তু বিশুদ্ধ এবং রমণীয় ছিল। ১৭৬০ খৃঃ অব্দে জন্‌সন্‌ নিজ মহাভিধান সংগ্রহ করিয়াছিলেন। নানা গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত এবং দৃষ্টান্তে পরিপূর্ণ সমস্ত ইংরাজী শব্দ ঐ অভিধানে স্থাপিত করিয়া ভাষার স্থায়িত্ব এবং শব্দের অর্থ নির্ণয় করিয়াছেন। * * * অভিধান প্রকাশ মাত্রেই সমাজের আদরণীয় হইয়া অদ্যাবধি ইংরাজী ভাষার "মাগ্নাকার্টা" হইয়া পূজ্য হইয়া রহিয়াছে।" ইহার পর বাঙ্গালা ভাষা সম্বন্ধে লিখিত হইয়াছিল :—"বাঙ্গালা ভাষা প্রণালীবদ্ধ করা যে আবশ্যক, তাহা বোধ হয়, সকলেই স্বীকার করিবেন। বাঙ্গালাকে একবারে সংস্কৃত করিয়া তোলা এবং সংস্কৃত আভিধানিক শব্দসমূহ প্রয়োগ পূর্ব্বক ভাষাকে সাধারণের বোধাতীত করা, কখন উচিত নহে। অথচ রূঢ়, স্থানীয়, কর্কশ এবং অশ্লীল বাক্য সকল সাধু ভাষা হইতে বর্জ্জিত করা আবশ্যক। * * * অতএব বাঙ্গালা সাহিত্যের ভাষার স্থিরতা বিধান জন্য সকল বাঙ্গালী মিলিত হইয়া সভা স্থাপন করতঃ এতদ্দ্বারা ভাষার উন্নতি সাধন করা আবশ্যক। * * * সভার দ্বারা অভিধান প্রকাশিত হইলে তাহাতে যে যে শব্দের স্থান নাই, কোন লেখক তাহা ব্যবহার করিতে সক্ষম হইবেন না, এবং ইহাতেই ভাষা প্রণালীবদ্ধ হইবেক" *।

* * *

সে সময়ের জাতীয় সমাজে শ্রীযুক্ত বীমস্‌ সাহেবের প্রস্তাব সম্বন্ধে বিচারবিতর্ক হইয়াছিল। স্বদেশহিতৈষী সাহিত্যসেবকগণ এ বিষয়ে মতামত প্রকাশ করিতে নিরস্ত থাকেন নাই। স্বর্গীয় রামগতি ন্যায়রত্ন মহাশয় বাঙ্গালা ভাষা এবং বাঙ্গালা সাহিত্যবিষয়ক

---

* বঙ্গদর্শনের প্রথম খণ্ডে শ্রীযুক্ত বীম্‌স্‌ সাহেবের অনুষ্ঠানপত্র বাঙ্গালায় প্রকাশিত হইয়াছিল। উদ্ধৃতাংশ ঐ বাঙ্গালা অনুষ্ঠানপত্র হইতে গৃহীত হইল।

প্রস্তাবে লিখিয়াছেন :—"বীমস্ সাহেব ভিন্নদেশীয় হইয়া আমাদের ভাষাব্যবস্থাপনের জন্য যে, এত যত্নশীল হইয়াছেন, তদর্থে তাঁহাকে আমরা শতবার ধন্যবাদ দিই। কিন্তু তিনি যে প্রস্তাব করিয়াছেন, তাহাতে আমরা অনুমোদন করিতে পারি না। বাঙ্গালাকে সংস্কৃত ভাষা করিয়া না তুলিয়া এবং উহার মধ্যে রূঢ়, স্থানীয় ও অশ্লীল শব্দ সকল প্রবেশ করিতে না দিয়া মাঝামাঝিরূপে রচনার ব্যবস্থা করা কর্ত্তব্য; তিনি নিজের এই যে, অভিপ্রায় করিয়াছেন, ইহা আমরা সম্পূর্ণরূপে অনুমোদন করি, কিন্তু সেই ব্যবস্থা করণার্থ সভা ও অভিধান প্রস্তুত করিয়া দিয়া গ্রন্থকারদিগের হস্ত পদ বন্ধন করিয়া দেওয়া আবশ্যক বোধ করি না; যে হেতু সময়ের গতি ও সমাজের রুচি অনুসারে আপনা হইতেই সেরূপ ব্যবস্থা হইয়া উঠিবে—অথবা উঠিবেই কেন, কতকদূর উঠিয়াওছে।" ইহার পর ন্যায়রত্ন মহাশয় এই প্রস্তাব করিয়াছেন :—"বাঙ্গালা সাহিত্যের নিমিত্ত কোন নিয়ম নির্দ্ধারিত না হউক, ভূগোল, ইতিহাস, গণিত, পদার্থবিদ্যা, জ্যোতিষ, দর্শন, রসায়ন, উদ্ভিদবিদ্যা, চিকিৎসা-শাস্ত্র, যন্ত্রবিজ্ঞান প্রভৃতি ইংরাজি গ্রন্থে যে সকল বাচক, লাক্ষণিক বা পারিভাষিক শব্দ প্রযুক্ত আছে, বাঙ্গালা ভাষায় সেগুলিকে আনিয়া ব্যবহার করিবার জন্য একটী নিয়ম স্থাপন করা কর্ত্তব্য। আমাদের বিবেচনায় সংস্কৃত গ্রন্থে যতদূর পাওয়া যায়, তাহা অবিকল লইয়া এবং যাহা না পাওয়া যায়, সরল ও সুসঙ্গত ভাষায় সুবিজ্ঞ লোক-দিগের দ্বারা তাহা অনুবাদিত করিয়া একখানি অভিধান প্রস্তুত করা আবশ্যক।"

* * *

পণ্ডিতবর বিম্‌স সাহেবের প্রস্তাবপ্রসঙ্গে তৎকালের রহস্যসন্দর্ভ নামক সাময়িক পত্রে (রহস্যসন্দর্ভ, ১২৭৯ সাল) লিখিত হইয়াছিল :—"আমাদিগের ভাষায় পারিভাষিকাদি অতি কদর্য্যাবস্থায় আছে, এবং তদ্দ্বারা লেখক ও পাঠকদিগের চরণা ও পাঠব্যাঘাত অধিক পরিমাণে ঘটে। * * * পারিভাষিক সকলের এরূপ অনির্দ্দিষ্টাবস্থায় ছাত্রগণ কি প্রকারে পাঠ করিতে পারে? এতদ্ভিন্ন স্থানাদির নামের বানান যথাভিরুচিক্রমে করা হয়, এজন্য বানান নির্দ্ধারণ করা নিতান্ত প্রয়োজন হইতেছে। অতএব একটী সর্ব্বসাধারণগ্রাহ্য সভাদ্বারা বঙ্গভাষা সম্বন্ধীয় কতকগুলি সাধারণ নিয়ম ও পারিভাষিক ও বানান নির্দ্দেশের উপায় করা আবশ্যক হইয়াছে, এবং তাহা না করিলে ভাষার বিশেষ উন্নতি হইবার সম্ভাবনা নাই।"

* * *

মহামতি বীম্‌স সাহেবের প্রস্তাবপ্রসঙ্গে বঙ্গভাষানুরাগী মহোদয়গণ যাহা লিখিয়া গিয়াছেন, সম্প্রতি বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদ তৎসম্পাদনে অগ্রসর হইয়াছেন। পারিভাষিক শব্দের নির্দ্ধারণ এবং স্থানীয় নামগুলির একতাসাধন যে, অবশ্য কর্ত্তব্য, তদ্বিষয়ে মতদ্বৈধ নাই। সংস্কৃত ও ইংরেজী ভাষায় যাঁহাদের প্রবেশ আছে, বাঙ্গালা ভাষায় যাঁহাদের অনুরাগ আছে, সংক্ষেপে যাঁহারা স্বদেশীয় ভাষার উন্নতিসাধনে তৎপর রহিয়াছেন, পরিষদ তাঁহাদের

সাহায্য পাইলে নিরতিশয় উপকৃত হইবেন। অনেকেই বঙ্গভাষার সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি সাধনের জন্য একটি সভার প্রয়োজনীতার উপলব্ধি করিয়াছেন। বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদ বঙ্গভাষার উন্নতি সাধনের উদ্দেশ্যেই প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। যাঁহারা পরিষদের সদুদ্দেশ্যের সহায় হইবেন; তাঁহারা স্বদেশের সাহিত্য-সমাজে অক্ষয় কীর্ত্তির অধিকারী হইয়া উঠিবেন, সন্দেহ নাই।

* * *

পণ্ডিত রামগতি ন্যায়রত্নের দেহাত্যয় হওয়াতে বাঙ্গালা সাহিত্য অনেক পরিমাণে ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে। দ্রুতগতিতে যে সাহিত্যের পরিপুষ্টি ও উন্নতি হইতেছে, সেই সাহিত্যের একখানিও উৎকৃষ্ট ইতিহাস নাই। পণ্ডিত রামগতি ন্যায়রত্ন বাঙ্গালা ভাষা ও বাঙ্গালা সাহিত্যবিষয়ক প্রস্তাব লিখিয়া কিয়ৎ পরিমাণে এই অভাব মোচন করিয়াছেন। কোন কোন বিষয়ে ত্রুটি থাকিলেও বাঙ্গালা সাহিত্যবিষয়ক প্রস্তাবে গ্রন্থকারের গবেষণা ও লিপিক্ষমতার পরিচয় পাওয়া যায়। গ্রন্থকার স্বকীয় গ্রন্থের শেষ সংস্করণের উপসংহারে লিখিয়াছিলেন :—"যদি আমাদিগের জীবদ্দশায় এ পুস্তকের ভাগ্যে পুনঃসংস্করণ সঙ্ঘটিত হয়, তাহা হইলে তৎকালে আবার বাঞ্ছানুরূপ কার্য্যের কিছু না কিছু সংশোধন করিবার চেষ্টা করিব। এবার এই পর্য্যন্ত।" ইহাতে আশা ছিল যে, ন্যায়রত্ন মহাশয়ের গ্রন্থখানি ভবিষ্যতে পরিশোধিত ও পরিবর্দ্ধিত হইয়া বাঙ্গালা সাহিত্যের একখানি উৎকৃষ্ট ইতিহাসের মধ্যে পরিগণিত হইবে। কিন্তু এই আশা ফলবতী হইতে না হইতেই পণ্ডিত রামগতি ন্যায়রত্ন দুরন্ত কালের পরাক্রমে কর্ম্মক্ষেত্র হইতে অপসারিত হইয়াছেন।

* * *

১৮৪৮ অব্দে ডাক্তার কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিদ্যাকল্পদ্রুমের অষ্টম কাণ্ড প্রকাশিত হয়। এই কাণ্ডে ভূগোলবৃত্তান্ত ছিল। ডাক্তার কৃষ্ণমোহনের সঙ্কলিত কতকগুলি ভৌগোলিক পরিভাষা আধুনিক ভূগোলবৃত্তান্তে চলিতেছে; যেমন অন্তরীপ, অখাত, আগ্নেয় পর্ব্বত ইত্যাদি। এতদ্ব্যতীত ডাক্তার কৃষ্ণমোহনের গ্রন্থে কতকগুলি প্রাচীন পরিভাষা পরিদৃষ্ট হয়; যেমন Continent = দ্বীপ। Island = উপদ্বীপ। Peninsula = প্রায়দ্বীপ। Isthmus = সংযোগভূমি। Pass = শৈলবর্ত্ম। Tableland = প্রস্থ। Rood = সিন্ধুবর্ত্ম (সমুদ্রের যে অংশে জাহাজ নির্ভয়ে থাকিতে পারে)। Channal = স্রুতি। Source of river = নদীর নির্গম। Bed of river = নদীর তল। Red sea = লাল সমুদ্র। Black sea অসিত সাগর ইত্যাদি। তৎকালে এই ভূগোলবৃত্তান্ত ভূগোলসংক্রান্ত গ্রন্থের মধ্যে উৎকৃষ্ট ছিল। উদ্ধৃত অংশ পাঠে তখনকার ভূগোলের পরিচয় পাওয়া যাইবে :—"স্বাধীন তাতারের উত্তর সীমা এস্তাসংক্রান্ত রুসিয়া, পূর্ব্বসীমা বেলুর পর্ব্বত, দক্ষিণ সীমা হিন্দুকুশ এবং পারস দেশ, পশ্চিম সীমা কাস্পিয়ান্ সমুদ্র। স্বাধীন তাহার দুই প্রধান খণ্ডে বিভক্ত, যথা বোখারা এবং কোকান্। অপর খিবা, বাদাকশান্, তুরকিমান উষর ভূমি,

এবং কির্গেশদিগের দেশও স্বাধীন তাতারের অন্তঃপাতি। তথাকার প্রধান২ নগরের নাম বোখারা, সামার্কন্দ, বক, খিবা এবং কোকান্। তাহার মধ্যে বোখারাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, কেননা সেখানে যাবনিক বিদ্যার বিশেষ চর্চ্চা হইয়া থাকে এবং সেখানকার খাঁ উপাধিধারি অধ্যক্ষ অন্যান্য তাতার রাজদিগের অপেক্ষা অধিক পরাক্রমী ও মান্য। স্বাধীন তাহার এস্থা খণ্ডস্থ শৈলময় মহাপ্রস্থের এক অংশ, তন্নিমিত্ত তাহা অতিশয় উচ্চ, সেখানে ওক্সস এবং যাক্-সার্তিশ নামে দুই তরঙ্গিনী আছে। তাহারদের উভয়ই আরাল হ্রদে পতিত হয়।" এখনকার ভূগোলবিবরণ ইহা অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর প্রণালীতে লিখিত হইয়া থাকে। প্রায় ৫০ বৎসরের মধ্যে বাঙ্গালা ভূগোল, ভাষায় এবং বিষয়ের সন্নিবেশপ্রণালীতে যার পর নাই উন্নতি লাভ করিয়াছে।

* * *

এখন পাশ্চাত্য উপন্যাসের অনুকরণে বাঙ্গালা উপন্যাস সকল প্রণীত হইয়া থাকে। কিন্তু পাশ্চাত্য সমাজের আদর্শে কখন বঙ্গসমাজের চিত্র অঙ্কিত হইতে পারে না। বঙ্গসমাজ সাধারণতঃ শান্তিপ্রবণ। ইহাতে যেমন ধর্ম্মের প্রতি আদর এবং সাধুতার প্রতি শ্রদ্ধা আছে, সেইরূপ অসাধু ও অধর্ম্মভাবের প্রতি বিরক্তি আছে। কাব্য ও উপন্যাস অনেক সময়ে সমাজসংগঠনের সহায়তা করে। বঙ্গসমাজ প্রাচীন বাঙ্গালা কাব্যের আদর্শে সংগঠিত হইয়াছে। বঙ্গের জনসাধারণ যে, ইউরোপের জনসাধারণের ন্যায় দুর্দ্দান্ত ও কঠোরপ্রকৃতি হয় নাই, অমর কবি কৃত্তিবাস ও কাশীদাস তাহার কারণ। রামায়ণ ও মহাভারতের অমৃতময়ী নীতিকথা গৃহে গৃহে পঠিত না হইলে, বোধ হয়, বঙ্গসমাজের ধর্ম্মভাব উন্নত হইত না। যাঁহারা বাঙ্গালায় উপন্যাসরচনায় প্রসিদ্ধ হইয়াছেন, তাঁহারা স্বদেশীয় সমাজের উৎকর্ষ ও ধর্ম্মভাবের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া চরিত্রসৃষ্টি করিয়াছেন। সূর্য্যমুখীর পতিপ্রেম, শ্যামাদাসীর নিঃস্বার্থ প্রভুভক্তি, চিরকাল বঙ্গসমাজের মহত্বের পরিচয় দিবে, এবং চিরকাল বাঙ্গালীকে ধর্ম্মভাবে উন্নত করিয়া তুলিবে। কিন্তু অনেকে উপন্যাসরচনাকালে এই সকল আদর্শ ভুলিয়া গিয়া থাকেন। তাঁহারা অন্য কোন বিষয়ে দৃষ্টি না রাখিয়া, সর্ব্বপ্রকার পাশ্চাত্য-ভাব গুলিই আপনাদের গ্রন্থে নিবদ্ধ করেন। সম্প্রতি পাশ্চাত্য দেশের একজন সদাশয় সমালোচক আক্ষেপ করিয়া বলিয়াছেন যে, তাঁহাদের উপন্যাসগুলি ক্রমশঃ কুভাবের উদ্দীপক, কুরুচির পরিপোষক এবং কুবিষয়ে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিতেছে। এই সকল গ্রন্থপাঠে লোকেরও চরিত্রহানি ঘটিতেছে। যাঁহারা বাঙ্গালায় নিখুঁত পাশ্চাত্যভাবে উপন্যাস লিখিতেছেন, এবং অপকৃষ্ট ও কুভাবপূর্ণ পাশ্চাত্য উপন্যাসের অনুবাদ করিতেছেন, উল্লিখিত সমালোচক মহাশয়ের কথায় তাঁহাদের শিক্ষা হওয়া উচিত।

* * *

বৈশাখ মাসের সাধনায় "মারাঠী ও বাঙ্গালা" এই শিরোনামে একটি সুপাঠ্য প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে। পৌষ মাসের সাধনায় "মহারাষ্ট্রীয় ভাষা" নামে যে প্রবন্ধ প্রকাশিত

হয়, উপস্থিত প্রবন্ধ উহারই অনুবৃত্তিস্বরূপ। প্রবন্ধলেখক মহাশয় বলেন, মারাঠী ভাষায় পুং, স্ত্রী ও ক্লীব, এই তিন লিঙ্গ আছে। কিন্তু সকল সময়ে স্বাভাবিক নিয়মানুসারে লিঙ্গ নির্দ্ধারিত হয় না। দউত (দোয়াৎ) শব্দ, বাট (পথ) শব্দ স্ত্রীলিঙ্গ; বাস (গন্ধ) শব্দ পুংলিঙ্গ; মাঞ্জর (মার্জ্জার, বিড়াল) শব্দ ক্লীবলিঙ্গ। মনুষ্য শব্দ কখনও পুংলিঙ্গ, কখনও ক্লীবলিঙ্গ। নাম ও সর্ব্বনামের লিঙ্গ অনুসারে স্থলবিশেষে ক্রিয়াপদের রূপান্তর হয়; যেমন বক্তা স্ত্রীলোক হইলে "মী করিত্যে" (আমি করি) এবং পুরুষ হইলে "মী করিতো" এই রূপ প্রয়োগ হইয়া থাকে। এ সকল কর্ত্তৃবাচ্যের প্রয়োগ। কর্ম্মবাচ্যে ক্রিয়াপদের রূপান্তর কর্ত্তার লিঙ্গ অনুসারে না হইয়া, কর্ম্মপদের লিঙ্গ অনুসারে হয়; যেমন "মী কাম কেলে" "মী বাট পাহিলী (আমাকর্ত্তৃক কর্ম্ম কৃত হইয়াছে), (আমাকর্ত্তৃক পথ দৃষ্ট হইয়াছে)" এই দুই বাক্যের মধ্যে "কাম" শব্দ ক্লীবলিঙ্গ বলিয়া "কেলে" এই ক্রিয়াপদ একারান্ত এবং বাট শব্দ স্ত্রীলিঙ্গ বলিয়া "পাহিলী" এই ক্রিয়া পদ ঈকারান্ত হইল। বাঙ্গালায়, বহুবচনে ক্রিয়ার বিভক্তির রূপান্তর হয় না, কিন্তু মারাঠী ভাষায় হইয়া থাকে। এইরূপে লেখক মহাশয় ব্যাকরণ সম্বন্ধে মারাঠী ভাষার সহিত বাঙ্গালা ভাষার অন্যান্য প্রভেদও দেখাইয়াছেন। ব্যাকরণগত প্রভেদ নির্দ্দেশের পর উচ্চারণগত প্রভেদ প্রদর্শিত হইয়াছে। লেখক মহাশয়ের মতানুসারে বাঙ্গালা ভাষা মারাঠী অপেক্ষা অনেক পরিমাণে সুললিত ও পরিমার্জ্জিত। প্রবন্ধে কতকগুলি ইংরেজী শব্দের মারাঠী প্রতিশব্দ দেওয়া হইয়াছে, যেমন National Congress = রাষ্ট্রীয় সভা। National Anthem = রাষ্ট্রীয় স্তোত্র। Institution = সংস্থা। Proramme = অনুক্রমপত্র। Edition = আবৃত্তি। Convocation = পদবীদানসমারম্ভ। Local self-Government = স্থানিক স্বরাজ্য। Executive Commitee = ব্যবস্থাপকমণ্ডলী অথবা অন্তরঙ্গ সভা। President অধ্যক্ষ। Vice President = উপাধ্যক্ষ ইত্যাদি। প্রবন্ধ লেখক মহাশয় বলেন, "য়ুরোপে যেমন, ফরাসী, জর্ম্মান প্রভৃতি আধুনিক য়ুরোপীয় ভাষা শিক্ষা করা, কৃতবিদ্য মাত্রেরই অবশ্য কর্ত্তব্য বলিয়া বিবেচিত হয়, সেইরূপ হিন্দী, বাঙ্গালা, মারাঠী, গুজরাটী প্রভৃতির মধ্যে দুই একটি ভাষা আমাদের মধ্যে সকলেরই শিক্ষা করা কর্ত্তব্য।" আমরা ইহার অনুমোদন করি। ভারতবর্ষের বিভিন্ন ভাষায় ইংরেজীর যে সকল প্রতিশব্দ ও ও পরিভাষা আছে, তৎসমুদয়ের সহিত যথাসম্ভব সামঞ্জস্যরক্ষা করিয়া বাঙ্গালায় পরিভাষা নির্দ্ধারণ করিলে ভাল হয়। মারাঠী ভাষার লেখক মহাশয়দ্বয়ের নিকট আমাদের নিবেদন যে, তাঁহারা যদি পরিশ্রম স্বীকার পূর্ব্বক পর্য্যায়ক্রমে মারাঠী শব্দগুলির সংগ্রহ করেন, তাহা হইলে প্রকৃতপ্রস্তাবে সাহিত্যসমাজের উপকার হইতে পারে।

পরিশিষ্ট।

পরিষদের কার্য্যবিবরণ।

অষ্টম অধিবেশন।

৭ই মাঘ, রবিবার (২০শে জানুয়ারি)।

উপস্থিত সদস্য।

সভাপতি—মাননীয় শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র দত্ত সি, এস্; সি, আই, ই।

শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (সহকারী সভাপতি)
মাননীয় শ্রীযুক্ত গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়।
শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি।
" রজনীকান্ত গুপ্ত।
" মহারাজকুমার বিনয়কৃষ্ণ বাহাদুর।
" নন্দকৃষ্ণ বসু এম, এ; সি, এস্।
" কুঞ্জলাল রায়।
" গোপালচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।
" শরচ্চন্দ্র চৌধুরী।
" দুর্গাদাস লাহিড়ী।
" জগচ্চন্দ্র সেন।
" চন্দ্রনাথ তালুকদার।

শ্রীযুক্ত শিবনারায়ণ মুখোপাধ্যায়।
" ঈশানচন্দ্র বসু।
" ডাক্তার সূর্য্যকুমার সর্ব্বাধিকারী।
" হীরেন্দ্রনাথ দত্ত এম, এ, বি, এল।
" রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী এম্, এ।
" হরিমোহন মুখোপাধ্যায়।
" রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী এম্, এ, বি,এল।
" গোবিন্দলাল দত্ত।
" অমূল্যচরণ বসু।
" শ্রীশচন্দ্র বিশ্বাস।
" নরেন্দ্রনাথ মিত্র।
" দেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়।

পূর্ব্ব অধিবেশনের কার্য্যবিবরণ পঠিত ও অনুমোদিত হইলে পর নিম্নলিখিত বিষয়গুলি আলোচিত ও গৃহীত হইল।

১। নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ যথারীতি প্রস্তাব ও সমর্থনের পর সদস্য নির্ব্বাচিত হইলেন :—

শ্রীযুক্ত দামোদর মুখোপাধ্যায় বিদ্যানন্দ।
" মহেন্দ্রচন্দ্র মজুমদার।
" অঘোরনাথ ঘোষ।
" তারণচন্দ্র সেন।
" নয়নাঞ্জন ভট্টাচার্য্য।
" কুলদাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়।

শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।
" কুমার রামেশ্বর মালিয়া।
" রাজকৃষ্ণ রায় চৌধুরী।
" যোগেন্দ্রনারায়ণ রায়।
" গোবিন্দচন্দ্র দাস এম, এ, বি, এল।
" সারদাচরণ মিত্র এম্, এ, বি, এল্।

শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রচন্দ্র চক্রবর্ত্তী এম্, এ।
„ অশ্বিনীকুমার দাস বি, এ।
„ মাখনলাল সিংহ।
„ রাজেন্দ্রলাল মুখোপাধ্যায় এম্,এ,বি,এল্।
„ জ্ঞানেন্দ্রলাল রায় এম্, এ, বি, এল্।
„ ভবেন্দ্রনাথ দে বি, এ।
„ অমৃতকৃষ্ণ মল্লিক।
„ মন্মথচন্দ্র মল্লিক।
„ হেমচন্দ্র মল্লিক।

শ্রীযুক্ত প্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায়।
„ যোগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়।
„ যজ্ঞেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়।
„ রায় রোহিণীকুমার সেন গুপ্ত।
„ সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর সি, এস্।
„ জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর।
„ ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর।
„ বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর।
„ গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

২। সভ্য নির্ব্বাচনসম্বন্ধে শ্রীযুক্ত মথুরানাথ সিংহের পত্র পঠিত হইলে পর আলোচনায় স্থির হইল যে, পত্রপ্রেরক মহাশয়ের কথাগুলি পরিষদের অবধানযোগ্য, তবে সম্প্রতি সভ্য নির্ব্বাচনের যে নিয়ম আছে ও যে প্রণালীতে সভ্য নির্ব্বাচন কার্য্য চলিতেছে, তাহা অনেকাংশে তাঁহার অভিপ্রায়ের অনুযায়ী; সুতরাং সম্প্রতি ঐ নিয়ম পরিবর্ত্তনের প্রয়োজন নাই। পত্রপ্রেরক মহাশয়কে ধন্যবাদ দিয়া পরিষদের এই অভিপ্রায় জ্ঞাপন করা হইবে।

৩। পরিষদের বর্ত্তমান অবস্থায় সাহিত্যসমালোচনার ভার গ্রহণ কর্ত্তব্য কি না এ সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন ঘোষ, শ্রীযুক্ত রাজনারায়ণ বসু, শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত গুপ্ত ও শ্রীযুক্ত অবিনাশচন্দ্র দাস মহাশয়গণের পত্র পঠিত হইল। শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি ও অপর কতিপয় সভ্য সমালোচনার ভার গ্রহণের কর্ত্তব্যতা সমর্থন করিলেন। শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রভৃতি কতিপয় সভ্য মহোদয়, সম্প্রতি সমালোচনার প্রয়োজন নাই, অথবা সংক্ষিপ্ত সমালোচনাতেই ক্ষান্ত থাকা কর্ত্তব্য, এইরূপ অভিপ্রায় প্রকাশ করিলেন। সমালোচনা পত্রিকায় প্রকাশিত হইলে তাহার দায়িত্ব সমালোচককে অথবা সমগ্র পরিষদে আবদ্ধ থাকিবে কি না, সে তর্কও উপস্থিত হইল। বাঙ্গালায় প্রধান গ্রন্থকারগণের অধিকাংশই পরিষদের সভ্যশ্রেণীভুক্ত, এরূপ স্থলে যথারীতি প্রকৃত সমালোচনা হইবে কি না, তাহাও প্রসঙ্গক্রমে উঠিল। অবশেষে বাদানুবাদের পর স্থির হইল যে, সমালোচনা সম্বন্ধে নিম্নলিখিত নিয়ম পরিষদের আগামী অধিবেশনে বিবেচনার্থ উপস্থিত করা যাইবে, এবং ঐ নিয়মের প্রতিলিপি সভ্যগণের সম্যক্ বিবেচনার্থ আগামী অধিবেশনের বিজ্ঞাপনপত্রের সহিত সভ্যগণের নিকট প্রেরিত হইবে।

নিয়ম। কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতি সমালোচনার্থ গ্রন্থ প্রাপ্ত হইলে ও ঐ গ্রন্থ সমালোচনার উপযুক্ত বিবেচনা করিলে, ঐ সমিতির বা পরিষদের মধ্যে উপযুক্ত ব্যক্তির হস্তে সমালোচনার ভার দিতে পারিবেন।

কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতি ঐ সমালোচনা প্রাপ্ত হইলে ও উচিত বোধ করিলে সমালোচকের নাম দিয়া পরিষদপত্রিকায় প্রকাশ করিতে পারিবেন।

উক্ত নিয়মানুসারে যে যে গ্রন্থের বিস্তৃত সমালোচনা প্রকাশ হইবে, তদ্ভিন্ন অন্যান্য প্রাপ্ত গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত সমালোচনা বা উল্লেখ কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতি প্রকাশ করিতে পারিবেন।

সমালোচনার জন্য প্রাপ্ত হওয়া যায় নাই, এরূপ গ্রন্থ সম্বন্ধে কোন সভ্য বিস্তৃত সমালোচনা লিখিয়া পাঠাইলে তাহাও কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতি উপযুক্ত বোধ করিলে প্রবন্ধরূপে প্রকাশ করিতে পারিবেন।

৪। পরিষদের কতিপয় কর্ত্তব্য সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মহাশয়ের পত্র পঠিত হইলে পত্রপ্রেরকের অভিপ্রায় অনুমোদিত হইল এবং তদনুসারে সভ্যদিগের মধ্যে কেহ কেহ পরিষদের অধিবেশনে সাহিত্যবিষয়ক প্রবন্ধাদি যাহাতে পাঠ করেন, তজ্জন্য অনুরোধ করা হইল।

৫। শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী মহাশয়ের পত্র পঠিত হইল। পত্রপ্রেরক মহাশয় তৎকর্ত্তৃক পরিষদের পূর্ব্ব এক অধিবেশনে উত্থাপিত অন্যতর প্রস্তাবের কার্য্যে পরিণতি পক্ষে পথপ্রদর্শনে অভিলাষী হইয়া পাঁচ শত ও আড়াই শত টাকা পরিমাণের দুইটি পুরস্কার পরিষদের হাতে সমর্পণ করিতে চাহেন। অদ্বৈতবাদ এবং প্রাচীন ও নব্য ন্যায় এই উভয় বিষয়ে যিনি যিনি সর্ব্বোৎকৃষ্ট বাঙ্গালা গ্রন্থ লিখিবেন, পরিষদ তাঁহাদের দুই জনকে এই পুরস্কার দান করিবেন।

পরিষদ কৃতজ্ঞতা স্বীকারে ও ধন্যবাদের সহিত পত্রপ্রেরক মহাশয়ের প্রস্তাব গ্রহণ করিলেন। কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতি পত্রপ্রেরক মহাশয়ের সহিত পরামর্শ করিয়া পুরস্কার দানের নিয়ম করিবেন ও পরীক্ষক নিযুক্ত করিবেন, স্থিরীকৃত হইল।

৬। শ্রীযুক্ত কানাইলাল নাগের প্রেরিত বাক্‌শক্তি ও ভাষা শীর্ষক প্রবন্ধ উপস্থিত হইলে উহার পাঠ আবশ্যক বিবেচিত হইল না। পরে সভাপতি মহাশয়কে যথারীতি ধন্যবাদের পর সভা ভঙ্গ হইল।

শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, সম্পাদক। শ্রীরমেশচন্দ্র দত্ত, সভাপতি।

নবম অধিবেশন।

১৩ই ফাল্গুন, রবিবার (২৪শে ফেব্রুয়ারি)।

উপস্থিত সদস্য।

সভাপতি—মাননীয় শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র দত্ত সি, এস্; সি, আই, ই।

শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ এম্, এ।
„ মহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি।
„ মহারাজকুমার বিনয়কৃষ্ণ বাহাদুর।
শ্রীযুক্ত কুঞ্জলাল রায়।
„ দীননাথ গঙ্গোপাধ্যায়।
„ ললিতচন্দ্র মিত্র এম্, এ।

শ্রীযুক্ত হরিমোহন মুখোপাধ্যায়।
" রাজকৃষ্ণ রায়চৌধুরী।
" মাধবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।
" রজনীকান্ত গুপ্ত।
" গোপালচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।
" ঈশানচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।
" কুঞ্জবিহারী বসু বি, এ।
" গোঁসাই দাস গুপ্ত।
" মনোমোহন বসু।
" বীরেশ্বর পাঁড়ে।
" গোবিন্দলাল দত্ত।
" ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর বি, এ।
" চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়।

শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ মিত্র বি, এল্।
" হীরেন্দ্রনাথ দত্ত এম্, এ, বি, এল্।
" অমৃতকৃষ্ণ মল্লিক।
" ভবেন্দ্রলাল দে।
" চণ্ডীচরণ সেন।
" ডাক্তার রাখালচন্দ্র সেন।
" নন্দকৃষ্ণ বসু এম্, এ; সি, এস্।
" ক্ষেত্রপাল চক্রবর্ত্তী।
" শারদারঞ্জন রায় এম্, এ।
" হেমেন্দ্রনাথ সিংহ বি, এ।
" জ্ঞানেন্দ্রনাথ গুপ্ত সি, এস্।
" চন্দ্রনাথ তালুকদার।
" রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী এম্, এ।
" দেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়।

পূর্ব্ববর্ত্তী অধিবেশনের কার্য্যবিবরণ পঠিত ও পরিগৃহীত হইলে পর নিম্নলিখিত প্রস্তাব গুলি মীমাংসিত ও স্থিরীকৃত হইল।

১। যথারীতি প্রস্তাব ও সমর্থনের পর নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের সদস্যরূপে পরিগৃহীত হইলেন :—

শ্রীযুক্ত হরিসাধন মুখোপাধ্যায়।
" শরচ্চন্দ্র সরকার।
" শান্তশীল বন্দ্যোপাধ্যায় বি, এ।
" প্রমথনাথ চট্টোপাধ্যায় এম্,এ,বি,এল্।
" পণ্ডিত অনন্তবাপু শাস্ত্রী যোশী।
" গোপালকৃষ্ণ ঘোষ বি, এল্।
" রায় নৃসিংহচন্দ্র দত্ত বাহাদুর।
" কুমার প্রমথনাথ মালিয়া।
" রামদাস মৈত্র।

শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ শীল এম্, এ।
" অবিনাশচন্দ্র বসু এম্, এ।
" লালগোপাল চক্রবর্ত্তী এম্, এ।
" কালিদাস মল্লিক এম্, এ।
" প্যারীলাল হালদার এম্, এ।
" উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।
" সুরেশচন্দ্র সেন এম্, এ।
" আনন্দচন্দ্র মিত্র।

২। তাহার পর শ্রীযুক্ত চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় স্বর্গীয় ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের জীবনচরিতের কিয়দংশ পাঠ করিলেন। পঠিত প্রবন্ধে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বাল্যজীবন, বাল্যশিক্ষা, শিক্ষাসংস্কার, সমাজসংস্কার প্রভৃতি বিষয় বর্ণিত ছিল। প্রবন্ধ পাঠের পর সভা কর্ত্তৃক চণ্ডী বাবুকে ধন্যবাদ প্রদান করা হইল।

৩। শ্রীযুক্ত পণ্ডিত মহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি মহাশয়ের প্রস্তাব পঠিত হইল। মহেন্দ্র বাবু আকবর, আরঙ্গজেব্ ইত্যাদি নামের ভিন্ন ভিন্ন পাঠ সম্বন্ধে সামঞ্জস্য রক্ষার নিমিত্ত

চেষ্টা করিতে পরিষদকে অনুরোধ করেন। তদ্ভিন্ন বুদ্ধদেবের জন্ম ও মৃত্যু বিষয়ে ভিন্ন ভিন্ন ঐতিহাসিক যে, ভিন্ন ভিন্ন কাল নিরূপণ করিয়াছেন, তাহারও একটা মীমাংসা করিয়া দিতে বলেন। এই প্রস্তাব সম্বন্ধে অনেক আলোচনা হইল। সভাপতি মহাশয় বলিলেন,—"ইতিহাসোল্লিখিত নামের সাদৃশ্য রক্ষার নিমিত্ত কিছু কাল পূর্ব্বে ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল মিত্র মহাশয় আরবী ও পারসী শব্দের সহিত একতা রক্ষা করিয়া যে তালিকা প্রস্তুত করিয়াছিলেন, সেই তালিকা সংগ্রহ করিয়া পরিষদ-পত্রিকায় মুদ্রিত হউক। এই সকল নামের প্রকৃত উচ্চারণ বা প্রকৃত বর্ণবিন্যাস জানিতে হইলে মূল গ্রন্থের আলোচনা করা উচিত। কিন্তু তাহা যখন করিবার আপাততঃ সুবিধা নাই, তখন রাজেন্দ্রলাল মিত্র মহাশয়ের তালিকা প্রকাশ করাই আমাদিগের পক্ষে কর্ত্তব্য হইতেছে।" বুদ্ধদেবের কাল নিরূপণ বিষয় বিদ্যানিধি মহাশয় বলিলেন,—"বুদ্ধের সম্বন্ধে ললিতবিস্তরই সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন ও প্রামাণ্য গ্রন্থ। অতএব ললিতবিস্তর অনুসারেই এই বিষয় মীমাংসিত হওয়া উচিত।" ইহার উত্তরে সভাপতি মহাশয় বলিলেন,—"সিংহল দেশে পালী ভাষায় লিখিত এমন অনেক বৌদ্ধ গ্রন্থ আছে, যাহা ললিতবিস্তর অপেক্ষা প্রাচীনতর। অতএব এই বিষয়ে মতামত প্রকাশ করিবার পূর্ব্বে আমাদিগের বিশেষরূপ আলোচনা করা উচিত।" শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয় প্রস্তাব করেন যে, রাজেন্দ্রলাল মিত্রের তালিকা বিবেচনা করিয়া প্রকাশ করিবার জন্য কয়েক জন ইতিহাসজ্ঞ ও তৎসঙ্গে বিদ্যানিধি মহাশয়কে লইয়া একটি সমিতি গঠিত করা হউক। আর বিদ্যানিধি মহাশয়কে এই বিষয়ে একটী তালিকা প্রদান করিবার নিমিত্ত অনুরোধ করা হউক।

৪। কচ্ছ হইতে এক ব্যক্তি জয়দেব সম্বন্ধে কতকগুলি বিষয় জানিবার নিমিত্ত সভাপতি মহাশয়কে যে পত্র লিখিয়াছিলেন, সভাপতি মহাশয় সেই পত্রখানির কিয়দংশ পাঠ করিয়া বলিলেন,—"এই বিষয়ে সাহিত্য-পরিষদ হইতে পত্রলেখককে সাহায্য করা উচিত।" তৎপরে স্থির করা হইল যে, জয়দেবের বিষয়ে বাঙ্গালায় যে সকল গ্রন্থ বা প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে, সেই সকল একত্র সংগৃহীত করিয়া তাহা হইতে জ্ঞাতব্য বিষয় সকল তাঁহার নিকট প্রেরণ করা হউক; এবং এই কার্য্যের ভার শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মহাশয়ের প্রতি অর্পিত হউক।

৫। তাহার পর সমালোচনাবিষয়ে পরিবর্ত্তিত নিয়মটী গ্রহণ করিবার কথা উঠিলে অনেক আলোচনা হইল। এই বিষয়ের আবশ্যকতা ও অনাবশ্যকতা সম্বন্ধে অনেক সভ্যই আপন আপন মনোভাব ব্যক্ত করিলেন। অবশেষে বহু আলোচনার পর সমালোচনা সম্বন্ধে এই নিয়মটী পরিগৃহীত হইল। নিয়মটী এই ঃ—পত্রিকাসম্পাদক সমালোচনার্থ গ্রন্থ প্রাপ্ত হইলে, স্বয়ং সমালোচনা করিবেন, অথবা পরিষদের অন্য সদস্য দ্বারা সমালোচনা করাইয়া লেখকের নামে তাহা পত্রিকায় প্রকাশ করিতে পারিবেন। অন্য প্রাপ্ত গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত সমালোচনা বা উল্লেখ, সম্পাদক পত্রিকায় প্রকাশ করিতে পারিবেন, সমালোচনার

জন্য প্রাপ্ত হওয়া যায় নাই, এরূপ গ্রন্থ সম্বন্ধে কোন লেখক বিস্তীর্ণ সমালোচনা লিখিয়া পাঠাইলে তাহাও প্রবন্ধরূপে প্রকাশ করিতে পারিবেন।

৬। তৎপরে শ্রীযুক্ত চন্দ্রনাথ তালুকদার মহাশয়কে বেতনভোগী সহকারী সম্পাদক নিয়োগের কথা উঠিলে সে বিষয় বিবেচনার ভার কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতির প্রতি অর্পিত হইল।

সময়াভাব বশতঃ আর কতকগুলি বিষয় অমীমাংসিত রাখিয়া সভা ভঙ্গ করিতে হইল। সভাভঙ্গের পূর্ব্বে সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ প্রদান করা হইল।

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়,　　শ্রীরমেশচন্দ্র দত্ত,
সম্পাদক।　　সভাপতি।

বাৎসরিক অধিবেশন।

গত ২৪শে ও ২৫শে চৈত্র শনিবার ও রবিবার অপরাহ্নে বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের প্রথম বাৎসরিক অধিবেশন হয়। প্রথম দিবসের অধিবেশনে নিম্নলিখিত সভ্যগণ উপস্থিত ছিলেন।

সভাপতি—মাননীয় শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র দত্ত সি, এস্; সি, আই, ই।

শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (সহকারী সভাপতি)
" কুঞ্জলাল রায়।
" মহারাজকুমার বিনয়কৃষ্ণ বাহাদুর।
" চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়।
" গোসাই দাস গুপ্ত।
" যজ্ঞেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়।
" রজনীকান্ত গুপ্ত।
" রাজেন্দ্রনাথ শাস্ত্রী এম, এ।
" শরচ্চন্দ্র সরকার।
" ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর।
" বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর।
" গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর।
" শারদারঞ্জন রায় এম্, এ।
" রাজকৃষ্ণ রায় চৌধুরী।
" উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র সেন এম্, এ।
" ক্ষীরোদপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য এম্, এ।
" মনোমোহন বসু।
" ডাক্তার রাখালচন্দ্র সেন।
" হীরেন্দ্রনাথ দত্ত এম্, এ, বি এল্।
" নরেন্দ্রনাথ মিত্র বি, এল্।
" অমৃতকৃষ্ণ মল্লিক।
" শিবাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য বি, এল্।
" মহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি।
" দীননাথ গঙ্গোপাধ্যায়।
" বরদাচরণ মিত্র বি, এল্।
" বীরেশ্বর পাঁড়ে।
" নন্দকৃষ্ণ বসু এম্, এ; সি, এস্।
" মতিলাল হালদার বি, এল্।
" তারাকুমার কবিরত্ন।

তাহার পর পূর্ব্ববর্ত্তী অধিবেশনের কার্য্যবিবরণ পঠিত ও কোন কোন অংশ পরিবর্ত্তিত

হইয়া গৃহীত হইলে পর নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের সভ্য-শ্রেণীভুক্ত হইলেন :—

শ্রীযুক্ত মাখনলাল ভট্টাচার্য্য এম্, এ।
" অমৃতলাল মিত্র।
" ক্ষীরোদচন্দ্র রায় চৌধুরী এম্, এ।
" বরদাকান্ত চক্রবর্ত্তী।
" কেদারনাথ বসু বি, এ।
" চন্দ্রনাথ তালুকদার।
" কুমুদিনীকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায় এম্, এ।
" রাজা রাজরাজেশ্বরী প্রসাদ সিংহ বাহাদুর।
শ্রীযুক্ত হারাণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এম্, এ।
" রাও কাশীনাথ বালকৃষ্ণ মরাঠে।
" জ্ঞানেন্দ্রলাল দে এম্, এ।
" হৃদয়রঞ্জন খাঁ এম্, এ।
" মন্মথনাথ মুস্তফি বি, এ।
" মতিলাল দত্ত।
" দ্বিজেন্দ্রচরণ গুপ্ত।
" প্রতুলচন্দ্র বসু।
" পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী এম্, এ।

তৎপরে সম্পাদক কর্ত্তৃক বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের প্রথম বার্ষিক বিবরণী পঠিত হইল। প্রথম বার্ষিক বিবরণী এই :—

সূচনা।

কিঞ্চিদূন দুই বৎসর পূর্ব্বে, অর্থাৎ ১৮৯৩ অব্দের জুলাই মাসের ২৩শে তারিখে কলিকাতা শোভাবাজারে রাজা নবকৃষ্ণের ষ্ট্রীটে শ্রীযুক্ত মহারাজকুমার বিনয়কৃষ্ণ বাহাদুরের ২।২ নম্বর ভবনে বেঙ্গল একাডেমি অব্ লিটারেচার নামে একটী সভা স্থাপিত হয়। একদিকে ইংরাজি সাহিত্যের এবং অন্য দিকে সংস্কৃত সাহিত্যের সাহায্য অবলম্বন পূর্ব্বক বাঙ্গালা সাহিত্যের উন্নতি ও বিস্তার সাধন, সেই সভার উদ্দেশ্য ছিল। প্রথমতঃ প্রতি রবিবার একাডেমি অব্ লিটারেচারের অধিবেশন হইত। তাহার পর পনর দিবস অন্তর সেই সভার অধিবেশন হইতে লাগিল। সেই সভার কার্য্যবিবরণাদি ইংরাজি ভাষাতে লিপিবদ্ধ হইত, এবং দি বেঙ্গল একাডেমি অব্ লিটারেচার নামক মাসিক পত্রিকাখানির অধিকাংশ ইংরাজিতেই লিখিত হইত। একাডেমি অব্ লিটারেচারের কার্য্যকলাপে এইরূপ ইংরাজি বহুলতা দেখিয়া কতিপয় সভ্য আপত্তি করেন, এবং জাতীয়-সাহিত্যানুরাগী কোন কোন ব্যক্তি প্রতিবাদও করিতে থাকেন। একাডেমি অব্ লিটারেচার এই নাম সম্বন্ধেও অনেক আপত্তি-সূচক কথা উপস্থিত হয়। এই হেতু শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র বটব্যাল এম, এ ; সি, এস্ মহাশয়ের প্রস্তাবানুসারে একাডেমি অব্ লিটারেচারের প্রতিশব্দ স্বরূপ বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ নাম পরিগৃহীত হয়। তন্নিমিত্ত সভার পত্রিকাখানি দি বেঙ্গল একাডেমি অব্ লিটারেচার ও বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ, এই উভয় আখ্যায় আখ্যাত হইয়া বাহির হইতে থাকে। ফল কথা, ইংরাজি-বহুলতার নিমিত্ত আপত্তি দিন দিন বৃদ্ধি হওয়ায় এবং দেশীয় ভাবে দেশীয় সাহিত্যালোচনার আবশ্যকতা ক্রমশঃ বুঝিতে পারায়, বেঙ্গল একাডেমি অব্ লিটারেচারকে পুনর্গঠিত করিয়া নূতন ভিত্তির উপর স্থাপিত করিতে অনেকে ইচ্ছুক হইয়া উঠেন। এই স্থলে উল্লেখ করা আবশ্যক যে, মিষ্টার এল্ লিওটার্ড

ও শ্রীযুক্ত ক্ষেত্রপাল চক্রবর্ত্তী বেঙ্গল একাডেমি অব্ লিটারেচার স্থাপিত করিয়া বাঙ্গালা সাহিত্যের উন্নতি পক্ষে একটি সুমহৎ উদ্যোগের সূচনা করেন। এই নিমিত্ত এই দুই জনের নিকট আমাদিগের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা উচিত বলিয়া মনে করি।

যাহা হউক, পূর্ব্বোক্ত সভ্যগণ পূর্ব্বোক্ত স্থানে ১৩০১ সালের ১৭ই বৈশাখ রবিবার অপরাহ্নে পূর্ব্বোল্লিখিত বেঙ্গল একাডেমি অব্ লিটারেচার বর্ত্তমান ভিত্তির উপর পুনর্গঠিত করিয়া বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ নামে অভিহিত করেন। শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র দাস সি, আই, ই, শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, এম, এ, বি, এল, এবং শ্রীযুক্ত মহারাজকুমার বিনয়কৃষ্ণ বাহাদুর এই পুনর্গঠন কার্য্যে বিশিষ্টরূপ সাহায্য করায় পরিষদ তাঁহাদিগের নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছেন। ফলতঃ ঐ ১৭ই বৈশাখের অধিবেশনকেই বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের প্রথম অধিবেশন বলিতে হইবে। পরিষদ মাননীয় শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র দত্ত সি, আই, ই মহাশয়কে সভাপতি, শ্রীযুক্ত নবীনচন্দ্র সেন ও শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়দিগকে সহকারী সভাপতি এবং শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ও মিষ্টার্ এল্ লিওটার্ডকে সম্পাদকপদে নিযুক্ত করেন।

পরিষদ-সংগঠন।

পরিষদ দ্বিতীয় অধিবেশনে শ্রীযুক্ত মহারাজকুমার বিনয়কৃষ্ণ বাহাদুর, শ্রীযুক্ত ক্ষেত্রপাল চক্রবর্ত্তী, শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত গুপ্ত, শ্রীযুক্ত চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত এম, এ, বি, এল, এবং শ্রীযুক্ত মনোমোহন বসু, এই ছয় জনকে লইয়া কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতি গঠিত করেন। এতদ্ভিন্ন সভাপতি, সহকারী সভাপতিদ্বয় এবং সম্পাদকদ্বয়কেও কার্য্যনির্ব্বাহক সভার অতিরিক্ত সভ্যরূপে পরিগণিত করিয়া লয়েন। কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতি মিষ্টার্ এল্ লিওটার্ডকে ধনরক্ষক, শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত গুপ্তকে পরিষদের পত্রিকা-সম্পাদক, শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়কে পত্রিকার সহকারী সম্পাদক, এবং শ্রীযুক্ত চন্দ্রনাথ তালুকদারকে গ্রন্থরক্ষক-পদে নিযুক্ত করেন। তদ্ভিন্ন গ্রন্থরক্ষক, ধনরক্ষক, সম্পাদক, ও পত্রিকা-সম্পাদকের কর্ত্তব্য কার্য্য নির্দ্ধারিত করিয়া দেন, এবং বিল সংগ্রহকার নিযুক্ত করিয়া সভ্যদিগের নিকট চাঁদা আদায়ের ব্যবস্থা করেন। ফলতঃ পরিষদের সমস্ত কার্য্য সুচারুরূপে সম্পন্ন করিবার জন্য কার্য্যনির্ব্বাহক সভা কিছুমাত্র ত্রুটি করেন নাই। অল্পদিন হইল, শ্রীযুক্ত ক্ষেত্রপাল চক্রবর্ত্তী মহাশয় কার্য্যনির্ব্বাহক সভার সংস্রব ত্যাগ করিয়াছেন। তাঁহার স্থানে আজিও কোন ব্যক্তিকে গ্রহণ করা হয় নাই।

কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতি।

পরিষদের তৃতীয় অধিবেশনে শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত গুপ্ত পরিভাষাসম্বন্ধে যে প্রস্তাব উত্থাপিত করেন, তদনুসারে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ বিজ্ঞান, ভূগোল, গণিত প্রভৃতি বিষয়ের পারিভাষিক শব্দ প্রণয়ন করিবার নিমিত্ত শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্য বি, এল, শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত গুপ্ত, মাননীয় শ্রীযুক্ত গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এম, এ, ডি, এল্, শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রচন্দ্র শাস্ত্রী এম, এ, শ্রীযুক্ত শারদারঞ্জন রায় এম, এ, এবং শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী এম, এ, এই সাত জনকে

পারিভাষিক সমিতি।

লইয়া একটি পারিভাষিক সমিতি সংগঠিত করেন। শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্য পারিভাষিক সমিতির সভাপতি, এবং শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় সম্পাদক নিযুক্ত হয়েন। পারিভাষিক সমিতি আপাততঃ ভৌগোলিক পরিভাষা প্রণয়নে হস্তক্ষেপ করিয়াছেন।

এই পর্য্যন্ত পরিষদের নয়টি অধিবেশন হইয়াছে। মাসিক অধিবেশন ভিন্ন কোন বিশেষ অধিবেশন হয় নাই। প্রথমতঃ কয়েক মাস ইংরাজি মাস ধরিয়া প্রতি মাসের শেষ বা তৎপূর্ব্ববর্ত্তী রবিবারে পরিষদের অধিবেশন হইত। বিগত কার্ত্তিক মাস হইতে বাঙ্গালা মাস ধরিয়া অধিবেশন হইয়া আসিতেছে। পরিষদের প্রতি অধিবেশনেই আলোচনার নিমিত্ত দুই তিনটি করিয়া নূতন প্রস্তাব উপস্থিত হইয়াছে, কোন অধিবেশনেই উপস্থিত সভ্য সংখ্যা চৌত্রিশ জনের অধিক, এবং আঠার জনের কম হয় নাই।

পরিষদের অধিবেশন।

এই পর্য্যন্ত কার্য্যনির্ব্বাহক সভার পনরটি অধিবেশন হইয়াছে। কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতির অধিবেশনে উপস্থিত সভ্য সংখ্যা আট জনের অধিক, এবং পাঁচজনের কম হয় নাই। কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতি প্রতি অধিবেশনের কর্ত্তব্য কার্য্যগুলি যত্নসহকারে সম্পাদিত করিয়াছেন। পরিষদ যে প্রস্তাব মীমাংসার ভার কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতির প্রতি অর্পণ করিয়াছেন, কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতি অবিলম্বে অধিবেশন আহূত করিয়া তাহা মীমাংসা করিতে সচেষ্ট হইয়াছেন।

কার্য্যনির্ব্বাহক সভার অধিবেশন।

এই পর্য্যন্ত পারিভাষিক সমিতির তিনটি বই অধিবেশন হয় নাই। সমিতির সভাপতি তিনটি অধিবেশনের ভিতর একটিতে উপস্থিত থাকিতে পারেন নাই। ইহার তিনটি অধিবেশনেই ভৌগোলিক পরিভাষার আলোচনা হইয়াছে।

পরিভাষিক সমিতির অধিবেশন।

এই পর্য্যন্ত পরিষদের পত্রিকা তিন সংখ্যা প্রকাশিত হইয়াছে। উহা প্রতি তিন মাসে প্রকাশিত হইয়া থাকে। পরিষদ-পত্রিকার প্রথম সংখ্যা শ্রাবণ মাসে, দ্বিতীয় সংখ্যা কার্ত্তিক মাসে, এবং তৃতীয় সংখ্যা মাঘ মাসে বাহির হইয়াছে। পত্রিকা রয়েল ফর্ম্মার আট পৃষ্ঠাকারে প্রকাশিত হয়। পত্রিকার কলেবর প্রথম সংখ্যায় আট ফর্ম্মা; এবং দ্বিতীয় ও তৃতীয় সংখ্যায় সাড়ে নয় ফর্ম্মা হইয়াছে। পত্রিকার প্রত্যেক সংখ্যাতেই প্রবন্ধ ভিন্ন পরিষদের কার্য্যবিবরণ ও সভ্যের তালিকা প্রকাশিত হইয়াছে। পত্রিকাকে আরও বর্দ্ধিত-কলেবরে প্রকাশ করিতে পরিষদের একান্ত ইচ্ছা আছে।

পরিষদ-পত্রিকা।

পরিষদের চতুর্থ অধিবেশনে শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত এম, এ, বি, এল, ও শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত গুপ্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চতর পরীক্ষায় বাঙ্গালাপ্রচলনের উদ্যোগার্থ দুইটি প্রস্তাব করেন। প্রথম প্রস্তাবটির উদ্দেশ্য,—প্রবেশিকা পরীক্ষা পর্য্যন্ত সাহিত্য ব্যতীত ভূগোল ও গণিতাদি বিষয় বাঙ্গালা ভাষায় শিক্ষা দেওয়া হউক। শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত গুপ্তের প্রস্তাবটির উদ্দেশ্য—

বিশ্ববিদ্যালয়ে বাঙ্গালা প্রচলনের উদ্যোগ।

এল্, এ, ও বি, এ, পরীক্ষার সংস্কৃত ভাষালোচনার সহিত বাঙ্গালা ভাষালোচনারও ব্যবস্থা থাকুক। পরিষদ এই বিষয় আলোচনার ভার মাননীয় শ্রীযুক্ত গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এম, এ, ডি, এল, শ্রীযুক্ত নন্দকৃষ্ণ বসু এম, এ; সি, এস্, শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত গুপ্ত, শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত এম, এ, বি এল, এবং শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, এই পাঁচ জনের প্রতি অর্পণ করিয়াছেন। তাঁহারা অনুকূল ও প্রতিকূল পক্ষ আলোচনা করিয়া, কি উপায়ে প্রস্তাব দুইটি কার্য্যে পরিণত হইতে পারে, তাহা নির্দ্দেশ করিলে পরিষদ এই বিষয়ে যথাকর্ত্তব্য সম্পাদন করিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছেন। আনন্দের বিষয় যে, তাঁহারা প্রস্তাব দুইটি সম্বন্ধে ইতিমধ্যে দেশের সুশিক্ষিত ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদিগের মতামত সংগ্রহ করিয়াছেন। মাননীয় শ্রীযুক্ত গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় এই কার্য্যে যেরূপ উৎসাহ ও অনুরাগ দেখাইতেছেন, তন্নিমিত্ত পরিষদ তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞ না হইয়া থাকিতে পারেন না। ফলতঃ তিনি পরিষদকে যেরূপ অনুরাগচক্ষে দেখিয়া থাকেন, ইহার উন্নতির জন্য যেরূপ যত্ন প্রকাশ করেন, তজ্জন্য পরিষদ তাঁহাকে ধন্যবাদ প্রদান করিতেছেন।

যতীন্দ্রনাথ-পুরস্কার।

পরিষদের অষ্টম অধিবেশনে অন্যতম সভ্য শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী এম, এ, বি, এল, বাঙ্গালা ভাষার উন্নতিকল্পে অদ্বৈতবাদ সম্বন্ধে উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ-লেখককে পাঁচ শত টাকা, এবং প্রাচীন ও নব্য ন্যায় বিষয়ে প্রবন্ধ-লেখককে আড়াই শত টাকা পুরস্কার দানে কৃতসঙ্কল্প হইয়া এই বিষয়ে কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণের ভার পরিষদের হস্তে সমর্পণ করিয়াছেন। পরিষদ পুরস্কার-দাতাকে ধন্যবাদ প্রদান পূর্ব্বক অতীব আনন্দের সহিত এই ভার গ্রহণ করিয়া প্রবন্ধনির্ব্বাচনের নিমিত্ত পরীক্ষক নিয়োগাদি কার্য্য সকল সম্পন্ন করিতেছেন। দাতার নামানুসারে এই পুরস্কার যতীন্দ্রনাথ-পুরস্কার নামে অভিহিত করা হইয়াছে।

কৃত্তিবাসী রামায়ণ।

বাঙ্গালার অক্ষয়-কীর্ত্তি কবি কৃত্তিবাস-প্রণীত রামায়ণের একটি বিশুদ্ধ সংস্করণ-প্রকাশে পরিষদ কৃতসঙ্কল্প হইয়াছেন। এই কারণ পরিষদ নানা স্থান হইতে নানা উপায়ে রামায়ণের পুঁথি ও প্রাচীন মুদ্রিত পুস্তক সকল সংগ্রহ করিতেছেন। বিভিন্ন সময়ের লিখিত অনেকগুলি পুঁথিও সংগৃহীত হইয়াছে,—কিন্তু আশানুরূপ সংগৃহীত হয় নাই। পুঁথি আশানুরূপ সংগৃহীত হইলে পরিষদ রামায়ণ প্রকাশ করিতে প্রবৃত্ত হইবেন। শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত এম, এ, বি, এল, কৃত্তিবাসী রামায়ণ প্রকাশে পরিশ্রম করায় পরিষদ তাঁহাকে ধন্যবাদ প্রদান করিতেছেন।

পুঁথি-সংগ্রহ।

পরিষদের পঞ্চম অধিবেশনে শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী এম, এ, বি, এল, ও শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত গুপ্ত যে সকল সারগর্ভ প্রাচীন বাঙ্গালা পুঁথি বা পাণ্ডুলিপি কীটদষ্ট হইয়া নষ্ট হইতেছে, সেই সকল সংগৃহীত করিয়া রক্ষা করা এবং সুবিধা মত প্রকাশিত করা পরিষদের পক্ষে একান্ত আবশ্যক বিবেচনায় প্রস্তাব উপস্থিত করেন। এসিয়াটিক সোসাইটি নামক সভা যেমন বহুসংখ্যক বিলুপ্তপ্রায় সংস্কৃত

পাণ্ডুলিপির উদ্ধার করিয়া সংস্কৃত সাহিত্যের কল্যাণ সাধন করিতেছেন, পরিষদও সেইরূপ বাঙ্গালার বিলুপ্তপ্রায় পুঁথি বা পাণ্ডুলিপির উদ্ধার করিয়া বাঙ্গালা সাহিত্যের পরিপুষ্টি সাধন করেন, ইহাই প্রস্তাবকদিগের অভিপ্রায়। পরিষদ তাঁহাদিগের অভিপ্রায়কে সর্ব্বাংশে হিতকর বিবেচনা করিয়া পুঁথি সংগ্রহ-কার্য্যে উপযুক্ত লোক-নিয়োগে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছেন।

পুস্তকালয়।

পরিষদের চতুর্থ অধিবেশনে শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী এম, এ, একটি বিস্তৃত পুস্তকালয় স্থাপনার্থ একটি প্রস্তাব উপস্থিত করেন। পরিষদে দিন দিন যেরূপ শিক্ষিত লোকসমূহের সমাগম হইতেছে, এবং পরিষদ বাঙ্গালার শিক্ষিত সমাজের উপর ক্রমশঃ যেরূপ শক্তি বিস্তার করিতেছেন, তাহাতে পরিষদের একটি পুস্তকালয় হওয়া একান্ত আবশ্যক, এই কথা প্রস্তাবকর্ত্তা বিশেষভাবে উল্লেখ করেন। পরিষদ যুক্তিযুক্ত বিবেচনা করিয়া, তাঁহার প্রস্তাব কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য সচেষ্ট হইয়াছেন, এবং পরিষদের যে সকল সভ্য গ্রন্থকার আছেন, আপাততঃ তাঁহাদিগের নিকট হইতে পুস্তক উপহার-স্বরূপ প্রাপ্ত হইয়া পুস্তকালয়ের কার্য্য আরম্ভ করিয়াছেন। গ্রন্থকার ভিন্ন পরিষদের কোন কোন সদাশয় সভ্যও কতকগুলি পুস্তক প্রদান করিয়াছেন। আর্থিক অবস্থা কথঞ্চিৎ স্বচ্ছল হইলেই পরিষদ পুস্তকালয় সম্বন্ধে বিশেষভাবে মনোযোগ প্রদান করিবেন।

সভাপতি।

সভাপতি মহাশয় একটি ভিন্ন পরিষদের সকল অধিবেশনেই উপস্থিত ছিলেন। উচ্চতর রাজপদে নিযুক্ত থাকিয়া এবং বহুকার্য্যভার গ্রহণ করিয়াও পরিষদের কল্যাণের নিমিত্ত যখন যাহা আবশ্যক হইয়াছে, তিনি তৎক্ষণাৎ তাহা সমাধা করিয়া দিয়াছেন। অধিক কি,—পরিষদের প্রসার যে এত অল্প সময়ের ভিতর এতদূর হইয়াছে, সভাপতি মহাশয়ের আন্তরিক অনুরাগই তাহার প্রধান কারণ।

সহকারী সভাপতি।

সহকারী সভাপতিদ্বয়ও পরিষদের উন্নতির নিমিত্ত যথাসম্ভব চেষ্টা করিয়াছেন। অধিবেশনে উপস্থিতি ভিন্ন সৎপরামর্শ দান ও পত্রিকার নিমিত্ত প্রবন্ধ রচনা করিয়া তাঁহারা পরিষদকে উপকৃত করিয়াছেন।

সম্পাদক।

প্রথমে শ্রীযুক্ত এল্ লিওটার্ড এবং শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় পরিষদের সম্পাদক পদে নিয়োজিত ছিলেন। শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় পরিষদের সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতিসাধনে যার পর নাই পরিশ্রম ও যত্ন করিয়াছেন। তাঁহার যত্নে পরিষদের উন্নতির সূত্রপাত হইয়াছে। এজন্য পরিষদ তাঁহার প্রতি যথোচিত কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছেন। ষষ্ঠ অধিবেশনে মিষ্টার্ এল্ লিওটার্ড সম্পাদকের ও ধনরক্ষকের পদ পরিত্যাগ করিলে শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী এম, এ, মহাশয়কে তাঁহার পদে অন্যতর সম্পাদকরূপে নিযুক্ত করা হয়। তিনি সম্পাদকের কার্য্য ভিন্ন পত্রিকার নিমিত্ত প্রবন্ধ রচনা করিয়াও পরিষদকে উপকৃত করিয়াছেন।

পত্রিকা-সম্পাদক শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত গুপ্ত যাহাতে পত্রিকায় উৎকৃষ্ট ও সারগর্ভ প্রবন্ধ

সকল প্রকাশিত হয়, পত্রিকার গৌরব রক্ষিত হয়, এবং পত্রিকা যথাসময়ে প্রকাশিত হয়, তন্নিমিত্ত আপনার স্বার্থ পরিত্যাগ করিয়াও, প্রভূত পরিশ্রম করিয়াছেন। ফলতঃ পরিষদ তন্নিমিত্ত তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞতা-সূত্রে নিবদ্ধ আছেন।

পত্রিকা-সম্পাদক।

মিষ্টার্ এল্ লিওটার্ড ধনরক্ষকের পদ পরিত্যাগ করিলে শ্রীযুক্ত চন্দ্রনাথ তালুকদারকে ঐ পদে নিযুক্ত করা হয়। তিনি চাঁদা আদায়, হিসাব রক্ষা, এবং কার্য্য-নির্ব্বাহক সমিতির নিকট তিন মাস অন্তর হিসাব দেওয়া প্রভৃতি কার্য্য নিয়মিতরূপে সম্পন্ন করিয়াছেন।

ধনরক্ষক।

শ্রীযুক্ত চন্দ্রনাথ তালুকদার গ্রন্থরক্ষকের কার্য্যও অতীব সুশৃঙ্খলাসহকারে নির্ব্বাহিত করিয়াছেন। অধিক কি, তিনি ধনরক্ষক ও গ্রন্থরক্ষকের পদে নিযুক্ত থাকিয়া পরিষদের উন্নতির নিমিত্ত যেরূপ নিঃস্বার্থভাবে ও অকপট-হৃদয়ে পরিশ্রম করিয়াছেন, তন্নিমিত্ত বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞ থাকিবেন।

গ্রন্থরক্ষক।

পরিষদের সপ্তম অধিবেশনে শ্রীযুক্ত শারদারঞ্জন রায় এম, এ, এবং শ্রীযুক্ত রজনীনাথ রায় এম, এ, এই দুই জনকে পরিষদের আয়ব্যয়-পরীক্ষকের কার্য্যে নিযুক্ত করা হয়। তাঁহারা উভয়েই আয়ব্যয়-পরীক্ষার কার্য্য নিয়মিতরূপে সম্পন্ন করিয়াছেন। বিশেষতঃ শ্রীযুক্ত রজনীনাথ রায় এম, এ, গবর্ণমেণ্টের আয়-ব্যয়-সংক্রান্ত উচ্চতর পদে নিযুক্ত থাকিয়া পরিষদের ক্ষুদ্র আয়ব্যয় পরীক্ষা-কার্য্যে যেরূপ আনন্দের সহিত সময়ক্ষেপ করিয়াছেন, তন্নিমিত্ত পরিষদ তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞ না হইয়াই থাকিতে পারেন না।

আয়ব্যয় পরীক্ষক।

পরিষদের উপস্থিত সভ্যসংখ্যা ২০১ দুই শত এক জন। ইঁহার মধ্যে বিশিষ্ট সভ্য দশ জন আছেন। বিশিষ্ট সভ্যের সংখ্যা বাদ দিলে পরিষদের সভ্য সংখ্যা ১৯১ জন থাকে। বেঙ্গল একাডেমি অব্ লিটারেচারের ২৯ উনত্রিশ জন সভ্য লইয়া পরিষদের কার্য্যারম্ভ হয়। তাহার পর তৃতীয় অধিবেশন হইতে উপর্য্যুপরি অধিবেশনসমূহে এক শত বাষট্টি জন সভ্য বৃদ্ধি হইয়াছে। তৃতীয় অধিবেশনে ২৭ সাতাইশ, চতুর্থ অধিবেশনে ১০ দশ, পঞ্চম অধিবেশনে ২৩ তেইশ, ষষ্ঠ অধিবেশনে ২৩ তেইশ, সপ্তম অধিবেশনে ১৫ পনর, অষ্টম অধিবেশনে ৩০ ত্রিশ, নবম অধিবেশনে ১৭ সতর জন, এবং অদ্যকার অধিবেশনে ১৭ সতর জন, মোট ১৬২ জন সাহিত্য-পরিষদের সভ্যশ্রেণীভুক্ত হইয়াছেন। আশা করা যায় যে, এইরূপ ভাবে পরিষদের সভ্যসংখ্যা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি হইবে।

সভ্যসংখ্যা।

লব্ধপ্রতিষ্ঠ লেখকদিগকে পরিষদের বিশিষ্ট সভ্যশ্রেণীভুক্ত করিবার নিয়ম আছে। বিশিষ্ট সভ্যের সংখ্যা অনধিক বার জন। ইহার ভিতর দশ জনকে বিশিষ্ট সভ্যরূপে গ্রহণ করা হইয়াছে। এই দশ জনের ভিতর Sir William Hunter, Mr. John Beames, Sir Monier Williams, Sir George Birdwood, শ্রীযুক্ত রাজনারায়ণ বসু, শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন ঘোষ, শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর, শ্রীযুক্ত নবীন-

বিশিষ্ট সভ্য।

চন্দ্র সেন, শ্রীযুক্ত চন্দ্রনাথ বসু, এম্, এ, বি, এল, এবং শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় বি, এল আছেন। সুতরাং বিশিষ্ট সভ্যের ভিতর চারি জন ইংরাজ এবং ছয় জন বাঙ্গালি আছেন। সুদূরবাসী হইলেও ইংরাজ চারি জন অনেক সময় সৎপরামর্শ প্রদান করিয়া পরিষদকে উপকৃত করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত রাজনারায়ণ বসু বার্দ্ধক্যভারে নিপীড়িত হইলেও পরিষদের উন্নতিকল্পে উৎসাহ ও হিতকর পরামর্শ প্রদান করিয়া, আমাদিগকে বাধিত করিয়াছেন।

সভ্যের মৃত্যু।

অন্যতম সভ্য ডাক্তার শ্রীযুক্ত জগদীশচন্দ্র লাহিড়ী অকালে ইহলোক পরিত্যাগ করায় পরিষদ তন্নিমিত্ত দুঃখ প্রকাশ করিতেছেন। তিনি অল্পদিনসংসৃষ্ট হইলেও পরিষদ তাঁহার নিকট অনেক বিষয়ে আশা করিয়াছিলেন।

আয়ব্যয়।

বিগত এপ্রেল মাসের ২৯শে তারিখে পরিষদের প্রথম অধিবেশন হয়। এই হেতু মে মাস হইতে আজ পর্য্যন্ত পরিষদের আয়ব্যয় নিম্নলিখিতরূপ হইয়াছে। সভ্যাদিগের নিকট চাঁদার হিসাবে ৩৯৸৹, প্রবেশিকার ৮৫৲, পত্রিকার মূল্য হিসাবে ৮৲, এবং গত বৎসরের মজুত ৭।৶৹, মোট আয় ৬৪০৶৹ এবং মোট খরচ ৬০৩৷৴৹। অবশিষ্ট ৩৬৷৶৹ মজুত আছে। আয়ব্যয়ের বিস্তৃত বিবরণ নিম্নে প্রদত্ত হইল। পরিষদের উপস্থিত মাসিক আয় ১০৭।৶১০।

পরিষদের কার্য্যক্ষেত্র।

সংসারে যাহার কিছু করিবার আছে, সেই জীবিত থাকে। যাহার কিছু করিবার নাই, সে জীবিত থাকে না। এই হেতু এক বৎসর কাল জীবিত থাকিতে দেখিয়া মনে হয় যে, বাঙ্গালা দেশে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদেরও কিছু করিবার আছে। বঙ্গদেশের সুশিক্ষিত ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদিগের প্রায় সকলেই যাহার প্রতি অনুরাগ প্রদর্শন করিতেছেন, যাহাকে রক্ষা করিবার নিমিত্ত তাঁহাদিগের সকলেরই সময় ও অর্থ অম্লান বদনে দান করিতেছেন, এবং যাহার উন্নতিকল্পে দেশের এতগুলি পদস্থ লোক মাসে মাসে সম্মিলিত হইতেছেন, তাহা যদি জীবিত না থাকে, অথবা জীবিত থাকিয়া কিছু করিতে না পারে, তাহা হইলে আমাদিগের আর আশা কোথায়? ফল কথা, পরিষদ যখন বাঙ্গালা লেখকদিগের রচিত বাঙ্গালা গ্রন্থের আলোচনা করিবেন, এবং সংস্কৃত ও ইংরাজি ভাষায় লিখিত গ্রন্থের আলোচনাতেও রত হইবেন, তখন পরিষদের কার্য্যক্ষেত্র যে বিস্তৃত ও বহুল, তাহাতে আর সংশয় নাই। এই এক বৎসরের ভিতরেই আমরা ইহা কিয়ৎপরিমাণে বুঝিতে পারিয়াছি। কারণ প্রত্যেক অধিবেশনেই পরিষদের বিবেচনার্থ নানাস্থান হইতে নানা প্রস্তাব আসিয়াছে। শক্তি বা সামর্থ্য সম্বন্ধে পরিষদ এখনও তাদৃশ অবস্থাপন্ন হয়েন নাই যে, সেই সমস্ত প্রস্তাবকে আপাততঃ কার্য্যে পরিণত করিতে সমর্থ হয়েন। সভ্যাদিগের উৎসাহ, অনুরাগ ও অর্থানুকূল্য যতই প্রাপ্ত হইবে, পরিষদের কার্য্যক্ষেত্র দিন দিন ততই বিস্তৃত হইবে বলিয়া আশা করা যায়। অবশেষে পরিষদের সভ্য, কর্ম্মকারক, সহানুভূতি-কারক ও অনুগ্রাহকদিগকে যথাযোগ্য ধন্যবাদ ও প্রীতিসম্ভাষণ করিয়া প্রথম বৎসরের কার্য্যবিবরণ সমাপ্ত করা যাইতেছে।

বিশেষতঃ শ্রীযুক্ত মহরাজকুমার বিনয়কৃষ্ণ বাহাদুর—যিনি আশ্রয়দাতা রূপে এই সাহিত্য-পরিষদরূপ শিশুকে রক্ষা করিতেছেন, তাঁহার প্রতি একান্ত কৃতজ্ঞতা প্রকাশিত করিয়া নব উৎসাহ ও নব অনুরাগের সহিত পরিষদ দ্বিতীয় বৎসরে পদার্পণ করিতেছেন।

কার্য্যনির্ব্বাহক সভার অনুমত্যনুসারে
শ্রীদেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়,
সম্পাদক।

শ্রীরমেশচন্দ্র দত্ত,
সভাপতি।
২৪শে চৈত্র, ১৩০১ সন।

পরিষদের আয়ব্যয়।

(১৮৯৪ এর ১৬ই জুলাই হইতে বাঙ্গালা ১৩০১ চৈত্র, পর্য্যন্ত।)

আয়।

সভ্য মহোদয়গণের নিকট হইতে চাঁদার হিসাবে	৫৩৯৸০
প্রবেশিকার হিসাবে	৮৫৲
পত্রিকার মূল্য হিসাবে	৮৲
	৬৩২৸০
ভূতপূর্ব্ব ধনরক্ষক শ্রীযুক্ত লিওটার্ড সাহেবের নিকট প্রাপ্ত	৭।৶০
	৬৪০৶০
বাদ খরচ	৬০৩৷/০
	৩৬৷৴০

ব্যয়।

পত্রিকা ছাপান খরচ হিসাবে ১, ২ ও ৩ সংখ্যা	২৬৭।/০
অন্যান্য ছাপা খরচ হিসাবে	২৪৸৶১০
ডাকটিকিট হিসাবে	৪৫।৴৫
কাগজ কলম ছুরি কাঁচি ইত্যাদি হিসাবে	২৩।/০
গাড়ীভাড়া ট্রামভারা ও নানাবিধ খরচ হিসাবে	২৫৲
পিওনের মাহিনা হিসাবে	৩৮৲
সহঃ সম্পাদকের মাহিনা হিসাবে	৪০৲
চেয়ার টেবিল আলমায়রা কেনা হিসাবে	৪৬৲
কাগজে বিজ্ঞাপন হিসাবে	১২৲
পুস্তক খরিদ হিসাবে	৫৲
কৃত্তিবাসের রামায়ণের পাণ্ডুলিপি সংগ্রহ হিসাবে	২৮৲
ভৌগোলিক পরিভাষা নির্ণয়ার্থ পুস্তক আদি ক্রয় হিসাবে	২৩৶১০
বিশ্ববিদ্যালয়ে বাঙ্গালা প্রচলন সম্বন্ধে পত্রাদি ছাপান হিসাবে	১৫।/১৫
প্রেসিডেন্সি কলেজে জমা	১০৲
	৬০৩৷/০

শ্রীচন্দ্রনাথ তালুকদার,
অবৈতনিক ধনরক্ষক।

প্রথম বার্ষিক বিবরণী পাঠের পর উহা আলোচিত ও কোন কোন অংশে পরিবর্ত্তিত হইলে পরিষদের নিয়মাবলী লইয়া বহুক্ষণ আলোচনা হইল। অবশেষে অনেক বিবেচনার পর পূর্ব্ব নিয়মগুলির কোন কোনটি পরিবর্ত্তিত করিয়া এবং অনাবশ্যক হেতু কোন কোনটি একবারে তুলিয়া দিয়া নিম্নলিখিত নিয়মাবলী পরিগৃহীত হইল :—

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের নিয়মাবলী।

১। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ বাঙ্গালা গ্রন্থ বা বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্য সম্বন্ধে আলোচনা করিবেন।

২। বাঙ্গালা সাহিত্যানুরাগী যে কোন ব্যক্তি এক জন সভ্য কর্ত্তৃক প্রস্তাবিত, অন্য কর্ত্তৃক সমর্থিত এবং উপস্থিত সভ্যবৃন্দের ৩/৪ অংশ কর্ত্তৃক অনুমোদিত হইলে, বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের সভ্যশ্রেণীভুক্ত হইতে পারিবেন।

৩। সাধারণ সভ্য মাত্রকেই নির্ব্বাচিত হইবার সময় প্রবেশিকা এক টাকা, এবং প্রতি মাসে অন্যূন আট আনা করিয়া চাঁদা দিতে হইবে।

৪। খ্যাতনামা লেখকগণ বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের বিশিষ্ট সভ্যরূপে পরিগণিত হইতে পারিবেন। কিন্তু উপস্থিত সভ্যের ৭/১০ অংশ কর্ত্তৃক নির্ব্বাচিত হইলে, প্রস্তাবিত বিশিষ্ট সভ্যের নাম পত্র দ্বারা সমস্ত সভ্যের নিকট প্রেরণ করা হইবে, এবং তাঁহাদের নিকট হইতে যে সকল পত্র পাওয়া যাইবে, তাহার ৭/১০ অংশের সম্মতি অনুসারে সেই ব্যক্তিকে বিশিষ্ট সভ্যরূপে নির্ব্বাচিত করা হইবে।

৫। সভ্যগণ মাসে একবার করিয়া সম্মিলিত হইবেন। সম্মিলনের স্থান ও সময় সম্পাদক কর্ত্তৃক যথাকালে বিজ্ঞাপিত হইবে। প্রয়োজন হইলে মাসিক অধিবেশন ব্যতীত বিশেষ অধিবেশনও হইবে।

৬। পরিষদের এক জন সভাপতি, তিন জন সহকারী সভাপতি, এক জন সম্পাদক এবং এক জন পত্রিকা-সম্পাদক নির্ব্বাচিত হইবেন। সভাপতি, সহকারী-সভাপতিত্রয়, সম্পাদক ও পত্রিকা-সম্পাদক, এই ছয় জন ব্যতীত অন্য আট জন সভ্য লইয়া পরিষদের কার্য্য-নির্ব্বাহক সমিতি গঠিত হইবে।

৭। পরিষদ এক জন উপযুক্ত ব্যক্তিকে বেতনভোগী সহকারী-সম্পাদক নিযুক্ত করিবেন। তিনি সহকারী-সম্পাদকের কার্য্য ভিন্ন পরিষদের ধনরক্ষক ও গ্রন্থরক্ষকের কার্য্যও করিবেন। কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতি তাঁহার কার্য্য নির্দ্ধারিত করিয়া দিবেন।

৮। পত্রিকা-সম্পাদক সমালোচনার্থ গ্রন্থ প্রাপ্ত হইলে স্বয়ং সমালোচনা কবিবেন, অথবা পরিষদের অন্য সদস্য দ্বারা সমালোচনা করাইয়া লেখকের নামে তাহা পত্রিকায় প্রকাশিত করিতে পারিবেন। অন্য প্রাপ্ত গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত সমালোচনা বা উল্লেখ সম্পাদক পত্রিকায় প্রকাশিত করিতে পারিবেন। সমালোচনার জন্য প্রাপ্ত হওয়া যায় নাই, এরূপ গ্রন্থ সম্বন্ধে

কোন লেথক বিস্তীর্ণ সমালোচনা লিখিয়া পাঠাইলে তাহাও প্রবন্ধরূপে প্রকাশ করিতে পারিবেন।

৯। পরিষদের পত্রিকা তিন মাস অন্তর বাহির হইবে। পত্রিকাতে পরিষদের কার্য্য-বিবরণ, গ্রন্থসমালোচনা এবং সারবান্ প্রবন্ধাদি থাকিবে। কার্য্যনির্ব্বাহক সভা পত্রিকার তত্ত্বাবধানের প্রতি দৃষ্টি রাখিবেন।

১০। পরিষদের পত্রিকা সভ্যেরা বিনা মূল্যে প্রাপ্ত হইবেন। অপরে বাৎসরিক তিন টাকা মূল্য দিলে পাইবেন।

১১। পরিষদের কোন সভ্য ছয় মাস কাল চাঁদা প্রদান না করিলে, তাঁহাকে পত্র দ্বারা পরিষদের নিয়ম জানান হইবে, এবং পত্র প্রেরণের পর এক মাস মধ্যে চাঁদা না দিলে তাঁহাকে সভ্যপদ হইতে বিচ্যুত করা হইবে।

নিয়মাবলী নির্দ্ধারিত হইলে পর পরিষদের কর্ম্মকারক নির্ব্বাচন লইয়া অনেক আলোচনা হইল, এবং সংশোধিত নিয়মানুসারে নিম্নলিখিতরূপ পরিষদের কর্ম্মকারক নির্ব্বাচিত হইল।

সভাপতি :—মাননীয় শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র দত্ত, সি, এস্; সি, আই, ই আগামী বৎসরের জন্য বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের সভাপতি নির্ব্বাচিত হইলেন।

সহকারী-সভাপতি :—শ্রীযুক্ত চন্দ্রনাথ বসু এম্, এ, বি, এল্, শ্রীযুক্ত নবীনচন্দ্র সেন, এবং শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সহকারী-সভাপতি হইলেন।

পত্রিকা-সম্পাদক :—শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত গুপ্ত পরিষদ-পত্রিকার সম্পাদক হইলেন।

সম্পাদক :—শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় পরিষদের সম্পাদক নির্ব্বাচিত হইলেন।

সহকারী-সম্পাদক :—শ্রীযুক্ত চন্দ্রনাথ তালুকদার পরিষদের সহকারী সম্পাদক হইলেন।

ধনরক্ষক ও গ্রন্থরক্ষক :—শ্রীযুক্ত চন্দ্রনাথ তালুকদার সহকারী সম্পাদকের কার্য্য ভিন্ন ধন-রক্ষক ও গ্রন্থরক্ষকের কার্য্যেও নিযুক্ত হইলেন।

কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতি :—শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ রায় চৌধুরী, এম, এ, বি, এল; শ্রীযুক্ত মহারাজকুমার বিনয়কৃষ্ণ বাহাদুর; শ্রীযুক্ত ডাক্তার সূর্য্যকুমার সর্ব্বাধিকারী; শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রচন্দ্র শাস্ত্রী এম, এ; শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত এম, এ, বি, এল; শ্রীযুক্ত মনোমোহন বসু; শ্রীযুক্ত চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়; এবং শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, এম, এ, এই আট জনকে লইয়া পরিষদের কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতি গঠিত হইল।

অবশেষে সভাপতিকে যথারীতি ধন্যবাদের পর সভাভঙ্গ হইল।

দ্বিতীয় দিনের অধিবেশন।

২৫শে চৈত্র রবিবার অপরাহ্ণ পাঁচ ঘটিকার সময় মহারাজকুমার বিনয়কৃষ্ণ বাহাদুরের বাটীর বিস্তৃত প্রাঙ্গণ ধ্বজা পতাকা, পুষ্প ও পুষ্পমালায় পরিশোভিত হইল। প্রাঙ্গণের

চতুষ্পার্শ্ববর্ত্তী গৃহ সমূহ সুন্দর কার্পেট, সুন্দর চেয়ার, সুরঞ্জিত চন্দ্রাতপ প্রভৃতিতে সুসজ্জিত হইয়া অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিল। দেখিতে দেখিতে প্রায় চারি শত লোক সভাস্থল পূর্ণ করিয়া বসিলেন। সমাগত ব্যক্তিবর্গের মধ্যে নিম্নলিখিত সম্রান্ত ব্যক্তিগণ উপস্থিত ছিলেন :—

মাননীয় শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র দত্ত সি, এস্ ; সি, আই, ই (সভাপতি)। শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (সহকারী সভাপতি)। অনারেবল্ জষ্টিস্ গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়। অনারেবল্ জষ্টিস্ চন্দ্রমাধব ঘোষ। মহারাজ-কুমার শৈলেন্দ্রকৃষ্ণ দেব। মহারাজকুমার বিনয়কৃষ্ণ দেব। কুমার উপেন্দ্রকৃষ্ণ দেব। কুমার অনাথকৃষ্ণ দেব। রাজা রাজরাজেশ্বরীপ্রসাদ সিংহ। শ্রীযুক্ত কৃষ্ণগোবিন্দ গুপ্ত সি, এস্। শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রনাথ গুপ্ত সি,এস্। ডাক্তার প্রসন্নকুমার রায় ডি, এস্, সি। শ্রীযুক্ত নন্দকৃষ্ণ বসু এম্, এ ; সি, এস্। শ্রীযুক্ত বরদাচরণ মিত্র এম্, এ ; সি, এস্। শ্রীযুক্ত রজনীনাথ রায় এম্, এ। ডাক্তার ত্রৈলোক্যনাথ মিত্র এম, এ, বি, এল। মিষ্টার কে, এস্, বনার্জ্জি। মিসেস্ কে, এস্, বনার্জ্জি। শ্রীযুক্ত চন্দ্রনাথ বসু এম, এ, বি, এল। শ্রীযুক্ত মনোমোহন বসু। শ্রীযুক্ত গোপালচন্দ্র মুখোপাধ্যায়। শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত গুপ্ত। শ্রীযুক্ত বীরে-শ্বর পাঁড়ে। শ্রীযুক্ত কুঞ্জবিহারী বসু বি, এ। শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র সরকার এম, এ, বি, এল। ডাক্তার সূর্য্যকুমার সর্ব্বাধিকারী। ডাক্তার যোগেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ। ডাক্তার উমেশচন্দ্র মিত্র। ডাক্তার সুন্দরীমোহন দাস। ডাক্তার অমূল্যচরণ বসু। শ্রীযুক্ত শ্যামাধব রায়। শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র সেন এম, এ। শ্রীযুক্ত সিদ্ধেশ্বর রায়চৌধুরী। পণ্ডিত প্রিয়নাথ শাস্ত্রী। শ্রীযুক্ত মতিলাল হালদার বি, এল। শ্রীযুক্ত কেদারনাথ বসু বি, এ। শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রচন্দ্র শাস্ত্রী এম, এ। শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি। শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র সরকার। শ্রীযুক্ত রামব্রহ্ম সান্ন্যাল। ডাক্তার রাখালচন্দ্র সেন। শ্রীযুক্ত শিবাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য বি, এল। শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত এম, এ, বি, এল। শ্রীযুক্ত অমৃত-কৃষ্ণ মল্লিক। শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ মিত্র বি, এল। শ্রীযুক্ত অনাথনাথ মল্লিক। শ্রীযুক্ত হারাণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এম, এ, বি, এল। শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এম, এ, বি, এল। শ্রীযুক্ত দীননাথ গঙ্গোপাধ্যায়। শ্রীযুক্ত গোবিন্দলাল দত্ত। শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ বসু এম, এ, বি, এল। শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ এম, এ, বি, এল। শ্রীযুক্ত ক্ষেত্রপাল চক্রবর্ত্তী। শ্রীযুক্ত চন্দ্রনাথ তালুকদার। শ্রীযুক্ত ক্ষীরোদপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য এম, এ। শ্রীযুক্ত ভুবনেশ্বর মিত্র। শ্রীযুক্ত চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়। শ্রীযুক্ত ক্ষুদিরাম বসু এম, এ। শ্রীযুক্ত ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর। শ্রীযুক্ত বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর। শ্রীযুক্ত গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর। ডাক্তার চন্দ্রশেখর কালী। কবিরাজ হরিনাথ বিদ্যারত্ন। কবিরাজ নবীনচন্দ্র সেন। কবিরাজ অবিনাশচন্দ্র কবিরত্ন। কবিরাজ যশোদানন্দন সরকার। শ্রীযুক্ত বিহারীলাল সরকার। কবিরাজ রাজেন্দ্রনারায়ণ সেন। শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র চৌধুরী বি, এ। শ্রীযুক্ত মোহিনীমোহন চট্টোপাধ্যায়। শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র সমাজপতি। শ্রীযুক্ত ললিতচন্দ্র মিত্র এম, এ। শ্রীযুক্ত নিত্যকৃষ্ণ বসু এম, এ। জি, এন, দে স্কোয়ার। এল, এন, মিত্র স্কোয়ার। জে, ঘোষাল স্কোয়ার। সি, আর, দাস স্কোয়ার। শ্রীযুক্ত কালীকুমার মিত্র। শ্রীযুক্ত গোপাললাল মিত্র। শ্রীযুক্ত দেবপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী এম, এ, বি, এল। শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ ভট্টাচার্য্য এম, এ। শ্রীযুক্ত মুনীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য এম, এ, বি, এল। মহামহোপাধ্যায় মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্ন সি, আই, ই। ন্যায়ালঙ্কার নীলমণি মুখোপাধ্যায় এম, এ, বি, এল। ডাক্তার আর, জি, কর। কুমার রামেশ্বর মালিয়া। শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। ডাক্তার উপেন্দ্রকৃষ্ণ দত্ত। শ্রীযুক্ত চণ্ডীচরণ সেন। শ্রীযুক্ত আনন্দচন্দ্র মিত্র। শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র দত্ত বি, এ। শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ। শ্রীযুক্ত রাধানাথ মিত্র। শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রবিজয় বসু এম, এ, বি, এল। শ্রীযুক্ত ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় এম, এ। শ্রীযুক্ত বিপ্রদাস মুখোপাধ্যায়। শ্রীযুক্ত অনুপচন্দ্র মিত্র। শ্রীযুক্ত রামেশ্বর মণ্ডল বি, এল। শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রনাথ সিংহ বি, এ। শ্রীযুক্ত ত্রৈলোক্যনাথ সান্ন্যাল। শ্রীযুক্ত নীলমণি দে। শ্রীযুক্ত চন্দ্রকালী ঘোষ। শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্য। শ্রীযুক্ত রায় বাহাদুর বৈকুণ্ঠনাথ বসু, এবং শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় (সম্পাদক)।

প্রথমে ঢাকার শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন ঘোষ পীড়া হেতু অধিবেশনে অনুপস্থিতি ও পরিষদের কার্য্যে সম্পূর্ণ সহানুভূতি জ্ঞাপন পূর্ব্বক তারযোগে যে সংবাদ প্রেরণ করেন, এবং মহারাজা স্যার্ যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর বাহাদুর, রাজা স্যার্ শৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর ও কুমার গিরীন্দ্রনারায়ণ দেব উপস্থিত হইতে না পারিয়া দুঃখ প্রকাশ পূর্ব্বক যে সকল পত্র লিখেন, সভাপতি মহাশয় সেই গুলি পাঠ করিলেন। তাহার পর অধিবেশন উপলক্ষে রচিত একটি গান গীত হইলে পর সভাপতি কর্ত্তৃক আহুত হইয়া সম্পাদক পূর্ব্বোল্লিখিত বার্ষিক বিবরণী পাঠ করিলেন। তদনন্তর আর একটি সংগীত হইলে শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বাঙ্গালা জাতীয় সাহিত্য নামক একটি সুললিত প্রবন্ধ পাঠ করিলেন (রবীন্দ্র বাবুর প্রবন্ধটি বৈশাখ মাসের সাধনায় বাহির হইয়াছে, এজন্য উহা এস্থলে মুদ্রিত হইল না)। প্রবন্ধ পাঠান্তে সভাপতি মহাশয় কয়েকটি সারগর্ভ কথায় পরিষদের কার্য্যক্ষেত্র ও ভবিষ্যতের বিষয়ে মতামত প্রকাশিত করিলেন। তাহার পর শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ বসু কবিবর শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভারত-সংগীত নামক অনুপম কবিতাটি আবৃত্তি করেন। আবৃত্তি শেষ হইলে ঐক্যতান বাদন হয়, এবং বিখ্যাত গায়ক শ্রীযুক্ত অঘোরনাথ চক্রবর্ত্তী অবশিষ্ট কয়েকটি সংগীত ও অন্য গায়কদল বঙ্কিমচন্দ্রের বিখ্যাত বন্দে মাতরং সুন্দররূপে গান করিলেন। তাহার পর সভাস্থ সকলেই প্রাঙ্গণের সম্মুখবর্ত্তী সুসজ্জিত, প্রশস্ত ও দীপালোক সমুজ্জ্বল গৃহে উপস্থিত হইয়া দলে দলে বিভক্ত হইয়া সাহিত্যালাপ করিতে লাগিলেন। সেই গৃহের এক পার্শ্বে প্রীতিভোজনেরও সামান্যরূপ ব্যবস্থা ছিল; সুতরাং কেহ স্বতন্ত্রভাবে, কেহ বা সম্মিলিত ভাবে আপন আপন ইচ্ছানুরূপ মিষ্টান্ন ও ফল মূলাদি আহার করিতে লাগিলেন। ইতিমধ্যে বিখ্যাত চণ্ডীগায়ক শ্রীযুক্ত রাজনারায়ণ স্বর্ণকার প্রাঙ্গণমধ্যে স্বদলের সহিত গানারম্ভ করিলেন। এ দিকে গৃহের ভিতর হার্‌মোনিয়ম সংযোগে শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রভৃতি সুকণ্ঠ গায়কগণ সংগীতালাপে প্রবৃত্ত হইলেন। এইরূপ আমোদ, উৎসাহ ও উচ্ছ্বাসের সহিত রাত্রি দশ ঘটিকা পর্য্যন্ত অতিবাহিত করিয়া সকলে স্ব স্ব গৃহে প্রস্থান করিলেন।

পরিষদের এই উৎসব উপলক্ষে নিম্নলিখিত সংগীতগুলি রচিত হইয়াছে সংগীতগুলি এই ;—

(সমস্বরে গীত।)

ইমন কল্যাণ—তেওরা।

শব্দস্বরূপে সুধারাশি ঢালি,
বিরাজিত যিনি ত্রিভুবনে।
কত শত ভাষা সৃজিত যাঁর,
বিভূষিত নানা ভূষণে।—
এই ধরাধামে আর গগনে।
বিহঙ্গ, গানে, তটিনী, তানে,
নির্ঝরিণী, মৃদু নিস্বনে,
সেই নীরধি, নিক্বণে,
নব জলধর গর্জ্জনে,
যাঁর গুণ গান করে সঘনে।
আজি উৎসবে, এসহে সবে,
প্রীতমনে হৃদি আসনে,
তাঁরে বসায়ে সযতনে,
করি প্রণিপাত চরণে,
সবে করি প্রণিপাত চরণে।

(শ্রীযুক্ত বাবু গোপালচন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রণীত।)

মুলতান—তেতালা।

আর কেন হীনা দীনা শ্রীহীনা মলিনা বেশে—
তাপিতা মা মাতৃভাষা—ব্যথিতা যেন কি ক্লেশে?
কবিতা-কাননে পশি, সঙ্গীত কমলে বসি,
চিরদিন মুখ-শশী, ফুল্ল ছিল নবরসে।
সভ্য-জগত-বাসিনী, মা তব সব ভগিনী,
শুনায়ে বিজ্ঞান-বাণী, হাসে সদা উপহাসে!
তাই কি নত বদনে, জানাতেছ পুত্রগণে—
বিবিধ জ্ঞান-রতনে, ভূষিতে তব উরসে?
হ'তেছে মা সে সাধনা, পুরিবে মনোবাসনা—
সর্ব্ব বিদ্যা-বিভূষণা, হবে মা অল্পদিবসে।
দেখ মা সুসমা আজি, বঙ্গ-বুধ-রত্ন-রাজি,
নানা জ্ঞান-রত্নে সাজি, মিলিত সেই শুভোদ্দেশে।
(শ্রীযুক্ত বাবু মনোমোহন বসু প্রণীত।)

(সমস্বরে গীত।)

পরজ—ঝাঁপতাল।

নব আশা-ঊষা হাসি মাতৃভাষার পাশে।
মধুর কিরণে কিবা বিভা বিকাশে!
ছন্দ, অনুপ্রাস, যতি, কবিতা, কল্পনা সতী,
সুমঙ্গল সংগীত, গাহিছে বিভাবে।
ব্যাকরণ, ইতিহাস, দৃশ্যকাব্য, নবন্যাস,
পুরাণাদি স্তব করে, সুমধুর ভাষে।
সাহিত্য-পরিষদ, পূজি মায়ের পদ,
আরতি সযতনে, করিছে উল্লাসে।
(শ্রীযুক্ত বাবু গোপালচন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রণীত।)

মুলতান—তেতালা।

(দেখ) আসিছে, হাসিছে উল্লাসে ভাসিছে উৎসবে
মিশেছে—দৃশ্য কি সুন্দর!
এরা যে মা তোর সাধক কিঙ্কর—
এমা বঙ্গভাষা! এরা যে মা তোর
সাধক, সেবক, চালক, পালক, সন্তানপ্রবর।
এস, ভ্রাতৃগণ! মাতৃপূজা তরে,
পরিষদরূপী পদ্মাসনোপরে,
বসায়ে মায়েরে, সাজায়ে সাদরে,
জুড়াবে অন্তর।
নানা বিদ্যারূপী তীর্থ-বারি আনি,
অভিষেক কর স্মরি স্মৃতিবাণী,
ধনী মানী জ্ঞানী, করি জয়ধ্বনি,
হও অগ্রসর।
বিশ্ব-তত্ত্ব-নিধি, গদ্যপদ্য হারে,
গাঁথিয়া প্রতিভা, পরায়ে মায়েরে,
বিশ্বপতিবরে, করিবে তাঁহারে,
বিশ্বমনোহর!
(শ্রীযুক্ত বাবু মনোমোহন বসু প্রণীত।)

(সমস্বরে গীত।)

সাহানা—ধামার।

মহোৎসবে, আজি সবে,
বঙ্গবাসী এস ভাই!
প্রাণভরে, সমস্বরে,
মাতৃভাষার জয় গাই।
অনন্ত মহাসাগর,
নদ, নদী, সরোবর,
গিরি শিখরে নির্ঝর,
কত শত দেখতে পাই।
যথা সে চাতকদলে,
স্পর্শ না করে সে জলে,
বিন্দু বরষণ হলে,
পিপাসা মিটায় সদাই।
তেম্‌নি থাকলে শত ভাষা,
তাতে ত না মিটে তৃষা,
মাতৃভাষা পুরায় আশা,
এমন সুধা আর ত নাই।
নানাভাষা হতে ধন,
করি সবে আহরণ,
মায়েরে করি অর্পণ,
এস হে জীবন জুড়াই।
মাতৃভাষার গৌরবে,
স্বরগীয় সে সৌরভে,
জন্মভূমির জয় হবে,
বাসনা করি সবাই।
মিশাইয়ে প্রাণে প্রাণ,
করি প্রীতি প্রতিদান,
মায়ের জয়-নিশান,
আনন্দে আজি উড়াই।
(শ্রীযুক্ত বাবু গোপালচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।)

পরিষদের সদস্য।

১।	মহারাজকুমার বিনয়কৃষ্ণ বাহাদুর,	কলিকাতা।
২।	মাননীয় শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র দত্ত সি, এস্; সি, আই, ই,	„
৩।	শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত গুপ্ত,	„
৪।	„ হীরেন্দ্রনাথ দত্ত এম্, এ, বি, এল্	„
৫।	„ ক্ষেত্রপাল চক্রবর্ত্তী,	„
৬।	„ গোপালচন্দ্র মুখোপাধ্যায়,	„
৭।	„ ডাক্তার সূর্য্যকুমার সর্ব্বাধিকারী,	„
৮।	„ শারদাপ্রসাদ দে,	„
৯।	„ নরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় বি, এ,	„
১০।	„ নীলরতন মুখোপাধ্যায় বি, এ,	বেলডাঙ্গা, মুর্শিদাবাদ।
১১।	„ মতিলাল হালদার বি, এল্,	কলিকাতা।
১২।	„ জগচ্চন্দ্র সেন,	কুমিল্লা।
১৩।	মাননীয় শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়,	কলিকাতা।
১৪।	শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র দাস সি, আই, ই,	„
১৫।	„ নগেন্দ্রনাথ ঘোষ, বারিষ্টার,	„
১৬।	পণ্ডিত তারাকুমার কবিরত্ন,	„
১৭।	শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়,	„
১৮।	„ মাধবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়,	„
১৯।	„ সুন্দরীমোহন দাস এম, বি,	„
২০।	„ মনোমোহন বসু,	„
২১।	„ সাতকড়ি হালদার বি, এল্,	রায়গ্রাম, দিনাজপুর।
২২।	„ গোসাইদাস গুপ্ত,	কলিকাতা।
২৩।	„ নন্দকৃষ্ণ বসু এম্, এ; সি, এস্,	„
২৪।	„ দেবকিশোর মুখোপাধ্যায় এম্, এ,	„
২৫।	„ ক্ষীরোদপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য এম্, এ,	„
২৬।	„ উমেশচন্দ্র বটব্যাল এম, এ; সি, এস্,	বগুড়া।
২৭।	„ চারুচন্দ্র ঘোষ,	কলিকাতা।
২৮।	„ আশুতোষ বন্দ্যোপাধ্যায়,	„

২৯। শ্রীযুক্ত বসন্তরঞ্জন রায়, বেলেতোর, বাঁকুড়া।
৩০। " চন্দ্রশেখর কালী এল, এম্, এস্, কলিকাতা।
৩১। " ডাক্তার রাখালচন্দ্র সেন, "
৩২। " চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, "
৩৩। " রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, "
৩৪। " নবীনচন্দ্র সেন বি, এ (বিশিষ্ট), "
৩৫। মাননীয় বিচারপতি শ্রীযুক্ত গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এম্ এ, ডি, এল্, "
৩৬। শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী এম্, এ, "
৩৭। " শারদারঞ্জন রায় এম্, এ, "
৩৮। " দীননাথ সেন, স্কুল ইন্‌স্পেক্টর, ঢাকা।
৩৯। " কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্য বি, এল্, হাবড়া।
৪০। " অমৃতলাল রায় (হোপ-সম্পাদক), কলিকাতা।
৪১। " রাজনারায়ণ বসু (বিশিষ্ট), দেওঘর।
৪২। " প্রফুল্লচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, কলিকাতা।
৪৩। " প্রমথনাথ বসু বি, এস্, সি, "
৪৪। Sir Monier William K. C. I. E. (বিশিষ্ট), লণ্ডন।
৪৫। শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী এম্, এ, বি, এল্, বরাহনগর।
৪৬। Sir William Hunter K. C. S. I. (বিশিষ্ট), লণ্ডন।
৪৭। শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ চট্টোপাধ্যায় বি, এ, কালিকাপুর, কাটোয়া।
৪৮। " রাজেন্দ্রচন্দ্র শাস্ত্রী এম্, এ, কলিকাতা।
৪৯। " অবিনাশচন্দ্র দাস এম, এ, বি, এল, আজিমগঞ্জ, মুরশিদাবাদ।
৫০। " হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় বি, এল্ (বিশিষ্ট), খিদিরপুর।
৫১। " যোগেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ, "
৫২। John Beames Esqr. (বিশিষ্ট), লণ্ডন।
৫৩। শ্রীযুক্ত বীরেশ্বর পাঁড়ে, কলিকাতা।
৫৪। " নৃসিংহচন্দ্র মুখোপাধ্যায় এম্, এ, বি, এল্, "
৫৫। " কালীপ্রসন্ন ঘোষ (বিশিষ্ট), ঢাকা।
৫৬। " কৃষ্ণবিহারী সেন এম্, এ, কলিকাতা।
৫৭। " চন্দ্রনাথ বসু এম্, এ, বি, এল্ (বিশিষ্ট), "
৫৮। " গোবিন্দলাল দত্ত, "
৫৯। " নিত্যকৃষ্ণ বসু এম্, এ, "
৬০। Sir George Birdwood K. C. I. E. (বিশিষ্ট), লণ্ডন।

৬১।	শ্রীযুক্ত	সুরেশচন্দ্র সমাজপতি (সাহিত্য-সম্পাদক),	কলিকাতা।
৬২।	„	শরচ্চন্দ্র চৌধুরী বি, এ (শিক্ষাপরিচয়-সম্পাদক),	উত্তরপাড়া।
৬৩।	„	দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর (বিশিষ্ট),	কলিকাতা।
৬৪।	„	মথুরানাথ সিংহ বি, এল্,	বাঁকীপুর।
৬৫।	„	পুর্ণেন্দুনারায়ণ সিংহ এম্, এ, বি, এল্,	„
৬৬।	„	নবীনচন্দ্র দাস এম্, এ,	নদীয়া।
৬৭।	„	যোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ এম্, এ,	রঙ্গপুর।
৬৮।	„	শ্রীশচন্দ্র মজুমদার,	চাঁইবাসা।
৬৯।	„	শ্রীশচন্দ্র বিশ্বাস বি, এল্,	কলিকাতা।
৭০।	„	ক্ষীরোদনাথ সিংহ এম্, এ, বি, এল্,	তমোলুক।
৭১।	„	ললিতচন্দ্র মিত্র এম্, এ,	কলিকাতা।
৭২।	„	শিবাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য বি, এল্,	„
৭৩।	„	হরিমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়,	„
৭৪।	„	বিপিনবিহারী গুপ্ত এম, এ,	„
৭৫।	„	বরদাকান্ত সেন গুপ্ত,	„
৭৬।	„	কৈলাসচন্দ্র দাস এম, এ,	„
৭৭।	„	চণ্ডীচরণ সেন,	ভবানীপুর।
৭৮।	„	ভুবনকৃষ্ণ মিত্র,	কলিকাতা।
৭৯।	„	দীননাথ গঙ্গোপাধ্যায়,	হালিসহর।
৮০।	„	রাধানাথ মিত্র,	কলিকাতা।
৮১।	„	ননীমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় এম্, এ,	„
৮২।	„	রজনীনাথ রায় এম্, এ (ডেঃ কণ্ট্রোলার),	ভবানীপুর।
৮৩।	„	নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত (ট্রিবিউন্-সম্পাদক),	লাহোর।
৮৪।	„	চন্দ্রনারায়ণ সিংহ এম্, এ,	ভাগলপুর।
৮৫।	„	রায় শিবচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় বাহাদুর,	„
৮৬।	„	অতুলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়,	বৰ্দ্ধমান।
৮৭।	„	রামলাল মুখোপাধ্যায় বি, এল্,	„
৮৮।	„	সত্যতারণ মুখোপাধ্যায় বি, এ,	„
৮৯।	„	মন্মথকুমার বসু এম্, এ,	„
৯০।	„	প্রমদানাথ মুখোপাধ্যায় বি, এল্,	„
৯১।	„	বঙ্কুবিহারী সিংহ বি, এ,	কাটোয়া।
৯২।	„	শ্যামাধব রায়,	কলিকাতা।

৯৩।	শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার সেন,	ঢাকা।
৯৪।	„ দুর্গাদাস লাহিড়ী,	কলিকাতা।
৯৫।	„ নীলমণি মুখোপাধ্যায় এম, এ, বি, এল,	„
৯৬।	„ অপূর্ব্বচন্দ্র দত্ত বি, এস্, সি,	জব্বলপুর।
৯৭।	„ নন্দলাল বাগচি বি, এ,	তমোলুক।
৯৮।	„ রমেশচন্দ্র দাস বি, এ,	বরিশাল।
৯৯।	„ কুমুদবন্ধু দাস বি, এ,	ময়মনসিংহ।
১০০।	„ বিপিনবিহারী দাস গুপ্ত বি, এল্,	বরিশাল।
১০১।	„ অবিনাশচন্দ্র মিত্র বি, এল,	সিউড়ি।
১০২।	„ গিরীন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এম্, এ,	„
১০৩।	„ হরিনারায়ণ মিশ্র,	„
১০৪।	„ নৃত্যগোপাল মুখোপাধ্যায় এম্, এ,	বহরমপুর।
১০৫।	„ লোকেন্দ্রনাথ পালিত সি, এস্,	বরিশাল।
১০৬।	„ চিত্তরঞ্জন দাস, বারিষ্টার,	কলিকাতা।
১০৭।	„ আশুতোষ চৌধুরী এম্, এ, এল্, এল্, বি, বারিষ্টার,	„
১০৮।	„ নবীনচন্দ্র সেন কবিরাজ,	„
১০৯।	„ শ্যামাকুমুদ মুখোপাধ্যায়,	রাজসাহী।
১১০।	„ পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়,	কলিকাতা।
১১১।	„ যতীন্দ্রনাথ বসু,	„
১১২।	„ শশধর রায় এম্, এ, বি, এল্,	রাজসাহী।
১১৩।	„ শরচ্চন্দ্র রায় বি, এল্,	„
১১৪।	„ ব্রজেন্দ্রনাথ দে এম্, এ ; সি, এস্,	বালেশ্বর।
১১৫।	„ বিহারীলাল গুপ্ত সি, এস্,	বাখরগঞ্জ।
১১৬।	„ দীনেশচন্দ্র সেন বি, এ,	কুমিল্লা।
১১৭।	স্যার্ রমেশচন্দ্র মিত্র, নাইট্,	ভবানীপুর।
১১৮।	মাননীয় বিচারপতি শ্রীযুক্ত চন্দ্রমাধব ঘোষ,	কলিকাতা।
১১৯।	শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রনাথ গুপ্ত এম্, এ ; সি, এস্,	হুগলী।
১২০।	„ বরদাচরণ মিত্র এম্, এ ; সি, এস্,	ফরিদপুর।
১২১।	পণ্ডিত মহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি,	কলিকাতা।
১২২।	শ্রীযুক্ত দাশরথি ঘোষ এম্, এ, বি, এল্,	হুগলি।
১২৩।	„ নরেন্দ্রনাথ মিত্র বি, এল্,	কলিকাতা।
১২৪।	„ কুঞ্জবিহারী বসু বি, এ,	—

১২৫।	শ্রীযুক্ত ঈশানচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়,	খিদিরপুর।
১২৬।	„ মুনীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য এম্, এ, বি, এল্,	কলিকাতা।
১২৭।	„ রঘুনাথ চট্টোপাধ্যায়,	„
১২৮।	„ প্রমথনাথ চট্টোপাধ্যায় এম্, এ,	বাঁকুড়া।
১২৯।	„ হেমেন্দ্রনাথ সিংহ বি, এ,	কলিকাতা।
১৩০।	„ কালীপ্রসন্ন চক্রবর্ত্তী,	ময়মনসিংহ।
১৩১।	কবিরাজ লক্ষ্মীনারায়ণ রায়,	কলিকাতা।
১৩২।	শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বসু এম্, বি,	„
১৩৩।	„ শিবনারায়ণ মুখোপাধ্যায়,	উত্তরপাড়া।
১৩৪।	„ অক্ষয়কুমার মৈত্র বি, এল্,	রাজসাহী।
১৩৫।	„ হেমাঙ্গচন্দ্র বসু বি, এল্,	যশোহর।
১৩৬।	„ কুঞ্জলাল রায়,	কলিকাতা।
১৩৭।	„ মন্মথনাথ দত্ত এম্, এ,	„
১৩৮।	„ মতিলাল মল্লিক বি, এ,	মেদিনীপুর।
১৩৯।	„ দামোদর মুখোপাধ্যায় এম্, আর্, এ, এস্,	কলিকাতা।
১৪০।	„ মহেন্দ্রচন্দ্র মজুমদার,	রঙ্গপুর।
১৪১।	„ অঘোরনাথ ঘোষ বি, এল্,	বাঁকুড়া।
১৪২।	„ তারণচন্দ্র সেন,	„
১৪৩।	„ নয়নাঞ্জন ভট্টাচার্য্য এম্, এ,	„
১৪৪।	„ কুলদাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়,	„
১৪৫।	ডাক্তার উমেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, সিবিল সার্জ্জন,	„
১৪৬।	কুমার রামেশ্বর মালিয়া, জমিদার,	সিয়ারসোল।
১৪৭।	শ্রীযুক্ত রাজকৃষ্ণ রায় চৌধুরী,	হাবড়া।
১৪৮।	„ যোগীন্দ্রনারায়ণ রায়,	কলিকাতা।
১৪৯।	„ গোবিন্দচন্দ্র দাস এম্. এ. বি. এল্,	„
১৫০।	„ সারদাচরণ মিত্র এম্. এ. বি. এল্,	„
১৫১।	„ যোগীন্দ্রচন্দ্র চক্রবর্ত্তী এম্. এ,	দিনাজপুর।
১৫২।	„ অশ্বিনীকুমার দাস বি. এ,	কুমিল্লা।
১৫৩।	„ মাখনলাল সিংহ,	হাবড়া।
১৫৪।	„ রাজেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় এম্. এ. বি. এল্,	কলিকাতা।
১৫৫।	„ জ্ঞানেন্দ্রলাল রায় এম্. এ. বি. এল্,	কৃষ্ণনগর।
১৫৬।	„ ভবেন্দ্রনাথ দে বি. এল্,	কলিকাতা।

১৫৭।	শ্রীযুক্ত অমৃতকৃষ্ণ মল্লিক বি. এল্,	কলিকাতা।
১৫৮।	„ মন্মথচন্দ্র মল্লিক,	„
১৫৯।	„ হেমচন্দ্র মল্লিক,	„
১৬০।	„ প্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায়,	„
১৬১।	„ যজ্ঞেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়,	„
১৬২।	„ যোগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়,	„
১৬৩।	„ রায় রোহিণীকুমার সেনগুপ্ত,	কীর্ত্তিপাশা, বরিশাল।
১৬৪।	„ সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর সি. এস্,	সেতারা।
১৬৫।	„ জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর,	কলিকাতা।
১৬৬।	„ ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর বি. এ,	„
১৬৭।	„ বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর,	„
১৬৮।	„ গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর,	„
১৬৯।	„ রাজা স্যার্ শৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর,	„
১৭০।	„ রজনীকান্ত চক্রবর্ত্তী,	মালদহ।
১৭১।	„ গোপালচন্দ্র মিত্র এল্. এম্. এস্,	হাবড়া।
১৭২।	„ মন্মথনাথ ভট্টাচার্য্য এম্. এ,	কলিকাতা।
১৭৩।	„ অমৃতলাল মিত্র,	টালা।
১৭৪।	„ ক্ষীরোদচন্দ্র রায় চৌধুরী এম্. এ,	ছাপরা।
১৭৫।	„ বরদাকান্ত চক্রবর্ত্তী,	বহর, ঢাকা।
১৭৬।	„ চন্দ্রনাথ তালুকদার,	কলিকাতা।
১৭৭।	„ কেদারনাথ বসু বি. এ,	„
১৭৮।	„ কুমুদিনীকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায় এম্. এ,	রাজসাহী।
১৭৯।	„ রাজা রাজরাজেশ্বরীপ্রসাদ সিংহ বাহাদুর,	সুরাজপুর, আরা।
১৮০।	„ হারাণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এম, এ, বি, এল,	কলিকাতা।
১৮১।	„ রায় বাহাদুর কাশীনাথ বালকৃষ্ণ মরাঠে,	সেতারা।
১৮২।	„ জ্ঞানেন্দ্রলাল দে এম্. এ,	কলিকাতা।
১৮৩।	„ হৃদয়রঞ্জন খাঁ এম্, এ,	হাবড়া।
১৮৪।	„ মন্মথনাথ মুস্তফি বি, এ,	কলিকাতা।
১৮৫।	„ মতিলাল দত্ত,	„
১৮৬।	„ দ্বিজেন্দ্রচরণ গুপ্ত,	„
১৮৭।	„ প্রতুলচন্দ্র বসু,	„
১৮৮।	„ শিবনাথ শাস্ত্রী এম্. এ,	„

১৮৯। শ্রীযুক্ত হরিসাধন মুখোপাধ্যায়, কলিকাতা।
১৯০। „ শরচ্চন্দ্র সরকার, „
১৯১। „ শান্তশীল বন্দ্যোপাধ্যায় বি, এ, „
১৯২। „ প্রমথনাথ চট্টোপাধ্যায় এম্, এ, বি, এল্, আম্লুলিয়া।
১৯৩। „ পণ্ডিত অনন্তবাপু যোশী শাস্ত্রী, ধারোয়ার।
১৯৪। „ গোপালকৃষ্ণ ঘোষ বি, এল্, ডুবরাজপুর।
১৯৫। „ রায় নৃসিংহচন্দ্র দত্ত বাহাদুর, হাবড়া।
১৯৬। „ কুমার প্রমথনাথ মালিয়া, সিয়ারসোল।
১৯৭। „ রামদাস মৈত্র, হাবড়া।
১৯৮। „ ব্রজেন্দ্রনাথ শীল এম্, এ, বহরমপুর।
১৯৯। „ অবিনাশচন্দ্র বসু এম্, এ, বর্দ্ধমান।
২০০। „ লালগোপাল চক্রবর্ত্তী এম্, এ, কলিকাতা।
২০১। „ কালিদাস মল্লিক এম্, এ, বর্দ্ধমান।
২০২। „ প্যারীলাল হালদার এম্, এ, বি, এল, কলিকাতা।
২০৩। „ উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, হাবড়া।
২০৪। „ সুরেশচন্দ্র সেন এম্, এ, হুগলি।
২০৫। „ আনন্দচন্দ্র মিত্র, কলিকাতা।

পরিষদের কর্ম্মাধ্যক্ষগণ।

১।	মাননীয় শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র দত্ত সি, এস্; সি, আই, ই,	সভাপতি।
২।	শ্রীযুক্ত চন্দ্রনাথ বসু এম্, এ, বি, এল্,	সহকারী সভাপতি।
৩।	শ্রীযুক্ত নবীনচন্দ্র সেন,	সহকারী সভাপতি।
৪।	শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর,	সহকারী সভাপতি।
৫।	শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়,	সম্পাদক।
৬।	শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত গুপ্ত,	পত্রিকা-সম্পাদক।
৭।	শ্রীযুক্ত রজনীনাথ রায় এম্, এ,	আয়ব্যয়-পরীক্ষক।
৮।	শ্রীযুক্ত শারদারঞ্জন রায় এম্, এ,	আয়ব্যয়-পরীক্ষক।
৯।	শ্রীযুক্ত চন্দ্রনাথ তালুকদার,	সহকারী সম্পাদক, ধনরক্ষক ও গ্রন্থরক্ষক।

কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতির সদস্য।

শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী এম্,এ,বি,এল্।
" মহারাজকুমার বিনয়কৃষ্ণ বাহাদুর।
" ডাক্তার সূর্য্যকুমার সর্ব্বাধিকারী।
" রাজেন্দ্রচন্দ্র শাস্ত্রী এম্, এ।

শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত এম, এ, বি, এল্।
" মনোমোহন বসু।
" চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়।
" রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী এম, এ।

সূচী

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা

(ত্রৈমাসিক)

ঊনবিংশ ভাগ

সম্পাদক

মহামহোপাধ্যায় শ্রীসতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ এম্ এ, পি এচ্ ডি

শ্রীরামকমল সিংহ কর্ত্তৃক

২৪৩।১ আপার সার্কুলার রোড,

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-মন্দির হইতে প্রকাশিত

কলিকাতা

২১।৩ নং শাস্তিরাম ঘোষের ষ্ট্রীট, বাগবাজার

"বিশ্বকোষ-প্রেসে"

শ্রীরাখালচন্দ্র মিত্র কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

১৩২০

[বার্ষিক মূল্য ৩৲ টাকা
ডাকমাশুল ।৵০]

[বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের
সদস্যগণপক্ষে বিনামূল্য]

সাহিত্য-পরিষদ-পত্রিকা

ত্রৈমাসিক।

[২য় সংখ্যা।

য় ভাগ।]

শ্রাবণ, ১৩০২।

শ্রীরজনীকান্ত গুপ্ত কর্ত্তৃক

সম্পাদিত।

২।২ নং রাজা নবকৃষ্ণের ষ্ট্রীট্‌
বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ-কার্য্যালয় হইতে
প্রকাশিত

সূচী।

কলিকাতা,

২ নং গোয়াবাগান ষ্ট্রীট্‌, ভিক্টোরিয়া প্রেসে,
শ্রীতারিণীচরণ আস দ্বারা মুদ্রিত।

[এই সংখ্যার মূল্য বার আনা।

বার্ষিক মূল্য তিন টাকা।]

বঙ্গাব্দ, ১৩০২।

সাহিত্য-পরিষদ-পত্রিকা।

২য় ভাগ ; ২য় সংখ্যা।] [শ্রাবণ, ১৩০২।

মহাকবি মুকুন্দরাম কবিকঙ্কণ।

(প্রথম প্রস্তাব।)

বিগত বর্ষের মাঘ মাসের "সাহিত্য-পরিষদ্-পত্রিকায়" শ্রীযুক্ত বাবু রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মহাশয়, কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম চক্রবর্ত্তীর সম্বন্ধে ৪ চারিটী প্রশ্ন করিয়া এক খানি পত্র লেখেন। সেই পত্র-যোগে তিনি সাহিত্য-পরিষদে একটী প্রস্তাব করিয়া পাঠান। সেই পত্রখানি অগ্রে উদ্ধৃত করা যাউক। পশ্চাৎ তদ্বিষয়ে মতামত প্রদত্ত হইবে। এখানে বলিয়া রাখা আবশ্যক, এই সন্দর্ভে প্রশ্নানুষঙ্গিক ও প্রশ্নাতিরিক্ত অনেক প্রয়োজনীয় বিষয় বিচারার্থ গৃহীত হইবে। রামেন্দ্রসুন্দর বাবুর পত্র এই,—

"আমার একখানি প্রাচীন হস্তলিখিত শ্রীমদ্ভাগবত গ্রন্থের শেষ পত্রে নিম্নোদ্ধৃত কয়েকটী ছত্র আছে।

'সমাপ্তোঽয়ং দ্বাদশস্কন্ধঃ। সমাপ্তঞ্চেদং শ্রীভাগবতং মহাপুরাণমিতি। শিবমস্তু শকাব্দাঃ ১৬১২।

'যমাঙ্গরসভূসংখ্যে নত্বা গুরুপদাম্বুজম্।
শাকে লেখি মহাদেবশর্ম্মণা কাঙ্গনামকম্॥
শ্রীলশ্রীকবিকঙ্কণাত্মজসুতঃ পঞ্চাননাখ্যস্তৎসুতো,
নত্বা দেবগুরুং লিলেখ ভগবৎশাস্ত্রং পরং মুক্তিদং।
সারাৎসারতরং পুরাণমমৃতং তারাঙ্কুরং সৎপ্রিয়ং,
যৎ শ্রুত্বা ন পুনর্ভবেত্তববতাং সংসারবাসঃ সদা॥

শ্রীহরিঃ।

শ্রবণে শুক্লপক্ষে তু তিথির্যাভূদ্ধরিপ্রিয়া।
তস্যামিয়ং সমাপ্তা চ শ্রীভাগবতসংহিতা॥'

"উদ্ধৃত শ্লোক-সম্বন্ধে আমার জিজ্ঞাস্য :—

"(১) শ্লোকোক্ত কবিকঙ্কণ আর চণ্ডীপ্রণেতা কবিকঙ্কণ এক ব্যক্তি কি না? প্রমাণের উপায় আছে কি না?

"(২) চণ্ডীমঙ্গলপ্রণেতা কবিকঙ্কণের কালনিরূপণের কি কি উপায় বর্ত্তমান আছে?

"(৩) চণ্ডীপ্রণেতা কবিকঙ্কণের পুত্র পৌত্রাদির নাম জানিবার কোন উপায় আছে কি না, এবং তাঁহার কেহ বর্ত্তমান আছেন কি না?

"(৪) উদ্ধৃত শ্লোকে 'আত্মজসুত' অর্থে পুত্র কি পৌত্র?

"এই কয়েক প্রশ্নের উত্তর পরিষদ বা পরিষদের কোন সদস্য মহোদয় দিলে অনুগৃহীত হইব। ইতি।

নিবেদক

শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী।"

দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তর বাদে প্রথমাবধি চারি প্রশ্নের উত্তর, ক্রমে ক্রমে ধারাবাহিক নিয়মে লিখিত হইতেছে। কোন অসুবিধা-বশতঃ আপাততঃ দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তর সমাধান করিবার সুযোগ হইল না।

(১) প্রশ্নকর্ত্তা ত্রিবেদী বাবু কর্ত্তৃক উদ্ধৃত শ্লোকে যে কবিকঙ্কণের নাম দৃষ্ট হইতেছে, তিনি চণ্ডীপ্রণেতা হইতে যে অভিন্ন, শ্লোকান্তর্গত নিদর্শন ভিন্ন স্বতন্ত্র প্রমাণের প্রয়োজন কি? কেননা উল্লিখিত কবিতায় যে "পঞ্চাননের" নাম রহিয়াছে, সেই পঞ্চাননই কবিকঙ্কণ পুত্র বলিয়া অভিহিত হইয়াছেন, দেখা যাইতেছে। ত্রিবেদী বাবুর জিজ্ঞাসার মর্ম্মানুসারে এ স্থলে বলা আবশ্যক, "কবিকঙ্কণ" উপাধিযুক্ত দ্বিতীয় ব্যক্তি বঙ্গদেশে বর্ত্তমান ছিলেন। তাঁহার পূর্ণ নাম 'বলরাম কবিকঙ্কণ'। সেই কবি, মেদিনীপুর-নিবাসী। তাঁহার কৃত এক চণ্ডী আছে। কিন্তু তিনি উক্ত পঞ্চাননের পিতা নহেন। কেবল "কবিকঙ্কণ" উপাধি-সাদৃশ্যে বলরামকে পঞ্চাননের পিতা বলিলে চলিবে কেন? কেননা, মুকুন্দরাম কবিকঙ্কণের পুত্রেরই নাম যে "পঞ্চানন",—তাহার প্রমাণ, তৃতীয় প্রশ্নের উত্তর দেখাইব। সম্প্রতি বলরাম কবিকঙ্কণের বৃত্তান্ত আলোচনা করিয়া প্রতিপন্ন করিতে হইতেছে যে, বলরামের গ্রন্থে পঞ্চাননের কোন প্রসঙ্গ নাই।

এক দিন কথা-প্রসঙ্গে সাহিত্য-পরিষদ্-সম্পাদক শ্রীযুক্ত বাবু দেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের নিকট সংবাদ পাইলাম, শ্রীযুক্ত বাবু ঈশানচন্দ্র বন্দ্যো মহাশয়ের নিকট মুকুন্দরাম কবিকঙ্কণ হইতে পৃথক্ অপর কবিকঙ্কণের কৃত অপর এক চণ্ডীর প্রতিলিপি রহিয়াছে। দেখিলাম, তাঁহার নিকট কয়েক-পৃষ্ঠা পরিমিত প্রতিলিপি আছে। সম্পূর্ণ গ্রন্থের প্রতিলিপি বা আদর্শ, তাঁহার নাই। সেই প্রতিলিপির কিয়দংশমাত্র অত্র উদ্ধৃত হইতেছে—

১। "অভয়ার অভয় চরণে করি ধ্যান।
বলরাম শ্রীকবিকঙ্কণ রস গান॥"

বলরাম কবিকঙ্কণের এই ভণিতাযুক্ত কবিতায়, আর মুকুন্দরাম চক্রবর্ত্তী কবিকঙ্কণের ভণিতায় বিশেষ পার্থক্য নাই। তুলনার অনুরোধে মুকুন্দরামের কতিপয় লিপি উদ্ধৃত করা আবশ্যক হইল—

(ক) "অভয়া-চরণে মজুক নিজ-চিত।
শ্রীকবিকঙ্কণ গান মধুর সঙ্গীত॥"
(খ) "কুঁচ দিয়া কৈল মান, ষোল রতি দুই ধান
শ্রীকবিকঙ্কণ রস গান॥"

সেই "অভয়া" "চরণে"—সেই "রস"—সেই "গান"—উভয়ত্র সমান। এখন কথা হইতে পারে, কে কাহার অনুকারী?

বলরাম, অন্যত্র বলিতেছেন—

২। "দক্ষমুখে সরস্বতী, নিন্দন শুনিয়া অতি
সদানন্দ শিবের মহিমা।
শিবনিন্দা শুনি কোপে, নন্দীশ্বর খায় দাপে
বিরচিল কবি বলরামা।"

এখানে ছন্দের অনুরোধে উপরের ছত্রের "মহিমা" শব্দের সহিত মিলনের নিমিত্ত আকারান্ত "বলরামা" ব্যবহৃত হইয়াছে। "বলরাম" তাঁহার যে প্রকৃত নাম, তাহা প্রথম উদ্ধৃতাংশের প্রতি লক্ষ্য করিলে, অনুধাবন করা যায়। প্রমাণান্তর দেখুন—

৩। "অভয়ার চরণে মজুক নিজ চিত।
দ্বিজ বলরাম গান মধুর সঙ্গীত।"

কবির নাম বলরাম স্থিরীকৃত হইয়া এ স্থলে এক অতিরিক্ত কথা, পাঠকের প্রতীতি হইল। এই বলরাম কবিকঙ্কণ, ক্ষত্রিয়াদি অন্য বর্ণের লোক নহেন। তিনিও মুকুন্দরাম কবিকঙ্কণের ন্যায় "দ্বিজ"। 'দ্বিজ' শব্দ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের সাধারণ উপাধি হইলেও, উহা প্রায়ই ব্রাহ্মণ-বাচী। অন্য স্থান হইতে যথেচ্ছ অংশ তুলিয়া দেখাইতেছি, বলরাম কবিকঙ্কণের কবিত্বে কিছু গুণশালিত্ব আছে কি না। আমাদের এ প্রকার করিবার একটী উদ্দেশ্য রহিয়াছে। একটা কথা উঠিয়াছে, এক জন, অন্য জনের শিষ্য। তুলনার পক্ষে বিস্তর সুযোগ ঘটিবে বলিয়া কিঞ্চিৎ সমুদ্ধৃত করিতে হইল।

"শুন সতী পশুপতি ছাড়িয়া কৈলাসে।
কোন্ গুণে অপমানে যাবে পিতৃবাসে॥
ত্রিনয়ন নিবেদন শুন গুণবতী।
কেবনিন্দা শিবযজ্ঞে দক্ষ প্রজাপতি।"

যে যে স্থল প্রদর্শিত হইল, তন্মধ্যে কুত্রাপি বলরাম কবিকঙ্কণের বংশাবলির পরিচয় নাই। সুতরাং "পঞ্চানন" যে, বলরাম কবিকঙ্কণের পুত্র নন, তাহা স্থিরীকৃত হইতেছে। পক্ষান্তরে পাঠক, পশ্চাৎ প্রমাণ পাইবেন, "পঞ্চানন" মুকুন্দরাম কবিকঙ্কণের পুত্র।

ঈশানচন্দ্র বাবুর নিকট "দক্ষযজ্ঞ" পর্য্যন্ত প্রতিলিপি আছে। তাহাতেই ডিমাই কাগজের (ছোট আকারের) খাতার ২৬ ছাব্বিশ পৃষ্ঠা অধিকৃত। মেদিনীপুরের লোকদিগের সংস্কার, এই বলরাম কবিকঙ্কণ, মুকুন্দরাম কবিকঙ্কণের শিক্ষাগুরু। আমাদের এ বিষয়ে বক্তব্য এই, যদি গুরু-শিষ্য-সম্বন্ধ ধরিতে হয়, তবে মুকুন্দরামই গুরু, বলরাম তদীয় শিষ্য। পাঠকেরা উভয়ের রচনা তুলনা করিয়া স্বয়ং বিচার করিয়া দেখেন, আমাদের এই মাত্র অনুরোধ।

ত্রিবেদী বাবুর দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তর-প্রদানের সময়ে আমরা মুকুন্দরাম ও বলরামের আবির্ভাব-কালের তুলনা করিয়া পরস্পরের সম্বন্ধ স্থির করিবার প্রয়াস পাইব।

এক্ষণে তৃতীয় প্রশ্নের উত্তর সমাধানে অগ্রসর হওয়া যাইতেছে। কবিকঙ্কণের বংশ-তালিকা প্রদান করিলেই এই প্রশ্নের উত্তর সমাধান করা হইবে। মূল চণ্ডী হইতে কবিকঙ্কণের পূর্ব্ব-পুরুষগণের নামাদি যত দূর জ্ঞাত হওয়া যায়, তাহাই প্রথমতঃ আলোচ্য। মহাদেব-বন্দনার শেষাংশে কবিকঙ্কণ স্বয়ং নিজের পূর্ব্ব-পুরুষগণের বর্ণনা করিয়াছেন,—

"মহামিশ্র জগন্নাথ, হৃদয় মিশ্রের তাত
কবিচন্দ্র হৃদয়-নন্দন।
তাঁহার অনুজ ভাই, চণ্ডীর আদেশ পাই
বিরচিল শ্রীকবিকঙ্কণ ॥" (১)

ইহার অর্থ এই—জগন্নাথ মিশ্রের পুত্র হৃদয় মিশ্র। হৃদয় মিশ্রের দুই সন্তান। জ্যেষ্ঠ কবিচন্দ্র, তদনুজ মুকুন্দরাম চক্রবর্ত্তী কবিকঙ্কণ ভট্টাচার্য্য।

এই বংশতালিকা উক্ত অংশ হইতে সঙ্কলন করা গেল।

আমাদের কৃত বংশ-তালিকার ঐ ব্যাখ্যায় কাহারও কাহারও আপত্তি শুনিতে পাইয়াছি। আপত্তিগুলি একে একে উত্থাপিত হইতেছে।

(ক) "মহামিশ্র জগন্নাথ, হৃদয় মিশ্রের তাত" এ স্থলের অর্থ-সম্বন্ধে আপত্তিকারকদের মত এই,—'জগন্নাথ মিশ্র' হৃদয় মিশ্রের 'পিতা' নন, কিন্তু জগন্নাথ মিশ্র, হৃদয় মিশ্রের "পুত্র"। অর্থাৎ হৃদয় মিশ্র, জগন্নাথ মিশ্রের পিতা। তাঁহাদের এইরূপ বলিবার একটা ভিত্তি আছে। কেন না, "তাত" শব্দের অভিধেয়—পুত্র, পিতা ও পূজ্য ব্যক্তি। সেই অর্থানুসারে তাঁহারা মহামিশ্র জগন্নাথকে হৃদয় মিশ্রের পিতা না বলিয়া পুত্র ঘটাইয়া থাকেন। এই আপত্তির খণ্ডন আমরা যথাস্থানে করিব। এখন আর আর আপত্তি লিপিবদ্ধ করিয়া যাই।

(খ) দ্বিতীয় আপত্তি এই বার বিবেচ্য। আপত্তিকারীরা "কবিচন্দ্র হৃদয়-নন্দন" এই অংশের ব্যাখ্যা করেন,—'কবিচন্দ্রের মনের আনন্দবর্দ্ধক'। 'কবিচন্দ্র' শব্দকে হৃদয় মিশ্রের বিশেষণ করিয়া তাঁহারা ব্যবহার করিতে চাহেন।

---

(১) কেবল মহাদেব-বন্দনাতেই এই পরিচয় আছে, এমন নয়। শ্রীচৈতন্য-বন্দনার শেষে ও অন্যত্রও উহার পুনরাবৃত্তি, পাঠকের নেত্র-পথে নিপতিত হইবে।

(গ) আমরা কেমন করিয়া "কবিকঙ্কণ" শব্দকে উপাধি—কবিত্ব-সুখ্যাতি-বোধক উপাধি ধরিয়া "মুকুন্দরাম চক্রবর্ত্তী" নাম বলিয়া ব্যাখ্যা করিতে সমর্থ, ইহাই তৃতীয় আপত্তি।

প্রথম ও দ্বিতীয় আপত্তি-খণ্ডন।—"তাত" শব্দের পুত্র অর্থ গ্রহণ করিলে এবং "কবিচন্দ্র হৃদয়-নন্দন" হৃদয় মিশ্রের বিশেষণ করিয়া ও উহার অর্থ "কবিচন্দ্রের চিত্তানন্দদায়ক" বলিয়া স্বীকার করিতে গেলে, সন্দর্ভটী অসংলগ্ন হইয়া পড়ে। শব্দগুলি কতকটা যেন পরস্পর অসম্বদ্ধ হয়। দৃষ্টান্ত দিয়াই বলি, ওরূপ ব্যাখ্যায় মহামিশ্র জগন্নাথের সহিত "তাহার অনুজ ভাই" এই অংশের কি সার্থকতা থাকে? "মহামিশ্র" এই বিশেষণটী জগন্নাথের, কিন্তু হৃদয় মিশ্রের নয়। ইহাও একটী বিবেচ্য বিষয়।

আপত্তিকারকগণের অর্থানুসারে বংশাবলী এইরূপ হইয়া উঠে,—
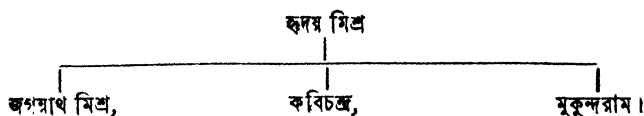
আমাদের তালিকায় যিনি পিতা, এই তালিকায় তিনি পুত্র। অর্থাৎ আমাদের তালিকায় হৃদয় মিশ্র, জগন্নাথ মিশ্রের পুত্র—কিন্তু ইহাতে তদ্বিপরীত। আমরা যে কবিচন্দ্র ও কবিকঙ্কণকে জগন্নাথ মিশ্রের পৌত্র অবধারণ করিয়া আসিয়াছি, এখানে তাঁহারাই জগন্নাথের পৌত্র না হইয়া ভ্রাতা হইয়া দাঁড়াইলেন! এতাদৃশ সম্বন্ধ বিসদৃশ কি না, তাহাই দেখাইব।

আমাদের কৃত ব্যাখ্যা সঙ্গত কি না, বুঝাইবার নিমিত্ত আমরা আভ্যন্তরিক প্রমাণ আলোড়নার্থে চণ্ডীকাব্যের সম্যক্ আলোচনায় প্রবৃত্ত হইতেছি।

কবির জন্মভূমি নিজ দামুন্যার বাটীতে যে চণ্ডীগ্রন্থ যত্নপূর্ব্বক রক্ষিত হইতেছে, তাহার এক স্থানে আছে,—

"কয়ড়ি কুলের রাজা   সুকৃতি তপন ওঝা
তস্য সুত উমাপতি নাম।
তনয় মাধব শর্ম্মা,   সুকৃতি সুকৃতকর্ম্মা
তার নয় তনয় সোদর।
উদ্ধরণ, পুরন্দর   নিত্যানন্দ, সুরেশ্বর,
বাসুদেব, মহেশ, সাগর ॥
সর্ব্বেশ্বর অনুজাত,   মহামিশ্র জগন্নাথ
একভাবে সেবিলা শঙ্কর।
বিশেষ পুণ্যের ধাম,   সুধন্য হৃদয় নাম
কবিচন্দ্র তাঁর বংশধর।
অনুজ মুকুন্দ শর্ম্মা,   সুকৃতি সুকৃতকর্ম্মা
নানা শাস্ত্রে নিশ্চয় বিদ্বান্।
শিবরাম বংশধর   কৃপা কর মহেশ্বর
রক্ষ পুত্রে পৌত্রে ত্রিনয়ন ॥" (২)

(২) দামুন্যার পুঁথি দ্রষ্টব্য।

ইতিপূর্ব্বোদ্ধৃত সন্দর্ভে অর্থাৎ "মহামিশ্র জগন্নাথ" ইত্যাদি অংশে জগন্নাথ মিশ্রই বংশের মূল পুরুষ হইয়া দাঁড়ান। কিন্তু "কয়ড়ি কুলের রাজা সুকৃতি তপন ওঝা" ইত্যাদি অংশ দ্বারা জগন্নাথেরও ঊর্দ্ধতন তিন পুরুষের সমাচার ও পরিচয় পাওয়া গেল। দামুন্থার পুঁথিতেই এই অংশটুকুর অস্তিত্ব রহিয়াছে। দামুন্থার পুস্তকের এই স্থলটী, কবির বর্ত্তমান বংশধরদিগের পূর্ব্বপুরুষ অর্থাৎ দামুন্থাস্থিত কবিকঙ্কণের সন্তানাদি কর্ত্তৃক উত্তর-কালে সংযোজিত। উহা যদি কবির নিজের লিখিত হইত, তাহা হইলে সকল স্থানের গ্রন্থেই উক্ত অংশের অস্তিত্বাভাব কেন হইবে? উত্তর-কাল-সংযোজিত হউক, তাহাতে ক্ষতি নাই; কিন্তু উহার অন্তর্গত বর্ণিত ব্যাপার প্রকৃত। যেহেতু, উক্ত বর্ণনায় কবির 'আরড়া যাত্রার' আংশিক উক্তিও প্রকৃত বলিয়া প্রমাণীকৃত হয়। দামুন্থা ত্যাগ করিয়া আরড়া গমনবর্ণনায় তিনি বলিয়াছেন, দামুন্থায় তাঁহার উপরিতন ৬।৭ ছয় সাত পুরুষ অধিবাস করিতেন। এবিষয়ে কবিকঙ্কণের উক্তি এই,—

"দামুন্থার চাষ চষি
নিবাস পুরুষ ছয় সাত।"

এই অংশে কাহারও প্রতিবাদ করিবার কিছু নাই। কারণ, ইহা সর্ব্বস্থানের পুঁথিতেই লিখিত আছে। জগন্নাথ মিশ্রকে কবিকঙ্কণের মূল পুরুষ ধরিলে, দামুন্থায় কেবল তিন পুরুষের বাসের উল্লেখ দেখিতে পাই। কেন না, জগন্নাথ মিশ্র, কবিকঙ্কণের পিতামহ। অতএব দামুন্থাস্থিত পুঁথির ঐ বর্ণনা কেবল প্রামাণিক নয়, কিন্তু প্রয়োজনীয় বিষয়ও বটে। আর, দামুন্থার পুঁথির মতে যে "শিবরাম" কবিকঙ্কণের তনয়, সেই "শিবরামের" প্রসঙ্গও চণ্ডীকাব্যের অন্যত্র দৃষ্ট হইতেছে। "কালকেতুর জন্ম"-বিবরণে "শিবরাম" উল্লিখিত হইয়াছেন।

"কালকেতুর জন্ম" সকল পুঁথিতেই আছে। উহা সুতরাং সর্ব্ববাদিসম্মতই হইতেছে। "কালকেতুর জন্মের" এক স্থান এই,—

"উরহ কবির কামে, কৃপা কর শিবরামে
চিত্র লেখা যশোদা মহেশে।"

এই শিবরাম, কবিকঙ্কণের আত্মজ। চিত্রলেখা তদীয় পুত্রবধূ—শিবরামের গৃহিণী। কন্যার নাম যশোদা, মহেশ জামাতা। এই বৃত্তান্ত, আমরা চণ্ডীকাব্যে পাই নাই; কিন্তু উহা কবির বংশধরেরা কীর্ত্তন করিয়া থাকেন। আমরা এত ক্ষণ অনেক কথাই বলিয়া আসিলাম। যে দুইটী পৃথক্ বৃত্তান্ত সম্মিলিত করিবার চেষ্টা করিতেছি, তাহাদের সামঞ্জস্য করিলে, সম্পূর্ণ বংশ-তালিকা এইরূপ হয়,——
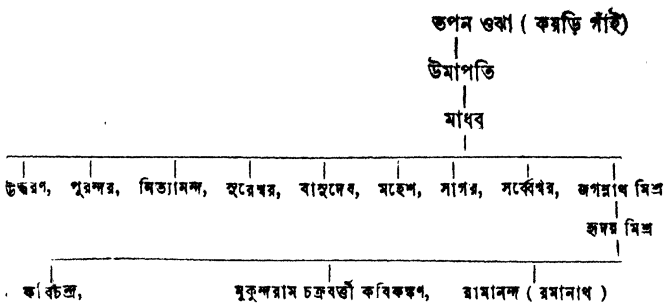
যে বংশতালিকা প্রদত্ত হইল, তদ্দ্বারা সহজেই আপত্তিকারকদের প্রথম ও দ্বিতীয় আপত্তি বা সংশয় খণ্ডিত হইল কি না, পাঠকগণ বুঝিয়া লউন।

তৃতীয় আপত্তি-খণ্ডন।—'মুকুন্দরাম চক্রবর্ত্তী কবিকঙ্কণ' ভট্টাচার্য্য এই লম্বা চওড়া উপাধি আমরা কোথা হইতে সংগ্রহ করিলাম, তাহাই অত্রত্য আলোচ্য বিষয়। চণ্ডী-কাব্যের একমাত্র স্থান হইতে উহা সপ্রমাণ করা সহজ-সাধ্য নয়; বহু স্থানে ভিন্ন ভিন্ন বিষয়ে একাধিক উদ্ধৃত অংশ আমাদের অভীষ্ট-সিদ্ধির পক্ষে সহায়তা করিবে।

চণ্ডীপ্রণেতার নাম যে "মুকুন্দ," তাহা আমরা কোথায় পাইলাম, তাহারই প্রথমতঃ নিদর্শন দিলাম,—

"চণ্ডীর চরণ সেবি, রচিল কুমুন্দ কবি,
প্রকাশে ব্রাহ্মণ নরপতি।" (৩)

কবির নাম "মুকুন্দ" জানা গেল। অতঃপর "চক্রবর্ত্তী" উপাধির কথা দেখাইতেছি,—

"গাইয়া তোমার আগে, গোবিন্দ-ভকতি মাগে,
চক্রবর্ত্তী শ্রীকবিকঙ্কণ।" (৪)

"ভট্টাচার্য্য" বিদ্বান্ ব্রাহ্মণের সাধারণ উপাধি। সে হিসাবে কবিকঙ্কণে ঐ উপাধির সার্থকতা আছে। আর এক স্পষ্ট প্রমাণ এই যে—তাঁহার বংশীয়েরা অদ্যাবধি "ভট্টাচার্য্য" উপাধিতে পরিচিত।

যে কবিচন্দ্রের নাম কবিকঙ্কণ, গৌরব-সহকারে কীর্ত্তন করিয়া গিয়াছেন, এখানে সেই কবিচন্দ্রের বিবরণ কিঞ্চিৎ আলোচনা করিলে অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। কবিচন্দ্রও কবি ছিলেন। তাঁহার বিরচিত সম্পূর্ণ কোন গ্রন্থ সুপ্রাপ্য নয়। তদ্রচিত "দাতাকর্ণ" ও "কলঙ্ক-ভঞ্জন" এই দুই কবিতা এখনও আমাদের জ্ঞান-গোচর। "কবিচন্দ্র" প্রকৃত নাম, কি উপাধি, ইহা নির্ণয় করা দুরূহ নয়; সুতরাং উহার তথ্যাবধারণ দুর্ঘট হইতেছে না। মৎসম্পাদিত ষষ্ঠ বর্ষের পাক্ষিক "অনুসন্ধানে" আমার কনিষ্ঠ সোদরকল্প শ্রীমান্ অম্বিকাচরণ গুপ্ত লিখিয়াছেন,—

(৩) "সৃষ্টির" শেষ দেখ।
(৪) "গণেশ-বন্দনার" উপসংহার দ্রষ্টব্য।

"তাঁহার (কবিকঙ্কণের) জ্যেষ্ঠাগ্রজের নাম কবিচন্দ্র উপাধিধারী অযোধ্যারাম। ইনিই প্রসিদ্ধ 'গঙ্গার বন্দনা' নামক কবিতার রচয়িতা" (৫)।

এখানে দুইটী ভুল হইয়াছে।

১। প্রথম ভ্রম এই,—"কবিচন্দ্র" উপাধি এবং "অযোধ্যারাম" নাম, এ কথায় প্রমাণ কি ?

২। দ্বিতীয় ভ্রম এই,—"গঙ্গার বন্দনা" যে কবিচন্দ্রের লেখনী-বিনিঃসৃত, ইহাই বা কোন্ প্রমাণের বলে স্থিরীকৃত হয় ?

এই দুই কথাই ভ্রান্তিবিজৃম্ভিত। আমরা এই ভ্রান্তির কারণ অনুসন্ধান করিতে পারিয়াছি। বটতলা-মুদ্রিত "শিশুবোধকে" যে কবিতাচতুষ্টয় দৃষ্ট হয়, সেই কবিতা-গুলির শিরোনাম ও সেগুলির কে প্রণেতা, পশ্চাৎ প্রদর্শিত হইল।

(ক) গঙ্গার বন্দনা ... ... কবিকঙ্কণপ্রণীত।

(খ) গুরুদক্ষিণা ... ... অযোধ্যারামপ্রণীত।

(গ) দাতাকর্ণ ... ... কবিচন্দ্রপ্রণীত।

(ঘ) কলঙ্কভঞ্জন ... ... ঐ ।

তালিকায় পাঠক অবলোকন করিলেন, "দাতাকর্ণ" ও "কলঙ্কভঞ্জন" কবিচন্দ্রের বিরচিত। এই যুগল কবিতাই বিষ্ণুভক্তিময়। আর, অযোধ্যারামের "গুরুদক্ষিণা"তেও বিষ্ণুভক্তি প্রকটিত। এই সাদৃশ্য ধরিয়াই অম্বিকাচরণ বাবু অযোধ্যারাম ও কবিচন্দ্র একই ব্যক্তি, পৃথক্ দুই জন নন—ইহাই নির্দ্ধারণ করিয়া ফেলিয়াছেন। আর একটী বিষম ভ্রম দেখিতেছি, গঙ্গা-বন্দনা-প্রণেতার নাম কবিচন্দ্র, এইরূপ লেখার কারণ—অন্যমনস্কতা ও অসাবধানতা।

আমাদের উক্তি, বেদবাক্যবৎ গ্রাহ্য—আমাদের বাক্যই প্রমাণ—এই অসংসাহসিকতা প্রকাশ করা আমাদের উদ্দেশ্য নয় বলিয়াই "গঙ্গা-বন্দনা," "গুরু-দক্ষিণা," "দাতাকর্ণ" ও "কলঙ্ক-ভঞ্জন "এই সকলের রচকগণ কে কে, তাহার নিদর্শন প্রদর্শন ও ভণিতাদি উদ্ধৃত করিতেছি। গঙ্গার বন্দনা কবিকঙ্কণের রচিত কি না দেখুন,—

"গঙ্গার মহিমা যত, আমি তাহা কব কত
বিস্তারিত অনেক পুরাণে।
গাইয়া তোমার আগে, গোবিন্দ-ভকতি মাগে
চক্রবর্ত্তী শ্রীকবিকঙ্কণে।" (৬)

"গুরুদক্ষিণা" যে অযোধ্যারামের মস্তিষ্ক-প্রসূত, কিন্তু কবিচন্দ্রের বিরচিত নয়, তাহার প্রমাণ এই,—

(৫) অনুসন্ধান, ১২৯৯ সাল, ২৯শে মাঘ, ৩১৫ পৃষ্ঠা।

(৬) এই "গঙ্গাবন্দনা" চণ্ডীকাব্যের অন্তর্নিহিত নয়। সুতরাং প্রমাণ হইতেছে, কবিকঙ্কণের অপর গ্রন্থও ছিল।

১। "নবচন্দ্রে উজ্জ্বল হইল সভাস্থল।
অযোধ্যারামের গতি ও পদ-কমল॥"
২। "শিখিল চৌষট্টি বিদ্যা গুরু-বিদ্যমানে।
অযোধ্যারামের গতি ও রাঙ্গা চরণে॥"

সমগ্র "গুরুদক্ষিণায়" ছয়টী স্থলে অযোধ্যারামের নামের ভণিতাযুক্ত পদাবলী বিদ্যমান। তন্মধ্যে দুইটী মাত্র এখানে তুলিয়া দেখাইলাম।

"দাতাকর্ণ" কবিচন্দ্র-প্রণীত। উহারও ছয় স্থানে কবিচন্দ্র, নিজনামের ভণিতা দিয়াছেন। যথা,—

১। "অনুমতি পেয়ে কর্ণ, হাসে খল খল।
দ্বিজ কবিচন্দ্র গায় গোবিন্দ-মঙ্গল॥"
২। "কবিচন্দ্র" কহিলেন পালা হইল সায়।
ধন-পুত্র লক্ষ্মীলাভ যে জন গাওয়ায়॥"

আর অধিক উদ্ধৃত হইল না।

"কলঙ্কভঞ্জন"ও যে কবিচন্দ্রেরই বিরচিত, তাহাও প্রদর্শন করিতে উদাসীন থাকিলে, আমাদের ইষ্টসিদ্ধির অন্তরায় হওয়া অসম্ভাবিত নয়। তাহাতে এই বিষয়ের অঙ্গহানি ঘটিতে পারে। অতএব এখানে তাহাও প্রদত্ত হউক।

৩। "রাধা হইতে প্রিয় তাঁর নাহি ত্রিভুবনে।
অহঙ্কার চূর্ণ হয় কবিচন্দ্র ভণে॥"

"কলঙ্কভঞ্জনে" কবিচন্দ্রের ভণিতাবিশিষ্ট দশটী স্থলের মধ্যে একটি মাত্র অংশ প্রকটিত হইল। ইহাতেই আমাদের উদ্দেশ্য-সাধনের পক্ষে যথেষ্ট সাহায্য করিতেছে। *

এখানে আরও এক উল্লেখযোগ্য বিবরণ বলিতেই বা বাকী থাকে কেন? তাহা না করিলে প্রবন্ধের ত্রুটি ঘটিবার সম্ভাবনা। বিবরণ নিম্নে আলোচিত হইল।

কবিচন্দ্র ব্যতিরিক্ত কবিকঙ্কণের আরও এক ভ্রাতা ছিলেন। লিপি-ভঙ্গীতে বিলক্ষণ প্রতীতি জন্মে, তিনি সর্ব্বকনিষ্ঠ। তাঁহার নাম একমতে রমানাথ, অন্যমতে রামানন্দ। পাঠক ভাবিতে পারেন, এক জনের নামান্তর সঙ্ঘটন কিরূপ সম্ভবপর হইবে? তাহার সুমীমাংসায় উপনীত হইবার নিমিত্ত পশ্চাৎ বিষয়টি অনুশীলিত হইতেছে। দামুন্যাস্থিত পুঁথিতে 'গ্রন্থোৎপত্তির কারণের' একাংশে "রমানাথ" নামের উল্লেখ আছে,—

(ক) "দামুন্যা ছাড়িয়া যাই, সঙ্গে রমানাথ ভাই" (৭)।
(খ) "দামুন্যা ছাড়িয়া যাই, সঙ্গে রমানাথ ভাই" (৮)।

---

* কৃত্তিবাসী রামায়ণে "অঙ্গদ-রায়বার" বলিয়া যে অংশ আছে, তাহার শেষাংশে কবিচন্দ্রের ভণিতা আছে। বাবু হীরেন্দ্রনাথ দত্ত এম, এ, মহাশয়ের নিকট ইহার যে এক প্রতিলিপি ছিল, তিনি আমাকে তাহা দেখিতে দিয়াছেন। সময়-ক্রমে তদ্বিষয়ের আলোচনা করিবার বাসনা রহিল।

(৭) দামুন্যার পুঁথি।

(৮) বাবু অক্ষয়চন্দ্র সরকারের মুদ্রিত পুস্তক।

ইহা সঙ্গত পাঠ নয়। কেন না, ঐ অংশের প্রামাণিক পাঠ এই,—

(গ) "দামুন্তা ছাড়িয়া যাই, সঙ্গে রামানন্দ ভাই" (৯)।

ইহার অন্য পাঠও মিলাইয়া দেখুন,—

(ঘ) "দামুন্তা ছাড়িয়া যাই, সঙ্গে রামানন্দ ভাই" (১০)।

গ্রন্থের অন্যত্র দেখুন,—

(ক) সঙ্গে ভাই রামানন্দী, যে জানে স্বপ্নের সন্ধি" (১১)।

ইহা দ্বারা অবধারিত হইতেছে, তাঁহার নাম "রামানন্দ" ছিল। "সন্ধি" শব্দের সহিত মিলনের অনুরোধে এ স্থলে কেবল "রামানন্দী" পদ প্রযুক্ত। তত্ত্বনির্ণয়ের অনুরোধে আমরা এ ক্ষেত্রে প্রচার করিতে বাধ্য যে, ঐ পাঠ সর্ব্বসম্মত নয়। উহার পাঠান্তর দেখুন,—

(খ) "সঙ্গেতে শ্রীমান্ নন্দী, সে জানে স্বপন সন্ধি (১২)।"

(গ) "সঙ্গেতে দামাল নন্দী, যে জানে স্বপ্নের সন্ধি (১৩)।"

(ঘ) "সঙ্গে দামোদর নন্দী, যে জানে স্বপ্নের সন্ধি (১৪)।"

বলা আবশ্যক, এই অংশের প্রথম পাঠই সমধিক গ্রাহ্য। তাহার কারণ এই যে, আরড়ার পুঁথিই প্রামাণিক। যেহেতু, কবির বর্ণিত গ্রাম, জনপদ, নদ, নদী, ব্যক্তির নাম ভিন্ন অন্যান্য বর্ণনাও আরড়ার পুঁথিতে ঠিক্ লিখিত আছে।

গ্রন্থোৎপত্তির দুই ভিন্ন স্থলের পাঠ বিভিন্ন হইলেও—এই সকল অনৈক্য সত্ত্বেও—আমরা দুইটী কারণে "রামানন্দ" নাম যুক্তিসঙ্গত বিবেচনা করি। প্রথম কারণ, "কবিচন্দ্র" ও "মুকুন্দ" এই দুই ভ্রাতার নামে যথাক্রমে "ন্দ্র" ও "ন্দ" দেখিতেছি। সুতরাং কবিকঙ্কণের কনিষ্ঠ ভ্রাতার নাম দামুন্তার (১৫) পুঁথির মতে "রমানাথ" না হইয়া "ন্দ"-যুক্ত "রামানন্দ" যুক্তিযুক্ত পাঠ বিবেচিত হয়। দ্বিতীয় বা প্রধান কারণ—আরড়াস্থিত পুঁথির পাঠই যে প্রামাণিক ও বিশ্বাস্য, তাহা পূর্ব্বেই বলিয়া আসিয়াছি। সেই পুঁথিতেই যখন "রামানন্দ" শব্দের প্রসঙ্গ রহিয়াছে, তখন তাহাই গ্রহণীয়।

একটা সংশয় উত্থাপিত হইবার সম্ভাবনা আছে। "মহামিশ্র জগন্নাথ" ইত্যাদি বলিয়া কবি, যে যে স্থলে পরিচয় দিয়া বংশ বর্ণনা করিয়াছেন, সেই সেই স্থলে কেন রামানন্দের প্রসঙ্গাভাব? ইহার উত্তর আছে। এই রামানন্দ সর্ব্বানুজ, অতএব বয়ঃকনিষ্ঠ। কেবল তাহাই নয়। তিনি কবিচন্দ্রের মত সুধী ছিলেন না, এ কারণে ঐরূপ স্থলে তাঁহার বৃত্তান্ত অনুল্লিখিত।

---

(৯) আরড়ার পুঁথি।
(১০) বটতলার মুদ্রিত পুস্তক।
(১১) আরড়া ব্রাহ্মণভূমির পুঁথির পাঠ।
(১২) বাবু অক্ষয়চন্দ্র সরকার-সঙ্কলিত চণ্ডীর পাঠ।
(১৩) দামুন্তাস্থিত পুঁথির পাঠ।
(১৪) বটতলার পুস্তকের পাঠ।
(১৫) দামুন্তাকে সচরাচর "দামিন্তা" বলে।

এই প্রসঙ্গাধীন কবিকঙ্কণের মাতার নাম ও কবিকঙ্কণ কোন্ ঋষির বংশসম্ভূত, তাহা লিখিত হওয়া আবশ্যক। "দেবকী" তাঁহার জননী। যথা,—

"চণ্ডীর চরিত, রচিয়া সঙ্গীত
দেবকী-নন্দন ভনে।" (১৬)

তিনি ভৃগুবংশীয় ব্রাহ্মণ ছিলেন, তাহার নিদর্শন দেখুন—

"আজি হৈতে আমার ধনে আছে তোর অংশ।
শ্রীকবিকঙ্কণ গীত গান ভৃগু-বংশ॥" (১৭)

চতুর্থ জিজ্ঞাসার উত্তর দিলেই রামেন্দ্রসুন্দর বাবুর সহিত এ প্রবন্ধে আমাদের কোন সম্বন্ধ থাকিবে না। ইহাই তাঁহার শেষ প্রশ্ন। "আত্মজ-সুত" অর্থে পুত্র, কি পৌত্র—ইহাই এখানে জিজ্ঞাস্য। অন্যত্র হইলে, ষষ্ঠীতৎপুরুষ সমাসের বলে আত্মজসুত শব্দে [আত্মজস্য সুতঃ (আত্মজের সুত)] পৌত্র বুঝাইবার পক্ষে কেহ কোন বাধা দিতে পারিত না। এখানে কর্ম্মধারয় সমাস—(আত্মজঃ সুতঃ অর্থাৎ আত্মজ যে সুত)। ইহার অর্থ—"সুত" কেমন? না—আত্মজ। "আত্মজ" শব্দের অর্থ আত্মা হইতে জাত। সুতরাং "আত্মজ" শব্দটী "সুত" পদের বিশেষণ। অতএব ঐ অর্থানুসারে আত্মজ-সুত-শব্দের অর্থ পুত্রই দাঁড়াইতেছে।

আমরা তর্কে, অনুমানে বা যুক্তিতে নির্ভর করিয়া এই কথা বলিয়া যাইব, আর পাঠক তাহাই বিনা বিচারে গ্রহণ করিবেন, আমাদের এমত অসঙ্গত অভিমত নয়। এ বিষয়ের প্রত্যক্ষ প্রমাণ আছে। "পঞ্চানন" মুকুন্দরাম চক্রবর্ত্তী কবিকঙ্কণের যে পুত্র, তাহার অখণ্ডনীয় নিদর্শন নিম্নলিখিত বংশাবলীতে প্রদর্শিত হইতেছে,—
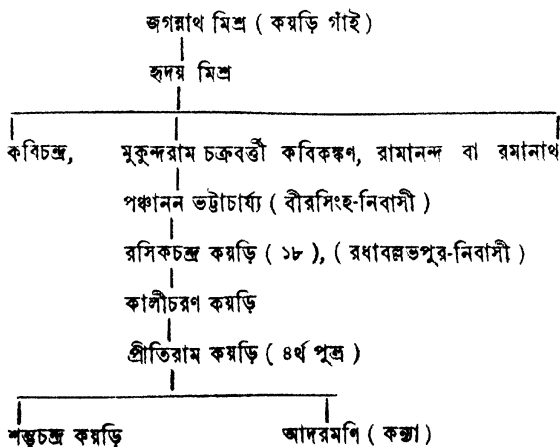
(১৬) "চণ্ডীবন্দনার" শেষ ভাগ।
(১৭) "ফুল্লরার বার মাসের ব্রত"।
(১৮) রসিকচন্দ্রের আরও সহোদর ছিল।

পাঠক লক্ষ্য রাখিবেন, তালিকায় পঞ্চাননের উপাধি "ভট্টাচার্য্য"; কিন্তু তৎসুত রসিকচন্দ্র "কয়ড়ি"—"ভট্টাচার্য্য" নহেন। ইহাতে অনুধাবন করা কর্ত্তব্য, রসিকচন্দ্র প্রভৃতি অধস্তন পুরুষেরা শাস্ত্রজ্ঞান-বিবর্জ্জিত হওয়াতেই, উক্ত উপনামে বঞ্চিত হইয়াছিলেন।

এই প্রবন্ধ-রচয়িতার বাক্যে আস্থা-স্থাপনের উদ্দেশেই ইহা নির্দ্দেশ করা আবশ্যক মনে করি যে, মুকুন্দরামের অতিবৃদ্ধপ্রপৌত্রী অর্থাৎ বৃদ্ধ-প্রপৌত্র প্রীতিরামের তনয়া আদরমণি, এই প্রবন্ধ-লেখকের পিতামহী। আদরমণি, কবিকঙ্কণের অধস্তন পঞ্চম পুরুষের সম-পর্য্যায়ের লোক। "পঞ্চানন" ভট্টাচার্য্য, কবিকঙ্কণের আত্মজ (পুত্র), কিন্তু পৌত্র নহেন—তাহা এখন স্পষ্টই দৃষ্ট হইল।

অপ্রাসঙ্গিক নয়, এমন একটী বিষয় এ স্থলে গোপন করাও আমাদের অনভিপ্রেত। পূর্ব্বপ্রদর্শিত তালিকায় মুকুন্দরামের পুত্র "শিবরাম"; কিন্তু এই তালিকায় কবিকঙ্কণের পুত্রের স্থান "পঞ্চানন" কর্ত্তৃক অধিকৃত। ইহার কোন সিদ্ধান্ত বা বিশেষ প্রামাণিক বৃত্তান্ত আছে কি না, অনুসন্ধিৎসুর মনে এ জিজ্ঞাসার উৎপত্তি অসম্ভব নয়। যদিও পঞ্চাননের সহিতই প্রবন্ধের সম্পর্ক বটে, তথাপি প্রকৃত-তত্ত্বপরায়ণের নিকট এই তথ্য উপেক্ষণীয় হইতে পারে না। প্রসঙ্গক্রমে তিনটী তত্ত্ব, এই ক্ষেত্রে আমাদের সমক্ষে উদ্‌ঘাটিত হইল।

[ক] কবিকঙ্কণের পঞ্চানন ও শিবরাম নামে দুই অপত্য সঞ্জাত হইয়াছিল। তন্মধ্যে কে অগ্রজ, কেই বা অনুজ, তাহা প্রথমতঃ অনুসন্ধানের অতীত ছিল। যুক্তি ও আনুষঙ্গিক ঘটনা দ্বারা স্থির হইয়াছে, "পঞ্চানন" অনুজ। এই দুইটী ভিন্ন তাঁহার অন্য পুত্র-কন্যা (১৯) ছিলেন কি না, তাহাও এত কাল পরে নির্ণীত হওয়া দুর্ঘট।

[খ] কবিকঙ্কণ, জন্মভূমি দামুন্যা ত্যাগ করিয়া আরড়া ব্রাহ্মণভূমিতে আশ্রয় গ্রহণ করিলেও, তাঁহার পুত্র পঞ্চানন, বীরসিংহে (২০) বসতি গ্রহণ করেন। আর, শিবরামের বংশধরেরা, মূল স্থানের [দামুন্যার] অধিবাসী রহিয়া গেলেন।

[গ] অদ্য পর্য্যন্ত যত দূর অনুসন্ধান করা গেল, তাহাতে অবধারিত হইয়াছে, কবিকঙ্কণের বংশ, তিন ভিন্ন ভিন্ন স্থানে বিরাজমান।

(১) মূল বাসস্থান দামুন্যায়—শিবরামের বংশধরগণের আবাস।

(২) দ্বিতীয় (২১) উপনিবেশ বীরসিংহে—পঞ্চাননের বংশীয়গণের বসতি। তাঁহারাও পঞ্চাননের ন্যায় "ভট্টাচার্য্য" উপাধিমণ্ডিত।

(৩) তৃতীয় উপনিবেশ হুগলী জেলান্তর্গত রাধাবল্লভপুরে—পঞ্চাননের অন্যতম পুত্র রসিকচন্দ্রের "কয়ড়ি" উপাধিধারী সন্ততিসমূহের নিবাস।

---

(১৯) তাঁহার এক কন্যা ছিল। কন্যার নাম যশোদা। পূর্ব্বেই এক স্থানে তাহার নির্দ্দেশ করা হইয়াছে।

(২০) বীরসিংহ, সম্প্রতি মেদিনীপুর জেলার অন্তর্গত।

(২১) আরড়া গ্রাম—কবিকঙ্কণের প্রথম উপনিবেশ-স্থল। তথায় বা তন্নিকটস্থ "সেনাপতেপুরে" (যথায় আরড়ার ব্রাহ্মণ রাজারা সম্প্রতি বাস করেন, তথায়) তদ্বংশধর কেহ নাই।

ত্রিবেদী বাবুর প্রশ্নের একাংশ এই, তাঁহার বংশের কেহ জীবিত আছেন কি না? ইহার সংবাদ নিম্নে দেখুন।

কবিকঙ্কণের অধস্তন দশম পুরুষ পর্য্যন্ত বংশ বিস্তৃত হইয়াছে! তদ্বংশীয় নবম পুরুষও বিদ্যমান আছেন। অধিক কি, সপ্তম ও ষষ্ঠ পুরুষ পর্য্যন্তও অদ্যাপি বর্ত্তমান। পাঠক ভাবিয়া দেখুন, কবিকঙ্কণের অধস্তন ষষ্ঠ, সপ্তম, নবম ও দশম পুরুষ অদ্যাবধি জীবিত! রামেন্দ্রসুন্দর বাবুর প্রশ্নের সহিত আমাদের সম্পর্ক এই খানেই বিচ্ছিন্ন হইত, যদি দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তর দেওয়া হইত। আগামী বারে দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তর প্রদত্ত হইবে। সম্প্রতি জিজ্ঞাসাতিরিক্ত আর এক আবশ্যক বিষয়ে মনোনিবেশ করিতে হইল।

এইখানে গ্রন্থোৎপত্তি হইতে কতকটা উদ্ধৃত না করিলে চণ্ডী-কাব্যবর্ণিত গ্রাম, নদী ইত্যাদির স্থান-সমাবেশ ও ইতিহাস সম্পর্কীয় অপর বিষয় জানিবার সুযোগ হইবে না বুঝিয়া তদ্বিষয়ের অবতারণা করিতেছি।

বাবু অক্ষয়চন্দ্র সরকার মহাশয়ের প্রচারিত চণ্ডী গ্রন্থ হইতে নিম্নের অংশ গৃহীত হইল বটে, কিন্তু সেই অংশের পাঠান্তর-প্রদানে ঔদাস্য করি নাই। উদ্ধৃত ভাগে টীকার দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেই কত প্রকার বিভিন্ন পাঠ রহিয়াছে, সকলেই ধারণা করিতে সমর্থ হইবেন।

গ্রন্থ উৎপত্তির কারণ।

"শুন ভাই সভাজন কবিত্বের বিবরণ
এই গীত হইল যেন মতে।
উরিয়া মায়ের বেশে কবির শিয়র-দেশে
চণ্ডিকা বসিলা আচম্বিতে॥
সহর সিলিমাবাজ যাহাতে সজ্জনরাজ
নিবসে নিয়োগী গোপীনাথ।
তাহার তালুকে বসি দামিন্যাতে চাষ চষি
নিবাস পুরুষ ছয় সাত॥
ধন্য রাজা মানসিংহ, বিষ্ণুপদে যে বা ভৃঙ্গ (২২)
গৌড়-বঙ্গ-উৎকল মহীপ। (২৩)

(২২) আমাদের বিবেচনায় এখানকার পাঠ প্রকৃত নয়। "মানসিঙ্গ" এইরূপ ছিল বলিয়া আমাদের সংস্কার। "ভৃঙ্গ" পদের সহিত মিল রাখিবার জন্ত উহাই সঙ্গত পাঠ।

(২৩) "বিষ্ণুপদাম্বুজে ভৃঙ্গ" এবং "সমীপে" পাঠান্তর।

রাজা মানসিংহের কালে (২৪), প্রজার পাপের ফলে
ডীহীদার মামুদ সরিপ ॥ (২৫)
উজির হইল রায়জাদা বেপারিরে দেয় খেদা
ব্রাহ্মণ-বৈষ্ণবের হ'ল অরি।
কোণে কোণে দিয়া দড়া পনর কড়ায় কুড়া
নাহি শুনে প্রজার গোহারি ॥
সরকার হইলা কাল খিল (২৬) ভূমি লেখে লাল
বিনা উপকারে খায় ধুতি। (২৭)
পোদ্দার হইল যম টাকা আড়াই আনা কম
পাই লভ্য লয় দিন প্রতি ॥
ডীহীদার অবোধ খোজ কড়ি দিলে নাহি রোজ
ধান্য গোরু কেহ নাহি কেনে।
প্রভু গোপীনাথ নন্দী বিপাকে হইলা বন্দী
হেতু কিছু নাহি পরিত্রাণে ॥
জমিন্দার প্রতীত আছে প্রজারা পালায় পাছে
দুয়ার চাপিয়া দেয় থানা।
প্রজা হইল ব্যাকুলি বেচে ঘরের কুড়ালি
টাকার দ্রব্য বেচে দশ আনা ॥
সহায় শ্রীমন্ত খাঁ চণ্ডীবাটী যার গাঁ,
যুক্তি কৈলা মুনিব খাঁর সনে। (২৮)
দামিন্যা ছাড়িয়া যাই সঙ্গে রমানাথ ভাই (২৯)
পথে চণ্ডী দিলা দরশনে ॥ (৩০)

---

(২৪) "সে মানসিংহের কালে" * * * হৈল রাজা মামুদ সরিফ"।—বটতলার পুস্তক।
"অধর্ম্মী রাজার কালে" অন্য পাঠ।—আরড়ার পুঁথি।

(২৫) "খিলাত্ পায় মামুদ সরিফে"—দ্বিতীয় পাঠ।—আরড়ার পুঁথি।

(২৬) "খিল ভূমি" অর্থে উত্তম জমি।

(২৭) 'ধুতি' শব্দের কি অর্থ?

(২৮) "যুক্তি কৈল গরিব খাঁর সনে"।—বটতলার পুস্তক।
"যুক্তি কৈল গম্ভীর খাঁর সনে।"—আরড়ার পুঁথি।

(২৯) "সঙ্গে রামানন্দ ভাই"।—আরড়ার পুঁথি ও বটতলার পুস্তক।

(৩০) উক্ত পাঠ বটতলার ও অক্ষয়চন্দ্র বাবুর পুস্তকে আছে; কিন্তু আরড়ার পুঁথিতে আছে—
"পথে দেখা হৈল তার সনে"।

ভেটনায় উপনীত (৩১), রূপরায় নিল বিত্ত (৩২)
যদুকুণ্ডু তিলি কৈল রক্ষা।
দিয়া আপনার ঘর নিবারণ কৈল ভয়
দিবস তিনের দিল ভিক্ষা॥
বাহিয়া ঘড়াই নদী (৩৩), সদাই স্মরয়ে বিধি (৩৪)
নেউটিয়া হইল উপনীত। (৩৫)
দারুকেশ্বর তরি পাইল পাণ্ডুরপুরী (৩৬)
গঙ্গাদাস বড় কৈলা হিত॥ (৩৭)
নারায়ণ পরাশর এড়াইল দামোদর (৩৮)
উপনীত কুচট্যা নগরে। (৩৯)
তৈল বিনা কৈনু স্নান করিনু উদক-পান
শিশু (৪০) কাঁদে ওদনের তরে॥
আশ্রম পুখরি আড়া নৈবেদ্য শালুক পোড়া
পূজা কৈলু কুমুদ প্রসূনে।
ক্ষুধায় পরিশ্রমে নিদ্রা যাই সেই ধামে
চণ্ডী দেখা দিলেন স্বপনে॥

---

(৩১) "ভাই নহে উপযুক্ত"—বটতলার পুস্তক।
"তেলি গাঁয়ে উপনীত"—আরড়ার পুঁথি।
(৩২) "রূপরায় কৈল হিত"—আরড়ার পুঁথি।
(৩৩) "বাহিল গোড়াই নদী"—আরড়ার পুঁথি ও বটতলার পুস্তক।
(৩৪) "সর্ব্বদা স্মরিয়া বিধি"।—আরড়ার পুঁথি ও বটতলার পুস্তক।
(৩৫) "তৈউটায় হৈল উপনীত"—বটতলার পুস্তক।
"তেউটায় হৈনু উপনীত"।—আরড়ার পুঁথি।
(৩৬) "পাইল বাতনগিরি"।—বটতলার পুস্তক।
"পাইনু মাতুলপুরী"।—আরড়ার পুঁথি।
(৩৭) "গঙ্গাদাস বড় কৈল হিত"।—বটতলার পুস্তক ও আরড়ার পুঁথি।
(৩৮) "ছাড়িলেন দামোদর"।—বটতলার পুস্তক।
"ছাড়িলাম আমোদর"।—আরড়ার পুঁথি।
(৩৯) "উপনীত কুচুটে নগরে"।—বটতলার পুস্তক।
"উপনীত গোখড়া নগরে"।—আরড়ার পুঁথি।
(৪০) "শিশু" শব্দে কবিকঙ্কণের দ্বিতীয় তনয় "পঞ্চানন" লক্ষ্যস্থল হইয়াছিলেন, এরূপ অনুমান করা যায়।

হাতে লইয়া পত্র মসী (৪১), আপনি কলমে বসি
নানাছন্দে লিখেন কবিত্ব। (৪২)
পড়েছি অনেক তন্ত্র নাহি জানি কোন মন্ত্র
আজ্ঞা দিল জপি নিত্য নিত্য॥
দেবী চণ্ডী মহামায়া দিলেন চরণে ছায়া
আজ্ঞা দিলেন রচিতে সঙ্গীত।
চণ্ডীর আদেশ পাই শিলা পার হৈয়া যাই (৪৩)
আরড়ায় হইনু উপনীত॥ (৪৪)
আরড়া ব্রাহ্মণভূমি পুরুষে পুরুষে স্বামী (৪৫)
নরপতি ব্যাসের সমান।
পড়িয়া কবিত্ববাণী সম্ভাষিনু নৃপমণি (৪৬)
পাঁচ আড়া মাপি দিলা ধান॥ (৪৭)
সুধন্য বাঁকুড়া রায় ভাঙ্গিল সকল দায়
শিশু পাছে কৈল নিয়োজিত। (৪৮)
তার সুত রঘুনাথ রাজগুণে অবদাত
গুরু বলি করিল পূজিত॥
সঙ্গে শ্রীমান্ নন্দী (৪৯), সে জানে স্বপন সন্ধি (৫০)
অনুদিন করিল যতন।
নিত্য দেন অনুমতি রঘুনাথ নরপতি
গায়নেরে দিলেন ভূষণ॥ (৫১)

---

(৪১) "করে লয়ে পত্র মসি"।—বটতলার পুস্তক।

(৪২) "নানাছন্দে লিখিলা কবিত"।—বটতলার পুস্তক।

(৪৩) "শিলাই বাহিয়া যাই"।—বটতলার পুস্তক।

(৪৪) "আরড়া নগরে উপনীত"।—বটতলার পুস্তক।
"আরড়ার গিয়া উপনীত"।—আরড়ার পুঁথি।

(৪৫) "ব্রাহ্মণ যাহার স্বামী"।—আরড়ার পুঁথি ও বটতলার পুস্তক।

(৪৬) "সম্ভাষিল নৃপমণি"।—বটতলার পুস্তক।

(৪৭) "রাজা দিল দশ আড়া ধান"।—আরড়ার পুথি ও বটতলার পুস্তক।

(৪৮) "সুত পাশে কৈল নিয়োজিত"।—বটতলার পুস্তক।

(৪৯) "সঙ্গে দামোদর নন্দী"।—বটতলার পুস্তক।
"সঙ্গে ভাই রামানন্দী"।—আরড়ার পুঁথি।

(৫০) "যে জানে স্বপ্নের সন্ধি"।—আরড়ার পুঁথি ও বটতলার পুস্তক।

(৫১) "গায়কেরে দিলেন ভূষণ"।—বটতলার পুস্তক।

বীর-মাধবের সুত রূপে গুণে অদ্ভুত
বীর বাঁকুড়া ভাগ্যবান্।
তার সুত রঘুনাথ রাজ-গুণে অবদাত
শ্রীকবিকঙ্কণে রস গান॥ (৫২)

গ্রন্থোৎপত্তির কারণ-প্রকরণের বাঙ্গালা ভাষায় তাৎপর্য্য প্রদত্ত হইতেছে, তাহাতে প্রামাণিক পাঠ মূলে সন্নিবেশিত হইল। আমাদের জ্ঞানে যাহা প্রমাণযুক্ত, তাহা সর্ব্বসাধারণের অনুমোদিত ও বিচারিত করিবার নিমিত্ত টীকায় পৃথক্ পৃথক্ পাঠ সমাবেশিত করিলাম।

"হে সামাজিকগণ! কি প্রকারে এই চণ্ডীকাব্য-রচনার সূত্রপাত হইল, বলিতেছি; আপনারা সকলে শুনুন। দেবী চণ্ডী, আমার মস্তকের নিকট অকস্মাৎ উপবিষ্ট হইলেন। সেলিমাবাজে গোপীনাথ নিয়োগীর নিবাস। সেলিমাবাজ, বর্দ্ধমান চাক্‌লের অন্তর্গত। সেলিমাবাজ তৎকালে 'সহর' বলিয়া গণ্য হইত। দামুন্তা (দামিন্তা) তাঁহার তালুকদারিভুক্ত থাকে। এই গ্রাম, আমার (কবিকঙ্কণের) ঊর্দ্ধতন ছয় বা সাত পুরুষ হইতে বসতি স্থান রূপে নির্ণীত হইয়াছিল। আকবরের সেনানী বঙ্গাধিপ মানসিংহের অধীন ভূম্যধিকারী মামুদ সরিফ নামে এক দুর্ব্বৃত্ত ছিল। তাহার মন্ত্রীই সর্ব্বেসর্ব্বাঃ হইয়া উঠিল। বিক্রেতাদিগকে খেদাইয়া দেওয়া হইত। তাহারা দ্বিজ ও বিষ্ণুভক্তের শত্রু হইয়া উঠিল। তদীয় অধিকার-কালে উৎপীড়নের পরাকাষ্ঠা হইয়াছিল। কুড়ি কাঠাতেই এক বিঘা জমি মাপিবার আবহমান-কাল-প্রচলিত ব্যবস্থা, কিন্তু সেই উৎপীড়ক অত্যাচারীর শাসন সময়ে জমির কোণে কোণে দড়ি ফেলিয়া পনর কাঠায় বিঘা ধরা হইতে লাগিল। সুতরাং সুবিচারাশা তিরোহিত হইল। প্রজাদের কোন কথাই শোনা হইত না। ভূমির উৎকর্ষানুৎকর্ষের কোন বিবেচনাই হইত না। মন্দ জমিকে উত্তম জমি লিখিয়া লওয়ায় জমি জমার মাত্রা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছিল। প্রজাদের কোন হিতসাধন করা তাহাদের লক্ষ্য ছিল না। ষোল আনায় এক টাকা হয়। সেই সময়ে ষোল আনা সাড়ে তের আনা বলিয়া ধার্য্য হইয়া রাজস্ব আদায় হইতেছিল। টাকা প্রতি আড়াই আনা সুদ নির্দ্দিষ্ট হইল। অন্যথা টাকা কর্জ্জ পাওয়ার সম্ভাবনা কি? তাহারা প্রত্যহ এক পাই লাভ লইত। বিক্রেতা অনেক; কিন্তু ক্রেতা কৈ? প্রজারা অর্থের নিমিত্ত ধান্য-গোধন-বিক্রয়ে উদ্যত; কিন্তু ক্রয় করিবার লোক ছিল না। প্রভু গোপীনাথ বন্দী; তাঁহার মুক্তির উপায়

---

(৫২) আরড়ার পুঁথির পাঠ এই,—

"ধন্য রাজা রঘুনাথ, কুলে শীলে অবদাত
প্রকাশিল নূতন মঙ্গল।
তাঁহার আদেশ পান, শ্রীকবিকঙ্কণ গান
মম ভাগ্যে করিও কুশল॥" (৫৩)

---

(৫৩) "সমভাব করিয়া কুশল"।—বটতলার পুস্তক।

নাই। তিনি বিপন্ন হইয়া উঠিলেন। পাছে প্রজারা (ধনাদি লইয়া) পলায়ন করে, এই আশঙ্কায় তাহাদের দ্বারদেশ রুদ্ধ করা হইল। প্রজাগণ ব্যাকুল হইয়া উঠিল; অগত্যা তাহারা গৃহস্থিত কুঠারাদি বেচিতে লাগিল। টাকার জিনিষ দশ আনায় বিক্রীত হইতে থাকিল। চণ্ডীবাটী (৫৪) নামক স্থানের ভূস্বামী শ্রীমন্ত খাঁ কেবল প্রজাদের সহায় ছিলেন। আমি (মুকুন্দরাম) "গম্ভীর খাঁর" (৫৫) সহিত যুক্তি করিয়া ভ্রাতা রামানন্দকে সমভিব্যাহারে লইয়া পলায়নের চেষ্টা করিলাম। তদনুসারে স্বীয় জন্মভূমির নিকট চির বিদায় গ্রহণান্তে লক্ষ্যহীন স্থানে গমন করিতে লাগিলাম। পথিমধ্যে ভাগ্যক্রমে দেবানুগ্রহ ঘটিল। দেবী চণ্ডীর প্রত্যাদেশ হইল। তেলিগাঁয়ে (৫৬) উপনীত হইলাম। তত্রত্য রূপরায় কর্ত্তৃক বিশেষ উপকৃত হইলাম। যদুকুণ্ডু নামে এক তেলি আশ্রয় দিয়া রক্ষা করিলেন। সদাই বিধাতার নাম স্মরণ পূর্ব্বক গড়াই বা গোড়াই (৫৭) (ইহার নামান্তর মুণ্ডেশ্বরী। ইহা দামিন্যার পশ্চিম দক্ষিণদিগ্বর্ত্তী দেড় ক্রোশ দূরে অবস্থিত)। নদী উত্তীর্ণ হইয়া তেউটা (৫৮) গ্রামে উপস্থিত হইলাম। তৎপরে দারকেশ্বর পার হইয়া মাতুলপুরীতে (৫৯) গমন করিলাম। এখানে গঙ্গাদাস বহু হিত সাধন করেন। (অম্বিকাচরণ বাবু কোন ব্যক্তির নিকট অবগত হইয়াছেন, এই গঙ্গাদাস, কবিকঙ্কণের মামাতো ভাই)। নারায়ণ (রূপনারায়ণ), পরাশর ও আমোদর (৬০) নদী অতিক্রম করিয়া গোখড়া (৬১) নগরে পদার্পণ করিলাম। তথায়

---

(৫৪) "চণ্ডীবাটী" গোতান নামক গ্রামের একটী পল্লী। চণ্ডীবাটীতে "শ্রীমন্ত" নামক এক জলাশয়ের অস্তিত্ব রহিয়াছে।

(৫৫) বটতলার পুস্তকের মতে "গরিব খাঁ"। অক্ষয়চন্দ্র বাবুর পুস্তকে "মুনিব খাঁ" উল্লিখিত। কিন্তু আরড়ার পুঁথিতে "গম্ভীর খাঁ" নাম রহিয়াছে। ইহাই প্রামাণিক।

(৫৬) অক্ষয়চন্দ্র বাবুর মুদ্রিত পুস্তকে এ স্থলে "ভেটনায় উপনীত" আছে। "তাই মহে উপযুক্ত" বটতলার পুস্তকের এই পাঠ। বলা আবশ্যক, উহা অশুদ্ধ। তেলিগাঁ বিশুদ্ধ পাঠ। জাহানাবাদের পশ্চিম দক্ষিণে তেলিগাঁ আনুমানিক এক ক্রোশ দূরে অবস্থিত।

(৫৭) "ঘড়াই" নদী—অক্ষয়চন্দ্র বাবুর পুস্তক। "গোড়াই" "গড়াই" ও "ঘড়াই" তিন শব্দে প্রভেদ আছে।

(৫৮) অক্ষয়চন্দ্র বাবুর পুস্তকে 'নেউটিয়া' লিখিত হইয়াছে। ইহা ভুল। কেননা এতৎপ্রদেশে এই গ্রামের সত্তাভাব। আরড়ার পুঁথিতে ও বটতলার মুদ্রিত পুস্তকে "তেউটিয়া" উল্লিখিত। তেউটিয়া বা তেউটা, জাহানাবাদের পূর্ব্বোত্তরে (ঈশান কোণে) অবস্থিত।

(৫৯) জাহানাবাদের অর্দ্ধ ক্রোশ পশ্চিমে "বালিবেলা" গ্রামে কবিকঙ্কণের মাতুলালয় ছিল। বটতলার পুস্তকে এখানে "বাতনগিরি" পাঠ আছে। অক্ষয়চন্দ্র বাবুর পুস্তকে "পাণ্ডুরপুরী" দৃষ্ট হয়। উভয় পাঠই ভ্রান্তিময়। ঐ দুই নামের গ্রাম এতদঞ্চলে নাই—সুতরাং উহা কল্পিত গ্রাম হইয়া দাঁড়াইতেছে।

(৬০) এখানে বটতলার ও অক্ষয়চন্দ্র বাবুর পুস্তকে "দামোদর" লিখিত আছে। কিন্তু ওখানে "দামোদর" প্রবাহিত নয়। "আমাদোর" নদী ঐ স্থান দিয়া বহিয়া গিয়াছে।

(৬১) বটতলার ও অক্ষয়চন্দ্র বাবুর পুস্তকে এ স্থলে ক্রমান্বয়ে "কুচুটে" ও "কুচট্যা" নাম নিবেশিত দেখিতেছি। উহা অসঙ্গত পাঠ। উক্ত নামে গ্রাম নাই। "গোখড়া" গড়মান্দারণ গ্রামের নৈর্ঋত কোণে অবস্থিত।

কৃষ্ণ স্নান করিয়া জল পান করিলাম। শিশু (৬২) অন্নের নিমিত্ত ক্রন্দন করিতে লাগিল। পুখড়ি আড়া গ্রামে আশ্রয় লইলাম। শালুক ফুলকে (শলুক নাড়া; পোড়া শালুক) নৈবেদ্যের স্থানীয় করিয়া কুমুদ পুষ্প দিয়া অভীষ্ট দেবতার আরাধনা সমাপন করিলাম। পথ-ভ্রমণে শ্রান্ত ও ক্ষুধায় ক্লান্ত হইয়া সুষুপ্তির ক্রোড়ে আশ্রয় লইলাম। দেবী অম্বিকা, স্বপ্নে দেখা দিয়া আমায় কাব্য রচনার অনুজ্ঞা দিলেন।

দেবী কাগজ কালী কলম লইয়া নানাছন্দে কবিতা লিখিতে লাগিলেন। আমি অনেক তন্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছি বটে, কিন্তু কোন মন্ত্রই অবগত নহি। দেবীর আজ্ঞাক্রমে প্রতিদিন মন্ত্রজপ আরম্ভ করিলাম। দেবী মহামায়া, চরণে আশ্রয় দিলেন। তিনিই সঙ্গীত রচনায় আদেশ করিলেন। চণ্ডীর অনুজ্ঞাক্রমে শিলা নদী (৬৩) অতিক্রম করিয়া আড়রায় সমুপনীত হইলাম। (এই গ্রাম, বর্ত্তমান ঘাটাল থানার অধীন ও জেলা মেদনীপুরের অন্তঃপাতী।) আড়রা, ব্রাহ্মণ-ভূমি। পুরুষানুক্রমে ব্রাহ্মণেরাই আরড়ার অধিস্বামী। এখানকার রাজা, ব্যাসদেবের সমান। কাব্য পাঠ করিয়া রাজাকে সম্ভাষণ করিলাম। তিনি দশ আড়া (৬৪) ধান্য মাপিয়া দিলেন। সুধন্য বাঁকুড়ায় সকল বিপত্তি দূরীভূত করিলেন। তিনি আপন তনয় রঘুনাথের শিক্ষাদানার্থে আমাকে নিযুক্ত করিলেন। রঘুনাথ রাজগুণালঙ্কৃত। তিনি আমাকে গুরু বলিয়া স্বীকার করিলেন। আমার সঙ্গে ভ্রাতা রামানন্দী (৬৫) ছিল। সে স্বপ্নের তাবৎ বৃত্তান্ত অবগত ছিল। সে প্রত্যহ যত্ন করিত। রাজা রঘুনাথ প্রতিদিনই গীত রচনা করিতে অনুমতি করিতেন। তিনি গায়ককে (কবিকঙ্কণকে) অলঙ্কার দিতেন। মাধবের পুত্রের নাম বাঁকুড়া রায়। মাধব, এক দিকে বীরোপযুক্ত গুণী জন, অন্য দিকে ব্যাস-সমান কৃতী। সুতরাং তিনি রাজগুণালঙ্কৃত ও পাণ্ডিত্য-গুণ-ভূষিত। তাঁহার যেমন নৃপযোগ্য গুণ, তেমনই সুধীতুল্য জ্ঞান। বাঁকুড়া রায়, রূপে গুণে অদ্ভুত মনুষ্য; তিনি সৌভাগ্যশালী পুরুষ। তিনিও পিতৃ-সদৃশ মহাশূর। তৎসন্তান রঘুনাথ নৃপোচিত গুণমণ্ডিত। আমি শ্রীকবিকঙ্কণ তাঁহারই অনুগ্রহে সরস মহাকাব্য কীর্ত্তন করিতাম।

---

(৬২) শিশু অর্থাৎ, কবিকঙ্কণের দ্বিতীয় পুত্র "পঞ্চানন"। কেহ কেহ বলেন "শিশু" শব্দের লক্ষ্য কবির "পৌত্র"। তাঁহাদের মতে কবিকঙ্কণের জ্যেষ্ঠ পুত্র শিবরামের পুত্র। ইহা সুসঙ্গত নয়।

(৬৩) বটতলার পুস্তকে "শিলাই" নদীর নাম দেখিতেছি। "শিলাই প্রকৃত পাঠ। এতৎপ্রদেশে "শিলা" নদীর অস্তিত্বাভাব।

(৬৪) আরড়ার পুঁথিতে ও বটতলার পুস্তকের সাহায্যে ১০ আড়া ধান্যের কথা অবগত হই, কিন্তু অক্ষয়চন্দ্র বাবুর পুস্তকে তৎস্থলে ৫ পাঁচ আড়া ধান্যের কথা রহিয়াছে।" "দশ আড়া ধান্য" প্রামাণিক পাঠ।

(৬৫) বটতলার পুস্তকে "রামানন্দী" পরিবর্ত্তে "দামোদর নন্দী" এবং অক্ষয়চন্দ্র বাবুর গ্রন্থে তৎস্থলে "শ্রীমান্ নন্দী" আছে। "দামাল নন্দী" দামুন্যার পাঠ। বলা বাহুল্য মনে করি, "রামানন্দী" ঠিক্ পাঠ।

এই প্রস্তাবের আলোচনায় এক গুরুতর বিষয়ের অনুশীলনে প্রবৃত্ত হওয়া আবশ্যক হইয়া উঠিল। ভিন্ন ভিন্ন পুস্তকে ভিন্ন পাঠ দৃষ্টে আমরা প্রসঙ্গক্রমে এই প্রস্তাব করি যে, পৃথক্ পৃথক্ পুস্তকের পাঠ ঐক্য করিয়া এক খানি বিশুদ্ধ বাঙ্গালা চণ্ডী মুদ্রিত করা হউক। সাহিত্য-পরিষদ্ সে ভার গ্রহণ করুন। সেরূপ হওয়া নিতান্তই বিধেয় হইতেছে। পূর্ব্বে বিস্তর পাঠান্তর সমুদ্ধার করিয়া আসিয়াছি। অধুনা কেবল সুস্পষ্টরূপে অভিপ্রায়-প্রকটনার্থে এস্থলে কতিপয় শব্দ-বৈষম্য-মাত্র প্রদর্শন করিতেছি। যথা—

বটতলার পুস্তক।	আরড়ার পুঁথি।	অক্ষয়চন্দ্র সরকার সঙ্কলিত পুস্তক।	সঙ্গত পাঠ।
"ভাই হেন উপযুক্ত"	"তেলিগাঁয় উপনীত"	"ভেটনায় উপনীত"	তেলিগাঁয় উপনীত
গরিব খাঁ	গম্ভীর খাঁ	মুনিব খাঁ	গম্ভীর খাঁ
রামানন্দ ভাই	রামানন্দ ভাই	রমানাথ ভাই	রামানন্দ ভাই
গোড়াই (নদী)	গোড়াই নদী	ঘড়াই নদী	গোড়াই নদী
তেঊটা (গ্রাম)	তৈউটা (গ্রাম)	নেউটিয়া (গ্রাম)	তেউটা (গ্রাম)
বাতনগিরি	মাতুলপুরী	পাণ্ডুরপুরী	মাতুলপুরী
দামোদর	আমোদর	দামোদর	আমোদর
কুচুটে	গোথড়া	কুচট্যা	গোথড়া

পাঠক লক্ষ্য রাখিবেন, আরড়ার পুঁথির পাঠই কেবল বিশুদ্ধ।

আগামী বারে কবিকঙ্কণের কাল-নিরূপণের প্রয়াস পাইব। তাহা হইলেই রামেন্দ্রসুন্দর বাবুর প্রশ্নের উত্তরের সঙ্গে সঙ্গে সকল কথাই নিঃশেষ হইবে।

শ্রীমহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি।

বৈজ্ঞানিক পরিভাষা।

কয়েক মাস হইতে সাহিত্য-পরিষদ-পত্রিকায় বৈজ্ঞানিক পরিভাষা সম্বন্ধে আলোচনা চলিতেছে। তৎসম্বন্ধে আমার কিছু বক্তব্য আছে।

স্বর্গীয় ডাঃ রাজেন্দ্রলাল মিত্র মহাশয় পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের বাঙ্গালা পরিভাষা সঙ্কলন সম্বন্ধে যে কয়েকটি স্থূল নিয়ম প্রকটিত করিয়া গিয়াছেন, তৎসমুদয় আমার নিকট সঙ্গত বোধ হয়। কি প্রকার বৈজ্ঞানিক শব্দের বাঙ্গালা প্রতিশব্দ বাঞ্ছনীয়, আর কি প্রকার পাশ্চাত্য পারিভাষিক শব্দ বাঙ্গালা ভাষার প্রকৃতির (genius) প্রতি লক্ষ্য করিয়া কেবল বাঙ্গালা অক্ষরে রূপান্তরিত করা কর্ত্তব্য, তাহা তিনি লিখিয়া গিয়াছেন *। তিনি নিম্নলিখিত বৈজ্ঞানিক শব্দ সমূহের অনুবাদের পক্ষপাতী ছিলেন না :—

1. Scientific crude names, such as quinine, bromine &c.
2. Scientific double names of plants and animals.
3. Foreign names of instruments.

যে সমুদয় বৈজ্ঞানিক শব্দের ধাত্বর্থ দ্বারা বিষয়টির অর্থ ব্যক্ত হয়, কেবল তৎসমুদায়ের বাঙ্গালা প্রতিশব্দ রচিত হউক, ইহাই তাঁহার অভিপ্রেত ছিল।

এই মূল নিয়মটি সকলের নিকট আদৃত হইবে কি না, বলিতে পারি না। যাহা হউক, পারিভাষিক শব্দসৃষ্টির পূর্ব্বে তাদৃশ শব্দরচনার মূল নিয়ম নির্দ্ধারণ বাঞ্ছনীয়। মূল নিয়ম নির্দ্দিষ্ট হইলে শব্দসঙ্কলনে গণ্ডগোল হইবে না। শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মহাশয় দুই একটি মূল নিয়মের প্রস্তাব করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার প্রস্তাবের তেমন আলোচনা হইতেছে না।

এই মূল নিয়মের অভাবে কি প্রকার অসুবিধা ঘটিতে পারে, তাহার একটি উদাহরণ দিতেছি। Uranus ও Neptune গ্রহদ্বয়ের বাঙ্গালা নাম সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত অপূর্ব্বচন্দ্র দত্ত এবং মাধবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের মধ্যে বিলক্ষণ মত ভেদ দেখা যায় †। অপূর্ব্ব বাবু Uranusকে ইন্দ্র এবং Neptuneকে বরুণ বলিতে চান; কিন্তু মাধব বাবু Uranus এর নাম বরুণ এবং Neptuneএর নাম ইন্দ্র রাখিবার জন্য অনেক নজীর উপস্থিত করিয়াছেন।

কিন্তু জিজ্ঞাস্য এই, Uranus ও Neptuneএর কি এক একটা বাঙ্গালা নাম রাখিতেই হইবে? তাঁহারা স্বর্গপতিই হউন কিংবা জলাধিপতিই হউন, তাঁহাদের বাঙ্গালা নাম রচিত

---

* See Dr. Mitra's Scheme for the rendering of European Scientific terms into the vernaculars of India. (Thacker Spink & Co.)

† বর্ত্তমান জুলাই মাসের 'দাসী' দ্রষ্টব্য। অপূর্ব্ব বাবু ঐ দুই গ্রহের নামকরণ প্রথমে 'ভারতীতে' করিয়াছিলেন।

হইলে জ্যোতিষিক জ্ঞান লাভের সুবিধা হইবে কি? যাঁহারা উক্ত গ্রহদ্বয় আবিষ্কার করিয়াছেন, তাঁহাদের প্রদত্ত নাম পরিত্যাগ করিবার কোন বিশিষ্ট কারণ আছে কি? এক একটা বাঙ্গালা নাম দিলেই উহাদের উপর আমাদের স্বত্ব জন্মিবে না। সপ্তগ্রহের বাঙ্গালা নাম আছে বলিয়া যে আর দুইটিরও বাঙ্গালা নাম রাখিতে হইবে, এ যুক্তি তত সঙ্গত বোধ হইতেছে না। এরূপ নিয়ম হইলে, অধুনা আবিষ্কৃত প্রায় চারি শত planetoidsএর নামের জন্য তেত্রিশ কোটি দেবতার নামের বিচার আবশ্যক হইবে।

এই কারণে বলিতেছি যে, পারিভাষিক শব্দরচনার মূল নিয়ম নির্দ্ধারণ আবশ্যক। Uranusকে ইউরেণস, য়ুরেণস, উরেণ বা ঔরেণ এবং Neptuneকে নেপচুন, নেপতুন বা নেপত্যুন বলিলে আমাদের জ্ঞানবৃদ্ধির কোন ক্ষতি হইবে না। বরং নাম পরিবর্ত্তন না করিলেই জ্ঞানবৃদ্ধির সুবিধা হইতে পারে।

পারিভাষিক শব্দরচনা বিষয়ে রামেন্দ্র বাবুর প্রস্তাব সম্বন্ধে আমার একটা কথা বলিবার আছে। পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিক শব্দের বাঙ্গালা পরিভাষা সৃষ্টি করিবার জন্য আমাদের চিরকালের ধাতুপ্রত্যয়াদির অর্থ লোপ বা পরিবর্ত্তন করিবার সময় হইয়াছে কি? তাহা রক্ষা করিলে ঈপ্সিত অর্থব্যঞ্জক শব্দ রচিত হইতে পারে না, তাহা রামেন্দ্র বাবু দেখান নাই। সুতরাং 'সাধারণ গৃহস্থের' জন্য এক শব্দ এবং 'বৈজ্ঞানিকের' জন্য আর এক শব্দের ব্যবস্থা না করিলেও চলিতে পারে।

বাঙ্গালায় বিজ্ঞানের বীজ রোপিত হইয়াছে মাত্র। য়ুরোপে তাহার উদ্দাম যৌবনের অবস্থা। সেই অতিবর্দ্ধিষ্ণু বিজ্ঞানবৃক্ষের শাখা বাঙ্গালার অকৃষ্ট ভূমিতে সহজে অঙ্কুরিত হইবে কি? কালক্রমে যখন বাঙ্গালা দেশে তাহা শাখা প্রশাখা বিস্তার করিবে, ভবিষ্যদ্-বংশীয়েরাও তখন তাহাদের নামকরণে বিরত থাকিবে না।

জড় বিজ্ঞানাদি কয়েকটি পাশ্চাত্য বিজ্ঞান এদেশে নূতন। য়ুরোপে তাহার ক্রমবিকাশ ঘটিয়াছে। এজন্য পারিভাষিক শব্দবিপ্লবও ঘটিয়াছে। ইহা অনিবার্য্য, সন্দেহ নাই। আমাদের জ্ঞান চিরকাল এক সীমায় আবদ্ধ থাকে না। আজ যে অর্থপ্রকাশের নিমিত্ত যে শব্দ প্রচলিত হইবে, ভবিষ্যতে জ্ঞানবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সেই শব্দ দ্বারা সেই সময়ের ভাব প্রকাশ করিবার অসুবিধা হইবে। অবশ্য শব্দ পরিবর্ত্তন কেহই বাঞ্ছা করেন না, এবং "অনুবাদের সময় বর্ত্তমান অপেক্ষা ভবিষ্যতের প্রতি অধিক লক্ষ্য" রাখারও দ্বিরুক্তি নাই। কিন্তু বিজ্ঞানের ক্রমবিকাশ বশতঃ অনেক চেষ্টা করিয়াও য়ুরোপে এখনও শব্দ-পরিবর্ত্তন বন্ধ হয় নাই।

য়ুরোপে যাহা অনিবার্য্য, আমাদের দেশেও তাহা কিয়ৎ পরিমাণে অনিবার্য্য বলিয়া মনে হয়। 'সাধারণ গৃহস্থের' জন্য এক ভাষা এবং 'বৈজ্ঞানিকের' জন্য অন্য এক ভাষার পক্ষপাতী হইতে পারিলাম না। 'জড়িমা' এবং 'জড়ত্বের' প্রভেদ বুঝা দূরে থাকুক, তাপ এবং উষ্ণতার প্রভেদ কয় জন বুঝে? এই প্রভেদ বুঝিলে এত দিন উষ্ণতামানের

পরিবর্ত্তে তাপমান শব্দ ব্যবহৃত হইত না। এই সকল কারণে যাহাতে শব্দসাদৃশ্য দ্বারা অর্থ বিপ্লব না ঘটে, প্রথমে তাহার ব্যবস্থা করিলে ভাল হয়। বিষয়টি গুরুতর বটে, কিন্তু সাহিত্য-পরিষদ উহার গৌরব রক্ষা করিয়া কার্য্যক্ষেত্রে প্রবেশ করিতে পারিলে ভাল হয়।

সাহিত্য-পরিষদ-পত্রিকায় আলোচিত কয়েকটি শব্দ সম্বন্ধে কিছু বলিতে ইচ্ছা করি। কয়েকটি শব্দের বিচার হইয়াছে। যে যে শব্দ সম্বন্ধে আমার বক্তব্য আছে, কেবল তৎ-সমুদয়ের উল্লেখ করিতেছি।

ফার্সি ভাষার প্রতি বোধ হয় রামেন্দ্র বাবুর কিছু মমতা আছে। নতুবা তিনি massএর বাঙ্গালা জড়মান বা সামগ্রী-পরিমাণ ছাড়িয়া 'জিনিষ' *, lensএর কাচ ছাড়িয়া 'পরকলা', prismএর ত্রিশির বা ত্রিপার্শ্ব কাচ ছাড়িয়া 'কলম', windএর বাতাস ছাড়িয়া 'হাওয়ার' পক্ষপাতী হইলেন কেন? অবশ্য কোন পরকলা কিংবা কাচ দ্বারা lens বুঝাইবে না। 'পরকলা' শব্দের অর্থ a pane of glass। এই অর্থেই উহা বাঙ্গালায় ব্যবহৃত হয়। Prismএর বাঙ্গালা ত্রিশির বা ত্রিপার্শ্ব কাচ করিলে এই আপত্তি হইতে পারে যে, কোন prismএর তিনের অধিক শিরা বা পার্শ্ব থাকিতে পারে। Prismকে শিরাল কাচ বলিলে চলে না কি?

Spectrumএর বাঙ্গালা 'ছটা' করিলে চলিবে কি? 'ছটা' বলিলে সামান্যতঃ lustre বা splendour বুঝায়। এই অর্থেই 'রূপের ছটা', 'দেবতার ছটা' (aura?) ব্যবহৃত হয়। coronaর বাঙ্গালা ছটা এবং spectrumএর অন্য কোন শব্দ হউক।

Densityর বাঙ্গালা 'ঘনতা' না করিয়া 'গাঢ়তা' করিলে কি কিছু বেশী সুবিধা আছে? ঘন মেঘ, ঘন দুধ ইত্যাদি স্থলে গাঢ় মেঘ, গাঢ় দুধ ব্যবহার আছে সত্য, কিন্তু condensed ঘনীভূত, condensation = ঘনীভবন ইত্যাদি চলিয়া আসিতেছে।

Gravityর বাঙ্গালা 'ভূ-মাধ্যাকর্ষণ' রাখিলে চলে না? যদি Gravitation = মাধ্যাকর্ষণ হয়, Gravityর বাঙ্গালা 'ধরাকর্ষণ' না করিয়া উহাও যে Gravitation, তাহা বুঝাইবার জন্য 'মাধ্যাকর্ষণ' যোগ করিলে ভাল হয়। কিন্তু 'মধ্যাকর্ষণ' না করিয়া 'মাধ্যাকর্ষণ' কেন?

Kinetic ও Potential energyর বাঙ্গালা গতিশক্তি ও স্থিতিশক্তি কিংবা চলশক্তি ও নিশ্চল শক্তি মনে আসিতেছে। Potential energyর বাঙ্গালা জড়শক্তি বলিলে চিৎ-শক্তির অভাব মনে আসে।

Rotationএর সংস্কৃত আবর্ত্তন রহিয়াছে। পণ্ডিত বাপুদেব শাস্ত্রী ব্রহ্ম-গুপ্ত হইতে এই শ্লোকার্দ্ধ উদ্ধৃত করিয়াছেন :—

"আবর্ত্তনমুর্ব্ব্যাশ্চেন্ন পতন্তি সমুচ্ছ্রয়াঃ কস্মাৎ।" এতদ্ভিন্ন ঐ শব্দের ব্যবহার দেখাইতে

---

* অনেকেই 'জিনিস' লিখিতে 'ষ' ব্যবহার করেন। 'স' না হইয়া 'ষ' হইবার কোন কারণ আছে কিনা জানি না। জিনিস শব্দটা ফার্সি জিন্‌স্, লাতিন genus হইতে উৎপন্ন বলিয়া বোধ হয়। Matterএর বাঙ্গালা জড় চলিয়া আসিতেছে। কিন্তু সংস্কৃত দর্শনে Forceও জড়মাত্র। Matterএর বাঙ্গালা 'ভূত' এবং Physical scienceএর বাঙ্গালা 'ভৌতিক বিদ্যা' হইলে দর্শন-সঙ্গত হইত।

অনেকে আর্য্যসিদ্ধান্তের শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছেন। কেহ আবর্ত্তন অর্থে revolution বুঝিলে যদি ঐ শব্দের অর্থ পরিবর্ত্তন করিতে হয়, তাহা হইলে কষ্টের সীমা থাকিবে না।

Revolutionএর সংস্কৃত ভ্রম, ভ্রমণ, পরিভ্রমণ, প্রভৃতি অনেকগুলি শব্দ আছে। ভগণ দ্বারা act of revolution বুঝায় না। দ্বাদশ রাশি=১ ভগণ, সূর্য্যসিদ্ধান্তে এরূপ সংজ্ঞা নির্দ্দেশ আছে। তথায় act of revolving অর্থে পরিবর্ত্তন' ব্যবহৃত হইয়াছে। "তেষান্তু পরিবর্ত্তেন পৌষ্ণান্তে ভগণঃ স্মৃতঃ।" ভগণ শব্দ দ্বারা দ্বাদশ রাশি এবং দ্বাদশ রাশির ভোগ কাল (or sidereal period) প্রায়ই বুঝায়। অতএব revolutionএর বাঙ্গালা 'পরিভ্রমণ' করিলেই ভাল হয়।

Inertia—জড়তা অপেক্ষা নিশ্চেষ্টতা দ্বারা অর্থ আরও পরিস্ফুট হয় না ?

Refraction—বক্রণ বা বক্রীভবন করিলে কেমন হয় ?

Dispersion,—বিস্ফারণ করিলেও চলিতে পারে।

মহামহোপাধ্যায় সুধাকর দ্বিবেদী তৎকৃত দীর্ঘবৃত্তলক্ষণম্ গ্রন্থে ellipseএর নাম দীর্ঘবৃত্ত রাখিয়াছেন। Major axis=বৃহদ্ব্যাস, minor axis=লঘুব্যাস, focus=নাভি, directrix=অক্ষ, vertex=মূলবিন্দু, centre of ellipse=কেন্দ্র ইত্যাদি তথায় দৃষ্ট হইবে।

Spiralএর বাঙ্গালা শঙ্খাবর্ত্ত আমারও মনে হইয়াছিল। দ্বিবেদী মহাশয় তাঁহার চ্যচরচার পুস্তকে উহার নাম সর্পিল এবং cycloidএর নাম চক্রালদ রাখিয়াছেন।

সংস্কৃত জ্যোতিষে অন্ত্যফলজ্যা=linear eccentricity। মাধব বাবুর নির্দ্দিষ্ট উৎ-কেন্দ্রত্ব আপাততঃ মন্দ বোধ হইল না।

Celestial এবং Polar latitude উভয় অর্থেই প্রাচীনেরা শর, ক্ষেপ, বিক্ষেপ, প্রভৃতি শব্দ ব্যবহার করিতেন। ভাস্করাচার্য্য উভয়ের মধ্যে পার্থক্য করিবার সময় celestial lat. অর্থে অস্ফুট শর এবং polar lat. or ধ্রুব প্রোত সূত্রস্থ শরকে স্ফুট শর বা স্ফুট বিক্ষেপ বলিয়াছেন। প্রাচীন জ্যোতিষের শব্দগুলির অর্থ স্থলবিশেষে একটু আধটু পরিবর্ত্তন করিয়া লইলে অনেক শব্দের জন্য ভাবিতে হইবে না। এইরূপে শর অর্থে কেবল celestial latitude বুঝান যাইতে পারে।

Celestial longitude of a planet বুঝাইতে প্রাচীনেরা কেবল গ্রহ কিংবা গ্রহের কোন পর্য্যায় ব্যবহার করিতেন। বস্তুতঃ কেবল রবি, স্ফুট-রবি, মধ্যরবি ইত্যাদি শব্দ দ্বারা রবির long. বুঝায়। কোন কোন স্থলে 'রাশ্যাদি' দ্বারাও ঐ অর্থ ব্যক্ত হইয়াছে। যথা, রবি রাশ্যাদির অর্থ রবির long. ভোগ বা ভুক্তি দ্বারা প্রায়ই ভোগকাল বা রাশ্যাদি ভ্রমণকাল বুঝায়। তবে স্থলবিশেষে ভুক্তিও ঐ অর্থে ব্যবহৃত হইতে দেখা যায়।

সিদ্ধান্ত তত্ত্ববিবেকে R. A. এর নাম বিষুবাংশ আছে *। তদ্ভিন্ন সিদ্ধান্তের নিরক্ষোদয়

* খৃঃ ১৮৬২ অব্দে গোপালচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় 'গোলকের উপযোগিতা' প্রকাশ করেন। ইহাতে R. A.=সরল উত্থান, Long.=দ্রাঘিমা প্রভৃতি অনেকগুলি শব্দ বৃথা রচিত হইয়াছিল। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, কোন কোন সিদ্ধান্ত শাস্ত্র-প্রকাশকও এই সকল সিদ্ধান্তবিরুদ্ধ শব্দ ব্যবহার করিয়া আসিতেছেন।

তদ্ভিন্ন, সিদ্ধান্তের নিরক্ষোদয়, লঙ্কোদয় শব্দ দ্বারাও right ascension বুঝি। তবে স্থল বিশেষে তাহাদের অর্থ act of ascending in the right sphere কিম্বা difference in the rising periods দেখা যায়। যাহা হউক, যখন বিষুবাংশ শব্দ আছে, তখন আর লঙ্কোদয়াংশ করিবার প্রয়োজন নাই। Celestial long. এর যদি একটা নূতন শব্দ আবশ্যক হয়, তাহা হইলে তাহা 'অপবৃত্তাংশ' করিলে চলে না?

বাপুদেব শাস্ত্রী তৎশোধিত সিদ্ধান্তশিরোমণির শেষভাগে Differential Calculus এর নাম চলগণিত রাখিয়াছেন। Integral এবং Differential Calculus এর বাঙ্গালা সমাস ও ব্যাস গণিত কেমন হয়? Integration = সমাসন, differentiation = ব্যাসন। তবে কেহ কেহ synthesis এর বাঙ্গালা সমাসন করিয়াছেন। কিন্তু synthesis এবং integration, এই দুইই ফলতঃ এক।

এরূপ এক আধটা শব্দের বিচার দ্বারা সবিশেষ ফল হইবে কি? এক একটা পাশ্চাত্য বিজ্ঞান ধরিয়া তাহাতে ব্যবহৃত প্রধান প্রধান শব্দের প্রতিশব্দ রচনা ও বিচার করিলে উপকার হইবার সম্ভাবনা।

সম্প্রতি সাহিত্য-পরিষদ পত্রিকায় কতকগুলি জ্যোতিষিক পরিভাষার আলোচনা চলিতেছে। কিছুদিন হইল কয়েকখানি সংস্কৃত জ্যোতিষ পুস্তক অনুসন্ধান করিয়া কতকগুলি পারিভাষিক শব্দ সঙ্কলন করিয়াছিলাম। তৎসমুদয় বিচার নিমিত্ত পরিষদসমীপে সেই তালিকাটি উপস্থিত করিতেছি।

দুই তিনখানি ইংরাজী জ্যোতিষ পুস্তকের নির্ঘণ্ট অবলম্বন করিয়া তালিকাটি প্রস্তুত হইয়াছে। এই তালিকায় প্রায় ৪০০ শব্দ আছে, তন্মধ্যে কয়েকটিকে প্রকৃত সাঙ্কেতিক বলা যাইতে পারে না। আবার কতকগুলির ব্যবহার আধুনিক জ্যোতিষে আবশ্যক হইবার সম্ভাবনা নাই। কয়েকটি শব্দ দুই তিন অর্থে ব্যবহৃত হইতে দেখা যায়। যাহা হউক, সঙ্কলিত শব্দগুলি তিন ভাগে বিভক্ত করিলাম। যে গুলি প্রাচীন জ্যোতিষে পাইয়াছি, তাহাদের পূর্ব্বে কোন চিহ্ন দেওয়া গেল না। যেগুলি আধুনিক সংস্কৃত বা প্রচলিত বাঙ্গালা পুস্তকে ব্যবহৃত হইয়াছে, তাহাদের পরে একটি তারা চিহ্ন * দেওয়া গেল। আর যেগুলি স্বকল্পিত, তাহাদের পরে দুইটি তারা চিহ্ন ** দেওয়া গেল। অধিকাংশ শব্দ সূর্য্যসিদ্ধান্ত ও সিদ্ধান্তশিরোমণি হইতে গৃহীত। স্থল বিশেষে অন্যান্য পুস্তক হইতে শব্দ সঙ্কলিত হইয়াছে। যে পুস্তকে কোন শব্দ অর্থবিশেষে ব্যবহৃত হইয়াছে, সেই পুস্তকের সংক্ষিপ্ত নাম সেই শব্দের পরে যোজিত হইল। কমলাকরবিরচিত সিদ্ধান্ততত্ত্ববিবেক এবং মহামহোপাধ্যায় চন্দ্রশেখর সিংহ কৃত সিদ্ধান্তদর্পণ অনুসন্ধান করিতে পারিলে অনেক পারিভাষিক শব্দ পাওয়া যাইতে পারিবে। চন্দ্রশেখরের পুস্তক মুদ্রণ জন্য সম্প্রতি যন্ত্রস্থ। তাঁহার হস্তলিখিত গ্রন্থ হইতেই কয়েকটি শব্দ গ্রহণ করিলাম।

পুস্তকের সংক্ষিপ্ত সূচী এই,—

বৃহৎ সংহিতা	বৃঃ সঃ
পঞ্চসিদ্ধান্তিকা	পঃ সিঃ
শিষ্যধীবৃদ্ধিদতন্ত্র	শিঃ তঃ
সূর্য্য সিদ্ধান্ত	সূঃ সিঃ
সিদ্ধান্তশিরোমণি	সিঃ শিঃ
সিদ্ধান্ততত্ত্ববিবেক	সিঃ বিঃ
বাপুদেব শাস্ত্রিকৃত ত্রিকোণমিতি *	ত্রিঃ মিঃ
ভূ-ভ্রম বিচার	ভূঃ বিঃ
মানমন্দির বর্ণন	মাঃ বঃ
সুধাকর দ্বিবেদিকৃত দ্যুচরচার	দ্যুঃ চাঃ
দীর্ঘবৃত্তলক্ষণ	দীঃ লঃ
সংশোধিত চন্দ্ররাজপ্রবোধিকা	চঃ প্রঃ
চন্দ্রশেখর সিংহ কৃত সিদ্ধান্তদর্পণ	সিঃ দঃ

জ্যোতিষিক পরিভাষা নির্ঘণ্ট।

Aberration	অপচার * *
of light	আলোকাপচার * *
spherical	গোলাপচার * *
chromatic	বর্ণাপচার * *
Acceleration	গতিবৃদ্ধি * *
Albedo	দ্যুতি * *
Altitude	উন্নতাংশ, উন্নতি
sine of	উন্নতজ্যা, শঙ্কু
„ in the prime vertical	সমশঙ্কু, সমমণ্ডল শঙ্কু
Amplitude	অগ্রাংশ, অগ্রকাংশ, অগ্রচাপাংশ
sine of	অগ্রা
Angle of the vertical	স্ফুটগর্ভকোণ * *
position angle	আয়নবলন
Anomaly	কেন্দ্র
mean	মধ্য কেন্দ্র
true	স্ফুট কেন্দ্র
Antarctic circle	কুমেরুবৃত্ত *
Arctic „	সুমেরুবৃত্ত *
Aphelion	মন্দোচ্চ (ভৌমাদির)
perihelion	নীচোচ্চ
Apogee	মন্দোচ্চ (রবি, চন্দ্র)
line of apsides	মন্দোচ্চ রেখা
point (in an orbit of ভৌমাদি)	

---

* প্রকৃত জ্যোতিষ ব্যতীত ত্রিকোণমিতি প্রভৃতি গণিত শাস্ত্রের শব্দ সঙ্কলিত হইল না। প্রাচীন সংস্কৃত জ্যোতিষে ত্রিকোণমিতি সম্বন্ধীয় যে কয়েকটি সংজ্ঞা পাইয়াছি, তৎসমুদয় মাত্র এই নির্ঘণ্টে প্রদত্ত হইল।

of greatest distance from the earth — শীঘ্রোচ্চ
Approximation — আসন্নমান
Aries, first point of — মেষাদি, রবির গোলসন্ধি
moveable — সায়ন মেষাদি
fixed — নিরয়ণ মেষাদি
Ascension — উদয়
right — নিরক্ষোদয়, লঙ্কোদয়
R.A. in degrees — বিষুবাংশ (সিঃ বিঃ)
oblique — স্বদেশোদয়

Ascensional diff. (an arc of the diurnal circle between horizon and 6 o'clock circle) — চর, চরার্দ্ধ
sine of, in a great circle — চরজ্যা
sine of, in a small circle — কুজ্যা, ভূজীবা, ক্ষিতিজ্যা
Brightness — দ্যুতি, ঔজ্জ্বল্য
Circle — বৃত্ত, মণ্ডল, বলয়
concentric — সমান বৃত্ত
secondary — তির্য্যগ্‌গত বৃত্ত
Colures, equinoctial — ক্রান্তিপাত বৃত্ত * *
solstitial — অয়নান্তবৃত্ত * *
Comets — ধূমকেতু

single disc, no train — বিকচ কেতু (বৃঃ সঃ)
long white, but faintly visible — তস্কর কেতু (ঐ)
without disc — অরুণকেতু (ঐ)
head of — তারা
tail of — শিখা, পুচ্ছ
tail bent — বক্রশিখ (বৃঃ সঃ)
double — দ্বিশিখ (বৃঃ সঃ)
tail none — বিশিখ (বৃঃ সঃ)
Conics — শঙ্কুচ্ছিন্ন গণিত * (বাপূদেব), সূচীচ্ছেদ * *
cone — সূচী * (চঃ প্রঃ)
centre of — কেন্দ্র * (ঐ)
vertex of — শিরঃস্থান * (ঐ)
Conjunction
of sun and moon — দর্শ
of planets — গ্রহযুতি, গ্রহযুদ্ধ
discs touching each other — উল্লেখ যুদ্ধ
rays mixing — অংশু বিমর্দ্দ
discs crossing — ভেদ যুদ্ধ
when the distance is less than 1° — অপসব্য
more than 1° — সমাগম
of a planet with the moon — সমাগম
planets at conjunction — সমকল গ্রহ, সমলিপ্ত গ্রহ
invisility of a planet when near the sun — অস্তমন
Correction — সংস্কার, বীজকর্ম্ম, কর্ম্ম
amount of — বীজ, ফল
Co-ordinates — ভুজকোটি * *
Constants, Elements — ধ্রুব, ক্ষেপ

Constellation নক্ষত্র
principal star in a যোগতারা
Cosmogony ভুবনকোশ, জ্যোতি-ষোপনিষৎ
Culmination মধ্যাগমন * *
upper মধ্যোচ্চাগমন * *
lower মধ্য নীচাগমন * *
Curvature বক্রতা * *
Cycle চক্র
Day দিন, দিবস, ঘস্র, দ্যুঃ, অহঃ
midday দিনদল, মধ্যাহ্ন
solar (nycthemeron) কুদিন, অস্ফুট সাবন, সাবন (পঃ সিঃ)
lunar চান্দ্রদিন, তিথি
sidereal নাক্ষত্র দিন
planetary গ্রহ সাবন দিন
civil সাবন দিন
mean solar মধ্যম সাবন দিন
true solar স্ফুট সাবন দিন
intercalary ক্ষয়াহ, অবম
number of days elapsed from an epoch অহর্গণ, দিনবৃন্দ
„ from কল্প মহাহর্গণ
Declination ক্রান্তি, অপম, অপক্রান্তি
of the sun অস্ফুট ক্রান্তি
of planets স্ফুট ক্রান্তি
circle of ক্রান্তিসূত্র
„ through E and W points উন্মণ্ডল
Degree অংশ, লব, ভাগ
minutes কলা, লিপ্তিকা, অকলা (শিঃ তঃ)
seconds বিকলা, বিলিপ্তা
Density ঘনত্ব *
Diameter ব্যাস, বিষ্কুম্ভ
Differential Calculus চলগণিত * (বাপুদেব), ব্যাসগণিত * *
Integral Calculus সমাস গণিত * *
Diffraction ভঙ্গ * *
Disc বিম্ব, মণ্ডল
measure of কলা, কলা-পরিমাণ
Distance অন্তর, পরিসর
of a planet from the earth কক্ষযোজন (পঃ সিঃ), কর্ণ
of a minor planet (ভৌমাদি) from the earth চল বা শীঘ্রকর্ণ
of a planet from the sun মান্দ্যকর্ণ
mean distance মধ্য কর্ণ
Diurnal circle অহোরাত্রবৃত্ত, দিনবৃত্ত
diameter of দিন ব্যাস
radius of দ্যুজ্যা

Earth, centre of গর্ভ, ভূগর্ভ
circumference of ভূ-পরিধি, ভূ-বেষ্টন
„ at any lat. স্ফুট-ভূপরিধি
north hemisphere সৌম্য গোল
south „ যাম্য গোল
Eclipse গ্রহণ, গ্রাস
duration of স্থিতি কাল
„ of complete obscura-

tion বিমর্দ্দকাল
total সর্ব্বগ্রাস, পূর্ণগ্রহণ
partial গ্রসন (বৃঃ সঃ), ন্যূন গ্রহণ
annular বলয় গ্রাস (সিঃ বিঃ, সিঃ দঃ), নিরোধ (বৃঃ সঃ)
faint আঘ্রাত (বৃঃ সঃ)
beginning of স্পর্শ
end of মোক্ষ
ingress সম্মীলন, মেলন
egress উন্মীলন
magnitude of গ্রাসমান
" in digit গ্রাসাঙ্গুলি
shadow ভা, তমঃ
umbra অন্ধতমঃ * (সিঃ দঃ)
penumbra অবতমঃ * (সিঃ দঃ)
commencing on the right side সব্যগ্রাস
" on the left side অপসব্য গ্রাস
terminating at S. E দক্ষিণ হনু (বৃঃ সঃ)
" at N. E বাম হনু (ঐ)

Ecliptic ক্রান্তিবৃত্ত, অপমমণ্ডল, অপবৃত্ত
obliquity of অপবলন * *
nonagesimal point বিত্রিভ, ত্রিভোন
" sine of দৃক্‌ক্ষেপ
" vertical circle through দৃকক্ষেপ মণ্ডল
point of, on the meridian মধ্যলগ্ন
" sine zenith dist. of মধ্যজ্যা
" cosine do. দৃগ্‌গতি

Elevation উচ্ছ্রিতি, উৎক্ষেপণ, উন্নতি
depression নামন, অবনতি

Ellipse দীর্ঘবৃত্ত * (দীঃ লঃ)
directrix অক্ষ * (ঐ)
focus নাভি * (ঐ)
vertex মূলবিন্দু * (ঐ)
major axis বৃহদ্‌ব্যাস * (ঐ)
minor axis লঘুব্যাস * (ঐ)
radius vector কর্ণ
eccentricity উৎকেন্দ্রত্ব * * (মাধববাবু)
2 linear eccentricity অন্ত্যফলজ্যা
do. in terms of degrees of a circle মন্দ পরিধি

Ellipticity

Elongation of moon তিথি
of inferior planets শীঘ্র ফল

Energy শক্তি *
dissipation of শক্তির অপব্যয় *
potential স্থিতি শক্তি *
kinetic গতি শক্তি *
work কাজ

Enlargement বিপুলতা
diminution ক্ষীণতা, তনুতা

Equation সমীকরণ
of the centre মন্দফল
diff. between two successive amounts of do. গতিফল
of time due to variable motion of the sun in the ecliptic উদয়াস্তর
of time due to obliquity of the ecliptic ভুজান্তর

Equator নিরক্ষবৃত্ত, লঙ্কা

Equinoctial বিষুবদ্‌বৃত্ত, নাড়ীমণ্ডল
points ক্রান্তিপাত (মহা-

বিষুব, জলবিষুব)
points of intersection
of (চন্দ্রের) বিমণ্ডল চন্দ্রের গোল-সন্ধি
Equinoxes বিষুবদ্দিন
precession of অয়ন চলন, ক্রান্তিপাত গতি, অয়নাংশগতি
amount of অয়নাংশ
Force বল *
central মধ্যস্থ বল * *
repulsive অপসারণ বল * *
Galaxy ছায়াপথ, সুরনদী, আকাশ গঙ্গা
Geocentric ভূ-কেন্দ্রিক, * ভূ-কেন্দ্রীয় * *
place of a heavenly
body স্পষ্ট স্থান
Gnomon শঙ্কু, নর, কীলক
shadow of শঙ্কুচ্ছায়া
midday shadow of
on the equinoxes অক্ষভা, পলভা, বিষুব-চ্ছায়া
distance of the sun
from the উদয়াস্ত সূত্র
projected on a hori-
zontal plane শঙ্কুতল
Gravitation মাধ্যাকর্ষণ, মধ্যাকর্ষণ
Gravity ভূ-মধ্যাকর্ষণ
Halo পরিবেষ
double দ্বিমণ্ডল পরিবেষ
treble ত্রিমণ্ডল পরিবেষ
Heliocentric রবিকেন্দ্রিক, হেলিকেন্দ্রিক * হেলিকেন্দ্রীয় * *

Horizon ক্ষিতিজ, কুজবৃত্ত ক্ষিতিবৃত্ত, কুবৃত্ত, হরিজ (পঃ সঃ)
dip নামন * *
plane of ধরাতল * *
Horoscope i. e. orient point
of the ecliptic লগ্ন
sine amplitude of উদয়া
Hour angle নমন ঘটিকা
from the horizon উন্নত ঘটিকা
from the meridian নত ঘটিকা
Hyperbola
asymptote অসীম পথ * (ত্র্যঃ চাঃ)
Hypothesis অভ্যুপগম
theory বাদ
Illumination of the moon's disc du-
ring a lunar eclipse শৌক্ল্য, জ্যোৎস্না
Immersion নিমজ্জন
emersion নির্গমন
Inclination of orbits of
planets পাতকোণ * *
Irradiation পরিস্ফুরণ * *
Instrument যন্ত্র
construction of বন্ধ, নির্ম্মাণ
of observation বেধযন্ত্র
of measurement মানযন্ত্র
globe ভূগোল, খ-গোল, ভ-গোল, দৃগ্গোল
clepsydra ঘটী, কপাল-যন্ত্র, তাম্রী
hour-glass বালুকাযন্ত্র
sundial শঙ্কু যন্ত্র
armillary sphere গোল যন্ত্র
equatoreal নাড়ীবলয় যন্ত্র

vertical circle　চক্র যন্ত্র
sem-icircle　চাপ যন্ত্র
quadrant　তুরীয় যন্ত্র
rectangle　ফলক যন্ত্র
staff graduated　যষ্টিযন্ত্র
transit circle　যাম্যোত্তরভিত্তিযন্ত্র (মাঃ বঃ)
azimuth circle　দিগংশ যন্ত্র (ঐ)
Instrumental error　মান দোষ * *
Jupiter's belt　বন্ধ * *
Latitude terrestrial　অক্ষাংশ, পল, ধ্রুব
co-latitude　লম্বাংশ
places having lat.　সাক্ষদেশ
„ „ no lat.　ব্যক্ষদেশ
north lat.(English)　উত্তর অক্ষ
south lat. „　দক্ষিণ অক্ষ
celestial　শর, বিক্ষেপ, ক্ষেপ, অস্পষ্টশর, (সিঃ শিঃ)
circle of　শর সূত্র
argument of lat.　বিক্ষেপ কেন্দ্র
polar　শর, ক্ষেপ, বিক্ষেপ, স্পষ্ট শর (সিঃ শিঃ)
Libration (of the moon)　পরিলম্বন, আলম্বন *
Limb (of the sun's disc)　হনু (বৃঃ সঃ)
Longitude
terrestrial in space　দেশান্তর যোজন
„ in time　দেশান্তর ঘটিকা
„ in arc　তুলাংশ (সিঃ বিঃ)
celestial　গ্রহ,খেট, ভুক্তি, রাশ্যাংশাদি, অপবৃত্তাংশ * *
Mass　জড়মান *
Meridian　যাম্যোত্তর রেখা, রেখা (সিঃ বিঃ)
prime　ভূমধ্যরেখা, মধ্যরেখা
of a place　স্বদেশরেখা, স্বরেখা (শিঃ তঃ)
Meteor　উল্কা
detonating and circular　অশনি (বৃঃ সঃ,
„ bent　বিদ্যুৎ (ঐ)
blazing, with a small trail　ধিষ্ণ্য (ঐ)
moving horizontally or vertically (shooting stars)　তারা
meteorites or aerolites　নির্ঘাত (thunder bolt)
Moon's phases　শুক্ল, শুক্ল পরিবৃদ্ধি, কলা (সিঃ বিঃ)
gibbous　কুবৃত্ত
circular　সদ্বৃত্ত
path in the heavens　চন্দ্রের বিমণ্ডল
cusps　শৃঙ্গ
position of cusps　শৃঙ্গোন্নতি
augmentation　বিম্বোপচিতি * *
parallax in long　তিথিনমন
libratian　পরিলম্বন, আলম্বন * *
annual equation　দিগংশ সংস্কার (সিঃ দঃ)*
variation　পাক্ষিক সংস্কার (ঐ) *
evection　তুঙ্গান্তর সংস্কার (ঐ)
moon-culminating stars　চন্দ্রগ্রস্ত তারা * *
Month　মাস
lunar (synodical)　চান্দ্রমাস
solar　সৌরমাস

civil সাবন
intercalary অধিমাস, অধিকমাস
Motion গতি, চলন
angular গতি লিপ্তিকা
mean মধ্যগতি
true স্ফুটগতি
mean direct সমগতি
direct অনুলোমগতি
retrograde বক্র বা বিলোমগতি
stationary বিকলাগতি
apparent and real স্ফুটগতি
heliocentric মন্দ স্পষ্টগতি
Nadir অধোবিন্দু, পাদবিন্দু, অধঃস্বস্তিক
Nebula গণককেতু, তারাপুঞ্জ-নিকাশ (বৃঃ সঃ)
Neptune নেপচুন
Node পাত, ক্ষেপপাত
ascending পাত
of the moon রাহু
descending সষড়ভপাত
„ of the moon কেতু, রাহুপুচ্ছ
Observation বেধ, অবলোকন, দৃষ্টি, দৃক
line of vision দৃক্ সূত্র
line joining the earth's and planet's centres গর্ভসূত্র
position of observer (centre of horizon) দৃঙ্মধ্য
Occultation অস্তগমন *
Opposition পরস্পর সপ্তম রাশিগ ষড়্ভান্তর।

Orbit of a planet কক্ষাবৃত্ত
of a mean planet (circular) কক্ষাবৃত্ত
of a true planet (oval) প্রতিবৃত্ত, কেন্দ্রবৃত্ত (শিঃ তঃ)
apparent path in the heavens (planets) বিমণ্ডল, বিক্ষেপমণ্ডল, বিবৃত্ত, ক্ষেপবৃত্ত
of the sun ক্রান্তিমণ্ডল
Parabola
Parallax লম্বন, নমন, হরিজ (সূঃ সিঃ)
greatest horizontal পরম,-পর-লম্বন
in longitude স্পষ্টলম্বন
in latitude নতি, অবনতি
in altitude দৃঙ্মণ্ডলে লম্বন, দৃগ্-লম্বন (সিঃ বিঃ)
Perigee (sun and moon) নীচোচ্চ
Perihelion নীচোচ্চ
Period sidereal ভগণ, ভগণ কাল
synodic ... ...
Perturbation মার্গান্তর (বৃঃ সঃ), মার্গান্তর গতি **
Planet গ্রহ, খেট
other than sun and moon তারাগ্রহ, ভৌমাদি
course of গ্রহচার
place of গ্রহস্থান
heliocentric place of superior planets মন্দস্ফুট স্থান

of inferior planets শীঘ্রস্থান
geocentric place
of planets স্পষ্টস্থান, স্ফুটস্থান
Plumb-line অবলম্বসূত্র
Points of the compass দিক্
north or south সম
east and west পূর্ব্বাপর
Pole of the earth মেরু
north মেরু, সুমেরু (সিঃ বিঃ)
south বড়বা, কুমেরু (সিঃ বিঃ)
of the equinoctial ধ্রুব
of the ecliptic কদম্ব
path of কদম্ব কদম্ব ভ্রমবৃত্ত,
round ধ্রুব জীনবৃত্ত (জীন = ২৪)
Polar distance নতাংশ
Position of a heavenly
body জ্যোতিষ্ক স্থান
Position angle আয়ন বলন
Prime Vertical সমমণ্ডল
sine altitude when on সমশঙ্কু
circle parallel with উপবৃত্ত
Projection পরিলেখ, অনুকরণ (পঃ সিঃ)
diagram ছেদ্যক, ভঙ্গী
reduction of scale অপবর্ত্তন
compasses কর্কট যন্ত্র, ভ্রমযন্ত্র
Reflection মূর্চ্ছন
Refraction বক্রীভবন, বক্রণ
Rising and setting,
heliacal উদয়াস্ত
line joining the points of উদয়াস্ত সূত্র
correction for finding
the point of the ecliptic
rising with a planet দৃক্‌কর্ম
Interval of time
(turned into arc) be-
tween the rising or
setting of the sun and
that of a planet কালাংশ
Rotation আবর্ত্তন (ব্রহ্মগুপ্ত, আর্য্যসিদ্ধান্ত)
Revolution ভ্রম, ভ্রমণ, পর্য্যয়, পরিভ্রমণ পরিবর্ত্তন (সূঃ সিঃ)
period of ভগণ, ভভোগ

Satellites উপগ্রহ *
Saturn's ring উপবীত * *
Scintillation of stars বেপন (বৃঃ সঃ)
Shadow of the earth ভূভা
transverse section of ভূভাবিম্ব, মহীভা (শিঃ তঃ)
Signs of the zodiac রাশি, গৃহ, ভ, ভবন
Solstice অয়ন
Spectrum বর্ণলেখা * *
dark lines in কৃষ্ণরেখা * *
Sphere গোল, বর্ত্তুল
spheroid গোলপ্রায় * *
spherics গোল গণিত
spherical excess গোলোপচয় * *
Stars তারা, নক্ষত্র
binary দ্বিতারা * *
double যুক্ততারা * *
multiple বহুতারা * *

variable	চঞ্চল তারা * *
temporary	অচির তারা * *.
telescopic	সূক্ষ্ম তারা
cluster of	তারাপুঞ্জ
magnitude of	ঔজ্জ্বল্য * *
parallax of	কক্ষালম্বন * *
proper motion of	স্বগতি * *
Sun's disc	সূর্য্যমণ্ডল, সূর্য্যবিম্ব
spots	তামস কেতু, কীলককেতু (বৃঃসঃ)
photosphere	তেজোমণ্ডল * *
chromosphere	বর্ণমণ্ডল * *
prominences	রক্ত জিহ্বা * *
corona	ছটা * *
mock-sun	প্রতিসূর্য্য
Syzygy	পর্ব
Symbol	দ্যোতক *
Transit of Venus	শুক্রের রবিবিম্ব ভেদ
Trigonometry	ত্রিকোণমিতি *
plane	সরল " *
spherical	গোল " *
vertical diameter	ঊর্দ্ধরেখা
transverse "	তির্য্যগ্‌রেখা
radius	ত্রিজ্যা, ত্রিভজ্যা, ত্রিগুণ
1st and 3rd quadrant	বিষমপদ ওজপদ
2nd and 4th "	সমপদ, যুগ্মপদ
sine	জ্যা, শিঞ্জিনী, জীবা, গুণ
versed sine	উৎক্রম জ্যা
right sine	ক্রমজ্যা
co-sine	কোটিজ্যা, কোটিজীবা
tangent	স্পর্শরেখা (ত্রিঃ বিঃ)
arc less than 90° whose sine = sine of the given arc	ভুজ (দোঃ, বাহু)
complement of the ভুজ of an arc	কোটি
sine (A + B) = &c	সমান ভাবনা
sine (A − B) = &c	অন্তর ভাবনা
logarithm	প্রঘাত মাপক (ত্রিঃ মিঃ)
Tropics	রবিকাষ্ঠা প্রদেশ * *
Twilight	সন্ধ্যা
redness of the sky	দিগ্‌দাহ, সন্ধ্যারাগ
Vertical circle	দৃঙ্‌মণ্ডল, দৃষ্টিমণ্ডল
through the nonagesimal	দৃক্‌ক্ষেপবৃত্ত
Zenith	খমধ্য, খস্বস্তিক, খার্দ্ধবিন্দু
distance	নতাংশ
sine of	নতাংশজ্যা
distance along the meridian	মধ্যাহ্ন নতাংশ
sine of	দৃগ্‌জ্যা
sine of Z. D. of the nonagesimal	দৃক্‌ক্ষেপ
Zodiac	রাশিচক্র, ভ-চক্র, ভগণ
Zodiacal light	ভ-চক্রকেতু * *

কেতু is any luminous appearance not phosphorescent, including electrical phenomena (বৃঃ সঃ)

শ্রীযোগেশচন্দ্র রায়।

রাসায়নিক পরিভাষা।

উদ্দেশ্য নির্ণয়।

পারিভাষিক শব্দের অভাবে বাঙ্গালা ভাষায় বৈজ্ঞানিক গ্রন্থের রচনা ও প্রচার দুঃসাধ্য ব্যাপার হইয়াছে। পরিভাষা প্রণয়নের জন্য আজ কাল অনেকেই চেষ্টা করিতেছেন। রসায়ন শাস্ত্রে পরিভাষার অভাব কথঞ্চিৎ পূরণের জন্য এই প্রস্তাবের অবতারণা।

বলা বাহুল্য উপযোগী পরিভাষার আশ্রয় না পাইলে কেবল মাত্র প্রচলিত ভাষার সাহায্যে কোন বিজ্ঞানশাস্ত্রের সম্যক্ প্রচার বা সম্যক্ বিকাশ হইবার সম্ভাবনা নাই। ইংরাজি প্রভৃতি পাশ্চাত্য ভাষায় রসায়ন শাস্ত্রের জন্য নির্দ্দিষ্ট প্রণালীবদ্ধ সুসঙ্গত পরিভাষা বর্ত্তমান আছে। সেই পরিভাষা অবলম্বন করিয়া রসায়নবিজ্ঞানের বহুল প্রচার হইতেছে, এবং রসায়নবিজ্ঞান দিন দিন দ্রুতবেগে উন্নতি লাভ করিতেছে। মহামতি লাবোয়াশিয়র যে দিন আধুনিক রসায়ন বিজ্ঞানের জন্মদান করেন, সেই দিনই উক্ত বিজ্ঞানের জন্য স্বতন্ত্র পরিভাষা প্রণয়ন আবশ্যক হইয়াছিল। লাবোয়াশিয়র পরিভাষাগঠন কার্য্যও স্বহস্তে গ্রহণ করিয়াছিলেন। তৎকর্ত্তৃক প্রণীত রাসায়নিক পরিভাষাই বৈজ্ঞানিকমণ্ডলী কর্ত্তৃক অনুমোদিত ও গৃহীত হইয়াছিল; এবং আজ পর্য্যন্ত সেই পরিভাষাই মার্জ্জিত ও সংস্কৃত হইয়া ইউরোপের সর্ব্বত্র প্রচলিত রহিয়াছে। লাবোয়াশিয়ারপ্রণীত সেই চারুগঠন পরিভাষা বর্ত্তমান না থাকিলে রসায়ন বিজ্ঞানের এইরূপ উন্নতি সম্ভবপর হইত না।

ইউরোপের ভিন্ন ভিন্ন দেশে ও প্রদেশে ভিন্ন ভিন্ন লৌকিক ভাষা প্রচলিত থাকিলেও সর্ব্বত্র সকলেই বৈজ্ঞানিক ভাষা সঙ্কলনের সময় লাতিন ও গ্রীক হইতে দুই হাতে ঋণ গ্রহণ করিয়া থাকেন। এই নিমিত্ত বিজ্ঞানের ভাষা বিষয়ে ইউরোপের সকল প্রদেশের মধ্যে একটা একতা দেখা যায়। এইরূপই হওয়া উচিত। বিজ্ঞানের সহিত দেশগত বা জাতিগত পার্থক্যের সম্বন্ধ যতদূর না থাকে ততই কল্যাণ। বিজ্ঞানের ভাষা সর্ব্বজনীন ও সার্ব্বভৌমিক ভাষা হওয়া উচিত। এরূপ হওয়া উচিত, যে যে কোন দেশের যে কোন পণ্ডিত সেই ভাষায় কথা কহিলে অন্যান্য দেশের সকলে বিনা অনুবাদে যেন তাহা বুঝিতে পারেন। জগতের বৈজ্ঞানিক সমাজের মধ্যে ভাববিনিময় ও চিন্তাবিনিময় প্রতিনিয়ত আবশ্যক। নতুবা বিজ্ঞানের বিকাশ দ্রুতগতিতে ঘটে না। ইউরোপে সকল জাতির লাতিন ও গ্রীক ভাষায় সমপরিমাণে দাবী থাকায় সকলেই বৈজ্ঞানিক ভাষা সঙ্কলন কালে ঐ দুই ভাষাকে মূলস্বরূপে অবলম্বন করেন; এই জন্য ইউরোপে বিজ্ঞানের ভাষায় সম্পূর্ণ না হউক, কতকটা একতা দাঁড়াইয়াছে।

আমাদের দেশে যদি কোন কালে ইংরাজি ভাষা সাধারণের মধ্যে প্রচারিত হইয়া মাতৃভাষার পাশাপাশি দাঁড়াইতে সমর্থ হয়, তখন বিজ্ঞানের জন্য স্বতন্ত্র পরিভাষার আশ্রয় লওয়া আবশ্যক হইবে না। ইংরাজি পরিভাষাই সশরীরে আমদানি করিলে

চলিতে পারিবে। কিন্তু ইংরাজি ভাষা সেরূপে লোকায়ত ভাষা হইয়া কখন এদেশে দাঁড়াইবে কিনা সন্দেহ; ঐরূপ ঘটনা আমাদের স্বজাতির স্পৃহনীয় কি না, সে বিষয়েও ঘোর সংশয় আছে। আর দূর ভবিষ্যতে যদি বা সেই ঘটনা সম্ভবপর হয়, সে কালের অপেক্ষায় বসিয়া থাকিবার সময় নাই।

সম্প্রতি আমাদের মাতৃভাষাতেই বৈজ্ঞানিক পরিভাষা গঠন করিতে হইবে। এবং আমাদের মাতৃভাষা সংস্কৃত মূলক। গ্রীক ও লাতিনের সহিত দূর জ্ঞাতিসম্বন্ধ থাকিলেও সে সম্বন্ধে আজকাল কোন কাজ হয় না।

এ পর্য্যন্ত বাঙ্গালা ভাষায় দুই চারি খানি মাত্র রাসায়নিক গ্রন্থ লিখিত হইয়াছে। তাহাও বালকশিক্ষার নিমিত্ত লিখিত। উপযুক্ত পরিভাষার অভাবই এই দুর্দ্দশার কারণ, এবং এই কারণেই ইংরাজিতে অনভিজ্ঞ জনসাধারণের নিকট রসায়নশাস্ত্রের প্রচার ঘটিতেছে না।

বাঙ্গালায় রাসায়নিক পরিভাষা সঙ্কলনের কোন চেষ্টা অদ্যাপি হয় নাই বলিলে চলে; দুই চারিটি পারিভাষিক শব্দের অনুবাদ হইয়াছে মাত্র। অধিকাংশ স্থানেই ইংরাজি শব্দ যথাসাধ্য উচ্চারণ বাহাল রাখিয়া অক্ষরান্তরিত করিয়া দেওয়া হয় মাত্র। কিন্তু বিজাতীয় শব্দ বাঙ্গালীর কাণে বড়ই কঠোর ঠেকে; এবং বাঙ্গালীর বাগ্‌যন্ত্র তাহার উচ্চারণেও পরাঙ্মুখ। সুতরাং সেই সেই পারিভাষিক শব্দের প্রচারের কোন আশা নাই। দুরুচ্চার্য্যতা ও শ্রুতিকটুতা দোষে বিজাতীয় শব্দ সাধারণে যথাশক্তি পরিহার করিবে। তাহার উপর ঐ সকল শব্দ আমাদের নিতান্ত অনাত্মীয়। যে সকল ব্যক্তি ইংরাজি ভাষায় শিক্ষালাভ করে নাই, উহাদের উচ্চারণ তাহাদের মনে সঙ্গে সঙ্গে কোনরূপ ভাব বা অর্থের উদ্রেক করে না। বাক্যের সহিত অর্থের হরগৌরী সম্বন্ধ থাকা আবশ্যক। বাক্য উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গেই যেন অর্থ আপনা হইতে আসিয়া পড়ে। কিন্তু বিজাতীয় অনাত্মীয় বাক্য আমাদের সাধারণের নিকট স্বতঃ অর্থহীন; বিশেষ অভ্যাসসহকারে ও চেষ্টাসহকারে অর্থকে ভাবিয়া আনিতে হয়, অর্থ আপনা হইতে আসে না। সুতরাং কেবলমাত্র ইংরাজি শব্দগুলি বাঙ্গালা হরপে বসাইয়া পরিভাষা প্রণয়নে চেষ্টা করিলে উহাতে কোন ফলোদয় হইবে না।

সুতরাং বাঙ্গালা ভাষায় বাঙ্গালীর প্রকৃতির উপযোগী বিজ্ঞানের ভাষা সঙ্কলন করিতে হইবে। বর্ত্তমান প্রস্তাব সেই কার্য্যের প্রথম প্রয়াস মাত্র।

উপযোগিতা নিরূপণ।

সর্ব্বাংশে অসঙ্গতিহীন সর্ব্বাঙ্গসম্পূর্ণ পরিভাষাপ্রণয়ন অসাধ্য ব্যাপার। পাঁচ জনে পাঁচ কারণে পাঁচটা পারিভাষিক শব্দ একই অর্থে সঙ্কলন করিতে পারেন। কোনটি কোন কারণে, অপরটি অপর কারণে সঙ্গত বিবেচিত হয়। কোন্‌টী বাছিয়া লইতে হইবে স্থির করা দায়, এবং উপযোগিতা লইয়া চিরদিন বিতণ্ডা চালান যাইতে পারে। সঙ্কলনকারিগণ চিরকাল বিতণ্ডা চালাইবেন, ও অপর সাধারণে দিশাহারা হইয়া তাঁহাদের মুখ চাহিয়া থাকিবে, এরূপ

বাঞ্ছনীয় নহে। কেহই সাহস করিয়া বলিতে পারেন না যে, এর চেয়ে উপযোগী শব্দ আর মিলিবে না। আজ একজন একটা পরিভাষা নিরূপণ করিয়া প্রচার করিলেন, কিছুদিন পরে আর একজন তাহার নানাবিধ অসঙ্গতি নির্দ্দেশ করিয়া আর একটা নূতন পরিভাষা প্রণয়ন করিতে পারেন। ভাষার নিত্য পরিবর্ত্তন দেখিয়া সাধারণে কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইবে, ও শাস্ত্রও স্তম্ভিত ও নিশ্চল হইয়া রহিবে।

বিজ্ঞানের ভাষাকে অসম্পূর্ণতা ও অসঙ্গতি দোষ হইতে যথাশক্তি মুক্ত করিতে হইবে, ঠিক কথা। সুতরাং ভবিষ্যতের সঙ্কলকগণ নূতন পরিভাষা প্রণয়নে সম্পূর্ণ অধিকারী। কিন্তু পরিভাষার অন্য গুণ যে পরিমাণে থাক বা নাই থাক, পরিভাষায় স্থায়িত্ব গুণের আবশ্যকতা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। পরিভাষা ভাষারই প্রকারভেদ; উহা কল্পিত ভাষা, অর্থাৎ বিশেষ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য রচিত ভাষামাত্র। কিন্তু স্থিতিশীলতা ভাষামাত্রেরই সর্ব্বপ্রধান লক্ষণ বলিয়া গণ্য। ভাষা স্থিতিশীলতাবর্জ্জিত হইলে অর্থাৎ নিত্য পরিবর্ত্তনশীল হইলে তাহার আর ভাষাত্ব থাকে না। নিত্য পরিবর্ত্তনশীল ভাষায় মানুষের কাজ চলে না। অধিকন্তু উহা একটা বিড়ম্বনার মধ্যে দাঁড়ায়। সুতরাং ভাষা অথবা পরিভাষা স্থায়ী হওয়া আবশ্যক; কালসহকারে ক্রমিক পরিবর্ত্তন বা সংস্কার হউক ক্ষতি নাই; কিন্তু নিত্য আকস্মিক ও ও মৌলিক পরিবর্ত্তন বাঞ্ছনীয় নহে।

সর্ব্বাঙ্গসম্পূর্ণ পরিভাষাপ্রণয়নের জন্য জেদ ধরিয়া বসিয়া থাকিলে কার্য্যনাশ মাত্র হইবে। সমাজের জীবন ব্যক্তির জীবনের ন্যায় দ্রুতবেগে তাহার পরিণামের অভিমুখে ধাবিত হইতেছে। সকলকেই সেই স্রোতে গা ঢালিয়া সঙ্গে সঙ্গে চলিতে হইবে। নিস্পন্দ ভাবে দণ্ডায়মান ও স্থির থাকিলে চলিবে না। অপেক্ষা করিবার সময় নাই। লাবোয়াশিয়ার রসায়নের জন্য যে পরিভাষা প্রস্তুত করিয়াছিলেন, তাহা সুন্দর ও মনোহর। এমন কি সমগ্র বিজ্ঞানশাস্ত্রে ঐ ভাষার তুলনা নাই বলা যাইতে পারে। কিন্তু উহাও দোষরহিত বা অসঙ্গতিবর্জ্জিত নহে। এমন কি উহাতে এমন একটা প্রধান দোষ বর্ত্তমান আছে, যাহাতে উহার মূল অবিশুদ্ধ। লাবোয়াশিয়ার সিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন, যৌগিক পদার্থ মাত্রেরই দুইটি ভাগ; দুইটি বিপরীত ধর্ম্মাক্রান্ত ভাগ একত্র মিলিত হইয়া যৌগিক পদার্থ উৎপন্ন করে। লাবোয়াশিয়ার এই সিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন, ও তদনুসারে তাঁহার পরিভাষা প্রণয়ন করেন। লাবোয়াশিয়ারের সিদ্ধান্ত পণ্ডিতগণ কর্ত্তৃক গৃহীত হইয়াছিল, এবং পরবর্ত্তী রসায়নবিদেরা এই দ্বৈতবাদ আরও অভিব্যক্ত করিয়াছিলেন। কিন্তু আজ কাল এই সিদ্ধান্ত অনেকটা উল্টাইয়া গিয়াছে। যৌগিক পদার্থমাত্রে দুইটি বিপরীত উপাদান রহিয়াছে, এখন এরূপ স্বীকৃত হয় না। তথাপি লাবোয়াশিয়ার প্রণীত পরিভাষা অদ্যাপি অবলম্বিত রহিয়াছে। এই মূলগত দোষ সত্ত্বেও সেই প্রাচীন পরিভাষাকে কেহই প্রত্যাখ্যান বা বর্জ্জন করেন নাই।

সুতরাং কোন পরিভাষা যে নির্দ্দোষ ও সর্ব্বাঙ্গসম্পূর্ণ হইবে এইরূপ আশা করা যায় না। সাহসের উপর ভর করিয়া যথাসাধ্য সঙ্গতি দেখিয়া ও অসঙ্গতি নিরাকরণ করিয়া পরিভাষা

সঙ্কলনে প্রবৃত্ত হওয়া আবশুক। যদি সেই পরিভাষায় বিশেষ মূলগত ও সর্ব্বতোভাবে পরিহার্য্য দোষ লক্ষিত না হয়, তবে সাধারণে ইহা গ্রহণ করিতে পারেন। তাহার আশ্রয়ে গ্রন্থরচনা ও জ্ঞানপ্রচার কার্য্য আরব্ধ হইতে পারিবে। তাহাকেই ভিত্তিভূমি করিয়া তাহার উপর গাঁথন চলিতে পারিবে। আবশুকমত সংস্কারপ্রয়োগে কালসহকারে তাহাকে বিশোধিত করিয়া লইলেই চলিবে।

এই সকল বিবেচনা করিয়া বাঙ্গালায় ব্যবহারের জন্য রাসায়নিক পরিভাষার কিয়দংশ প্রণয়ন করিয়া তাহার নমুনা সাধারণের সম্মুখে উপস্থিত করিতে সাহসী হইলাম। সাধারণের নিকট বিচার প্রার্থনীয়।

আমাদের অবলম্বন।

রসায়নশাস্ত্রের প্রতিষ্ঠাতা লাবোয়াশিয়ার অসামান্য ব্যক্তি ছিলেন; পরিভাষা প্রণয়নেও তাঁহার অসামান্য প্রতিভারই পরিচয় পাওয়া যায়। আমাদের কর্ত্তব্য কেবল পাশ্চাত্য ভাষার অনুবাদমাত্র। ইহাতে প্রতিভাপ্রয়োগের কোন আবশ্যকতা নাই; কোনরূপ মৌলিকত্ব প্রদর্শনের অবকাশ আছে কিনা সন্দেহস্থল। আমাদের কর্ত্তব্যসাধনে বিশেষ শক্তির দরকার নাই,—সুখের বিষয়। তবে কর্ত্তব্যের পরিসর বিস্তৃত, প্রয়োজনীয়তা অধিক। ইংরাজী পরিভাষা আশ্রয় করিয়া বাঙ্গালীর প্রকৃতির উপরে দৃষ্টি রাখিয়া সুবিধা অসুবিধা নিরূপণ করিতে হইবে মাত্র। একটু সাহস আবশ্যক।

এই প্রস্তাবে উপস্থাপিত পরিভাষা সাধারণ কর্ত্তৃক অনুমোদিত ও গৃহীত হইবে কি না বলিতে পারি না; অন্ততঃ পথ প্রদর্শন করিতে সমর্থ হইবে এইরূপ ভরসা করিতে পারি। ফলে যাহাই হউক একটা পরিভাষা নিরূপণ অবশ্যকর্ত্তব্য হইয়া পড়িয়াছে। সকলে মিলিয়া একটা কর্ত্তব্য অবধারণ শীঘ্রই আবশুক।

ইংরাজি পরিভাষার বর্ত্তমান অবস্থা।

কিন্তু দুঃখের বিষয়, যে ইংরাজি পরিভাষা আমাদিগকে অবলম্বন করিতে হইবে, তাহাতে এখনও কতকগুলি দোষ বর্ত্তমান রহিয়াছে। অনুবাদের সময় একবারে অন্ধ হইয়া থাকিলে চলিবে না। সেই দোষগুলি পূর্ব্ব হইতে অবহিত হইয়া যথাসাধ্য নিরাকরণের চেষ্টা করিতে হইবে।

পারিভাষিকত্বের এই কয়টি লক্ষণ নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে।

১। একটি শব্দ কেবল একটি অর্থে ব্যবহৃত হইবে। তাহার দ্বিতীয় অর্থ যেন না থাকে।

২। এক অর্থে কেবল একটি মাত্র শব্দ প্রযুক্ত হইবে। দুইটি শব্দ একার্থবাচী না হয়।

৩। প্রত্যেক শব্দ তাহার নির্দ্দিষ্ট অর্থে সর্ব্বত্র ও সর্ব্বদা ব্যবহৃত হইবে। বিভিন্ন ব্যক্তির জন্য যেন বিভিন্ন ভাষা না থাকে; ও ভাষা যেন ক্ষণে ক্ষণে রূপান্তর পরিগ্রহ না করে। (ইহা ভাষা মাত্রেরই সর্ব্ববাদিসম্মত সাধারণ লক্ষণ; সুতরাং বিশেষরূপে ইহার নির্দ্দেশ না করিলেও চলিতে পারে)।

বৈজ্ঞানিক পরিভাষা প্রণয়নের সময় প্রচলিত লৌকিক ভাষা হইতে শব্দ গ্রহণ করিতে হয়, আবার অনেক সময়ে অভাবে নূতন শব্দের সৃষ্টি করিতে হয়। প্রচলিত শব্দের একটা দোষ আছে; উহা লোকসমাজে কোন একমাত্র নির্দ্দিষ্ট অর্থে প্রযুক্ত হয় না। প্রচলিত ভাষার অন্তর্গত প্রায় অধিকাংশ শব্দেরই পাঁচ সাত দশটা অর্থ থাকে। সুতরাং উহারা পরিভাষিকত্বের অন্যতম লক্ষণ বর্জ্জিত। পরিভাষিকত্ব সংস্থাপন করিতে গেলে একটা নির্দ্দিষ্ট অর্থে উহাদিগকে সঙ্কীর্ণ করিয়া আনিতে হয়; কিন্তু অনভ্যাস হেতু সাধারণে সহসা উহাদের পারিভাষিক প্রয়োগ বুঝিতে পারে না। নূতনসৃষ্ট অপ্রচলিতপূর্ব্ব শব্দে এই দোষটি ঘটে না; তাহাতে পাঁচজনে পরামর্শ করিয়া সাধারণের সম্মতি সহকারে যে অর্থ আরোপ করা যায়, তাহা সেই অর্থমাত্রই ব্যক্ত করে। তবে পরিচয়ের অভাবে প্রথমটা কাণে ঠেকে। তাহার উপায় নাই। কোন স্থানে প্রচলিত শব্দের গ্রহণ, কোথাও বা অপ্রচলিত শব্দের সৃষ্টি, বাধ্য হইয়া করিতে হয়। অনভ্যাস ও অপরিচয় হেতু প্রথম প্রথম যে একটু গোল ঠেকে, অভ্যাস ও পরিচয়ের সহিত তাহা আর থাকে না।

ফল কথা পাঁচ জনে সম্মত হইয়া যে শব্দে যে অর্থ আরোপ করা যায়, তাহার অর্থ তাহাই। শব্দের সহিত অর্থের যে সম্বন্ধ, তাহা আরোপিত সম্বন্ধ মাত্র। যে কোন অর্থে যে কোন শব্দ ব্যবহার করিতে আমাদের অধিকার আছে; তবে সকলে সম্মত হইয়া সেইরূপ ব্যবহার করিলেই হইল। নির্ব্বাচনের সময় শ্রুতিকটুতা দুরুচ্চার্য্যতা প্রভৃতি দোষ পরিহারের দিকে লক্ষ্য রাখাই কর্ত্তব্য।

প্রচলিত শব্দের পারিভাষিক ভাবে গ্রহণ না করিলে চলে না। তাহাতে বিশেষ কোন ক্ষতি নাই। তবে সুবিধার জন্য এইটুকু দৃষ্টি রাখিলেই চলিতে পারে, যেন প্রচলিত অর্থ পারিভাষিক অর্থের সম্পূর্ণ বিরোধী না হয়। এই নিয়ম সর্ব্বত্র রক্ষা করা দুরূহ; তবে রক্ষার জন্য যথাশক্তি চেষ্টা করা উচিত।

রসায়নের ইংরাজি পরিভাষা যে সম্পূর্ণ নহে, তাহা উল্লিখিত লক্ষণ সাহায্যে দুই একটি স্থলে বিচার করিলেই চলিবে। কয়লা পোড়াইলে যে বায়ু পাওয়া যায়, রসায়ন শাস্ত্রে তাহার একটা নির্দ্দিষ্ট নাম নাই। পাঁচ জনে পাঁচ রকম, অথবা এক জনেই পাঁচ সময় পাঁচ রকম নাম ব্যবহার করেন। একই পদার্থের জন্য carbonic acid, carbon dioxide, carbonic anhydride এই তিন নাম প্রচলিত আছে। আর একটি পদার্থ সোরা। ইহার প্রচলিত নাম দুইটি, nitre ও saltpetre; রসায়ন গ্রন্থে এই দুইটি নামও অদ্যাপি ব্যবহৃত হয়। তাহা সেওয়াই nitrate of potash, nitrate of potassium, potassium nitrate, potassic nitrate এইরূপ ঈষদ্ বিভিন্ন চারিটি নাম যথেচ্ছ ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ইহাদের মধ্যেও আবার শুধু উচ্চারণ গত নহে, ভাবগত বিভেদও বর্ত্তমান আছে। Nitrate of potash নামের সহিত একটি বিশেষ বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্ত জড়িত আছে, সে সিদ্ধান্তটি প্রাচীন; বর্ত্তমানে সে সিদ্ধান্ত ভ্রমমূলক বলিয়া স্থির হইয়াছে। Potassic Nitrate ঐ নামের আধুনিক আকার; সেই ভ্রম

সংস্কারের চেষ্টায় এই নাম গৃহীত হইয়াছে। তথাপি প্রাচীন ও আধুনিক উভয় নামই, এমন কি nitre প্রভৃতি লোকায়ত নামও আধুনিক বৈজ্ঞানিক গ্রন্থে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। এরূপ স্থলে যেখানে সামান্য সংস্কার প্রয়োগে একটা ভ্রমের অপনোদন হয়, সেখানে সংস্কার প্রয়োগের যুক্তিযুক্ততায় কেহ সন্দেহ করেন না। তথাপি কোন একটা প্রথা একবার চলিয়া গেলে তাহা স্থিতিশীলতাবশতঃ সহজে সংস্কৃত হইতে চাহে না।

ইংরাজিতে চারিটা নাম বর্ত্তমান আছে বলিয়া বাঙ্গলায় অনুবাদের সময় চারিটা নাম খুঁজিতে হইবে এমন কি কথা আছে। দোষের অনুকরণ সর্ব্বদা পরিহর্ত্তব্য। একটু সাবধান হইয়া চলিলে এই সকল সামান্য দোষ আমরা পূর্ব্ব হইতেই পরিহার করিতে পারি।

যাঁহারা এ পর্য্যন্ত বাঙ্গালায় পারিভাষিক শব্দের অনুবাদ করিয়াছেন, তাঁহারা এই সাবধানতা টুকু অবলম্বন করা আবশ্যক বিবেচনা করেন নাই। নতুবা oxygenএর বাঙ্গালায় অম্লজান হইত না। Carbon dioxideএর বাঙ্গালায় দ্ব্যম্লজনিত অঙ্গার বিশেষ মধুর বা শ্রুতিসুখ নহে; উহার আরও মহত্তর দোষ রহিয়াছে। বর্ত্তমান পদ্ধতি অনুসারে ঐ পদার্থের নাম carbonic anhydride; সম্প্রতি রাসায়নিক গ্রন্থে উভয় নামেরই ব্যবহার থাকিলেও শেষোক্ত নামটিই বজায় থাকিবে, ও প্রথমটি লোপ পাইবে সন্দেহ নাই; তবে উভয় নামের অনুবাদে প্রয়াসের শ্রম কেন?

সুতরাং পাশ্চাত্য রাসায়ন গ্রন্থে নামকরণ সম্বন্ধে যে রীতি সর্ব্বাপেক্ষা আধুনিক ও প্রণালী-বদ্ধ ও যুক্তিযুক্ত, আমরা তাহাই অবলম্বন করিয়া বাঙ্গালা অনুবাদ করিতে প্রবৃত্ত হইব। যে সকল ইংরাজি নাম বর্ত্তমানে গৃহীত প্রণালীর সহিত সঙ্গত নহে, অথচ প্রথামত ইংরাজি পুস্তকে অদ্যাপি ব্যবহৃত হইয়া থাকে, তাহাদের একেবারে বর্জ্জন করিব। নির্দ্দিষ্ট পারি-ভাষিক অর্থে একাধিক শব্দ থাকা উচিত নহে; এই লক্ষণে দৃষ্টি রাখিয়া চলিবার চেষ্টা করা যাইবে।

অনুবাদ ক্রিয়া ও অক্ষরান্তর ক্রিয়া।

ভিন্ন ভিন্ন দেশ ও ভিন্ন ভিন্ন জাতির মধ্যে বিজ্ঞানের ভাষা ভিন্ন ভিন্ন থাকা কদাপি বাঞ্ছনীয় নহে, তাহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। ভাষার বিভেদ বিজ্ঞানের উন্নতির অন্ত-রায় হয় মাত্র। তবে দুর্ভাগ্যক্রমে বিভিন্ন দেশে প্রচলিত ভাষা বিভিন্ন, কাজেই স্বজা-তির মুখ চাহিয়া জাতীয় ভাষায় বিজ্ঞানের গ্রন্থ লিখিতে হয়। ইহাতে বিভিন্ন জাতির মধ্যে জ্ঞানের আদানপ্রদান ও বিনিময় কার্য্যে ব্যাঘাত ঘটে। কিছু কাল পূর্ব্বে ইউরোপে প্রসিদ্ধ গ্রন্থ সকল লাটিন ভাষায় লিখিত হওয়া নিয়ম ছিল। নিউটনের প্রিন্সিপিয়া লাটিনে লিখিত হইয়াছিল। অদ্যাপি উদ্ভিদ্‌বিদ্যা বিষয়ক অনেক গ্রন্থ লাটিনে লিখিত হইয়া থাকে। হুকার সাহেবের ভারতবর্ষীয় উদ্ভিদ্‌বিষয়ক মহাগ্রন্থ লাটিনে লিখিত। গ্রন্থের ভাষা বিভিন্ন হইলেও গ্রন্থে ব্যবহৃত পারিভাষিক নামগুলি অন্ততঃ বিভিন্ন ভাষায় বিভিন্ন হওয়া উচিত নহে।

সুতরাং রসায়নশাস্ত্রের পারিভাষিক নামগুলি একবারে সশরীরে আমাদের ভাষায় গ্রহণ করিবার পক্ষে প্রবল যুক্তি আছে। ইংরাজি নামগুলি বজায় রাখিয়া অনুবাদের চেষ্টা না করিয়া কেবল বাঙ্গালা অক্ষরে বসান উচিত কিনা ইহা বিচার্য্য।

রসায়ন শাস্ত্রে প্রায় সত্তরটি মূল পদার্থের সত্তরটি নাম রহিয়াছে; তাহা ব্যতীত সেই সত্তরটি পদার্থের পরস্পর বিভিন্ন ভাগে সমবায়ে উৎপন্ন শত সহস্র যৌগিক পদার্থের শতসহস্র পারিভাষিক নাম রহিয়াছে। এই শত সহস্র নাম বাঙ্গালায় অনুবাদের চেষ্টা করিয়া খাঁটি বাঙ্গালা বা সংস্কৃতমূলক বাঙ্গালা নাম প্রচলনের চেষ্টা বিড়ম্বনা। একে এইরূপ অনুবাদ কার্য্য সম্ভবপর নহে; দ্বিতীয়তঃ সম্ভবপর হইলেও তাহাতে কোন ফললাভ নাই, প্রত্যুত অনিষ্টের সম্ভাবনা আছে।

বাঙ্গালীর মধ্যে যদি কেহ রসায়নবিজ্ঞানে প্রকৃত অধিকার লাভ করিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহার এখন বাঙ্গালার উপর নির্ভর করিয়া থাকিলে চলিবে না; ইংরাজি ভাষার আশ্রয় গ্রহণ করিতেই হইবে। যদি বাঙ্গালায় কোন ব্যক্তি রসায়ন বিদ্যায় কোন নূতন তত্ত্ব আবিষ্কার করেন, তাঁহাকে তাহা ইংরাজি ভাষাতেই প্রচার করিতে হইবে। সুতরাং প্রথমে কিছু দূর বাঙ্গালা ভাষার অবলম্বনে চলিয়া একটু দূরে গিয়াই ইংরাজির আশ্রয় ভিন্ন আমাদের গত্যন্তর নাই। সুতরাং প্রত্যেক বাঙ্গালী রসায়নবিৎ একসেট্ ইংরাজি ও একসেট্ বাঙ্গালা পারিভাষিক শব্দের ভারে মেরুদণ্ড নমিত করিয়া চলিতে থাকিবেন। সুতরাং সর্ব্বত্র পারিভাষিক শব্দের অনুবাদে প্রবৃত্ত হওয়ার দরকার নাই। ইংরাজি শব্দের অক্ষরান্তর করিলেই চলিবে।

অক্ষরান্তর ব্যাপারে একটি মাত্র আপত্তি আছে, কিন্তু সে আপত্তিও এস্থলে দাঁড়াইবে না। আপত্তি এই যে ইংরাজি শব্দ উচ্চারণমাত্রেই ইংরাজের ছেলের মনে একটা ভাবের উদয় করে, বাঙ্গালীর ছেলের কেবল কাণে একটা ধাক্কা দিয়া যায়, মনের উপর রেখাপাত পর্য্যন্ত করে না। কিন্তু পারিভাষিক শব্দের বেলায় সে আপত্তি থাকে না। মনে কর একটি ধাতুর ইংরাজি নাম tungsten; ইংরাজের ছেলেই বল আর বাঙ্গালির ছেলেই বল, যে রসায়নশাস্ত্র অধ্যয়ন করে নাই, এই শব্দের উচ্চারণে তাহার মনে কোন ভাবের উদয় হয় না। Tungsten শব্দে হাতী কি ঘোড়া কি গাছ কিছুই মনে আসে না। ঐ শব্দটি রসায়নবিৎ পণ্ডিতবিশেষের সৃষ্টি, প্রচলিত ভাষায় উহার কস্মিন্ কালে ব্যবহার নাই; সুতরাং উহার সহিত ইংরাজের ছেলের ও বাঙ্গালির ছেলের তুল্য সম্বন্ধ। সুতরাং উহা যখন ইংরাজিতে চলিবে, তখন বাঙ্গলায় চলিবে না কেন। বাঙ্গালায় আবার উহার অনুবাদের প্রয়োজন কি? অক্ষরান্তরিত করিলেই যথেষ্ট।

স্বদেশীয় ভাষাকে মূল করিয়া পারিভাষিক শব্দের প্রণয়নে অবশ্য একটা বাহাদুরী আছে। প্রাচীন হিন্দুদিগের এই কার্য্যে একটা অদ্ভুত পরাক্রম ছিল। আমাদের প্রাচীন শাস্ত্রে, ব্যাকরণ বা অলঙ্কার বা গণিত বা জ্যোতিষ বা চিকিৎসা, যে কোন শাস্ত্রেই দেখা যায়, পারিভাষিক শব্দের ছড়াছড়ি। শাস্ত্রকর্ত্তৃগণ অনুমাত্র দ্বিধা না করিয়া শতে শতে

সহস্রে সহস্রে পারিভাষিক শব্দের সৃষ্টি করিয়া যাইতেছেন। সময়ে সময়ে নির্ব্বাচন প্রণালী ও সঙ্কলন প্রণালীর মৌলিকতা ও কার্য্যকারিতা দেখিয়া বিস্মিত হইতে হয়। ব্যাকরণ শাস্ত্রে 'হল্' 'হস্' 'ণিচ্' 'ক্বিপ্' প্রভৃতি যে সকল পারিভাষিক শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে, তাহাদের মৌলিকতা ও তাহাদের কার্য্যকারিতার তুলনা কোথায়? স্থলান্তরে দেখিয়াছি পারিভাষিক শব্দপ্রণয়নে এই অসীম পরাক্রম বর্ত্তমান থাকিতেও প্রাচীন জ্যোতিষীরা যাবনিক ভাষা হইতে বিস্তর পারিভাষিক শব্দ অক্ষরান্তরিত করিয়া লইয়াছেন। সুতরাং আমাদের সেই প্রথাই প্রধানতঃ অবলম্বনীয়। এই হিসাবে tungsten, uranium, rhodium প্রভৃতি শব্দগুলি আমরা অক্ষরান্তরিত করিয়াই লইব।

ইহার মধ্যে একটা কথা আছে। সত্তরটা মূল পদার্থের মধ্যে কতকগুলি পদার্থ পৃথিবীতে প্রভূত পরিমাণে বর্ত্তমান, এবং তাহারা আমাদের জীবন প্রক্রিয়ায় ও আমাদের সাংসারিক কার্য্যে নিত্য ব্যবহৃত হয়। যেমন oxygen, hydrogen, nitrogen, carbon, chlorine, calcium, sodium প্রভৃতি। এই সমুদয় জীবনের নিত্য সহচর পদার্থের জন্য খাঁটি বাঙ্গালা নাম আবশ্যক। কয়লার মত পরিচিত পদার্থটিকে অক্ষরান্তরিত করিয়া কার্ব্বন বলিতে নিতান্তই সঙ্কোচ বোধ হয়। অন্ততঃ বাঙ্গালা ভাষার সমৃদ্ধি বাড়াইবার জন্য এই সকল পদার্থের বাঙ্গালা নাম থাকা আবশ্যক। কেবল অক্ষরান্তর ক্রিয়ায় মনের তৃপ্তি হইবে না।

এতদ্ভিন্ন রাসায়নিক প্রক্রিয়া সকলের, এবং রাসায়নিক প্রক্রিয়া সাধনের জন্য যে সকল যন্ত্রাদির ব্যবহার হয়, উহাদের পারিভাষিক নামের জন্য অনুবাদ ভিন্ন অন্য উপায় নাই। রাসায়নিক প্রক্রিয়ার উদাহরণ স্বরূপ oxidation, combustion, reduction, solution, distillation প্রভৃতির এবং যন্ত্রের উদাহরণ স্বরূপ retort, flask প্রভৃতির উল্লেখ করিতে পারি। ইহাদের খাঁটী বাঙ্গালায় অনুবাদ আবশ্যক। এখানে শব্দগুলি অক্ষরান্তরিত করিলে চলিবে না। যুক্তি প্রয়োগ অনাবশ্যক।

এতদ্ভিন্ন আর এক শ্রেণীর পারিভাষিক শব্দ আছে। শব্দশাস্ত্রানুসারে ইহারা class names, দ্রব্যের জাতিবাচক বা শ্রেণীবাচক নাম। উদাহরণ,—element, compound, metal, nonmetal, alloy, acid, base, salt, fat, oil, alcohol, aldehyde ইত্যাদি। ইহাদেরও অনুবাদ আবশ্যক; অক্ষরপরিবর্ত্তনমাত্রে চলিবে না। নচেৎ পরিভাষা সঙ্কলন বড়ই সহজ কার্য্য হইত।

অক্ষরান্তর ক্রিয়া।

তবেই এই পর্য্যন্ত দাঁড়াইল, যে রসায়ন শাস্ত্রে মূল পদার্থ বা যৌগিক পদার্থ সকলের যে সকল নাম বা অভিধান রহিয়াছে, যে গুলি প্রকৃতপক্ষে proper noun, তাহাদের মধ্যে সুপরিচিত ও সুলভ পদার্থ গুলি বাদ দিয়া অপরের জন্ত কেবল ইংরাজি নাম অক্ষরান্তরিত করিয়া লইলেই চলিতে পারে। কিন্তু ইহার মধ্যে একটি কথা আছে।

গ্রীকেরা উচ্চারণ সুবিধার জন্য আমাদের চন্দ্রগুপ্তকে অক্ষরান্তরিত করিয়া Sandracottusএ পরিণত করিয়াছিলেন, এবং চীনবাসিগণ বুদ্ধকে ফো' তে পরিণত করিয়াছেন। Sandracottus যে চন্দ্রগুপ্ত, এবং বুদ্ধদেব যে ফো, ইহা নিঃসংশয়ে প্রতিপাদন করিতে পুরাতত্ত্ববিদ্‌গণের মাথা ঘুরিয়া গিয়াছিল। সম্প্রতি এক জাতির লোকের নাম অন্য জাতির ভাষায় লিখিত হইলে কেবল উচ্চারণসৌকর্য্যের উপর দৃষ্টি রাখিতে গেলে ঘোরতর বর্ব্বরতা হইয়া দাঁড়ায়; তাহাতে অনর্থক জ্ঞানের পথে কাঁটা দেওয়া হয়। এক ভাষা হইতে অন্য ভাষায় শব্দ অক্ষরান্তরিত করিতে হইলে কতকগুলি নির্দ্দিষ্ট নিয়ম অনুসারে বানান করিবার প্রথা প্রচলিত হইয়াছে। শব্দটির প্রকৃত উচ্চারণ, অর্থাৎ যে জাতির মধ্যে সেই শব্দটি প্রচলিত আছে, সেই জাতির লোকে তাহাকে যেরূপে উচ্চারণ করে, ঠিক্ সেই উচ্চারণ যাহাতে অবিকৃত থাকে, এই উদ্দেশ্যে বানানের এই নিয়মগুলি অবধারিত হয়। বিভিন্ন জাতির মধ্যে বৈজ্ঞানিক পরিভাষার একতারক্ষা যদি কর্ত্তব্য হয়, তাহা হইলে ইংরাজি হইতে অক্ষরান্তর করিবার সময় এইরূপ কতকগুলি নিয়ম অবলম্বন করিয়া তদনুসারে চলাই উচিত।

কিছু একটা কথা আছে। বাঙ্গালায় পরিভাষা সঙ্কলনের উদ্দেশ্য কি? এ পর্য্যন্ত বাঙ্গালায় যে দুই চারিখানি রসায়নবিষয়ক গ্রন্থ লিখিত হইয়াছে, তাহাতে ইংরাজি শব্দের উচ্চারণ যথাশক্তি অবিকৃত রাখিয়া তাহাদিগকে অক্ষরান্তরিত করিয়াই ব্যবহার করা হইয়াছে। কার্ব্বন ডাই-অক্‌সাইড্, সলফেট্ অব্ পটাশ প্রভৃতি শব্দ বাঙ্গালায় প্রচলিত রাসায়নিক গ্রন্থে ও ডাক্তারি গ্রন্থে যথেষ্ট পরিমাণে দেখা যায়। কিন্তু এই সকল শব্দ বাঙ্গালীর কোমল কর্ণ এরূপ তীব্রভাবে ভেদ করে, যে পরীক্ষকের ভীষণ কবলের সম্মুখীন ব্যক্তি কিছু দিনের জন্য জ্বররোগীর কুইনাইন্ সেবনের ন্যায় ঐ গুলিকে কোনরকমে কষ্টেসৃষ্টে মস্তিষ্কস্থ করে মাত্র। ঐরূপ অক্ষরান্তর প্রণালী প্রচলিত থাকিলে বাঙ্গালীর সন্তান চিরদিন রসায়ন শিক্ষা একটা দৈবনিগ্রহ স্বরূপ গণনা করিবে সন্দেহ নাই। সুতরাং পুরাতত্ত্ববিৎ, ঐতিহাসিক ও শব্দশাস্ত্রজ্ঞদের নির্দ্দিষ্ট মার্গ ত্যাগ করিয়া আমাদিগকে অন্য পন্থা দেখিতে হইবে। বিজাতীয় শব্দ গুলির শ্রুতিকটুতা দোষ সর্ব্বতোভাবে বর্জ্জন করিতে হইবে। কঠোর শব্দ গুলিকে কোমল ও মোলায়েম আকার দিয়া বাঙ্গালীর সম্মুখে আনিতে হইবে।

পুরাকালে এদেশেও এই পদ্ধতি অবলম্বিত হইয়াছিল। যাবনিক helios শব্দ হেলি এবং aphrodite আস্ফুজিৎ আকারে সংস্কৃত জ্যোতিষ শাস্ত্রে দেখা দেয়। যাবনিক heliocentric শব্দ হেলিকেন্দ্রক আকার গ্রহণ করিয়া ঠিক আত্মীয় ও পরিচিতের ন্যায় শুনায়। অথচ উভয় শব্দের ঐক্যনির্ণয়ে কোন কষ্ট হয় না। সংস্কৃত কাস্তীর শব্দ যাবনিক kassiteros শব্দ হইতে গৃহীত হইয়াও কেমন সংস্কৃতের সহিত মিশিয়া গিয়াছে। স্থানান্তরে যাবনিক ভাষার জ্যোতিষিক শব্দ সংস্কৃত জ্যোতিষশাস্ত্রে গৃহীত হইয়া কিরূপ আকার প্রাপ্ত হইয়াছে, তাহার একটি তালিকা দিয়াছি। এস্থলে তাহার পুনরুল্লেখের প্রয়োজন নাই।

বলা বাহুল্য আমরা সেই প্রাচীনকালের অবলম্বিত পদ্ধতি অবলম্বন করাই শ্রেয়ঃ বোধ করি। এবং বর্ত্তমান প্রস্তাবে সেই পদ্ধতিই অবলম্বিত হইবে।

সূত্রাবধারণ।

পাশ্চাত্য ভাষায় মূল পদার্থের নামকরণ ব্যাপারে কোন একটা নির্দ্দিষ্ট নিয়ম অবলম্বিত হয় নাই। যাহার যা ইচ্ছা, তিনি সেই নাম দিয়াছেন; এবং সেই নামই সর্ব্বত্র গৃহীত হইয়াছে। পদার্থের গুণানুসারে নামকরণের চেষ্টা কয়েক স্থলে দেখিতে পাওয়া যায়। উদাহরণ Oxygen = অম্লোৎপাদক, Hydrogen = জলোৎপাদক, Rubidium = লোহিত (যাহা লোহিত বর্ণের আলোক উৎপাদন করে) ইত্যাদি। কিন্তু অধিকাংশ স্থলে নামকরণ ব্যাপারে কেবল ব্যক্তিগত অভিরুচি ও খেয়াল ভিন্ন আর কিছু দেখা যায় না। নামকরণ ব্যাপারই সর্ব্বত্র খেয়ালের উপর স্থাপিত; কাণা পুত্রের নাম পদ্মলোচন রাখিতে কোন আইনে নিষেধ নাই। উদাহরণ;—পারদের নাম mercury অর্থাৎ বুধ গ্রহ; ধাতু বিশেষের নাম cerium, সেই বৎসর Ceres নামক গ্রহ আবিষ্কৃত হইয়াছিল এই সূত্রে; ধাতু বিশেষের নাম cobalt অর্থাৎ এক জাতীয় পিশাচ।

ফল কথা নামের সহিত পদার্থের গুণের বা ধর্ম্মের কোন ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ নাই; থাকিবার দরকারও নাই; সুতরাং সেই সেই নামের অর্থ ধরিয়া অনুবাদের চেষ্টা ভ্রমমাত্র। Oxygen ও nitrogenএর জন্য অম্লজান ও যবক্ষারজান কেন সৃষ্ট হইয়াছিল বলিতে পারি না। ঐ দুই বাঙ্গালা শব্দের বিশেষ উপযোগিতা কিছুই দেখিতে পাই না।

পদার্থ সকলের ইংরাজি নামের ইতিহাস আলোচনা করিলে তাহাদিগকে কয়েক শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়।

১। কতকগুলি যৌগিক পদার্থ রসায়নবিজ্ঞানের উৎপত্তির পূর্ব্বেই জনসমাজে বিশিষ্টরূপে পরিচিত ছিল। তাহাদের খাঁটি ইংরাজি নাম বিজ্ঞানের ভাষাতে গৃহীত হইয়াছে। উদাহরণ gold, silver, sulphur, iron প্রভৃতি। যে সকল যৌগিক পদার্থে তত্তৎ মূল পদার্থ বর্ত্তমান আছে, তাহাদের নামকরণ কালে উহাদের লাটিন নাম ব্যবহার কখন কখন সুবিধাজনক বিবেচিত হয়। যেমন, *auric* acid, *argentic* nitrate, *ferrous* sulphate ইত্যাদি।

২। রসায়নবিজ্ঞানের প্রতিষ্ঠার পর যে সকল মূল পদার্থ নূতন আবিষ্কৃত হইয়াছে, কতিপয় স্থলে তাহাদের কোন না কোন একটি গুণ অবলম্বন করিয়া নামকরণ হইয়াছে। উদাহরণ, Oxygen, Chlorine, Iodine, Phosphorus, Potassium, Calcium.

৩। তদ্ভিন্ন অপরত্র কোন একটা কল্পিত ব্যাপার অনুসারে খেয়ালের উপর নাম সঙ্কলিত হইয়াছে। উদাহরণ, Tellurium, Cobalt, Gallium, Germanium ইত্যাদি।

বর্ত্তমান প্রস্তাবে বাঙ্গালায় নামকরণ ব্যাপারে নিম্নলিখিত কয়েকটি সূত্র অনুসারে চলা যাইবে।

১। পরিচিত পদার্থের মধ্যে যাহাদের নাম ভাষায় বহুকাল হইতে প্রচলিত আছে, সেই সেই নাম বজায় রাখা যাইবে। যেমন স্বর্ণ, রৌপ্য, লৌহ, গন্ধক, পারদ ইত্যাদি।

২। যে কয়টি নূতন নাম বাঙ্গালা ভাষায় কিছু পূর্ব্ব হইতে গৃহীত হইয়াছে, তাহা বজায় রাখিবার চেষ্টা করা যাইবে। অম্লজান, যবক্ষারজান প্রভৃতি শব্দ বাঙ্গালায় ইতঃপূর্ব্বে গৃহীত ও প্রচলিত হইয়াছে। বিশেষ আপত্তির প্রমাণ না পাইলে উহাদিগকে রক্ষা করা যাইবে।

৩। কতকগুলি পদার্থ মনুষ্য জীবনের সহিত ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বিশিষ্ট, ও পৃথিবীতে তাহারা প্রভূত পরিমাণে বর্ত্তমান। যেমন Iodine, Potassium, Calcium; ইহাদের জন্য সংস্কৃত মূলক অথবা খাঁটি বাঙ্গালা শব্দ আহরণের চেষ্টা করা যাইবে। আহরণকালে পদার্থের গুণ ও ধর্ম্মের প্রতি সুবিধানুসারে দৃষ্টি রাখা যাইতে পারে।

৪। অপর সর্ব্বত্র কেবল ইংরাজি শব্দ অক্ষরান্তরিত করা যাইবে। এবং উচ্চারণ সুবিধার জন্য যথামত কাটিয়া ছাঁটিয়া কঠোর শব্দগুলিকে মোলায়েম করিয়া লওয়া যাইবে। শ্রুতিসুখ হওয়া দরকার; তাহাদের বিজাতীয় আকৃতিটা সম্পূর্ণ নিখুঁত বজায় না থাক্, চিনিতে পারিলেই যথেষ্ট।

উপরে যাহা বলা হইল, এবং নিম্নে যাহা বলা যাইবে, তাহাতে স্পষ্ট প্রতীতি জন্মিবে যে পারিভাষিক নামের অধিকাংশই খেয়ালের উপর আবিষ্কৃত, সুতরাং তাহাদের কোন সার্থকতা নাই। কাণা পুত্রের পদ্মলোচন নামের যেমন নাই, সেইরূপ অধিকাংশ মূলপদার্থের নামেরও কোনরূপ সার্থকতা লক্ষিত হইবে না। আমাদের দেশে এ পর্য্যন্ত যে কিঞ্চিৎ পরিভাষা সঙ্কলনের চেষ্টা হইয়াছে, তাহার সঙ্কলনকালে সার্থকতা রক্ষার জন্য একটা উৎকট প্রয়াস দেখা যায়। কিন্তু এই চেষ্টার জন্য যে পরিশ্রমের ব্যয় হইয়া থাকে, তাহা অন্য গুরুতর কার্য্য সম্পাদনে নিযুক্ত করিলে মনুষ্যের উপকারে আসিবার সম্ভাবনা। পারিভাষিক নামের সার্থকতা থাকিবার কোন প্রয়োজন নাই, এই কথাটি স্মরণ রাখিয়া এই প্রস্তাব পঠিত হয়, লেখকের এই অনুরোধ। স্মরণ হইতেছে বেইন্ সাহেব স্বরচিত ইংরাজি ব্যাকরণে proper nounকে নিরর্থক শব্দ আখ্যা দিয়াছেন।

আর একটা কথা; এই প্রস্তাবে গৃহীত অনেকগুলি পারিভাষিক শব্দে ব্যাকরণগত ভ্রম লক্ষিত হইবার সম্ভাবনা। ব্যাকরণগত বিশুদ্ধির প্রতি যাঁহাদের অক্ষুণ্ণ শ্রদ্ধা রহিয়াছে, তাঁহাদের নিকট মার্জ্জনা ভিক্ষা করিয়া এই প্রস্তাব আরম্ভ করিতেছি। শব্দের বিশুদ্ধি রক্ষার অনুরোধে বিকট মূর্ত্তি আনয়ন করিতে প্রবৃত্তি আসিতেছে না।

মূল পদার্থ।

OXYGEN—লাবোয়াশিয়ার এই পদার্থের আবিষ্কর্ত্তা ও তিনিই ইহার নামকরণ করেন। শব্দটির অর্থ অম্লোৎপাদক; লাবোয়াশিয়ারের ধারণা ছিল অম্লত্ব উৎপাদনই

ইহার প্রধান ধর্ম্ম। বাঙ্গালায় ইহার অনুবাদে অম্লজনক ও অম্লজান শব্দ কিছুদিন হইতে চলিত হইয়াছে।

কিন্তু নামটির এক্ষণে সার্থকতা নাই। Oxygen ভিন্ন অন্যপদার্থেও অম্লোৎপাদকত্ব গুণ বর্ত্তমান আছে। কিন্তু তাই বলিয়া কোন ব্যক্তি চিরপ্রচলিত oxygen নাম পরিবর্ত্তনে ইচ্ছা করিবেন না; আমরাও অম্লজনক নাম উঠাইতে ইচ্ছুক নহি।

কিন্তু এই শব্দ হইতে অপর কতকগুলি পারিভাষিক শব্দ উৎপন্ন হইয়াছে, যথা oxide oxidise, axidation। এই শব্দগুলির রসায়ন শাস্ত্রে নিত্য প্রয়োগ। ইহাদিগকে ছাড়িয়া রসায়ন বিজ্ঞান এক পা চলিতে পারে না। শব্দগুলিও বেশ সুন্দর। অম্লজান হইতে এই-রূপ শব্দের উৎপাদনের কোন উপায় দেখি না। Oxide of Copper এর স্থলে অম্লজনিত তাম্র বলিলে বিকট হইয়া উঠে। অগত্যা অম্লজানের প্রতি মায়া ত্যাগ করিতে হইল।

প্রাণধারণের জন্য oxygen আবশ্যক; এই জন্য ৺ রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র উহাকে 'প্রাণপ্রদ' বায়ু অভিধান দিয়াছিলেন। সংক্ষেপ করিয়া শুধু প্রাণবায়ু বলিলে চলিতে পারে। কিন্তু তাহা হইতেও oxide এর প্রতিশব্দ পাওয়া যায় না। আর স্বভাবতঃ নীরস রসায়ন শাস্ত্রে প্রতি নিশ্বাসে 'প্রাণ' 'প্রাণ' উচ্চারণ করিলে মধুর রসের কিছু আধিক্য হইয়া পড়ে।

OXYGEN—এর অপর প্রধান কার্য্য দহন; এমন কি oxygen এর প্রধানতম কার্য্যই দহন; সুতরাং দহন বা দহক বায়ু বলিলে প্রথমতঃ নামের সার্থকতা আইসে, দ্বিতীয়তঃ শুনিতে মিষ্ট হয়, তৃতীয়তঃ oxide, oxidation প্রভৃতির সুমিষ্ট প্রতিশব্দ পাওয়া যায়।

প্রকৃত পক্ষে সাধারণ দগ্ধ পদার্থ মাত্রেই oxygen আছে, সুতরাং Oxide এর বাঙ্গালায় দগ্ধ পদার্থ ব্যবহার করিতে পারি। সে কথা পরে বিচার্য্য।

আমাদের প্রস্তাবে oxygen = দহনবায়ু, oxidation = দহনক্রিয়া। Ozone নামক পদার্থ oxygen এর রূপান্তরমাত্র। Ozone শব্দের অর্থ জীবননাশক। ফলে উহা সাধারণ oxygen অপেক্ষা তীব্রশক্তিবিশিষ্ট। সামান্য oxygen কে দহন, ও ozone কে দাহন বলিব। ব্যাকরণবিৎ ক্ষমা করিবেন।

HYDROGEN—অর্থ, জলোৎপাদক; বাঙ্গালায় উদজনক, উদজন, উদজান প্রচলিত হইয়াছে। অজনক একই অর্থ বোধক, অথচ উচ্চারণে বিশেষ সুবিধা। Hydrogen বিশিষ্ট যৌগিক পদার্থের নামকরণে উদজানে সুবিধা হয় না। আমরা অজন বা অজনক গ্রহণ করিলাম।

NITROGEN—যবক্ষারজনক চলিত হইয়াছে। Nitre শব্দের অর্থ সোরা বা যবক্ষার; যবক্ষারে ঐ বায়ু বর্ত্তমান আছে, এই কারণে ঐরূপ একটা প্রকাণ্ড শ্রুতিকটু নাম

সমর্থন করা যাইতে পারে না। যব নামধেয় ক্ষার যবক্ষার, এইহেতু ইহাকে কেবল যবজান বলিলে ছোটও হয়; ঐ অর্থও বাহাল থাকে। যবজানও আমাদের ভাল লাগিল না। মনে করিয়াছিলাম যবজানের জা'র লোপ করিয়া 'যবন' মাত্র রাখিব। যৌগিক পদার্থের নামকরণে 'যবন'ও ভাল শুনায় না; এবং অকারণে একটা জাতি বিশেষের নাম আনিয়া প্রথম শিক্ষার্থীর মনে ধাঁধা জন্মাইতে পারে বলিয়া সন্দেহ জন্মিল।

৺ রাজেন্দ্রলাল মিত্র ইহার নাম প্রাণহৃৎ দিয়াছিলেন। ঐ বায়ুতে জীবের প্রাণ নাশ হয় এই কারণে উক্তরূপ নামকরণ। আমরা স্থির করিলাম 'মরুতক'।

মরুৎ শব্দে বায়ু বুঝায়; ভূবায়ুর চতুঃ পঞ্চমাংশ nitrogen; এই অর্থে কতকটা সার্থকতা পাওয়া যায়। সংস্কৃত মরুৎ শব্দের দুইটা ব্যুৎপত্তি দেখিলাম। 'মা রোদীঃ' ইতি পৌরাণিক উপাখ্যান মূলক যে ব্যুৎপত্তি আছে তাহা নিতান্ত কাল্পনিক। ম্রিয়তে অনেন ইতি মরুৎ, এই ব্যুৎপত্তি ধরিলে 'প্রাণহৃৎ' শব্দের সহিত সমানার্থক হয়। শাব্দিক পণ্ডিত হয় ত মারুতক বলিলে অধিক সন্তুষ্ট হইবেন। মারুতকে আপত্তি নাই। তবে আমরা কোমলতার অনুরোধে 'মরুতক'ই বলিলাম।

CHLORINE—হরিদ্বর্ণের বায়ু। রাধিকাবাবুর স্বাস্থ্যরক্ষা গ্রন্থে হরিতীন দেখিলাম। চারি অক্ষরে না গিয়া তিন অক্ষরে বদ্ধ রাখিয়া হরিত বলিলেই চলে। ইংরাজির সহিত উচ্চারণ সাদৃশ্য রাখিবার অনুরোধে 'হরিত'কে 'হরিণ' শব্দে পরিণত করিতে দোষ কি? 'হরিত' শব্দটা লৌকিক ভাষায় এত প্রচলিত এবং বর্ণ বিশেষার্থে বিজ্ঞানেও উহার সচরাচর ব্যবহার আবশ্যক, উহার পারিভাষিকত্ব বজায় রাখা কঠিন। এই জন্য 'হরিত' অপেক্ষা 'হরিণ' শব্দের পক্ষপাতী হওয়া গেল। পূর্ব্বেই বলিয়াছি শব্দশাস্ত্রের অধীন হইতে বড় রাজি হইব না। সুতরাং chlorine gas = হরিণ বায়ু।

BROMINE—গ্রীক broma অর্থে এক প্রকার গন্ধ বুঝায়। Bromine এর একটা তীব্র গন্ধ আছে, এই জন্য ঐ নাম। রাধিকাবাবুর গ্রন্থে পূতীন দেখিলাম। Bromine এর গন্ধ তীব্র বটে, তবে পূতি গন্ধ বলা যায় না। Bromine এর বর্ণ রাঙা, কতকটা বালসূর্য্যের ন্যায়; সেই জন্য আমরা ইহাকে অরুণ বা 'অরুণক' বলিব।

Chlorine ও পরবর্ত্তী Iodine উভয় পদার্থের বর্ণানুসারে নামকরণ হইয়াছে। Bromine'ও ইহাদের সজাতি পদার্থ; ইহারও সেইরূপ বর্ণানুসারে নামকরণ সঙ্গত।

IODINE—গ্রীক্ ioeides = violet-colored, সুতরাং, iodine = নীলবর্ণ পদার্থ। বাঙ্গালায় নীলীন বলা যাইতে পারে। 'ঈন' যোগে নীল শব্দে পারিভাষিকত্ব আরোপ করা গেল।

FLUORINE—এই নামের একটু ইতিহাস দেওয়া আবশ্যক। Fluo ধাতুর অর্থ to flow, গলিয়া পড়া; আকরিক পদার্থ হইতে বিশুদ্ধ ধাতু নিষ্কাশন কালে ময়লামাটি গলাইয়া তফাত করিবার জন্য যে সকল দ্রব্য ব্যবহৃত হয়, তাহাদের সাধারণ নাম flux; চূর্ণজ এক

প্রকার প্রস্তর এই কার্য্যে ব্যবহৃত হয়; উহার নাম fluo spar, যেহেতু উহা flux রূপে ব্যবহৃত হয়। fluo-spar হইতে যে বায়ু পাওয়া যায় তাহার নাম fluorine। সুতরাং দেখা যাইতেছে fluorine নামের সার্থকতা কতটুকু। এই নামের সহিত fluo ধাতুর সম্বন্ধ বড়ই দূরবর্ত্তী। বাঙ্গালায় ঐ অর্থ ধরিয়া তর্জ্জমার কোন দরকার নাই। ফ্লুরীণ বড়ই তীব্র বায়ু। এমন পদার্থ খুব কম, যাহা ইহার সংস্পর্শে জ্বলিয়া না যায়। এই হেতু fluorine এর নাম দীপক দিলাম।

CARBON—আমাদের সুপরিচিত কয়লা; 'অঙ্গারে' কোন আপত্তি হইবার কারণ নাই।

SILICON—silica অর্থে বালি; তাহাতে এই পদার্থ বর্ত্তমান। বালির সংস্কৃত নাম সিকতা, siliconকে সিকতক বলা যাইতে পারে; ইংরাজীর সহিত কতকটা উচ্চারণগত সাদৃশ্যও বজায় থাকে।

BORON—সোহাগায় বর্ত্তমান; সোহাগার সংস্কৃত নাম টঙ্গন; টঙ্গন শব্দ হইতে জাত কোন শব্দ সুশ্রাব্য হইবে বোধ হয় না। ইংরাজি কথাই ভাল। Boron = বোরক, বিজাতীয়ের মত শুনায় না; আর পদার্থটা ও সর্ব্বত্র প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায় না।

SULPHUR—গন্ধকে কোন আপত্তি হইবে না।

TELLURIUM—অর্থ ভূমিজ মৃত্তিকা বিশেষ; লাতিন tellus = পৃথিবী, ভূমি; এই হেতু tellurium বাঙ্গালায় ভৌমক বলা গেল।

SELENIUM—এই পদার্থ telluriumএর সহিত অনেকাংশে সাদৃশ্যবিশিষ্ট; tellurium নাম tellus অর্থাৎ পৃথিবী হইতে, কাজেই selenium নাম selene অর্থাৎ চন্দ্র হইতে। চন্দ্রের সহিত মনুষ্যের মস্তিষ্কের কখন কখন সম্বন্ধ থাকে শুনা গিয়াছে; এই পদার্থের কি সম্বন্ধ আছে কখন শুনি নাই। যাহাই হউক, tellurium যদি ভৌমক হয়, selenium সোমক হইতে ক্ষতি কি?

PHOSPHORUS—আলোকবাহী পদার্থ; এই পদার্থে আলোক দেয়। বাঙ্গালায় প্রস্ফুরক ব্যবহৃত হইয়াছে, মন্দ নহে। তবে উপসর্গে কাজ কি? শুধু স্ফুরক বলিলেই চলিতে পারে।

ARSENICUM—পূর্ব্বে arsenic বলিতে সেঁকো বিষ বুঝাইত; এক্ষণে সেঁকো বিষে বর্ত্তমান ধাতুবিশেষ বুঝায়। হরিতাল ও গোদন্ত এই দুই পদার্থে arsenic আছে। গোদন্ত শব্দ বিকট ও পরিত্যাজ্য। হরিতাল শব্দের পর্য্যায়ভুক্ত শব্দসমূহের মধ্যে 'তাল' বা 'তালক' পাওয়া যায়। হরিতাল orpiment এর জন্য নির্দ্দিষ্ট রাখিয়া arsenicum অর্থে তালক বলা যাইবে। রসায়নের অভ্যুদয়সহকারে arsenic শব্দের অর্থ বদলাইয়াছে; তালক শব্দেরও অর্থ বদলাইয়া দিতে হানি কি? বিশেষতঃ তালক শব্দ খাঁটি বাঙ্গালায় ঐরূপ কোন অর্থে এ পর্য্যন্ত ব্যবহৃত হয় নাই।

গ্রীক আর্সীনি শব্দের অর্থ পুরুষ; সেকালে ধাতুর মধ্যে স্ত্রীপুরুষভেদ ছিল; এবং সেঁকো বিষ পুরুষ স্থির হইয়াছিল।

ANTIMONY—প্রাচীন গ্রীক গ্রন্থে stimmi নাম পাওয়া যায়; এই শব্দ হইতে ইহার অন্যতর নাম Stibium অদ্যাপি প্রচলিত। ইহার সহিত গন্ধক যোগে উৎপন্ন পদার্থ—যাহাকে sulphide of antimony বলা যায়—অতি প্রাচীন কাল হইতে পরিচিত। সুন্দরী-গণ চক্ষুর শোভার্থ ইহা অঞ্জন স্বরূপে ব্যবহার করেন, এবং এখনও ইহা এই জন্য অনেক স্থানে ব্যবহৃত হয়। এই Sulphide পদার্থ stibium ও antimonium নামে পরিচিত ছিল; নারীজাতির স্পৃহনীয় বলিয়া ইহার আরও কয়েকটি সরস নাম ছিল; এক্ষণে তাহা লোপ পাইয়াছে।

গল্প আছে, এই পদার্থে দৈবক্রমে কয়েকজন মোহান্তের (Monk) প্রাণনাশ হয়; সেই জন্য ইহার নাম antimoine হইয়াছিল। কিন্তু এ গল্পের কোন মূল নাই।

এ দেশে রসাঞ্জন নামে পদার্থ পাওয়া যায়। বৈদ্যশাস্ত্রে চতুর্ব্বিধ অঞ্জনের উল্লেখ দেখা যায়। অঞ্জনের অর্থ কজ্জল ও সুরমা; চক্ষুর শোভা সম্পাদনের জন্য ও কখন চক্ষুর রোগে অঞ্জন ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

নীলাঞ্জন, সৌবীরাঞ্জন, কাপোতাঞ্জন, স্রোতোঽঞ্জনের উল্লেখ পাওয়া যায়। নীলাঞ্জন বোধ করি তুঁতে; রসাঞ্জন সম্ভবতঃ sulphide of antimony।

রসাঞ্জন অর্থে রসজাত অঞ্জন, এবং রস অর্থে সচরাচর পারদ বুঝায়। পারদের সহিত এই (sulphide of antimony) পদার্থের কোন সম্পর্ক দেখি না, তবে সেকালে কোনরূপ সম্বন্ধ আছে, হয়ত এইরূপ বিবেচিত হইত। Antimony ধাতু অধিক গরম করিলে বাষ্পীভূত হয়; বোধ হয়, এইরূপ কোন একটা কারণে পারদও antimonyতে গোলযোগ ঘটিত। যাহাই হউক, রসাঞ্জন সর্ব্বত্র না হউক, অধিকাংশ স্থলে এই sulphide কেই বুঝাইত সন্দেহ নাই।

পূর্ব্বে antimony ধাতুবিশেষের sulphide কে বুঝাইত; এক্ষণে সেই ধাতুকে বুঝায়। বাঙ্গালা গ্রন্থে এক্ষণে রসাঞ্জন antimony ধাতুর নাম স্বরূপ ব্যবহৃত হইতেছে। এই নাম বাহাল রাখিলে সাধারণে ধাতু ও তাহার sulphide উভয়ের মধ্যে গোল করিতে পারে, এই হেতু রসাঞ্জন ত্যাগ করিয়া শুধু অঞ্জন বা অঞ্জনক শব্দ antimonyর জন্য রাখিলাম। Antimony = অঞ্জনক; কতকটা উচ্চারণগত সাদৃশ্যও থাকিল।

BISMUTH—পূর্ব্বোক্ত antimonyর সদৃশ ধর্ম্ম বিশিষ্ট। Bismuth নামের কোনরূপ ব্যুৎপত্তি পাইলাম না। বাঙ্গালায় অক্ষরান্তর করিয়া বিস্মিতক নাম দেওয়া গেল।

VANADIUM—উত্তর জর্ম্মণ জাতির উপাসিতা এক দেবীর নাম ছিল Vanadis। স্কাণ্ডিনেবিয়ায় এক খনিজ পদার্থে প্রথম পাওয়া যায় বলিয়া সেই দেবীর নামানুসারে ঐ নাম। মনে কর সেই দেবী বনে পর্য্যটন করিতেন, এই হেতু Vanadis = বনাটী এবং vanadium = বনাটক।

NIOBIUM—নবাবিষ্কৃত ধাতু; সুতরাং নবক।

TANTALUM—বিখ্যাত Tantalusএর স্মরণার্থ। বেচারা সম্মুখের খাদ্যপানীয় ক্ষুধাসত্ত্বেও আহার করিতে পাইত না। এই ধাতু দ্রাবকে ডুবাইয়া রাখিলে তাহা গ্রহণ করিতে চায় না। এই সূত্রে টাণ্টালসের সহিত সাদৃশ্য সম্বন্ধ।

যে আইন মতে Tantalus এর সহিত সম্বন্ধ নিরূপিত হইয়াছিল, আমরাও ঠিক্ সেই আইন অনুসারে তন্তুর সহিত সম্বন্ধ স্থির করিলাম ও নাম দিলাম তন্তুলক।

SODIUM—লাতিন নাম natrum। এই নামের ইতিহাস কৌতুকজনক। Natrum ও Nitrum একই শব্দ, একটী অপরটীর বিকৃতাবস্থা। সোরা ও সাজিমাটি এই দুই ক্ষার পদার্থ বহুদিন হইতে মানবসমাজে ব্যবহৃত হইতেছে। তবে উহাদের পার্থক্য বিশেষরূপে অনুভূত হইত না। উভয়কেই সে কালে কখন nitrum কখনও বা natrum বলিত। Nitrum হইতে nitre; সেকালে সোরাকেও nitre বলিত, সাজিমাটিকেও nitre বলিত। ক্রমে উভয় পদার্থের বিভেদ পরিস্ফুট হইলে nitrum নাম সোরা ও natrum সাজিমাটির বাচক হইল।

সাজি মাটিতে যে ধাতু বর্ত্তমান আছে, এক্ষণে তাহাকেই natrum ইংরাজীতে sodium বলে। Natrum ও Sodium উভয় নামই এক্ষণে এই একার্থে বিজ্ঞানপ্রচলিত। Sodium বোধ করি লাতিন solidus = কঠিন এই শব্দ হইতে উৎপন্ন।

রহস্য এই যে nitrogen বায়ু, যাহার নামের অর্থ nitre উৎপাদক, তাহার সহিত সে কালের nitre অর্থাৎ সাজিমাটির কোন সম্পর্ক নাই।

সাজিমাটির ভাল নাম সর্জ্জিক ক্ষার। আমরা এই জন্য Sodium কে সর্জ্জিক আখ্যা দিলাম। Sodium পূর্ব্বে সাজিমাটি বুঝাইত, এক্ষণে তদুৎপন্ন ধাতু বুঝায়; সর্জ্জিক প্রাচীন শাস্ত্রে সাজিমাটি বুঝাইলেও এক্ষণে তদুৎপন্ন ধাতু বুঝাইবে।

POTASSIUM—অপর লাটিন নাম Kalium।

Al-kali আল্-কালি শব্দ আরব্য ভাষা হইতে গৃহীত। কাঠ পাতা প্রভৃতি পোড়াইয়া যে ক্ষার পাওয়া যায়, তাহাকে আল্-কালি বলিত। এই ক্ষারের প্রধান উপাদান carbonate of potash, সাদৃশ্য হেতু অন্যান্য carbonate কেও al-kali বলা নিয়ম ছিল। দেখিতে পাওয়া যায় soda, potash, ammonia প্রভৃতির carbonate সেই একই alkali নামে কথিত হইত। ক্রমে ammonia carbonate = volatile alkali, sodaর carbonate = mineral alkali ও potashএর carbonate = vegetable alkali বলিয়া পৃথক্ করা হইত।

এক্ষণেও soda, potash প্রভৃতি সমধর্ম্মাত্মক কতকগুলি পদার্থকেই alkali বলে। Sodium, potassium প্রভৃতি ধাতুর সাধারণ নাম alkali metals। তবে kalium (kaliর লাতিন রূপ) শব্দ potassium এই বিশেষার্থেও প্রযুক্ত হয়। Potassium শব্দ টী ইংরাজী pot ও ash হইতে উৎপন্ন। যে ash অর্থাৎ ক্ষার pot

(হাঁড়ী) মধ্যে রাখিয়া জলে আবর্ত্তন দ্বারা প্রস্তুত হয়, তাহার নাম pot-ash.

Potash খাঁটী ইংরাজি শব্দ। লাতিন ভাষায় আবার ইহাকে potassa করিয়া লওয়া হইয়াছে। Potash বা potassa নামক ক্ষারে অবস্থিত ধাতুর নাম Potassium।

এই ধাতু প্রায় উদ্ভিদ মাত্রেই বর্ত্তমান। গাছের পাতা পোড়াইলে এই ক্ষার মিলিবে এই হেতু উচ্চারণ সাদৃশ্য বাহাল রাখিয়া Potassiumএর পত্রক অভিধান দেওয়া গেল।

RUBIDIUM—লাতিন rubidus = গাঢ় লোহিত। এই ধাতুজ পদার্থ অগ্নিশিখাকে সুন্দর গাঢ় লোহিত বর্ণে রঞ্জিত করে। দীপশিখার রূপ বা সৌন্দর্য্য উৎপাদন করে বলিয়া আমরা রূপদক বলিব।

CÆSIUM—লাতিন cæsium = sky blue আকাশের রঙের মত নীল। এই ধাতুজ পদার্থও অগ্নি শিখা নীলপ্রভায় রঞ্জিত করে।

ইন্দ্রের পিতা কশ্যপকে আকাশে দেবতা স্বরূপে গ্রহণ করিয়া caesium কশ্যপক হইল।

LITHIUM—লাতিন lithos শব্দে প্রস্তর বুঝায়। Lithia নামক ক্ষার ধর্ম্মযুক্ত প্রস্তরে পাওয়া যায় বলিয়া lithium. Lithium ধাতু উল্লিখিত rubidium ও caesiumএর সমশ্রেণীক। ইহাতে দীপশিখা লোহিত বর্ণ হয়; এই অর্থে লোহিতিক বলা যাইতে পারে।

CALCIUM—লাতিন calx শব্দের অর্থ খড়ী। Calculus, calculation প্রভৃতি এই শব্দ হইতে উৎপন্ন; calculus—ছোট খড়ী; calculation = খড়ী দ্বারা অঙ্কপাতন বা গণনা। এদেশেও অঙ্কের নাম খড়ী, গ্রাম্য পাঠশালায় প্রচলিত আছে। খড়ী হইতে উৎপন্ন ধাতুর নাম Calcium। চূর্ণজ পদার্থের সাধারণ নাম calcareous; বলা বাহুল্য, খড়ী চূর্ণজ পদার্থ।

খড়ীর সংস্কৃত নাম খটী, খটিকা, কঠিনিকা। আমরা এই হেতু calcium এর নাম খটিক রাখিলাম।

BARIUM—লাতিন barus শব্দে ভারী বুঝায়। এই হেতু আকরিক barium sulphate বা heavy spar নামক পদার্থ হইতে উৎপন্ন ক্ষারকে barote বা baryta বলিত। তদুৎপন্ন ধাতু Barium। বাঙ্গলায় ভারিক।

STRONTIUM—স্কটলণ্ডে Strontian নামক গ্রামে এই ধাতুযুক্ত পদার্থ পাওয়া গিয়াছিল, এই কারণে Strontium বাঙ্গালায় ত্র্যংশক বলা যাইতে পারে।

MAGNESIUM }
MANGANESE } এই দুই সম্পূর্ণ বিভিন্নপ্রভৃতিক ধাতুপদার্থ ঘটনাক্রমে এক নাম পাইয়াছে। Manganese শব্দ Magnesium এরই ঈষৎ রূপান্তর।

Pyrolusite নামে খনিজ পদার্থ পূর্ব্বে একজাতীয় চুম্বক বলিয়া বিবেচিত হইত। চুম্বকের নাম magnes (magnet); সাধারণ লৌহজ চুম্বক হইতে পৃথক্ করিবার জন্য ইহাকে magnesia nigra অর্থাৎ কৃষ্ণ চুম্বক বলিত। একজন পাদরি এক পদার্থ

আবিষ্কার করিয়া ঔষধার্থে ব্যবহার করিতে আরম্ভ করেন ও তাহার magnesia alba অর্থাৎ সাদা চুম্বক নাম দেন। ক্রমে আবিষ্কৃত হইল, pyrolusiteএর সহিত চুম্বকের কোন সম্বন্ধ নাই, এবং এই শেষোক্ত ঔষধটিরও pyrolusiteএর সহিত কোন সম্বন্ধ নাই। Pyrolusiteএ এক ধাতু বর্ত্তমান, magnesia albaতে অন্য ধাতু বর্ত্তমান; magnesia albaতে যে ধাতু আছে, তাহার নাম হইল Magnesium এবং pyrolusite or magnesia nigraতে যে ধাতু বর্ত্তমান, তাহার নাম হইয়া Manganesium অথবা Manganese।

দুই পদার্থের বিভেদজ্ঞাপনার্থে আকারের একটু পরিবর্ত্তন করা হয়। আমরা অক্ষরান্তরিত করিয়া magnesiumকে মগ্নক এবং manganeseকে মঙ্গলক বলিব।

BERYLLIUM—beryl নামক রত্ন মধ্যে এই ধাতু পাওয়া যায়; এই নিমিত্ত beryllium নাম। আমরা উহার বিরল প্রচার জ্ঞাপনার্থে বিরলক বলিব। এই ধাতুর অন্য একটি নাম Glucinium, মিষ্টত্ব বোধক glucos শব্দ হইতে প্রাপ্ত। এই ধাতু অনেক পদার্থে মিষ্ট স্বাদ উৎপাদন করে বলিয়া এই নাম দেওয়া হয়।

ZINC—প্রাচীন গ্রীকেরা পিত্তলের ব্যবহার জানিতেন। তাম্রের সহিত এক প্রকার খনিজ মিশাইয়া পিত্তল তৈয়ার হইত। প্লিনি এই আকরিকের নাম cadmia বলিয়া উল্লেখ করেন। Cadmia শব্দ রূপান্তরিত হইয়া এক্ষণে calamine দাঁড়াইয়াছে। বেসিল বালেণ্টাইনের গ্রন্থে প্রথম Zinken নামক ধাতুর উল্লেখ পাওয়া যায়। Calamineএ যে ঐ ধাতু বর্ত্তমান আছে, তাহা স্থির করিতে বহুদিন লাগিয়াছিল। এমন কি সুবিখ্যাত Boyle সাহেবের সময়েও zinc ও bismuth উভয় পদার্থে গোল হইত। Zincএর সংস্কৃত নাম যশদ, বাঙ্গালা নাম দস্তা। ভাবপ্রকাশে যশদের উল্লেখ আছে, "যশদং রঙ্গসদৃশং রীতিহেতুশ্চ তন্মতম্।" পুনশ্চ "যশদং তুবরং তিক্তং শীতলং কফপিত্তহৃৎ।" রীতি শব্দের অর্থ পিত্তল। পিত্তল, তাম্র ও যশদের যোগে উৎপন্ন উপধাতু (alloy) বলিয়া বৈদ্যক গ্রন্থে উল্লেখ দেখা যায়। বলা বাহুল্য আমরা যশদ নাম গ্রহণ করিব।

CADMIUM—এই ধাতুর সহিত দস্তার অনেক সাদৃশ্য আছে। Calamine বা Cadmia দস্তার প্রধান আকরিক। সেই আকরিকে দস্তা হইতে বিভিন্ন অথচ দস্তার সদৃশ এই দ্বিতীয় আকরিকও পাওয়া যায় বলিয়া ইহার নাম cadmium হইয়াছে।

Cadmia শব্দে পূর্ব্বে দস্তাই বুঝাইত। এই দ্বিতীয় ধাতু দস্তার সহিত একত্র পাওয়া যায় বলিয়া প্রথমে ইহাকে cadmia fornacum (that is, metal found in zinc furnaces) বলিত। ক্রমে ইনি দস্তার অতি প্রাচীন নামটি স্বয়ংই গ্রহণ করিয়া cadmium নামে পরিচিত হইলেন। দস্তা zinc থাকিলেন। Cadmiumকে অক্ষরান্তরিত করিয়া কদম্বক বলা যাইবে।

COPPER—সুবিখ্যাত ধাতু তাম্র। সাইপ্রস দ্বীপে উৎপত্তি বলিয়া গ্রীকেরা ইহাকে

bum বলিতে এক্ষণে সীসা বুঝায়। Molybdenum অর্থে এক্ষণে সীসা না বুঝাইয়া ... ধাতু বুঝায়। সীসা অতি প্রাচীন কাল হইতে মানবসমাজে পরিচিত। ধাতুর ... মোটাবুদ্ধি; এই হেতু Saturn দেব ও শনিগ্রহ ইহার অধিষ্ঠাতা। ... অপর নাম নাগ। আমরা সীস শব্দ ব্যবহার করিব। Molybdenum অক্ষরান্তরিত ... মলীমস করা গেল।

TITANIUM—বোধ হয় Titan দেবের নামানুসারে। ঋগ্বেদে ত্রিত দেবের ... পাওয়া যায়। এই সূত্রে titanium=ত্রিতক।

TIN—লাতিন নাম stannum। ইহার সহিতও সীসার ভ্রম হইত। উভয় ধাতুর ... বোধের জন্য সীসকে *Plumbum nigrum* (কাল সীসা) ও টিনকে *plumbum candi...* (শাদা সীসা) বলিত। টিনের গ্রীক নাম kassiteros; আরবি নাম কাস্‌দীর; ... কোষে কাস্তীর শব্দের উল্লেখ আছে। কাস্তীর অর্থে টিন। ফিনিসীয় বণিকেরা দূরবর্ত্তী ... হইতে বোধ হয় টিন্ আমদানি করিত। ঐ দ্বীপের নাম Cassiterides। বিলাতে Corn... টিন পাওয়া যায়। এই জন্য অনেকে অনুমান করেন Cassiterides প্রাচীন বৃটন দ্বীপকে ... ইত। প্রাচীন পণ্ডিতেরা স্থির করিয়াছিলেন, টিন বৃহস্পতিগ্রহ Jupiter। অন্য ধাতুর ... সংযোগে ইহা সেই ধাতুকে বিকৃত ও ভঙ্গপ্রবণ করে; এই দুষ্ট প্রবৃত্তির জন্য কোন ... পণ্ডিত ইহাকে ধাতুর মধ্যে শয়তান স্থির করিয়াছিলেন। বৈদ্যক শাস্ত্রে রঙ্গ ও ব... একার্থবোধক শব্দ পাওয়া যায়। রঙ্গ হইতে বাঙ্গালা রাঙ্‌ হইয়াছে। ইংরাজি টিন্ ... লায় প্রচলিত হইলেও আমরা রঙ্গ শব্দ ব্যবহারে কোন হানি দেখি না।

IRON—লাতিন নাম ferrum, গ্রীক sideros। ভারতবর্ষে ও প্রাচীন মিশরে ও ... রিয়ায় লৌহের ব্যবহার ছিল। ইংরাজী iron, জর্ম্মাণ eisen, গ্রীক aes, এবং সংস্কৃত ... শাব্দিকগণের মতে একই শব্দের বিবিধ আকার। আমরা লৌহ এবং অয়স্, এই দুই শব্দ ... করিলাম। ধাতুর মধ্যে লৌহ মঙ্গল গ্রহ বা দেবসেনাপতি Mars। বৈদ্যক শাস্ত্রে ... নানাবিধ প্রকার ভেদের উল্লেখ দেখা যায়। কান্তলৌহ বোধ করি ইস্পাত। ই... চৌম্বক ধর্ম্মহেতু বোধ করি এই নাম হইয়া থাকিবে। কান্তলৌহ=অয়স্কান্ত=চুম্বক।

NICKEL—জর্ম্মনিতে একরূপ আকরিক পাওয়া যাইত; তাম্রের সহিত সাদৃ... উহাকে Kupfer-nickel (false copper) বলিত। ঐ আকরিক হইতে প্রাপ্ত ধা... কালে Nickel আখ্যা প্রাপ্ত হয়। বাঙ্গালায় নিকেল নাম প্রচলিত হইয়াছে। আম... বর্ত্তনের প্রয়োজন দেখিলাম না।

COBALT—ভূগর্ভে খনির ভিতর এক রকম পিশাচ বা যক্ষ বাস করিয়া ... প্রতি দৌরাত্ম্য করিত। জর্ম্মনির খনির মজুরেরা তাহাকে cobalt বলিত। ... ধাতুবিশেষ সেই পৈশাচিক খ্যাতি লাভ করে। Cobalt ধাতুর নামের সহিত এই ... টুকু জড়িত আছে, আমরা তাহা লোপ করিতে নারাজ। অতএব cobalt=যক্ষক।

UM—Alum হইতে উৎপন্ন। Alum এর নাম ফটকারী বা স্ফটি-
Aluminium কে ফটিক বলা যাইতে পারে।

—ফরাসী রসায়নবিৎ কর্ত্তৃক আবিষ্কৃত, এই জন্য ফ্রান্স বা গল দেশের
allium নাম। বাঙ্গালায় গলিক বলিব।

M—স্কন্দক। কার্ত্তিকেয়ের সহিত আমরা সম্বন্ধ স্থাপনা করিলাম।

UM—গ্রীক *chroma* অর্থে colour বা বর্ণ; যৌগিক পদার্থের বিচিত্র বর্ণ
chromium নাম। বাঙ্গালায় ক্রোমক বলা যাইতে পারে।

M—এই ধাতুর আবিষ্কারের কিছু দিন পূর্ব্বে Uranos গ্রহ আবিষ্কৃত হয়।
ার্থে নাম। Uranos আর্য্যজাতির প্রাচীন দেবতা বরুণ। Uranosকে
iumকে বরুণক ধাতু বলাই সঙ্গত। *

—Ceres গ্রহের সহিত সমকালে আবিষ্কারস্মরণার্থ। Ceres শস্যসম্পত্তির
র লক্ষ্মী বা শ্রী। Cerium = শ্রীক ধাতু বলিব।

M—বিখ্যাত বার্জিলিয়স্ প্রদত্ত নাম; বাঙ্গালা থোরক।

—পুরাতন India শব্দ সিন্ধুর অপভ্রংশ। অতএব Indium = সিন্ধুক।

UM—Zircon নামক আকরিক হইতে আবিষ্কৃত। শির্কন বলা যাইতে

EN—জর্ম্মণ শব্দ, অর্থ heavy stone, ভারী পাথর; বাঙ্গালায় তুঙ্গস্থক

UM—গ্রীক thallos শব্দের অর্থ হরিদ্বর্ণ পল্লব বা কচিপাতা। এই ধাতু
তাহা হরিদ্বর্ণ। বাঙ্গালায় স্থলক হইতে পারে।

IUM—গ্রীক didymos শব্দে মিথুন বা যুগ্ম বুঝায়। অপর একটি ধাতুর
আবিষ্কৃত হয় বলিয়া এই নাম। মিথুন রাশির গ্রীক নাম didumos, [illegible]
অপভ্রংশ; এই সূত্রে didymiumকে জিতুমক বলা যাইবে।

NUM—গ্রীক lanthano শব্দের অর্থ গুপ্ত থাকা। অন্য পদার্থের
ছিল বলিয়া আবিষ্কর্ত্তা এই নাম দেন। অক্ষরান্তরিত করিয়া লন্থনক

M } Ytterby নামক স্থানে এক আকরিক পাওয়া যায়, তাহার
ভিতর হইতে এই তিন ধাতু বাহির হয়। Ytterby শব্দের
yt, *terb*, ও *erb* মূল করিয়া এই তিন নাম তৈয়ার হয়।

m = ইত্তিরক, erbium = উর্ব্বীক, terbium = তুর্ব্বীক বলা যাইবে।

---

* Neptuneকে বরুণ অভিধান দেওয়া সঙ্গত হয় নাই।

PLATINUM—বাঙ্গলা প্লাটিনম্ চলিত হইয়া গিয়া
দেখি না।

PALLADIUM—Pallas গ্রহের সহিত এক সঙ্গে আ
প্রকাশ করিতেছে। অক্ষরান্তরিত করিয়া পল্লদক হইল।

IRIDIUM—এই ধাতুযুক্ত পদার্থের বর্ণবৈচিত্র্যহেতু irid
অধিষ্ঠাত্রী দেবী। নবোদিত সূর্য্যের রশ্মির নাম হরিৎ। এই
বলা যাইতে পারে।

OSMIUM—osme = গন্ধ। এই ধাতু পোড়াইলে এক
হয়। বাঙ্গলা অশ্মক হউক।

RUTHENIUM—Ruthenia = রুশিয়া দেশের নামান্তর
এই ঘটনা স্মরণার্থ নাম। বাঙ্গলায় রুশক।

RHODIUM—হ্রদক বলা যাইবে।

GERMANIUM—Germany হইতে, মোক্ষমূলর Germ
ছেন। এই হেতু শর্ম্মণ্যক বলিলাম।

NORWEGIUM—নরবীজক।

ARGON ও HELIUM নামক দুইটি মূল পদার্থ এই বৎস
নের পরিবর্ত্তন দরকার নাই। Heliumএর অস্তিত্ব পৃথিবী
দিন পূর্ব্বে সূর্য্যমণ্ডলে (Helios) বাহির হইয়াছিল। সূর্য্যের
হইতে গৃহীত। সুতরাং Heliumকে হেলিক বলিতে পারি।

সাঙ্কেতিক লিপি।

রসায়নশাস্ত্রে কতকগুলি সাঙ্কেতিক চিহ্ন দ্বারা পদার্থ স
সম্মি...দি ক্রিয়া প্রকাশিত হয়। সাধারণতঃ মূল পদার্থে
সেই মূল পদার্থ বুঝায় যেমন O = Oxygen, N = Nitro
পদার্থের সংখ্যা প্রায় সত্তর, কিন্তু ইংরাজি বর্ণমালায় অক্ষ
কাজেই অধিকাংশ স্থলে আদ্য অক্ষর মাত্রে চলে না। আবা
আদ্য অক্ষর একই। এই সকল কারণে আদ্য অক্ষরে অপর
সঙ্কেতস্বরূপ ব্যবহৃত হয়। যেমন Ba = Barium, Sr = Stron

আবার O কি N বলিতে কেবল Oxygen ও Nitroge
পদার্থের একটি পরমাণু বুঝায়। পরমাণুর সংখ্যা একের অ
ডাহিনে সেই সংখ্যা ক্ষুদ্র অক্ষরে লিখিত হয়। যেমন O_2 = O

বাঙ্গালায় এইরূপ সাঙ্কেতিক লিপির ব্যবহার চলিবে কি না
বর্ণমালার অক্ষর গুলিতে গোল গোল বক্র রেখার বাহুল্য, কি

ইংরাজি অক্ষর লিখিতে সুবিধা, দেখিতেও
র গুলিরও ঐ দোষ। লিখিলে বা ছাপাইলে
াহার উপায় নাই। অক্ষরের আকৃতি পরি-
ভবিষ্যতের বিচার্য্য। বাঙ্গালা গ্রন্থে ইংরাজি
াইতে পারে কি না, সে কথাও উঠিতে পারে।
লা রসায়ন গ্রন্থে ইংরাজি সাঙ্কেতিক লিপি

বাঙ্গালা নাম গুলির আদ্য বর্ণ ও স্থলবিশেষে
তয়ার করা গেল। সাধারণের অভিপ্রায় হয়,

ঙ্কেতিক নাম ধরিয়া একটি তালিকা দেওয়া গেল।

তালিকা।

ঙ্গালা নাম।		সাঙ্কেতিক নাম।
অঞ্জনক	...	অ
হরিণ	...	হ
অরুণ	...	রু
নীলীন	...	নী
দীপক	...	দী
দহক	...	দ
গন্ধক	...	গ
সোমক	...	সো
ভৌমক	...	ভৌ
বোরক	...	বো
অঙ্গার (কয়লা)	...	ক
সিকতক	...	সি
রজ	...	র
ত্রিতক	...	ত্রি
মরুতক *	...	ম
ফ ুরক	...	ফ
নাটক	...	ব
তালক	...	ত
অঞ্জনক	...	স্র

অঙ্গারের দুইটি oxide; CO = carbonic oxide, C
(carbonic acid or carbon dioxide); এখানেও এ
acid হইতে জল বাহির করিয়া লইলে CO (carbonic
carbonic acid হইতে জল বাহির করিলে CO_2 পাওয়া
acidকে carbonous acid ও COকে carbonous anhyd
পদার্থ anhydride রূপে গণ্য হয় না; উহাতে জল যোগ করি
না, বোধ হয় এই কারণে।

যাহাই হউক, এস্থলেও ইংরাজি নামকরণে অসঙ্গতি
হইয়াছে সন্দেহ নাই। সুতরাং আমরা বাঙ্গালাতে এই
CO_2 = দগ্ধাঙ্গারক, ও CO = দগ্ধাঙ্গার বজায় রাখিব।

গন্ধকের দুইটি oxide পরিচিত; SO_2 (sulphurous an
SO_3 (sulphuric anhydride) কে দগ্ধ গন্ধক বলা যাইবে।

Non-metallic পদার্থের oxide সম্বন্ধে একরূপ ব্যবস্থা
সম্বন্ধে আরও কিছু বক্তব্য আছে।

উপরে লৌহের দুইটি oxideএর উল্লেখ করিয়াছি;—Fe
লৌহ, এবং Fe_2O_3, ferric oxide = দগ্ধ লৌহক। এতদ্ব্যতীত
Fe_3O_4 এই পদার্থের ইংরাজি নামেরও অদ্যাপি স্থিরতা
triferric tetroxide—লৌহ ও oxygenএর পরমাণুর
বলেন ferrous-ferric oxide, কেন না Fe O + Fe_2O_3
ferrous ও ferric দুই oxideএর যোগে ইহা উৎপন্ন। এই
সঙ্গত। বাঙ্গালায় তর্জমা করিতে গেলে দগ্ধ লৌহ—লৌহক
না বাড়াইয়া আমরা nitrogen ও chlorineএর পক্ষে অবলম্বি
আদগ্ধ লৌহক বলিব।

Fe_3O_4 = আদগ্ধ লৌহক; কেন না ইহাতে oxygenএর আপে
Fe_2O_3 অপেক্ষা ঈষৎ ন্যূন। উভয় স্থলের লৌহ পরমাণুর মা
যোগে নির্দ্দিষ্ট হইতেছে।

এই হিসাবে manganese, chromium প্রভৃতি স্থলে ঐরূপ নি

MnO (manganous oxide) = দগ্ধ মঙ্গল
Mn_2O_3 (manganic oxide) = দগ্ধ মঙ্গলক
Mn_3O_4 (mangano-manganic oxide) = অ
MnO_2 (manganic peroxide) = পরিদগ্ধ ম

ইহাতেও রক্ষা নাই। মঙ্গলক ধাতু আরও oxygen গ্রহণ

MnO_3 ও Mn_2O_7। Oxygenএর পরিমাণ বৃদ্ধিতে ইহারা অম্লোৎপাদকের কার্য্য করে। SO_3 হইতে যেমন sulphuric acid তৈয়ার হয়, MnO_3 হইতে সেইরূপ manganic acid তৈয়ার হয়; এবং Cl_2O_7 হইতে যেমন perchloric acid জন্মে, Mn_2O_7 হইতে সেইরূপ permanganic acid জন্মে। বস্তুতঃ MnO_3 ও Mn_2O_7 এই দুই পদার্থ anhydride. আমরা পূর্ব্বে anhydride শব্দ বাঙ্গালায় ব্যবহার প্রয়োজন বোধ করি নাই। এস্থলে তজ্জন্য বিষম অসুবিধায় পড়িতে হইতেছে। SO_3 কে sulphuric anhydride না বলিয়া sulphuric oxide ধরিয়াছি ও তদনুসারে দগ্ধ গন্ধক নাম দিয়াছি। কিন্তু এস্থলে MnO_3 কে দগ্ধ মঙ্গলক বলিলে চলিতেছে না; কেন না Mn_2O_3 আমাদের মতে দগ্ধ মঙ্গলক। আবার Cl_2O_7 কে perchloric anhydride না ধরিয়া chloric peroxide স্বরূপ ধরিয়াছি ও তদনুসারে পরিদগ্ধ হরিণক বলিয়াছি। কিন্তু Mn_2O_7 পরিদগ্ধ মঙ্গলক হইতে পারে না, কেন না MnO_2 আমাদের মতে পরিদগ্ধ মঙ্গলক। এখন উপায়?

উপায় এই MnO_2 পরিদগ্ধ মঙ্গলক বাহাল রাখিয়া MnO_3 কে দগ্ধ পরিমঙ্গল অথবা মঙ্গলকাম্ল বলা যাইবে। Mn_2O_7 কে কাজেই দগ্ধ পরিমঙ্গলক অথবা পরিমঙ্গলকাম্ল বলিলে গোল মিটিবে।

সৌভাগ্যক্রমে MnO_3 ও Mn_2O_7 ও তজ্জনিত অম্ল পদার্থ আমাদের সেরূপ পরিচিত নহে। সুতরাং এই স্থলে একটু যে গোলযোগ ঘটিল, তাহার জন্য বিশেষ অসুবিধা দাঁড়াইবে না। বিশেষতঃ ইংরাজিতেও যখন গোল রহিয়াছে, বিভিন্ন মহাজনের বিভিন্ন পথ, তখন আমাদের বিশেষ দুঃখের কারণ নাই। বরঞ্চ উপরে যেরূপ নির্দ্দিষ্ট করা গেল, তাহাতে ইংরাজি অপেক্ষা বাঙ্গালাতে গোল কম হইবে বলিয়াই বোধ হইতেছে। এক্ষণে উপরে নির্দ্ধারিত সূত্র কয়টি আশ্রয় করিয়া রসায়ন শাস্ত্রোক্ত প্রধান oxide গুলির বাঙ্গালা নামের তালিকা প্রস্তুত করিয়া নিম্নে দেওয়া গেল।

H_2O = দগ্ধাজনক
H_2O_2 = পরিদগ্ধাজনক
Cl_2O = উপদগ্ধ হরিণ (উপাম্ল হরিণ)
Cl_2O_2 = আদগ্ধ হরিণ
Cl_2O_3 = দগ্ধ হরিণ (অম্ল হরিণ)
Cl_2O_4 = আদগ্ধ হরিণক
Cl_2O_5 = দগ্ধ হরিণক (অম্ল হরিণক)
Cl_2O_7 = পরিদগ্ধ হরিণক (পর্য্যম্ল হরিণক)
Br_2O = উপদগ্ধারুণ
I_2O_5 = দগ্ধ নীলীনক
I_2O_7 = পরিদগ্ধ নীলীনক
B_2O_3 = দগ্ধ বোরক
CO = দগ্ধাঙ্গার
CO_2 = দগ্ধাঙ্গারক (অম্লাঙ্গারক)
SiO_2 = দগ্ধ সিকতক (অম্ল সিকতক)
SnO = দগ্ধ রঙ্গ
SnO_2 = দগ্ধ রঙ্গক
N_2O = উপদগ্ধ মরুত
N_2O_2 = আদগ্ধ মরুত
N_2O_3 = দগ্ধ মরুত (অম্ল মরুত)

N_2O_4 = আদগ্ধ মরুতক

N_2O_5 = দগ্ধ মরুতক (অম্ল মরুতক)

P_2O_3 = দগ্ধস্ফুর (অম্ল স্ফুর)

P_2O_5 = দগ্ধ স্ফুরক (অম্ল স্ফুরক)

As_2O_3 = দগ্ধ তাল (অম্ল তাল)

As_2O_5 = দগ্ধ তালক (অম্ল তালক)

Sb_2O_3 = দগ্ধাঞ্জন (অম্লাঞ্জন)

Sb_2O_4 = আদগ্ধাঞ্জনক

Sb_2O_5 = দগ্ধাঞ্জনক (অম্লাঞ্জনক)

Bi_2O_2 = আদগ্ধ বিস্মিত

Bi_2O_3 = দগ্ধ বিস্মিত

Bi_2O_4 = আদগ্ধ বিস্মিতক

Bi_2O_5 = দগ্ধ বিস্মিতক

SO_2 = দগ্ধ গন্ধ (অম্ল গন্ধ)

SO_3 = দগ্ধ গন্ধক (অম্ল গন্ধক)

SeO_2 = দগ্ধ সোম

TeO_2 = দগ্ধ ভৌম

TeO_3 = দগ্ধ ভৌমক

K_2O = দগ্ধ পত্রক

K_2O_2 = পরিদগ্ধ পত্রক

K_2O_4 = দগ্ধ পরিপত্রক

Na_2O = দগ্ধ সর্জ্জিক

BaO = দগ্ধ ভারক

BaO_2 = পরিদগ্ধ ভারক

CaO = দগ্ধ খটিক

MgO = দগ্ধ মগ্নক

ZnO = দগ্ধ যশদক

Hg_2O = দগ্ধ পারদ

HgO = দগ্ধ পারদক

Cu_2O = দগ্ধ তাম্র

CuO = দগ্ধ তাম্রক

Ag_4O = দগ্ধ রজত

Ag_2O = দগ্ধ রজতক

Ag_2O_2 = পরিদগ্ধ রজতক

Au_2O = দগ্ধ হেম

Au_2O_3 = দগ্ধ হেমক

PtO = দগ্ধ প্লাতিন

PtO_2 = দগ্ধ প্লাতিনক

Pb_2O = দগ্ধ সীস

PbO = দগ্ধ সীসক

Pb_3O_4 = অবাপরিদগ্ধ সীসক

Pb_2O_3 = আপরিদগ্ধ সীসক

PbO_2 = পরিদগ্ধ সীসক

Al_2O_3 = দগ্ধ ফটিক

FeO = দগ্ধ লৌহ বা দগ্ধায়স

Fe_2O_3 = দগ্ধ লৌহক, দগ্ধায়সক

Fe_3O_4 = আদগ্ধায়সক

CoO = দগ্ধ গুহ্য

Co_2O_3 = দগ্ধ গুহ্যক

Co_3O_4 = আদগ্ধ গুহ্যক

NiO = দগ্ধ নিক্কেল

Ni_2O_3 = দগ্ধ নিকেলক

CrO = দগ্ধ ক্রোম

Cr_2O_3 = দগ্ধ ক্রোমক

Cr_3O_4 = আদগ্ধ ক্রোমক

CrO_2 = পরিদগ্ধ ক্রোমক

CrO_3 = দগ্ধ পরিক্রোম (অম্ল ক্রোমক)

MnO = দগ্ধ মঙ্গল

Mn_2O_3 = দগ্ধ মঙ্গলক

Mn_3O_4 = আদগ্ধ মঙ্গলক

MnO_2 = পরিদগ্ধ মঙ্গলক

MnO_3 = দগ্ধ পরিমঙ্গল (অম্ল মঙ্গলক)

Mn_2O_7 = দগ্ধ পরিমঙ্গলক (অম্ল পরিমঙ্গলক)

SULPHIDES, SELENIDES, TELLURIDES.

Oxide গণের নামকরণ স্থির হইয়া গেলে আর এখানে কষ্ট পাইতে হইবে না। Sulphur (গন্ধক), selenium (সোমক), ও tellurium (ভৌমক) সর্ব্বতোভাবে oxygenএরই অনুরূপ। Sulphide কে গন্ধজ পদার্থ, selenideকে সোমজ পদার্থ ও tellurideকে ভৌমজ পদার্থ বলা চলিতে পারে। নিম্নে কয়েকটি উদাহরণ দেওয়া যাউক।

H_2S = গন্ধাজনক

H_2Se = সোমাজনক

H_2Te = ভৌমাজনক

K_2S = গন্ধ পত্রক

BaS = গন্ধ ভারক

As_2S_3 = গন্ধ তাল

As_2S_5 = গন্ধ তালক

Hg_2S = গন্ধ পারদ

HgS = গন্ধ পারদক

FeS_2 = পরিগন্ধায়সক

FLUORIDES, CHLORIDES, BROMIDES, IODIDES.

Oxygenএর স্থলে fluorine, chlorine, bromine, iodine, প্রভৃতি বসিয়া এই সকল পদার্থ প্রস্তুত হয়। সুতরাং যে যে oxideএর স্থলে যে যে chloride প্রভৃতি উৎপন্ন হইয়াছে, তদনুসারে নাম রাখিলেই চলিবে।

উদাহরণঃ—

HF = দীপ্তাজনক

HCl = হরিণাজনক

HBr = অরুণাজনক

HI = নীলাজনক

CaF_2 = দীপ্ত খটিক

$BaCl_2$ = হরিণ ভারক

$HgCl_2$ = হরিণ পারদক

Hg_2Cl_2 = হরিণ পারদ

$PbCl_2$ = হরিণ সীসক

$PbCl_4$ = পরিহরিণ সীসক

PCl_3 = হরিণ স্ফুর

PCl_5 = হরিণ স্ফুরক

$AsCl_3$ = হরিণ তাল

$AsCl_5$ = হরিণ তালক

$SbCl_3$ = হরিণাঞ্জন

$SbCl_5$ = হরিণাঞ্জনক

KF = দীপ্ত পত্রক

$PtCl_2$ = হরিণ প্লাতিন

$PtCl_4$ = হরিণ প্লাতিনক

$AuCl$ = হরিণ হেম

$AuCl_3$ = হরিণ হেমক

ইত্যাদি।

NITRIDES, PHOSPHIDES, ARSENIDES, ANTIMONIDES.

উল্লিখিত সূত্রানুসারে এই সকল পদার্থের নামকরণে কোন ভ্রমের সম্ভাবনা নাই।

যথা,— BN = মরুত বোরক

H_3P = স্ফুরাজনক।

ইত্যাদি।

H_3N, H_3P, H_3 As, H_3 Sb এই কয়েকটি পদার্থের ইংরাজি নাম যথাক্রমে hydrogen nitride, hydrogen phosphide, hydrogen arsenide প্রভৃতি।

Phosphuretted hydrogen প্রভৃতি যে নাম প্রচলিত দেখা যায়, তাহা আমরা অবৈজ্ঞানিক বলিয়া ধরিব না। কিন্তু এই পদার্থগুলির আর কয়েকটি সংক্ষিপ্ত নাম প্রচলিত হইয়াছে, Organic Chemistryতে তাহা বিশেষ রূপে ব্যবহৃত ;

যথা,—

H_3N = amine

H_3P = phosphine

H_3As = arsine

H_3Sb = stibine.

এই কয়েকটির বাঙ্গালা অনুবাদ দেওয়া দরকার। আমরা যথাক্রমে অমীন, স্ফুরীন, তালীন, ও অঞ্জীন অভিধান দিলাম।

CARBIDES &c.

Carbide গণের মধ্যে CH_4 অর্থাৎ hydrogen carbide প্রধান ; এবং এই পদার্থ Organic Chemistryর ভিত্তি স্বরূপ। ইহা সাধারণতঃ marsh gas নামে অভিহিত হয় ; বিজ্ঞানে ব্যবহৃত নাম methane।

আমরা ইহাকে মিথীন বলিব। Si H_4 = hydrogen silicide = সিকতাজনক অথবা silico-methane = সিকত মিথীন।

ACIDS AND BASES.

Acid শব্দের অর্থ অম্ল। কিন্তু acid মাত্রই অম্লগুণযুক্ত নহে। সুতরাং আজকাল এই নামের কোন সার্থকতা নাই। বিশেষতঃ বিজ্ঞানের চোখে acid ও salt ইহাদের মধ্যে বিশেষ মৌলিক প্রভেদ কিছু নাই। Hydrogen salt মাত্রই acid ; এই হিসাবে যাহাকে sulphuric acid বলা যায় তাহার প্রকৃষ্ট বৈজ্ঞানিক নাম hydrogen sulphate। তথাপি sulphuric acid নাম যে বিজ্ঞানে লুপ্ত হইবে, তাহার বিশেষ সম্ভাবনা দেখি না। সুতরাং acid শব্দের বাঙ্গালা দরকার।

বৈদ্যশাস্ত্রে গন্ধকদ্রাবক, মহাদ্রাবক, শঙ্খদ্রাবক প্রভৃতি দ্রাবকের উল্লেখ দেখা যায়। এই acid অর্থে দ্রাবক বজায় রাখা যাইতে পারে। যদিও সকল acid মধ্যে দ্রাবণ ক্ষমতা নাই, তথাপি এই নামে কোন আপত্তি ঘটিবে না।

Base অর্থে ক্ষার শব্দ কয়েকখানি রাসায়নিক গ্রন্থে চলিত হইয়াছে দেখিতে পাই। উদ্ভিজ্জ পোড়াইয়া যে ভস্মাবশেষ থাকে তাহাকে ক্ষার বলে ; সেই পদার্থে অবশ্য alkaline ধর্ম্ম বিদ্যমান আছে। কিন্তু সংস্কৃত বৈদ্যক শাস্ত্রে অন্যান্য অনেক ক্ষারের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাদের alkaline অথবা basic ধর্ম্ম নাই, প্রকৃত প্রস্তাবে তাহারা

salt. উদাহরণ স্বরূপে যবক্ষার (nitre or সোরা), সর্জ্জিক ক্ষার (সাজিমাটি), টঙ্কন ক্ষার (সোহাগা) প্রভৃতির উল্লেখ করিতে পারি। যাহাই হউক, আজকাল ক্ষার বলিলে alkali বুঝায়। সুতরাং ঐ শব্দের ঐ অর্থ বাহাল রাখা যাইতে পারে।

Salt শব্দের বাঙ্গালা প্রতিশব্দ স্থির করিতে পারি নাই। ভস্ম শব্দ salt অর্থে ব্যবহারে ক্ষতি কি? বৈদ্যক শাস্ত্রে যে সকল ভস্মের উল্লেখ আছে, তাহারা অনেকে oxide মাত্র, আবার অনেকে প্রকৃত salt। Oxideদের জন্য ক্ষার শব্দ রাখিয়া salt শব্দে আপাততঃ 'ভস্ম' বলা চলিতে পারে।

Basic oxide এ জল যোগে যে সকল পদার্থ জন্মে, তাহাদিগকে hydrate or hydroxide বলে। বাঙ্গালায় 'সোদ' ব্যবহার চলে না কি? যথা,—

potassic hydroxide = সোদ পত্রক
ferrous hydroxide = সোদ আয়স
ferric hydroxide = সোদ আয়সক
cuprous hydroxide = সোদ তাম্র
cupric hydroxide = সোদ তাম্রক
ইত্যাদি।

Oxideদের নামকরণ কালে যে কয়েকটি সূত্র স্থির করা গিয়াছে, তাহা অবলম্বন করিয়া কতকগুলি প্রধান প্রধান acid এর বাঙ্গালা নাম এইরূপ দাঁড়ায়; নিম্নে তালিকা দিলাম:—

chlorous acid = হরিণ দ্রাবক
chloric acid = হরিণক দ্রাবক
hypochlorous acid = উপহরিণ দ্রাবক
perchloric acid = পরিহরিণক দ্রাবক
iodic acid = নীলক দ্রাবক
nitrous acid = মরুত দ্রাবক
nitric acid = মরুতক দ্রাবক
phosphorous acid = স্ফুর দ্রাবক
phosphoric acid = স্ফুরক দ্রাবক
hypo-phosphorous acid = উপস্ফুর দ্রাবক
arsenious acid = তাল দ্রাবক
arsenic acid = তালক দ্রাবক
manganic acid = মঙ্গলক দ্রাবক
permanganic acid = পরিমঙ্গলক দ্রাবক
chromic acid = ক্রোমক দ্রাবক

জলের পরিমাণের তারতম্যানুসারে phosphoric acid ত্রিবিধ ;—ortho-phosphoric, meta-phosphoric, pyro-phosphoric। ইহাদের সম্বন্ধে এইরূপ প্রস্তাব করিতে চাহি :—

ortho or ordinary phosphoric acid = স্ফুরক দ্রাবক
meta-phosphoric acid = অভিস্ফুরক দ্রাবক
pyro-phosphoric acid = অধিস্ফুরক দ্রাবক।

এই হিসাবে antimony ঘটিত acid গুলি এইরূপ দাঁড়ায় :—

metantimonious acid = অভ্যঞ্জন দ্রাবক
antimonious acid = অঞ্জন দ্রাবক
metantimonic acid = অভ্যঞ্জনক দ্রাবক
antimonic acid = অঞ্জনক দ্রাবক
pyrantimonic acid = অধ্যঞ্জনক দ্রাবক

আরও কয়েকটি উদাহরণ :—

carbonic acid = অঙ্গারক দ্রাবক
silicic acid = সিকতক দ্রাবক
meta-silicic acid = অভিসিকতক দ্রাবক
boric acid = বোরক দ্রাবক
meta-boric acid = অভিবোরক দ্রাবক
sulphurous acid = গন্ধ দ্রাবক
sulphuric acid = গন্ধক দ্রাবক
pyrosulphuric acid (Nordhausen sulphuric acid) = অধিগন্ধক দ্রাবক।
pyrochromic acid (bichromic acid) = অধিক্রোমক দ্রাবক

SALT.

Salt অথবা ভস্ম সকলের নামকরণে ইতঃপর অধিক প্রয়াস পাইতে হইবে না। ইংরাজিতে এ বিষয়ে যে একটি শিথিলতা দেখিতে পাওয়া যায়, বাঙ্গালায় তাহার পূর্ব্ব হইতেই পরিহারের ব্যবস্থা করিতে হইবে। এক পদার্থকেই ইংরাজিতে carbonate of potash, carbonate of potassium, potassic carbonate বলে। প্রথম নামটির সহিত একটি রসায়নশাস্ত্রঘটিত প্রাচীন তত্ত্ব জড়িত রহিয়াছে। সে কালের মতে salt মাত্রই base এবং acid যোগে উৎপন্ন হয়। Potash নামক base ও carbonic acid যোগে যে salt হয়, তাহার নাম carbonate of potash. আজকালি সেই পুরাতন সিদ্ধান্তের মূলোচ্ছেদ হইয়াছে। রসায়নবিৎ তাহা জানেন। এই হেতু আধুনিক নাম potassic carbonate. আমরা অনুবাদ কালে আধুনিক প্রণালীই অবলম্বন করিব।

বাগ্‌বাহুল্য ব্যতিরেকে একবারে উদাহরণ দেওয়া যাউক :—

potassic nitrate = যবক্ষারকীয় পত্রক
potassic nitrite = যবক্ষারীয় পত্রক
sodic carbonate = অঙ্গারকীয় সর্জ্জিক
calcic sulphate = গন্ধকীয় খটিক
ferrous sulphate = গন্ধকীয় আয়স
ferric sulphate = গন্ধকীয়ায়সক
ferrous sulphite = গন্ধীয় আয়স
ferric sulphite = গন্ধীয় আয়সক
sodic phosphate = স্ফুরকীয় সর্জ্জিক
sodic phosphite = স্ফুরীয় সর্জ্জিক
sodic hypophosphite = উপস্ফুরীয় সর্জ্জিক
calcic metaphosphate = অভিস্ফুরকীয় খটিক
potassic pyrophosphate = অধিস্ফুরকীয় পত্রক
magnesic carbonate = অঙ্গারকীয় মগ্নক
potassic chlorate = হরিণকীয় পত্রক
potassic bromate = অরুণকীয় পত্রক
potassic iodate = নীলকীয় পত্রক
sodic perchlorate = পরিহরিণকীয় সর্জ্জিক
potassic periodate = পরিনীলকীয় পত্রক
potassic manganate = মঙ্গলকীয় পত্রক
potassic permanganate = পরিমঙ্গলকীয় পত্রক
potassic chromate = ক্রোমকীয় পত্রক
potassic bichromate
(= potassic pyrochromate) = অধিক্রোমকীয় পত্রক

এই কয়েকটি উদাহরণই যথেষ্ট বিবেচিত হইবে।

Acidকে hydrogen salt বিবেচনা করিলে sulphuric acid or hydrogen sulphate স্থানে গন্ধকীয় অজনক, ও sulphurous acid বা hydrogen sulphite স্থানে গন্ধীয়াজনক দাঁড়ায়।

RADICALS.

রসায়ন শাস্ত্রে কতকগুলি radical নামক পদার্থের উল্লেখ আছে; ইহাদের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নাই। অন্যান্য পদার্থের যোগে তাহারা বিবিধ পদার্থ প্রস্তুত করে। তন্মধ্যে কতকগুলি radicalএর নাম এইরূপ দেওয়া যাইতে পারে।

Hydroxyl = উদৎ
Nitroxyl = যবক্ষদৎ
Carboxyl = অঙ্গারদৎ
Cyanogen = শ্যামং
Ammonium = অমীনৎ
Amidogen = অমৎ
Phosphonium স্ফুরীণৎ
Carbinol = অঙ্গারৎ
Methyl = মিথৎ
Ethyl = ঈথৎ
Propyl = প্রপং
Butyl = তুরীয়ৎ
Pentyl = পঞ্চৎ

ইত্যাদি।

উপসংহার।

রাসায়নিক পরিভাষা অতি বিস্তৃত। যৌগিক পদার্থের সংখ্যা নাই। নিত্য নূতন পদার্থ আবিষ্কৃত হইতেছে। নিত্য নূতন যৌগিক পদার্থ এবং radicalএর নামকরণ দরকার। উপরে যাহা প্রস্তাবিত হইল, তাহা ভিত্তিস্বরূপ করিয়া কার্য্য আরম্ভ হইতে পারে। জৈব রসায়ন বা Organic Chemistryতে হাত দিতে এখনও সাহস করি নাই। Inorganic Chemistryর পরিভাষা উল্লিখিত প্রস্তাব অবলম্বন করিলে একরূপ সম্পূর্ণতা প্রাপ্ত হইতে পারে। এই আশায় আমার প্রস্তাব সাধারণ সমক্ষে উপস্থিত করিলাম। প্রস্তাব যদি অনুমোদিত হয়, তাহা হইলে ইহার প্রসার বর্দ্ধনের চেষ্টা করা যাইবে।

শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী।

সাহিত্যসমালোচনা।

ভারতমঙ্গল।—পূর্ব্ব খণ্ড। শ্রীআনন্দচন্দ্র মিত্র বিরচিত। মূল্য ২৲ দুই টাকা। ভারতমঙ্গল অমিত্রাক্ষর ছন্দে বিরচিত হইয়াছে। ইহার প্রথম খণ্ড ৩৯০ পৃষ্ঠায় শেষ হইয়াছে। গ্রন্থকার কবি, ভাবুক এবং অমিত্রাক্ষর কবিতারচনায় সবিশেষ ক্ষমতাশালী। অসাম্প্রদায়িক ধর্ম্ম ও উহার সাধনপ্রণালী বিবৃত করা এবং বর্ত্তমান যুগে বিজ্ঞান ও দর্শনের প্রভাবে যে সকল আধ্যাত্মিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক সত্য প্রকাশিত হইয়াছে, কাব্যাকারে তৎসমুদয়কে বঙ্গীয়-সাহিত্যের অঙ্গীভূত করা এই কাব্যের প্রধান উদ্দেশ্য। মহাত্মা রাজা রামমোহন রায় এই কাব্যের নায়ক। কবি দেখাইয়াছেন যে, রাজা রামমোহনের প্রতিভা ও কর্ম্মশীলতায় ভারতের ধর্ম্মরাজ্যে নবযুগের আবির্ভাব হইয়াছে। ধর্ম্মবিষয়ে ভারতে যে বিপ্লব ঘটিয়াছে, রাজা রামমোহন তাহার অধিনায়ক। এই বিপ্লব ও উহার অধিনায়ক কাব্যের প্রতিপাদ্য বিষয়।

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, গ্রন্থকার কবি—ভাবুক। অমিত্রাক্ষর ছন্দোময় এত বড় কাব্য খানি পড়িতে কিছু মাত্র কষ্ট হয় না। ইহা গ্রন্থকারের অল্প প্রশংসার কথা নহে। ভারতমঙ্গলে স্বর্গ, মর্ত্ত্য, রসাতলাদির বর্ণনাপ্রসঙ্গে দেব, মানব গন্ধর্ব্বাদির বিষয় উল্লিখিত হইয়াছে। এই সকল বর্ণনা হৃদয়গ্রাহিণী। আমরা গ্রন্থকারের কবিত্বের প্রশংসা করি। কিন্তু প্রতিপাদ্য বিষয়ের বর্ণনায় তাঁহার সহিত একমত হইতে পারি না। তিনি মহাত্মা রাজা রামমোহন ও তৎপ্রবর্ত্তিত মত লইয়া এক খানি মহাকাব্যরচনায় ব্রতী হইয়াছেন। গ্রন্থের স্থানে স্থানে (যেমন ১৫৯ পৃষ্ঠায় ধর্ম্মরাজের প্রতি পঞ্চ দেবীর উক্তি) যে সকল বিষয়ের উল্লেখ আছে, তৎসমুদয় কাব্যের অঙ্গীভূত না হইলেই যেন ভাল হইত। উক্ত বিষয় সাহিত্যপরিষদের আলোচনীয় নয় বলিয়া এস্থলে সবিস্তর উল্লিখিত হইল না। যাহাহউক, গ্রন্থকার সুলেখক; তাঁহার ভারতমঙ্গলে তদীয় কবিত্বশক্তির বিকাশ হইয়াছে। এরূপ গ্রন্থে "নভোস্থল" প্রভৃতি কথা না থাকাই উচিত।

নুরজাহান।—শ্রীবিপিনবিহারী ঘোষ প্রণীত। ইহা এক খানি নাটক। সম্রাট্ জহাঁগীর নুরজাহানের [illegible] রূপে মোহিত হয়েন, এবং শের খাঁর প্রাণ বিনাশ পূর্ব্বক তাঁহাকে আপনার আয়ত্ত করিয়া লয়েন; ইহা একটি ইতিহাস-বর্ণিত ঘটনা। গ্রন্থকার এই ইতিহাস-বর্ণিত ঘটনা নাটকাকারে ব্যক্ত করিয়াছেন। কিন্তু পুস্তকে নাটকত্বের মাত্রা অতি অল্প বলিয়াই বোধ হয়।

অম্বা।—শ্রীবিপিনবিহারী ঘোষ প্রণীত ও প্রকাশিত। ইহাও এক খানি নাটক। শৌভ-পতি শাল্বের সহিত কাশীরাজদুহিতা অম্বার প্রণয় ও পরিণয় অবলম্বনে এই পুস্তক লিখিত। গ্রন্থকার অম্বার চরিত্রে পতিভক্তির পরিস্ফুট চিত্র অঙ্কিত করিতে

চেষ্টা করিয়াছেন। শাহমহিষীর সহিত দাসীর কথোপকথন অনেক স্থলেই সুরুচিকর হয় নাই।

আত্মতত্ত্ব বা জন্মান্তরবাদ।—শ্রীনারায়ণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় দ্বারা প্রকাশিত। আত্মতত্ত্বের মত জটিল তত্ত্ব অতি অল্পই আছে। তত্ত্বদর্শী ব্যক্তিদিগেরে প্রায় সকলেই এই জটিল বিষয়ের মীমাংসা নিমিত্ত অল্পাধিক পরিমাণে চেষ্টা করিয়াছেন, কিন্তু সচরাচর চেষ্টা সফল হইয়াছে বলিয়া বোধ হয় না। আলোচ্য পুস্তকের রচয়িতা এই বিষয়ের আলোচনায় কোন নূতন তত্ত্বের উদ্ভাবনা করেন নাই। ভারতের তত্ত্বদর্শী ঋষিগণ এই বিষয়ে যে সকল যুক্তিতর্কের অবতারণা করিয়াছেন, এই পুস্তক খানি সেই সকলের পুনরবতারণা বা পুনরালোচনা বই আর কিছুই নহে। এই সকল বিষয়ের পুনরালোচনা যে হিতকর, তাহাতে সংশয় নাই। গ্রন্থের ভাষা অনেক স্থলেই ভাবের অনুসারিণী হয় নাই।

হীরাবাই, হেমপ্রভা, অতুলচন্দ্র, প্রতিভা।—শ্রীবরদাকান্ত সেন গুপ্ত বিরচিত। এই চারি খানি পুস্তকই উপন্যাস এবং প্রায়ই এক শ্রেণীস্থ। এই শ্রেণীস্থ উপন্যাসের প্রচার আপাততঃ বন্ধ হওয়াই বাঙ্গালা সাহিত্যের পক্ষে কল্যাণকর।

যুগপূজা বা ধর্ম্মভাববিকাশ।—শ্রীবিজয়চন্দ্র মজুমদার বি, এ, প্রণীত। যুগপূজা কবিতাগ্রন্থ। গ্রন্থকার ধর্ম্মের ক্রমোন্নতিবাদে বিশ্বাসী। তাঁহার বিশ্বাস কত দূর সত্যমূলক, এই স্থল তাহার বিচারোপযোগী নহে। গ্রন্থকার যুগপূজার ধারাবাহিকতা কবিতার ভাষায় লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। প্রথমে প্রেতপূজা, এবং পরিণামে অদ্বয় অব্যয় ব্রহ্মপূজা; এই মতবাদ আশ্রয় করিয়া বাল্য, যৌবন, কৈশোরাদি যুগ-ভেদে ধর্ম্মের বিভিন্ন মূর্ত্তির পরিচয় দিয়াছেন। এবম্বিধ সূক্ষ্ম ও শুষ্ক বস্তুকে কাব্যকুসুমে সুসজ্জিত করিয়া পাঠকবর্গের নিকট উপস্থিত করা, গ্রন্থকারের পক্ষে প্রশংসার কথা বটে। বিশেষতঃ যে ভাষায় ভ্রমরগুঞ্জন ভিন্ন বিষয়ান্তর লইয়া কবিতারচনা একরূপ অসম্ভব, সে ভাষায় এইরূপ দুরূহ বিষয়ে কবিতাপ্রণয়ন নূতনত্বের পরিচয়ও বটে। যুগপূজার কবিতায় তাদৃশ গভীরতা না থাকিলেও অনেক স্থলেই আবেগ আছে। অধিকন্তু মালিনীবৃত্ত মন্দাক্রান্তা প্রভৃতি ছন্দের অবতারণা করিয়া গ্রন্থকার পুস্তকখানিকে আরও নূতন করিয়া তুলিয়াছেন।

বিদ্রূপ ও বিকল্প।—শ্রীবিজয়চন্দ্র মজুমদার বি, এ, প্রণীত। গ্রন্থের আখ্যাতেই গ্রন্থ বর্ণিত ভাব কতকটা বুঝা যাইতেছে। গ্রন্থকার বিদ্রূপ-প্রিয় বটেন, কিন্তু বিদ্রূপ-পটু নহেন। গ্রন্থে বিদ্রূপকারিতার পরিচয় বেশ পাওয়া যায়, কিন্তু বিদ্রূপ-পটুতার পরিচয় তত পাওয়া যায় না। পটুতা এক দিনের শিক্ষার সামগ্রীও নহে। গ্রন্থকার চিন্তাশীল ব্যক্তি বটেন, তাঁহার চিন্তাপ্রকাশের শক্তিও আছে, কিন্তু তাঁহার চিন্তাগুলি অনেক স্থলেই যথাযথ বিন্যস্ত হয় নাই। তাঁহার সায়াহ্নপ্রলাপে অনেক পণ্ডিতোচিত কথার আলোচনা আছে।

একতাব্রত কাব্য, কমলকলিকা কাব্য, হিন্দুধর্ম্মের আন্দোলন ও সংস্কার।—শ্রীদীননাথ গঙ্গোপাধ্যায় প্রণীত। এই তিন খানি গ্রন্থে অনেক দেশহিতকর

কথার আলোচনা আছে। হিন্দুধর্ম্মের আন্দোলন ও সংস্কার উদার ভাবে আলোচিত হইয়াছে।

মা ও ছেলে।—প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগ, শ্রীচণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত। শিশুশিক্ষা কত দায়িত্বের কাজ তাহা গ্রন্থকার বিশেষরূপ হৃদয়ঙ্গম করিয়াছেন এবং এই গ্রন্থে বাঙ্গালী পাঠক বা পাঠিকাকে সেই দায়িত্বের সুস্পষ্ট আভাস দিয়াছেন। কোন কোন দার্শনিক শিক্ষাবিহীন শিশুর মনের সহিত অনঙ্কিত লেখ্যের তুলনা করিয়াছেন। গ্রন্থকার বোধ হয় এ তুলনা গ্রাহ্য করেন। এবং কি প্রণালীতে সেই শিশুর মনে জ্ঞান, নীতি ও ধর্ম্মের রেখাপাত হইতে পারে, বিস্তৃত ভাবে তাহার আলোচনা করিয়াছেন। শিক্ষা সম্বন্ধে গ্রন্থকার যে সকল মত প্রচার করিয়াছেন, তাহার অধিকাংশই সমীচীন বলিয়া স্বীকার করিতে হয়। লেখকের মতানুযায়ী বাঙ্গালীশিশুর শিক্ষা সমাধান হইলে অনেক সুফল ফলিবার সম্ভাবনা। লেখক কথাবার্ত্তার ছলে গভীর শিক্ষাতত্ত্বের আলোচনা করিয়াছেন; সুতরাং পড়িবার কালে কিছুই অরুচিকর হয় না।

কঙ্কাবতী (উপন্যাস ও রূপকথা)।—শ্রীযুত ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায় প্রণীত। কঙ্কাবতীর উপকথা অনেকেই ছেলেবেলায় শুনিয়াছেন। লেখক সেই রূপকথার ছায়া লইয়া একখানি সুপাঠ্য উপন্যাস রচনা করিয়াছেন। গ্রন্থের এই অংশ বেশ হৃদয়গ্রাহী হইয়াছে। কঙ্কাবতীর অদৃষ্টের সহিত আমাদের প্রগাঢ় সহানুভূতি হয়। সঙ্গে সঙ্গে লেখক কৌলীন্য-গ্রস্ত সমাজের অংশ বিশেষের চিত্র চিত্রিত করিয়াছেন। এত গাম্ভীর্য্যের পর রূপকথার অংশটা যেন বেশ খাপ খায় না। লোকের মনে হয়, বুঝি কৌলীন্যের বর্ণনাও রূপকথা! অবশ্য রূপকথার হিসাবে এ অংশের প্রশংসা করিতে হয়। আর শ্রেণীবিশেষের পাঠকের পক্ষে গাম্ভীর্য্যের পর ভূত, মশা, বেঙ্গের উপাখ্যান প্রীতিকরই হইবে। কিন্তু আমাদের বোধ হয়, শুধু রূপকথা বা শুধু উপন্যাস হইলে কঙ্কাবতী আরও উৎকৃষ্ট গ্রন্থ হইত।

সাময়িক প্রসঙ্গ।

এখন আমাদের দেশে নাটক ও উপন্যাস লেখার স্রোত অবিচ্ছেদে বহিতেছে। যে সকল প্রতিভাশালী সুশিক্ষিত ব্যক্তি এ বিষয়ে প্রতিষ্ঠাবান্ হইয়াছেন, তাঁহাদের দৃষ্টান্তের অনুসরণ করিতে অনেকেই সমুৎসুক হইতেছেন। কিন্তু ইঁহাদের যেরূপ ঔৎসুক্য, সেরূপ ক্ষমতা নাই, যেরূপ গ্রন্থপ্রণয়নপ্রবৃত্তি, সেরূপ লিপিকুশলতা নাই, যেরূপ সাহিত্যসেবানুরাগ, সেরূপ শিক্ষা ও দূরদর্শিতা নাই। প্রতিভাশালী মহৎ ব্যক্তির অনুসরণ করিতে গিয়া, ইঁহারা সাহিত্যক্ষেত্র জঞ্জালপূর্ণ করিয়া তুলিতেছেন। ইঁহারা যদি আপন আপন ক্ষমতার পরিমাণ বুঝিয়া, তদনুসারে কর্ত্তব্যপালনে উদ্যত হইতেন, তাহা হইলে সমাজের কিয়দংশে উপকার হইতে পারিত। কিন্তু ইঁহারা আত্মাভিমানে প্রমত্ত হইয়া, আত্মক্ষমতার অপব্যবহার করিতেছেন। অভিমান নির্দ্দিষ্ট সীমা অতিক্রম করিলে, কিরূপ অনিষ্টকর হইয়া উঠে, ইঁহারা তাহার দৃষ্টান্ত স্থল। ইঁহাদের কার্য্য হইতে অমৃতের বিনিময়ে গরলধারা প্রবাহিত হইতেছে। ইঁহাদের লিখিত গ্রন্থ সমাজে সুশিক্ষার পথ পরিষ্কৃত না করিয়া, কুশিক্ষার প্রশ্রয় বৃদ্ধি করিতেছে। কর্ম্মক্ষেত্রে ইঁহারা অকৃতী পুরুষ। সমাজের উপকারসাধনে ইঁহারা ক্ষমতাশূন্য ব্যক্তি। আর সাহিত্যের উৎকর্ষবিধানে ইঁহারা সরস্বতীর অভিশাপগ্রস্ত সন্তান। ইঁহাদের অহঙ্কারে যে অনিষ্টের উৎপত্তি হইতেছে, তাহার প্রতীকার দুঃসাধ্য।

* * *

লোকসমাজকে সুপথে পরিচালিত করা গ্রন্থপ্রণয়নের অন্যতম উদ্দেশ্য। শিক্ষা ও দূরদর্শিতা গ্রন্থকারের পরিচালক না হইলে, গ্রন্থকার সমাজের পরিচালক হইতে পারেন না। কিন্তু যাঁহাদের লেখনী হইতে এখন অজস্র অপাঠ্য গ্রন্থাবলীর উৎপত্তি হইতেছে, তাঁহারা সুশিক্ষিত বা দূরদর্শী নহেন। বিবেক তাঁহাদের কর্ত্তব্যবুদ্ধির উদ্দীপক হয় নাই। তাঁহারা কেবল অনুচিত অভিমানে আত্মহারা হইয়া, গ্রন্থকাররূপে আবির্ভূত হইতেছেন। এদিকে গ্রন্থবিক্রেতারা তাঁহাদের গ্রন্থ স্বল্পমূল্যে বিক্রয় করিয়া জনসাধারণের মধ্যে প্রচার করিতেছেন। এই সকল নাটক ও উপন্যাসের প্রাদুর্ভাবে আমাদের চিরমান্য রামায়ণ মহাভারত প্রভৃতির প্রতিপত্তির হ্রাস হইতেছে। যাহারা পূর্ব্বে রামায়ণ প্রভৃতি পড়িয়া সুনীতির মর্য্যাদা রক্ষা করিত, তাহারা এখন অপকৃষ্ট উপন্যাস পড়িয়া কুরুচিস্রোতে ভাসমান হইতেছে। অধুনা আমাদের সমাজের যে শোচনীয় দশা উপস্থিত হইয়াছে, তাহার কারণ অনুসন্ধান করিলে পাশ্চাত্যভাবমূলক অপকৃষ্ট উপন্যাস প্রভৃতিও একটি কারণ বলিয়া পরিগণিত হইবে। অল্পশিক্ষিত লোকে সুনীতিবন্ধনে আবদ্ধ না থাকিলে সহজেই অপথে পদার্পণ করিয়া থাকে। তাহাদের বন্ধনরজ্জু শিথিল হইয়াছে। তাহারা এখন নানাবিধ পাপকার্য্যের অনুষ্ঠানপূর্ব্বক সমাজ অশান্তিময় করিয়া তুলিতেছে।

* * *

আমাদের সমাজে আপনা হইতে এই অশান্তি ও উপদ্রবের উৎপত্তি হয় নাই। ইহার

বীজ ভিন্ন দেশ হইতে আসিয়াছে। পাশ্চাত্যদেশের সহিত সম্বন্ধ স্থাপিত হওয়াতে আমাদের সমাজে কতকগুলি পাশ্চাত্য পাপ প্রবেশ করিয়াছে। অপকৃষ্ট নাটক উপন্যাসে কুরুচির প্রসর বৃদ্ধি করা পাপ বলিয়াই পরিগণিত হওয়া উচিত। পাশ্চাত্য সমাজে এই পাপের প্রাচুর্য্য পরিলক্ষিত হয়। একজন ইংরেজ গণনা করিয়া বলিয়াছেন—গত বৎসর ইংলণ্ডে ১,৩১৫ খানি নূতন উপন্যাস প্রকাশিত হয়। সুকুমারমতি বালকদিগের জন্য কথাগ্রন্থ ইহার অন্তর্নিবিষ্ট নহে। প্রকাশকেরা যদি শতকরা ৩ খানি উপন্যাসের পাণ্ডুলিপি প্রকাশ করিয়া থাকেন, তাহা হইলে গণনানুসারে এক বৎসরে ৪০,০০০ হাজারেরও অধিক উপন্যাসের পাণ্ডু-লিপি প্রকাশকদিগের নিকট সমর্পিত হইয়াছিল। বিলাতে উপন্যাসলেখকের অভাব নাই। সংবাদপত্রের সম্পাদক উপন্যাস লিখিয়া থাকেন। উকীল আপনার ব্যবসায়ে হতাশ হইয়া উপন্যাসে অর্থোপার্জ্জনের পথ দেখেন। চিকিৎসক রোগী না পাইয়া, উপন্যাস লিখিতে প্রবৃত্ত হয়েন। যুবক, যুবতী, বালিকা, বিধবা, উপন্যাস প্রণয়ন করিয়া, অর্থলাভ ও প্রতি-পত্তি সঞ্চয়ের স্বপ্ন দেখেন। এইরূপে সর্ব্বত্র উপন্যাস ও উপন্যাসকারের ছড়াছড়ি। পূর্ব্বোক্ত ১,৩১৫ খানি উপন্যাসের মধ্যে কেবল ৩০০ খানির পুনঃসংস্করণ হয়। অবশিষ্ট এক হাজার খানিরও অধিক উপন্যাস অপাঠ্য। কতিপয় উপন্যাসকারের সৌভাগ্য দেখিয়া ইংলণ্ডের প্রায় সকল শ্রেণীর লোকেই ঐরূপ সৌভাগ্যের অধিকারী হইতে আগ্রহান্বিত হইয়া থাকেন। সহৃদয় ইংরেজ মহোদয় স্বদেশের উপন্যাস সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছেন, আমাদের দেশেও তাহার দৃষ্টান্ত বিরল নহে। উপন্যাসপ্রবাহের প্রবল আঘাতে আমাদের সমাজ প্রতিমুহূর্ত্তে আন্দো-লিত হইতেছে। অল্পশিক্ষিত যুবকদল লেখনীরূপ দুর্ব্বার অস্ত্র পরিগ্রহ করিয়া সাহিত্যক্ষেত্রে জয়লাভে অগ্রসর হইতেছেন। পাশ্চাত্যসমাজে যে বিষবৃক্ষ রোপিত হইয়াছে, তাহার বীজ এখানেও অঙ্কুরিত ও পল্লবিত হইয়া উঠিতেছে।

উপন্যাসকারের ন্যায় আমাদের দেশে আর এক শ্রেণীর গ্রন্থকারের আবির্ভাব হইয়াছে। অপরিপক্কমতি উপন্যাসকারগণ যেমন সমাজে বিষবৃক্ষের রোপণ করিতেছেন, এই শ্রেণীর গ্রন্থকারগণও সেইরূপ বালক বালিকাদিগের শিক্ষার পথ কণ্টকিত করিয়া তুলিতেছেন। ইংলণ্ডে প্রধানতঃ সুশিক্ষিত, সুলেখক ও দূরদর্শী গ্রন্থকারগণ বালকদিগের পাঠ্যপুস্তক প্রণ-য়ন করিয়া থাকেন, এখানে সর্ব্বশ্রেণীর লোক পাঠ্যপুস্তক প্রণয়নের ভার গ্রহণ করিতে-ছেন। বালক, বিদ্যালয়ের পাঠ সমাপ্ত না করিয়াই বিদ্যালয়পাঠ্যপুস্তক লিখিতে বসিতে-ছেন। অল্পমতি যুবক অন্য কোন দিকে না গিয়া বিদ্যালয়পাঠ্যপুস্তকে সৌভাগ্যসম্পদের অধিকারী হইবার প্রত্যাশা করিতেছেন। কর্ম্মচারী বালকদিগের পাঠ্যপুস্তক লিখিয়া অর্থ-সংগ্রহের চেষ্টা পাইতেছেন। এইরূপে যিনি অবলম্বিত ব্যবসায়ে অকৃতকার্য্য হয়েন, যিনি সংসারতাড়নে নিরতিশয় কাতর হইয়া পড়েন, অথবা যিনি প্রয়োজনের অতিরিক্ত অর্থসংগ্রহে

মনোনিবেশ করেন, তিনিই আপন অভাব মোচনের জন্য অথবা ভোগবিলাসের পথ উন্মুক্ত করিবার নিমিত্ত বিদ্যালয়পাঠ্যপুস্তকের লেখক হইয়া থাকেন। ইহাদের লিপিক্ষমতা থাকুক, বা নাই থাকুক, শাস্ত্রজ্ঞান সহায় হউক, বা নাই হউক, ইহারা পাঠ্যপুস্তক লিখিতে কখনও পরাঙ্মুখ হয়েন না। সুকুমারমতি বালকেরা ইহাদের নিকট ভাষা শিক্ষা করিতে গিয়া, মাতৃভাষাকে বিস্মৃতিসাগরে ডুবাইতেছে। আত্মীয়স্বজনের ক্ষমতাতেই হউক, বন্ধুপ্রীতির আতিশয্য প্রযুক্তই হউক, বা গ্রন্থপরীক্ষক মহোদয়গণের বুদ্ধির বিকৃতি বশতঃই হউক, ইহাদের প্রভাবে এখন সাগর গোষ্পদে পরিণত হইয়াছেন, অক্ষয় ক্ষয়োন্মুখ হইতেছেন, সাহিত্যক্ষেত্রে সুপরিচিত সুলেখকগণ শীতসঙ্কুচিত বৃদ্ধের ন্যায় আত্মগোপন করিতেছেন। ইহাদের গ্রন্থাবলী পাঠে চিরদিনের জন্য মাতৃভাষার সহিত বালকদিগের সম্বন্ধবিচ্ছেদ হইতেছে।

* * * * * * * * *

বিষবৃক্ষের বীজ ক্রমে বহুশাখাসমন্বিত মহাবৃক্ষে পরিণত হইতেছে। কিছুতেই ইহা উৎপাটিত হইতেছে না। পাঠ্যপুস্তকনির্ব্বাচনী নামে একটি সভা আছে। সভা, কোন্ পুস্তক বালকদিগের পাঠোপযোগী, তাহার নির্দ্ধারণ করিয়া থাকেন। যে সকল বঙ্গবিদ্যালয়ের সহিত গবর্ণমেণ্টের কোনরূপ সম্বন্ধ আছে, তৎসমুদয়ে সভার নির্ব্বাচিত পুস্তকগুলির অধ্যাপনা হয়। কিন্তু যে কোন কারণেই হউক, সভা সকলদিকে সমভাবে দৃষ্টি রাখিতে পারেন না। অলক্ষ্যভাবে নিন্দনীয় গ্রন্থও সভার নিকট উৎসাহ প্রাপ্ত হইয়া থাকে। এতদ্ব্যতীত অন্যান্য স্থলে নানাকারণে অপকৃষ্ট গ্রন্থের অধ্যাপনা হয়। ইহাতে ক্রমশঃ ক্ষুদ্রমতি গ্রন্থকারদিগের প্রশ্রয় বৃদ্ধি হইতেছে। এই অনিষ্টের প্রতীকার বাঞ্ছনীয়। সমাজের সংস্কার, রীতিনীতির সংস্কার, যে সংস্কারই হউক না কেন, শিক্ষার সংস্কার না হইলে কোনও বিষয়ে সুফল লাভ হয় না। বালকগণ যদি প্রথমেই অপশিক্ষা প্রাপ্ত হয়, তাহা হইলে তাহারা সুশিক্ষায় একান্ত বঞ্চিত হইয়া থাকে। তাহারা সমাজের পরিচালক বা রীতিনীতির সংশোধক হইতে পারে না এবং জাতীয় ভাষায় অভিজ্ঞতা লাভ করিয়া জাতীয় ভাবের মর্য্যাদারক্ষায় সমর্থ হয় না। যাঁহারা এই অতিপ্রয়োজনীয় বিষয়ের সংস্কারে সিদ্ধিলাভ করিবেন, তাঁহারা সমাজের অক্ষয় আশীর্ব্বাদের পাত্র হইবেন, এবং প্রকৃত সংস্কারক বলিয়া চির প্রসিদ্ধি লাভ করিবেন।

* * * * * * * * *

বিশ্ববিদ্যালয়ে বাঙ্গালাপ্রবর্ত্তন সম্বন্ধে পরিষদের নিয়োজিত সমিতি যাহা করিয়াছেন, তাহার বিবরণ স্থানান্তরে প্রকাশিত হইল। পরিষদের সদস্য মহোদয়গণ সবিশেষ বিবেচনা করিয়া কর্ত্তব্যপথে অগ্রসর হয়েন, ইহাই বাঞ্ছনীয়। বিষয়টি অতি প্রয়োজনীয়। ধীরতা ও সমীক্ষ্যকারিতার সহিত এ বিষয়ের বিচার করা কর্ত্তব্য। যাঁহারা জাতীয় ভাষার গৌরবরক্ষণে তৎপর, আশা করি, তাঁহারাও এ বিষয়ে বিচারবিতর্ক করিয়া, কর্ত্তব্যনির্দ্ধারণ করিবেন।

পরিষদের কার্য্যবিবরণ।

প্রথম অধিবেশন।

৩০শে বৈশাখ, রবিবার।

উপস্থিত সদস্যগণ।

সভাপতি—মাননীয় শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র দত্ত সি, এস্ ; সি, আই, ই।

২। শ্রীযুক্ত গোপালচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।
৩। „ কুঞ্জবিহারী বসু বি, এ।
৪। „ মহারাজকুমার বিনয়কৃষ্ণ বাহাদুর।
৫। „ দীননাথ গঙ্গোপাধ্যায়।
৬। „ দ্বিজেন্দ্রচরণ গুপ্ত।
৭। „ মতিলাল দত্ত।
৮। „ মহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি।
৯। „ প্রতুলচন্দ্র বসু।
১০। „ রজনীকান্ত গুপ্ত।
১১। „ শিবাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য বি, এল্।
১২। „ সুরেশচন্দ্র সেন এম্. এ।
১৩। „ নগেন্দ্রনাথ ঘোষ (বারিষ্টার)।
১৪। „ যজ্ঞেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়।
১৫। „ মতিলাল হালদার বি, এল্।
১৬। „ ক্ষীরোদপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য এম্, এ।
১৭। „ ললিতচন্দ্র মিত্র এম্, এ।
১৮। শ্রীযুক্ত শ্রীশচন্দ্র বিশ্বাস বি, এল্।
১৯। „ ননীমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়।
২০। „ গোঁসাইদাস গুপ্ত।
২১। „ রাজকৃষ্ণ রায় চৌধুরী।
২২। „ ডাক্তার রাখালচন্দ্র সেন।
২৩। „ উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।
২৪। „ চণ্ডীচরণ সেন।
২৫। „ মনোমোহন বসু।
২৬। „ গোবিন্দলাল দত্ত।
২৭। „ ভবেন্দ্রনাথ দে এম্, এ।
২৮। „ চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়।
২৯। „ বীরেশ্বর পাঁড়ে।
৩০। „ নন্দকৃষ্ণ বসু এম্, এ; সি, এস্।
৩১। „ দেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় (সম্পাদক)

সভাপতি মহাশয় আসনগ্রহণ করিলে পর নিম্নলিখিত প্রস্তাবগুলি পরিগৃহীত হইল :—

১। নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ যথারীতি প্রস্তাব ও সমর্থনের পর বঙ্গীয় সাহিত্যপরিষদের সভ্যশ্রেণীভুক্ত হইলেন।

১। শ্রীযুক্ত ভুবনকৃষ্ণ মিত্র।
২। „ রাধানাথ মিত্র।
৩। „ নবীনচন্দ্র সেন কবিরাজ।
৪। „ পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়।
৫। „ যতীন্দ্রনাথ বসু।
৬। শ্রীযুক্ত রঘুনাথ চট্টোপাধ্যায়।
৭। „ রাজা স্যার্ শৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর, নাইট্।
৮। „ রজনীকান্ত চক্রবর্ত্তী।
৯। „ গোপালচন্দ্র মিত্র।

২। তাহার পর শ্রীযুক্ত দীননাথ গঙ্গোপাধ্যায় কবিরঞ্জন রামপ্রসাদ সেনের জীবনবৃত্ত পাঠ করিলেন। পঠিত প্রবন্ধে গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয় কবিরঞ্জনের সঙ্গীতশক্তি, সংসার-বিরক্তি, ঈশ্বরভক্তি ও তদ্বিরচিত বিদ্যাসুন্দর, কালীকীর্ত্তন প্রভৃতি কবিতাগ্রন্থ এবং তৎসঙ্গে রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের গুণগ্রাহিতা প্রভৃতি প্রসঙ্গ বিশদ ভাষায় বর্ণিত করেন। প্রবন্ধ পাঠান্তে শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি বলিলেন যে, সাহিত্যাংশে আরও কিছু বলিলে প্রবন্ধটি আরও উৎকৃষ্ট হইত, অর্থাৎ এই প্রবন্ধে কবিরঞ্জনের সাহিত্যানুশীলনের ধারা-বাহিকতা তৎপ্রণীত সঙ্গীত ও কবিতা প্রভৃতি দ্বারা বাঙ্গালা সাহিত্যের কিরূপ পুষ্টি সাধন হইয়াছে; এবং রায়গুণাকর ভারতচন্দ্র তৎপ্রণীত বিদ্যাসুন্দরের কিরূপ অনুকরণ করিয়াছেন, ইত্যাদি সাহিত্যসংক্রান্ত কথা লিখিলে প্রবন্ধটি আরও ভাল হইত। শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র সেন এম্, এ বলিলেন, কবিরঞ্জনের সঙ্গীতসমূহে তিন প্রকার ভণিতা দেখিতে পাওয়া যায়, এক প্রকার "দ্বিজ রামপ্রসাদ' অন্য প্রকার "রামপ্রসাদ দাস" এবং তৃতীয় "রামপ্রসাদ''। অতএব ইহার একটা মীমাংসা করা উচিত। তিনি আরও বলিলেন, রামপ্রসাদের কোন কোন সঙ্গীত গ্রন্থে পূর্ব্ববঙ্গপ্রচলিত অনেক শব্দ দেখিতে পাওয়া যায়। দৃষ্টান্ত স্বরূপ তিনি একখানি গ্রন্থের কোন কোন অংশ পাঠ করিলেন। ইহার উত্তরে শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি বলিলেন, বৈদ্যেরা আপনাদিগকে (ব্রাহ্মণ) বলিয়া পরিগণিত করেন, এই হেতু ভণিতাতে "দ্বিজ রামপ্রসাদ" থাকিবার সম্ভাবনা অনুমান করা যায়। অবশেষে সভাপতি মহাশয় প্রবন্ধ রচয়িতাকে ধন্যবাদ প্রদান পূর্ব্বক বলিলেন, কবিরঞ্জন রামপ্রসাদ সেনের স্মৃতিচিহ্ন স্থপনের চেষ্টা করা উচিত। কিন্তু অল্প-পরিমাণ টাকা সংগ্রহ করিয়া তদ্দ্বারা কেবল একটি গৃহ প্রস্তুত করিলে, তাহাতে প্রকৃত পক্ষে স্মৃতিচিহ্নের কার্য্য হইবে না; একটি অতিথিশালা ও একটি চতুষ্পাঠী স্থাপনের চেষ্টা করা উচিত। কিন্তু তাহা বহুব্যয়সাপেক্ষ। সাহিত্যপরিষদের আপাততঃ এরূপ অবস্থা নয় যে, তদ্দ্বারা এই বিষয়ে কোন অর্থ সাহায্য হইতে পারে। আমার বিবেচনায় স্বর্গীয় ভূদেব মুখোপাধ্যায় মহাশয় সংস্কৃত সাহিত্যের উন্নতির নিমিত্ত যে ফণ্ড্ স্থাপিত করিয়াছেন, তাহা হইতে এই বিষয়ের জন্য সাহায্য চেষ্টা করিলে ভাল হয়। আর এক কথা, প্রবন্ধের মধ্যে সাম্প্রদায়িকতার কোন চিহ্নই নাই, সুতরাং তাহা লইয়া আলোচনা করিবার আবশ্যকতা কি?

৩। শ্রীযুক্ত রাজকৃষ্ণ রায় চৌধুরীর প্রস্তাব উপস্থিত হইলে তাঁহার পত্রখানি পঠিত হইল। তাঁহার প্রস্তাবের মর্ম্ম এই যে, এখন বিদ্যালয়পাঠ্য পুস্তক সকলের মধ্যে ভাষা বিষয়ে অনেক গোলযোগ দেখা যায়, আর বাল্যশিক্ষার ফল চিরকাল স্থায়ী হইয়া থাকে, এই হেতু বালকেরা অশুদ্ধ ভাষা শিক্ষা করিলে পরিণামে অশুদ্ধ ভাষারই পক্ষপাতী হইয়া থাকে। তন্নিমিত্ত যাহাতে বিদ্যালয়পাঠ্যপুস্তকে বিশুদ্ধ ভাষা ব্যবহৃত হয়, তাহার জন্য সাহিত্যপরিষদের চেষ্টা করা উচিত। অর্থাৎ সেণ্ট্রাল টেক্‌ষ্ট্ বুক কমিটিতে সাহিত্য-

পরিষদের দুই তিন জন ব্যক্তিকে প্রতিনিধিরূপে গ্রহণ করা হউক। অবশেষে আলোচনা করিয়া স্থির হইল যে, এই বিষয়ে পরিষদের অন্যতম সদস্য ও সেণ্ট্রাল্ টেক্‌ষ্ট্ বুক্ কমিটির সভাপতি মাননীয় শ্রীযুক্ত গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের সহিত পরামর্শ করিয়া যাহা কর্ত্তব্য হয়, তাহা করা যাইবে।

৪। শ্রীযুক্ত চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের পরিষদের বর্ত্তমান বর্ষের কার্য্যনিরূপণ বিষয়ে প্রস্তাব উপস্থিত হইলে স্থির করা হইল যে, যিনি যে কার্য্যে ভার গ্রহণ করিয়াছেন, শীঘ্র সেই কার্য্য সম্পন্ন করিবার জন্য তাঁহাকে অনুরোধ করা হউক, আর এই প্রস্তাব উপস্থিত করার নিমিত্ত প্রস্তাবকর্ত্তাকে ধন্যবাদ প্রদান করা যাউক।

৫। স্থির হইল যে, ডাক্তার ত্রৈলোক্যনাথ মিত্র সাহিত্য-পরিষদের অন্যতম উৎসাহী সদস্য ছিলেন। তাঁহার অকাল মৃত্যুতে পরিষদ গভীর দুঃখ প্রকাশ করিতেছেন।

সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদের পর সভা ভঙ্গ করা হইল।

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়। শ্রীরমেশচন্দ্র দত্ত।
সম্পাদক। সভাপতি।

দ্বিতীয় অধিবেশন।

২২শে জ্যৈষ্ঠ, মঙ্গলবার।

উপস্থিত সদস্যগণ।

১। সভাপতি—মাননীয় শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র দত্ত, সি, এস্; সি আই, ই।

২। শ্রীযুক্ত কুঞ্জলাল রায়।
৩। ,, রাজা বিনয়কৃষ্ণ দেব বাহাদুর।
৪। ,, বীরেশ্বর পাঁড়ে।
৫। ,, রজনীকান্ত গুপ্ত।
৬। ,, যোগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়।
৭। ,, ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ এম্, এ।
৮। ,, চারুচন্দ্র ঘোষ।
৯। ,, সুরেশচন্দ্র সেন এম্, এ।
১০। ,, চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়।
১১। ,, দুর্গাদাস লাহিড়ী।
১২। ,, দীননাথ গঙ্গোপাধ্যায়।
১৩। ,, প্রতুলচন্দ্র বসু।
১৪। ,, মনোমোহন বসু।
১৫। ,, প্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায়।
১৬। ,, শিবাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য বি, এল্।
১৭। শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত এম্,এ,বি,এল্।
১৮। ,, নরেন্দ্রনাথ মিত্র বি, এল্।
১৯। ,, অমৃতকৃষ্ণ মল্লিক বি, এল্।
২০। ,, রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী এম্, এ, বি, এল্।
২১। ,, গোপালচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।
২২। ,, ভবেন্দ্রনাথ দে এম্, এ।
২৩। ,, গোঁসাইদাস গুপ্ত।
২৪। ,, সারদাপ্রসাদ দে।
২৫। ,, প্যারীলাল হালদার এম্, এ, বি, এল্।
২৬। ,, যতীন্দ্রনাথ বসু।
২৭। ,, নবীনচন্দ্র সেন কবিরাজ।
২৮। ,, হেমেন্দ্রনাথ সিংহ বি, এ।
২৯। ,, দেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় (সম্পাদক)।

১। পূর্ব্ববর্ত্তী অধিবেশনের কার্য্যবিবরণ পঠিত ও কোন কোন অংশে পরিবর্ত্তিত হইলে পর তাহা সভা কর্ত্তৃক পরিগৃহীত হইল।

২। তাহার পর সভাপতি মহাশয় পরিষদের অন্যতম সদস্য ও পৃষ্ঠপোষক শ্রীযুক্ত রাজা বিনয়কৃষ্ণ দেব বাহাদুরের উপাধি প্রাপ্তিতে আনন্দ প্রকাশ করিলেন এবং শ্রীযুক্ত মনোমোহন বসু তাহার অনুমোদন করিলেন।

৩। অন্যতম সদস্য কৃষ্ণবিহারী সেন মহাশয়ের মৃত্যুতে পরিষদ গভীর দুঃখ প্রকাশ করিলেন।

৪। যথারীতি প্রস্তাব ও সমর্থনের পর নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ সাহিত্য-পরিষদের সদস্য-শ্রেণী ভুক্ত হইলেন।

১। শ্রীযুক্ত ডাক্তার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় এম্, এ, বি, এল্।
২। ,, প্রিয়নাথ ঘোষ।
৩। ,, নরেন্দ্রনাথ সেন।
৪। ,, যোগেশচন্দ্র রায় এম্, এ।
৫। ,, শ্যামাচরণ মিত্র।
৬। শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র দত্ত এম্, এ, বি, এল্।
৭। ,, হরিশ্চন্দ্র নিয়োগী।
৮। ,, কালীপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায় রায় সাহেব।

৫। তাহার পর শ্রীযুক্ত ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ এম্, এ, নাটকের ইতিবৃত্ত বিষয়ে প্রবন্ধ পাঠ করিলেন। প্রবন্ধ মধ্যে তিনি নাটক কি, অভিনয় কি, অভিনয় কত প্রকার, ভারতীয় নাটকের ধারাবাহিক ইতিহাস এবং সেই সঙ্গে সংক্ষেপতঃ অপরাপর দেশের নাটকের ইতিহাসের কথা হৃদয়গ্রাহিণী ভাষায় বর্ণিত করেন। প্রবন্ধ পাঠের পর সভাপতি মহাশয় পাঠককে ধন্যবাদ প্রদানপূর্ব্বক বলিলেন, লেখক প্রবন্ধের নিমিত্ত অনেক পরিশ্রম করিয়াছেন।

৬। শ্রীযুক্ত শ্রীশচন্দ্র বিশ্বাস বি, এল্ মহাশয়ের বাঙ্গালার প্রবাদবাক্য সম্বন্ধে প্রস্তাব পঠিত হইলে পর স্থির করা হইল যে, পরিষদের সদস্যদিগকে বাঙ্গালাদেশপ্রচলিত প্রবাদবাক্য সকল যথাসাধ্য সংগ্রহ করিয়া পাঠাইতে অনুরোধ করা হউক। আর এই অনুরোধ সমস্ত সদস্যকে জ্ঞাত করিবার নিমিত্ত পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দেওয়া হউক।

৭। তদনন্তর সভাপতি মহাশয় পরিভাষা ও কৃত্তিবাসী রামায়ণের কিরূপ কার্য্য হইতেছে ও হইয়াছে, তাহা আলোচনা পূর্ব্বক বলিলেন, এই সকল কার্য্য যথাসম্ভব সত্বর সম্পন্ন করিতে চেষ্টা করা আমাদিগের পক্ষে কর্ত্তব্য। ভূগোলের পরিভাষা দুই এক মাসের ভিতর সম্পন্ন হইলে যদি বুঝা যায় যে, কমিটির প্রতি অর্পণ না করিয়া একজন ব্যক্তির প্রতি অর্পণ করিলে পরিভাষার কার্য্য সত্বর সম্পন্ন হইবে, তাহা হইলে তাহাই করিতে হইবে। কৃত্তিবাসী রামায়ণের সমগ্র অংশ একবারে বাহির না করিয়া এক এক কাণ্ড করিয়া বাহির করিলেও হইতে পারে। আমার বিবেচনায় কৃত্তিবাসী রামায়ণের ন্যায় কাশীরাম দাসের মহাভারত, কবিকঙ্কণের চণ্ডী প্রভৃতি প্রাচীন পুঁথি সকল ক্রমশঃ বাহির করিতে চেষ্টা করাও পরিষদের একটি প্রধান কার্য্য। পরিষদের পত্রিকাকে মাসিক করিতেও অনেকে ইচ্ছা

প্রকাশ করিতেছেন। পরিষদ-পত্রিকা যে, এখন অনিয়মিত রূপে বাহির হইতেছে, আমার বোধ হয়, অপরের প্রেসে ছাপানও ইহার একটি কারণ। এই সকল কারণে পরিষদের নিজের একটি প্রেস্ হওয়া আমি কর্ত্তব্য বলিয়া বিবেচনা করি। প্রেসের নিমিত্ত যে টাকার প্রয়োজন হইবে, সেই টাকা দেশের সদাশয় ও সাহিত্যানুরাগী রাজা জমীদারদিগের নিকট সংগ্রহ করাই যুক্তিযুক্ত মনে করি, এবং টাকা সংগ্রহের ভার লইতেও আমি প্রস্তুত আছি।

সভাপতি মহাশয়ের কথা শেষ হইলে সকলেই এই প্রস্তাবের আবশ্যকতা স্বীকার করিলেন, এবং স্থির করিলেন যে, আমাদের এই উদ্দেশ্যের কথা জানাইবার নিমিত্ত একখানি অনুষ্ঠানপত্র সভাপতি মহাশয়ের নামে প্রচারিত করা হউক, তাহার পর প্রয়োজনানুরূপ টাকা সংগৃহীত হইলে পর প্রেস প্রভৃতি ক্রয় করিবার চেষ্টা করা হউক।

তাহার পর সভাপতি মহাশয়কে যথারীতি ধন্যবাদ প্রদান করিয়া সভা ভঙ্গ করা হইল।

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়,
সম্পাদক।

শ্রীরমেশচন্দ্র দত্ত,
সভাপতি।

তৃতীয় অধিবেশন।

২৪শে আষাঢ়, রবিবার।

উপস্থিত সদস্যগণ।

১। সভাপতি—মাননীয় শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র দত্ত সি, এস্, সি ; সি, আই, ই।

২। শ্রীযুক্ত রাজা বিনয়কৃষ্ণ দেব বাহাদুর।
৩। ,, কুঞ্জলাল রায়।
৪। ,, সারদাপ্রসাদ দে।
৫। ,, হীরেন্দ্রনাথ দত্ত এম্, এ, বি এল্
৬। ,, গোপালচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।
৭। ,, শিবাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য বি, এল্।
৮। ,, মহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি।
৯। ,, প্যারীলাল হালদার এম্, এ, বি, এল্।
১০। ,, নগেন্দ্রনাথ ঘোষ (বারিষ্টার)।
১১। ,, নবীনচন্দ্র সেন কবিরাজ।
১২। ,, কুঞ্জবিহারী বসু বি, এ।
১৩। ,, রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী এম্, এ।
১৪। ,, মতিলাল হালদার বি, এল্।
১৫। ,, অমৃতকৃষ্ণ মল্লিক বি, এল্।
১৬। ,, নন্দকৃষ্ণ বসু এম্, এ; সি, এস্।
১৭। ,, নবীনচন্দ্র সেন (সহঃ সভাপতি)
১৮। ,, বীরেশ্বর পাঁড়ে।
১৯। ,, মনোমোহন বসু।
২০। শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী এম্, এ, বি, এল্।
২১। ,, শ্রীশচন্দ্র বিশ্বাস বি, এল্।
২২। ,, সারদারঞ্জন রায় এম্, এ।
২৩। মাননীয় বিচারপতি শ্রীযুক্ত গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এম্, এ, ডি, এল্।
২৪। শ্রীযুক্ত হারাণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এম্,এ, বি, এল্।
২৫। ,, নরেন্দ্রনাথ মিত্র বি, এল্।
২৬। ,, মাধবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।
২৭। ,, কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্য বি, এল্।
২৮। ,, যোগীন্দ্রনাথ রায়।
২৯। ,, মতিলাল দত্ত।
৩০। ,, গোবিন্দলাল দত্ত।
৩১। ,, মাখনলাল সিংহ।
৩২। ,, দেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় (সম্পাদক)
৩৩। ,, চন্দ্রনাথ তালুকদার (সহ সম্পাদক)

১। পূর্ব্ববর্ত্তী অধিবেশনের কার্য্যবিবরণ পঠিত ও কোন কোন অংশে পরিবর্ত্তিত হইলে পর তাহা পরিগৃহীত হইল।

২। যথারীতি প্রস্তাব ও সমর্থনের পর নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ সাহিত্য-পরিষদের সদস্য-শ্রেণীভুক্ত হইলেন।

১। শ্রীযুক্ত শশিভূষণ সেন বি, এ।
২। ,, কবিরাজ বিধুভূষণ সেন কবিরঞ্জন।
৩। ,, নগেন্দ্রনাথ ঘোষ।
৪। শ্রীযুক্ত মনোরঞ্জন গুহ।
৫। ,, ইন্দ্রনারায়ণ ঘোষ বি, এল্।
৬। ,, কুমার দক্ষিণেশ্বর মালিয়া।
৭। ,, রামেশ্বর মণ্ডল বি, এল্।

৩। সাহিত্য-পরিষদের প্রস্তাবিত মুদ্রাযন্ত্র সম্বন্ধে কথা উঠিলে সভাপতি মহাশয় এই কার্য্যে যাঁহারা সাহায্য প্রদান করিয়াছেন বা করিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছেন, তাঁহাদিগের নাম ও টাকার পরিমাণ উল্লেখ পূর্ব্বক বলিলেন, ইহাতে যে পরিমাণ টাকার প্রয়োজন হয়, তাহা সংগ্রহ করিবার নিমিত্ত যথাসাধ্য চেষ্টা করিব। তাহার পর প্রস্তাবিত গ্রন্থপ্রকাশ-সমিতি সম্বন্ধে নিম্নলিখিত নিয়মগুলি ধার্য্য হইল :—

(১) বাঙ্গালার প্রাচীন কাব্য ও অন্যান্য সারগর্ভ গ্রন্থ প্রকাশের নিমিত্ত পরিষদ কর্ত্তৃক একটি গ্রন্থপ্রকাশ-সমিতি স্থাপিত হউক। সভাপতি, সহকারী সভাপতিগণ, সম্পাদক এবং শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ ঘোষ, শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী, শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত গুপ্ত ও শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীকে লইয়া গ্রন্থপ্রকাশসমিতি গঠিত হউক। শ্রীযুক্ত রাজা বিনয়কৃষ্ণ দেব বাহাদুর গ্রন্থপ্রকাশ-সমিতির ধনরক্ষক হউন।

(২) গ্রন্থ প্রকাশের জন্য একটি যন্ত্রালয় স্থাপন করা হউক। যন্ত্রালয়ের নাম সাহিত্য-পরিষদ যন্ত্র হইবে। ইহাতে পরিষদপত্রিকার মুদ্রাকার্য্য এবং পরিষদসংক্রান্ত অন্যান্য মুদ্রাকার্য্য বিনা মূল্যে সম্পাদিত হইবে।

(৩) গ্রন্থ প্রকাশের জন্য যে চাঁদা উঠিবে এবং যন্ত্রালয় হইতে যে আয় হইবে, এই সমিতি তাহার পৃথক হিসাব রাখিবেন, এবং সেই টাকা প্রথম নিয়মের উল্লিখিত বিষয়ে ব্যয় করিবেন।

(৪) গ্রন্থপ্রকাশ-সমিতি কর্ত্তৃক যে যে প্রাচীন গ্রন্থ প্রকাশ করা মত হইবে, সাহিত্য-পরিষদ যন্ত্র হইতে তাহা মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইবে।

(৫) পরিষদের মুদ্রাকার্য্য এবং প্রাচীনকাব্য ভিন্ন অন্য কোন পুস্তকাদি কেহ যথোচিত মূল্য দিয়া সাহিত্য-পরিষদ যন্ত্রে মুদ্রিত করিতে ইচ্ছা করিলে তাঁহার প্রস্তাব সমিতির নিকট উপস্থিত করিয়া নিষ্পত্তি করিতে হইবে। সমিতি ইচ্ছা করিলে এ বিষয়ের সমস্ত ভার সম্পাদকের হস্তে অর্পণ করিতে পারিবেন।

(৬) যন্ত্রের কার্য্য সম্পাদন বিষয়ে এবং কাব্য-প্রকাশ সম্বন্ধে গ্রন্থ-প্রকাশ-সমিতি আবশ্যকমত নিয়মাদি করিতে পারিবেন।

৪। তাহার পর শ্রীযুক্ত রাজা বিনয়কৃষ্ণ দেব বাহাদুরের প্রস্তাব অনুসারে সাহিত্য-পরিষদ রেজেষ্টারি করিবার কথা উঠিলে স্থির করা হইল যে, সাহিত্য-পরিষদ রেজেষ্টারি করা হউক, এবং এই কার্য্য নির্ব্বাহের জন্য সভাপতি, শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ ঘোষ, শ্রীযুক্ত রাজা বিনয়কৃষ্ণ, শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত ও সম্পাদককে লইয়া একটি শাখা-সমিতি গঠিত করা হউক।

৫। শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয় কৃত্তিবাসী রামায়ণ কিরূপ অবিশুদ্ধ ও বিমিশ্র ভাব ধারণ করিয়াছে এবং কিরূপে ইহার উদ্ধার সাধন করা যাইতে পারে, সেই বিষয় অনেক কথা বলিলেন। তাহার পর কৃত্তিবাসী রামায়ণ সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয়কে সাহায্য করিবার নিমিত্ত শ্রীযুক্ত সারদারঞ্জন রায় এম্, এ, শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী এম্, এ, শ্রীযুক্ত অমৃতকৃষ্ণ মল্লিক বি, এল্, শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ মিত্র বি, এল্, শ্রীযুক্ত মনোমোহন বসু এবং শ্রীযুক্ত গোবিন্দলাল দত্ত আপন আপন ইচ্ছা প্রকাশ করিলে পর পরিষদ তাঁহাদিগকে সেই কার্য্যে নিযুক্ত করিলেন। শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয়ের প্রতি রামায়ণ সম্পাদনের ভার অর্পিত হইলে পর সভাপতি মহাশয় বলিলেন, বিদ্যাপতির পদাবলী সম্পাদন করিবার নিমিত্ত আমি শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়কে ভার প্রদান করিতে ইচ্ছা করি। ইহার জন্য শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় পদকল্পতরু প্রভৃতি যে সকল গ্রন্থ চাহিয়াছেন, সভাপতি মহাশয় তাহারও উল্লেখ করিলেন। অবশেষে পরিষদ আনন্দের সহিত সভাপতি মহাশয়ের প্রস্তাব অনুমোদন পূর্ব্বক শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে উক্ত ভার দিতে ইচ্ছুক হইলেন।

তৎপরে সভাপতি মহাশয়কে যথারীতি ধন্যবাদ প্রদান করিয়া সভার কার্য্য শেষ করা হইল।

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়,
সম্পাদক।

শ্রীরমেশচন্দ্র দত্ত,
সভাপতি।

পরিষদের কর্ম্মাধ্যক্ষগণ।

১।	মাননীয় শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র দত্ত সি, এস্; সি, আই, ই,	সভাপতি।
২।	শ্রীযুক্ত চন্দ্রনাথ বসু এম্, এ, বি, এল্,	সহকারী সভাপতি।
৩।	„ নবীনচন্দ্র সেন,	সহকারী সভাপতি।
৪।	„ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর,	সহকারী সভাপতি।
৫।	„ দেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়,	সম্পাদক।
৬।	„ রজনীকান্ত গুপ্ত,	পত্রিকা-সম্পাদক।
৭।	„ রজনীনাথ রায় এম্, এ,	আয়ব্যয়-পরীক্ষক।
৮।	„ সারদারঞ্জন রায় এম্, এ,	আয়ব্যয়-পরীক্ষক।
৯।	„ চন্দ্রনাথ তালুকদার,	সহকারী সম্পাদক, ধনরক্ষক ও গ্রন্থরক্ষক।

কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতির সদস্য।

শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী এম্,এ,বি,এল্।
„ রাজা বিনয়কৃষ্ণ দেব বাহাদুর।
„ ডাক্তার সূর্য্যকুমার সর্ব্বাধিকারী।
„ রাজেন্দ্রচন্দ্র শাস্ত্রী এম্, এ।

শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত এম্, এ, বি, এল্।
„ মনোমোহন বসু।
„ চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়।
„ রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী এম্, এ।

১। শ্রীযুক্ত রাজা বিনয়কৃষ্ণ বাহাদুর, কলিকাতা।
২। মাননীয় শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র দত্ত সি, এস্ ; সি, আই, ই, কলিকাতা।
৩। শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত গুপ্ত, „
৪। „ হীরেন্দ্রনাথ দত্ত এম্,এ, বি,এল্ „
৫। „ ক্ষেত্রপাল চক্রবর্ত্তী, „
৬। „ গোপালচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, „
৭। „ ডাক্তার সূর্য্যকুমার সর্ব্বাধিকারী „
৮। „ সারদাপ্রসাদ দে, „
৯। „ নরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় বি, এ, „
১০। „ নীলরতন মুখোপাধ্যায় বি, এ, বেলডাঙ্গা, মুর্শিদাবাদ।
১১। „ মতিলাল হালদার বি,এল্, কলিকাতা।
১২। „ জগচ্চন্দ্র সেন, কুমিল্লা।
১৩। মাননীয় শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, কলিকাতা।
১৪। শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র দাস সি, আই, ই, „
১৫। „ নগেন্দ্রনাথ ঘোষ, ব্যারিষ্টার, „
১৬। পণ্ডিত তারাকুমার কবিরত্ন, „
১৭। শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, „
১৮। „ মাধবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, „
১৯। „ সুন্দরীমোহন দাস এম, বি, „
২০। „ মনোমোহন বসু, „
২১। „ সাতকড়ি হালদার বি, এল্, রায়গ্রাম, দিনাজপুর।
২২। „ গোঁসাইদাস গুপ্ত, কলিকাতা।
২৩। „ নন্দকৃষ্ণ বসু এম্, এ ; সি, এস্, „
২৪ „ দেবকিশোর মুখোপাধ্যায় এম, এ, „
২৫ „ ক্ষীরোদপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য এম, এ, „
২৬ „ উমেশচন্দ্র বটব্যাল এম, এ ; সি, এস্, বগুড়া।
২৭। „ চারুচন্দ্র ঘোষ, কলিকাতা।
২৮। „ আশুতোষ বন্দ্যোপাধ্যায়, „
২৯। „ শ্রীযুক্ত বসন্তরঞ্জন রায়, বেলেতোর, বাঁকুড়া।
৩০। শ্রীযুক্ত চন্দ্রশেখর কালী এল্, এম্, এস্, কলিকাতা।
৩১। „ ডাক্তার রাখালচন্দ্র সেন, „
৩২। „ চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, „
৩৩। „ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, „
৩৪। „ নবীনচন্দ্র সেন বি, এ (বিশিষ্ট) „
৩৫। „ মাননীয় বিচারপতি শ্রীযুক্ত গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এম্, এ, ডি, এল্, কলিকাতা।
৩৬। „ রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী এম্, এ, „
৩৭। „ সারদারঞ্জন রায় এম্, এ, „
৩৮। „ দীননাথ সেন, স্কুল ইন্‌স্পেক্টর, ঢাকা।
৩৯। „ কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্য বি, এল্, হাবড়া।
৪০। „ অমৃতলাল রায় (হোপ-সম্পাদক), কলিকাতা।
৪১। „ রাজনারায়ণ বসু (বিশিষ্ট), দেওঘর।
৪২। „ প্রফুল্লচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, কলিকাতা।
৪৩। প্রমথনাথ বসু বি, এস্, সি, „
৪৪। Sir Monier William K. C. I. E. (বিশিষ্ট), লণ্ডন।
৪৫। শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী এম্,এ,বি,এল, বরাহনগর।
৪৬। Sir William Hunter K. C. S. I. (বিশিষ্ট), লণ্ডন।
৪৭। শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ চট্টোপাধ্যায় বি, এ, কালিকাপুর, কাটোয়া।
৪৮। „ রাজেন্দ্রচন্দ্র শাস্ত্রী এম্, এ, কলিকাতা।
৪৯। „ অবিনাশচন্দ্র দাস এম্, এ, বি, এল্ আজিমগঞ্জ, মুরশিদাবাদ।
৫০। „ হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় বি,এল (বিশিষ্ট), খিদিরপুর।
৫১। „ যোগেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ, „
৫২। Johou Beames Esqr. (বিশিষ্ট), লণ্ডন।
৫৩। শ্রীযুক্ত বীরেশ্বর পাঁড়ে, কলিকাতা।
৫৪। „ নৃসিংহচন্দ্র মুখোপাধ্যায় এম্, এ, বি,এল্ কলিকাতা।
৫৫। „ কালীপ্রসন্ন ঘোষ (বিশিষ্ট), ঢাকা।

৫৬। শ্রীযুক্ত চন্দ্রনাথ বসু এম্, এ, বি, এল্ (বিশিষ্ট), কলিকাতা।
৫৭। " গোবিন্দলাল দত্ত, "
৫৮। " নিত্যকৃষ্ণ বসু এম্, এ, "
৫৯। Sir George Birdwood K. C. I. E. (বিশিষ্ট), লণ্ডন।
৬০। শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র সমাজপতি (সাহিত্য-সম্পাদক), কলিকাতা।
৬১। " শরচ্চন্দ্র চৌধুরী বি, এ (শিক্ষাপরিচয়-সম্পাদক), উত্তরপাড়া।
৬২। " দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর (বিশিষ্ট), কলিকাতা।
৬৩। " মথুরানাথ সিংহ বি, এল্, বাঁকীপুর।
৬৪। " পূর্ণেন্দুনারায়ণ সিংহ এম্, এ, বি, এল্, "
৬৫। " নবীনচন্দ্র দাস এম্, এ, নদীয়া।
৬৬। " যোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ এম্, এ, রঙ্গপুর।
৬৭। " শ্রীশচন্দ্র মজুমদার, চাঁইবাসা।
৬৮। " ক্ষীরোদনাথ সিংহ এম্, এ, বি, এল্, তমোলুক।
৬৯। " ললিতচন্দ্র মিত্র এম্, এ, কলিকাতা।
৭০। " শিবাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য বি, এল্, "
৭১। " হরিমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, "
৭২। " বিপিনবিহারী গুপ্ত এম, এ, "
৭৩। " বরদাকান্ত সেন গুপ্ত, "
৭৪। " কৈলাসচন্দ্র দাস এম, এ, "
৭৫। " চণ্ডীচরণ সেন, ভবানীপুর।
৭৬। " ভুবনকৃষ্ণ মিত্র, কলিকাতা।
৭৭। " দীননাথ গঙ্গোপাধ্যায়, হালিসহর।
৭৮। " রাধানাথ মিত্র, কলিকাতা
৭৯। " ননীমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় এম্, এ, "
৮০। " রজনীনাথ রায় এম্, এ (ডেঃ কণ্ট্রোলার), ভবানীপুর।
৮১। " নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত (ট্রিবিউন্-সম্পাদক, লাহোর।
৮২। " চন্দ্রনারায়ণ সিংহ এম্, এ, ভাগলপুর।
৮৩। " রায় শিবচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় বাহাদুর, "
৮৪। শ্রীযুক্ত অতুলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, বর্দ্ধমান।
৮৫। " রামলাল মুখোপাধ্যায় বি, এল্ "
৮৬। " সত্যতারণ মুখোপাধ্যায় বি, এ, "
৮৭। " মন্মথকুমার বসু এম্, এ, "
৮৮। " প্রমদানাথ মুখোপাধ্যায় বি, এল্, "
৮৯। " বন্ধুবিহারী সিংহ বি, এ, কাটোয়া।
৯০। " শ্যামাধব রায়, কলিকাতা।
৯১। " অক্ষয়কুমার সেন, ঢাকা।
৯২। " দুর্গাদাস লাহিড়ী, কলিকাতা।
৯৩। " নীলমণি মুখোপাধ্যায় এম, এ, বি, এল্, কলিকাতা।
৯৪। " অপূর্ব্বচন্দ্র দত্ত বি, এস্, সি, জব্বলপুর।
৯৫। " নন্দলাল বাগচি বি, এ, তমোলুক।
৯৬। " রমেশচন্দ্র দাস বি, এ, বরিশাল।
৯৭। " কুমুদবন্ধু দাস বি, এ, ময়মনসিংহ।
৯৮। " বিপিনবিহারী দাস গুপ্ত বি, এল্, বরিশাল।
৯৯। " অবিনাশচন্দ্র মিত্র বি, এল, সিউড়ি।
১০০। " গিরীন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এম্, এ, "
১০১। " নৃত্যগোপাল মুখোপাধ্যায় এম্, এ, বহরমপুর।
১০২। " লোকেন্দ্রনাথ পালিত সি, এস্, বরিশাল।
১০৩। " চিত্তরঞ্জন দাস, বারিষ্টার, কলিকাতা।
১০৪। " আশুতোষ চৌধুরী এম্, এ, এল্, এল্, বি, বারিষ্টার, কলিকাতা।
১০৫। " নবীনচন্দ্র সেন কবিরাজ, "
১০৬। " শ্যামাকুমুদ মুখোপাধ্যায়, রাজসাহী।
১০৭। " পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়, কলিকাতা।
১০৮। " শশধর রায় এম্, এ, বি, এল্, রাজসাহী।
১০৯। " শরচ্চন্দ্র রায় বি, এল্, "
১১০। " ব্রজেন্দ্রনাথ দে এম্, এ ; সি, এস্, বালেশ্বর।
১১১। " বিহারীলাল গুপ্ত সি, এস্, বাখরগঞ্জ।
১১২। " দীনেশচন্দ্র সেন বি, এ, কুমিল্লা।
১১৩। স্যার্ রমেশচন্দ্র মিত্র, নাইট্, ভবানীপুর।

১১৪। মাননীয় বিচারপতি শ্রীযুক্ত চন্দ্রমাধব ঘোষ, কলিকাতা।
১১৫। শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রনাথ গুপ্ত এম্, এ ; সি, এস্, হুগলী।
১১৬। " বরদাচরণ মিত্র এম্, এ ; সি, এস্, ফরিদপুর।
১১৭। পণ্ডিত মহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি, কলিকাতা।
১১৮। শ্রীযুক্ত দাশরথি ঘোষ এম্, এ, বি, এল্, হুগলি।
১১৯। " নরেন্দ্রনাথ মিত্র বি, এল্, কলিকাতা।
১২০। " কুঞ্জবিহারী বসু বি, এ, "
১২১। " ঈশানচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, খিদিরপুর।
১২২। " মুনীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য এম্, এ, বি, এল্, কলিকাতা।
১২৩। " রঘুনাথ চট্টোপাধ্যায়, "
১২৪। " প্রমথনাথ চট্টোপাধ্যায় এম্, এ, বাঁকুড়া।
১২৬। " হেমেন্দ্রনাথ সিংহ বি, এ, কলিকাতা।
১২৬। " কালীপ্রসন্ন চক্রবর্ত্তী, ময়মনসিংহ।
১২৭। কবিরাজ লক্ষ্মীনারায়ণ রায়, কলিকাতা।
১২৮। শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বসু এম্, বি, "
১২৯। " শিবনারায়ণ মুখোপাধ্যায়, উত্তরপাড়া।
১৩০। " হেমাঙ্গচন্দ্র বসু বি, এল্, যশোহর।
১৩১। " কুঞ্জলাল রায়, কলিকাতা।
১৩২। " মন্মথনাথ দত্ত এম্, এ, "
১৩৩। " মতিলাল মল্লিক বি, এ, মেদিনীপুর।
১৩৪। " মহেন্দ্রচন্দ্র মজুমদার, রঙ্গপুর।
১৩৫। " অঘোরনাথ ঘোষ বি, এল্, বাঁকুড়া।
১৩৬। " তারণচন্দ্র সেন, "
১৩৭। " নয়নাঞ্জন ভট্টাচার্য্য এম্, এ, "
১৩৮। " কুলদাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, "
১৩৯। ডাক্তার উমেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, সিবিল সার্জ্জন, "
১৪০। কুমার রামেশ্বর মালিয়া, জমিদার, সিয়ারসোল।
১৪১। শ্রীযুক্ত রাজকৃষ্ণ রায় চৌধুরী, হাবড়া।
১৪১। শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রনারায়ণ রায়, কলিকাতা।
১৪২। " গোবিন্দচন্দ্র দাস এম্, এ, বি, এল্, "
১৪৩। " সারদাচরণ মিত্র এম্, এ, বি, এল্, "
১৪৪। " যোগীন্দ্রচন্দ্র চক্রবর্ত্তী এম্, এ, দিনাজপুর।
১৪৫। " অশ্বিনীকুমার দাস বি, এ, কুমিল্লা।
১৪৬। " মাখনলাল সিংহ, হাবড়া।
১৪৭। " রাজেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় এম্, এ, বি, এল্, কলিকাতা।
১৪৮। " ভবেন্দ্রনাথ দে বি, এল্, "
১৪৯। " অমৃতকৃষ্ণ মল্লিক বি, এল্, "
১৫০। " মন্মথচন্দ্র মল্লিক, "
১৫১। " হেমচন্দ্র মল্লিক, "
১৫২। " প্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায়, "
১৫৩। " যজ্ঞেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়, "
১৫৪। " যোগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, "
১৫৫। " রায় রোহিণীকুমার সেনগুপ্ত, কীর্ত্তিপাশা, বরিশাল।
১৫৬। " সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর সি, এস্, সেতারা।
১৫৭। " জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর কলিকাতা।
১৫৮। " ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর বি, এ, "
১৫৯। " বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর, "
১৬০। " গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর, "
১৬১। " রাজা স্যার্ শৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর, নাইট, সি, আই, ই, কলিকাতা।
১৬২। " রজনীকান্ত চক্রবর্ত্তী, মালদহ।
১৬৩। " গোপালচন্দ্র মিত্র এল, এম্, এস্, হাবড়া
১৬৪। " মন্মথনাথ ভট্টাচার্য্য এম্, এ, কলিকাতা।
১৬৫। " অমৃতলাল মিত্র, টালা।
১৬৬। " ক্ষীরোদচন্দ্র রায় চৌধুরী এম্, এ, ছাপরা।
১৬৭। " বরদাকান্ত চক্রবর্ত্তী, বহর, ঢাকা।
১৬৮। " চন্দ্রনাথ তালুকদার, কলিকাতা।
১৬৯। " কেদারনাথ বসু বি, এ, "
১৭০। " কুমুদিনীকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায় এম্, এ, রাজসাহী।

১৭১। শ্রীযুক্ত রাজা রাজরাজেশ্বরী প্রসাদ সিংহ বাহাদুর, সূর্য্যপুর, আরা।
১৭২। „ হারাণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এম্,এ,বি,এল, কলিকাতা।
১৭৩। „ রায় বাহাদুর কাশীনাথ বালকৃষ্ণ মরাঠে, সেতারা।
১৭৪। „ হৃদয়রঞ্জন খাঁ এম্, এ, হাবড়া।
১৭৫। „ মন্মথনাথ মুস্তফি বি, এ, কলিকাতা।
১৭৬। „ মতিলাল দত্ত, „
১৭৭। „ দ্বিজেন্দ্রচরণ গুপ্ত, „
১৭৮। „ প্রতুলচন্দ্র বসু, „
১৭৯। „ হরিসাধন মুখোপাধ্যায়, „
১৮০। „ শরচ্চন্দ্র সরকার, „
১৮১। „ শান্তশীল বন্দ্যোপাধ্যায় বি, এ, „
১৮২। „ প্রমথনাথ চট্টোপাধ্যায় এম্, এ, বি,এল্ আমুলিয়া।
১৮৩। „ পণ্ডিত অনন্তবাপু যোশী শাস্ত্রী, ধারোয়ার।
১৮৪। „ গোপালকৃষ্ণ ঘোষ বি, এল্, দুবরাজপুর
১৮৫। „ রায় নৃসিংহচন্দ্র দত্ত বাহাদুর, হাবড়া।
১৮৬। „ কুমার প্রমথনাথ মালিয়া, সিয়ারসোল।
১৮৭। „ রামদাস মৈত্র, হাবড়া।
১৮৮। „ ব্রজেন্দ্রনাথ শীল এম্, এ, বহরমপুর।
১৮৯। „ অবিনাশচন্দ্র বসু এম্, এ, বর্দ্ধমান।
১৯০। „ লালগোপাল চক্রবর্ত্তী এম্, এ, কলিকাতা।
১৯১। „ কালিদাস মল্লিক এম্, এ, বর্দ্ধমান।
১৯২। „ প্যারীলাল হালদার এম্, এ, বি, এল, কলিকাতা।
১৯৩। „ উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, হাবড়া।
১৯৪। „ সুরেশচন্দ্র সেন এম্, এ, হুগলি।
১৯৫। „ আনন্দচন্দ্র মিত্র, কলিকাতা।
১৯৬। „ ডাক্তার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় এম্,এ, ভবানীপুর।
১৯৭। শ্রীযুক্ত প্রিয়নাথ ঘোষ এম্, এ, কুচবিহার।
১৯৮। „ নরেন্দ্রনাথ সেন, কলিকাতা
১৯৯। „ যোগেশচন্দ্র রায় এম্, এ, কটক।
২০০। „ শ্যামাচরণ মিত্র, কলিকাতা
২০১। „ যোগেশচন্দ্র দত্ত এম্, এ, „
২০২। „ কালীপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায় রায় সাহেব, হুগলী।
২০৪। „ নগেন্দ্রনাথ ঘোষ, ভবানীপুর।
২০৫। „ শশিভূষণ সেন বি, এ, রামপুরহাট।
২০৬। „ রামেশ্বর মণ্ডল বি, এল্, কলিকাতা।
২০৭। „ ইন্দ্রনারায়ণ ঘোষ বি, এল্, ভাগলপুর।
২০৮। „ কুমার দক্ষিণেশ্বর মালীয়া, সিয়াড়সোল, রাণীগঞ্জ।
২০৯। „ মনোরঞ্জন গুহ, হাজারিবাগ।
২১০। „ যাদবকিশোর গাঙ্গুলী বিদ্যারত্ন, কলিকাতা।
২১১। „ বিজয়কেশব মিত্র বি, এল, „
২১২। „ শরচ্চন্দ্র দে বি, এল্, „
২১৩। „ দেবপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী এম্,এ, বি,এল, „
২১৪। „ সুরেন্দ্রনাথ রায়, জমিদার, নড়াইল কাশীপুর।
২১৫। „ কৃষ্ণধন মুখোপাধ্যায়, কলিকাতা।
২১৬। „ অম্বিকাচরণ গুপ্ত, ভাজামোড়া, হুগলী।
২১৭। „ ব্যোমকেশ মুস্তফি, কলিকাতা।
২১৮। „ হরিমাধব সেন, „
২১৯। „ যশোদানন্দন প্রামাণিক এম্, এ, বি, এল্, „
২২০। „ ডাক্তার প্রতাপচন্দ্র মজুমদার এম্, ডি, কলিকাতা।
২২১। মনোমোহন সেন গুপ্ত, „
২২২। ত্রিগুণাচরণ সেন এম্, এ, „

To

THE PRESIDENT,

BANGIYA SAHITYA PARISHAD.

SIR,

1. At a meeting of the *Parishad* held on the 26th August 1894, we the undersigned were requested to consider the following proposals and submit a report thereon.

(I) That it is desirable that in the Entrance Examination of the Calcutta University, candidates be examined in their own vernaculars in such subjects as History, Geography and Mathematics on text-books written in such vernaculars.

(II) That it is desirable that for the F. A. and B. A. Examinations of the Calcutta University, vernacular text-books be prescribed with those in the Classical second languages, viz.—Sanskrit, Arabic, and Persian; or that in such examinations, Composition in and Translation into the vernaculars be made a part of the required test.

2. Before submitting our report we thought it desirable to elicit the opinions of educationists and leaders of the Hindu and Mahomedan communities, and to that end issued a circular letter to about 200 gentlemen. We requested them to give their opinions in reply to the following questions:—

(I) Whether you approve, and if so, to what extent, of the proposal to make the vernacular languages the medium of instruction up to the Entrance examination of the Calcutta University in the following subjects, viz:— History, Geography, and Mathematics; or whether you would for the present, restrict the proposal up to the standard of Middle English Examination, *i. e.* to the fourth class of Entrance Schools.

(II) Whether you approve, and, if so, to what extent, of the proposal to make the study of vernacular languages a part of the curriculum in the F. A. and B. A. Examinations, not in substitution of Sanskrit, Arabic, or Persian, but in addition to these languages.

Seventy gentlemen have responded to our call and have favoured us with their opinions.

3. The above tentative proposals were laid before the *Parishad* with a view to secure two objects, viz:—

(1) to improve vernacular literature and develop a taste for it among the educated classes.

(II) to effect an improvement in the system of education and general enlightenment of the people.

4. We shall take the second proposal first, chiefly because the majority of the gentlemen who have honored us with their opinions are more or less in its favor. The objections that have been taken to this proposal may be summarized as follow :—

(*a*) Vernacular literature requires no teaching in Colleges.

(*b*) Vernacular text-books if prescribed in lieu of a portion of the course in Classics will have the effect of discouraging the study of the Classics and if prescribed in addition to those in the Classical languages would add to the burden of the pupils.

(*c*) Apart from their intrinsic worth, books in classical languages have a linguistic interest which vernacular books can not have for students who speak those vernaculars.

(*d*) Books of high intrinsic worth are but rare in the vernacular languages.

5. We do not think there is much force in any of the objections noted above, excepting the second. Most of these objections appear to us to be based upon a misapprehension of the proposal which does not, as has been erroneously supposed, seek to encourage the study of the vernaculars at the expense of the Classical languages.

The first objection is, we think, sufficiently answered by the fact that London University prescribes English and other modern languages as subjects of examination. As regards the third objection, though from an antiquarian point of view the linguistic interest attaching to the study of Classical languages must be great, we do not think it can fairly be asserted that the study of vernaculars is without any linguistic interest from a philological point of view.

The fourth objection involves merely a matter of opinion, and we are by no means prepared to accept it as correct.

To the second objection which in our opinion has some force, we yield so far that we do not think it desirable at present that text books in the vernacular languages should be prescribed as subjects of examination. But we see no objection to books being recommended as models of style.

We would therefore content ourselves for the present with proposing that in the F. A. and B. A. Examinations, composition in and translation into, the vernaculars be made a part of the test. This is already the case in the Entrance Examination, and we do not see why the same test should not be prescribed for the F. A. and B. A. We may therefore suggest that the University be moved to adopt the following regulation for the F.A. and B.A.

"That at the F. A. Examination and in the A Course of the B. A. Examination (when a classical language is taken as a third subject) one paper should be set, containing (i) passages in English to be translated into

one of the Vernaculars of India recognized by the Senate, and (ii) a subject for original composition in one of the Vernaculars recognized by the senate, text books being recommended as models of style.

6. We now come to the first proposal. It has been broadly objected that "encouragement of the study of the vernaculars is not a prime function of the University."

It is unnecessary for us to go into the history of the establishment of the Calcutta University, though it may not be amiss to mention here that the Court of Directors in their famous Education Despatch of 1854, stated that the object they had in view was to impart knowledge in European science, literature, and philosophy to the people of India, and not to teach the English language only. It can scarcely be denied that the knowledge of European science and philosophy at least in the lower standards, will be more largely disseminated through the medium of the vernacular languages.

A large majoritv of the gentlemen whom we have consulted are dead against the first proposal and even the modified form of that proposal does not commend itself to the majority. Their objections may be summarized as follow :—

(*a*) That there is a want of suitable vernacular tex-books which can take the place of English text-books.

(*b*) That the several vernacular languages in Bengal alone are in different stages of development, and some of them are still rude and have little, if any, literature of their own. Either the candidates must be examined in those vernacular languages only which possess a rich literature, or they must be examined in their own vernaculars however rude they may be. In the former case, the less developed vernaculars will suffer by the official adoption of comparatively rich vernaculars and in the latter case, the standard of education will be lowered.

(*c*) That most of the Entrance Students instructed on the vernacular basis will be unable to compete for the F. A., the standards of which are not contemplated to be altered

(*d*) That a student brought up in a school on a vernacular basis does not learn English so well as a student getting his instruction through the medium of the English tongue.

(*e*) That one of the chief objects of English education being the extended employment of the natives of the country in the public services or in the learned professions, in all of which a knowledge of the English tongue is essential, any measure calculated to weaken the students in English, must be retrograde and reactionary.

(*f*) It has also been asserted that, as one of the useful purposes which English education was expected to perform, *viz* :—to enrich vernacu-

lar literature and to lead to production of vernacular books both for school use and for general reading—has been very effectively served under the existing system of examinations, no case has been made out for any change in the system.

7. We do not think there is much force in any of the objections stated above. In the opinion of several persons whose opinion carries great weight, the proposal, if given effect to, far from weakening the students in English, as suggested in the fourth and fifth objections, would rather strengthen them in that language, by checking the system of cram now unfortunately in vogue and by setting free a great deal of mental energy, now wasted for the extended study of English literature. If the above view is correct, it is difficult to see why students instructed on the vernacular basis should not be able to compete for the F.A. Examination as has been broadly stated in the third objection.

8. As regards the first objection, it can scarcely be said that there are no text books in Bengali which may suitably take the place of English ones in the Entrance Examination, and we think there are now suitable books in Hindi and Urdu as well.

It will appear from the following comparative table that, students having Bengali for their vernacular language form the great majority of Entrance candidates, being 70·1 per cent of the total number in 1893. After them come candidates speaking Urdu and Hindi who form respectively 9·1 and 6·4 per cent of the total number. The number of candidates speaking other vernaculars is quite insignificant.

	1892	1893
Total number of candidates ...	5208	5719
Bengali	3611	4009
Urdu	577	528
Hindi	362	374
Uriya	82	80
Assamese	29	49
Burmese	82	77
Mahratti	193	242
Teligu	1	9
Guzrati	4	4
Tamil	14	23
Kasia	6	6
Parbati	2	3
English	245	311

To arrive at a correct percentage, however, we should subtract from the total number of candidates 680 and 359 respectively representing those who came in 1892 and 1893 from such provinces as the North Western Provinces and Oudh, Rajputana, the Punjab, Central Provinces, Central Indian States and Ceylon. The percentage of Bengali-speaking candidates would then become 76·6 in 1892 and 74·6 in 1893, and of Urdu and Hindi speaking candidates 8 in 1892 and 7·4 in 1893, and 5·3 in 1892 and 4·3 in 1893 per cent respectively. So that, in any case there are suitable text-books available for at least 75 per cent and, if we add Hindi and Urdu speaking candidates, for 88 per cent of the total number of candidates.

9. As regards,the second objection,it is no doubt true that the vernacular languages of Bengal (includiug in that term Bengal proper, Behar, Orissa, and Assam) are in different stages of development; but it is likewise true that the vernaculars of the great majority of the candidates for University Examination (*viz*—Bengali, Hindi and Urdu) are sufficiently advanced to become the media of instruction up to the Entrance Standard. By making our proposal an optional one with the candidates, as we have hereinafter recommended, the point of the objection, so far as it has reference to Assamese and Uriya or other candidates, would be taken away.

10. With regard to the sixth objection, we have to observe that the assertion that the enrichment of vernacular literature is attributable to the present system of examination, is too broad. No doubt, education in English has brought within the field of vision of the natives of this country the whole world of modern living thought, but it cannot be fairly held that a better knowledge of their own vernaculars coupled with a deeper understanding of English literature,philosophy and science,would not lead to further enrichment of the vernaculars of the country.

11. Although to our mind the advantages of studying different branches of knowledge in one's mother tongue are obvious, and although we are firmly convinced that instruction on a vernacular basis up to the Entrance Examination will impart better knowledge with a less waste of mental energy, we feel we shall not be justified in asking the University to make a hard and fast rule on the subject in view of the great diversity in the vernacular languages of the candidates for examinations, and also in view of such influential opposition as has been disclosed by the opinions given on the subject. In a matter like this, it is desirable to proceed with caution and in deference to public opinion, however ill-advised we may consider it to be, and we, therefore,suggest that,for the present,the University be moved to adopt the following regulation, viz :—that in Geography,History and Mathematics the answers may be given in *any* of the *living languages* recognized by the

Senate. A similar permissive rule was provided in 1857 on the first regulation of the University for the Entrance Examination, but was withdrawn in 1861-62. The reasons which probably led to its withdrawal do not exist now, and we think that the University should not stand in the way of those who honestly consider that instruction on a vernacular basis would lead not only to the improvement of the vernacular literature, but also to a deeper knowledge and a wider diffusion of European literature, philosophy and science among the educated classes, but that it should give the rule, which has been suggested above, a fair trial. We are of opinion that the University may without difficulty devise means to counteract the advantage that is likely to be gained by candidates answering in their vernacular languages over those answering in the English language, *e.g.* by making the full number of marks in their case lower than in the case of the latter. Such a procedure is not unknown in the history of examinations.

12. As regards the modified form of the first proposal, *viz* :—to place the instruction in the lower classes on a purely vernacular basis, the use of English as medium of instruction being confined to the four upper classes, there is also a difference of opinion but not so strong as for the first proposal itself. It is but natural that the instruction in the lower classes will be regulated by the examinations of the University. And so long as Examination in Mathematics, History and Geography is conducted in English for the Entrance Standard, there will be a broad line of separation between schools in which the *media* for imparting instruction differ,—a state of things which we, by no means, approve.

Yours faithfully,
Rabindranath Tagore,
Gooroodass Banerjee,
Nandakrishna Bose,
Rajanikanta Gupta,
Hirendranath Datta.

Opinions of the men of light and leading.

1

From

BABU BHOLA NATH PAUL, M. A.

To

THE SECRETARY, BANGIYA SAHITYA PARISHAD.

Dated, 45 Simla Street, the 22nd January, 1895.

SIR,

In reference to your Circular letter dated the 5th January, 1895, I have the honour to inform you that I do not think it advisable to make any Vernacular tongue the medium of instruction in History, Geography, and Mathematics in the Entrance Examination. This would materially affect the progress of our boys in the study of English language and science, efficiency in which should be one of the most important aims of every Indian student. I may be permitted to state it as my opinion that, Bengali language and literature are to be improved not so much by the original writings of pure Hindu scholars as by the original productions of such Hindu scholars as have had their minds saturated and illuminated by the deep and thorough study of European Language and Science. Neither do I see any necessity for making any change in its existing curriculum of the F.A. standard in the Second Language.

I have the honour to be

SIR,

Your most obedient Servant,

BHOLA NATH PAUL.

2

From

THE OFFICIATING PRINCIPAL,

Krishnagur College.

To

THE SECRETARY TO THE BANGIYA SAHITYA PARISHAD,

CALCUTTA.

Krishnagur, the 4th February 1895.

SIR,

In reply to your letter dated the 5th January 1895, I have the honour to state that I consider that it would be a retrograde measure to make the Vernacular languages the instrument of instruction in History, Geography and Mathematics in any class above the 4th of Entrance Schools.

As regards the proposal to introduce the Vernacular languages into the F. A. and B. A. courses in addition to the Classical languages

I would premise that there is a difference, and an important one, be tween language and literature, and, bearing this in mind, I hardly think it portion of the work of a University to impart instruction to undergraduates in their mother tongues : the home is the place where this should be taught. Taking literature, not merely language as the question to be considered I would ask whether the Vernacular literatures are capable of supplying the intellectual stimulus and discipline which is the object in all literary study. On this point I am not competent to offer an opinion.

But, were the question affirmatively answered, I should certainly deprecate any addition to the existing F. A. and B. A courses : in the former especially a mere smattering is too often the only result of two years study of six or seven subjects ; to bring in another subject would only make bad worse : and the same objection applies, I think, only with somewhat less force to the B. A. Examination. I have asked my colleagues to state their own views which, in such a case, are, I think, naturally entitled to more consideration than my own.

I have the honour to be
SIR,
Your most obedient Servant
J. R. BILLING.
Officiating Principal.

3

From

BABU BECHARAM NANDI, B. A.
Head master, Purulia Zillah School.

To

BABU RABINDRA NATH TAGORE,
Member of the Bangiya Sahitya Parishad,

Purulia, 21st January, 1895.

SIR,

With reference to your letter dated 5th instant, asking for an expression of opinion as to whether it is desirable to examine candidates for the Entrance Examination in Mathematics, History and Geography on text books written in their Vernaculars and whether the Vernacular languages should form a part of the curriculum of studies in the F.A. and B.A. examinations, I have the honour to make the following remarks :—

The object which the majority of our students have in view in passing the Entrance Examination is, to fit themselves to get on well in the world. In other words they look upon the Entrance Certificate as a passport for entering service under Government, in Mercantile Firms or

under private gentlemen or for continuing their studies with a view to gain a professional knowledge in Engineering, Law or Medicine. If we accept this to be the aim of our training, we ought to impart instruction through the medium of English. To know the principles of Arithmetic through that medium has a Commercial value. A boy who learns Arithmetic from text books written in English has an advantage in securing a place. Take for instance two boys—one of whom is taught Arithmetic through the medium of English and the other through that of Bengali. The other things being equal, the first would, as an Accountant, prove superior to the second, for he would not find any difficulty in knowing the meanings of *lb.*, *oz.*, *£.*, *s.*, *d.*, *cwt.*, *dwt.*, *ft.*, &c. and would not take the figure "8" as four which the other might do. An Entrance Certificate would be at a discount and Merchants of Calcutta and other places might prefer lads who would be taught Arithmetic through the medium of English. But the true aim of instruction is culture which can be best secured by the development of a boy's faculties. Arithmetic, as it is at present, is taught mechanically. Most of the boys find difficulties in understanding its principles and, if Arithmetic be taught through the medium of Bengali, the boys will learn the "science of numbers" and they will not simply, as they do now 'learn to reckon.' The gain would thus be greater than any loss that might arise from the working out of the proposed scheme as far as Arithmetic is concerned.

Euclid and Algebra if taught through the medium of Bengali would also be learnt in a better manner. I do not know whether modern geometry would not be preferable to Euclid, but in this connection I cannot resist the temptation of quoting the following remarks from Mathew Arnold's French Eton (p. 379). "I must not forget to add that our geometry-teaching was in foreign eyes sufficiently condemned when it was said that we still used Euclid. I am bound to say that the Germans and the Swiss entirely agree with the French on this point. Euclid, they all said, was quite out of date, and was a thoroughly unfit text-book to teach geometry from. I was, of course, astounded; and when I asked why Euclid was an unfit text-book to teach geometry from, I was told that Euclid's propositions were drawn out with a view to meet all possible cavils, and not with a view of developing geometrical ideas in the most lucid natural manner."

The proposal to teach history through the medium of Bengali does not commend itself to my judgment for the following reasons. In Bengali there are not many good historical works which may be used as text-books for Entrance candidates. Even if this defect be removed by the publication in the immediate future of excellent historical works there will still remain the objection that such historical works will compare

unfavorably with Macaulay's History of England or Green's History of the English People or Hunter's Ruler's Series which the best boys that go in for the Entrance Examination study and master, and from which they receive taste for historical studies. It need not be stated that text-books on history form a portion of the literature of the pupils attending our schools. If then the knowledge of historical facts be communicated through Bengali, they will have less literature, less humanising instruction and the disproportion between the amount of positive information and the low degree of culture will be greater than what it is at present.

No history of England written in Bengali will convey to the minds of our pupils an adequate idea of the constitution of Great Britain and Ireland as the standard works in English on the same subject will do. The study of history through the medium of English is calculated to strengthen the knowledge of English on the part of our boys, in as much as it keeps them in touch with the works of Freeman and Froude. It will also enable them to seize the spirit and power of English literature more than the study of similar works in Bengali. No historical work written in Bengali will enable the boys to understand the allusions implied in the expressions 'All is lost, save honour', 'Had I but served my God with half the zeal with which I served my prince, He would not have given me up in my gray hairs', 'When Adam delved and Eve span, where was then the gentleman?' 'sense of honour', 'a bill of attainder', 'Thirty-nine Articles of Faith,' 'Peter's pence,' 'impeachment,' 'Chivalry' &c.

I am also not in favour of placing the teaching of geography in the upper classes of our schools on a vernacular basis, for in that case the boys will not be able to pronounce the names of places properly. Physical Geography and Science may be taught through the medium of Bengali.

In my humble opinion Bengali might form a part of the programme of studies for the F.A. and B.A. examinations. Its instruction would be of immense benefit to the students with aptitudes for literary or philosophical studies. It might be made an optional subject in the F.A. examination and form part of Sanskrit in the A course of the B.A. examination.

I have the honour to be

SIR,

Your most obedient Servant

BECHARAM NANDI,

Head master, Purulia Zilla school.

4

From

Babu Aswini Kumar Dutt.

Brojomohun Institution, Barisal, January 29, 1895.

Sir,

With reference to your Circular dated the 5th Instant inviting our opinion as to whether the medium of instruction in History, Geography and Mathematics up to the Entrance or Middle English standard should be the vernacular languages and whether the study of these languages should be a part of the curriculum in the F. A. and B. A. Examinations, we beg to submit the following observations :—

1. We would make the vernacular languages the medium of instruction in the subjects referred to up to the 5th Class of Entrance Schools. Most of the failures at the Entrance Examination are due to the boys being weak in English, and if they shall have to study most of the subjects in Vernacular up to the Entrance class, their knowledge of English would be weaker still. In order to see boys well-grounded in English at the Entrance class, we think, it is necessary that they should begin studying History, Geography &c. in English from the 4th Class. Up to the 5th, we are of opinion, study of such subjects may with advantage be conducted in Vernacular, as that would create an interest in the minds of the boys which can never be expected from their study of such subjects in English, as the mental strain necessary to understand English is apt to deaden the interest in the subjects.

2. We should like very much to see students appearing at the F. A. and the B. A. Examinations required to submit original compositions in the Vernacular languages. To awaken a livelier interest in the study of such languages it would be very reasonable, we suppose, to cut down a small portion of the course in the Classical second languages for the introduction of good thoughtful text books in the Vernacular.

Yours faithfully,
Aswini Kumar Dutt,
Brajendranath Chatterjee.

5

From

Babu Ambica Charan Sarkar.

Head Master, Nawab's H. E. School, Murshidabad.

To

The members of the Bangiya Sahitya Parishad.

Dated, Murshidabad, the 28th January, 1895.

Sir,

With reference to your letter dated the 5th January 1895, for an expression of my opinion on the subject of making Vernacular languages the

medium of instruction in certain subjects up to the Entrance Examination of the Calcutta University, and of making Vernacular languages a part of the curriculum in the F. A. and B. A. Examinations of the University, I beg humbly to submit my views on the questions mooted therein.

With reference to your 1st proposal I should think that should the Vernacular languages be made the medium of instruction up to the Entrance Examination of the Calcutta University in the following subjects, viz: History, Geography and Mathematics, it might facilitate the study of those subjects in our schools. But in view of the mixed character of the population of many of our schools, it may fairly be doubted whether such a step, however desirable on more grounds than one it might be, would be feasible. For, schools consisting of Hindi, Urdu, Uriya and Bengali speaking students, two on three sets of teachers would be required to teach the subjects now taught by one set, thus making the management of schools more expensive than at present. It would necessitate not only the entertainment of additional teachers (Pundits or Moulvis), but in many cases an increase of accommodation. Were it practicable to adopt one of the Vernaculars of these provinces as the medium of instruction, the proposal, if carried out, would, in my humble opinion, be a change for the better. I would even go so far as to recommend its gradual extension to higher examinations of the University.

With reference to the second part of the 1st proposal regarding the use of Vernacular languages as the medium of instruction in all subjects of study except the English language up to the standard of M. E. Examination *i.e.* to the 4th class of Entrance schools, I see the same difficulties would arise in carrying out the proposal as stated above.

As regards the second proposal to make the study of Vernacular languages a part of the curriculum in F. A. and B. A. Examinations in addition to Sanskrit, Arabic or Persian, the utility of the change proposed would, I should think, be admitted on all hands. For the present, however, instead of prescribing additional text books in vernaculars along with those in the classical languages, the proposal might be advantageously restricted to composition in and translation into the Vernaculars being made a part of the required test.

I have the honor to be

Sir,

Your most obedient Servant.

Ambika Charan Sarkar.

Nawab's High School

Murshidabad.

6

THE PRESIDENCY COLLEGE.

Calcutta, 30th January 1895.

From

MOULVIE ABDUL MONAIM,

Professor of Arabic Presidency College.

SIR,

In reference to your Circular letter dated the 5th of January 1895, I beg leave to say that, though nothing is nearer and dearer to my heart than the advancement of vernacular languages, yet I cannot approve of the proposal to make the vernacular languages the medium of instruction up to Entrance Examination of the Calcutta University in History, Geography, and Mathematics. Such an attempt, in my humble opinion, would greatly tend to defeat the object the University has in view namely, the English education.

Text books on history, I believe, form no weaker vehicle of teaching a language, specially when it is a foreign one than the text books on literature itself. Consequently by the substitution of vernacular text books for English text books on the subject, one of the chief means of teaching English would be taken away. As to Geography and Mathematics I am afraid, the same amount of precision and exactness that is desirable in the instruction of any subject would not be secured if they be taught in vernaculars.

As regards suitable text books on these subjects, it is doubtful whether the vernaculars marginally noted possess good and suitable works on these subjects. I know that the Bengali language alone is rich and can, to some extent, supply the want. But Urdu which is emphatically the language of the Mohammedans does not possess suitable books at all on these subjects.

It is a notorious fact that our young gentlemen, passing their Entrance examination, cannot write few simple lines in English. Under these circumstances if one of the principal mediums of teaching English to the learners be taken away, the students at large will have greatly to suffer. We should no doubt try to enrich our vernaculars with various useful works on important sciences. By the substitution of Bengali histories in place of English books, our language will have only some translations and translations indeed do not enrich a language.

Therefore, the step which deprives our students of one of the two principal mediums of imparting English education to our youths, and, at the same time, does not tend to the real development and progress of our vernaculars, is not a desirable one.

As to the 2nd part of the 1st question I would not say anything more than this—that it would entail upon the students the same difficulties under

which those that join Entrance schools on passing their vernacular examinations are well-known to labour.

I am not opposed to the proposal of making the study of vernacular a part of the curriculum in the F. A. and B. A. Examinations, but, for the present, the study of such languages may be optional and not compulsory.

Yours faithfully,
ABDUL MONAIM
Proffessor of Arabic and Persian
Presidency College,
CALCUTTA.

7

From

BABU ABINASH CHANDRA CHATTERJEE
Head Master, Chittagong College.

To

THE PRESIDENT OF THE BANGIYA SAHITYA PARISHAD.

SIR,

In reply to the queries contained in your Circular letter of the 5th January 1895, I have the honour to state :—

1. That, as the English language requires to be learnt much more generally and effectively by natives of British India than a foreign language is studied by a native of England, and as the opportunities or appliances for so thorough a mastery are not always available to the general body of Bengali students, I am of opinion that the Vernacular languages should not now be made the medium of instruction up to the Entrance Examination of the Calcutta University in History and Mathematics; these may however be employed for purposes of instruction for the subjects aforesaid up to the standard of the Middle English Examination or to the 5th class of Entrance schools.

2. I do not approve of the proposal to make the study of Vernacular languages as part of the curriculum for the F.A. and B.A. Examinations in addition to the Indian Classics. The course for the Examinations especially the F.A., is already a little too expanded to admit of any further additions without burdening the brains of the examinees somewhat injuriously.

The vernaculars are already optional subjects in the Entrance Examination and these might further be allowed to be taken up optionally in the F.A. though not in the B.A. Examination.

Yours faithfully,
ABINASH CHANDRA CHATTERJEE
Chittagong College.

8

From

BABU BROJO NATH RAY

Head-master, Andul High English School.

To

BABU RABINDRA NATH TAGORE,

Bangiya Sahitya Parishad.

Calcutta, the 28th January, 1895.

SIR,

In reply to your favour of the 5th instant asking my opinion on the useful additions intended to be made to the curriculum of the University Examinations, I most respectfully beg hereby to convey to you my unqualified approbation of the movement made by the Bangiya Sahitya Parishad.

(2) Its object is no other than making our youths wise, discreet and practical men. It is, therefore, necessary, in determining the subjects of their studies, to attend to their destinies and their surroundings. They have, all of them, very often to express themselves in their own vernaculars, very often to make their accounts according to the Suvankari system of arithmetic, very often to deal with the prevailing manners and customs of their country. That students of the University should be in the dark with regard to all these their close and important questions, is a matter of great regret, and calls forth upon the Bangiya Sahitya Parishad to take what steps are well-calculated to better their sad and sorrowful circumstances. The success of this movement is very likely to bring forth more valuable consequences than that of the best plan the National Congress has been able to chalk out by this time.

(3) Its utility, however, depends upon the extent of the subjects taught and upon the manner in which the teaching is conducted. Instead of solid advantages, splendid evils may arise if the selections be not adequate and judicious. Multiplicity of books can never be the sources of any complaint in this special case. The facility of the students in understanding the subjects written in their vernaculars, is very likely to overcome all the difficulties in this way. The advantages deriveable from these studies of pleasure and easiness, are such as to ensure their proficiency in all the respects.

(4) The Entrance candidates will scarcely reap any advantage from the study of their vernaculars, if they cannot learn fully the Zemindary and Mahajany accounts from it,if the facts and figures of History, Geography be not firmly impressed upon their minds by it, and if their deficiency in Composition and Translation be not made up by their Exercises in the

mother tongue. The students of the college department may learn great deal about our sociology from the Vernacular books placed in their hands.

I have the honor to be
Sir,
Your most obedient Servant
BROJONATH RAY.

9

From

BABU BRAJENDRANATH SEAL M.A.
Principal, Berhampur College.

To

THE COMMITTEE OF THE SAHITYA PARISHAD,
Appointed to consider the question of the introduction of the Vernaculars in the University Examinaions.

DEAR SIRS,

I have much pleasure in sending the following note on the questions on which you desire to have my opinion :—

1. I consider it highly desirable that the Calcutta University should recognise a vernacular like Bengali in the F. A. Examination; and I would have text-books of Bengali literature appointed for those candidates whose vernacular is Bengali. A paper of mere translation into or original composition in Bengali would, in my opinion, be a sorry makeshift, and I should be decidedly opposed to it, as a similar arrangement for the Entrance Examination has notoriously failed of its purpose. On the third day of the F. A. Examination I would have for candidates whose mother tongue is Bengali one paper on a classical (second) language and one paper on Bengali language and literature as studied in appointed text-books. I would adopt a similar plan for the Entrance Examination also. The Sanskrit Course would in each case be left untouched and in its integrity.

The theoretical considerations in favor of the reform I advocate are too many and too important to be here mentioned in any but the most cursory manner. The broad question of a vernacular *versus* bare classical education has been already fought out in other countries; and a thorough course of English education—thanks to the efforts of Drs. Hales, Morris Skeat and other veteran educationists—is now incorporated into the scheme of secondary instruction in England, even in the most renowned public schools and other historic centres of classical learning. The English settlement of the question is no doubt radically different from the continental solution, for, while the latter provides for a vernacular (or non-classical) and a classical side, the former seeks to combine vernacular with classical studies

throughout the course of secondary education. Still,it should be borne in mind that before the bifurcation of studies takes place in the German and French schools, a course of vernacular studies has to be undergone by all pupils alike; and that, even in the classical side, all subjects other than the classical languages are studied in the vernacular. It may be urged that the recognition of the vernacular in the studies of the Lycces,the Gymnasion,or the great public schools of England does not as such justify its inclusion in this country in the F. A. course. This is true, but I am here contending for the principle of the organisation of vernacular studies in the upper secondary stage. Once the principle is admitted—and I submit that our educational system would stand utterly condemned in the light of modern ideas and methods unless this great end is sought to be secured—the question will turn upon the best means of giving effect to the principle. I submit that though in England and other countries of Europe independent educational organisations exist (as the great public schools of England) outside the University for controlling the scheme of public education in the secondary stage, here in Bengal there are no such organisations, and the University must take in hand work of a kind that in more advanced countries might be left to other than University agency. As a matter of fact the neglect of the vernacular by our University has led to the deplorable result that the vernacular is all but ignored in the secondary studies of the High schools. The translation into the vernacular in the scheme of the Entrance Examination has notoriously failed, as it was bound to fail of its purpose, if indeed its purpose was anything so serious as the encouragement or organisation of vernacular studies in the secondary stage of education. This hateful piece of dilattantism or dandyism in the treatment of the vernacular, this playing fast and loose in the gay Lothario style, amounts to very much like an outrage on its fair name and fame; and the 'bastard' Bengali of the University stamp, in the paper of translation from the Vernacular into English, adds but insult to the injury.

Besides, here in Bengal, owing to political exigencies, a foreign language must always take the place of the vernacular, in the University Stage of education, in the lectures and expositions of the class-room, in the study of subjects like history, logic, the physical sciences, mathematics &c., and the result is that the vernacular is starved in the University to an extent unknown in any other civilised country. This is another important ground for giving separate and independent recognition to the vernacular in the Calcutta University in the way I have proposed. This may be a deviation from the practice of European Universities, but this formal and superficial difference will really bring us into closer conformity to their animating spirit and acknowledged principles.

Taking, as I do, a definite stand on the memorable historic triumph,

achieved in the last half-century, of the great principle of vernacular education in secondary studies, I do not consider it necessary to re-open the question ;—the only debateable grounds are (1) whether, as a matter of fact, an organisation of vernacular studies is worked into the course of secondary instruction that leads up to our University, and (2) whether, if this is not so, it is not necessary that, in order to secure this result, as well as for other reasons applicable to the peculiar circumstances of this country, that the University should give a separate recognition to the vernacular by appointing text-books for the Entrance and F. A. Examinations, instead of merely setting a paper of translation or original composition at either examination.

I have already stated (1) that, in Higher English Schools, no well-organised and systematic course of vernacular instruction is pursued as a matter of fact, (2) that the University alone can give effect to the principle and in the way I have mentioned, and (3) that the peculiar circumstances of this country, displacing the vernacular in the University from most of its normal and legitimate spheres, make such a recognition doubly necessary.

I have said I do not wish to enter into the grounds that may be urged in favour of a vernacular education in the secondary stage in addition to a classical grounding, as that question has been fought out as a historic *cause celebre*, and the vernacularists have achieved a memorable triumph ; but I may be pardoned if I briefly touch on one consideration, which, as inapplicable to European countries, has never been urged before in the controversy as carried on in Europe but which is of paramount importance in its bearing on this country and its people. One reason why the educated Bengali is intellectually barren is that he is an intellectual hybrid. Biologists tell us that in the case of a cross between two species the organisation of cells and tissues goes on too imperfectly for the complete differentiation of the reproductive from the Somatic cells, and there is consequent sterility of the hybrid offspring. The mental organisation of the present day educated Bengali with its incoherent and imperfectly integrated layers of tissues furnished by two hostile and uncongenial civilizations, resembles too closely the condition of a hybrid in the Animal Kingdom to reach that stage of reproductive maturity in which life gives off life, and the death of the individual is but a step in the endless, the ever-renewed resurrection of the species. Thus it is that the great meeting point of two civilizations in India, instead of giving birth to a new and invigorated stock, has been bringing forth an ever-dwindling race of pigmies. The promise of our golden harvest has turned to ashes and stubble : Saxon and Norman of old built up the all-conquering English type, the sovereign type of the world to-day ;—the *Vaterland* and the Giant Republic of the Far-West, have witnessed mighty broods brought forth of the commingling of races and civilizations ;—the

Age of Pericles and the Age of the Renaissance show the rich constructive and inventive fertility peculiar to epochs of expansion and movement ;—but here in India the intercrossing of civilizations, the unsettlement and movement of ideas, on a more gigantic scale than the world ever before witnessed, threaten to end in giving birth to mere half-breeds and half-castes of the intellectual world, with all the well-known moral and intellectual characteristics of mulattoes ! The curse has been in great part brought on by the circumstance that an organic assimilation of the new ideas and sentiments, of the new ways of a new civilization, has been rendered impossible for us by the fact of our neglecting the national and traditional medium of the vernacular speech and idiom in the growth and development of our new intellectual life. For speech is the body of thought,—the forms and idioms of language are the mould of our ideas and sentiments ;—and we do not assimilate these unless we successfully recast them in the mould of our native speech. Whenever the new ideals have been sought to be made genuinely our own through their representation and embodiment in the forms and modes of our native idiom, great results have been achieved—witness the prose of Bankimchandra and Rabindranath, and the poetry of Michæl Madhusudan, Hemchandra and Rabindranath.

The practical difficulties that may be urged against the proposal are :—

(1) The want of suitable text-books in the vernacular for the University Examinations.

So far as Bengali is concerned, the objection is flimsy. In the literary sphere proper, Bengali text-books are available for the B. A. and even for the M.A. Examination. For most other Indian vernaculars, text-books may, I believe, be appointed for the Entrance Examination. Where text-books for the F. A. are wanting the existing system may be maintained.

(2) The want of uniformity consequent on the recognition of the vernacular for some candidates for the F.A. Examination, in addition to a classical language, and of a classical language only in the case of others.

Here it may be urged in reply that for the great majority of candidates there will be one Sanskrit paper, and one Bengali paper, on the third day of the F. A. Examination. It is true that for a small number there will be two papers on a classical language ;—but the sacrifice of uniformity to this extent is nothing new in the Calcutta University, e. g. the afternoon paper on the first day of the Entrance Examination. At the same time the proposed arrangement for the F. A. Examination will be free from most of the practical difficulties attendant on the Entrance Translation paper. Of course, there is no pretence of uniformity in the higher examinations of the University.

(3) The possible injury to the cause of Sanskrit education.

It will be seen that I do not propose to touch the Sanskrit F. A. or En-

trance course at all. I would simply appoint Bengali text-books in addition to the Sanskrit ones and this would not interfere with Sanskrit studies. As for the latter, I may note *enpassant* that the eight years or so devoted to Sanskrit are usually wasted, for want of a systematic course of education in the Sanskrit language ; and it is simply scandalous that the only classical language for the majority of candidates for the University Examinations should be so perfunctorily taught. A more thorough grounding in Sanskrit grammar, composition and literature is a crying necessity in our University. It is natural to expect that in the Indian Universities Sanskrit teaching should be as well organised and should meet with as remarkable success as Greek in the English and Latin in the German Universities ; but here in Calcutta the expectation has been completely falsified. Our University has deliberately chosen to be satisfied with a mere smattering of Sanskrit in the candidates for even its higher examinations.

(4) The additional burden cast on the students by the compulsory introduction of the vernacular.

I do not deny the fact, but I do not think there is much in this objection. Our boys learn far too little at the Entrance stage. This is certainly owing to their having to learn everything through the medium of a foreign language, but still the addition of a vernacular text-book for Entrance students should not in my opinion prove too heavy a burden. As for the F. A. candidates, the Sanskrit course, which used to cover five cantos of the Bhattikavyam and eight of the Raghuvansam has now been reduced to seven cantos only of the Raghu, and our Sanskrit Professors generally complain of too little work for a course of two years' study. I would improve matters by requiring a more thorough knowledge of Sanskrit grammar and a more ready practice in Sanskrit composition on the one hand, and by the introduction of text-books of vernacular literature on the other. The latter will prove in some respects a source of relief and recreation to our students, for an appreciative study of works like the Meghnadbadha or the Vritrasanhara in the vernacular class will familiarise them with the higher conceptions and uses of the poetic art, and will be of the greatest service to them in their understanding of English classics. English literary studies in our college classes will at once be lifted from the dead level of mere soulless cram to the higher plane of intelligent and æsthetic appreciation.

II. The second question referred to me for opinion is whether subjects like history, geography, mathematics &c., should for the purposes of the Entrance Examination be taught through the medium of the vernacular, *i.e.* by means of vernacular text-books or whether, if that is not advisable,

it is desirable to extend instruction in these subjects through vernacular text-books up to the fourth class of Higher-class English Schools.

The plan of conveying instruction in subjects like geography, mathematics, physics &c., in the stage of secondary education through the medium of the vernacular, *i.e.* by using vernacular text-books has my full sympathy in the abstract ; and the course is so natural that I am convinced it is bound to be adopted sooner or later. The existing method of conveying secondary instruction through a foreign medium is *per sè* so unnatural and preposterous that were it not for the political circumstances of the country it would not be tolerated for an instant. Imagine English boys taught through the medium of German, or French boys through the medium of English ! I put little store by the opinion of the philologists that English will become the universal language eight hundred years hence. It may, and, no doubt, will become a sort of *lingue franca* for the world ; but the learned Doctors who dream of one *vernacular* for mankind may be placed in the same transcendental category as the squarers of the circle and the inventors of perpetual motion, or as the fourth-dimension or the fifth monarchy fanatics. But India being an English dependency, and our political salvation lying in the direction of federation with the rest of the British Empire rather than in isolation and consequent political death or destruction, the English language must ever possess for us a paramount importance. I would therefore strengthen rather than weaken the position that English occupies in the existing scheme of secondary as well as University education ; but I do not think that it will always be necessary to teach subjects like Mathematics, Physical science and Geography through English text-books for the sake of giving English its rightful supremacy in the scheme of secondary education. I think that in time, mathematics, physics, and geography political as well as physical may, for the purposes of the Entrance Examination, be taught by means of vernacular text-books, while the history of England may continue to be taught in English. Such an arrangement may at first be suspected to weaken the hold of the pupils on the English tongue, but I do not think that this will really be the case. Rather, by setting free much of the energy that is now wasted or frittered away in senseless efforts to cram down matters of information in the forms of English speech, this will give scope for a better grounding in English composition. Besides (1) the Entrance standard will then be more advanced than it is at present, which is highly desirable in the true intersts of University education ; and there will be possible not only greater progress in knowledge, but also increased grasp of mind at the Entrance stage ;—(2) mere unintelligent rote or cram will cease to have its present all but universal sway ;—(3) one of the causes that have led to the intellectual hybridity

of the educated Bengali will then be removed as already pointed out ;—and (4) the development of the vernacular literature will receive an impetus in certain directions.

This is the proper place to touch on the influence of Universities on the growth of vernacular languages and literatures in certain aspects and directions. It must be noticed that in the fields of literature proper the great vernaculars of Europe developed themselves outside the limits of University influence. Whether we look to the master-pieces of literary prose, or of poetry and the drama, the Universities as such have directly exercised no influence on their production in any European language. In some countries indeed the vernacular language and literature have been greatly influenced by the corporate action of other bodies—I mean the academies ; and in this respect, that parent of academies, the Academia della Crusca, and next to it the Academy of Paris, have done Knight's service to their mother-tongue. The Sahitya Parishad, it is to be hoped, will in no way prove itself unworthy of these high traditions. But the Universities as such have exercised no influence on the development of the vernaculars in the literary sphere. On the other hand, the scientific and philosophical departments, the departments of special technical knowledge—the literature of information or knowledge pure and simple, as contrasted with the literature of power—have in every language grown and developed under the fostering influences of Universities and academies or learned societies, especially of the former. In Bengal what little of mathematics, physics, chemistry, botany, hygiene, geography physical or political, &c. there is in the vernacular has been due to the necessities of primary or vernacular secondary education ; and higher developments of these and other subjects may be expected when corresponding studies in the vernacular will enter into the scheme of the Entrance Examination of the University.

While therefore I have full sympathy with the principle of instruction through the vernacular up to the Entrance standard or during the upper secondary stage of instruction and believe that it is bound to come in time, I must say I do not consider that things are ripe for such a change.

At the outset I would state that though I would have the vernacular language and literature recognised as a subject in the F. A. and ultimately in the B. A. Examination, I am unhesitatingly of opinion that University education in subjects like the physical or philosophical sciences must in the paramount interests of the country always continue to be conducted wholly through the medium of the English language. If this entails great restrictions on the growth of a scientific, philosophical or technical vernacular literature, the evil is a necessary one ; and means must be sought to obviate these disadvantages in other ways, and it will be incumbent on us to seek to foster

the scientific, philosophical or technical branches of vernacular literature by the influence of corporate bodies like academies and learned societies without the direct and helpful co-operation of the University. But instruction in subjects like Geography political or physical, the physical sciences and mathematics may, as I have said, up to the Entrance standard or during the upper secondary stage, be profitably given through the medium of the vernacular *i. e.* by the use of vernacular text-books when the two following conditions are fulfilled :—

(1) The vernacular literature must make sufficient independent progress in these subjects, and demonstrate its capabilities in such directions, before it will deserve to be recognised by the University as the medium of instruction, or what is the same thing, of examination, in such subjects up to the Entrance standard. In the meantime it will be the work of bodies like the Sahitya Parishd to help in the development of these and cognate departments of vernacular literature.

(2) The University—an exotic institution and necessarily under English and Government tutilage in the first stage—must take deep root in the national life and reach the period of maturity or independent adult existence before it boldly and definitely takes in hand problems of such importance to the national life as the development of vernacular literature in its scientific or other departments. I do not believe that the present race of educated Bengalis can conduct an institution like a University on sound honourable and fruitful lines. I am sure that neither by love of learning and a sense of its high ideals, nor by familiarity with the theory and practice, and with the historic development of education in civilised countries, are we yet competent to take charge of the higher educational interests of our country. European guidance and control are almost as necessary to-day—I say it in the bitterness of spirit—as twenty five years ago. I am pained to find that whenever the modern improvements in educational theory and practice or the established principles of national educational organisation in civilised countries, are sought to be introduced in our University, my countrymen with a few bright and honourable exceptions generally form a stolid phalanx of ignorant obstructionists. The University has not yet come home to us in many of its commending aspects, is not yet truly an independent national foundation for the encouragement of learning and the endowment of research. Until that is so, it is too early to talk of importing the interests of national literature or considerations touching these, into the Univeresity,—too early to talk of conducting the Entrance Examination and prescribing the Entrance scheme of studies in the vernacular. The dangers of too early nationalising before the nation itself is awakened to a sense of its responsibilities—of a vulgar vernacularised University conducted by hucksterers and

hirelings in a free and easy vernacular fashion—rise too vividly in my mind to enable me to contemplate without a shudder such a position for our decent if not yet venerable Alma Mater.

For the present, therefore, I should be content with the recognition of the vernacular language and literature as a compulsory additional subject in the F.A. Examination in the case of the Indian candidates whose vernaculars are in a suitable state of development. I suppose that Urdu and Hindi, besides Bengali, Maratti and Guzerati, may be safely recognised in this way. At any rate even if this be not so, the resulting want of uniformity does not appear to me to be a sufficient deterrent, when weighty considerations touching wide and important issues urge such a course. For, it would be absurd to suppose that, where the people is not homogeneous, and where the languages and literatures of the different communities are in different stages of development, the rule of uniformity can be rigidly observed in any matters so closely connected with their internal social life and condition as scheme or systems of education. The Sphere of 'high politics'—the scope and functions of Government—may in this country affect to stand aloof from the sentiment of nationality or the heterogeneous needs and instincts of a heterogeneous people ; and the University as an institution wholly under Government control in the first stage was bound to show the same front of rigid uniformity and neutrality. But as the problems of national education are more and more taken in hand, and as the University gets a deeper national footing, it will begin to give free and healthy scope to the varying educational needs and requirements, of the various sections, interests and classes of the people. Hence it is that the scheme of conducting the Entrance Examination of the University in subjects like Geography and Mathematics in the different vernaculars,—though I do not countenance it in the present state of things—does not offend me by its violation of a fancied standard of absolute equality or rigid uniformity.

I will now conclude with a brief reference to the history of the question in this country, for the question has had an interesting and instructive history. The pioneers of public education in India at the commencement of this century were much agitated by questions relating to the limes on which the system of public instruction for the natives of the country should be laid. In the course of the controversy three lines of policy shaped themselves. The "Orientalists," who were ultra-classicists, would found centres of Sanskrit, or Arabic learning, and did not think of introducing the natives of India to the advances of modern science for which they had a fine classical contempt. The vernacularists, among whom we find illustrious statesmen like Munro, Metcalfe and Elphinstone, would provide

for the instruction of the natives of India in European science and useful knowledge through the medium of the Indian vernaculars and the creation of suitable vernacular literatures. As a matter of fact, the first educational grant by the East India Company, a lakh of rupees a year proposed at the revision of its Charter in 1813, favourably inclined by its terms to the lines of policy advocated by the vernacularists. The Anglicists were for instructing the natives in the modern science and learning of the West through the medium of the English language. The victory of the Anglicists under Macaulay and Bentinck proved for a time highly detrimental to the interests of vernacular education. Fortunately, Sir Charles Wood's Despatch of 1854, the Magna Charta of Indian public instruction, took a more Catholic and statesman-like view of the situation. It provided for all kinds and grades of instruction. All classes of institutions—English, vernacular as well as 'Oriental' (classical) were recognised in principle. All grades of education—primary, secondary as well as collegiate, were organised. The responsibilities of the State for all kinds and grades of education were solemnly acknowledged. State Universities and Colleges, aided colleges and unaided colleges as well, came within this statesman-like survey and forecast. At first the Anglicists were too powerful in Bengal and in their narrowness of view neglected the provisions for vernacular education. Lord Stanley's Revised Code five years after the original Despatch found it necessary to emphasize the interests and position of vernacular and indigenous instruction in the country. As a result we have the existing organisation of public instruction with its three well-knit grades—primary, secondary and collegiate. Modern science and useful knowledge, as the vernacularists demanded, are conveyed through the medium of the vernacular, in the primary and (vernacular) secondary stages of instruction. Happily, the transition from one stage to the next higher is not unnecessarily difficult. But unfotunately the English secondary stage, instead of marking an advaance on the vernacular secondary instruction, involves a distinct retrogression There is a want of filiation and harmonious co-adoptation between the verncular secondary, and the English secondary stages of instruction. These evils can be best remedied by a re-organisation of secondary English instruction in such a way as to make its upper stage a progressive continuation of the vernacular secondary education. This will be secured in time by the adoption of the plan of teaching subjects like Mathematics, Geography, Science &c.,for the Entrance standard through the medium of the vernacular. This somewhat fuller recognition of the vernacularist policy in the organisation of secondary instruction may, I believe, be predicted from a careful study of past educational history in this province.

Finally, I would state that in one or two subjects (*e. g.* History)

vernacular text-books are occasionally used up to the fourth or fifth class of Higher Class English schools, and that any thing more systematic in this direction is scarcely practicable so long as the Entrance standard and scheme of examination remain what they are.

CALCUTTA
The 28th February 1895.

I have the honor to be
DEAR SIRS,
Your most obedient Servant,
BRAJENDRA NATH SEAL.

10

From

BABU BRAHMA MOHAN MULLIK.

To

The Members of the Committee appointed by the Bangiya Sahitya Parishad to deliberation on certain motions with reference to the Calcutta University Examinations.

Dated, Hooghly, the 4th February 1895.

GENTLEMEN,

In acknowledging the receipt of your letter dated the 5th January 1895, I beg with reference to the two motions brought forward at the 4th ordinary monthly meeting of the Bangiya Sahitya Parishad held on the 24th August 1894, to state as follows:—

2. With regard to the first Motion *viz.* that it is desirable that in the Entrance Examination of the Calcutta University, candidates be examined in Mathematics and certain subjects of information such as History and Geography, in their own vernacular, it may be at the outset be observed that the proposal admits of consideration from different points of view. First of all, if the proposal be adopted by the Calcutta University, it is likely that better books than those we have at present in the subjects named, will be written in the several vernaculars, and thus gradually these languages will be enriched. Secondly, the generality of our students will attain a greater proficiency in their own vernacular; and in the third place boys will more easily and quickly learn certain subjects, such as History, Physical Geography and Elementary Science. But on the other hand, whatever facility they now acquire in writing and talking English, will unquestionably to a certain extent at least, be diminished. In reading history from English books, our students in addition to the information they get regarding historical facts, make a certain amount of progress in their knowledge of English, as such books afford them copious reading in that language. Again, in learning Elementary Mathematics (Euclid, Algebra and Arithmetic) through the

medium of English they begin to acquire the habit of thinking in English which becomes useful to them when they go through a higher course in Mathematics in Colleges where the subject is taught in English. It may also be contended that if they study Elementary Mathematics in High schools through the medium of their own vernacular they will for some time at least, meet with technical and other difficulties in pursuing their College Course in higher Mathematics, and Professors will have to undergo greater labour in teaching them. Further, as in Government offices, some of the Courts of Justice, Banks and other Counting Houses, Railway and Telegraph offices, Merchants' offices, and in many other private Firms and Factories, current business is done in English, such of the students as finish their education on passing the Entrance Examination, and their number is large, will meet with difficulties in entering the world if they learn elementary mathematics through the medium of their own vernacular. It is chiefly owing to these reasons and also on account of the Entrance Examination of the Calcutta University in Mathematics, History and Geography not being conducted through the medium of the several vernaculars that the experiment lately made by the Education Department of constituting High English Schools on a vernacular basis, has not proved so successful as was ardently hoped for by certain officers of the Department.

3. Though I know that the measure proposed is not likely to be a popular one yet considering the needs of the Bengali and other vernacular languages and at the same time the present requirements of the country which cannot be ignored, I am for adopting a moderate course, *viz.* to move the University to examine the candidates appearing at the Entrance Examination in their own vernacular, only in such subjects as History, Geography and Elementary science. I should for the present leave the examination in elementary mathematics to be conducted as hitherto in English.

4. The second motion of the Bangiya Sahitya Parishad, *viz.* that it is desirable that for the F. A. and B. A. Examinations of the Calcutta University, vernacular text-books be prescribed in addition to those in the classical languages, has my unqualified approval. I am, however, for shortening a little the Sanskrit, Arabic or Persian course now prescribed for the F. A. and B.A. Examinations,in view of the increased pressure which students will have to bear in going through a vernacular in addition to the classical course. It will not answer the purpose of helping to enrich the vernacular languages and turning out from our students good vernacular scholars, simply by making composition in and translation into the vernaculars a part of the required text.

Yours faithfully,

BRAHMA MOHAN MALLIK.

11

From

BABU BISVESVAR CHAKRAVARTI
Head Master, Hindu School, Navadwipa.

To

Babu Rabindranath Tagore,
The Hon'ble Gurudas Banerjee, M.A., D.L.
Mr. N. K. Bose, M.A. C.S,
Pandit Rajani Kanta Gupta
Babu Hirendranath Datta, M.A., B.L.

Dated, Navadwipa, the 24th January 1895.

GENTLEMEN,

With reference to your Circular letter, dated the 5th January 1895; I beg to submit my views as to the questions put forth in your letter.

1. I fully approve of the proposal to make the vernacular languages the medium of instruction up to the Entrance Examination of the Calcutta University in History, Geography and Mathematics. The vernacular of our school students is in a way neglected, and the result is that even the senior students are often at a loss to express their ideas in their own mother tongue without the help of the English vocabularies here and there. It is contended by some that if History be taught in the higher classes through the vernacular languages of the boys, it would tell on their proficiencies in English; but I beg humbly to maintain that the loss on one side is more than counterbalanced by the gain on the other. I am, however, for introducing the change gradually and I would for the present restrict the proposal up to the 4th class of Entrance Schools; and I beg humbly to add that the school I am in charge of is founded on the vernacular basis, and it is one of the causes of the efficiency of the institution.

2. It is desirable, no doubt, on the national point of view, that the study of vernacular languages be made a part of the curriculum in the F. A. and B. A. Examinations. For the encouragement of vernacular literature, it would be better, in my humble opinion, to prescribe vernacular text-books with those in the classical second languages, than to make simple composition in and translation to the vernacular languages a part of the required test. Such has been the test of the Entrance candidates for years together, but it does not produce the intended result, as the candidates seldom study vernacular books to better their style of writing, being sure of securing 25 per cent pass marks simply by answering papers on the Classical second languages.

Yours faithfully,
BISVESVAR CHAKRAVARTI,
Head Master, Navadwipa Hindu School.

12

From

Babus Hariprasanna Mukerjee and
Charu Chandra Basu,
T. N. Jubilee College, Bhagalpur.

To

The Members of the Committee,
Bangiya Sahitya Parishad.

Dated, Bhagalpur, the 29th January, 1895.

Sirs,

We the undersigned have the honor to acknowledge receipt of your Circular letter, dated the 5th instant, addressed to each of us severally. In reference to the first of the proposals mentioned in your letter we beg to state that looking at the standard of eligibility the youths of the country have to attain to for entitling themselves to academical honors as well as for qualifying themselves for service and various kinds of profession, we consider it essentially necessary that training in the case of students, preparing for the Entrance Examination, should be so directed as to enable them to have a fair knowledge of English. We beg humbly to state it as our opinion that the system of instruction proposed in your letter, in reference to History, Geography and Mathematics, may not be a helpful one for the purpose. Such a system may with advantage, so far as instruction in History alone is concerned, be introduced in the lower classes of Entrance schools *i.e.* in classes lower than the Fourth, as the study of English text-books in the subject is a task too difficult for students of those classes to manage. In regard to the other two subjects, however, we would be for English text-books being used even in those classes, in order that the technical expressions in reference to the subjects may be mastered by the students in English.

In reference to your second proposal we beg to state that a cultivation of the vernacular by the youths of the country, we consider to be really desirable, and in view of this we should advocate that fair proficiency in their vernacular should be demanded as an item of qualification on the part of candidates for the F. A. and B. A. Examinations. We may state, however, that students preparing for the said examinations have already to attend to good many subjects, and so we should suggest that instead of separate text-books being prescribed for the candidates in their vernacular, composition in and translation to it be made a part of the required test.

Yours faithfully,

Hariprasanna Mukerjee,
Principal, T. N. Jubilee College.

Charu Chandra Basu,
Head Master, T. N. Jubilee College.

13

From

THE HON'BLE H. J. S. COTTON C.S., C.S.I. &c.

SIRS,

Both proposals seem calculated to discourage a study of English, and are, I think,open to objection on that ground. Encouragement in the study of the vernaculars is no doubt very important but I do not look on it as a prime question of the University of Calcutta.

H. J. S. COTTON.

14

From

BABU DEBENDRA NATH BASU M.A.,
Lecturer in English Krishnagar College.

To

THE SECRETARY,
Bangiya Sahitya Parishad.

Dated, Krishnagar, the 20th January, 1895.

DEAR SIR,

I am in due receipt of the Circular letter dated the 5th instant issued in the name of your society and beg to offer the following remarks in reply to it.

1. I do not approve of the idea of History, Geography and Mathematics being taught to Entrance students in a vernacular, and that for the following reasons :—(*a*) If English remains the medium of instruction in those subjects in the college classes and candidates are to answer in English all the papers set in the higher University Examinations they shall have to learn anew and unlearn many things learnt before in a vernacular. This applies specially to Mathematics. (*b*) The practical difficulty of conducting the Entrance Examination in those subjects will be very great. It will be necessary to appoint as many sets of Examiners in each of them as there will be languages ; and all attempt at securing uniformity in the Examination will be at an end.

2. I think the time has come for making the vernacular languages compulsory in the Entrance together with the classical ones. Most, if not all, of the vernaculars recognized by the University have advanced enough for the purpose. In order to introduce them all that is necessary in my opinion is to abolish the paper on translation from English into a vernacular, and to put in its place one on vernacular text-books. But I am afraid,

the time for introducing the vernaculars in the higher examinations has not come as yet. Even assuming that the Bengali language has got a few works fit to be prescribed for those examinations, most of the other languages recognized by the University are still far too backward for the purpose. The Calcutta University is not for Bengal only, and it ought to take into account circumstances affecting other provinces under its jurisdiction.

Yours faithfully,

DEBENDRA NATH BASU.

Lecturer, Krishnagar College.

15

From

Babus Debendranath Basu M.A., Sivendra Nath Gupta M. A., Mohinimohan Chaudhuri M. A., Satischandra Acharya M.A., and Govindalal Set M.A.,

Lecturers, Krishnaghur College.

Note

On the Proposals of the Bengal Academy of Literature.

1. It is not desirable to make the vernaculars the media of instruction in History, Geography and Mathematics for Entrance candidates for the following reasons :—(*a*) If English remains the language of examination in those subjects in the higher examinations of the University youths preparing for them will have to learn anew and unlearn many things learnt before in a vernacular. This applies specially to Mathematics. (*b*) The practical difficulty of conducting the Entrance Examination will be very great. It will be necessary to appoint as many sets of Examiners in each of those subjects as there will be languages, and all attempt at securing uniformity in the Examination will be at an end.

2. The time has come for making a vernacular compulsory in the Entrance Examination together with a classical language. Most, if not all, of the vernaculars recognized by the University have advanced enough for the purpose. The only change necessary for introducing them is, to substitute a paper on vernacular text-book for the one on translation from English into a vernacular now in force. But the time for introducing the vernaculars in the higher examinations has not come as yet. Even assuming that the Bengali language has got literature enough for the purpose, the other languages recognized by the University are yet far too backward for it. The University of Calcutta is not for Bengal only, and ought not

to have out of account circumstances affecting other provinces under its jurisdiction.

DEVENDRA NATH BASU,
Lecturer in English.

Sivendranath Gupta—Lecturer in Philosophy.
Mohini Mohan Chaudhuri—Lecturer in Mathematics.
Satis Chandra Acharyya—Lecturer in Sanskrit.
Govindalal Set—Lecturer in Physics.

16

From

BABU DINA NATH SEN
Inspector of Schools,
Eastern Circle.

To

The members of the Committee of the Bangiya Sahitya Parishad for considering the proposal to substitute the vernacular language for English, for instruction in History, Mathematics &c. in Entrance schools.

Dated, Faridpur, the January 15, 1895.

GENTLEMEN,

I received your Circular of 5th January last at Faridpur yesterday, on my return to this place from a tour in the interior of the district.

I consider the proposal, which your committee has been appointed to examine, to be one of very great importance. I have had, on several occasions, to express my views, (in favour of the proposed change) in my official reports, or other communications addressed to the Director of Public Instruction. But I am not quite sure whether I would not be overstepping the limits of official ettiquette if I were to enter upon a discussion of, or formally to express my views regarding this question, or any other question falling within the range of my official duties, in a private letter which has the chance of being alluded to in public discussions.

I would, however, take the liberty to add that it seems to me that the best way, for the Committee to get a full expression of the views of the officers of the Education Department, would be to have its enquiries circulated among those officers through, or with the countenance of, the Director of Public Instructions.

Yours truly,
DINANATH SEN,
Offg. Inspector of Schools
Eastern Circle.

17

From

THE HEAD MASTER, GOVERNMENT HIGH SCHOOL,
Sylhet.

To

Babus Rabindra Nath Tagore,
Gurudas Banerjee,
Nanda Krisna Basu,
Rajani Kanta Gupta,
Hirendra Nath Datta.

Dated, Sylhet, the 25th January, 1895.

GENTLEMEN,

I have the honour to acknowledge receipt of your Circular letter, dated 5th January, 1895, and in reply beg to say that for the present the proposal to make the vernacular languages the medium of the instruction should, I think, be restricted up to the standard of middle English examination. It would, in my humble opinion, be a mistake to extend it to the Entrance examination without making at the same time corresponding changes in the curriculum of the college course, for which I am afraid the time is hardly ripe yet in the present condition of the vernacular literature of our country. Students learning History and other subjects in their vernacular will, after passing the Entrance Examination, find it rather difficult, in the beginning at any rate, to follow the college lectures if English continues to be the medium of instruction there. If the University desires to encourage the vernacular literature, and thus prepare the way for a sounder system of education, the best thing in my opinion would be to prescribe an Anglo-vernacular course for the several arts Examinations, not as a substitute for the present English Course, but as an alternative to it, making the vernaculars, as far as practicable, the medium of instruction in History, Mathematics, and other subjects.

2. In reference to your second proposal I believe that at the F. A. Examination candidates have already got rather too many subjects to learn, and I would not add another subject to it ; but there can be no objection to prescribe vernacular text-books, as a separate subject, for the B. A. Examination in the Arts course, at least for those candidates who take up a classical second language as an optional subject.

I have the honour to be
GENTLEMEN,
Your most obedient Servant
DURGA KUMAR BASU,
Head Master,
Sylhet, Government. High School.

18

From

Babu Dwarkanath Basu,
Head-Master, Rungpur Zillah School.

To

Babu Rabindra Nath Tagore,
Dated, Rungpur, the 12th January, 1895.

Sir,

I beg to acknowledge receipt of your Circular letter, dated the 5th January 1895, and to submit my views with reference to the questions you have been pleased to favour me with.

As regards the first question I am humbly of opinion that vernacular languages should not be made the medium of instruction up to the Entrance Examination of the Calcutta University in History, Geography and Mathematics. Nor I am for restricting the proposal up to the fourth class of Entrance Schools. For the High English Schools that have worked on vernacular basis have been hitherto sad failures. But I may be permitted to observe here by the way that up to the fourth class boys should be made first to explain everything in their own vernacular languages, and then do that into English.

As for the second question I am in favour of making the study of vernacular languages a part of the curriculum in the F. A. and B. A. Examinations, but in that case the Sanskrit text-books should be reduced in number, otherwise the boys would fare very badly having too many irons in the fire.

Yours faithfully,
Dwarka Nath Basu,
Head Master,
Rungpur Zillah School.

19

From

A. C. Edwards Esq. M. A.
Principal, Dacca College.

To

The Bengal Academy of Literature,
Calcutta.
Dated, Dacca, the 28th January 1895.

Sirs,

With reference to your letter of the 5th instant asking for my opinion on certain points connected with the study of the vernacular languages I have the honor to forward herewith the opinion of the Head Master of the Dacca Collegiate School, and to state that I do not myself approve of

he proposal to make the vernacular languages the medium of instruction up to the Entrance Examination in History, Geography and Mathematics.

In my opinion the knowledge of English now acquired by students before matriculation is generally inadequate considering that all their studies at the University have to be carried on in that language, and any change which would tend in any way to diminish that knowledge would, I consider, be undesirable. As regards the proposal to make the study of vernacular languages a part of the curriculum in the F. A. and B. A. Examinations, while fully recognizing the advantage of a thorough acquaintance with these languages, I think that considering the number of different subjects already included in the University curriculum it is hardly desirable to add thereto by requiring pass students to take up the vernacular languages.

I have the honor to be
Sirs,
Your most obedient Servant
A. C. Edwards,

20

From

Babu Ratanmoni Gupta
Headmaster, Dacca Collegiate School.

To

The Principal, Dacca College.

Dated, Dacca, the 17th January 1895

Sir,

I have the honour to request the favour of your forwarding my views on the questions raised by the Bengal Academy of Literature, who have also separately addressed you on the subject.

With regard to making the vernacular languages the medium of instruction up to the Entrance Examination of the Calcutta University in History, Geography and Mathematics, I do not think it will be advantageous to teach those subjects in the vernacular, for the adoption of such a course is sure to lower the Entrance standard. Nor am I inclined to make the vernacular the medium of in struction up to the fourth class of the Entrance Schools. The substitution of the vernaculars for the English will be, I am afraid, productive of much greater harm not to be made up by any other possible means. History is very useful for the boys to learn the English language with great facility, making them familiar with the different forms of construction, as well as words and phrases in the language they come across in the course of their studies, and enabling them thereby to get some insight into

the style and structure of a language which is quite foreign to them and which is, by no means, an easy thing for a beginner to learn. At the same time it gives them an ample opportunity of being conversant with the various modes of expressing the multifarious civil and political relations of life in English. Of course the facts and the philosophy it teaches are the same in whatever garb they may be presented before the boys.

The effect of the conversion of many schools into the vernacular basis, has not been quite satisfactory. The former Middle Vernacular Schools turned out excellent vernacular scholars, who subsequently distinguished themselves in the Entrance schools, and always passed the Entrance Examination very creditably, but such good scholars cannot be expected from the class of Middle English schools thus converted. The reason seems to be this:—In the Middle English schools boys are taught only in the English text, while the other subjects are taught in the Vernaculars. The result has been that those boys who after passing the Middle Examination come for admission into the Entrance Schools, are admitted into the fourth class, which corresponds to the highest class of Middle English schools, from which they come, *i. e.* they read two years the same English course; and that they are much inferior in English to most of the boys who are systematically trained in the Entrance Schools from the very beginning.

I am far from under-rating the value and importance of a vernacular language being systematically taught in our High Schools and Colleges. I heartily agree to the proposal of making the study of vernacular languages an additional subject of the curriculum in the F. A and B. A. Examinations by making composition in and translation into the vernaculars a part of the required test.

I have the honour to be,
SIR,
Your most obedient Servant,
RATANMANI GUPTA,
Headmaster, Dacca Collegiate School.

21

From
BABU GOLAP CHANDRA SARKAR M.A., B.L.
Vakil, High Court.

To
The Members of the Committee
of the Bangiya Sahitya Parishad.
Dated, Calcutta, 1st February 1895.

SIRS,

I beg to acknowledge the receipt of your letter about the desirability of introducing the Bengali and the other vernacular languages as the

medium of instruction to the students in the Entrance Schools, and of requiring students in college classes to read some standard vernacular work, and to state in reply thereto my views on the same as follows :—

I feel a very strong conviction that the interests of sound education require that in our schools the instruction in History, Geography, Arithmetic, Algebra and Geometry ought to be imparted to the students in their own vernacular, and that they should be permitted to answer questions on these subjects in the Entrance examination in their mother tongue. The present system of teaching these subjects through the medium of English—a foreign tongue, is unique the like of which is unknown in the annals of education, and being unnatural is attended with evils of a grave character. This system have given rise to the necessity for cramming of the worst type, it entails useless waste of mental energy, it causes destruction of the youthful mind, it requires unhealthy exercise of memory at the expense of judgment and natural association of ideas, it has deprived pursuit of knowledge of its pleasure, and has failed to promote the healthy growth and development of the intellectual faculties. To this vicious system may be attributed the utter failure of our University education to create a taste for learning, as is testified by the notorious fact that our graduates, as a general rule, do not engage themselves in the prosecution of study after leaving the college, to the majority of whom acquisition of knowledge seems to be distasteful. Although the University may have been perfectly justified in adopting this abnormal system at the commencement of its existence, there is no reason why it should be permitted to continue even now that the Bengali language has made such rapid strides towards improvement.

It appears, therefore, to be absolutely necessary in the interests of education that, this useful change in the mode of instruction should be adopted and introduced without delay. But two objections may be raised against it. First, that it will prejudicially affect the aquisition of the knowledge of English. Second, that names of persons, places &c., will be misspelt by the students while writing English.

As to the first objection, my answer is that there are cogent reasons for considering the apprehension to be groundless; on the contrary, students having a good knowledge of their own language are likely to learn more easily the English idioms by marking the dlfference between the two languages with respect to the forms of expression, than under the present system.

The second objection may be obviated by placing in the hands of students such books in the vernacular language, as will give within parenthesis the names of persons, places and the like in English, just after the words in vernacular, and by requiring them to learn the English names

and spelling. The same process may be followed with respect to mathematical terms of importance.

To disarm all opposition, the two systems may be made optional.

As regards the higher examinations, I would not interfere with them at present, but prepare to wait to see how the change in the Entrance course works. I am opposed to add any fresh subject in the F. A. which appears to be already overburdened. I would, however, allow the F. A. students to read the optional subjects, and answer questions on them in their own vernacular. The proposal to introduce Bengali as part of Sanskrit by reducing the quantity of the latter subject will, I think, impose an additional burden. It is a fallacy of the mathematical process of reasoning to say that if the number of pages to be read of both Sanskrit and Bengali be the same as that of the former now, the burden would remain the same. There cannot be a shadow of doubt that practically the burden would be considerably increased, for the students will have to master two languages instead of one : the fallacy would clearly appear if one were to propose to introduce Latin by diminishing the extent of text books in English.

The Bangiya Sahitya Parishad would very greatly advance the cause of education in this country, should they succeed in inducing the University to adopt this change. The present Vice-chancellor who has spent the best portion of his life in imparting and watching education in this country has had to observe in his first convocation speech that the graduates are not found to be engaged in the pursuit of knowledge, as they are expected to be. The fact cannot but be admitted, though its cause has not been ascertained yet. The learned Vice-Chancellor dismissed this subject by simply asking whether the fault is in the seed, or in the soil, or in the manner in which the seed is sown ? My answer is that the fault lies in the mode of sowing the seed.

I have the honor to be

Sir,

Your most obedient Servant

GOLAPCHANDRA SARKAR

22

From

BABU GANGADHUR BANERJEE M. A.

Head-Master, New Indian School.

Calcutta, the 24th January 1895.

To

The Members of the Committee of Bangiya Sahitya Parishad

SIRS,

In considering the Bangiya Sahitya Parishad's proposal that candidates be examined in their own vernacular in such subjects as History, Geography and

Mathematics, the most important fact that should not be lost sight of is, that the study of History through the medium of English helps a boy to learn that language far better than the reading of the English text-book itself. The standing complaint that Entrance boys now cannot write two sentences in English correctly has mainly arisen from the absence of suitable History text-books from the curriculum and the introduction of too many subjects for the Entrance Examination. If Bengali were substituted for English, as the Parishad proposes, the English that boys would learn would be far below the mark. This alone is a disadvantage which, to my mind, far outweighs the advantages sought to be gained by the Parishad's proposal. For, the lowering of the standard in English would disqualify our young men from receiving higher education at college and, in the case of a large number of those that are obliged to give up their studies, from filling up posts of small value in government or mercantile offices Those gentlemen of light and leading that have time and inclination to think of the welfare of those that are now at school or college would, I humbly think, do well to arrange for the better learning of English and Arithmetic so as to fit them for work in an office or elsewhere ; and in going to do so nothing will be a greater mistake than the substitution of Bengali for English in the History Examination. It is desirable to think of our bread first and the cultivation of vernacular literature (which does not yet pay well) afterwards.

The safer course would be to stimulate the study of Bengali (in this part of the country) without lowering the standard of English. This may be done.

(1) By removing the disability under which candidates choosing to be examined in Bengali literature are declared ineligible to scholarships in the Entrance Examination.

(2) By dividing the total marks assigned to the second language paper equally between Sanskrit and Bengali by raising the value of the second language afternoon paper from 40 to 60 and lowering the value of the Sanskrit paper from 80 to 60.

(3) By appointing suitable text-books in Bengali literature for the second language afternoon examination and confirming the examination to writing essays, summaries &c. from the text-books in addition to translation from English to Bengali that candidates are now asked to do.

Much depends upon the examiners, I mean those who set papers. If they expect a detailed knowledge of Sanskrit Grammar that they now seem to do little good will come of it. Their duty should only be to see if the candidates can understand easy Sanskrit and difficult Bengali and if they can express their thoughts in simple Sanskrit and good Bengali. The

candidates should also be able to write letters in Bengali. A similar scheme may be formed for the F. A. Examination.

Yours faithfully,
GANGADHAR BANERJEE.

23

From

BABU GAURI SANKAR DEY, M.A.
Professor of Mathematics,
The General Assembly's Institution.
Dated, Calcutta, the 26th January, 1895.

SIRS,

With reference to the two points of your letter dated the 5th January, 1895, I send the following as my opinion :—

1. I approve of the proposal to make the vernacular languages the medium of instruction up to the Entrance Standard in History, Geography and Mathematics.

2. I approve of the proposal to make the study of the vernacular languages a part of the curriculum in the F. A. and B. A. Examinations in addition to Sanskrit, Arabic &c.

Yours most sincerely,
GAURISANKAR DE
G. A. Institution.

24

From

BABU GOUR MOHAN BASAK,
Head-master, Mymensing, Zillah School.
Dated, Mymensing, the 28th January 1895.

GENTLEMEN,

With reference to your Circular letter dated the 5th itstant anent the introduction of the vernacular languages into the curriculum of University Examinations, I beg to state that, I fully approve of the proposal to make the vernacular languages a part of the studies for the F. A. and B. A. Examinations, in addition to the second classical languages—Sanskrit, Arabic, and Persian, already prescribed for those Examinations. I am also of opinion that in such examinations not only vernacular text-books should be prescribed, but composition in the vernaculars, as also translation to them, should be made a part of the required test. This change, if adopted by the University, would be a great stimulus to the improve-

ment of the vernacular languages of the country, which, to say the least of them, are yet in their infant state, and are not expected to thrive unless under University patronage and recognition. The deficiency which most of our educated youths show in their own vernacular is indeed lamentable, and you will have rendered a signal service to the cause of the vernacular languages of the country when you have succeeded in your laudable attempt.

2. But while heartily wishing for the improvement of the vernacular languages, I must express myself against the proposal to make them the medium of instruction up to the Entrance Examination, either in Mathematics, Geography, or History. Mathematics can advantageously be taught in English only ; the terms and expressions, so very peculiar to this science, cannot properly be expressed through the medium of any vernacular language of this country, and in consideration of the greatest importance attached to this subject ; owing to its being the chief means of a rapid development of the mental faculties of our youths, and English being the only convenient medium to Indian students for reading the works of the greatest Mathematicians and Scientists in general of the British Isles and the Continent, I am decidedly of opinion that any change in the existing method would result in more harm than good.

3. As for Geography the instruction of it through the vernacular languages will be equally objectionable ; the Geographical terms and the names of places if rendered into and spoken in the vernacular languages, will greatly deviate from their original signification and correct pronunciation, so as to make them unintelligible to the English, and other foreign nations with whom we are daily being brought into closer contact by the steady spread of civilization, and rapid development of trade and commerce of our country. Those boys who read in our High English Schools after passing the Middle English or Middle Vernacular Examination, have to unlearn much of what they are taught of Geography in the vernacular, so as to arrive at the correct import of the Geographical terms and expressions, as well as the correct pronunciation of the names of places. Besides, the instruction of this subject in the vernacular languages is not likely to improve those languages in any way, or be of any use to any Indian traveller to a remote country, and, as Geography is taught only up to the Entrance Examination and not in higher classes, it is in my opinion undesirable that our youths should gain an imperfect, nay, mistaken knowledge of it, by having to learn it through the vernacular languages.

4. The learning of History in English has always been looked upon as a great aid to the study of the English language. In fact, our boys have to depend [illegible]less on history, than on English text-books, for acquiring a

good knowledge of the English language ; and as such the proposal to teach history in the vernacular languages, do not commend itself to me.

5. In view of encouraging the vernacular languages, and of preserving a continuity of their study from the Middle Scholarship Examinations to the B.A. Examination, I beg to suggest that in the Entrance Examination candidates be examined in their own vernacular on text-books written in such vernaculars in addition to the second classical languages in which they are at present examined. But as this new subject will add to the already too heavy curriculum of the Entrance Examination which a boy of average intellect is hardly capable of coping with, I beg to point out the advisability of reducing the standards in History and Geography which may be done by a judicious selection of books written in compressed forms and in easier style, thereby enabling the students to devote the time thus set free to the study of the new subject. The little disadvantage in thus lowering the standards in history will however be made good by the study of larger editions of English and Indian Histories in the higher classes.

I have the honor to be
GENTLEMEN,
Yours most obediently & faithfully
GOUR MOHAN BASAK,
Head-master, Zilla School
Mymensing.

25

From

BABU GOPAL CHANDRA SARKAR,
Head Master, Puri Zillah School.

To

The Secretary, Bangiya Sahitya Parishd.

Dated, Puri, the 18th January, 1895.

SIR,

In reply to your Circular letter dated, Calcutta, the 5th January I beg to express my opinion on the questions as follows :—

1. I strongly advocate the necessity of imparting instruction to our boys through the medium of their own vernacular in all such subjects of their study as History, Geography and Mathematics. The present system of making boys who have only gone through a primer in their own verna-

cular, begin their study of those subjects in a foreign tongue, is one of the chief causes of the large number of failures at the Entrance Examination, and of rote-learning and want of accuracy and thoroughness which are characteristics of the successful candidates at that examination. I have seen that boys who join an English School after having received some sort of instruction in their own vernacular, turn out in the majority of cases, to be the best boys in the school in the long run. Not only the Vernacular and the Middle English Scholars, but those who come with a pass certificate also are generally found to be the best boys of the class everywhere. The supposed advantage of the system of imparting instruction in English, that it facilitates the acquisition of a knowledge of that language by studying all subjects through its medium, is far outweighed by the evils it produces by putting an undue strain upon the minds of the learners. This is the only country where the experiment of teaching boys the rudiments of their language in quite foreign tongue is being tried.

But although I advocate the advisability and the necessity of substituting vernacular text-books in all subjects of study, I think there are some obstacles in the way of carrying out the desired change. The vernacular at present recognised by the Calcutta University are Bengali, Hindi, Urdu, Urya, Assamese and Parbattia in the province of Bengal. If all these vernaculars are to be recognised, then it is desirable to preserve uniformity of standard, that the same text-books written in all these languages should be prescribed. But that is not practicable considering the present stage in which some of these languages are. The second part of your proposal, therefore, seems to be the only practicable one, *viz.* to impart instruction in History, in the vernacular of the student up to the Middle English standard.

I beg to differ from the opinion of the Parishad as regards the proposal to make the Vernacular language a part of the curriculum in the F. A. Examination in addition to Sanskrit or any other classical language. This would make the study of both for the purpose of Examination a great burden to the learners and will prevent the attainment of thoroughness in either of them. In my humble opinion Vernacular language should be made an alternative branch of study with a classical language in the F. A. examination, such a change will necessarily involve a corresponding change in the curriculum of the Entrance Examination and, by removing the disadvantage under which those who now take up a vernacular language for the Entrance Examination labour, will give a greater scope to its study in the High English school. A vernacular language may be made an additional subject of study for the Arts course of the B. A. Examination for which both a vernacular as well as a classical language may be prescribed. But the difficulty of finding suitable text-books in some of the vernaculars recognised by the

University will be felt all the more in introducing this otherwise much desirable and necessary change.

I have the honour to be
SIR,
Your most obedient Servant.
GOPAL CHANDRA SARKAR,
Head Master, Puri Zilla School.

26

From

THE HEAD-MASTER, ZILLAH SCHOOL,
Noakhali.

To

THE SECRETARY TO THE BANGIYA SAHITYA PARISHAD.

Dated, Noakhali, the 23rd January, 1895.

SIR,

In reference to your Committee's Circular letter of the 5th Instant, anent the two questions taken up by the Parishad in connection with the School and College curricula, I have the honour briefly to state my views in regard to them.

As to the first question, I quite concur in the importance of the change proposed by the Parisad up to the standard of the Entrance Examination of the Calcutta University. It may be observed here that from the number of subjects and the necessarily limited time that our little children have, to learn them in a foreign tongue, the result is generally a mere superficial acquaintance on their part with several, instead of a thorough grasp of one or two great subjects. I would fain believe that, were provision made in the University course for their study in their own vernaculars, of such minor subjects as those mentioned by the Parishad, they might have at their disposal ample time to devote to the cultivation of English literature, which is in my humble opinion, quite in keeping with their taste and requirements. It is but superfluous to add that under the present regime they are constrained to trust more to memory than to sense, which is not a happy augury for their future improvement.

3. With regard to the second question, it occurs to me that the plan of setting at the F. A. and B. A. Examinations of the Calcutta University, a paper on Composition in and Translation into vernaculars is well cal-

culated to stimulate our young men to read such vernacular books as are extant and, what is better, to add to the stock of literature of the country by their own productions. I need scarcely say that the study of vernacular languages on their part ceasing with the Entrance Examination or, more properly speaking, with the Middle Scholarship ones, they generally fail to express themselves correctly enough in those languages, and that this defect can, in my humble opinion, be removed only by adoption of the plan in question.

I have the honour to be
SIR,
Your most obedient Servant,
GOLOK CHANDRA CHAKRAVARTI,
Head Master,
Zillah School, Noakhali.

27

From

G. A. GRIERSON ESQ., B.A., C.S.
Collector, Howrah.

To

Babu Rabindranath Tagore, and other gentlemen.

DEAR SIRS,

With reference to your printed Circular dated the 5th January 1895, I have the honour to reply as follows :—

(1) As at present advised, I am not prepared to state that I approve of the proposal to make the vernacular languages the medium of instruction up to the Entrance Examination of the Calcutta University in the following subjects, viz. History, Geography and Mathematics.

At the same time I am so impressed with the necessity of imparting a scholarly knowledge of the vernaculars to every educated native of India that,—

(2) I strongly approve of the proposal to make the study of vernacular languages a part of the curriculum in the F. A., and B. A. Examinations, not in substitution of Sanskrit, Arabic, or Persian but in addition to these languages.

Yours faithfully,
GEORGE A. GRIERSON.

28

From

N. L. HALLENARD ESQ., M.A.
Principal, Ravenshaw College,

Dated, Cuttack, the January 10th, 1895.

GENTLEMEN,

I have received your Circular dated, Calcutta, January 5th 1895. I will briefly indicate my views as to the proposals therein contained.

(1) The adoption of the first proposal would revolutionise the whole basis of University education, which has hitherto been founded on the study of English. It must be clearly recognised that this is the meaning of the step proposed to be taken. The abandonment of the teaching of History, Philosophy, Mathematics, and Science in English, for the F.A. and B.A. examinations also, would be the immediate logical outcome, and the practical relegation of English to the place of a foreign language would speedily follow.

To say nothing of the difficulty that would arise in teaching advanced subjects of study in most of the vernaculars, owing to the poverty or absence in them of terms for the expression of scientific and philosophical notions, the literary character of University education would be destroyed by confining the study of English within such narrow limits.

Moreover, the step would be a reactionary one from another point of view. The gradual unification of the Indian Races will be rendered, humanly speaking, impossible, if the study of English be so seriously discouraged and retarded. As it is, the knowledge of the English language is the chief medium of communication, which renders intercourse possible between the numerous jarring tongues, races and religions of India. The knowledge of this language is the key which opens for educated men an access to the accumulated stores of knowledge which western civilization has gradually amassed. Without it, they remain outside the pale of modern thought, outside the community of civilized nations.

(2) The second proposal contains two alternative suggestions : (a) that papers be set on the vernacular languages in the F. A. and B. A. Examinations (b) that translations from the Oriental classics be made into the vernaculars, not into English, as at present.

(a) None of the vernaculars has a literature of a high order while some vernaculars cannot be said to have any literature at all. Until a vernacular language has developed a worthy literature of its own, it cannot be an adequate medium of culture. In the not distant future we may hope that these languages will have created for themselves a not un-

worthy instrument for educational purposes. At present, I consider the proposal premature.

(*b*) I am inclined to regard this suggestion as less open to objection, and it presents at least one advantage as likely to arise, the realization of which would be of importance in its bearing on the former suggestion.

The habit of translating from the Oriental classics into their own vernaculars, and *vice versa*, gives promise of cultivating the literary taste of students and raising their standard of composition in their own languages. This would pave the way for serious literary efforts in those languages.

On the otherhand, from an educational point of view, translation into English or any other Western language is a more valuable exercise than translation into the vernaculars, on account of the greater dissimilarity in modes of thought and forms of expression, and the consequent difficulty which demands a greater effort from the student to overcome it.

I am, Gentlemen,
Yours faithfully,
N. L. HALLENARD
Principal, Revenshaw College.

29

From

BABU HARICHARAN RAY,
Head Master, Midnapur High School.

To

THE SECRETARY, SAHITYA PARISHAD.

Dated, Midnapur College, the 22nd January, 1895.

SIR,

In reference to the letter dated the 5th instant addressed to me by some of the members of the Academy inviting my opinion as to the two questions raised therein, regarding certain educational reforms, I have the honour to state as follows :—

1. It does not admit of any doubt that national progress depends in a great measure on the development of a national literature. Every well-directed effort in furtherence of it should therefore be welcomed. But too much care cannot be taken in introducing extensive measures of reform, specially such as involve sudden and radical changes in the established order of things. For, unless the circumstances be favourable and the time ripe for their reception, the introduction is too often apt to produce more evil than good and provoke powerful reactions. Now, the change contemplated by

the proposal to impart instructions up to the Entrance class through the medium of the vernacular languages seems to be sudden as well as radical.

Objection may also be taken to it on the ground of its being untimely. It cannot be denied that to use the vernacular languages as the medium of instruction up to the Entrance standard in History, Geography and Mathematics means to teach less English to the Entrance candidates than now. For, so long as a tolerably fair knowledge of English is regarded as *sine qua non* for employment in Government Service, any measure tending to lower the standard of the knowledge of English required for passing the Entrance Examination can not fail to be regarded by our countrymen as an unmitigated evil, in as much as the bulk of our youngmen can hardly afford to read up to a higher standard than the Entrance.

There is also a third consideration that would seem to render the measure undesirable. It can not be gainsaid that to require less proficiency in English from our Entrance candidates will affect the proficiency of the generality of our graduates also. And in view of the present poverty of our vernacular literature, I am not in a position to say that the introduction of the proposed measure will not thwart its growth specially as it has hitherto been drawing its nourishment mainly from English which it has taken for its model. For, I am by no means sure that our vernacular literature has already reached that stage of development at which its supply of nourishment can be safely curtailed without prejudice to its unimpeded growth.

The same remarks apply, though with less force to the alternative proposal of making the vernacular languages the medium of instruction up to the fouth class of Entrance Schools. It may be argued that the Middle English Scholars generally, after passing the Entrance Examination, do not show themselves inferior in English to others who pass the Entrance Examination without going through the M. E. Course. But it may be safely affirmed as a matter of experience that these boys have to devote greater time and attention to English than the others and this they can afford to do without prejudice to the other branches of their study because of their advantageous position with regard to those branches and also because these few that pass the M. E. Examination with credit are of more than average intelligence and older than their fellow students of the English Schools.

The introduction of both these proposed measures, however, labours under a more serious objection. Now a days, the children of such of the middle classes as are comparatively well off resort to the Entrance Schools from the very commencement of their education in preference to the M. E. Schools, simply with a view to obtaining better training in English, notwithstanding that the latter class of schools charge a smaller rate of fee besides affording

opportunity of competing for the M. E. Scholarship. Here, I would point out, in passing, the significance of the fact that the single consideration of receiving a better training in English outweighs all considerations of pecuniary advantage. Now, if either of the proposed measures be introduced, the only incentive for these boys to join the H. E. School in the face of so many disadvantages, will be taken away from them. None of them will care any longer to join these schools below the third class and as it costs more to maintain the higher than the lower classes, the inevitable consequence will be that the very existence of these institutions will be threatened. Now, in these days when government have deemed it fit to withdraw from high education and are busy in carrying out their policy, it would be extremely unwise to add to the disadvantage in which high education is already being placed by our rulers.

2. As to the second proposal, it has my hearty approval and I should further suggest that a paper on translation and composition similar to that now set in the Entrance Examination be set in the F. A. and B. A. Examinations and that the candidates be required te pass in their paper independently of the paper in the second language. I should also propose that unlike what is done at present, candidates for the Entrance Examination be also required to pass in the paper on vernacular translation and composition independently of the paper on the second language. For the present, let this serve as a stimulus both to the boys and their teachers to pay greater attention to their vernacular language until we can see our way to the introduction of reforms involving greater changes in the established order of things.

I have the honour to be

SIR,

Your most obedient Servant,

HARI CHARAN RAY

30

From

BABU HARI MOHAN SEN,

Head-master, Barisal Zillah School.

To

The Hon'ble Justice Gooroodas Banerji, M.A., D.L.
Babu Rabindra Nath Tagore,
Pandit Rajani Kanta Gupta,
Mr. N. K. Basu M.A., C.S. &
Babu Hirendra Nath Datta M.A., B.L.

Dated, Barisal, the 22nd January 1895.

SIRS,

In reference to your Circular letter dated the 5th January 1895, I

have the honor to submit that I fully approve of the proposal to make the vernacular languages the medium of instruction up to the Entrance Examination in such subjects as History, Geography and Mathematics. But I should like to see it for the present restricted up to the fourth class of our Entrance Schools. Though I believe that the change when carried out in its integrity will do immense good to our student community and national literature, yet for a successful working of the system we ought to be content with giving it a fair trial up to the standard of the Middle English Examination.

As for introducing Bengali into the curriculum of the F. A. and the B. A. Examinations in addition to Sanskrit, there appears to me little difficulty except that the students taking up the literary course in the B. A. Examination will have to submit to a harder examination than those who will take up Latin or Arabic as their second language.

Yours faithfully,
HARI MOHAN SEN.
Head-master Zillah School, Barisal.

31

From

THE HEAD MASTER,
Pubna Zillah School.

To

Babu Rabindra Nath Tagore and other Members of the Bengal Academy of Literature.

Dated, Pubna, the 12th January, 1895.

SIRS,

In reference to your Circular letter of the 5th Instant, I have the honour to record my humble opinion about the two proposals contained therein.

As regards the first propposal, I beg to say that I was Head Master of the Jessore Zillah School for full twelve years after the Vernacular Basis System had been introduced into it ; and I found by experience that by imparting education to the boys in History, Geography, and Mathematics in Bengali up to the 5th class only, their progress in the English language and literature was retarded so much so, that, with our best exertion, we could hardly send up two-third of the passed candidates at the Middle Vernacular Scholarship Examination to the University Entrance Examination at the end of the fourth year. Mr. Garrett's, the originator of the Vernacular Basis System,

main argument (this I know from personal conversation with him on many an occasion) for introducing that system was, that the Middle Vernacular Scholars generally turn out to be the best scholars ; but I need not point out to such an intelligent body of gentlemen as you are that, those that will get scholarships at any examination are far superior to their fellows. I have not much objection to teaching general Geography, Arithmetic and Algebra in Bengali if parts of a subject may be allowed to be taught in one language and the remaining parts in another language ; but I do not approve at all that Geometry and History should be taught in Bengali even up to the 4th class. In my humble opinion, History (including Physical Geography and Science Primer) is one of the best means of teaching literature ; so, to permit the boys to read it in Bengali means to weaken them in English. When Geometry forms a part of the curriculum of studies for the F. A. Examination, and that must be taught in English, I cannot approve that up to the Entrance or the Middle Scholarship Examinations, it should be taught in Bengali. The boys who were promoted to the fourth class having passed the Middle Vernacular Scholarship examination and thus finishing the whole of the Book I. with deductions and riders, did not understand a bit of Geometry when they began to read it in English ; in fact, the labour bestowed upon that subject in the sixth and fifth classes by us and the boys, was entirely lost, and we had to commence Geomatry *de no vo* in the fourth class. This was the case not with one or two boys nor even with half the boys, but with the whole batch ; (with one or two exceptions), and I found this not in one or two years, but every year of the period of twelve years mentioned above. I fear, similar will be the fate of the F. A. students, if Geometry be taught in Bengali up to the Entrance Examination. Again, there are very few technical terms in Mathematics up to the Entrance Examination some of which are equally difficult to learn both in Bengali and English, for examples :—সম্ভূয়সমুত্থান, কুসীদব্যবহার, চক্রবৃদ্ধি, ঘাতাবেশ, সমীকরণ, শঙ্কু, চতুরস্র, &c. are not, in my humble opinion, a whit easier than Fellowship, Simple Interest, Compound Interest, Involution, Equation, Gnomon, Square &c. I approve of your second proposal entirely. If this proposal be accepted by the Syndicate, it will not only benefit the students, but further the progress of the vernacular literature.

I have the honor to be
SIR,
Your most obedient Servant
JOGOBANDHU BHADRA,
Head Master.

32

From

BABU JAGAT BANDHU LAHA,
Head Master, Dacca Training School.

Dated, Dacca, the 29th January, 1895.

GENTLEMEN,

I have the honor to acknowledge the receipt of your Circular letter dated the 5th Instant and to thank you for the honour you have done me by consulting me on the very important subject which you have taken up.

For a long time, I have been of opinion that in the lower classes of our English schools, a great deal of the time and the energy of the boys are unnecessarily taken up in consequence of their being compelled to read History, Geography, Grammar and Mathematics in English. They have not only to understand the language, but they have also to commit it to memory to be able to answer questions put to them in those subjects properly.

Thus a great deal of strain is put on their powers, which cannot but be detrimental to their progress. At the same time, it cannot be said that they clearly understand the facts of History and Geography and the definitions of Grammar, or follow and grasp satisfactorily the reasoning in Geometry. Nor do they make that progress in learning English as a language, which those who advocate the present system, expect. If the reform which you suggest be introduced, a great deal of the time of the boys will be saved and they will be able to devote greater time and attention than they are able to do now to their text-books in English and to parsing, composition and translation and retranslation. Thus, while on the one hand, they will understand and learn their Grammar, Geography, History and Geometry better, they will make greater progress in English than they do now and in a shorter time. I am therefore of opinion that up to the Fourth Class of Entrance Schools at least, the vernacular languages should be the medium of instruction in the subjects named above. The only restriction that I think it desirable to put is, that, while the body of the books treating of these subjects should be in the vernacular, the terms used (such, for example, as orthography, etymology, noun, verb, mood, tense &c., in Grammar; island, lake, strait &c., and the names of places in Geography; angle, straight line, parallelogram, axiom, postulate &c., in Geometry; the names of foreigners in History; and the figures 1, 2, 3, 4 &c., and the names units, tens, hundreds &c, in Arithmetic) should be written in English. Several English Grammars for beginner shave been written on this principle, and if it be accepted, similar book on the other subjects will no doubt be published without delay.

As for the proposal of making the vernacular languages a part of the

curriculum in the F. A. and B. A. Examinations, I think it will answer all necessary purposes if a paper on Composition in and Translation to the vernaculars be set in addition to the paper on Sanskrit, Arabic or Persian.

I have the honour to be,
SIR,
Your most obedient Servant,
JAGAT BANDHU LAHA,
Head Master, Dacca Training School.

33

From

BABU JYOTISH CHANDRA BANERJEE
Principal, Rajchandra College, Barisal,

Dated, Barisal, 29th January, 1895.

To

The Members of The Bengal Academy of Literature.

GENTLEMEN,

In acknowledging with thanks the reciept of your Circular letter dated the 5th instant, asking for an expression of opinion as to the desirability or otherwise of adopting the vernaculars as the medium of instruction up to the Entrance Examination of the Calcutta University in History, Geopraphy and Mathematics, and of introducing them into the curriculum of the F. A. and B. A. Examinations, "not in substitution of Sanskrit, Arabic or Persian, but in addition to these languages," I beg to make the following brief observations :—

1. While admitting that the general principle underlying the Academy's proposals embodied in the letter under reply, has my fullest sympathy, I cannot help thinking that the scheme contemplated by the Academy if given effect to in its entirety, will result in a multiplicity of subjects impairing the quality of instruction sought to be imparted by our University. I need hardly point out that, any additions to the already heavy F. A. and B. A. syllabuses would practically mean the abandonment of *thoroughness*, the supreme necessity of which our successive Chancellors and Vice-chancellors have from year to year been seeking to impress upon the minds of the rising generation.

2. As for the proposal of making the vernaculars the medium of instruction up to the Entrance Examination of the Calcutta University, in History, Geography and Mathematics, I must confess, I cannot subscribe to it, seeing, that such a course would tend to bring about a marked deteriora-

tion in the English scholarship of our boys, which has already suffered a good deal owing to a variety of causes, a full discussion of which it is not possible within the short limits we propose to ourselves. I venture to think, it would be no exaggeration to say, that the English of University going-young Bengal of to-day is a curious admixture of bad Grammar and worse idiom, if not worst orthography. In the face of such a palpable fact I cannot bring myself to see the advisability of relinquishing English in favour of the vernaculars as the medium of instruction in any of our Arts Examinations.

3. In conclusion, I beg to say that, the adoption of the above proposal so far as the Middle English Examination is concerned, fully recommends itself to me as a move in the right direction.

I am, Gentlemen,
Yours faithfully,
JYOTISH CHANDRA BANERJEA.
Principal.

34

From

BABU KAILAS CHANDRA BHATTACHARYA,
Head-master, Zillha School, Comilla.

To

The Secretary to the Bengal Academy of Literature.

Dated, Comilla, the 25th January, 1895.

SIR,

In reference to the Circular letter dated the 5th January, 1895, signed by Babu Rabindra Nath Tagore and four other Members of the Academy on the subject of furthering the cause of the vernacular languages by introducing them more largely into the curriculum of the University examinations, I have the honor to state as follows :—

2. As regards the proposal to make the vernacular languages the medium of instruction up to the Entrance Examination in History, Geography and Mathematics, it appears to me that, so long as in the higher examinations of the University the text-books in such subjects remain in English, no useful purpose would be served by teaching them in the vernacular languages for the Entrance Examination. For it would only have the effect of placing the candidate for higher examinations at a disadvantage in learning them then through the medium of English without any previous study of the subjects through that medium. But, as I am for pushing the vernacular medium as further up as possible without detriment to the higher prospects of the candidate, it occurs to me that Geography which is not

a subject in the higher examinations of the University, might be very well taught through the medium of the vernacular languages up to the Entrance Examination, though in regard to History and Mathematics I would restrict the proposal up to the standard of the Middle English examination only.

3. With regard to the second proposal, *viz.*, making the vernacular languages a part of the curriculum in the F. A. and B. A. Examinations in addition to the existing classical second languages, my opinion is, that, so far as the Bengali speaking candidates of the Calcutta University are concerned, Bengali should be included in the list of the second languages for those higher examinations. The status of the Bengali literature has at present advanced so far that, I think there is no more fear of the standard of high education deteriorating at all by the proposed elevation of Bengali. Regarding Hindi, Urdu and the other spoken dialects I am not competent to give any opinion.

I have the honour to be
SIR,
Your most obedient Servant.
KAILAS CHANDRA BHATTACHARYA
Head Master,
Comilla Zillah School.

35

From

The Head Master Khulna Zillah School,

To

Babu Robindra Nath Tagore and other gentlemen.

Dated, Khulna, the 16th January 1895.

GENTLEMEN,

In compliance with your Circular letter dated the 5th Instant asking my views regarding the making of certain changes thought desirable in the Calcutta University Examinations, I have the honour to state :—

(1) That, bearing in mind that students learn English not only through the medium of the text-books prescribed in that language, but also, to a certain extent, through the medium of History, Geography and Mathematics, I do not approve of the proposal to make the vernacular languages the medium of instruction up to the Entrance Examination of the Calcutta University in these subjects. I have seen from experience that a student brought up in a high school on a vernacular basis does not, as a rule, learn English, when he comes up to the Entrance class, so well as a

student brought up in the school in which all the subjects save the second language are taught through the medium of English. I admit that History, Geography and Mathematics are learnt more easily and within a shorter space of time, when these subjects are taught through the medium of the vernacular languages. But experience has clearly shewn that this apparent advantage is of no real value when it is gained at the expense of English.

(2) That I approve of the proposal to make the study of Bengali a part of the curriculum in the F. A. and B. A. Examinations, not in substitution of Sanskrit, Arabic or Persian, but in addition to these languages.

I have the honour to be
SIR,
Your most obedient Servant,
KEDARNATH GANGULY.
Head Master,
Khulna Zillah School.

36

From

BABU KEDARNATH GHOSH,
Head Master, Maldah Zilla School.

To

The Members of the Bengal Academy of Literature,
Calcutta.

Dated, Maldah, the 29th January, 1895.

SIRS,

Some of the honourable and distinguished members of the Bengal Academy of Literature, instituted of late in Calcutta, having, in their Circular letter dated the 5th January 1895, invited the opinions and views of the educated public on the desirability of making the vernacular languages the medium of instruction in high schools in the subjects, *viz.* History, Geography and Mathematics, I have the honour to submit, at the outset, before dwelling on the main proposal, mentioned in the honourable members' Circular letter under reply, a few words in connection with the present system of teaching in High Schools competing for the Entrance Examination of the Calcutta University.

1. The want of practical tendency exhibited in the teaching in Middle Vernacular, Middle English and High Schools competing for public examinations, has been felt from a long time without any practical solution of the problem being arrived at. Sir George Cambell, while Lieutenant-Governor

of Bengal had expressed his views on too much cramming of languages in schools and colleges, and directed that Sanskrit and other classical languages should no longer be compulsory in schools ; but that, English being adopted as the language of higher education, the knowledge-producing and bread-winning language should be taught not through the medium of vernacular languages artificially concocted, but through the medium of English language which our countrymen so highly appreciate.

2. The three classes of recognised Government Schools are the Middle Vernacular, the Middle English and the High schools, of which the two former are constituted on a vernacular basis, English teaching which was originally intended as supplementary to the vernacular course in Middle English Schools, is being taught as language through the medium of vernacular. The High English Schools—the most important class of Schools established by Government, serve as feeders of colleges chiefly intended for higher education.

3. Now, as to the main proposal, the sum and substance of which is, whether candidates for the Entrance Examination of the Calcutta University should be examined in Vernacular text-books in such subjects as History, Geography and Mathematics, whether it is desirable to make the study of vernacular language a part of the course of study in the F. A. and B. A. Examinations in addition to the languages, *viz.* Sanskrit, Arabic or Persian, I beg to submit that, the introduction of text-books in vernacular in these subjects and the making of vernacular the medium of instruction in the Entrance class in High schools, would be to lower them down on a vernacular basis, or to place them on the same footing with the Middle Class English Schools competing for the Middle Scholarship Examination. The mere substitution of text-books in vernacular in History, Geography and Mathematics is not commendable on principle, it is opposed to the spirit of the Education Despatch of 1854, dated July 19th, a reference to which clearly shows the object of Government in the direction of high education in this country, and the medium through which knowledge is to be conveyed to the people of India.

4. To make vernacular the medium of imparting instruction in high schools, would not only lessen the value of English education in the eyes of our countrymen, but it would strike at the root of higher education. The teaching of any subject of study through the medium of vernacular text-books in the face of original works, will be no way beneficial to those students whose aims and aspirations in life are higher than those of the generality of students.

5. To make vernacular a part of the curriculum in the F. A. and B. A.

Examinations in addition to text-books in Sanskrit, Arabic or Persian, would be over-burdening a student with too many text-books.

6. I do not understand the necessity of such an innovation as the introduction of text-books in vernacular in such subjects, History, Geography &c., nor do I approve the proposal as to the addition of vernacular text-books to the curriculum of the F. A. and B. A. Examinations.

7. The proposal as to the restriction of vernacular text-books up to the standard of the Middle English Examination, *e.i.* to the fourth class of Entrance schools, is desirable to a certain extent on the ground of diffusion of vernacular knowledge among the people.

Yours faithfully,
KEDAR NATH GHOSH,

37

From

BABU KHUDIRAM BOSE,
Principal, Central Institution.

To

The Committee appointed by the Bengal Academy of Literature, to deliberate upon a scheme for the promotion of the study of vernaculars in English Educational Institutions and the Calcutta University Examinations.

Dated, Calcutta, the 30th January, 1895.

DEAR SIRS,

With reference to the points mooted in your Circular letter dated the 5th January 1895, I venture to make the following observations :—

(1) I do not approve of the proposal to make optionally the vernacular languages of the country the exclusive medium of instruction up to the Entrance Examination of the Calcutta University in History, Geography and Mathematics, or even up to the standard of Middle Examination or the fourth class of High schools, in those subjects.

Such a plan should not be pursued above the four lower Forms of an Entrance School. As a pretty large number of the *alumni* of such schools are compelled, chiefly on account of their straitened circumstances and failures at class-examinations, to leave off their studies from the Entrance class or the classes below it, and betake themselves to petty clerical services in Mercantile Firms and Railway Establishments, it would, I am afraid,

be rather inhuman to place them in the akward predicament of unskilfully manipulating Arithmetical Figures in English, and of shamefully mispronouncing and misspelling Geographical names and names of other sorts in that tongue. The teachers in most schools in imparting tuition to their pupils on the aforesaid subjects, avail themselves largely, I am aware, of the medium of the vernaculars. To this extent, I should think, the medium in question may be safely utilised in the present circumstances of the country, but no farther.

(2) The second proposal commands my hearty approval. Even in the face of the most obvious and lamentable dearth of standard works in Bengali literature (I do not know how the matters stand in the literature of other vernaculars) I am in full sympathy with the suggestion of making the study of Bengali in the F. A., and B. A. Examinations of the University, *supplementary* to the study of Sanskrit classics.

Yours faithfully,
KHUDI RAM BOSE.

38.

From

BABU KUNJA LAL NAG,
Principal, Jagannath College, Dacca.

To

The Hon'ble Justice Goorodass Banerjee, M. A., D. L.
Babu Rabindra Nath Tagore,
„ Rajani Kanta Gupta,
Mr. Nanda Krishna Bose, M.A.. C.S.
Babu Hirendra Nath Datta, M.A., B.L.

Dated, Dacca, 29th January, 1895.

GENTLEMEN,

In reference to your Circular letter, dated the 5th January last, inviting expression of opinion upon the wider recognition of the Indian vernaculars as a medium of instruction and a subject of examination, I have the honour to say that, in my opinion, these languages ought not to be made the medium of instruction in the Entrance Examination, unless they are to be recognized vehicles of thought in the higher examinations as well. With all the importance attached to and all the attention extorted in behalf of English by the University, it continues to be the most fatal of all subjects. A third part of the total number of marks is assigned to it in the Entrance and

in the B. A. Examination, and a fourth part in the F. A., but, as if that was not enough, its real proportionate value will be found to stand more than doubly as high, seeing that the examination in other subjects is, to no inconsiderable extent, one in English as well, not excepting Mathematics and even Sanskrit, which latter may be said to have, of late years, got within a measurable distance of the anything but welcome position,—on its own account, and for Bengali—of Anglo-Sanskrit *minus* Sanskrit. With all this incense burnt at the altar of English, it a voracious, youth-killing, life-consuming monster, and I would not add to its deadly fatality by its eviction in favour of other media of instruction and other vehicles of thought.

With regard to the proposal to make the study of vernacular languages a part of the curriculum in the F. A. and B. A. Examinations, I beg to say that I cannot bring myself to approve of it, and that for the following reasons :—

(1) Education up to the Entrance standard means seven years or more of intellectual training,—a pretty long period for the study of one of these languages, a study to be followed up, supplemented, and perfected by as much of classical learning as the student acquire in the course of his subsequent academic career. The barbarisms and solecisms that disfigure the pages and columns of many a Bengali book, newspaper, and periodical of the present day are traceable, not so much to the neglect of Bengali as to the want of a decent grounding in Sanskrit.

(2) To propose an addition to the curriculum of studies in the F. A. and B. A. Examinations, particularly in the former, would be to propose something akin to death to already mercilessly overburdened young people. Should the proposal be made at all, it ought, in my opinion, be coupled with a requisition to reduce the number of text-books in English and to lighten students' work in some of the other subjects. The alternative proposal, *viz.* that in favour of Composition and Translation, need also be accompanied with such requisition.

Under no circumstances, in my opinion, should a vernacular language be proposed in substitution of Sanskrit. Such a proposal would only defeat its own object, and I am glad of the support you give to my view. To ensure proper devotion to Sanskrit, in the interests of the vernacular itself, it should be treated as a distinct subject, with separate passing marks prescribed.

I have the honour to be,
GENTLEMEN,
Your most obedient Servant,
KUNJA LAL NAG,
Principal, Jagannath College, Dacca.

FROM

BABU LOKENATH CHAKRAVARTI, B. A.

Second master, Boalia Coll. School.

To

The Hon'ble Justice Gooroodas Banerjee, M. A. D. L., And other members of the Committee appointed to consider the question of larger introduction of the Vernacular Languages into the curriculum for the University Examinations.

Rampur Boalia, 27th January, 1895.

SIRS,

In answering your particular questions relating to larger introduction of the Vernacular Languages into the curriculum for the University Examination, I would first state my general views on points that, I think, are involved in a consideration of the subject.

I think it will not be disputed that, as long as the English Government continues in this country, a good knowledge of English will continue to be not only a passport to preferment in service under the Government but also an indispensable element in the fitness of a person to take any leading part in movements affecting the welfare, political or other, of the country as a whole. Apart from considerations of this nature, there is the patent fact that, in recent times, the best writers of the country have been men with a liberal English education, the improvement in the country's literature of the day having been owing to ideas and modes of thought that were the result of such education. Any course of action, therefore, that is likely to affect unfavorably the acquisition of a good knowledge of English will be, I fear, of doubtful wisdom, specially in view of the agitation that is being carried on by the country to secure, for the children of the soil, a larger share in its higher administration, by means of Simultaneous Civil Service Examinations in this country and in England.

Though it is not undesirable that encouragement should be given to the study of the Vernacular Languages, by their recognition by the University, the fact of their not being so recognised has, in my thinking, scarcely any material bearing upon the progress of the country's literature. No doubt, some impetus would be given to production, in the Vernacular Languages, of higher text books in the branches of University education other than English and the classics, if instruction in these branches of

knowledge were conveyed in the mother-tongue of the students; but that is a change that does not seem to be contemplated in your proposal. To create a demand for books in the higher branches of knowledge and ultimately to get up a reading public that would support such productions. I think, it were better we get on foot a movement for making the existing Normal schools the basis of a University teaching through the Vernacular with the *tole* in the country amalgamated with it, not in substitution of, but in addition to, the existing University with English as its medium of instruction. The Vernacular School of the country might be made the feeders of such a University, with the standard of education in them raised, and the benefits of High Education could be thus made to filter down to village communities with greater rapidity than at present, rendering the regeneration of the people comparatively a much easier task than it is with the existing arrangements for their education. With the Enghlish-teaching University to meet the other demands of our present political situation, the portion of the work of regenaration that would devolve upon the scholars coming out of the proposed University would be almost entirely amongst the people. With reasonable prospects in life for its students, such a University will attract pupils and the Vernacular Schools in the, country with their tutorial staff consisting of graduates and undergraduates from it, will be centres of enlightenment to the community around. Such a scheme, if it could be carried into effect, would besides open a wider scope for sanskrit-teaching, while it will remove the want of breadth that, at present, characterises *tol* education.

With this preliminary statement of my views, I would, for my answers to your questions, draw upon my experience instead of theorising on the subject. Candidates for the Middle English Scholarship Examination were at one time, required to answer questions in History, Geography, and Mathematics, in the English Language, and passed candidates, if they joined High English Schools for farther prosecution of their studies, were, without objection, taken into she Second or Preparatory Entrance class in such schools. Since the change, more than a quarter of a century ago, prescribing the study of these subjects in the Vernacular, the knowledge in English of this class of students has become so deteriorated that they are now found not fit even for the fourth class. Within a few years back, I have known boys from Middle English Schools who, by reason of their knowledge in English not coming up to the standard have been constrained to join the Collegiate School here in the fifth class. I have also some experience of Entrance Schools on what is called "the Vernacular basis," i. e., of schools in which the medium of instruction is Bengali up to the fourth or, I think,

up to and including the fifth class. I have not been very favourably impressed about the boys' knowledge of English in these schools. Nor is this circumstance unaccountable. Boys taught from their early boyhood to study the English Language in a more extended form than is now required of the Middle English students, must, as far as their general progress in education goes, be necessarily more thoroughly well grounded in it than otherwise. I mean the deterioration in knowledge of English referred to has been, in a considerable measure, due to the use of Vernacular text books in all subjects other than English Language, though there may be other causes, not quite tangible at present, that have operated towards this result. I am not, therefore, in favor of instruction by Vernacular text books, even in the lower forms of High English Schools, not to speak of the introduction of such a mode of teaching up to the Entrance Class. The argument, that much energy is wasted away by Indian boys in learning History, Geography, and Mathematics, through the medium of a foreign tongue, does not appear to have much force when it is remembered that the teachers are natives of the country who, in the case of young boys, explain every thing in their own Vernacular, while the use of English text books helps the boys in acquiring, at every step on ward in their education, a wider acquaintance with English words and modes of expression than they could expect to gain from one single text book in English Literature. To the other proposal of requiring students at the F. A. and B. A. Examinations to translate to and compose in their mother language, I see no special objection, although, considering that the study of the Vernaculars is not necessary to the fulfilment of the objects of High education, it would not seem to be quite right to include this in the compulsory parts of the courses for these examinations. To make any Vernacular, whether in the form of translation and composition, a part of the corresponding classical second language would mean so much attention drawn away from the study of the classic itself, and many boys, if they can hope to obtain the pass-mark in the subject by the Vernacular part of the test, will neglect the classic altogether.

Yours faithfully

LOKENATH CHUKKRAVARTI.

From

BABU LAL GOPAL CHAKRAVARTI M. A.

Professor, Ripon College.

To

The Committee of the Bangiya Sahitya Parisad for deliberating upon some very important proposals regarding the necessity of recognition of the importance of Vernacular languages by the University of Calcutta.

Calcntta, 7th February 1895.

GENTLEMEN,

In reply to your circular letter dated the 5th ultimo, which unfortunately reached me only yesterday, requesting me to inform you my views regarding your proposals, I beg to make the following remarks :—

(1) With reference to the first part of the first proposals, that is, that part which bears upon the advisability of making the Vernacular lànguages the media of instruction up to the Entrance Examination of the University ofCalcutta in History, Geography and Mathematics, I must first of all say that I entirely approve of the principles upon which the proposal itself is based.

The way in which History is taught in our schools, is in my humble opinion highly defective. Young students in consequence of the rotten method adopted by teachers in the lower forms naturally come to regard History as merely a string of facts. This limited view of the province of History, inspite of the fact that it has the sanction of one of the oldest historians of the world (Herodotus), ought now-a-days to be systematically discouraged. Our young students are never sought to be impressed with the idea that History is the biography of national life, and that if "Lives of great men all remind us that we can make our lives sublime," lives of great nations are equally calculated to awaken those dormant energies of the collective soul of the community which alone can elevate a nation in the scale of life. His supreme utility of the study of History, viz.—that which consists in the knowledge and regulation of those complex forces which govern the destinies of nations, is never sought to be derived. Nor can this deep significance of an apparently dry collection of facts be fully appreciated when the margin of time which young students can possibly set apart for historical study is all exhausted in understanding the meanings of foreign words and expressions. The language of the History of England or of India which Entrance students have got to read is almost invariably a little more

stiff than that of their English Course. When superficial penetration into a subject exhausts all the energies of young minds, it is but natural to expect that the value of the most precious treasure which lies beneath the hard outer crusts will never be appreciated by the same. Hence it is that the study of the noblest scenes of English, Greek or Roman History fails invariably to electrify our youths with noble sentiments and sublime thoughts. The study of Histories of other nations in our own vernacular will prove a source of inestimable benefit, in so far as it is calculated to make our young students appreciate the real significance of historical facts. In another respect the proposal is also likely to prove beneficial. It will inevitably put a stop to the habit of cramming to a very great extent. As a rule students of the Entrance class get by heart their History without understanding the meanings of words and expressions. This violent and unnatural exercise of memory often produces deplorable results. These most undesirable results may to a certain extent be avoided if History be tought in our Vernacular languages.

There is one very plausible objection which may be raised against the arguments that I have adduced in support of the first part of the first proposal; and that objection itself is in my opinion based upon a very highly fallacious notion, viz., the study of History in English language is calculated to enable the students to acquire greater mastery over the English language than when they read History in their own Vernaculars. I have never come across a more sophistic idea than this; though much to my regret I must admit that I have heard this opinion put forth by many of my most esteemed friends whose erudition and experience do draw from me my most unqualified admiration. I humbly beg to state that I most emphatically differ from those friends of mine who regard this objection as irrefutable. English is taught in our schools, that is up to the Entrance standard for the most part, excepting some very rare cases, by those whose command over the language itself is most questionable. The teacher in the lower forms of our schools who are entrusted with the task of moulding the intellects of our children, have themselves got most unripe intellect. Besides our Alma Mater, to whom all gratitude is due, has got the least possible control over the way in which instruction is sought to be imparted in the lower forms. I do therefore hold in an unqualified form the theory that deficiency in the knowledge of English so frequently noticed in students of the school department is solely due to the fact that the lower teachers themselves have not the least idea as to how to enable their pupils to acquire command over a language. I have not the least doubt in my mind that if History be tought in the Vernacular languages upto the Entrance Standard, it will in no way

affect the students' command over the English language. The above objection appears to me to be altogether flimsy and of a highly gossamer character.

On the above grounds I give my most hearty support to the first part of the first proposal.

With regard to Geography I most unhesitatingly declare myself an enthusiastic advocate of the scheme; and my sentiments with regard to Mathametic are the same.

But inspite of the fact that my sentiments run parallel to yours I can not but at the same time notice some very practical difficulties that lie in the way of the realisation of the scheme proposed :—

(*a*) Suppose in an Entrance class there are hundred boys out of which the Vernacular of seventy-five is Bengali, that of ten is Urdu, that of the remainder are Hindi and Assamese. Let us now see how the work of the class would be conducted. If the University allows that History, Geography and Mathematics should be taught through the media of Vernacular languages would not such a school with such a class, be under the necessity of keeping four teachers of History, four of Geography and four of Mathematics ? Can an ordinary institution Government or private, afford to keep so many teachers for teaching such subjects ? Education in our country is yet in its elementary stage and the practical difficulty which I have suggested above will inevitably lead to a very serious confusion of work in many of the institutions, having such a miscellany of boys, are rare. But it is equally true that in the event of our University's accepting the above proposal, such institutions however rare will come to suffer. If all the boys having one Vernacular language belong to one school the difficulty I doubt not will not be felt. But as a matter of fact institutions there are where at least a small fractional portion of the boys have got Varnacular languages different from the Bengali. If the above proposal be accepted by the University the result will be that boys speaking one Vernacular language will flock to one school. And in my opinion if this does actually take place it will go against the development of friendly feelings between boys that speak different tongues. The Assamese student will there by lose a chance of freely mixing with those that speak Bengali, Hindi, or Urdu. School life appear to me to be the best field for the cultivation of friendly feelings between those whom nature has alienated. The more we mix with those that have different languages from our own, the more comprehensive become our ideas and the stronger the ties of friendship binding soul with soul. This loss is in my opinion a serious one and before the proposal I have already supported can be carried into effect some practical steps must be taken to make up for it.

(*b*) There is however another difficulty which students passing over to college cllasses' will inevitably have to meet with if the proposal come to be adopted by the University of Calcutta. The difficulty I refer to is one likely to arise from a sudden change of Historical, Mathematical and Geographical terms. There is a good deal of difference between a cape and অন্তরীপ, David and দায়ূদ, Darious and দারায়ুস, Heptarchy and its Bengali or Urdue Version whatever it may be. This sudden transition from Vernacular terminology to the English, will in my opinion, prove a source of incalculable difficulty to the F. A. Students. They will take a good deal of time to be assured of the identity of the meanings of such names; just as students passing the Middle English Examination, in spite of their acquaintance with the principles of Mathematics &c up to the Entrance student take a lot of time to master the English terminology in the same branches of learning. Even now it is admitted on all hands that the leap from the Entrance to the F. A. is a wider one than that from the B. A. How much more difficult will it appear to the successful Entrance candidates, to master their own text books with an entirely new nomenclature within the same fixed period of two years. Not that I am going to support the cause of inherent laziness in the majority of students; but all that I mean to say is, that such a change as is proposed by the Parishad is inevitably calculated, by introducing a sudden change of terminology to perplex to a certain extent the young brains of Indian Students.

(*c*). Next, there is another difficulty in the way of carrying out the first part of the first proposal, which I beg leave to point out. Students up to the Entrance Class, in so far as they read History, Geography, &c. in English, come to acquire mastery of accuracy of pronunciation. If however they are taught these subjects in their own vernaculars it will take them no doubt a very long time even after passing the Entrance Examination to aquire proficiency in that respect.

(2). The remarks I have made above will I hope give you at the same time an accurate idea of my opinions with regard to the second part of your first proposal.

I think I have set forth sufficiently, arguments in favour, as well as against the first proposal. On comparing the advantage with the probable disadvantage it appears to me, (though for the sake of brevity I omit a detailed comparison) that Indian students will inevtably gain much if our University is wise enough to see through the wisdom of what you propose.

With regard to your second proposal, that is that one which bears upon the advisability of introducing vernacular languages in the F. A. and B. A.

Examinations I need only tell you at the outset that the number of text books in the F. A. is already a little to many. But at the same time I must admit that all these text-books are not of equal importance and some of them in my opinion may be safely spared to make room for the vernacular languages. To illustrate what I mean by concrete examples, I beg leave to point out to you that such a book as Mr. Taylor's or Dr. Mukerjee's Conic Sections is in my opinion altogether superfluous. One may safely manage to live and die peacefully without taking the trouble of going through such a text book as that. As a rule F. A., students fail to digest the fundamental principles of Conic Sections and in my opinion the ommission of such a book, will in no way affect their intellectual development. I should only feel over-joyed, if instead of such hard morsels as only have the effects of breaking the young jaws of native students and spoiling their intellectual digestion, some text-books in their own vernacular be introduced by the University of Calcutta.

In the B. A., Examination instead of introducing Vernacular text-books I should like to propose a compulsary Essay paper, in Vernacular of course, together with questions calculated to test the student's general knowledge of their own Vernacular language and literature.

Yours faithfully,

LAL GOPAL CHAKRAVARTI,

Professor, English and Philosophy, Ripon College

From

BABU LOLIT KUMER BANERJEE M. A.

Professor, Ripon College.

To

BANGIYA SAHITYA PARISHAD,

Calcutta.

Calcutta, 31st January 1895.

GENTLEMEN,

In reply to your Circular letter dated the 5th instant, I beg leave to offer you the following suggestion *anent* the question of the inclusion of Bengalee in the University Curriculum.

I may start with the observation that the necessity of the recognition of Bengalee as one of the subjects of study in the lower University Exmans. appears to paramount and that the present system of such recognition is clumsy, perfunctory and productive of more harm than good.

Thus at present we count Bengalee as an optional subject in the Entrance Examination the majority of students choose sankrit in preference to Bengalee those, again, who take up Bengalee do it more in spite to Sankrit (in which they are dreadfully deficient,) than out of love to their own Vernacular. Those, however, have almost in every case, no sort of systematic training in the subject of their choice. Very few schools care to arrange for a regular class in Bengalee ; in a few of them, there is such an arrangment only in the highest class. The Bengalee class, thus, is a glorious illusion in the majority of instances ; and the students shift for themselvs as best they may. Their is a grave defect. Bengalee occupies an important place in two other papers set for the Entrance Examination. There is a half paper on translation from Bengalee to English in the after-noon of the first day examination. The after-noon paper of the third days work is, also, on transalation from English to Bengalee and an Essay in Bengalee. But however much we may praise the University for this kindness we cannot be contented with this megre recognition of the Vernacular. Translation goes a little way towards the object we have in view. And then again, we have no minimum marks that the candidate must secure in these papers. The recognition of Bengalee to be of any real good should be thorough. Benglee should be included in the present curriculum of the Entrance and F. A. Examination, as a distinct subject of study in no way "substitutible" for Sanskrit. There must be two papers on Bengalee :—I. Text (with questions on grammer arising therefrom) ; II. Translation from English to Bengalee, from Bengalee to English and Composition. In the degree Examinations, I find no present necessity for a similar innovation.

In the September issue of the *Calcutta University Magazine* I discussed the subject withgreat care and full-ness and I brought a "scheme" forward in the October number, allowing a place to Bengalee as a distinct subject of study. I am of opinion that this object may be secured by omitting the subjects—History of England, Physical Geography, and Science Primer from the Entrance Curriculum and by lightening the Mathematical Course in the First Examlnation in Arts. This will relieve the majority of students, of a cumbrous weight they can hardly bear and substitute instead subjects infinitely more interesting and valuable.

Whilst thus professing the fullest and warmest sympathy with the cause taken up by the Parshad, I must aver that I am entirely opposed to the method in which the Parishad thinks of accomplishing their object. Both the schemes provisionally proposed by this learned body seem to me fraught with the greatest danger to the cause of High Education in Bengal. It is with the utmost diffidence that a person in my position may propound idea

contrary to those set a-going by such men of light and leading. But it is not unlikely that practical workers in the education Department are in possession of facts and convictions that could not so easily be attained at by the Parishad. And the very fact that the opinions of practical workers have been invited is a clear proof that the Parishad is not un-willing to suppliment the experience of its members with the ideas and methods that others are in possession of.

Now, as to the schemes. The first runs thus :—" That it is desirable that in the Entrance Examination candidates be examined in their own vernacular in such subjects as History, Geography and Mathematics, on text-books written in such vernaculars ;" " or the present proposal may be restricted for the present to the fourth class." As regards the amendment, the learned body should bear in mind that the University has no direct control over the subjects taught and text-books used in the lower classes. The University sets text-books for the Entrance Examination and examines on them : its business begins and ends there. The schools conform, by natural ideas of convenience, to the requirements as prescribed by the University and the sooner a school conforms to the University Standard, the better for its weal as measured by the University results. Slightly to vary the words of the poet,

> Hence every school, to one loved blessing prone,
>
> Conforms and models life to that alone.
>
> Each to the favourite happiness attends,
>
> And spuns the plan that aims at other ends.

This is the very curse of University legislation in this country, that the schools and Colleges find their hands tied and have thus no free power of dispensing education according to their ideas of soundness. How will the Parishad meet this difficulty ? A rule may be made to the effect that instruction will be given through the medium of Bengalee up to the fourth class but who is to enforce its application ? Certainly, not the University, since its responsibility begins and ends at the Examinations ; what is done in the lower classes is none of its concern. It may be urged, surely, that if the Managers of schools are once convinced of the fairness of the rule, they will make it a point to adopt it in their institutions. Alas, we know not the conditions of University Education in our schools. There is no rule that the English and Sanskrit text-books for 1896, should be read and re-read from 1894, but yet this is done. The moment it is known that a certain text-book is prescribed for the Examination, the Head Masters of schools make it a point that it must at once be taught in the class, even if they were going

through another book in ignorance of the University text-book, it is at once set aside and this new book they are to take up. Why? For the purposes of sound education? No, for in that case the students might have increased their stock of knowledge and range of studies by reading the other book. It is only that they may bring all their intellectual weight to bear upon that one Book—which is to be their salvation at the University Examination. They must "grapple" the book "to their heart with hoops of steel!" Such being the condition of affairs, the Parishad cannot expect that the amendment will at all be workable. Bengalee is singularly neglected in almost every school in the lower classes, simply because they find no pressure laid by the University, and unless the University comes to the rescue, this condition of affairs bids fair to be permanent.

Leaving aside the amendment, I may now take up the original Resolution. The study of History and Mathematics through the medium of Bengalee is not likely to contribute much towards a real acquisition of the Language. There will be an economy of labour, one doubts not, for the candidates in getting up these subjects; but that is not the object the Parishad has in view. The real knowledge and clear appreciation of the Literature must be the only way of securing this object; and thus nothing short of the inclusion of Bengalee as a distinct subject of study should satisfy the Parishad. There is again the positively mischievous side of the scheme proposed. Should the medium of instruction in the Entrance Examination be Bengalee, there will be insuperable obstacles in the way of the candidates, when they go in or study for the higher Examinations. The very same inconveniences, that the majority of students come to be under after having passed the Middle English and Middle Vernacular Examinations, will come over all these matriculates. The cause of High Education will thus be seriously damaged—unless the Parishad, in an expiatory and consistent spirit adopt in a future meeting the Resolution that subjects like History &c. should always be studied—in the lower as well as the higher Examinations—through the medium of Bengalee. Should we now push the present attitude of the Parishad to its necessary reductio ad obsurdum, our institutions will be but a more refined species of Normal Schools as under the Director of Public Instruction; and surely the most orthodox amongst the members of the Parishad will not deem such "consummation most devoutly to be wished." No interchange of thought in the distant future will be possible between Bengal and Europe. Bengal will be denied her place in the re-public of letters and no contributions to the Mathematical or Scientific literature of England may be expected of us in self-centred Bengal. What sorry specimens of humanity must our graduates then be!

Another injury to follow from an adoption of the scheme should not be lost sight of. Our students are even now dreadfully deficient in English; and when their sole chance of acquiring correct English will be limited to about one hundred pages of the English text, they will fare still worse. They will thus be "in both ways lost," having obtained neither a thorough mastery over their own vernacular nor a solid grounding in English.

I have, I hope, clearly exposed the injuriousness of the first proposal. It remains now with me to consider the second scheme adopted by the Select Committee, which runs thus :—" That it is desirable that for the F. A. and B. A. Examinations of the Calcutta University, Vernacular text-books be prescribed with those in the classical languages ; or that in such Examinations composition in and translation to the vernaculars be made a part of the required test."

If accepted in this exact form, this would mean that Sanskrit and Bengalee are to compute as one subject and that candidates will be required to secure a minimum in the two subjects or papers put together. If so, it will be a serious blunder. It will be positively detrimental to the cause of Sanskrit, as many will devote their attention to Bengalee alone and thus make a shift of obtaining marks high enough in the Bengalee paper to secure a pass in the two papers. Or the scheme may defeat its own end, if the candidate may secure the minimum for both the papers in the Sanskrit paper alone. It will not do therefore to have the two subjects recognised as one for purposes of the awarding of marks, they must be treated as two distinct Branches. With this necessary safe-guard alone, I am ready to accept the first part of the Resolution.

The second part of the same Resolution and indeed the whole of the Resolution (already dealt with) seem to be conceived in a spirit of compromise and conciliation. Now, this is an attitude that we fail to appreciate in the Parishad. As a collective body of men whose grand aim is to foster and encourage the study of the national literature (as also to help its growth), the Parishad must consider it to be their duty to urge upon the University the necessity of the adoption of Bengalee in its curriculum. The true recognition of the subject can only be secured by the inclusion of its literature as a subject of study. What else may be proposed must only be looked upon as miserable make-shifts and patch-work plans to keep off absolute justice. The true study of a language is always through its living literature and not merely by the grue-some process of getting up its grammar or by the supremely clever but grossly mechanical process of coposition in and translation to the

vernacular. Let not, therefore, the Parishad delude themselves with the conviction that they have done a good day's work if they have secured a hearing for the above scheme of theirs. In accepting such a copromise, they will be ruining the cause they have so nobly and so worthily espoused. For the true needs of the people, for the true ends of education, there must be a thorough recognition of the language of the people. The path of duty lies clear before them let them employ all the arts of organisation in order to achieve this great end; and it must not be for-gotten that they may hope to find their cherished object accomplished only after years of discussion and opposition; for it is not in a day that the University will shake of its innate conservatism and portentous lethargy.

In conclusion, I crave pardon of the illustrious body whom I address, for the improper tone adopted in the present letter. It is only my zeal for the cause espoused by the Parishad that has carried me beyond the limits of a formal reply. I doubt not, that my words will be accepted and understood in the spirit in which they have been conceived.

I have the honour to be,
GENTLEMEN,
Your most Obedient Servant,
LALIT KUMAR BANERJI.
Professor of English Literature, Ripon College, Calcutta.

From

MAHAMAHOPADHAYA MOHES CHANDRA NYAYARATNA, C. I. E.

To

The members of the Sub-Committee of the Bangiya Sahitya Parishad appointed for eliciting and collecting opinions on the subject of the encourragement of Vernacular Languages.

Dated 11, Krishnaram Boses Lane Shambazar,
Calcutta, the 31st January 1895.

GENTLEMEN,

I have the honor to acknowledge receipt of your Circular dated the 5th January 1895 on the subject of making the Vernacular Languages, instead of English, the medium of instruction in our schools in History, Geography and Mathematics.

Before addressing myself to the two questions with reference to which you have specifically desired to have my views, I beg to state that the purposed plan was practically tried for some time in the Sanskrit Collegiate School up to the 4th Class and to lay before you some of the advantages that followed and the objections that were raised against the system.

The advantages were that the above-mentioned subjects were learnt with greater facility and were better grasped when they were taught through the medium of the Vernacular (Bangali). This was not only practically found out when the system was tried in the Sanskrit College, but it is fairly admitted by all teachers that boys who go through a course of teaching in a Vernacular school up to M. V. Standard before joining an English School distinguish themselves in the class for proficiency in Hisfory, Geography and Mathematics. The practice was, however, abandoned in the Sanskrit College on the complaints of guardians that their boys had, under that system of training, acquired a bad habit in the pronunciation and spelling of proper names and that they often failed to recognise places and persons in their English garb, though they had been quite familiar with them in their Bengali text-books.

These disadvantages, however, can be obviated by little care in the preparation of the text-books in the vernaculars. Geographical and Historical names should always be written in Roman characters with their euphonic equivalents in the Vernacular. No attempt should be made to present translated forms of such names as the Cape Good Hope, the Mediterranean Sea &c. Bangali translations of such familiar English words as Telegraph, Railway &c. should also be avoided, as being more unintelligible than the originals. When for want of appropriate words in the Bengali Language an author is forced to look elsewhere for them, I do not see why preference should be given to Sanskrit words, or words newly-coined from Sanskrit roots. In my opinion the foreign words should be retained and allowed to settle themselves in the Bengali Language. A false sense of purism need not deter a Bengali author from enriching his mother-tongue by the transplantation bodily of foreign words.

I therefore beg to say that I approve, on the whole, of the proposal to make the Vernacular Languages the medium of instruction in our schools in such subjects us History, Geography and Mathemetics. Though I am not averse to carrying it up to the Entrance Standard. I would rather proceed more cautiously in the matter and restrict the proposal up to the 4th class of Entrance Schools, for the present; at least until Vernacular books prepared on the lines suggested by me are forth-coming.

In regard to your second question I beg to say that I approve in general of the proposal to make the study of the Vernacular Languages a part of curriculum in F. A. and B. A. Fxaminations. But I am stroghly opposed to the proposal of adding a Vernacular Language to the F. A. and B. A. curriculum *only* so far as those candidates who take up Sanskrit, Arabic or Persian, are concerned, if the proposed addition be made by lowering the

standard in these subjects. If the addition be made without lowering the standard in these subjects then the proposal would impose an additional burden on candidates taking up Sanskrit, Arabic or Persian, without imposing a corresponding burden on the rest of the F. A. and B. A. examinees. This will consequently deter candidates from taking up these subjects. It is needless to say that, in my opinion, it is not desirable to lower the existing standard in these Languages.

I would therefore recommend the introduction of Vernaculars for all F. A. and B. A. candidates including B. course candidates and also such candidates in A. course as do not take up Languages at all. The introduction of Vernacular Language as a compulsory subject is more desirable for such candidates as take up no second Language at all, than for those who take up a Classical Language closely allied to their own Vernaculars. My experience is that a Sanskrit Scholar can very easily acquire mastery over the Bengali Language if he tries to do so, and the task becomes very much easier if he has, besides, a competent knowledge of English. I am therefore of opinion that the arguments in favour of introducting a vernacular language as part of the F. A. and B. A. Examinations in addition to Sanskrit, Arabic and Persian, apply with greater force so far as B. course candidates and such A. course candidates as do not take up a Language are concerned.

I may remark here, in passing, that seeing that there are European and Eurasian candidates whose vernacular is English, the test in Vernacular Languages at the F. A. and B. A. Examinations cannot be made by setting a paper on any appointed text-books in the Vernaculars, as this would entail European and Eurasian candidates being examined twice over in the same subject—English I would therefore suggest that instead of appointing text-books in Vernacular Languages at the F. A. and B. A. Examinations, a paper of translations may be set requireing the candidates to translate into their respective Vernacular, passages in the languages taken up by the candidates as their second languag at the F. A. Examination and the candidates may further be required to write an essay in their own vernaculars.

I have the honor to be

Gentlemen

Your most obdt. servant

MOHES CHANDRA NYAYARATNA.

From

C. A. MARTIN ESQ., L. L. D.

Inspector of Schools Rajshahi and Burdwan Circle.

To

HONORABLE JUSTICE GOOROO DAS BANERJI, M. A. D. L.

and 4 others.

Chinsura, the 10th January 1895.

Gentlemen,

Referring to your circular letter dated the 5th January 1895, asking my opinion on a proposal to have the candidates for Entrance into the Calcutta University Examined in their own Vernacular in the subjects History Geography and Mathematics, I have the honour to say that had the proposal been sent up to me for opinion two or three years ago I should have given it my unqualified support.

I have however, lately been going into statistics comparing the success of Entrance candidates appearing from schools placed upon a vernacular basis and from schools on an English basis respectively and I have found that where as the proportion of passes in *English* from both these classes of schools was very much the same and the failures in 2nd language were from schools on an English basis as one in seven candidates against one in 45 from schools on a Vernacular basis, yet on the other hand the failures in the very subjects to which you refer were very much higher from schools on a Vernacular basis—thus in History and Geography the proportion of failures from schools on a Vernacular basis were as 2 to 5 and from schools on an English basis as 1 to 24 only.

My figures have been taken from the results of the schools in the Rajshahi Division in the years 1891, 1892 and 1893, and I have been reluctantly compelled to abandon my former opinion that it was desirable to place High English Schools upon a Vernacular basis.

I have the honour to be

Gentlemen,

Your most obedient Servent

C. A. MARTIN.

Inspector of Schools Rajshahi and Burdwan Circle.

To

THE BENGAL ACADEMY OF LITERATURE.

Calcutta, 2/2 Nabakrishen's Street.

From

MOHESH CHUNDRA BOSE,

Pingla, 31st January 1895.

GENTLEMEN,

Thanks to you for your kind condescention in asking the opinion of one who feels himself far inferior to you in learning and experience. Circumstances stood in my way of giving you a prompt or timely reply for which I beg to be excused. The questions with reference to which you wish to have my views are, I believe, of vital importance to society involving much difficulty. Poor as my experience is, I venture not to say that the opinion which I shall herein express, with a brief statement of the grounds on which it is based, should meet the approval of your learned body.

Bengali language as it stands at present requires further amelioration or the regeneration of our nation can not be expected to be founded upon a firm and lasting footing. On the other hand the cultivation of the Sanskrit language caused by the introduction of it in the curriculum fixd for examinations in the Calcutta University has brought about, it can not be denied, brilliant results in the way of social regeneration and a spirit of nationality. We are already aware of the bitter results which in many instances, English education, unaccompanied with Sanskrit education, brought about in days gone by, it went to anglicise our youths, estrange them from family charities, and make them abhor any thing that was native. Now, such is not the case. Our youths come out from Colleges imbued with ideas which Sanskrit records have imparted to them regarding their nation as the offspring of illustrious ancestors, in short, they contract a love of nationailiy and hope for amelioration fully realising their present degeneracy. Besides, Bengali owes its vitality to Sanskrit, a language which you gentlemen must concede, can not be over-estimated. We can not therefore expect amelioration of our language without a simultaneous cultivation of the parent language Sanskrit.

More-over the introduction of Bengali in place of English in the teaching of History, Geography and Mathematics in Entrance Schools will be in my humble opinion of no great advantage to the youths, for History Geography and Mathematics in Bengali cannot but be translations from the English. It is highly desirable also, that English education must be widely

diffused and the introduction of such a system as you propose, which will in effect do away with English teaching save in pure literature is by no means desirable. Compare the knowledge in English of the youths who are now out with academy distinctions with those who came out from Colleges without such distinctions 40 years before and you will see the vast difference. On a little deliberation the cause will be apparent. It was nothing, but that English was taught to them from the lowest classes and this is not the case now.

Under these considerations I would restrict the teaching of History Geography and Mathematics in Bengali up to the fourth class of Entrance Schools and make the following alterations in your proposals. viz.—

(1) That Bengali without being made one of the optional classical second languages should be made compulsory with the Sankrit from the Entrance up to the B. A. Examinations.

(2). That there should be two papers in the second language one of Sanscrit and another of Bengali, in both of which the candidates should pass.

If Bengali be made optional with Sanscrit, candidates as a matter of necessity would take Bengali for their course and thus Sanscrit would be disregarded. Such a state of things is by no means desirable. I must own the paucity of Bengali works of high standard fit to be introduced into the curriculum of second languages in the F. A. and B. A. Examinations and we must lay our heads together to meet this desideratum.

In conclusion I beg to add that in my humble opinion, unless we adopt the course prescribed above our object viz, the improvement of the Bengali Language and a revival of a spirit of nationality cannot be attained to.

From

THE REV. JOHN MORRISON, M. A.

Principal, General Assembly's Intitution.

Church of Scotland Mission. The General Assembly's Institution.

Cornwalis Sq. Calcutta 7th Feb. 1895.

To

BABU RABINDRANATH TAGORE,

THE HON. JUSTICE GOOROODAS BANERJEE, M. A. D. L.

and others, members of the Committee of the Bengal Academy of Literature.

GENTLEMEN,

You do me the honor of requesting my opinion upon certain points connected with the question of the fuller recogintion of Bengali,

and other Vernaculars by Calcutta University. Although the general question is not referred to your correspondents I take upon myself, even at the risk of being misinterpreted, to express my opinion—1. That in the F. A. course and B. A. (A)course the study of languages, other than the Vernacular viz, the study of English and Sanskrit, occupies an undue proportion of the time of students. This I hold in view, first, of the fact that the mental discipline to be got from such studies can be got in very considerable measure from a careful studyof the Vernacular, and second, of my experience, that only a limited number of students have any natural aptitude for linguistic studies. The time and energy of all beyond that limited number is wasted in professedly advanced linguistic study.

II. That all education to be real and not merely superficial, must find expression for itself in the medium of ordinary speech and ordinary thinking. The neglect of the vernacular by students and the use of unassimilated English or Sanskrit terms during the training in would-be exact thinking and exact knowledge produce much of the loose thinking and superficiality which we regret in many of our students.

III. That while the vernacular is so much neglected as it is, a proper vernacular literature cannot arise. The learning of the country and its culture and cultured feeling are cut off from the main body of the country.

IV. That except for specialist, a knowledge of Sanskrit is no longer the key to the Religion History, or Ancient Philosopy of the country, any more than a knowledge of Greek or Latin is, except for specialists, a key to the Religion History or Learn'ng of Ancient Greece or Rome. Students fitted to be specialist in such subjects would be those possessing among other qualities, an aptitude for linguistic study and such would naturally take up the study of Sanskrit as a part of their course.

V. That the disproportionate study of Latin and Greek in Europe is now giving way before such considerations as the foregoing.

For these reasons I would welcome any proposal that the University recognise the vernacular in larger measure than at present.

With reference to Q. 1 in your circular, it is not quite clear whether you assume that the University Entrance Examination in History, Geography and Mathematics would be conducted in the Vernaculer supposing the Vernacular were the medium of instruction up to Entrance in these sbjects. Assuming that that is your meaning and without specifying subject, I see no objection to such a method of encouraging and testing knowledge of the Vernacular. On the other hand, if your question be simply which language or languages ought to be used as the medium of instruction, I

would reply that that should be left to teachers as at present. They will bear in mind which language is to be used at the Entrance Exmamination and within the College classes.

V. With reference to Q. II. I am of opinion that the combination of the two subjects therein suggested does not offer the true remedy for the very important educational necessity which you have under your consideration.

I am,

Gentlemen,

Yours faithfully,

JOHN MORRISON,

Principal Gen. Assembly's Inst.

From

NYALANKER NILMONEY MUKERJEE, M. A. B. L.

To

BABU HIRENDRANATH DUTT, M. A. and others.

Dated 15th January 1895.

SIRS,

1. I would restrict the use of the vernacular languages as a medium of instruction in history, geography and arithmetic up to the 4th class of an Entrance school.

2. I do not at all approve of the proposal to add the vernacular language to Sanscrit and thereby emasculate the lattter in the F A examination. But I would have an alternative course in Bengali under certain restriction.

3. A vernacular F A course should, in my opinion, consist of prose poetry and grammar and rhetoric and the marks assigned should not exceed one-half of the marks allotted to sanskrit.

4. On no account and under no limitations would I have a vernacular alternative or additional course for the B A examination, simply for the reason that in the present state of vernacular literature (I speak of Bengal in particular) no such course can be fixed, as is likely to be read by advanced students of our college with interest and profit.

I remain yours truly,

NILMONI MOOKERJI.

From

H. M. Percival Esquire, M. A.

To

THE COMMITTEE OF THE BANGYA SAHITYA PARISHAD.

Dated 19th January 1895.

Sirs,

In reply to your circular of 5th instant, I beg to say that:—

1. I do not approve of the proposal to examine for *any* subject in the Vernacular in the Entrance Examination in so far as it is a test for admission into a course of university as college studies, the medium of conducting test in which and of imparting instruction for which is English. But so far as the entrance is a *final* test of school instruction, after passing which a candidate does *not* intend to prosecute a caurse of collegiate studies, I approve of the proposal. But I wish to add that it is a question requiring further consideration whether it is not desirable to institute a separate examination by a recognised body, for this second purpose (of a *final* test) that the entrance has hitherto served, in addition to its proper primary purpose.

As for confining the proposal up to the middle standard, I agree, provided there is time enough between the middle examination and the entrance for a boy to acquire a sufficient knowledge of English so as to be able to answer all the papers in all subjects at the Entrance in English, and presumably to follow lectures delivered in that language in all subjects in the F. A. classes.

2. I approve of the proposal to introduce vernacular into the F. A. and B. A. *in addition to, not in substitution of*, a classical language. The question that arises upon this *viz* whether the present courses of studies for the F. A. and B. A. will admit of any such addition, is one no dout which the Parishad will consider in due course. Allow me to add that I think the B. A. course most certainly admits of the addition.

I am sirs,

Yours faithfuly

H. M. Percival.

From

THE HEAD MASTER,

Zealah School, Bogra.

To

The HON'ABLE JUSTICE GOOROODAS BANERJEE, M. A. D. L.
BABU ROBINDRA NATH TAGORE,
PANDIT RAJANI KANT GUPTA,
MR. N. K. BASU, M. A. C. S.
BABU HIRENDRA NATH DATTA, M. A. B. L.

Dated, Bogra the 21st January 1895.

SIRS,

In reference to your circular letter of the 5th instant, I humbly beg to inform you that the Annual Examination of the Bogra Zilla school has been commenced from the 16th instant and the promotion to the boys must be given on or before the 1st February. I have therefore very little time now to deleberate on such important subject and to lay before you the results of my deleberate thought ; however, when you have kindly condescended to ask my opinion I humbly submit to you my cursory view on the subject and request the favour of your kindly gleaning the idea from it.

I humbly beg to state that I am unable to agree with you in thinking that vernacular languages may be made medium of instruction up to the Entrance Examination of the Calcutta University in Mathematics, History and Geography. It would be difficult for the students to go on with the higher parts of Geometry and Algebra in English in the college classes after reading those subjects in vernacular languages up to the Entrance Examination. They would take a long time to learn the peculiar terms which are explained at the beginning of those subjects and are learnt before the Entrance Examination. The mathematical terms rarely occur in books on Literature ; so there is every likelihood of the boys, taught under the proposed system, failing at the F. A. Examination. It is not a surmise, I say so from my personal experience. The Jessore Zilla school was on vernacular basis *i, e,* History, Geography and Mathematics written in Bengali were taught to the boys up to 5th class. Except the brilliant students the boys going upo the 4th class could not go on with the boys who were taught those sub jects in English. The boys of Vernacular basis could not under stand miscellaneous examples involving terms explained at the beginning of Arithmetic and Geometry. And consequently became deficient in Mathe-

matics. Learning Geography and History in the Vernacular Language their acquirement in English also fell short of the required standard. Students of High English School learn English not only from books on Literature but from History, Geography, and Mathematics. If History, Geography, and Mathematics be taught in the vernacular languages up to the Entrance Examination most of the candidates at F. A. Examination will likely be plucked not only in Mathematics but also in English. The little time saved in learning Mathematics, History and Geography written in vernacular languages cannot, practically, as may be supposed theoretically be devoted to English. If the candidates be examined in History, Geography, Mathematics and Science up to the M. A. Examination in Vernacular Languages and the standard of Examination in English be a little lowered this objection can to a certain extent, be removed and much advantage also can be derived from the system. The nation can be master of those subjects, the vernacular languages will be enriched and the money for the purchase of book on those subjects will cease to be remitted to England. The students also then can easily grasp the subjects, remember their contents and reproduce the fact easily in their mother-tongue. But the time is far remote when books on those subjects will be made in the vernacular languages.

Secondly as the Court language in India is English and the best English knowing man has the greatest advantage, every one wishes to acquire as much knowledge in English as possible. Introduction of text books on History, Geography and Mathematics in vernacular languages will deprive him of one of the ways of acquiring knowledge in English. It would be difficult for him to give vent to his ideas on any subject relating to Geometrical figures when he comes in contact with any of the rulers of the country. For the reasons stated above I am against the proposal of introducing text books on History, Geography and Mathemathics written in vernacular languages in any class of the Higher class English Schools, but they should continue in Middle English Schools, as at present, although M. E. scholars make up, after great struggle, their deficiency in English in advanced years. Notwithstanding palpable detriment to the knowledge of English, text books on History and Geography written in vernacular languages might be admitted into the curriculum of the Entrance Examination even at the present time as books in vernacular languages are available up to the standard of that examination. But there is a great obstacle in the way which seems to me to be insurmountable. There are six different vernacular languages recognised by the Calcutta University. Although the number of candidates examined in Hindi, Urdu, Uriya, Asamese and Burmese are very small in proportion to the number of candidates examined in Bengali, yet their existence can not

be overlooked. If text books on History, Geography and Mathematics written in vernacular languages be introduced into the Higher class English Schools as many teachers will be required to teach one class as there will be students of different vernacular languages in it. It would be utterly impossible to employ so many teachers in any school. On the other hand unless sufficient number of teachers knowing the different vernacular languages of the Calcutta University be engaged in each institution, many will be deprived of their desired education. In Bengal proper the number of students reading Hindi, Asamese, Urdu and Uriya is very small. Under the proposed scheme there must be either teachers who know those languages or the students whose vernacular languages are Hindi, Urdu, Asamese and Uriya must be refused admission. It is impossible to set up separate schools for boys having separate vernacular. Bengalis serving in Urisya and Behare can not establish schools there for their children. For this reason I think the proposal falls to the ground. For the improvement of the mother tongue I propose that the status of the Normal schools and the Madrasas be improved. Instead of three classes there should be four classes in Normal schools and Madrasas. English should be made an optional subject from fourth year class to the last class of the Model schools and all the privilegs of the Bachelors of Arts should be allowed to the English knowing students who pass their final examination from those institutions History, Geography and Mathematics may, then, be of the same standard as they are in Colleges. English being optional subject, opportunity will be offered to the poor boys to go up to the fourth year class as they do now to the third year class and turn out Pandits and Mokteers as they chance to be. Rate of fees should be higher for those who take up English as their optional subject. In that case the Higher Class English Schools will gradually dwindle and the Middle English Schools, Normal Schools and the Madrasas will every day flourish. The rich students only will then attend the Higher Class English Schools and Colleges. Great improvement will then be made to History Geography, Mathematics and Science of this country and the vernacular languages will improve as their importance will gradually increase. Those who intend to go over to England for Civil Service or education or those, whose aim is to master all those subjects in English for improving them in the vernacuiar languages, may join the Higher Class English Schools and Colleges. Books on all those subjects may then be translated into the Vernacular Languages by those who will master them in Colleges either here or in England. As the number of students will then positively increase in Normal Schools and Madrasas the translation of books on History, Geography, Mathematics and Science will be profitable to the translators.

As Latin was the Court Language in England when it was under the Romans, Persian was the Court Language in India during the reign of the Mahomedans, so English must be the Court Language in India as long as the English reign here. Consequently no measure should be adopted to the detriment of knowledge of English in this country.

The curriculum of F. A. and B. A. Examinations is already heavy. It is not desirable to make it heavier by including Vernacular Languages in it as a separate subject in addition to sanskrit, Arabic and Persian. But it is highly desirable that composition in and translation to the Vernacular Languages be made a part of the curriculum of the F. A. and B. A. Examinations to draw the attention of the candidates to the improvement of their mother-tongue.

Yours faithfully,

PRASANNAKUMAR GHOSE,

Head Master, Zillah School

Bogra.

From

Raja Peary mohun Mukerjee M. A. B. L., C. S. I.

To

BABU RABINDRA NATH TAGORE

Sir,

In repely to your circular letter of the 5th Ultimo I beg to state as follows—

(1) I do not approve of the proposal to make the vernacular languages the medium of instruction up to the Entrance Examination, in History, Geography and Mathematics, or even to the middle English Examination.

I am of opinion that the earlier boys study these subjects in English the better they learn to pronounce proper names correctly, to acquire a familiarity with the language and to get exact ideas on the subjects.

I am also opposed to the proposal to make a vernacular language a part of the F. A. or B. A. course.

I think the difficulty of making an appropriate selection of books would be great by reason of the limitted field for selection and that the proposal,

if carried, would either lead to a partial neglect of Sanscrit or Arabic or impose an additional burden upon the students to an undesirable extent.

Utrapara — Yours faithfully

February 1, 1895. — PEARY MOHUN MOOKERJEE.

From

BABU PURNENDU NARAIN SINGH, M. A. B. L.

To

THE COMMITTEE OF THE BANGYA SAHITYA PARISHAD FOR CONSIDERING THE INTRODUCTION OF BENGALI TEXT-BOOKS.

DEAR SIRS,

With reference to your circular letter dated the 5th of January 1895, I beg to offer the following remarks.

As regards the introduction of vernacular text-books in History, Geography and Mathematics, I am of opinion that in the higher classes, boys should be in touch with original writings on those subjects, specially History and Geography. The existing English text-books on those subjects, though not original works, fairly convey the spirit of such works. The vernacular languages are still poor in that respect. And I do not think the poverty can be remedied, till original works are written in the vernacular languages. But I think a trial may be given for the introduction of vernacular text-book in history and Geography up to the fourth class.

As for Mathematics, there can not be much objection to the introduction of vernacular text-books even in the highest classes, provided that the boys be taught the technical English words at the same time. For the present however, I should think, that English text-books be retained in Geometry.

I do not think we have yet got a Bengali literature, that can take the place side by side with the classical vernaculars in F. A. and B. A. Examinations. On principle also I object to such a course being adopted, as the work of assimilating the thoughts conveyed in Sanscrit is still very, very incomplete.

Bankipur
1 Feb. 1895 — Yours faithfuly
PURNENDU NARAIN SINGHA

From

BABU RAJERDRA NATH BANERJEE,

Head Master Ravenshaw Collegiate School.

To

THE SECRETARY BANGIYA SAHITYA PARISHAD.

CALCUTTA.

Dated Cuttack, the 29th January 1895.

SIR,

In reference to your Parishad's circular letter dated the 5th January 1895, I have the honour to state that the proposal to make the vernacular languages the medium of instruction up to the Entrance Examination in History, Geography and Mathematics is, in my humble opinion, objectionable on the following grounds.

1. Want of suitable text-books in all the Vernacular Languages.

2. Under the existing system the percentage of failure in English in the Entrance and other Arts Examination is comparatively very high, and under the proposed system, not only will the percentage be abnormally higher but most of the students after passing the Entrance, will hardly be able to successfully compete at the F. A. Examination, the standard of which will continue to be fixed. A serious blow will thus be dealt to high education, which in these days of hard competition is scarcely to be desired.

As regards the proposal to make a vernacular language an additional subject of study in the F. A. and B. A. Examinations, I would beg to throw out a suggestion. As a classical language is one of the many alternative subjects in the B. A. Examination, it is desirable to have a paper on a vernacular language as an alternative to one of the two sanskrit papers now set in the F. A. Examination. It would in my opinion, save a great deal of time and labour of those who are now, against their will, compelled to continue the study of a classical language up to the F. A. Examination; and at the same time it would serve the end of both the Parishad and the University, the former having in view the encouragemant of vernacular literature and the

latter, the inculcation of a taste for classical language as is to be presumed from the subject having been made optional at the B. A. Fxamination.

I have the honor to be,

Sir,

Your most obdt. servant,

RAJENDRA NATH BANERJEE,

Headmaster, Ravenshaw Collegiate School

Cuttack.

From

BABU RAMDASS CHAKRAVARTI,

To

BABU RABINDRA NATH TAGORE,

HONORABLE DR. GOOROO DAS BANERJI,

N. K. BOSE ESQ.

PANDIT RAJANI KANTA GUPTA.

BABU HIRENDRA NATH DATTA.

GENTLEMEN,

I beg to acknowledge receipt of your communication dated the 5th instant.

In reply to the two points on which you ask for my opinion, I should beg to observe that I do not approve at all of the first proposal I should consider it a suicidal measure if it were carried into effect. I am not aware of any Bengalee books that can fitly take the place of English books in teaching History, Geography and Mathematics to Entrance candidates nor can I conceive the possibility of such books coming into existence in the near future and supplanting the use of English books. The English langnage has been enriched in the course of ages, and for precision, clearness and expressiveness will hold its own against its Bengalee rival. It does not seem to me how a language that is not yet formed out is in process of formation can supplant a language that is full and well-developed.

2. Then again the English is a Universal language ; it is the language of the civilised world, it is the language not only of Englishmen but of

Americans and Australians. If our country-men were ever to emerge from their lethargy into trade and commerce, they could never hold their own against those civilized nations without having the full benefit of the English language. In this connection I should beg to quote the memorable words of Macanlay :—

"In India English is the language spoken by the higher class of natives at the seat of Government. It is likely to become the language of commerce throughout the seas of the East. It is the language of the two European communities which are rising, the one in the South of Africa, the other in Australasia; communities which are every year becoming more important and more closely connected with our Indian Empire. Whether we look to the intrinsic value of our literature or at the particular situation of this county, we shall see the strongest reason to think that * * * * the English tongue is that which would be most useful to our native subjects."

Besides, English being the language of our rulers, it is but proper that our youths should have the best training in that language. Otherwise it is quite clear they will be distanced in the race of life by those who shall have a better knowledge of that language.

3. Now by the innovation that is proposed by the Parishad,—i.e. making the vernacular language the medium of instruction up to the Entrance Examination of the Calculta University, in History, Geography, and Mathematics—the axe will be laid at the root of the acquisition of the English language. At present we teach English for four hours in our schools and our boys acquire a certain amount of knowledge in that language. This knowledge will without doubt greatly deteriorate if English be taught for one or two hours only. It is a Rule-of-Three calculation. I thought this contention was set at rest by committee which sat about twenty-five years ago and which was composed of such veteran Educationists as the late Dr. Rajendra Lala Mitter, Mr. Woodrow. Dr. Rajendra Lala expressed the same views in a learned and masterly way.

4. My opinion being then decidedly against the innovation, I would for the present restrict the proposal only to Middle English Echools. But I would by no means introduce it into High English Schools or Public Schools. I believe the system is at present confined to Middle English Shools, and to a very few Public Schools; and that in the latter it has been pronounced to be a failure. I should think that High Schools (Private or Grand-in-aid) and Public Schools supported by Government should be reserved solely for English teaching, Bengalee and Sankrit being taught of course, for one hour daily, as is done now.

5. I find no objection to the second proposal, i.e., the study of a vernacular language in addition to Sankrit, Arabic or Persian in the First Arts course.

I have the honor to be,

GENTLEMEN,

Your most obedient Servant,

RAMDASS CHAKRAVARTI.

Head Master, Branch School.

Hughii Branch School

The 19th January 1895.

From

BABU RAJANI NATH RAY, M. A.

The Calcutta University regulates high education through the medium of the English language and fits men for following occupations like the bar, the public services, tutorial and clerical duties in which the use of the English language is in constant demand—Any measure calculated in any way to reduce the chances of acquiring a thorough knowledge of this difficult Foreign language will greatly impair the practical usefulness of the university by seriously handicapping its graduates and undergraduates in the battle of life. It is notorious that the great majority of graduates and under-graduates, even under present arrangements, do not acquire a high degree of skill in the use of the English language and deficiency in this respect often stands in the way of their success in life. If the range of reading in English is so materially curtailed by instruction in mathematics, in geography and especially in history being imparted through vernacular text books the disability arising from the present defective knoledge of English wiil be most seriously aggravated. Then again when the students pass the Entrance Examination and enter college and have to read History and Mathematics in English they will be placed at a great disadvantage by want of familiarity with the language of these subjects especially the technical terms of mathametics—And whatever may be said about facility of learning history through ones mother tongue, there can be no difficulty to a student who can understand the English Entrance course in having geography and Mathematics through the medium of the English language, as the technical terms have to be specially acquirred in both the languages—Of course when the names of familiar places in India are misspelt or mispronounced some confusion is created—But this difficulty is not worth serious consideration when weighed against the difficulty of guessing the English spelling of the names of foreign places the sound of which only has been seen represented in vernacular characters, sometimes in a very distorted form.

The first proposal on which the committee invites opinion is, therefore to be strongly deprecated—The proper place of the vernaculars is in the scheme of primary and secondary education—It can also with great advantage be employed in imparting technical education in which manipulation of material agents plays the chief part and the use of language only a subordinate part though even in these the storehouses of knowledge are at present accessible only through the English language.

The second proposal *viz* to make the study of vernacular languages a part of the curriculum in the F A and B A examinations, not in substitution, but in addition to oriental classics, is less open to objection as it brings the vernaculars into competition with the classics on which the earning of a livelihood is not so closely dependent as on the English language—But as the study of the classics is a matter of national pride and as a thorough knowledge of them is essentially necessary for the improvement of the vernaculars any detraction from the scanty time now devoted to it is undesirable—Of course the question may well be asked as to whether the knowledge of sanskrit now acquired in the English colleges is of any practical use—The answer will naturally be that it is too superficial—The remedy is either to make it more thorough or to dispense with it altogether. The proposal of the committee will do neither.

The practical course for the wide diffusion of vernacular knowledge seems to be to confine attention to the vast field outside the operations of the university—The latter has objects with which the proposals of the committee seriously clash.

R. N. Roy,

Dated 8th March 1895

From

Sir Romesh Chandra Mittra, Knight.

Note

In my opinion, the Calcutta University should pass a rule allowing the candidates in the Entrance Examination to answer questions on History Geography and Mathematics in their own vernacular, and should fix text books written on these subjects in such vernaculars. The rule should be made to come into operation at best three years after its passing. Where no text books in such vernaculars exist the candidates should still be allowed to

answer the questions on these subjects in their own vernacular although they may have studied them from the English Text books set upon these subjects.

I fully feel the force of the objection against the proposed rule, that it may tend to make the knowledge in English of the succesful candidates more imperfect than it is now. To meet this objection I would raise the pass marks in English and would assign separate marks in English Translation and fix a pass marks on this subject alone making it sufficiently high.

The reasons which weigh with me in forming this opinion are, amongst others, 1st it would encourage the cultivation of vernacular literature, 2nd diminish cramming and 3rd thereby it would secure a better training of the thinking faculty. These benifits in my opinion outweigh the disadvantages generally urged against the suggested rule.

In the F. A. and B. A. Examinations I would not make the study of text books in vernacular as compulsory but would pass a rule to the effect that it would be left to the option of a candidate to write an essay in his own vernacular on a subject to be set by the examiner in the classical languages, and if he exercises this option, the marks obtained by him should be taken into account in the aggregate pass marks. Such a rule as this would encourage cultivation of vernacular literature.

ROMESH CHANDRA MITTRA

20 Januarry 1895.

To

BABU ROBINDRA NATH TAGORE.
HON'BLE GOORODAS BANERJI.
&c. &c.

MEMBERS, BANGIY-SAHITYA PARISHAD COMMITTEE.

GENTLEMEN,

In reply to your letter of the 5th instant, I beg to state that I am highly in favor of the scheme for teaching English as a language and the subjects in the vernacular in the schools that teach up to the Entrance standard in all the classes. I do not for the present, advocate any change in the F. A., and B. A., courses except adding a Bengalee book to the Literature portion and requiring the students to write an Bengalee essay on a given thesis at the Examination. The question paper in Sankrit should contain

questions on the Bengalee Book as well the thesis alluded to above. This arrangement is to continue until suitable books appear in the Bengali Language on the subjects of History Mathematics and Philosophy that can properly displace the English books or those subjects in the said courses. It is hoped that a time will come when English could be taught only as a language and the subjects in the vernacular to all Entrance, F. A., and B. A., candidates belonging to the Bengali race without injury to Sankrit as it is now thought.

As the Bengalis are of weak physique the acquisition of such a foreign language as the English totally disimilar to their instinctive acts as a great strain upon their brain and is fast diministing their longivity. It is highly to be regretted that the larger portion of a Bengalis, life short as it has become should be spent in learning a foreign language.

Yours faithfully,

RAJ NARAIN BOSE.

P. S.—About thirty-eight years ago, I proposed the above scheme to Mr. Hudgson Pratt late of the Civil Service, the then inspector of Schools in Bengal.

From

BABOO RAJESWAR GUPTO

Head Master Training School

Chittagunge

To

THE SECRATARY TO THE BENGAL

ACADEMY OF LITERATURE.

Calcutta

Chittagong The 31st January 1895.

Dear Sir,

In reply to your circular letter of the 5th instant about the extention of the vernacular languages I beg to give my views below.

The improvement of a country depends to a great extent on the improvement of its mother tongue. I therefore wormly sympathise with your noble cause and thank you sincerely for your arduous undertaking.

History, Geography and Mathematics should be taught at the beginning in the Vernacular language and thereby the little boys will have the oppor tunity of understanding those subjects clearly and thoroughly. This change would be an improvement on the present system of teaching in our High English schools I therefore heartly approve your suggestion of introducing vernacular books on those subjects upto the 4th class of our High English schools. I beg here to draw your attention to para 56 of the Resolution of the conference on the Management of High English schools held at Dacca in May 1891. Which runs as follows :—

"There can be no doubt of the fact that Geomentry, Arithmetic, History and Geography can be best taught through the medium of the pupil's own vernacular. But the University requires the examination in these subjects to be in English. Hence the question, which it is really important to consider, is whether teaching these subjects at first throughthe vernacular, and afterwards in English is really more effective and expeditious than teach ing them through the English from the begining; also whether any advantage that the former system may have over the latter would not be more than neutralized by the loss of such advantage to progress in English as the latter method may be supposed to possess. As very few teachers and guardians of boys in Eastern Bengal have had any experience of the system of placing Entrance schools upon a vernacular basis, it is considered desirable that no definite opinion be expressed, on one way or the other, on the subject at this conference, in order that headmasters may have full liberty to adopt wichever of the two methods mentioned above they may choose, so that there may be a sufficient amount of experience gain on the subjects."

As regards your 2nd point I think an essay in the Vernacular language may be added to the question papers in Sankrit, Arabic and Persian.

Yours faithfully,

RAJFSWAR GUPTA,

Head Master Chittagong Sraining School.

FROM

THE INSPNCTOR OF SCHOOLS, PRESIDENCY CIRCLE.

TO

THE SECRETARY,

BENGAL ACADEMY OF LITERATURE.

4, Dalhousie Square, Calcutta, the 2nd February 1895.

SIR,

I have the honor to acknowledge receipt of your circular letter dated the 5th January 1895, in which you have asked my opinion as to the extent to which the Vernacular languages of this country may be made the medium of instruction in the Arts Colleges and High English schools.

2. In reply I beg leave to state that though a firm believer in the theory that the instruction in the lower classes should be conveyed chiefly through the pupil's mother-tongue, the persistent agitation against what is known to educational officers as the amalgamated system under which pupil's reading in the fifth class of a very few high English Schools have so long been made to undergo an examination in the middle vernacular standards as a conditon of promotion to the fourth class has convinced me that education on a vernacular basis is unfortunately very unpopular among my countrymen including some of the best educated and most highly placed. The system above referred to consisted in dividing a high English school into 10 or 11 classes the lowest beginning the vernacular alphahet, the next higher classes up to the fifth reading English literature, and the middle vernacular strandards in a progressive, and the upper section, i. e. from the 4th upwards, preparing for the Entrance and being—practically the Anglo Sanskrit Department to render it attractive higher grants were offered to school that adopted it and scolarships and free-studentship were set apart for pupils who might stand high at the middle scholarship examination, clearly advatageous as these terms were, the system was never tried in any parts of Bengal, except the Presidency and Rajshahye Division, and the few school that tried it became gradually unpopulor, and at last the Departmant had to yield to the pressure of public opnion and consent to the virtua abolition of the system.

3. The ground of the popular dislike appears to be the notion that reading subjects like History Geograpey and mathematics in English enriches the pupil's stock of words and expressions in that language and give him greater mastery over its literature, plausible as this argumant

certainly is, it ignores the obvious advantges so palpable by practical educationists, which one derived from an early intellectual development resulting from the study of different subjects in one's mother tongue. I would accordingly still advocate the adoption of the vernacular of the country as the medium of instruction in classes lower than the fourth if such a system could be made compulsory on all schools alike; but for the pesent I would leave the higher forms alone, the system of education pursued in them being in my opinion better suited to the exigencies of the situation than the one suggested in your letter.

4. As regards the collegiate classes, the multiplicity of subjects is already a fruitful source of reasonable complains and it seems undesirable therefore that Bengli or any other vernacular could be introduced as anaddit ional subject. In the B. A. examination moreover the B. course students have no sanskrit or Persian to learn.

I have the honor to be

SIR,

Your most obedient servant

Radhikaprosanah Mukharjee,

Inspector of Schools,

Presidency Circle.

From

BABU SURANATH CHATTERJI,

Head Master, Bhagalpore, Zilla School.

To

BABU RABINDRA NATH TAGORE.
DR. GURUDAS BANNERJI.
NANDA KRISHNA BOSE ESQ.
PANDIT RAJANI KANT GUPTA.
BABU HIRENDRA NATH DATTA.

GENTLEMEN,

I have the honour to acknowledge the receipt of your circular letter of the 5th instant, and in reply beg leave to state that, in my

humble opinion, History, Geography and Mathematics may be taught advantageously through the medium of the vernacular languages. For the present, this change may be introduced up to the standard of Middle English Examination, i.e., to the 4th class of Entrance Schools. When this measure is attended with success, as it is earnestly hoped it would be, it may be gradually extended up to the Entrance Standard.

2. Vernacular languages may be taken up in the F. A., or B. A., Examinations in addition to Sanskrit, Arabic, provided the classical languages do not run the risk of being altogether neglected.

I have the honour to be

GENTLEMEN,

Your most obedient servant,

SURANATH CHATTERJI.

Head Master Zilla School, Bhagalpur.

Bhagalpur,
The 29th January 1895.

From

BABU SASI BHUSAN SINHA, B. A.

To

THE SECRETARY, BENGAL PARISHAD.

CALCUTTA.

SIR,

On receipt of your circular letter dated the 5th of January 1895 through a member of your Academy, I have the honour to record my observations as follows :—

1. As for schools in Bengal are concerned, the scheme can be successfully worked out in all its details. But I do not like that the proposal should be restricted up to the 4th class for the little Bengalee, that the boys will learn in the first five years of their school-life, will be wholly forgotten in the next three years and so one of the prime objects of the proposal, namely the cultivation of Bengalee Language and literature and the consequent lessening of pressure, will be defeated. If the scheme is to do any good at all it must not be stopped in the middle when it has got a good start but must be carried up to the end of school-life.

2. But as far as schools in Behar are concerned two difficulties present themseives to me which, to my thinking, is very difficult to get rid of. The first difficulty that occurs to me is that the lower classes of all Entrance class English Schools in Behar are worked by Bihari Hindu teachers who

know only Hindi and Urdu and in some cases, though till now very few, by Mahamedan teachers who know only Urdu and have a smattering of Hindi but are perfect strangers to Bengalee. The second difficulty that I beg to mention is that there is a sprinkling of Bengalee boys in almost all the Entrance Class Schools in Behar. These Bengalee boys, who do not know Urdu or Hindi, will have to read, if the scheme is to be carried out universally, Bengalee versions of History and Geography. Now the teachers in most cases being conversant only with Hindi and Urdu and in some cases with Urdu only, will be unable to explain and mark lessons on History and Geography and so the sorry sight will be presented of teachers teaching boys in a language which they themselves do not know. This difficulty can however be obviated if there be two sets of teachers, Bengalee and Behari, to teach History, Geogryphy and Mathematics and in the case of Mahamedan teachers not knowing Hindi, three sets of teachers. In these days of educational retrenchments, I do not know how far will the Government approve of the proposal. The owners of private institutions are out of question in the matter for every pice they save by curtailment of expenditure is a gain to them.

As to the second proposal how far it is feasible to make the study of vernacular languages a part of the curriculum in the F. A. and B. A. Examinations, the difficulty noticed above does not occur. But if you wish to make the study of vernacular languages a living reality, the first measure you ought to adopt is to move the University to place the vernaculars on the same footing with the classical second languages. If the rule that the candidate who take Bengalee or Hindi will not be entitled to a scholarship continues in force, no boy will be atracted towards its study. It is a notion, generally prevalent among University under graduates that had there been any real value in Bengalee or in Hindi, the University would not have put this depreciative mark on it. Once the recognition is made that the vernaculars rank with the classical second languages, the battle you fight for will be half won. But if there be any difficulty in the way of such a recognition, it is better that in such examinations composition in and translation to the vernaculars should be made a part of the required test.

I remain.

Sir,

Your most obedient servant,

SASI BHUSHAN SINHA, B. A.

Head Master T. K. Ghosh's
Academy Bankipur.

Bankipur
The 25th Jan. 1895

From

BABU SARADA CHARAN MITRA, M. A. B. L. &c. &c.

To

BABU RABINDRA NATH TAGORE,
HON'BLE JUSTICE GOOROODAS BENERJEE, M. A. D. L.
PANDIT RAJANIKANT GUPTA,
MR. NANDAKISHNA BOSE, M. A. C. S.
AND BABU HIRENDRANATH DATTA, M. A. B. L.

Dated, Calcutta the 21st January 1895.

SIRS,

I have the honor to acknowledge the receipt of yours da ted the 5th January 1895, and to state in reply that in my opinion the time is come for modifying the edncational policy inaugurated in 1854. I think that know. ledge should be imparted through the medium of the vernacular languages especially in History, Geography, Mathematics and the Physical Sciences, English and Sanskrit should be made compulsory merely for examination in the languages.

In the middle English Examination, students are now examined in English only as a language; they are required to answer questions in History, Geography, Mathematics and the Sciences in their vernaculars. This, I think, is working in the right direction.

I also think that the system now followed in the Middle English Examination may with great advantage be adopted in all the University Examinations including the F. A. and the B. A. As soon as it is announced that the system will be extended to the higher examinations I believe books written in the vernacular languages will be published in numbers and translations from the English and the French Books will be available.

I have the honor to be

Sirs,

Your most obedient servant

SARADA CHARAN MITRA.

From

Dr. SURYI KUMAR SARBADHICARY.

To

BABU RABINDRA NATH TAGORE,
DR. GURUDASS BANNERJI D. L.,
MR. NANDA KRISHNA BOSE C. S.,
PANDIT RAJANIKANT GUPTA,
BABU HIRENDRA NATH DUTT.

DEAR SIRS,

I am in receipt of your letter dated the 5th instant and in reply beg to inform you that I do not at all approve of the proposal to make the vernacular languages the medium of instruction up to the Entrance Examination of the Calcutta University in the subjects of History, Geography and Mathematics, but would restrict the proposal up to the standard of the Middle English Examination i. e., to the 4th class of Entrance Schools. I would however suggest the addition of an essay in the vernacular language to be written by a candidate who goes up for the Entrance Examination.

2. I approve of the proposal to make the study of vernacular languages a part of the curriculum in the F. A., and B. A., Examinations not in substitution of Sanskrit, Arabic, but in addition to these languages.

It is at all times necessary for us to bear in mind that English is a foreign language difficult for us to master and our students should be always kept in constant familiarity with that language whether in the study of Literature, History, Geography and Mathematics then and then only shall they be able to cope with the difficulties of that language and master the same and hold their position in the competative Examination both here and elsewhere.

I have the honor to be,

SIRS,

Your most obedient servant,

SOORJU COOMAR SURBADHICAURY.

From

BABU SYAM LAL DUTT,

Head Master, Jessore.

The 25th January 1895.

DEAR SIR,

In reply to your circular letter dated the 5th instant I beg to state as follows :—

1. I fully approve of your proposal to teach Entrance candidates History, Geography and Mathematics in their own vernacular.

I would be glad if for the F. A., and B. A., Examinations History, Philosophy and Science were taught in the Vernaculars or in some Indian Vernacular say Hindi.

No nation can be efficiently taught their subjects except in their own vernacular.

2. Secondly I do not approve of the proposal to add Indian Vernaculars to the classical second languages.

May I request the favor of your moving the University to give early effect to the rule that candidates would have to write answers in the Dev Nagar character. This would do much good to us. For when our country men learn to read and write Deb-Nagar we can print Bengali Books and Books in the other Languages in India in Dev-Nagar and so may have in time only one alphabet used throughout the continent of India as the Roman character is used throughout Europe.

Yours faithfully,
SYAM LAL DATTA.
Head Master, Jessore Zilla School

From

BABU SASI BHUSAN SEN M. A.,

Lecturer, Dacca College.

To

THE HON'BLE JUSTICE GURUDAS BANNERJI, M. A. D. L.
BABU RABINDRA NATH TAGORE,
PANDIT RAJANI KANT GUPTA,
N. K. BOSE ESQ., M. A. C. S.,
BABU HIRENDRA NATH DATTA.

Dated Dacca College, the 29th January 1895.

SIRS,

In reference to the two questions which you have done me the honour to ask my opinion about,—I beg leave to make the following observations.

If the Calcutta University allowed examinations in Bengali on History, Mathematics, and Geography, the student would find it some what easier to get up those subjects, and some addition would take place to the existing vernacular literature through publication of Historical, Geographical, and

Mathematical text-books written composed in the native tongue. Such addition to native literature would be a gain, no doubt, though not gain of a evry high order. At the same time, certain disadvantages would arise. In the first place, the successful Entrancee Examinee, on beginning his college career, would experience greater difficulty than now in perusing his Mathematical books. In the second place, really good text-books on English History, fit for the Entrance class, are rare even in the English language They would obiviously be rarer in the Bengali tongue. Thus the Entrance student would get up his knowledge of English History out of inferior text-books to those available now. If it be said in answer that the last existing English manuals might be translated into the Vernacular, and adopted as text-books, the reply is that they might be translated, but that there is no certainty that they would be adopted as text-books. Those generally whether good or bad, would be appointed a text books, the authors of which would have most influence with the native part of the Board of studies; and there is no assurance in this circumstance that the last books would be chosen. In the third place, English pronunciation is ever now very defective with a large number of Bengal students. If History and Geography and Mathematics were learnt in Bengali, the Bengal boy's pronunciation—of Historical and Geographical names, at any rate would grow more defective still.

Thus the introduction of Vernacular text-books on History, Geography, and Mathematics, would result in some good and much evil, and in view of the evil, I am unable, I regret very much to say, to sympathise with the proposal that the vernacular language be the medium of instruction in the above subjects up to the Entrance Examination.

With reference to the second question, the objection—is that it would be difficult, probably impossible, to organise a course of study in Bengali, the getting up of which would involve, to a Bengali boy, the same amount of labour as the existing courses in the Sanskrit in the F. A., and B. A., examinations. The majority of the Bengal boys would therefote take to the vernacular course, and Sanskrit would be neglected.

Yours faithfully,
SASIBHUSAN DUTT,

From
BABU SYAMA CHARAN GANGULI,
Principal, Uttarpara College.

To
The Gentlemen on the Committee appointed by the Banigya Sahitya Parishad on the 26th August 1894.

Calcutta, the 30th January 1895.

In response to the questions contained in your circular letter of the 5th instant, I beg to submit the following observations :—

The making of the vernaculars the medium of instruction up to the highest university standard is doubtless the ultimate gaol towards which things must tend. Nevertheless the time has not yet come, it seems to me, for making the vernaculars the medium of instruction and examination in History, Geography and Mathematics for Entrance candidates, and this for the following reasons. For a long time yet to come English must remain the medium of instruction in all the branches of study in colleges, and so the teaching of Mathematics, at any rate, up to the Entrance examination through the vernaculars would make it a matter of great difficulty for Entrance under-graduates to enter upon their mathematical studies in colleges through the medium of English. Again, history text-books in English widen the sphere of the English reading of our students, and are thus calculated to increase their knowledge of this language. The displacement of English history text-books by vernacular ones would therefore, our school system remaining the same in other respects, do more harm than good. Geography text-books in English are of much less account towards teaching the language than history text-books, and if they were cast out, there would be no harm, I think, if geographical names, as they are in English, were taught, while the subject itself was taught in the vernacular. History and geography are, however, subjects that hang together in our educational system, and so it seems to me best that both these subjects should continue to be taught through the medium of English.

The proposal that Histnry, Gogrophy and Mathematics from the 4th class downwards of Entrance shools should be taught through the pupil's vernacular appears to me as a desirable reform. The acquisition of what is technically called real knowleege would be facilitated by such a step and the time and energy that would thus be spared to the pupil might be applied to the more extended study of English as a language. Learning Geography and English Grammar and Mathematics through the medium of English is popularly believed to help the acquisition of English as a language. But the phases of the language that these subjects treated in English present, the pupil has to grapple with before he is any thing like forward in his knowledge of the English of daily life, and this appears to me a hindrance rather than a help to him.

In teaching Geography &c. through the medium of the Vernacular Geographical names as they are in English and English technical terms should have to be taught, in order that education at the lower stage may be a fitting preparation for that at the higher. After the results of the innovation made in respect of the lower stage are seen, the time would come for pushing up the innovation to the Entrance stage.

Speaking of the claims of the vernaculars to being made the media of real instruction, I cannot help saying a word in deprecation of the overshadowing influence of Sanskrit over book Bengali, an influence which fills even books intended for primary education with Sanskrit duplicates of current Bengali names of the commonest things. I hope to be excused if I say that I see this overshadowing influence in the very title (Bangiya Sahitya Parishad) of your Academy. Bangiya assemes Banga to be the Bengali word for Bengal. To the living language of Bengal, however, Banga is a stranger. It knows indeed Bangades as the equivalent of East Bengal, while all Bengal it knows as Banta. While I was a school boy, the Bengali language in so called Grammars of the langugae used to be called Gaudiya Bhasha. Matters have improved since, but not as much as could be desired. In an article entitled Bengali spoken and written, which I contributed to the Calcutta Review for October 1877, I discussed at some length the relation between the two phases of the language, and while I write this letter I feel tempted to give extracts from the article. I desist, however, for such extracts would take up much space, and I annex instead a pretty long extract from another article entitled Hindi, Hindustani and the Behar dialects contributed by me to the Calcutta Review for July 1882. This extract bears on the coinage of new terms.

With regard to your second question I beg to say that it appears to me by no means desirable that vernacular text-books should be prescribed for the F. A. and B. A. examinations in addition to the text-books in the classical languages. The proposal is open to the following objections:—

1. What John Stuart Mill said with regard to History in his inaugural speech as Rector of St. Andrews University applies with full force to Bengali for Bengali speaking students, to Hindi for Hindi speaking students, &c., Vernacular literature requires no teaching in colleges.

2. Vernacular text-books in addition to those in the classical languages would add to the burdens of the pupils.

3. Apart from their intrinsic worth, classical language text-books have a linquistic interest whichvernacular text-books cannot have, for students who speak the vernacular.

4. Books of high intrinsic worth are but rare in the vernacular languages.

Yours faithfully,

SYAMA CHARAN GANGULI.

সাহিত্য-পরিষদ-পত্রিকা।

২য় ভাগ; ৩য় সংখ্যা।] [কার্ত্তিক, ১৩০২।

জগৎরাম রায়ের রামায়ণ।

কাব্যজগতের কল্পতরু স্বরূপ রামায়ণ রচনা করিয়া কবিগুরু বাল্মীকি অমর কীর্ত্তি লাভ করিয়াছেন, সঙ্গে সঙ্গে তৎকৃত বাগ্‌দ্বারে প্রবেশ করিয়া, কালিদাস, ভর্ত্তৃহরি (ভট্ট?) প্রভৃতি মহাকবিগণও রামকথাশ্রয় মহাকাব্য প্রণয়ন পূর্ব্বক অমরত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন। "সংস্কৃত কাব্যে বাল্মীকির যে স্থান, বাঙ্গালা কাব্যে কৃত্তিবাসের অনেকটা তাহাই। তিনি বাঙ্গালীর কবিগুরু।" বাল্মীকির পদানুসরণ করিয়া, যেরূপ উল্লিখিত কবিগণ সংস্কৃত কাব্য রচনা দ্বারা "মহীয়সী কবিত্বকীর্ত্তি সঞ্চয় করিয়াছেন," কৃত্তিবাসের 'প্রদর্শিত পথে বিচরণ করিয়া' অন্যান্য অনেক কবি বাঙ্গালা কাব্যেও তদ্রূপ প্রতিষ্ঠাভাজন হইয়াছেন। গত বৈশাখ মাসের 'পরিষদ-পত্রিকা'য় শ্রীযুক্ত নীলরতন মুখোপাধ্যায় মহাশয় শেষোক্ত কবিদিগের মধ্যে নদীয়া জেলার অন্তর্গত মাটীয়ারি গ্রামবাসী ৺রামমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় ও তৎকৃত রামায়ণের কতক পরিচয় দিয়াছেন, এবং বীরভূম ও বর্দ্ধমান অঞ্চলে গীত 'রামরসায়ন' নামক অপর একখানি রামলীলাবিষয়ক কাব্যের উল্লেখ করিয়াছেন। শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত-প্রমুখ সহৃদয় পণ্ডিতগণ যেমন বাঙ্গালার আদি কবি কৃত্তিবাসের মূলগ্রন্থের সমুদ্ধারে ব্রতী হইয়াছেন, কৃত্তিবাস সেবক অন্যান্য কবিকৃত রামায়ণেরও উদ্ধার সাধনে তদ্রূপ যত্নবান হওয়া কর্ত্তব্য। বিকৃত ভাবে হইলেও বটতলার কৃপায়, কৃত্তিবাসের গ্রন্থ এখন ন্যূনাধিক, বাঙ্গালীমাত্রের গৃহেই বিরাজমান, কিন্তু অন্যান্য কবির গ্রন্থ এখনও জীর্ণ ও কীটদষ্ট পুঁথির আকারে কোন অজ্ঞাত পল্লীর নির্জ্জন গৃহে অযত্ন ভাবে রক্ষিত। কৃত্তিবাসের অকৃত্রিম গ্রন্থে যেরূপ বাঙ্গালা কাব্যের মৌলিক ভাব অবগত হওয়া যাইবে, তৎপরবর্ত্তী কবিগণের গ্রন্থালোচনায়, কালসহকারে কাব্য সাহিত্যের স্রোত কি ভাবে পরিবর্ত্তিত ও কোন্ অবস্থায় পর্য্যবসিত হইয়াছে, এবং অনুকরণশীল হইলেও, তাঁহাদিগের গ্রন্থ, কৃত্তিবাসকৃত গ্রন্থের তুলনায়, কাব্যাংশে কিরূপ আসন পাইবার যোগ্য, নিরূপণ করা যাইতে পারিবে। এরূপ নিরূপণ সাহিত্যসেবীর পক্ষে সামান্য মূল্যবান্ নহে। এই জন্য বলিতেছিলাম, কৃত্তিবাসী রামায়ণোদ্ধারের সঙ্গে অন্যান্য কবিকৃত রামায়ণের উদ্ধার সাধনে চেষ্টা করাও বিধেয়।

নীলরতন বাবু স্বীয় প্রবন্ধে, রামমোহনের রামায়ণ লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছেন, "এই দুই খানি (কৃত্তিবাসের রামায়ণ ও রামরসায়ন) ব্যতীত আরও একখানি রামায়ণ আছে।" এতদ্দ্বারা অনুমান করা যায়, ঐ তিন খানি রামায়ণের অতিরিক্ত অন্য কোন রামায়ণের অস্তিত্ব তিনি অবগত নহেন। আমরা আজ চতুর্থ একখানি রামায়ণের উল্লেখ করিব। এই রামায়ণ ৺ জগৎরাম রায়ের বিরচিত। সার্দ্ধ দুই শত বৎসরের অধিক কাল পূর্ব্বে বাঁকুড়া জেলার অন্তর্গত মহিষাড়া পরগণার উত্তরপশ্চিম ভাগে দামোদরতীরে ভুলুইনামক গ্রামে জগৎরাম রায় আবির্ভূত হয়েন। ইনি প্রসিদ্ধ বাঙ্গালা মহাভারতকার কাশীরাম দাসের সমসাময়িক; যে সময় কাশীরাম সিঙ্গিগ্রামে বসিয়া অষ্টাদশ পর্ব্ব মহাভারত লিখিতেছিলেন, প্রায় ঠিক সেই সময়ে ভুলুইয়ে বসিয়া জগৎরাম সমগ্র রামায়ণ কবিতার রসশালিনী ভাষায় লিপিবদ্ধ করেন। অতএব প্রাচীনতাংশে জগৎরামের রামায়ণ রামমোহনের রামায়ণ অপেক্ষা অধিকতর মূল্যবান্। জগৎরাম সমগ্র রামায়ণ মহাকাব্য শেষ করিয়া, ভগবতীকে প্রসন্ন করিবার জন্য শ্রীরামচন্দ্র লঙ্কায় শরৎকালে যে দুর্গাপূজা করিয়াছিলেন—তদবলম্বন পূর্ব্বক স্বীয় কল্পনাপ্রভাবে 'দুর্গাপঞ্চরাত্রি' নামে একখানি খণ্ডকাব্য রচনা করিতে আরম্ভ করেন, এবং তাহার ষষ্ঠী, সপ্তমী ও অষ্টমীর বিষয় বর্ণনা পূর্ব্বক নিজপুত্র রামপ্রসাদকে নবমী ও দশমীর পালা লিখিতে আদেশ দেন। কাব্যের উপসংহারে পুত্র রামপ্রসাদ এইরূপ ব্যক্ত করিয়াছেন :—

"পিতা জগৎরাম মোর রামপরায়ণ,
যেঁহু কাব্য রচিলা অদ্ভুত রামায়ণ,
পঞ্চদিন গান মধ্যে—শুন বিবরণ—
তিন দিবসের গান করিলা রচন;
নবমী দশমী দুই দিবসের গান,
রচনা করিতে মোরে দিলা আজ্ঞাদান।
অঙ্গীকার কৈনু আমি পিতার বচনে,
আগু পাছু কিছু মাত্র না গণিনু মনে।

* * * *

ভুজ-রন্ধ্র-রস-চন্দ্র শক পরিমাণে,
মাধব মাসেতে, শুক্লপক্ষ শুভদিনে,
ষোড়শ দিবসে পুঁথি হৈল গুরুবারে,
সমাপ্ত দশমী পালা হৈল এতদূরে।"

শেষোক্ত চারি পঙ্‌ক্তি পাঠে বুঝা যায়, ১৬০২ শকের ১৬ই বৈশাখ শুক্লপক্ষীয় বৃহস্পতিবারে 'দুর্গাপঞ্চরাত্রি' গ্রন্থ পরিসমাপ্ত হয়। জগৎরামের রামায়ণ যে, ইহার পূর্ব্বেই রচিত হইয়াছিল, "যেঁহু কাব্য রচিলা অদ্ভুত রামায়ণ" ছত্রটিই তাহার বিশিষ্ট প্রমাণ। উল্লিখিত কবিতাপ্রসঙ্গে রামপ্রসাদ লিখিয়াছেন :—

"শিশুমতি, মূর্খ অতি, জ্ঞানবিবর্জ্জিত,
ছন্দ-শব্দ-আদি কাব্যবিষয়ে রহিত।
বালকে বলয়ে যদি অস্ফুট বচন,
তাহা শুনি' পিতামাতা হরষিত মন।
সেই জন্য মোর কাব্যে নাহি রসলেশ,
পিতারে কি ভাল তেঁই দিলা উপদেশ।"

কেবল বিনয় প্রকাশের জন্য ঐরূপ লিখিত না হইলেও, রামপ্রসাদ গ্রন্থ-রচনা-কালে অন্যূন ষোড়শ অপেক্ষা শিশুবয়স্ক বা বালক ছিলেন বলিয়া বোধ হয় না, এবং তদনুসারে সেই সময়ে জগৎরামের বয়ঃক্রম আনুমানিক চত্বারিংশৎ হওয়া সম্ভব। অতএব, (১৬০২-৪০) ১৫৬২ শকে, অর্থাৎ এক্ষণ হইতে ২৫৫ বৎসর পূর্ব্বে, জগৎরাম জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন—এরূপ অনুমান করা অসঙ্গত নহে। স্বর্গীয় রামগতি ন্যায়রত্ন মহাশয় স্বীয় গ্রন্থে লিখিয়াছেন :—

"কাশীরাম এক্ষণে (সংবৎ ১৯৩০, আষাঢ় মাস) হইতে ২০০ বৎসরের কিঞ্চিদধিক পূর্ব্বে জন্মগ্রহণ করিয়া গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন, তদ্বিষয়ে আর কিছুমাত্র সংশয় নাই।" *

সেও আজ ২২ বৎসরের কথা। অতএব, জগৎরাম, কাশীরাম অপেক্ষা প্রাচীন না হই-লেও, তাঁহার সমসাময়িক—একথা সাহস পূর্ব্বক বলা যাইতে পারে।

কবি রায় মহাশয় গ্রন্থ মধ্যে এইরূপ আত্মপরিচয় দিয়াছেন :—

"পিতা রঘুনাথ রায়, মাতা শোভাবতী,—
দোঁহে জন্মদাতা, আমি অধম অকৃতী।
সে দোঁহার পাদপদ্মে নতি বারে বার,
জিহ্বাতে বলরে নাম, পদে নমস্কার।
*　　*　　*
শ্রীমাধব, রাধাকান্ত, রামকান্ত আর,
শ্রীরামগোবিন্দ,—ভ্রাতা কনিষ্ঠ আমার।"

১২৯১ বঙ্গাব্দের ভাদ্র মাসে মজঃফরপুর গবর্ণমেণ্ট স্কুলের তদানীন্তন প্রধান শিক্ষক ভক্তিভাজন শ্রীযুক্ত শিবদাস ভট্টাচার্য্য মহাশয় 'পাক্ষিক সমালোচক' নামক সাময়িক পত্রে এই জগৎরাম রায় ও তাঁহার রামায়ণ সম্বন্ধে প্রবন্ধ লিখেন, এবং কবির রামায়ণ হইতে 'ভরতসংবাদ' নামক অংশ খণ্ডশঃ প্রকাশিত করেন। ঐ 'পাক্ষিক সমালোচক' এখন বিস্মৃতির অন্তরালে বিলুপ্ত হইতে বসিয়াছে; শিবদাস বাবু এখন কোথায় ও কি অবস্থায় আছেন, তাহাও আমরা অবগত নহি। কার্য্যসূত্রে ত্রিহুতে অবস্থানকালে ঐ সাময়িক পত্রের সহিত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ থাকায়, ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের লিখিত প্রবন্ধ আমাদিগের হস্তগত হয়; জগৎরাম সম্বন্ধীয় বিবরণ তাঁহারই প্রবন্ধ হইতে সংগৃহীত। এই সংগ্রহের উদ্দেশ্য উপরে

* বাঙ্গালা ভাষা ও বাঙ্গালা সাহিত্যবিষয়ক প্রস্তাব।—১২৭ পৃষ্ঠা।

কিঞ্চিৎ ব্যক্ত করিয়াছি। কৃত্তিবাসী রামায়ণ উদ্ধারের সঙ্গে জগৎরামের রামায়ণোদ্ধারের চেষ্টা সাহিত্যপরিষদের অন্যতম কর্ত্তব্য বোধ হয়। শিবদাস বাবু এই সমগ্র গ্রন্থ প্রকাশিত করিতে নিতান্ত ব্যগ্র হইয়াছিলেন, কেবল (আমরা যত দূর জানি) অর্থের অসঙ্গতি প্রযুক্ত কৃতকার্য্য হয়েন নাই। পরিষদ কর্ত্তৃক সেই অভাব বিদূরিত হইবার আশা করা যায়; আমাদিগের এই প্রবন্ধ ভট্টাচার্য্য মহাশয় বা তাঁহার কোন আত্মীয় বন্ধুর দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে পারে এবং তদ্দ্বারা পরিষদ ও ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের সম্মিলিত চেষ্টায় গ্রন্থের উদ্ধার সাধন হইতে পারে—বর্ত্তমান প্রবন্ধের ইহাই অন্যতর উদ্দেশ্য।

ভুলুই গ্রাম এবং জগৎরাম রায় ও তাঁহার রামায়ণ সম্বন্ধে, ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের উল্লিখিত প্রবন্ধ ব্যতীত, আমারা অন্যত্র কোন উল্লেখ দেখি নাই; এমন কি 'বাঙ্গালা ভাষা ও বাঙ্গালা সাহিত্যবিষয়ক প্রস্তাবে' স্বর্গীয় ন্যায়রত্ন মহাশয়ও তাহার কোন উল্লেখ করেন নাই, আর নীলরতন বাবু তদীয় প্রবন্ধে "আরও এক খানি রামায়ণ আছে" নির্দ্দেশ করাতেও পরিষদ পক্ষীয় কেহই অন্য রামায়ণের অস্তিত্ব নির্দ্দেশ করেন নাই। এরূপ অবস্থায়, কার্য্যানুরোধে বাঁকুড়া জেলায় অবস্থান কালে, ভট্টাচার্য্য মহাশয় ঐ সম্বন্ধে যে সমস্ত তথ্য সংগ্রহ করিতে পারিয়াছিলেন, 'পরিষদ-পত্রিকা'র পাঠকগণের পক্ষে তাহা প্রীতিকর হওয়া সম্ভব বিবেচনায় আমরা তদীয় প্রবন্ধের কিয়দংশ এস্থলে উদ্ধৃত করিতেছি:—

"(ভুলুই) স্থানটী এখনও অতি রমণীয়। দক্ষিণে অল্পদূরে বিহারীনাথ শৈল, পশ্চিমে কিছু দূরে পঞ্চকোট শৈলশ্রেণী ও অরণ্য, উত্তরে অতি নিকটে শীর্ণ দামোদর দুই পার্শ্বে বিস্তীর্ণ বালুকাস্তূপের মধ্য দিয়া তরল রজতরেখার ন্যায় ধীরে বহিয়া যাইতেছে। আমি চৈত্র মাসে গিয়াছিলাম, কিন্তু আর তিন চারি মাস পরে এই দামোদরের যে প্রতাপ, তাহা মনে হইলেও ভয় হয়।

"* * জগৎরাম রায়ের বংশের কাহাকেও পাই নাই। ভুলুই ও অর্দ্ধগ্রামের অনেক ব্রাহ্মণের উপাধি—রায়। তাহাদিগের কেহই জগৎরাম রায়ের জ্ঞাতিত্বও স্বীকার করিল না। তাঁহার বংশে অদ্যাপি কেহ জীবিত আছেন কি না, সন্দেহ। সেই গ্রামে ও তন্নিকটস্থ গ্রামে অনেক অনুসন্ধান করিয়া কাহাকেও পাওয়া যায় নাই। কিন্তু অনেকের মুখেই শুনিলাম, ৭।৮ পুরুষ পূর্ব্বে তিনি ঐ গ্রামে বাস করিতেন, ও তিনিই রামায়ণরচয়িতা। তাঁহার বাস-ভূমির স্থান কেহ কেহ নদীগর্ভদিকে দেখাইয়া দিল।

"ঐ গ্রামের অনেকের ঘরেই এই রামায়ণের কোন না কোন অংশের হাতে লেখা পুঁথি আছে এবং শ্রীপঞ্চমী উপলক্ষে তাহার পূজা হইয়া থাকে। তথাকার সকলেই উক্ত রামায়ণকে অতি আদর করিয়া থাকেন ও প্রায়ই তাঁহাদের দ্বারা উহা গীত হইয়া থাকে। পঞ্চকোট রাজ্য মধ্যে সর্ব্বস্থানেই উহার আদর। দুই এক স্থানে কবির ভণিতিতে পাওয়া যায় যে, পঞ্চকোটের গর্গবংশীয় রঘুনাথ সিংহ ভূপের আদেশে ও অনুগ্রহাশয়ে তিনি ঐ কাব্য রচনা করেন।"

জগৎরামকৃত রামায়ণ কৃত্তিবাসের রামায়ণ অপেক্ষা কোন অংশে ন্যূন নহে; বরং অনেকাংশে শ্রেষ্ঠ। উহার সরলতা, কবিত্বময়তা ও করুণরসের উচ্ছ্বাস প্রাচীন বঙ্গ সাহিত্যের গৌরবস্বরূপ। ভট্টাচার্য্য মহাশয় লিখিয়াছেন :—

"কৃত্তিবাস কবির নিন্দা করা অথবা তুলনায় জগৎরামের গৌরব বৃদ্ধি করা আমাদের উদ্দেশ্য নহে; তথাচ কৃত্তিবাসের ভরত-সংবাদে ও জগৎরামের ভরত-সংবাদে যে অনেক তারতম্য আছে, তাহা পাঠক মাত্রেই বুঝিতে পারিবেন।"

কিন্তু তুলনায় আলোচনা করিয়া তাহা বুঝাইবার প্রয়োজন দেখেন নাই। 'পরিষদ পত্রিকা'র অনেক পাঠকের নিকটেই বোধ হয়, জগৎরামের 'ভরত-সংবাদ' নূতন; তাহাদিগের কৌতূহল-পরিতৃপ্তির জন্য আমরা এস্থলে কৃত্তিবাস ও জগৎরামের গ্রন্থ হইতে দুই এক স্থল উদ্ধৃত করিয়া দেখাইব। প্রথমতঃ—স্বপ্নদর্শন; মূল রামায়ণে দেখিতে পাওয়া যায়, ভরত দুঃস্বপ্নদর্শন-বৃত্তান্ত প্রথমে কাহারও নিকট প্রকাশ করেন নাই, তবে তাঁহার প্রিয়বাদী বয়স্যগণ বাহ্য লক্ষণে তদীয় মানসিক অসুখ বুঝিতে পারিয়া, সেই অসুখ-শান্তির নিমিত্ত বীণাবাদন, নাটক-প্রহসনাদি পাঠ, ও নৃত্যগীতাদি আরম্ভ করিয়া দিলেন, এবং কিছুতেই তাঁহাকে হর্ষিত করিতে না পারায় এরূপ অস্বাভাবিক ব্যাকুলতার কারণ জিজ্ঞাসা করিয়া ভরতের মুখে প্রকৃত তথ্য অবগত হইলেন। কৃত্তিবাসের ভরত বয়স্যগণকে বলিয়া নিবৃত্ত হয়েন নাই, তিনি 'আম দরবারে' পাত্র, মিত্র, অমাত্য, ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত সভাসদ, সর্ব্বজনকে স্বপ্ন-বিবরণ জ্ঞাপন করিলেন; জগৎরামের ভরত এ সকল কিছু না করিয়া মাত্র প্রিয় ভ্রাতা শত্রুঘ্নকে নিভৃত মন্দিরে ডাকিয়া কহিলেনঃ—

"আরে ভাই শত্রুঘন, হেথা আসি' বসি' শুন,
স্বপ্ন কত বিষ্ময় দেখি।"

যাহা হউক, এই সকল সামান্য বিভিন্নতায় কোন দোষ লক্ষিত হয় না। অতঃপর স্বপ্ন-বৃত্তান্ত; কবিগুরু বাল্মীকির যুগে অনৈসর্গিক ঘটনা-বর্ণন কবিত্বের অন্যতম উপাদান ছিল, তাই মূল রামায়ণে এইরূপ অদ্ভুত বৃত্তান্ত দেখিতে পাওয়া যায় :—

* * * * আজি রাত্রিশেষে
জনকেরে দেখিয়াছি আমি স্বপ্নাবেশে;
মলিন হয়েছে তাঁর দেহের বরণ,
সে চারু মুখশ্রী আর নাইক তেমন।
তিনি এক পর্ব্বতের শিখর হইতে
মুক্তকেশে পড়ি'ছেন ঘুরিতে ঘুরিতে।
তলায় গোময়ময় হ্রদ ভয়ঙ্কর;
গিরিহ'তে পড়ে' পিতা তাহার উপর।

দেখিলাম, তিনি সেই গোময়ের হ্রদে
ভাসি'ছেন—ঘৃণা নাই—মাতিয়া আমোদে।
হাসিয়া হাসিয়া যেন অঞ্জলি পূরিয়া
তৈল পান ক'রিছেন থাকিয়া থাকিয়া।

* * * *

* * * *

আবার দেখিনু আমি পিতা মহেষ্বাস
পরিধান ক'রেছেন কৃষ্ণবর্ণ বাস।
লৌহময় পীঠোপরি আছেন বসিয়া,
নিরুত্তর, কিন্তু ভয়ে চক্ষু বিস্ফারিয়া।
কৃষ্ণকলেবর আর পিঙ্গল আকার
প্রমদা সকলে তাঁরে করি'ছে প্রহার।
রক্তচন্দনেতে পিতা চর্চ্চিত হইয়া,
রক্তমাল্য গলদেশে ধারণ করিয়া,
গর্দ্দভযোজিত রথে করি' আরোহণ,
দক্ষিণাভিমুখে দ্রুত করি'ছে গমন।'

— ৺ রাজকৃষ্ণ রায় কৃত মূলের অনুবাদ। *

কৃত্তিবাস উল্লিখিত বৃত্তান্তের ছায়া অবলম্বন করিয়া সংক্ষেপে লিখিয়াছেন :—

"কুস্বপ্ন দেখেছি আজি রাত্রি অবশেষে।
যেন চন্দ্র সূর্য্য খসি পড়িল আকাশে॥
স্বপ্নে এক বৃদ্ধ আসি কহিল বচন।
শ্রীরাম লক্ষ্মণ সীতা গিয়াছেন বন॥
দেখিলাম মৃত পিতা তৈলের ভিতর।
এই স্বপ্ন দেখি আমি কম্পিত অন্তর॥"

ইহাতে বিচিত্র অতিরঞ্জনের মাত্রা অল্প হইলেও, দশরথের তৈলে পতনের ব্যাপারটা বাল্মীকির অনুকরণে কিঞ্চিৎ স্থান পাইয়াছে। কৃত্তিবাস যেরূপ সংস্কৃত শাস্ত্রে সুপণ্ডিত ছিলেন না, জগৎরামও, বোধ হয়, তদ্রূপ সংস্কৃতে অনভিজ্ঞ ছিলেন; উভয়েরই রামায়ণ লোকপরম্পরাগত আখ্যায়িকার ভিত্তিতে এবং স্বকপোলকল্পনার উপকরণে গঠিত। কিন্তু কৃত্তিবাস তৎকালীনরুচিসম্মত অতিরঞ্জনের প্রবৃত্তি পরিহার করিতে পারেন নাই,—জগৎরাম

* কবিতার তুলনা কবিতার সহিত করা সুসঙ্গত বোধে এই পদ্যানুবাদ গ্রহণ করিলাম। কৃত্তিবাসের উদ্ধৃতাংশের জন্য আমাদিগকে অগত্যা বটতলার আশ্রয় লইতে হইয়াছে।

তাহাতে কৃতকার্য্য হইয়াছেন, তাঁহার বর্ণনা সর্ব্বত্রই সরল ও স্বাভাবিক ; এই স্বপ্নবৃত্তান্ত পড়িলেই তাহা অনেক পরিমাণে বুঝা যায়। তিনি লিখিয়াছেন :—

এমন স্বপন ভাই, আমি কভু দেখি নাই,
একি আমি দেখি নিশি শেষে।
শুন ভাই মন দিয়া, বলিতে বিদরে হিয়া,
সর্ব্বনাশ হৈল বুঝি দেশে ॥
সত্যবন্ধী ছিল পিতা, বর মাগি নিল মাতা,
রামে রাজা করিতে না দিলা ;
শ্রীরাম বাকল পরি, চিকুরেতে জটা ধরি,
রামধন বনে প্রবেশিলা।
লক্ষ্মণ জানকী সনে, বনে গেলা তিন জনে,
হেন কালে প্রভু মোরে কন ;
শুন রে ভরত ভাই, মায়ে তোরে সঁপি যাই,
জননীর করিহ পালন।

* * *

তাঁর শোকে সব লোকে, ভূমে পড়ি লড়ি থাকে,
হাহাকার করে প্রজাগণ।
শ্রীরাম লক্ষ্মণ সীতা, বনে পাঠাইয়া পিতা,
শোকাকুলে ত্যজেছে জীবন।”

স্বপ্নাবেশে অভূতপূর্ব্ব অনৈসর্গিক দৃশ্য দেখা নিতান্ত বিচিত্র নহে, আর সংস্কারবশে ঐরূপ দৃশ্য অশুভের নিদান বলিয়াও আমাদিগের ধারণা আছে ; স্বপ্নে উদ্‌ভ্রান্ত হইয়া শৈবলিনীকেও আমরা অলৌকিক দৃশ্যে শঙ্কিতা হইতে দেখিয়াছি। সত্য ও স্বাভাবিক দৃশ্যও যখন স্বপ্নের বহির্ভূত নহে, তখন জগৎরামের উল্লিখিত স্বপ্ন-বর্ণনাকে সাহস পূর্ব্বক সরল ও সুন্দর বলা যাইতে পারে। তার পর দূতমুখে অযোধ্যার সংবাদ উভয় গ্রন্থে এইরূপ দেখিতে পাওয়া যায় :—

কৃত্তিবাস।	জগৎরাম।
ভরত বলেন বল পিতার মঙ্গল।	আরে আরে চরবর না কর উত্তর।
শ্রীরাম লক্ষ্মণ ভাই আছেন কুশল ॥	কেমন আছেন মোর পিতৃনৃপবর ॥
কৈকেয়ী কৌশল্যা আর সুমিত্রা জননী।	রাম ঘনশ্যাম মোর আছেন কুশল।
সকলের মঙ্গল বল হে দূত শুনি ॥	প্রাণধন লক্ষ্মণের বল সুমঙ্গল ॥
দূত বলে রাজপুত্র সবার কুশল।	মন্ত্রিবর্গ সব প্রজা আছে আনন্দিত।
সবারে দেখিবে যদি শীঘ্র দেশে চল ॥	বন্ধু বান্ধবের তত্ত্ব জিজ্ঞাসি বিহিত ॥

কিছু নাহি কহে দূত রয় অধোমুখে।
তাহা দেখি ভরত বিকল হৈল শোকে॥
কত ক্ষণ গতে পুনঃ কহে সেই চর।
মোরে নিষ্ঠা পাঠালে বশিষ্ঠ মুনিবর॥
ত্বরা করি চল ঘর শুন মোর বাণী।
অন্য কথা বলিতে নিষেধ কৈল মুনি॥
আর যদি কোন জিজ্ঞাসিবে বিবরণ।
গুরুর বচন তবে হইবে লঙ্ঘন॥

এই স্থলে জগৎরামকে বাল্মীকি অপেক্ষাও কল্পনাকুশল দেখিতে পাওয়া যায়। কৃত্তিবাসের দোষ নাই,—তিনি এ প্রসঙ্গে সম্পূর্ণরূপে বাল্মীকির অনুগমন করিয়াছেন; মূলগ্রন্থেও

"দূতেরা বিনীতভাবে কহিলা তখন;—
'রাজপুত্র! যাঁহাদের তুমি এইক্ষণ
কুশল কামনা করি' করি'ছ জিজ্ঞাসা,
যাঁহাদের শুভ তব মন করে আশা,
তাঁহারা সবাই, বীর! আছেন কুশলে;—"

বস্তুতঃ, তখন কেহই কুশলে নাই,—জগৎরামের ভরত স্বপ্নে যাহা দেখিয়াছিলেন, অযোধ্যায় সেই ঘটনা অক্ষরে অক্ষরে ঘটিয়াছে। কিন্তু দূত অনায়াসে মিথ্যার অবতারণা করিয়া বলিল, "সকলে কুশলে আছেন।" সত্যের সুন্দর ছবি অঙ্কিত করা রামায়ণ মহাকাব্যের অন্যতম উদ্দেশ্য, আর সত্য রক্ষা করা প্রত্যেক সন্নীতিপরায়ণ সুকবির প্রধান কর্ত্তব্য; এরূপ অবস্থায় প্রভুর সমক্ষে ভৃত্যের এই মিথ্যা বর্ণনা বড়ই দুঃখের বিষয়। জগৎরাম সুকৌশলে এই মিথ্যার পন্থা হইতে নিষ্কৃতি পাইয়াছেন, অথচ প্রভু সমক্ষে অবাধ্যতাপ্রকাশরূপ পাপেও ভৃত্যকে লিপ্ত হইতে হয় নাই; তিনি পরম গুরু বশিষ্ঠদেবের দোহাই দিয়া এক ক্ষেত্রে ভৃত্যের সত্যপরায়ণতা এবং ভরতের গুরুভক্তির পরিচয় দিয়াছেন। গুরুর নিষেধবাণী শুনিবামাত্র ভরত আর দ্বিরুক্তি না করিয়া একবারে স্থির করিলেন—

"ধাওয়াধাই যাই দেখি কি বটে কারণ।"

জগৎরামের রামায়ণ সর্ব্বত্র এইরূপ সুন্দর ও সুরুচিসম্পন্ন ভাবে পরিপূর্ণ। ক্ষুদ্র প্রবন্ধে তাহার সকল অংশের আলোচনা করা সম্ভব নহে; যদি কখন তাঁহার সমগ্র রামায়ণ মুদ্রিত ও প্রচারিত হয়, তাহা হইলে সহৃদয় পাঠকগণ তাহার পরিচয় পাইতে এবং রসসম্ভোগ করিতে পারিবেন। আমরা আর দুইটী স্থলের উল্লেখ করিয়া, এই প্রবন্ধের উপসংহার করিব। কৃত্তিবাসের শত্রুঘ্ন উদ্ধতস্বভাব, কাণ্ডাকাণ্ডজ্ঞানবর্জ্জিত, অর্ব্বাচীনের মত কার্য্য করিয়াছেন; তিনি কুব্জা মন্থরাকে শ্রীরামচন্দ্রের বনগমন ও তজ্জনিত পিতার মৃত্যুর কারণ অনুমান করিয়া আর স্থির থাকিতে পারিলেন না, ক্রোধে অধীর হইয়া তাহাকে দর্শনমাত্র

"——————ধরে তার চুলে।
চুলে ধরি কুঁজীরে যে ফেলে ভূমিতলে॥
হিছড়িয়া ল'য়ে যায় তাহারে ভূতলে।
কুমারের চাক যেন ঘুরাইয়া ফেলে॥

*　　*　　*　　*

চুলে ধরি লয়ে যায় কুঁজে যায় ছড়।
শত্রুঘ্নে দেখিয়া কৈকেয়ী দিল রড়॥

*　　*　　*　　*

চুলে ধরি চেড়ীরে মাটিতে মুখ ঘসে।
দেখিয়া কৈকেয়ী দেবী কাঁপিছে তরাসে॥
বুকে হাঁটু দিয়া সে কুঁজীর ধরে গলা।
মুগ্দরের ঘায়েতে ভাঙ্গিল পায়ের নলা॥

কৃত্তিবাসের শত্রুঘ্ন যখন এইরূপ অশ্রুতপূর্ব্ব বীরত্ব ও বিক্রম প্রকাশে ব্যস্ত, জগৎরামের শত্রুঘ্ন তখন জ্যেষ্ঠ ভরতের শোকবিহ্বলতাপ্রশমনে নিরত,—তিনি

"————করপুটে নিকটেতে বলে।
মন দিয়ে শুন দাদা বলি পদতলে॥
দৈবকালে ধৈর্য্য হ'লে তবে সে নিস্তার।
উগ্রমতি কৈলে বাড়ে দুর্গতি অপার॥

*　　*　　*　　*

যে কালের যে উচিত সেই সে কর্ত্তব্য।
হঠাৎকারে করে কর্ম্ম সে অতি অভব্য॥

*　　*　　*　　*

বিমুখ হইল বিধি,　　এ সব লিখিল যদি,
　　এ কলঙ্ক কেবা খণ্ডাইবে।
কোপলোপ কর দাদা,　　ধর্ম্মে পাপ হবে বাধা,
　　ধর্ম্ম গেলে সহায় কে হবে॥
ধর্ম্ম অন্তের গতি,　　ধর্ম্মে বৃদ্ধি সুসন্ততি,
　　ধর্ম্ম করে কলঙ্ক বারণ।
ধর্ম্ম অনাথের বন্ধু,　　ধর্ম্মে তরে দুঃখ সিন্ধু,
　　ধর্ম্ম হৈতে বিপাক তারণ॥
ধর্ম্ম যে ভয়েতে রাখে,　　পরব্রহ্ম রাখে তাকে,
　　ধর্ম্মের অসাধ্য কর্ম্ম নাই।

ধর্ম্ম যেবা করে নষ্ট, সে পায় সতত কষ্ট,
স্পষ্ট বলি শুন জ্যেষ্ঠ ভাই॥
বিষ খেতে কর সত্য, তাতে হবে আত্মহত্যা,
মায়ে বধি মাতৃহত্যা হবে।
যার জন্ম অতিকোপে, করিবারে যাও পাপে,
তবু রামধন না পাইবে॥
এ অযোধ্যা অন্ধকার, দেখে এলে দশা তার,
পিতা কোথা আছেন কি মতে।
পিতার না হ'লে গতি, ইথে না গণিলে ক্ষতি,
মতি কর দেশান্তরে যেতে॥
ভেবে দেখ মনে মনে, ঘনশ্যাম ঘোর বনে,
বুঝি সূর্য্যবংশ ধ্বংস হয়।
যুক্তি দিতে নাহি লোক, ত্যাগ কর সব শোক,
আর কি বলিব তব দায়।
আমি সে কিঙ্করাভাস, তোমার দাসের দাস,
তোমা বুঝাবারে কিবা ক্ষম।
ধৈর্য্য হ'য়ে কার্য্য কর, মানসে সন্তোষ ধর,
বিচারিয়ে কর উপক্রম।"

এতদ্দ্বারা জগৎরামের কবিত্বে সহৃদয়তা ও ধর্ম্মপ্রাণতার বিকাশ দেখিতে পাওয়া যায়। সুরুচিপ্রবণতাও তাঁহার কাব্যের অন্যতম লক্ষণ; অশ্লীলতাদোষে কৃত্তিবাসের গ্রন্থ অনেক স্থলে গুরুজনের নিকট অপাঠ্য, কিন্তু সুরুচিগুণে জগৎরামের গ্রন্থ অকুণ্ঠিত ভাবে পিতা মাতা, ভ্রাতা ভগিনী, সকলের নিকট পাঠ করা যাইতে পারে। "ভরদ্বাজাশ্রমে ভরতসৈন্যের আতিথ্যে কৃত্তিবাস কবি কি অরুচিকর ও অশ্লীল ভাব মিলিত করিয়া দিয়াছেন!" পিতৃশোকাতুর জ্যেষ্ঠের চরণদর্শনলোলুপ, কাতরপ্রাণ ভরতের সমভিব্যাহারী সৈন্যগণের পরিতৃপ্তির জন্য মুনিশ্রেষ্ঠ ভরদ্বাজের পক্ষে তদ্বর্ণিত আয়োজনও নিতান্ত অসঙ্গত ও অস্বাভাবিক বোধ হয়। সূক্ষ্মদর্শী জগৎরাম সে স্থলে অতি সংক্ষেপে বলিয়াছেন :—

"শুদ্ধ জানি মহামুনি করিলা অতিথি।
সে দিবস রাখিলেন প্রীত হ'য়ে অতি॥"

জগৎরামের ভরদ্বাজকে কৃত্তিবাসের ভরদ্বাজের ন্যায় অতিথিসেবার জন্য ব্যতিব্যস্ত হইয়া বিশ্বকর্ম্মাদি দেবগণের কৃপা ভিক্ষা করিতে হয় নাই, তদ্বর্ণিত ভরতের সৈন্যগণও এক রাত্রির জন্য পাশব বৃত্তি চরিতার্থ করিয়া উদ্দাম প্রকৃতির পরিচয় দেয় নাই। তাহারা দরিদ্র তাপসের পবিত্র আশ্রমে কোনরূপে রাত্রিযাপন করিয়া—

"প্রভাতে উঠিয়ে যান রামের নিকটে।"

এখন সাহিত্য-পরিষদের সহৃদয় সদস্যগণ স্বর্গীয় কবি জগৎরামের রামায়ণ ও দুর্গাপঞ্চরাত্রির উদ্ধারসাধনে তৎপর হইলে আমরা পরম আনন্দ লাভ করিব। এ কার্য্যের সহায়তা পক্ষে আমাদিগের ক্ষুদ্রশক্তি নিয়োজিত করিতেও পশ্চাৎপদ হইব না *

শ্রীপাঁচকড়ি ঘোষ।

শিলং সাহিত্য সভার সমালোচনী শাখা।

---

*শ্রীযুত নীলরতন মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের যত্নাতিশয়ে রামমোহনের রামায়ণের আদর্শ পরিষদের অধিগত হইয়াছে। জগৎরামের রামায়ণের আদর্শ সংগ্রহের যদি কোন উপায় থাকে, উপস্থিত প্রবন্ধলেখক মহাশয় নির্দ্দেশ করিয়া দিলে পরিষদ উপকৃত হইবেন।———প, প, স।

বৈজ্ঞানিক পরিভাষা।

গত শ্রাবণ মাসের "সাহিত্য-পরিষদ পত্রিকায়" শ্রীযুক্ত বাবু যোগেশচন্দ্র রায় এম্, এ, মহাশয় "জ্যোতিষিক পরিভাষা নির্ঘণ্ট" দিয়া বৈজ্ঞানিক সাহিত্যের যথেষ্ট উপকার করিয়াছেন। এখন সকলেই দেখিবেন, ইংরাজি জ্যোতিষিক শব্দের মধ্য কতগুলি শব্দের সমতুল্য সংস্কৃত শব্দ পাওয়া যাইতে পারে; কতগুলি বাঙ্গালা ভাবে প্রস্তুত হইয়া চলিতেছে, এবং কতগুলি বা বাঙ্গালায় রচিত, নির্ব্বাচিত, অনুমোদিত বা গৃহীত হইতেছে।

আমি পড়িতে পড়িতে, কখন কখন, কোন ইংরাজি কথার মনের মত যে বাঙ্গালা শব্দ কোন পুস্তকে দেখিয়াছি, কিংবা নিজে ভাবিয়া চিন্তিয়া গড়িয়াছি, তাহা টুকিয়া রাখিয়াছি; যোগেশ বাবুর প্রবন্ধে যদি সে সকল শব্দের মধ্যে কোন কোনটা না থাকে, তবে তাহা শেষ পরিচ্ছেদে লিখিব; এক্ষণে তাঁহার প্রবন্ধোক্ত শব্দগুলির মধ্যে কোন কোনটির সম্বন্ধে এক আধ কথা বলিবার অনুমতি প্রার্থনা করি।

URANUS শব্দতঃ ও অর্থতঃ যে বরুণ, তাহার কিছু মাত্র সন্দেহ নাই, এবং Neptune যদিও সাগর হ্রদ, নদ প্রস্রবণাদির অধিপতি, তথাপি তাঁহাকে সর্ব্বাপেক্ষা দূরস্থিত গ্রহের অধিষ্ঠাতৃত্বে নিয়োজিত করায় তাঁহার ইন্দ্রত্ব লাভ হইয়াছে। Uranus এবং নেপতুনের আবিষ্কারের এবং তদ্দ্বয়ের নামকরণের ইতিহাস ইউরোপের ও আমেরিকার প্রায় যাবতীয় প্রধান প্রধান জ্যোতিষ গ্রন্থে স্বল্প বিস্তর আছে। সেই ইতিহাস পাঠ করিলেই প্রতীতি হইবে যে, ঘটনা ক্রমে নাম দুইটি উল্‌টা পাল্‌টা হইয়া গিয়াছে। আমার মত সমর্থনার্থে গত জুলাই মাসের "দাসীতে" এবিষয়ের প্রমাণ প্রদর্শনে ত্রুটি করি নাই, কিন্তু অধ্যাপক যোগেশ বাবুর বিচারে কোনটাই ফলোপধায়ী হইল না। তিনি নবাবিষ্কৃত গ্রহদ্বয়ের বাঙ্গালা চান না, কেন যে চান না, তাহার বিশিষ্ট কারণ কিছু দেখান নাই; ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল মিত্র মহাশয়ের নিয়ম অবলম্বন করিতে উপদেশ দিয়াছেন, এবং বলিয়াছেন যে, পারিভাষিক "শব্দ রচনার মূল নিয়ম নির্দ্ধারণ বাঞ্ছনীয়; মূল নিয়ম নির্দ্দিষ্ট হইলে শব্দসঙ্কলনে গণ্ডগোল হইবে না।"

আমি "দাসীতে" কি লিখিয়াছিলাম, তাহা বোধ করি, পরিষদের সদস্যের মধ্যে অনেকেই জানেন না; আমি "দাসী" হইতে নীচের পরিচ্ছেদটি উদ্ধৃত করিলাম।

"নেপতুন্ বিলাতি জলাধিপতি বলিয়া আমরা কেন তাঁহাকে বরুণ বলিব? যখন দেবলোকে তাঁহার উচ্চতম আসন দেখিতেছি, তখন তাঁহাকে দেবরাজ ইন্দ্র বলিয়া অভিহিত করিব। হর্শেলের আবিষ্কারের পর আর নূতন গ্রহ বাহির হইবার সম্ভাবনা নাই, এই বিভ্রান্ত-বিমূঢ় হইয়া তাদানীন্তন জ্যোতির্ব্বিদেরা হর্শেলের ইরেনস্ নাম রাখিয়া ছিলেন; যখন নেপতুন্ বাহির হইল, তখন নেপতুন্ প্রাপ্তব্যবহার হইয়াছেন, জ্যোতিষ জগতে তাঁহার নাম জারি হইয়াছে, কাজেই নাম বদলাইবার আর অবকাশ হইল না; আর বদলই বা

কত বার হইবে; সুতরাং ইন্দ্রের উপর বরুণকে বসাইতে হইল। আমরা যখন ৬ চাঁদের স্থানে ৬০০ চাঁদের খোকার নামকরণ করিতেছি, তখন গুণানুরূপ সার্থক নাম ভিন্ন উপনাম দিবার আবশ্যক কি? আর এক কথা, বিলাতি বরুণকে আমরা বরুণ বলিব কি বিলাতি ইন্দ্রকে আমরা ইন্দ্র বলিব, তাহার কোন নজির দেখি না; তাহা হইলে সুরসুন্দরী কাম-প্রসবিনী বিনস কেমন করিয়া অসুরগুরু শুক্র হইলেন? এবং শনিতনয় যুপিতর (দেবপিতৃ) কেমন করিয়া সুরগুরু বৃহস্পতি হইলেন? এই সকল কারণ বশতঃ Uranusকে বরুণ এবং Neptuneকে ইন্দ্র বলা সঙ্গত বোধ হয়।"

অপূর্ব্ব বাবুতে আর আমাতে যে মত ভেদ হইল, তাহার কারণ কি? তাহার কারণ কি মূল নিয়ম অতিক্রম করিয়া আমরা শব্দরচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম? Uranus এবং Neptune কি quinine এবং bromine জাতীয় crude নাম? অতএব তাহার বাঙ্গালা করা হইবে না? U-ra-nus = ব-রু-ণঃ — ব-রু-ণ, অর্থ ইউরোপীয় মতে ও এদে-শের মতে একই নভোমণ্ডলের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা। বরুণকে যে জলদেবতা বলি, তাহার কারণ "দাসী"তে লিখিয়াছি। বরুণে আর ইউরেণসে যদি অর্থবিরোধ হয়, তাহাতেই বা ক্ষতি কি? আমি Uranusকে বরুণ বলিয়া বরুণকেই বরুণ বলিয়াছি; ইউরেণস্, য়ুরেণস্ উরেণ্ বা ঔরেণ, এক বরুণেরই বিকৃত ভিন্ন ভিন্ন রূপ। বৈদিক কালে ইউরেণস আর বরুণ একই ছিলেন, পৌরাণিক সময়ে বরুণ অপ্‌-পতিত্বে অভিষিক্ত হন। ত্রিদশালয়ের ইতিহাসের এই অংশ ইউরোপীয় পুরাণবেত্তারা জ্ঞাত নহেন।

যোগেশ বাবু বলেন, "নেপতুনকে নেপতুন্ বলিলে কোন ক্ষতি হইবে না। বরং নাম-পরিবর্ত্তন না করিলেই জ্ঞানবৃদ্ধির সুবিধা হইতে পারে"। নেপতুনকে ইন্দ্র বলিলে কি অসুবিধা ঘটিবে? মঙ্গল, বৃহস্পতি, শনি, বরুণ ও নেপতুন্, এই পাঁচটি প্রবর গ্রহমধ্যে মঙ্গল, বৃহস্পতি, শনি, এই তিনটির সম্বন্ধে কোন কথাই হইতে পারে না, নবাবিষ্কৃত বরুণকে বরুণ বলিলে কোন বিরোধই ঘটিল না, এখন নেপতুন্ বেচারার গতি কি হইবে? সাতটি তারা গ্রহের মধ্যে ছয়টির বাঙ্গালা নাম হইল, একটির আর বিলাতি নাম থাকিয়া যায় কেন? উটিকে ইন্দ্রই বলুন, ইন্দ্র বলিতে কেন বলি, তাহার কারণ "দাসী"তে বিশেষ করিয়া লিখিয়াছি। Neptune যদিও রূঢ় শব্দ (Neptunus = সাগর বা তিমি), তথাপি একটা রূঢ় শব্দের বাঙ্গালা করিলে মূলনিয়ম ভঙ্গের জন্য সবিশেষ দোষ হইবে না। যোগেশ বাবু বলেন, "সপ্তগ্রহের বাঙ্গালা নাম আছে বলিয়া যে, আর দুইটিরও বাঙ্গালা নাম রাখিতে হইবে, এ যুক্তি তত সঙ্গত বোধ হয় না"। কেন "সঙ্গত বোধ হয় না", তাহার কিছু কারণ দেখাইলেন না। আমি যদি বলি, যখন সকল গ্রহগুলির বাঙ্গালা নাম আছে, তখন একটির বিদেশী নাম রাখিতে হইবে, এ যুক্তি তত সঙ্গত বোধ হয় না। এ মতই বা মন্দ কি? যোগেশ বাবু জিজ্ঞাসা করিয়াছেন যে, Neptuneকে ইন্দ্র বলিলে জ্যোতিষিক জ্ঞান লাভের সুবিধা হইবে কি? অসুবিধাই বা কিসে ঘটিবে? মানুষের প্রকৃতিই এমন যে, আপনার

ভাষায় জিনিষের নাম রাখিতে পারিলে অন্তের ভাষা চাহে না, অন্তের ভাষা কাণে কেমন কেমন লাগে। এ দেশকে কেহ কেহ ভারতবর্ষ বলে, কেহ কেহ ইণ্ডিয়া বলে, কেহ কেহ হিন্দুস্থান বলে, তাহাকে কি রাজকার্য্যের বা বাণিজ্যের কোন ক্ষতি হইতেছে? Egyptকে মিশ্র বা মিসর বলে, তাহাতেই বা কি?

Constantinople,	কোস্তেনতুনিয়া, স্তম্বুল, রুম।
Alexandria	যবনপুর
Allemagne	Germany
English man	Anglais ইংরেজ
Scotch	Scotians.
Dutch	Hollanders ওলন্দাজ
Spaniards	Spagnols
Clyza	গির্জ্জা
পেপে	অমৃতভাণ্ড
তামাকু	ধুঁয়াপত্র
নিসেদল	এই কথাটি বাঙ্গালা, কি ইংরাজি, বোধ করি, তাহা অনেকেই জানেন না।

এইরূপ কত রকমের কত কথা আছে। অর্থ বা ধাতু বুঝিয়া সকল সময় সকল কথা হয় না। এই যে আজকাল সাজি সাজি ফুল তোলা যাইতেছে এবং যাহাকে আমরা প্রায় সকলেই দোপাটী বা দুমাটি বা হরগৌরী বলি, ইহার যে প্রকৃত নাম দুবুঁটি (দ্বিবৃন্ত=যাহার দুই বোঁটা আছে) তাহা কি কখন ভাবি? কখন কি ভাবি যে, আর কোন ফুলের দুই বোঁটা নাই।

আর Neptuneকে ইন্দ্র বলিয়াছি বলিয়া আমি যে পৌনে তিনশ ক্ষুদ্র গ্রহের নামের জন্ত, দশ অবতার, দশ মহাবিদ্যা, ষোড়শ মাত্রিকা, এবং শ্রদ্ধা, ভক্তি, হ্রী, শ্রী, প্রভৃতিকে শিরিস, পাল্লাস, জুনো ইত্যাদিতে অধিষ্ঠান করিতে পাঠাইব, এ ভয় নিতান্ত অমূলক। কার্য্যোপলক্ষে উপস্থিত সভ্যের প্রধান প্রধান দশ পনর জনের নামোল্লেখ করা যায়, অবশিষ্ট ২০০০। ৩০০০ এর তো আর নাম দেওয়া যায় না। এই যে শুধু চক্ষে ৫।৬ হাজার তারা দেখা যায়, তাহার মধ্যে একাল পর্য্যন্ত কটার নাম দেওয়া হইয়াছে? কেবল প্রয়োজন বশতঃ ২৭টা যোগ তারা, অভিজিত, মৃগব্যাধ, অগস্ত্য, প্রভৃতি গোটাকত অত্যুজ্জ্বল তারা; বিলাতি জ্যোতিষে না হয়, আর কিছু বেশি আছে, মোটে ১০০ আন্দাজ। Neptune আর শিরিস এক জাতীয় গ্রহ নহে। হিমালয়, আল্পস, আন্দিস প্রভৃতি পর্ব্বতের নাম আছে বলিয়া প্রত্যেক উইটিপির নাম কি আবশ্যক?

যোগেশ বাবু আর এক কথা বলিয়াছেন; এক একটা বাঙ্গালা নাম দিলেই কি উহাদের

গ্রহদ্বয়ের) উপর আমাদের স্বত্ব জন্মাইবে? আমাদের স্বত্বাস্বত্বের কথা পাড়া কেবল লজ্জার কথা উপস্থিত করা। যখন আমাদের জন্মভূমিকে ভারতবর্ষ বলিয়া দখলে রাখিতে পারিলাম না, তখন ইন্দ্রলোকে আমাদের অধিকার জন্মিবে? এ বামনদিগের মধ্যে এত অহম্মুখ কেহই নাই যে, এরূপ প্রাংশুলভ্য ফলের জন্য প্রপাদ হইয়া হাত বাড়াইবে। যখন অতি প্রাচীন ঋষিপ্রণীত বেদাঙ্গ জ্যোতিষ ভিন্ন আচার্য্যপ্রণীত সিদ্ধান্ত মাত্রকেই গ্রীক ভাণ্ডার হইতে অপহৃত ব্রাহ্মণচৌরপিহিত রত্ন বলিয়া কুলোকে অপবাদ দেয়, তখন Neptuneকে ইন্দ্র বলিলে তিনি যে আমাদের সহস্রলোচন সুরপতি হইবেন, সে বাসনাকে মনেও স্থান দিই না; তবে দানাপাওয়া মড়ার মত কেহ কেহ লর্ড লিটনের দিল্লীর দরবারকে রাজসূয় যজ্ঞ বলিয়া থাকেন। উত্তমাশা অন্তরীপ, লোহিত সাগর, কৃষ্ণসাগর, মিশ্রদেশ, ইহার কোনটাই তো আমাদের নহে। অধিকন্তু আমরা ইংরাজি কথা দেখিয়া তাহার বাঙ্গালা গড়িতেছি, যে বিজ্ঞান বা যে গণিতের অন্তর্গত ঐ সকল কথা, সে বিজ্ঞান আর সে গণিতে আমাদের যত দখল, তাহাতো জগতের সকলেই দেখিতেছে।

আর একটা কথা মনে হইল, এটা অনেক পূর্ব্বে লেখা উচিত ছিল। যদি বলেন, Neptneএর ধাত্বর্থ (Neptunus তিমি বা সাগর) দ্বারা ইন্দ্রত্ব লাভ হয় না। তাহা হইলে Parabola, Hyperbola, Focus, Latus Rectum প্রভৃতি শব্দ গুলির কি বাঙ্গালা করা হইবে না?

অন্ততঃ ত্রিদশালয়ের শোভাসম্পাদনার্থে ইন্দ্রকে একটি গ্রহে স্থান দেওয়া কর্ত্তব্য; সুরলোকে চন্দ্র, সূর্য্য, রুদ্র, প্রজাপতি, ধ্রুব, সারুন্ধতি বশিষ্ঠ, অগস্ত্য সকলেই আছেন, রাজা না থাকিলে কি শোভা পায়? যদি বলেন যে, ঠাকুর দেবতাদি লইয়া এরূপ রঙ্গভঙ্গ ভাল লাগে না; আমি দিব্য করিয়া বলিতে পারি, আমি রঙ্গভঙ্গ করি নাই; আমি ব্যঙ্গপ্রিয় নহি। নবাবিষ্কৃত গ্রহদ্বয়ের নামকরণ কালে লালাণ্ড, লিচেনবর্গ, পোয়াঁসিনে, প্রস্‌পেরিন্‌ হর্শেল প্রভৃতি মহামহোপাধ্যায়গণ এইরূপ পদ্ধতিই অবলম্বন করিয়াছিলেন।

ইন্দ্রের পক্ষ হইতে আমার আপিলের মর্ম্ম এই, এখন সাহিত্য-পরিষদ কি বিচার করেন, বলিতে পারি না। পরিষদ বিচারকালে অবশ্য বিবেচনা করিবেন যে, অদ্যাপি বাঙ্গালা ভাষায় এক খানিও জ্যোতিষ নাই, এখন নেপতুনের একটি সার্থক বাঙ্গালা নাম দিলে কোন গোলযোগের আশঙ্কা হইতে পারে না; আশঙ্কাই বা কেন হইবে? মরকুরিকে বুধ, বিনস্‌কে শুক্র, মার্সকে মঙ্গল বলাতে এখনই বা কি অনিষ্ট ঘটিতেছে? যাহা হউক, ইন্দ্রের কপালে কি আছে, দেখা যাউক; ইন্দ্রকেও কর্ম্মফল ভোগ করিতে হয়; "নমস্তৎ কর্ম্মভ্যোযেভ্যো বিধিরপি ন প্রভবতি।"

শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মহাশয়ের প্রস্তাবিত শব্দসম্বন্ধে কিঞ্চিৎ বক্তব্য আছে। তাঁহার জিনিস্‌, পরকোলা কলম, হাওয়া, চারিটিই পারসী; তাহা হউক, জাতির জন্য জাতি যায় না, দোষের জন্য জাতি যায়। জিনিস্‌ ও হাওয়ার যথেষ্ট বাঙ্গলা আছে, অতএব

ও ছুটি না হইলেও চলে, এবং ত্রিবেদী বাবু উহাদিগের মায়া ছাড়িলেও ছাড়িতে পারেন। কিন্তু পর্‌কোলা ও কলম, এই দুইটি শব্দ বড় মনে লাগিয়াছে, যবনত্ব অপবাদে এ দুইটিকে বিসর্জ্জন দেওয়া কর্ত্তব্য নহে। পর্‌কোলা যদিও কাচ মাত্র বটে, তথাপি ব্যবহারতঃ ওটা যেন যাহা দিয়া দেখা যায়, তাহাতেই প্রয়োগ হয়; আর যাহাকে Pane বলেন, সে শিশা, যাহার অপভ্রংশ শাশী বা শার্শী; আয়নাও এইরূপ অর্থে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ফলতঃ শিশা, আয়না, পর্‌কোলা, কোনটারই পারিভাষিকত্ব নাই বলিয়া বোধ হয়, তাহার মধ্যে পর্‌কোলা যাহা কিছু বিশেষত্ব আছে, তাহা এখনই বলা হইল।

প্রিজ্‌মের বদলে কলম কথা ব্যবহার করায় কোন দোষ দেখি না। কলম যে কি, তাহা আমরা সকলেই জানি; উহার শিরা তিন বা চারি হউক, তাহা খবরে আইসে না। তবে উহাকে আলোকে ধরিলে যে, উহার ভিতর দিয়া ইন্দ্রধনুর (রামধনুকের) বর্ণ দেখা যায়, তাহা আমরা ছেলে বেলা হইতে বেস দেখিয়াছি। শিরাল কাচ বলিলে বোধ করি, লক্ষণে কিছু দোষ পড়ে, কারণ যাহাতে বিস্তর শিরা আছে, তাহাকেই শিরাল বলি, যেমন কাঁটাল= কাঁটাল্ ফল (পনস) শাঁসাল, সারাল, দাঁতাল ইত্যাদি শব্দের ভাবের ন্যায় ভাব আসিতে পারে। কাঁটাল যেমন পনসকে বুঝায়, তেমনই শিরাল শব্দে কামরাঙ্গা বা করমঙ্গা বুঝায়। অতএব কলমের উপর কলম চালাইবার প্রয়োজন দেখি না।

সংস্কৃত জ্যোতিষ হইতে সঙ্কলিত শব্দ সম্বন্ধে কোন কথাই হইবার সম্ভাবনা নাই; কেবল দুই এক স্থলে সন্দেহ আছে। যোগেশ বাবুর সংগৃহীত সকল শব্দই সুন্দর ও সুসঙ্গত; যাহা হউক, যে গুলিতে মতভেদের সম্ভাবনা, সেইগুলি নিম্নে লিখিত হইল। কোন কোন স্থলে আমার পড়া দুই একটি শব্দও দেওয়া গেল। আমার উপন্যস্ত শব্দগুলির দক্ষিণে পতঙ্গ + চিহ্ন রহিল।

কতিপয় পারিভাষিক শব্দের তালিকা।

Adjacent	সংসক্ত, (চাপজাত্য ত্রিভুজ সাধনের লর্ড নেপিয়ারকৃত সঙ্কেতে যে Adjacent ব্যবহৃত) ৺বাপুদেব।
Aerolite	ব্যোমাশ্ম +।
Alcor	অরুন্ধতী।
Alcyon	কৃত্তিকার যোগতারা
Aldebaram	রোহিণী।
Alioth	মরীচি।
Andromeda	অন্তর্মদা।
Angle of the Vertical	স্ফুট গর্ভকোণ * *; ভৌগোলিক ও ভূকেন্দ্রিক কোণদ্বয়ের যে অন্তর, তাহাকেই Angle of the vertical বলে, অর্থাৎ ভৌগোলিক অক্ষাংশ হইতে Angle of the vertical বিয়োগ

করিলে বিয়োগফল ভূকেন্দ্রিক কোণ (স্ফুটগর্ভ কোণ) হয়, ফলতঃ Angle of the vertical অক্ষাংশশুদ্ধি + হইল।

Angular	চাপাত্মক বা চাপীয়।
Angular motion	গতিলিপ্তিকা ; চাপীয়া গতি।
Antares	জ্যেষ্ঠা।
Aphelion	মন্দোচ্চ (ভৌমাদির)। ইউরোপীয় জ্যোতিষে এই শব্দ পুনঃ পুনঃ দেখা যায়। অতএব ইহার অর্থানুসারে অপহৈলিক + শব্দটি চালাইলে ভাল হয়।
Apogee	মন্দোচ্চ (রবিচন্দ্রের) অপপার্থিব +।
Arcturus	স্বাতী।
Argo	নৌ।
Argument	উপকরণ। উপাদান।
Asymptote	স্পর্শেপ্সুকা +। যে রেখা ক্রমশঃ অগ্রসর হইয়াও স্পর্শ করিতে অক্ষম। বস্তুতঃ এটী ভাভ্রমরেখার স্পর্শিনী।
Auriga	শাকটিক।
(ডেল্টা) Aaurigæ	প্রজাপতি।
Belt of Orion	ইল্বকা (অমরকোষ) ইহাকে অগ্রহায়ণের উপবীতও বলে।
Betelgeux	আর্দ্রা।
Bootes	গোপাল +।
Camelus	ক্রমেল +।
Canopus	অগস্ত্য।
Canis	শ্বা।
Capella	ব্রহ্মহৃদয়।
Cassiopeia	কাশ্যপেয়ী।
Centaurus	মহিষাসুর +।
Cephues	কপেয়।
Complement	কোটি।
Conic Sections	সূচিচ্ছেদ। বৃত্ত ব্যতীত ellipse, parabola, hyperbola এই তিনটি শব্দের বাঙ্গালা দাঁড়াইতেছে না। Ellipse এর বাঙ্গালা বৃত্তাভাস যদিও বেশ্ চলিতেছে, তথাপি অনেকেই নূতন শব্দ আনিয়া উহাকে স্থানচ্যুত করিবার সবিশেষ চেষ্টা পাইতেছেন, parabolaর বদলে ক্ষেপণী ও কম জোরে চলিতেছে না, তথাপি উহার আর একটি বাঙ্গালা শব্দ রচিবার প্রয়াস দেখা যাইতেছে। Hyperbolaর বাঙ্গালা দেখিনা ; উহার

স্থানে আমি, ভাভ্রম রেখা চলে কি না, দেখিতে প্রার্থনা করি। ভাভ্রমরেখা অর্থে Locus of the extrenuty of a Gnomon's shadow। যেমন Path of a projectile পেরাবোলা বলিয়া উহার বাঙ্গালা ক্ষেপণী করা হইয়াছে, তেমনই শঙ্কুছায়ার চলঅন্ত Hyperbola হয় বলিয়া উহাকে ভাভ্রম রেখা বলিতে বলি। ভাভ্রম রেখাটি সৈদ্ধান্তিক ভা শব্দে ছায়া। ইচ্ছা হয় ষটে, Rhyme ও Reason অর্থাৎ যমক এবং যুক্তি একাধারে লাভ হউক, কিন্তু তাহা প্রায়ই ঘটে না, নচেৎ যদি উক্ত রেখাত্রয়ের ক্ষেত্রত্ব থাকিত, তবে সমক্ষেত্র, অবক্ষেত্র, এবং অতিক্ষেত্র, এই তিনটি শব্দ শুনিতে বেশ্ লাগিত এবং ব্যাকৃত সূচীছেদ অনুসারে উহাদের সমত্ব, অপত্ব ও অতিত্ব বেশ্ খাটিত। তেমনই অপবৃত্ত, পরাগবৃত্ত ও প্রত্যগ্‌বৃত্ত, এই তিন শব্দ শ্রুতিমধুর, ও সার্থক, কিন্তু অদৃষ্ট বশতঃ Ellipse ভিন্ন অপর দুইটির বৃত্তত্ব নাই। Ellipse অখণ্ড বৃত্ত; Parabola ও Hyperbola খণ্ড বৃত্ত। তাই বলি Ellipse যেমন বৃত্তাভাস আছে, তেমনই থাকুক, Parabola ক্ষেপণীই থাকুক, কেবল Hyperbola ভাভ্রমরেখা হয় কি না, তাহারই বিচার করুন।

Constellation — নক্ষত্র * *। Constellation কে নক্ষত্র করিলে Lunar mansion কে হবে? Censtellationএর মধ্যে যে গুলি রাশিচক্রস্থ, সে গুলিকে রাশিই বলা হয় এবং অব-

শিষ্ট গুলিকে উপ-রাশি শব্দ দ্বারা ব্যক্ত করা হয় (১৮০৩ খৃঃ অঃ এর Asiatic Society's Research দেখুন)।

Co-tidal-line　　সমসাময়িক উচ্ছ্বাস রেখা †।

Corona (Constellation)　　কিরীট †।

Crovus　　হস্তা।

Curtate　　খর্ব্বীকৃত †।

Cygnus　　রাজহংস †।

(বিটা) Delphini　　শ্রবিষ্ঠ, ধনিষ্ঠা।

Density　　ঘনতা, সান্দ্রত্ব †।

Differential and integral Calculus　　ব্যাস ও সমাস গণিত। এই দুইটির যত প্রকার বাঙ্গালা দেখিয়াছি, তাহার মধ্যে যোগেশ বাবুর রচিত ব্যাস ও সমাস গণিত সর্ব্বাপেক্ষা উত্তম বোধ হয়। আমি কেবল এই অনুরোধ করি যে, Calculusএর ঠিক অর্থ বজায় রাখিবার জন্য উহাকে গণিত না বলিয়া খড়ী বলুন ; খড়ী= গণিত ; যেমন সদাশিব খড়ীরত্ন অর্থাৎ গণিতজ্ঞ, শুভঙ্করের খড়ী অর্থাৎ তাঁহার কৃত অঙ্ক।

*Detonating meteors নির্ঘাত ?

Dip of the horizon　　অবপাত †।

Direct (as a planet)　　মার্গী।

Directrix　　অক্ষ। সত্য সত্যই কি মহামহোপাধ্যায় দ্বিবেদীজী Directrixকে অক্ষ করিয়াছেন, না যোগেশ বাবুর দেখিবার ভুল ? অক্ষ শব্দে যত রকম অর্থ দেখিতে পাই, তাহার কোনটাই তো Directrix বুঝায় না। অক্ষের সঙ্গে Directrixএর সম্বন্ধ কি ? যাহার উপর চাকা ঘুরে সেই অক্ষ ; যেমন "আম অখ চক ভাগি গেলা", আমার অক্ষ চক্র ভাঙ্গিল ; ঢেঁকীর আকশলী, ঢেঁকীর অক্ষশলা,——যাহার উপর ঢেঁকী ঘুরে। Directrix = Governess অনুশাসিনী † এবং এই অর্থে ব্যাকৃত সূচী-

ছেদে ইহার প্রয়োগ হইয়াথাকে; অতএব অক্ষ যাউক Axisএ আর Diretrixএর অর্থ অনুশাসিনী হউক।

Dispersion বিস্ফারণ; বিস্ফারণ কি করিয়া হইল ? Dispersion = state of being scattered or seperated. বিস্তারণ্য মহাশয়ের "পদার্থ বিস্তায়" প্রতিক্ষিপ্তি শব্দ ২১ বৎসর চলিতেছে।

Draco তক্ষক †।

Dubhe ক্রতু †।

Ellipse Conic Sections দেখুন।

Epoch অবধি। (বাপুদেব)।

Equinoctial colure ক্রান্তিপাতবৃত্ত কেন ? সিদ্ধান্তীরা " পাতপ্রোতবৃত্ত " বলেন।

Focus = নাভি; ৫০।৫১ বৎসর হইল ৬/ বিদ্যাসাগর মহাশয়ের অধিশ্রয়ণ চলিতেছে। Focus অর্থে উনন বা চুলা। অধিশ্রয়ণ অর্থেও তাই। নাভির পক্ষে nucleus তো উত্তম স্থান।

Geocentric = ভূকেন্দ্রিক।

Gibbous কুবৃত্ত, ন্যূনবৃত্ত।

Heliocentric = হেলিকেন্দ্রিক।

Hyperbola Conic Sections দেখুন

Inferior planets = অবর গ্রহ

Jupeter's belt = বন্দ * * কোটিবন্দ।

Latus rectum = উত্তেজনী; Focus যদি অধিশ্রয়ণ হয়, তবে Latus rectumকে উত্তেজনী (poker) বলা যাইতে পারে কি ? নচেৎ Rectum = Right, Latus = Side এতদ্দ্বারা কিছু অর্থলাভ হয় না।

Libration of the moon = পরিলম্বন; এ শব্দ দ্বারা কি দাঁড়ী পাল্লায় একটু এদিকে ও দিকে ঝুকিয়া পড়া বুঝায় ? আমি তুলায়ণ † কথাটি পরীক্ষা করিতে অনুরোধ করি। To librate তুলয়তি।

Longitude terrestrail in arc = তুলাংশ; কমলাকরের এশব্দটি কোথা হইতে আসিল,

বলিতে পারি না, তিনি মুসলমান সম্রাট আওরঙ্গজেবের সাম্বৎসর ছিলেন, বোধ করি, তাঁহার পরিতোষার্থে তুলাংশ কথাটি কোন আরব পুস্তক হইতে লইয়া থাকিবেন। উজ্জয়িনীর পরিবর্ত্তে তাঁহার খালিদস্ত যেমন, "চাপীয় দেশান্তর" + পরিবর্ত্তে তুলাংশও তেমন। তুলাংশ কোন আরবী কথার তরজমা হইবে।

Mirak = পুলহ।

Mizar = বশিষ্ঠ।

Mock sun = প্রতি-সূর্য্য, ভাক্তসূর্য্য কোথা দেখিয়াছি।

Moon culminating stars = চন্দ্রগ্রস্ততারা * * যে সকল তারা ও চন্দ্র, প্রায় সমক্রান্তি এবং সমবিষুবাংশ, এবং দেশান্তর নিরূপণ জন্য চন্দ্রসহ যাহাদিগের বেধের প্রয়োজন, সেই সকল তারাকেই তো moon culminating star বলে, তাহা হইলে উহাদিগকে চন্দ্রাসন্ন তারা+ বলিলে চলেনা?

Navis　নৌ।

Nebula　গণক-কেতু তারা-পুঞ্জ-নিকাশ। এই দুইটি শব্দের অর্থ বুঝিতে পারিলাম না; তবে কি বিদ্যাসাগরের নীহারিকা বিস্মৃতি সাগরে নিমগ্ন হইবে? আর পরিষদ কূলে দাঁড়াইয়া এই শোকাবহ ব্যাপার নিশ্চেষ্ট ভাবে অকাতরে দেখিবেন?

Normal　লম্বিনী + প্রতিস্পর্শিনী+ বা মাটামী +।

Obligue angled　অজাত্য। (সৈদ্ধান্তিক)

Obligue angled spherical triangle　চাপাজাত্যত্রিভুজ (সৈদ্ধান্তিক)

Occultation　অস্তগমন *; চন্দ্রকর্ত্তৃক তারার যে আচ্ছাদন বা গ্রসন তাহাই তো Occultation. অস্তগমন কি Heliocal setting নহে?

Opposite　পৃথগ্‌স্থ। চাপজাত্য ত্রিভুজ সাধনে লড-নেপিয়ারের সঙ্কেতে যে Opposite শব্দ।

Orion	অগ্রহায়ণী, বটু কালপুরুষ, দত্তাত্রেয়, প্রজাপতি যজ্ঞ। মর বাল গঙ্গাধর তিলাকের "The Orion দেখুন"
Parabola	Conic Sections দেখুন।
Pegasus	ভাদ্রপদ।
Perigee	অনুপার্থিব +
Perpendicular	লম্ব, খাড়া শব্দটি মধ্যে মধ্যে ব্যবহার করিলে আরাম বোধ হয়।
Persues	পারসিক।
Perturbation	মার্গান্তর, মার্গান্তর গতি, বিক্ষোভ +। বিক্ষোভ ব্যবহার করার কারণ পরিষদের পূর্ব্ব পত্রিকায় দেখাইয়াছি।
Penumbra	অবতম ;—বহুকাল পর্য্যন্ত উপচ্ছায়া চলিতেছে।
Photosphere	তেজোমণ্ডল * * দীপ্তিকোষ +।
Procyon	প্রশ্বা।
Radioal force	শ্রাবণিক বল। Radus vector চলকর্ণ বা শ্রবণ।
Reflection	মূর্চ্ছণ, প্রতিফলন ব্যবহার হইতেছে।
Refraction	বক্রীভবন, বক্রণ বিদ্যারণ্য মহাশয়ের আলোক বিবর্ত্তন ২১ বৎসর যাবৎ নির্ব্বিবাদে চলিতেছে।
Regal	বটুজিষ্ণু +।
Retrograde (planet)	বক্রী।
Right angled triangle	জাত্যত্রিভুজ (সিদ্ধান্ত)।
Right angled spherical triangle	চাপজাত্য ত্রিভুজ
Saturns's ring	উপবীত ** উষ্ণীষ+ বা সামলা Orion বটু, এবং তাহার Belt উপবীত। মর বাল গঙ্গাধর তিলাকের The Orion দেখুন।
Shadow	তা, তম ; ছায়া কি দোষ করিল ?
Sirius	মৃগব্যাধ, লুব্ধক।
Solistitial colures	অয়নান্ত বৃত্ত * * অয়ন প্রোতবৃত্ত (সিদ্ধান্ত)।
Spectrum	বর্ণ লেখা, বর্ণপট্টিকা+
Spica	চিত্রা
Spiral	শঙ্খাবর্ত্ত যেমন সার্থক, ত্রিবেদীজীর সর্পিল সেরূপ নহে, সর্পের

	গতিতে spiralত্ব নাই, স্থিতিতেও সে ভাবের কিঞ্চিৎ অভাব দেখি।
Sword of Orion	দণ্ড।
Stars binary	দ্বিতারা * * যুগল-তারা †।
,, double	যুক্ততারা * * দ্বিতারা †।
Stars variable	চঞ্চল তারা ** বহুরূপা তারা †।
Statement (of question)	ন্যাস।
Stationary	বিকলা গতি ; ইহা অপেক্ষা মহাত্মা চন্দ্র-শেখরের স্তম্ভিতা ভাল।
Sub-normal	অবলম্বিনী † বা জের মাটামী† ; জের মাটা মীটা পারসী হইয়া গেল।
Superior planet	প্রবর গ্রহ †।
Suppliment	স্পর্দ্ধী (বাপুদেব)।
Subtangent	অপস্পর্শিনী †।
(বিটা) Tauri	অগ্নি।
Tropics	রবিকাষ্ঠা প্রদেশ **। অয়নান্তবৃত্ত(সিদ্ধান্ত) ।
Ursa major	সপ্তর্ষি, চিত্র-শিখণ্ডী (ক)।
Ursa-minor	শিশুমার, ধ্রুবমৎস্য
Vega	অভিজিৎ।
(ডেল্টা) Virginus	আপঃ।
(আইওটা) Virginus	অপামবৎস।

১০৬ নং শ্যামবাজার ষ্ট্রীট্, কলিকাতা। ১০ই আশ্বিন, ১৩০২। } শ্রীমাধবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

(ক) সপ্তর্ষি, ক্রতু, পুলহ, পুলস্ত্য, অত্রি, অঙ্গিরা, বশিষ্ঠ এবং মরীচি। ঋষিদিগের অবস্থান এইরূপ ;—
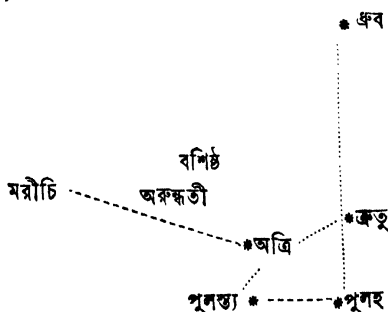
কবিরঞ্জন রামপ্রসাদ সেন *।

ধর্ম্মজগতের ইতিহাসে, ঈশ্বরের হস্ত দেখিয়া বিস্ময়ান্বিত হইতে হয়। যখন লোকে সত্য পথ ত্যাগ করিয়া বিপথে গমন করে, তখন পরমেশ্বর তাহাদের প্রতি করুণা প্রকাশ পূর্ব্বক মহাপুরুষদিগকে প্রেরণ করেন। এই সকল ধর্ম্মবীর অগ্নিময় বাক্য সমূহদ্বারা পথভ্রষ্ট ব্যক্তিগণকে প্রবোধিত করেন এবং নানা প্রকার সদুপদেশ দ্বারা তাহাদিগকে সৎপথে লইয়া যান। লোকের অন্তঃকরণে যে সকল কুসংস্কার দৃঢ় হয়, সেই সমুদয়কে নির্ম্মূল করা সহজ ব্যাপার নহে। এই জন্য সেই সমস্ত ধর্ম্মবীরগণকে কুসংস্কারসমূহের বিরুদ্ধে ঘোরতর সংগ্রাম করিতে হয়। তাঁহাদের সাধু অভিপ্রায় হৃদয়ঙ্গম করিতে না পারিয়া, অনেকে তাঁহাদের প্রতি বিরুদ্ধাচরণ করে। কিন্তু মেঘ কতক্ষণ সূর্য্যকে লুকাইয়া রাখিতে পারে? প্রবল বেগে পবন বহিলে মেঘ কোথায় উড়িয়া যায়, এবং তপন আপনার প্রভাব চারি দিকে বিস্তার করেন। সেইরূপ কুসংস্কার সকল তিরোহিত হয়, এবং সত্য উজ্জ্বল প্রভা ধারণ পূর্ব্বক চারি দিক উদ্ভাসিত করে। যখন মুসা (Moses) এবং তাঁহার পরবর্ত্তী মহাপুরুষগণ কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত এক ঈশ্বরের উপাসনা ক্রমে বিকৃত ভাব ধারণ করিল, তখন একজন ধর্ম্মসংস্কারকের প্রয়োজন হইল। উপযুক্ত সময়ে ঈশা খ্রীষ্ট (Jesus christ) আবির্ভূত হইয়া, ইহুদী জাতিকে সৎপথে লইয়া যাইবার জন্য ধর্ম্ম প্রচার করিলেন। আবার যখন ঈশা কর্ত্তৃক প্রদত্ত উপদেশ সকল হৃদয়ঙ্গম করিতে না পারিয়া, লোকে তাঁহাকে এবং তাঁহার জননী ও প্রধান প্রধান শিষ্যকে পূজা করিতে আরম্ভ করিল, তখন আর একজন ধর্ম্মবীরের প্রয়োজন হইল, এবং যথাসময়ে মহম্মদ সাধারণের সমক্ষে উপস্থিত হইয়া এক ঈশ্বরের উপাসনা প্রচার করিলেন। পাছে তাঁহার অনুবর্ত্তিগণ তাঁহাকে ঈশ্বরের স্থানে বসায়, এই আশঙ্কায় তিনি তাঁহার শিষ্যগণকে বিশেষরূপে বুঝাইয়া দিলেন যে, পরমেশ্বরই সকলের উপাস্য; তিনি তাঁহার একজন ভৃত্য মাত্র। ভারতবর্ষের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেও ঈশ্বরের কার্য্য দেখিতে পাওয়া যায়। ভারতে ধর্ম্মবিপ্লবের প্রাক্কালে ধর্ম্মবীর বুদ্ধদেব প্রাদুর্ভূত হয়েন, এবং আন্তরিক পবিত্রতা ও জীবের প্রতি অহিংসাকে পরম ধর্ম্ম বলিয়া প্রচার করেন। আবার যখন তন্ত্র সকলের মর্ম্ম হৃদয়ঙ্গম করিতে না পারিয়া লোকে ভ্রষ্টাচারী হইয়া উঠিল, তখন পবিত্রতা এবং প্রেমের অবতার চৈতন্য দেব সমুদিত হইয়া প্রকৃত বৈষ্ণব ধর্ম্ম প্রচার করিলেন। ভক্তি ও দয়া চৈতন্য দেবের মূলমন্ত্র ছিল। এই মন্ত্রের দ্বারা তিনি আপামর সাধারণকে দীক্ষিত করিলেন। চৈতন্য দেবের অন্তর্ধানের পর, বৈষ্ণবদল প্রবল হইয়া উঠিল, শাক্তগণ তাহাদের দমন করিবার জন্য বদ্ধ-পরিকর হইল। শাক্ত ও

---

* পরিষদের ৩০শে বৈশাখের মাসিক অধিবেশনে পঠিত।

বৈষ্ণবে দ্বন্দ্ব হইতে লাগিল। এমন সময় ভক্তপ্রবর রামপ্রসাদ সেন দেখা দিলেন। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, তিনি কালীর উপাসক হইয়াও, কৃষ্ণ ও কালীর একত্ব সাধারণকে বুঝাইয়া দিলেন।

সাধুদিগের আবির্ভাবের মধ্যে ঈশ্বরের আর একটী কার্য্য দেখিয়া আমরা বিস্মিত হই। ইহাদের মধ্যে কেহ কেহ জাত্যংশে নীচ হইয়াও পৃথিবীর বড় বড় লোক কর্ত্তৃক পূজিত হইতেছেন, এবং কেহ কেহ তাঁহাদের সময়ের আচরিত কার্য্যের বিরুদ্ধাচরণ করিয়াও, ধর্ম্মরাজ্যে উচ্চ স্থান অধিকার করিয়া রহিয়াছেন। ঈশা সূত্রধরের পুত্র ছিলেন। মহম্মদ দোকানদারের পুত্র এবং নিজে মেষপালক ছিলেন, কিন্তু ইহাদের ধর্ম্মজীবনের এমনি প্রভাব ছিল যে, কত শত সম্রাট, রাজা এবং বড়লোক, ইহাদের সমক্ষে মস্তক অবনত করিতেছেন। ভারতবর্ষের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলে আমাদিগকে অধিকতর আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়। আমরা বিভিন্ন জাতিতে আবদ্ধ। লোকে হীনজাতি-সম্ভূত সাধুগণকে ব্রাহ্মণোচিত সম্মান প্রদান করিয়াছে। দক্ষিণাপথে তুকারাম এক জন শূদ্র ছিলেন, কিন্তু তিনি বেদপ্রতিপাদ্য উপদেশ সকল আপামর সাধারণের সমক্ষে প্রচার করিতেন। যদিও ব্রাহ্মণগণ প্রথমে ইহার প্রতিবাদ করিয়াছিলেন, শেষে তাঁহাদিগকে নিরস্ত হইতে হইয়াছিল, এবং বলিতে কি, তাঁহাদের মুখপাত্র রামেশ্বর ভট্ট, যিনি তুকারামকে যৎপরোনাস্তি যন্ত্রণা দিয়াছিলেন, তিনি এই মহাপুরুষের এক জন বিখ্যাত শিষ্য হইয়াছিলেন। অধিক আর কি বলিব, বর্ত্তমান সময়ে দাক্ষিণাপথের লোকের কাছে তুকারাম পূজা প্রাপ্ত হইতেছেন। তুকারাম ত এক জন সৎশূদ্র ছিলেন। কিন্তু দেখুন, রয়দাসী নামক একটী বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের প্রবর্ত্তক, রয়দাস এক জন চর্ম্মকার ছিলেন, অথচ চিতোরের রাণী ও অনেক গুলি ব্রাহ্মণ তাঁহার শিষ্যত্ব স্বীকার করিয়াছিলেন, এবং তাঁহার প্রসাদী অন্ন ভোজন পূর্ব্বক আপনাদের জীবন সার্থক জ্ঞান করিয়াছিলেন। চৈতন্যদেব জাতিতে ব্রাহ্মণ, শাস্ত্রে সুপণ্ডিত ছিলেন। তিনি মুসলমানদিগকে স্বীয় দলভুক্ত করিয়াছেন। অথচ তিনি বর্ত্তমান সময়ে, অনেকের নিকট দেবতার ন্যায় পূজা প্রাপ্ত হইতেছেন। এই সকল সাধুদিগের কার্য্যকলাপ আলোচনা করিলে অন্তঃকরণ আনন্দরসে আপ্লুত হইয়া থাকে। অদ্য আমরা কবিরঞ্জন রামপ্রসাদ সেনের উজ্জ্বল চরিত্র ও কীর্ত্তি আপনাদের সমক্ষে বিবৃত করিব।

ভারতচন্দ্র রায় গুণাকর তাঁহার অক্ষয় কাব্যের এক স্থলে বলিয়াছেন—"চারি সমাজের পতি, কৃষ্ণচন্দ্র মহামতি"। এই কতিপয় সমাজের মধ্যে কুমারহট্ট নামে একটী সমাজ ছিল। অনেকগুলি শাস্ত্রবেত্তা চিকিৎক এবং বদান্য ব্যক্তি কুমারহট্টে অবস্থিতি করিতেন বলিয়া, ইহা রাজপ্রদত্ত সমাজ আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছিল। কবিরঞ্জন রামপ্রসাদ সেনের আবাস স্থান বলিয়া ইহা অধিকতর খ্যাতি লাভ করিয়াছিল।

ভারতবর্ষ এক সময়ে অনেক বিষয়ে সমধিক উন্নতি লাভ করিয়াছিল। কিন্তু আক্ষেপের বিষয় এই যে, যে সকল মহানুভাবদিগের প্রতিভায় ভারতবর্ষ গৌরবান্বিত হইয়াছিল, তাঁহাদের

জীবনবৃত্তান্ত সঙ্কলন করিবার জন্ত কেহই যত্নবান্ হয়েন নাই। এই মহানুভাবগণ যশের প্রার্থী ছিলেন না। তাঁহারা আপনাদের যত্নে সাধারণের মঙ্গল হইলেই আপনাদিগকে কৃতার্থ জ্ঞান করিতেন। কাহা কর্ত্তৃক ইহা সম্পাদিত হইল, সেদিকে তাঁহাদের দৃষ্টি ছিল না। এই জন্ত আমরা দেখিতে পাই, কত প্রাচীন গ্রন্থে গ্রন্থকর্ত্তাদের নাম নাই। আবার দেখিতে পাই, কেহ কেহ তাঁহাদের প্রস্তাবিত বিষয় সাধারণের আদরণীয় হইবার আশায় আপন নাম গোপন করিয়া খ্যাতনামা গ্রন্থকারদিগের নামে সেই সমুদায় প্রচার করিয়াছেন। এতদ্দ্বারা ইহাই সপ্রমাণ হইতেছে যে, তাঁহারা নাম চাহিতেন না, তাঁহাদের প্রস্তাবিত বিষয় অথবা উপদেশ সকল সাধারণে গ্রহণ করে, ইহাই তাঁহাদের অভিপ্রেত ছিল। তাঁহারা ত তাঁহাদের আত্মলোপের যথেষ্ট দৃষ্টান্ত রাখিয়া গিয়াছেন, কিন্তু আমাদের যে, দুঃখ রাখিবার স্থান নাই। তাঁহাদের রচিত গ্রন্থাদি অপেক্ষা তাঁহাদের জীবনের ঘটনা সকল অবগত হইয়া, কত শিক্ষা লাভ করিতে পারিতাম। আবার, তাঁহাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিয়া মনোমধ্যে কত আনন্দ লাভ করিতাম। অতি প্রাচীন কালে ভারতে সাধু পুরুষগণের মধ্যে এইরূপ আত্ম-গোপনরীতি প্রচলিত থাকিলেও মহারাষ্ট্রীয়দিগের অভ্যুদয়সময়ে তদ্দেশে ইতিহাস লিখিবার ও সাধুদিগের চরিত্র সঙ্কলন করিবার পদ্ধতি প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল। প্রত্যেক রাজার সময়ে রাজ্যের ইতিহাস লিখিত হইত। ইহা বখার নামে প্রসিদ্ধ। এই বখার সকল হইতে মহারাষ্ট্রীয়-দিগের ইতিহাস সঙ্কলিত হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত প্রত্যেক সাধুর জীবনচরিত লিখিত হইয়াছে। বিখ্যাত মহীপতি অনেকগুলি সাধুর জীবনী একত্র সঙ্কলন করিয়াছেন। আবার, জ্ঞানদেব হইতে দেব মামলেদান পর্য্যন্ত সাধুগণের জীবনী স্বতন্ত্র পুস্তকাকারে ভিন্ন ভিন্ন গ্রন্থকার কর্ত্তৃক প্রকাশিত হইয়াছে। আমাদের দক্ষিণাপথবাসী ভ্রাতাদের এই কার্য্য হৃদয়ঙ্গম করিলে অন্তঃকরণ যেমন আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠে, বঙ্গদেশের দিকে দৃষ্টিপাত করিলে আমাদিগকে তেমনি ম্রিয়মাণ হইতে হয়। বিগত দুই শতাব্দীর মধ্যে কত সাধু ও কবির আবির্ভাব হইয়াছিল, কিন্তু দুঃখের কথা কি বলিব, তাঁহাদের জীবনী কেহই লিপিবদ্ধ করেন নাই। সুবিখ্যাত কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত মহাশয় অনেক অনুসন্ধান করিয়া, কতিপয় কবির জীবনের কতকগুলি ঘটনা সংগ্রহ পূর্ব্বক তৎসম্পাদিত পত্রিকায় প্রকাশ করিয়াছেন। কবিরঞ্জন রামপ্রসাদ সেন ইঁহাদের মধ্যে এক জন। তাঁহার স্বর্গারোহণের প্রায় এক শত বৎসর পরে সেই সংগ্রহটী প্রকাশিত হইয়াছিল। গুপ্ত মহাশয়ের পরে দয়ালচন্দ্র ঘোষ মহাশয়ও এতদ্বিষয়ে সমধিক অনুসন্ধান করিয়া কবিরঞ্জনের কবিতাসমূহ প্রকাশ করেন, এবং সেই সঙ্গে তাঁহার একটী সংক্ষিপ্ত জীবনী লিপিবদ্ধ করেন।

অনুমান ১১২৫ এবং ১১৩০ বঙ্গাব্দের মধ্যে রামপ্রসাদ সেন হালিসহর কুমারহট্ট গ্রামে বৈদ্যকুলে জন্ম গ্রহণ করেন। ইনি নিজের এবং নিজ বংশের পরিচয় স্বয়ংই দিয়াছেন। রামপ্রসাদ স্বরচিত বিদ্যাসুন্দর কাব্যে উল্লেখ করিয়াছেন যে, তাঁহার পূর্ব্বপুরুষদিগের মধ্যে কৃত্তিবাস সমৃদ্ধিশালী, এবং নানাগুণে ভূষিত ছিলেন। ইনি "দানশীল, দয়াবান্, শিষ্ট,

শান্ত” ছিলেন এবং ইঁহার কীর্ত্তি চারি দিকে পরিব্যাপ্ত হইয়াছিল। ইঁহার পর অনেকগুলি “সর্ব্বগুণযুত” ব্যক্তি এই বংশকে উজ্জ্বল করেন। অবশেষে রামেশ্বর জন্মগ্রহণ করেন। ইনি রামপ্রসাদের পিতামহ ছিলেন। ইনি “সরলহৃদয়” ছিলেন। পরে তাঁহার পিতা রাম রাম জন্ম গ্রহণ করেন। ইঁহার সম্বন্ধে রামপ্রসাদ বলিয়াছেন যে, ইনি “মহাকবি” এবং “গুণধাম” ছিলেন। এই কাব্যের আর এক স্থলে, রামপ্রসাদ তাঁহার ভ্রাতা, ভগিনী, পুত্র এবং কন্যাদিগের নাম উল্লেখ করিয়াছেন। ইহাতে রামদুলালনামে এক পুত্র এবং পরমেশ্বরী ও জগদীশ্বরীনাম্নী দুইটী কন্যার উল্লেখ আছে। এতদ্ব্যতীত তাঁহার রামমোহন নামক আর একটী পুত্র ছিল। সম্ভবতঃ ইনি বিদ্যাসুন্দর লেখার পর জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। রামমোহনের প্র-পৌত্র গোপালকৃষ্ণ সেন কলিকাতায় অবস্থিতি করিতেছেন। ইনি হালিসহর ত্যাগ করিয়া বিষয়কর্ম্মের চেষ্টায় কলিকাতায় আগমন করিয়াছিলেন।

রামপ্রসাদের পিতা রাম রাম সেন সঙ্গতিপন্ন ছিলেন না। তথাপি তিনি তাঁহার পুত্রকে উত্তমরূপে লেখা পড়া শিখাইয়াছিলেন। রামপ্রসাদ, সংস্কৃত, বাঙ্গালা, ফারসী এবং হিন্দীতে পারদর্শিতা লাভ করিয়াছিলেন; কিন্তু তিনি তাঁহার জাতীয় ব্যবসায় গ্রহণ করেন নাই। অল্প বয়সেই তাঁহার পিতৃদেবের দেহাত্যয় হয়। এই সময়ে সংসারের গুরু ভার তাঁহার উপর নিপতিত হয়। রামপ্রসাদের মন ধর্ম্মপ্রবণ ছিল। বিষয়সুখ তাঁহাকে মুগ্ধ করিতে পারে নাই। অল্প বয়সেই তাঁহার কবিত্বশক্তির বিকাশ হয়, বিষয়সেবা করিবার ইচ্ছা না হইলেও, কর্ত্তব্যের অনুরোধে তাঁহাকে অর্থোপার্জ্জনের চেষ্টা করিতে হইল। বাইশ বৎসর বয়সে তিনি বিষয়কর্ম্মের অনুসন্ধান জন্য কলিকাতায় আগমন করেন। এই স্থানে তিনি এক জন ধনী ব্যক্তির গৃহে মুহুরীর কর্ম্ম পাইলেন। রামপ্রসাদ জমাখরচের হিসাব রাখিতেন। কিন্তু এ কার্য্য তাঁহার ভাল লাগিল না। তিনি প্রতিদিন কার্য্য শেষ করিয়া, খাতার যে যে স্থান খালি পাইতেন, সেই সেই স্থানে দেবতাদের নাম এবং স্বরচিত সঙ্গীত লিখিয়া রাখিতেন। একদা উল্লিখিত ধনী ব্যক্তির কার্য্যাধ্যক্ষ কার্য্যালয়ে আগমন পূর্ব্বক রামপ্রসাদ কর্ত্তৃক লিখিত হিসাবের খাতা দেখিলেন; দেখিয়া রামপ্রসাদের উপর অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া তাঁহাকে ভৎর্সনা করিলেন। ইহাতেও তাঁহার ক্রোধশান্তি হইল না। তিনি কর্ত্তার নিকটে গিয়া সবিশেষ বলিয়া, রামপ্রসাদকে কর্ম্মচ্যুত করিবার জন্য অনুরোধ করিলেন। ধনী ব্যক্তি খাতা খানি দেখিলেন, এবং এক একটী করিয়া যেমন সংগীত গুলি পড়িতে লাগিলেন, রামপ্রসাদের ধর্ম্মভাব হৃদয়ঙ্গম করিয়া, তিনি আনন্দ লাভ করিতে লাগিলেন। অবশেষে নিম্নোদ্ধৃত গানটী তাঁহার নয়নগোচর হইল :—

আমায় দেও মা তবীলদারী।
আমি নিমকহারাম নই শঙ্করী॥
পদ-রত্নভাণ্ডার সবাই লোটে, ইহা আমি সইতে নারি॥

ভাঁড়ার জিম্মা যার আছে মা, সে যে ভোলা ত্রিপুরারি।
শিব আশুতোষ স্বভাবদাতা, তবু জিম্মা রাখ তাঁরি॥
অর্দ্ধ অঙ্গ জায়গীর, মা গো তবু শিবের মাইনে ভারি।
আমি বিনা মাইনের চাকর কেবল চরণ-ধুলার অধিকারী॥
যদি তোমার বাপের ধারা ধর, তবে বটে আমি হারি।
যদি আমার বাপের ধারা ধর, তবে ত মা পেতে পারি॥
প্রসাদ বলে অমন বাপের বালাই লয়ে আমি মরি।
ও পদের মত পদ পাইতো,' সে পদ লয়ে বিপদ সারি॥"

এই পদটী পাঠ করিয়া গৃহস্বামী একবারে মোহিত হইলেন। ইহার অপূর্ব্ব ভাব হৃদয়ঙ্গম করিয়া তিনি স্থির করিলেন যে, রামপ্রসাদ সামান্য ব্যক্তি নহেন এবং সামান্য মুহুরীগিরি তাঁহার কার্য্য নহে। তিনি বিশ্বেশ্বরীর প্রকৃত কিঙ্কর, তাঁহার সেবায় জীবন যাপন করাই তাঁহার প্রকৃত কার্য্য। গৃহস্বামী যেমন ধর্ম্মপ্রবণ, তেমনি বদান্য ছিলেন। তিনি রামপ্রসাদকে ডাকাইয়া বলিলেন—"পার্থিব প্রভুর কার্য্যে তোমার অমূল্য জীবন নষ্ট করা উচিত নহে। তুমি যে ব্রহ্মময়ীর পদ-রত্ন লাভের জন্য ব্যগ্র হইয়াছ, যাহাতে তাহা প্রাপ্ত হও, সেই কার্য্য কর; তোমার ধর্ম্মপথে আমি কণ্টকস্বরূপ হইব না। তুমি মুহুরীগিরি কার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ কর, এবং তোমার অবশিষ্ট জীবন পরমাত্মার চিন্তায় অতিবাহিত কর। সংসারযাত্রা নির্ব্বাহের জন্য তোমাকে অর্থোপার্জ্জন করিতে হইবে না। তুমি যত দিন জীবিত থাকিবে, আমি তোমাকে প্রতি মাসে ৩০৲ টাকা করিয়া দিব।"

চাকরি হইতে অব্যাহতি পাইয়া, রামপ্রসাদ তাঁহার বাসস্থানে প্রত্যাগমন করিলেন। তিনি তন্ত্রমতাবলম্বী ছিলেন, এবং সেই পদ্ধতি অনুসারে তাঁহার বাটীর মধ্যে পঞ্চমুণ্ডী আসন প্রস্তুত করিয়া, তাহার উপর উপবেশন পূর্ব্বক শক্তির উপাসনা করিতে লাগিলেন। কথিত আছে যে, এবম্প্রকার উপাসনায় তিনি সিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার ভাব-পূর্ণ পদগুলি তাঁহার উপাসনাকার্য্যে সমধিক সাহায্য করিত। তিনি এই সকল সঙ্গীত গাইয়া যেমন আপনি সন্তোষ লাভ করিতেন, তেমনি সাধারণকে মোহিত করিতেন। তিনি যে, গৃহে বসিয়া সঙ্গীত রচনা করিতেন, এরূপ নহে। পথে ঘাটে ভ্রমণ করিতে করিতে যে কোন ঘটনা তাঁহাকে আকর্ষণ করিত, তাহাই অবলম্বন করিয়া পদ রচনা করিতেন। এরূপ বলা যাইতে পারে যে, সরস্বতী তাঁহার মুখাগ্রে অবস্থিতি করিতেন। তিনি ইচ্ছা করিবা মাত্র তাঁহার মুখ হইতে সদ্ভাবপূর্ণ রসময়ী পদাবলি বহির্গত হইত।

সঙ্গীত ব্যতীত রামপ্রসাদ কয়েক খানি কীর্ত্তন রচনা করিয়াছিলেন। যথা, শিবকীর্ত্তন, কালীকীর্ত্তন ও কৃষ্ণকীর্ত্তন। এতদ্ভিন্ন সীতাবিলাপ নামক একটী কবিতা তাঁহার রচিত বলিয়া তদীয় কবিতাবলির মধ্যে সন্নিবেশিত হইয়াছে। কিন্তু ইহা তাঁহার রচিত কি না, তদ্‌বিষয়ে সন্দেহ আছে। যাহা হউক, ক্রমে রামপ্রসাদের সুখ্যাতি চারি দিকে পরিব্যাপ্ত হইল।

লোকে দলে দলে আসিয়া তাঁহার সঙ্গীত মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় শ্রবণ করিত এবং বিদায় কালে তাহা লিখিয়া লইয়া যাইত। এই প্রকারে তাঁহার পদগুলি বঙ্গদেশের সকল স্থানে প্রচারিত হইল। অনেক যাত্রা ও কীর্ত্তনওয়ালাও তাঁহার নিকটে আসিত; সম্ভবতঃ তাহাদের অনুরোধে রামপ্রসাদ উল্লিখিত কয়েকটী কীর্ত্তন রচনা করিয়াছিলেন।

এই প্রকারে রামপ্রসাদ তাঁহার পবিত্র জীবন অতিবাহিত করিতে লাগিলেন। কিন্তু তিনি যে, মাসিক বৃত্তি পাইতেন, তাহাতে তাঁহার ব্যয় নির্ব্বাহ হইত না। তাঁহার সন্তান সন্ততি জন্ম গ্রহণ করাতে, সাংসারিক ব্যয় বৃদ্ধি হইল। এ দিকে তিনি বদান্য ছিলেন; কাহারও ক্লেশ দেখিতে পারিতেন না। নিজে কষ্ট স্বীকার করিয়াও, লোকের দুঃখ দূর করিতেন। জগজ্জননী তাঁহার সন্তানের দুঃখ দেখিয়া আর কত কাল সুস্থির থাকিতে পারেন? অবিলম্বে এমন একটী ঘটনা উপস্থিত হইল যে, তাহাতে রামপ্রসাদের সাংসারিক দুঃখ ঘুচিয়া গেল।

কুমারহট্ট রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের প্রিয় স্থান ছিল। তিনি এখানে একটী দেবমন্দির এবং প্রাসাদ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। সময়ে সময়ে আসিয়া ঐ প্রাসাদে অবস্থিতি করিতেন। নবদ্বীপাধিপতি, হিন্দুধর্ম্মের পরিপোষক ছিলেন, বিদ্বান্ ও ধার্ম্মিক ব্যক্তিদিগের প্রতি তাঁহার সবিশেষ অনুরাগ ছিল। যেমন মহারাজ বিক্রমাদিত্যের সভায় "নবরত্ন" বিরাজ করিত, সেইরূপ রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের সভাতেও পঞ্চরত্ন শোভা পাইয়াছিল। রামপ্রসাদের যশঃসৌরভ চারি দিকে বিকীর্ণ হইল, কৃষ্ণচন্দ্র তাহা জানিতে পারিলেন। একদা কুমারহট্টে অবস্থিতি কালে তিনি রামপ্রসাদের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন; তাঁহার সহিত সদালাপ করিয়া, রাজা কৃষ্ণচন্দ্র যেরূপ তৃপ্তি লাভ করিলেন, সেইরূপ তদীয় সংগীত শ্রবণ করিয়া মোহিত হইলেন। রাম-প্রসাদের অপূর্ব্ব ভক্তিময়ী কবিত্বশক্তিতে কুমারহট্ট তাঁহার নিকট অধিকতর প্রিয় হইল। তিনি প্রায়ই ঐ স্থানে আসিতেন, এবং রামপ্রসাদের সহিত সুখে কালযাপন করিতেন। কিন্তু ইহাতেও রাজার তৃপ্তিলাভ হইল না। রামপ্রসাদ সর্ব্বদা তাঁহার কাছে থাকেন, ইহাই তাঁহার ইচ্ছা হইল। এই অভিলাষ পূর্ণ করিবার জন্য তিনি তাঁহাকে রাজসভার এক জন সভ্য রূপে বরণ করিবার চেষ্টা করিলেন, কিন্তু রামপ্রসাদ এ প্রস্তাবে সম্মত হইলেন না। বিশ্বজননীর কিঙ্কর হইয়া তিনি কি পার্থিব প্রভুর দাসত্ব স্বীকার করিতে পারেন? রাজা উদারচেতা ছিলেন। রামপ্রসাদ তাঁহার কথা রক্ষা করিলেন না বলিয়া, তিনি তাঁহার প্রতি অসন্তুষ্ট হইলেন না। প্রত্যুত, এই মহাপুরুষের স্বাধীন ভাব দেখিয়া, তিনি তাঁহার প্রতি অধিকতর শ্রদ্ধা প্রকাশ করিতে লাগিলেন। রামপ্রসাদের সাংসারিক ক্লেশের বিষয় অবগত হইয়া, তিনি তাঁহাকে এক শত বিঘা নিষ্কর ভূমি দান করিলেন।

অস্মদ্দেশের রাজা ও ভূস্বামিগণ কৌতুকপ্রিয় ছিলেন। সময়ে সময়ে তাঁহারা কবি ও ভাঁড়দিগের সরস কৌতুকপূর্ণ বাক্যাবলি শুনিয়া, প্রভূত আমোদ পাইতেন। এই জন্য তাঁহারা এক এক জন কবি ও ভাঁড়কে বেতন দিয়া আপন প্রাসাদে রাখিতেন। রাজা কৃষ্ণচন্দ্র স্বীয়

প্রাসাদে গোপাল ভাঁড়ের কৌতুকপূর্ণ বাক্য শুনিয়া পুলকিত হইতেন। আবার যখন কুমারহট্টে আসিতেন, সেই স্থানবাসী আজু গোঁসাইয়ের সহিত রামপ্রসাদের কবিতাকলহ বাধাইয়া দিয়া কৌতুক দেখিতেন। এই কলহের নমুনা স্বরূপ রামপ্রসাদের একটী সঙ্গীত এবং গোস্বামী মহাশয় কৃত তাহার প্রত্যুত্তর নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম :—

মনরে আমার এই মিনতি।
তুমি পড়া পাখী হও করি স্তুতি ॥
যা পড়াই তাই পড় মন, পড়্‌লে শুন্‌লে দুধি ভাতি।
ওরে, জান না কি ডাকের কথা, না পড়িলে ঠেঙ্গার গুতি ॥
কালী কালী কালী পড় মন, কালীপদে রাখ প্রীতি।
ওরে, পড় বাবা আত্মারাম, আত্মজনের কর গতি ॥
উড়ে উড়ে বেড়ে বেড়ে, বেড়িয়ে কেন বেড়াও ক্ষিতি।
ওরে, গাছের ফলে কদিন চলে, কর রে চার ফলের স্থিতি ॥
প্রসাদ বলে ফলা গাছে, ফল পাবি মন, শুন যুকতি।
ওরে, বসে মূলে, কালী বলে, গাছ নাড়া দেও নিতি নিতি ॥

গোঁসাই কবির উত্তর :—

হয়োনা মন পড়া পাখী।
ওরে বন্দী হলে হয় না সুখী ॥
পাখী হলে তত্ত্ব ভুলে দিন যাবে পিঞ্জরে থাকি।
তুমি মুখে বল্‌বে পরের বুলি পরমতত্ত্বের জানিবে কি ॥
ভক্তিগাছে মুক্তি ফলে, সে ফল উড়ে খাওগে দেখি।
খেলে মায়ার ফাঁদে পড়্‌বে না আর্, শমনব্যাধে দিবে ফাঁকি ॥

গোঁসাই কবির উত্তরটী উপযোগী হইয়াছে। ইহাতে কবিত্ব এবং ধর্ম্মভাব, উভয়েরই সমাবেশ আছে। রামপ্রসাদ এক ভাবে মনকে পড়া পাখী হইতে অনুরোধ করিয়াছেন। গোঁসাই কবি আর একটী ভাবের অবতারণা করিয়া, মনকে পড়া পাখী হইতে নিষেধ করিয়াছেন।

এই রূপে রাজা কৃষ্ণচন্দ্র, রামপ্রসাদের সহবাসে নানাপ্রকার সৎপ্রসঙ্গে সময় অতিবাহিত করিতেন। প্রসাদের সঙ্গীতগুলি তাঁহার কর্ণে সুধা বর্ষণ করিত। তিনি উহার উৎকর্ষ হৃদয়ঙ্গম করিয়া কবিবরকে পুরস্কার স্বরূপ কিছু প্রদান না করিয়া, সুস্থির থাকিতে পারিলেন না। মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রামপ্রসাদকে "কবিরঞ্জন" উপাধি দিলেন। কথিত আছে যে, রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিবার জন্য, তিনি বিদ্যাসুন্দর কাব্য রচনা করিয়া, তাঁহাকে উপহার স্বরূপ অর্পণ করিয়াছিলেন। রাজা গুণগ্রাহী ছিলেন; তিনি গুণশালী ব্যক্তির সমাদর করিতেন। আজু গোঁসাই, রামপ্রসাদ অপেক্ষা অনেকাংশে

ন্যূন হইলেও, রাজার অনুগ্রহলাভের যোগ্য পাত্র ছিলেন। হয়ত পাইয়াছিলেন। কিন্তু তাহার কোন নিদর্শন নাই।

এক সময়ে রামপ্রসাদ তাঁহার সঙ্গীতপ্রভাবে, নবাব সিরাজউদ্দৌলার হৃদয়াকর্ষণে সমর্থ হইয়াছিলেন। একদা কুমারহট্টে অবস্থিতি কালে রাজা কৃষ্ণচন্দ্র নৌকাযোগে মুর্শিদাবাদ অভিমুখে ভ্রমণ করিবার জন্য আয়োজন করিয়া, রামপ্রসাদকে তাঁহার সমভিব্যাহারে লইয়া যাইবার প্রস্তাব করিলেন। স্বভাবের সৌন্দর্য্য মানবমাত্রকেই আকর্ষণ করিয়া থাকে। বিশেষতঃ কবি এই সৌন্দর্য্য হৃদয়ঙ্গম করিয়া বিহ্বল হইয়া পড়েন। রামপ্রসাদ এই প্রস্তাবে আনন্দের সহিত সম্মতি প্রদান করিলেন। যেমন ভাগীরথীর উপর দিয়া তরণী গমন করিতে লাগিল, রামপ্রসাদ স্বরচিত অমৃতনিস্যন্দিনী গীতাবলি গাইতে লাগিলেন। যাঁহার কর্ণে এই মধুর স্বর প্রবেশ করিল, তিনিই মোহিত হইলেন। রাজার তরণী অনেক দূর গমন করিল, এমন সময়ে, মুর্শিদাবাদের নবাব বায়ুসেবনার্থে তরণীযোগে আসিতেছিলেন। ইহা বলা বাহুল্য যে, নবাব বাহাদুরের নৌকা মনোমুগ্ধকর অনেক দ্রব্যে পূর্ণ ছিল। গায়ক ও গায়িকাগণ মধুর স্বরে গাইতেছিল ; এমন সময়ে রামপ্রসাদের হৃদয়স্পর্শী ধর্ম্ম-সুধা-পূরিত পদ নবাবের কর্ণে প্রবেশ করিল। অমনি ধর্ম্মের প্রভাবে আমাদের ধর্ম্মপ্রবণ কবির ক্ষমতা প্রকাশ পাইল। পার্থিব সুখ অতীব অসার বলিয়া নবাবের নিকট প্রতীয়মান হইল। লাবণ্যবতী রমণীর গীত ধর্ম্মসঙ্গীতের কাছে পরাভব স্বীকার করিল। দূর হইতে রামপ্রসাদের গান শুনিয়া, নবাব তৃপ্তিলাভ করিতে পারিলেন না। তিনি রামপ্রসাদকে তাঁহার তরণীতে আসিয়া গান করিতে বলিলেন। রামপ্রসাদ নবাবের আজ্ঞা পালন করিলেন, কিন্তু তাঁহার মনে এই ধারণা হইল যে, নবাব বাহাদুর মুসলমান, কালীনাম-সম্বলিত সঙ্গীত তাঁহার মনঃপূত হইবে না। এই বিবেচনা করিয়া, তিনি হিন্দী ভাষায় কোন সাংসারিক ভাবপূর্ণ একটী গান গাইতে আরম্ভ করিলেন। নবাব অমনি রামপ্রসাদকে নিষেধ করিয়া বলিলেন, "আমি এ গান শুনিবার জন্য তোমাকে আহ্বান করি নাই। তুমি কালী কালী বলিয়া যে গানটী গাইতে ছিলে তাহাই গান কর।" রামপ্রসাদ সেই গানটী গাইলেন। নবাব বাহাদুর উহা আগ্রহের সহিত শ্রবণ করিতে লাগিলেন, শুনিয়া একবারে মোহিত হইলেন। অবশেষে, সম্মানসহকারে তাঁহাকে বিদায় দিলেন। রামপ্রসাদের কার্য্য বীরের ন্যায়। লোকে যাহার নামে সর্ব্বদা সশঙ্ক থাকিত, রামপ্রসাদ, সেই বিলাসপ্রিয় মুসলমানকে কালীনাম-সুধা পান করাইয়া মোহিত করিলেন। এই স্থানেই রামপ্রসাদের প্রকৃত জয়লাভ হইল।

রাজা কৃষ্ণচন্দ্র ব্যতীত অন্যান্য বড় লোকও সঙ্গীত শুনিবার জন্য রামপ্রসাদের নিকট আগমন করিতেন। তন্মধ্যে এই মহানগরের সুবিখ্যাত রাজা নবকৃষ্ণ এক জন ছিলেন ইনি রামপ্রসাদের নিকট গিয়া, সময়োপযোগী নূতন সঙ্গীত শুনিতে চাহিতেন। রামপ্রসাদকে কালীকলম লইয়া পদ রচনা করিতে হইত না তাঁহার মুখ হইতে সঙ্গীত-সুধা বর্ষণ হইত।

রাজা মহোদয় মনের আনন্দে তাহা পান করিতেন এবং ভক্তপ্রবরকে ধন্যবাদ দিয়া বিদায় গ্রহণ করিতেন।

রামপ্রসাদ প্রায়ই নিজ গ্রামে থাকিয়া সাধন ভজন করিতেন, এবং গুণগ্রাহী ব্যক্তিগণকে তাঁহার রচিত সঙ্গীত শুনাইতেন। তবে, রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের অনুরোধে কখন কৃষ্ণনগরে, কখন বা অপর কোন স্থলে ভ্রমণ করিতে যাইতেন। তিনি রীতিমত তীর্থ পর্য্যটন করেন নাই। একবার কাশীধাম দর্শন করিবার জন্য গৃহ হইতে বহির্গত হইয়াছিলেন। কিন্তু, ত্রিবেণীর নিকট গিয়া আর অগ্রসর হয়েন নাই। এতৎসম্বন্ধে একটী জনশ্রুতি আছে যে, অন্নপূর্ণার প্রত্যাদেশ পাইয়া, তিনি কাশীতে যাইতেছিলেন, পরে ত্রিবেণীতে পুনরায় প্রত্যাদেশ হইল যে, কাশীতে যাইবার প্রয়োজন নাই। তাঁহাকে সেই স্থানে গান শুনাইলেই হইবে। যাহা হউক, রামপ্রসাদ গৃহে বসিয়া ব্রহ্মময়ীর চরণসেবাই এক মাত্র কর্ত্তব্য মনে করিয়াছিলেন। তীর্থপর্য্যটন না করিয়াও, এই পবিত্র সাধনাতে সংযতচিত্ত হইলে ইষ্ট সিদ্ধ হইবে বলিয়া, তিনি মনে করিতেন। এতদ্বিষয়ে তাঁহার কয়েকটী সঙ্গীত এই :—

আমি কবে কাশীবাসী হব।
সেই আনন্দ-কাননে গিয়ে নিরানন্দ নিবারিব॥
গঙ্গাজল বিল্বদলে, বিশ্বেশ্বর নাথে পূজিব।
ঐ বারাণসী জলে স্থলে, মোলে পরে মোক্ষ পাব॥
অন্নপূর্ণা অধিষ্ঠাত্রী স্বর্ণময়ীর শরণ লব।
আর বম্ বম্ বম্ ভোলা বলে নৃত্য করে গাল বাজাব॥

মন আমার যেতে চায় গো আনন্দ-কাননে।
বট মনোময়ী, সান্ত্বনা কেন কর না এই মনে॥
শিবকৃত বারাণসী, সেই শিব পদ-বাসী,
তবু মন ধায় কাশী, রব কেমনে।
অন্নপূর্ণা রূপ ধর, পঞ্চক্রোশী পদে কর,
নখজালে গঙ্গা মণিকর্ণিকার সনে॥
দ্বিপদে অলক্ত আভা, অসিবরণার শোভা,
হউক পদারবিন্দে হেরি নয়নে।
প্রসাদ আছে খেদযুক্ত, শান্ত করা উপযুক্ত,
কিবা কাজ অভিযুক্ত, পুরী গমনে॥

আর কাজ কি আমার কাশী।
ওরে কালীপদ-কোকনদ, তীর্থ রাশি রাশি॥

কাশীতে মোলেই মুক্তি, এ বটে শিবের উক্তি।
ওরে সকলের মূল ভক্তি, মুক্তি তার দাসী ॥"

রামপ্রসাদ মনের আনন্দে জীবন যাপন করিতে লাগিলেন। তাঁহার যশঃসৌরভ চারি দিকে বিকীর্ণ হইল। সকলেই তাঁহার সমাদর করিতে লাগিল। কিন্তু দর্শন-শাস্ত্রের সহিত ভক্তিশাস্ত্রের চিরকালই বিরোধ। দার্শনিক, ভক্তকে অবজ্ঞার ভাবে দেখিয়া থাকেন। অন্যের কথা কি কহিব, স্বয়ং চৈতন্যদেবই, তাঁহার নবজীবন লাভ হইবার পূর্ব্বে, বৈষ্ণবদিগকে নানা প্রকারে লাঞ্ছনা করিতেন। সুতরাং বঙ্গদেশের অদ্বিতীয় দার্শনিক বলরাম তর্কভূষণ মহাশয় যে, রামপ্রসাদকে ঘৃণা করিবেন, ইহা আশ্চর্য্য নহে। একদা রামপ্রসাদ তর্কভূষণ মহাশয়ের চতুষ্পাঠীর নিকট দিয়া যাইতেছিলেন। তর্কভূষণ মহাশয় তাঁহার কোন ছাত্রকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "ঐ দেখ মাতালটা যাচ্ছে।" রামপ্রসাদ কোন কথা বলিলেন না, কিন্তু নিম্নলিখিত গান দুইটী গাইতে গাইতে গমন করিলেন :—

"ওরে সুরাপান করিনে আমি, সুধা খাই জয় কালী বলে।
মন মাতালে মাতাল করে, মদ মাতালে মাতাল বলে।
গুরুদত্ত গুড় লয়ে, প্রবৃত্তিমসলা দিয়ে মা,
আমার জ্ঞানসুরীতে চুয়ায় ভাঁটী, পান করে মোর মন মাতালে।
মূল মন্ত্র যন্ত্র ভরা, শোধন করি বলে তারা মা ;
রামপ্রসাদ বলে এমন সুরা, খেলে চতুর্ব্বর্গ মেলে ॥"

"রসনে কালী নাম রটরে।
মৃত্যুরূপা নিতান্ত ধরেছ জঠরে ॥
কালী যার হৃদে জাগে, তর্ক তার কোথা লাগে।
এ কেবল বাদার্থ মাত্র, খুজ্‌তেছে ঘট পটরে ॥
রসনারে কর বশ, শ্যামানামামৃত রস।
তুমি গান কর পান কর, সে পাত্রের পাত্র বটরে ॥
সুধাময় কালীনাম কেবল কৈবল্যধাম।
করে জপনা কালীর নাম কি তব উৎকট রে ॥
শ্রুতি রাখ সত্ত্বগুণে দ্বি অক্ষরে কর মনে।
প্রসাদ বলে দোহাই দিয়া কালী বলে কাল কাট রে ॥"

বোধ হয়, ইহার পর তর্কভূষণ মহাশয়, রামপ্রসাদের প্রতি আর কোন প্রকার ঘৃণা-সূচক বাক্য প্রয়োগ করেন নাই।

রামপ্রসাদ কোন্ সময়ে মর্ত্ত্য-লীলা সংবরণ করিয়াছিলেন, তাহা নিশ্চয় বলা যায় না। অনুমান ১১৬৮ বঙ্গাব্দে তিনি স্বর্গারোহণ করেন। কথিত আছে যে, আসন্ন কাল উপস্থিত হইয়াছে বুঝিতে পারিয়া, রামপ্রসাদ কালীর একটী প্রতিমা গড়িয়া রজনীযোগে তাহার পূজা করিলেন, এবং পর দিবস তাঁহার কয়েক জন প্রতিবাসীর সহিত সেই প্রতিমা খানিকে গঙ্গাতীরে লইয়া গেলেন। কেহ জানিত না যে, রামপ্রসাদের শেষ দিন উপস্থিত। যে হেতু, তাঁহার দেহে কোন প্রকার পীড়ার চিহ্ন প্রকাশ পায় নাই। যাহা হউক, রামপ্রসাদ গঙ্গায় অবতরণ করিলেন, এবং এক গলা জলে দাঁড়াইয়া ক্রমান্বয়ে চারিটী সংগীত গাইলেন। চতুর্থ গানটীর শেষ চরণটী "মাগো, ও মা আমার দফা হলো রফা, দক্ষিণা হয়েছে" উচ্চারণ করিবা মাত্র তাঁহার ব্রহ্মরন্ধ্র ফাটিয়া গেল। তাঁহার পবিত্র আত্মা দিব্য ধামে যাত্রা করিল।

আমরা সংক্ষেপে রামপ্রসাদ সেনের জীবনী বিবৃত করিলাম। এখন তাঁহার কবিতাবলী সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করিব। আমরা তাঁহার রচিত বিদ্যাসুন্দরকে এই আলোচনার অন্তর্গত করিলাম না, যে হেতু, এক জন ঐশ্বর্য্যশালী ব্যক্তির মনোরঞ্জন করিবার অভিপ্রায়ে তিনি উহা রচনা করিয়াছিলেন। সুতরাং উহাতে তাঁহার প্রাণের কথা নাই। যে কবিতা পাঠককে চরিত্র সংশোধনের উপদেশ দেয়, সার তত্ত্বসমূহ দ্বারা তাঁহার মনকে প্রবোধিত করে এবং বিশ্বেশ্বরের মহিমা বিঘোষিত করিয়া, তাঁহার অন্তঃকরণকে সেই বিশ্বপিতার দিকে লইয়া যায়, সে কবিতা সাহিত্যসংসারে পবিত্র এবং সমধিক আদরণীয়। যুদ্ধের বৃত্তান্ত-পূর্ণ বা নায়কনায়িকার প্রেমঘটিত অসার আমোদময় কবিতা উহার নিকট পরাজিত হয়।

আদিম কাল হইতে কবিতা অতি পবিত্র ভাব ধারণ করিয়া আসিতেছে। প্রাচীন কালে আমাদের পূর্ব্ব পুরুষগণ এই কবিতায় পরমেশ্বরের স্তব করিতেন। প্রাচীন সময়ে অন্যান্য দেশেও উহার সম্মান ছিল। ইস্‌রেলবংশীয় দাউদ এবং অন্যান্য মহাত্মারা এই কবিতায় ভগবান্‌কে ডাকিতেন। গ্রীশ প্রভৃতি দেশের ঈশ্বরনিষ্ঠ ব্যক্তিগণ ঈশ্বরের আরাধনাকালে এই কবিতার আশ্রয় গ্রহণ করিতেন। যে বাক্য সদ্ভাব প্রকাশ করে, তাহাই সকলের আদরণীয়। প্রথম হইতেই বাক্য অতি পবিত্র ভাব ধারণ করিয়াছে। এই জন্য সরস্বতী বাক্যের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা বলিয়া পূজিতা। তাঁহার বাক্য সঙ্গীতে পরিণত হইয়া সমগ্র সংসার পবিত্র করিয়াছে। কিন্তু মানুষ কি পামর! এমন দেবতার সে অনাদর করিল! পবিত্র সংগীতকে অপবিত্রভাবে পরিণত করিল! মা সরস্বতীকে তাহাদের অন্তঃকরণ হইতে দূর করিয়া দিল।

রামপ্রসাদ তাঁহার পদাবলীতে এবং সংকীর্ত্তনে কবিতার মর্য্যাদা রক্ষা করিয়াছেন। তিনি পরমাত্মার স্বরূপবর্ণনে এবং তাঁহার উপাসনাসম্বন্ধে যে সকল উচ্চ ভাব প্রকাশ করিয়াছেন, তদ্দ্বারা প্রকৃত জ্ঞান লাভ করা যায়। ঈশ্বরের আকার নাই। উপাসকের হিতের জন্য তাঁহার বিবিধ রূপকল্পনা হইয়াছে। রামপ্রসাদও এই ভাবটী প্রকাশ করিয়াছেন। যথা কালীকীর্ত্তনে ;—

আকার তোমার নাই অন্তর আকার, গুণভেদে গুণময়ী হোয়েছ সাকার।
বেদবাক্য নিরাকার ভজনে কৈবল্য, সে কথা না ভাল শুনি বুদ্ধির তারল্য।

তিনি স্বীয় সঙ্গীতে প্রতিমাযোগে ঈশ্বরের আরাধনারও আবশ্যকতা দেখাইয়াছেন :—

"কালীরূপ যে না হেরে, পাপচক্ষু বলি তারে,
ওরে সেই সে দুরন্ত মন, না ডুবে চরণতলে।
যে করে উদয় ভয়ে, সে করে কি সাধ করে।
ওরে না পূরে অঞ্জলি চন্দন জবাবিল্বদলে।
সে চরণে কাজ কিবা, মিছা শ্রম রাত্রি দিবা,
ওরে কালীমূর্ত্তি যথা তথা ইচ্ছা সুখে নাহি চলে॥"

স্থানান্তরে —

"দিবানিশি ভাবরে মন অন্তরে করালবদনা।
নীলকাদম্বিনী রূপ মায়ের এলোকেশী দিগ্বসনা॥
প্রসাদ বলে ভক্তের আশা পূরাইতে অধিক বাসনা।
সাকারে সাযুজ্য হবে নির্ব্বাণে কি গুণ বল না॥"

যোগপরায়ণ মানব তত্ত্বজ্ঞানের শেষ সীমায় পদার্পণ করিলে যে ঐশ্বরিক ভাবে পুলকিত হয়, সাধকবর রামপ্রসাদও সেই বেদান্তপ্রতিপাদ্য পবিত্র ভাবের সাধনা করিয়াছিলেন। এ বিষয়ে তাঁহার একটী সঙ্গীত এই :—

"মন তোমার এই ভ্রম গেল না।
কালী কেমন তাই চেয়ে দেখ্‌লে না॥
ওরে ত্রিভুবন যে মায়ের মূর্ত্তি, জেনেও কি তা জাননা।
মাটীর মূর্ত্তি গড়িয়ে মন কর্‌তে চাও তার উপাসনা॥
জগৎকে সাজাচ্ছেন যে মা দিয়ে কত রত্ন সোণা।
ওরে কোন লাজে সাজাতে চাস্‌ তাঁয় দিয়ে ছার ডাকের গহনা।
জগৎকে খাওয়াচ্ছেন যে মা, সুমধুর খাদ্য নানা।
ওরে কোন্‌ লাজে খাওয়াতে চাস্‌ তাঁয়, আলো চাল আর বুট ভিজানা॥

* * * * * *

প্রসাদ বলে ভক্তি মন্ত্র, কেবল রে তাঁর উপাসনা।
তুমি লোক দেখানে কর্‌বে পূজা, মা ত আমার ঘুষ খাবে না॥"

আর একটী সঙ্গীতে তত্ত্বজ্ঞানের প্রভাব :—

"এমন দিন কি হবে তারা।
যবে তারা তারা তারা বলে, দুনয়নে পড়্‌বে ধারা॥

হৃদি পদ্ম উঠ্‌বে ফুটে, মনের আঁধার যাবে ছুটে।
তখন ধরা তলে পড়্‌বো লুটে, তারা বলে হব সারা॥
ত্যজিব সব ভেদাভেদ, ঘুচে যাবে মনের খেদ,
ওরে শত শত সত্য বেদ, তারা আমার নিরাকারা॥
শ্রীরামপ্রসাদ রটে, মা বিরাজে সর্ব্ব ঘটে,
ওরে আঁখি মেলি দেখ মাকে, তিমিরে তিমিরহরা॥"

এই রূপে রামপ্রসাদ নিরাকারভাবে তারার উপাসনা করিয়া, ঈশ্বরের সহিত একভাবাপন্ন হওয়া, আত্মার চরম অবস্থা বলিয়া, স্থির করিতেন। তিনি বলিয়াছেন :—

"গিয়েছি না যেতে আছি আর কি পাবে ভবে।
আছি কাঠের মুরাদ খাড়ামাত্র গণনাতে সবে॥
প্রসাদ বলে আমি গেলে তুমিও সে হবে।
তখন আমি ভাল কি তুমি ভাল, তুমিই বিচারিবে॥"

কোন কোন ভক্তকে দেখা যায় যে, তাঁহারা কোন সময়ে তাঁহাদের ইষ্টদেবতার ভাবে বিভোর হইয়া রোদন করিতেছেন এবং ভাবাবেশে নাচিয়া গাইয়া, দেশকে মাতাইয়া তুলিতেছেন, আবার আর এক সময়ে নীতির পথ ত্যাগ করিয়াছেন। রামপ্রসাদ জানিতেন যে, মনের কুপ্রবৃত্তিগুলির দমন করা আবশ্যক। এই জন্য তিনি বলিতেন :—

"রামপ্রসাদ দাস কয়, রিপু ছয় কর জয়।
মার ডঙ্কা ত্যজ শঙ্কা, দূর ছাই করে হাঁক॥"

চরিত্র পবিত্র না হইলে যে, দেবতাকে বশীভূত করা যায় না, তাহা তিনি বলিয়াছেন :—

"ইন্দ্রিয় অবশ যার, দেবতা কি বশ তার।
রামপ্রসাদ বলে বাবুই গাছে, আম্র কি কখন ফলে॥"

মনের মধ্যে বিদ্বেষভাব পোষণ করা যে, অতি অন্যায়, রামপ্রসাদ কবিতাতে ইহা প্রতিপন্ন করিয়াছেন। তিনি শাক্ত ছিলেন। বিশেষতঃ তাঁহার সময়ে শাক্ত ও বৈষ্ণবে ঘোরতর বিবাদ হইত। এই বিসংবাদে তিনি বলিতেন :—

"কাল বরণ ব্রজের জীবন ব্রজাঙ্গনার মন উদাসী।
হলেন বনমালী কৃষ্ণকালী বাঁশী ত্যজে করে অসি॥

* * *

প্রসাদ ভণে অভেদ জ্ঞানে, কালোরূপে মেশামিশি।
ওরে একে পাঁচ, পাঁচেই এক, মন করোনাক দ্বেষাদ্বেষি॥"

তাঁহার কালীকীর্ত্তনেও, কৃষ্ণ ও কালীকে এক ভাবে দেখিয়াছেন, যথা—

"একবার ভুলায়েছ ব্রজাঙ্গনা বাজাইয়া বেণু।
এবে নিজে ব্রজাঙ্গনা বনে রাখো ধেনু॥"

রামপ্রসাদ শাক্ত হইয়াও তাঁহার মায়ের সমক্ষে পশু বলিদান সম্বন্ধে বলিয়াছেন :—

"মেষ ছাগ মহিষাদি, কাজ কি রে তোর বলিদানে,
তুমি জয় কালী, জয় কালী বলে, বলি দেও ষড়রিপুগণে।"

আর একটী সংগীতে :—

"জগৎকে পালিছেন যে মা, সাদরে তাও কি জাননা।
তবে কেমনে দিতে চাস্ বলি, মেষ মহিষ আর ছাগলছানা।"

এই সকল কবিতা রামপ্রসাদের গভীর তত্ত্বজ্ঞানের পরিচায়ক। তাঁহার মনোমধ্যে যখন যে ঐশ্বরিক ভাব সমুদিত হইয়াছে, তখন তিনি উহা মধুর কবিতায় নিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন।

রামপ্রসাদের কবিতা সম্বন্ধে আমরা সামান্তভাবে আলোচনা করিলাম; এখন তাঁহার জীবনের কার্য্য সম্বন্ধে কিছু বলিব। যাঁহার বাক্যে এবং কার্য্যে সামঞ্জস্য আছে, সেই ব্যক্তিই প্রকৃত শ্রদ্ধার পাত্র। রামপ্রসাদের তাহাই ছিল। তিনি উচ্চ ধর্ম্মভাবসমূহের দ্বারা যেমন তাঁহার কবিতাগুলিকে উজ্জ্বল করিয়াছেন, তাঁহার কার্য্যকলাপও তাঁহার জীবনকে সেই প্রকার প্রভাবিত করিয়াছে। সংসারের মধ্যে অবস্থিতি করিয়া কি প্রকারে জীবন যাপন করা উচিত, রামপ্রসাদ তাহা দেখাইয়া গিয়াছেন। পরিজনগণকে প্রতিপালন করিবার জন্য তাঁহাকে বিষয় কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইতে হইয়াছিল; কিন্তু ইহার মধ্যে তিনি ব্রহ্মময়ীকে ভুলিলেন না। তিনি যেমন তাঁহার খাতায় টাকা জমা করিতে লাগিলেন, সেইরূপ ধর্ম্মধন সঞ্চয় করিবার আবশ্যকতাও তাঁহার মনোমধ্যে জাগরূক রহিল। যেমন তাঁহার হিসাবের মধ্যে টাকা জমা হইল, অমনি তাঁহার ইষ্ট দেবতার নামরূপ ধন জমা হইতে লাগিল। খাতার প্রতি পৃষ্ঠায়, জগৎমাতার নিকট প্রার্থনা এবং তাঁহার মহিমাপ্রকাশক বাক্য লিপিবদ্ধ হইতে লাগিল। এই স্বর্গীয় ভাবটী হৃদয়ঙ্গম করিলে, আমরা আমাদের হীনতা বিশেষরূপে অনুভব করিতে পারি। আমরা যখন বিষয়কার্য্যে ব্যাপৃত থাকি, তখন কেবল পার্থিব প্রভুর মনস্তুষ্টি সাধন জন্য ব্যগ্র হই, ভুলিয়াও একবার ঈশ্বরকে স্মরণ করি না। বিষয়কার্য্যের মধ্যে ঈশ্বরের ভাব উপলব্ধি করা যে, প্রত্যেক ব্যক্তির কর্ত্তব্য, রামপ্রসাদ আমাদের মনে ইহা অঙ্কিত করিয়া দিয়াছেন।

অতিথিসেবা গৃহস্থের যে, একটী প্রধান কর্ত্তব্য, রামপ্রসাদ ইহা প্রকৃষ্টরূপে দেখাইয়াছেন। তিনি মুক্তহস্ত ছিলেন। তাঁহার গৃহ একটী অতিথিশালরূপে পরিণত হইয়াছিল। তৎ-

কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত কালীমাতার প্রণামী স্বরূপ যাহা পাইতেন, তাহা দ্বারা অতিথি সৎকার উত্তমরূপে সমাধা হইত না। তিনি তাঁহার মাসিক বৃত্তি হইতেও কিছু কিছু এই মহাব্রতে ব্যয় করিতেন। নিজের ক্লেশকে ক্লেশ জ্ঞান করিতেন না। অপরকে সুখী করা তাঁহার জীবনের উদ্দেশ্য ছিল।

সাংসারিক ক্লেশকে কি প্রকারে তুচ্ছ করা উচিত, রামপ্রসাদ তাহা দেখাইয়াছেন। তাঁহার কোন কোন পদে অর্থাভাব জন্য কাতর উক্তি দেখা যায় বটে, কিন্তু কোন কোন সময়ে সাতিশয় কষ্টে পড়িয়াই যে, তিনি এবম্প্রকার ভাব প্রকাশ করিয়াছিলেন, তৎপক্ষে সন্দেহ নাই। তিনি ক্লেশকে তুচ্ছ বোধ করিতেন। তিনি বলিয়াছেন :—

"আমি কি দুঃখেরে ডরাই।
আমার দুঃখে দুঃখে জন্ম গেল, আর কত দুঃখ দেও দেখি, চাই।
* * *
দেখ, সুখ পেয়ে লোক গর্ব্ব করে, আমি করি দুঃখের বড়াই ॥"

যে ব্যক্তি ধর্ম্মধনে ধনী, সেই যে যথার্থ ধনী, রামপ্রসাদ তাহা হৃদয়ঙ্গম করিয়াছিলেন। তিনি এক সময়ে তাঁহার মনকে তিরস্কার করিয়া বলিয়াছিলেন :—

"ও মন তুই কাঙ্গালি কিসে।
ও তুই জানিস্‌নে রে সর্ব্বনেশে।
* * *
ও তোর ঘরে চিন্তামণিনিধি,
দেখিস্‌নারে বসে বসে।"

ধার্ম্মিক ব্যক্তির যে, বিষয়সুখের আশা করা উচিত নহে, তাহা তিনি প্রকাশ করিয়াছেন :—

"মন করোনা সুখের আশা।
যদি অভয় পদে লবে বাসা ॥
* * *
হরিষে বিষাদ আছে মন, করোনা এ কথায় গোঁসা।
ওরে সুখেই দুঃখ, দুঃখেই সুখ, ডাকের কথা আছে ভাষা ॥"

ধর্ম্মের উচ্চ মঞ্চে উঠিয়া, রামপ্রসাদ স্থির করিয়াছিলেন যে, প্রকৃত ধার্ম্মিক ব্যক্তির পক্ষে বিষয়সুখ ভোগ করা একবারে অসম্ভব। তিনি তাঁহার একটী পদে বলিয়াছেন :—

"তারা নামে সকলি ঘুচায়।
কেবল রহে মাত্র ঝুলি কাঁথা, সেটাও নিত্য নয় ॥"

এ সম্বন্ধে এই মাত্র বলিলেই পর্য্যাপ্ত হইবে যে, রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের সভাসদের পদ গ্রহণ না করাতেই তাঁহার পার্থিব সুখের প্রতি তাচ্ছিল্য প্রকাশ পাইয়াছে।

অবশেষে আমাদের বক্তব্য এই যে, যে কাব্য মনের কুপ্রবৃত্তি সকল জয় করাকে প্রকৃত জয় বলিয়া বর্ণনা করে এবং যে কাব্য প্রকৃত ঈশ্বরভক্তের বিজয়ঘোষণা করে, সেই কাব্যই পবিত্র কাব্য বলিয়া অভিহিত হওয়া উচিত। আর, যে কবি এইরূপ বীরত্ব নিজ জীবনে দেখাইতে পারেন, তিনিই প্রকৃত ধর্ম্মবীর। তুলসী দাস যথার্থই বলিয়াছেন :—

"রাজা করে রাজ্য বশ্
যোধ্ করে রণজয়ী।
আপ্না মন যো বশ করে,
সব্ সে সেরা ওহি॥"

পরিশিষ্ট।

আমরা কবিরঞ্জন রামপ্রসাদ সেনের জীবনী ও তাঁহার কবিতাবলী সম্বন্ধে আলোচনা করিলাম। এখন তাঁহার জন্মস্থান এবং তাঁহার বংশধরদিগের সম্বন্ধে কিছু বলা আবশ্যক বিবেচনা করি। বহুকাল হইল, তাঁহার বাসগৃহ ভূমিসাৎ হইয়া গিয়াছে। তাঁহার বংশধরদিগের মধ্যে বিসংবাদই ইহার কারণ। আমরা ইতঃপূর্ব্বে বলিয়াছি যে, রামপ্রসাদ সেনের প্রপৌত্র গোপালকৃষ্ণ সেন এতন্নগরে অবস্থিতি করিতেছেন। তাঁহার পুত্র কালীপদ সেন, উড়িষ্যার অন্তর্গত অঙ্গুল নামক স্থানে ইঞ্জিনিয়ারের কার্য্য করিতেছেন এবং তাঁহার চারিটী পৌত্র ভাবী উন্নতির পরিচয় দিয়াছেন। ইঁহাদের মধ্যে তিন জন বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিধারী। যে ভূমিখণ্ডের উপর রামপ্রসাদের বাসগৃহ ছিল, তাহা দেখিলে মনে বড় দুঃখ হয়। বহুকাল, তাহা জঙ্গলপূর্ণ ছিল। সম্প্রতি হালিসহরবাসিগণ এই মহাপুরুষের মহত্ত্ব বুঝিতে পারিয়া, সেই পবিত্র স্থানটীর প্রতি যত্ন প্রকাশ করিতেছেন। এই ভূমিটীর পূর্ব্ব দিকে, তিনটী বৃক্ষ একত্র বিরাজ করিতেছে—একটী বট, একটী অশ্বত্থ এবং আর একটী গাব বৃক্ষ। গাব গাছটী বহু কালের বলিয়া বোধ হয়। এরূপ জনশ্রুতি আছে যে, একদা মহাত্মা রামপ্রসাদের ইচ্ছা হইল যে, পদ্মফুল দিয়া ব্রহ্মময়ীর পূজা করেন। কিন্তু সে সময়ে পদ্ম পুষ্প না পাওয়াতে তিনি গাব বৃক্ষে উঠিলেন এবং সেই বৃক্ষ হইতে পদ্ম ফুল তুলিয়া, মায়ের চরণে অর্পণ করিলেন। এই কয়েকটী বৃক্ষকে ত্রিবটী বলা যাইতে পারে। স্থানীয় পূর্ণিমা-ব্রত-সমিতির সভ্যগণ এই বৃক্ষ তিনটীর তলে একটী বেদী নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছেন। মধ্যে মধ্যে সন্ন্যাসী

ও ব্রহ্মচারিগণ এই পবিত্র স্থান দর্শন করিতে আসিয়া বেদীর উপরে অবস্থিতি করেন। এই সমিতির সভ্যগণের যত্নে গত দশ বৎসর হইতে মহাত্মা রামপ্রসাদের স্মরণার্থে একটী মেলা হইতেছে। ইহা প্রসাদমেলা নামে অভিহিত। প্রতি বৎসর কালীপূজার সময়ে ইহার অনুষ্ঠান হয়, এবং তদুপলক্ষে কালীদেবীর পূজা হইয়া থাকে। এই মেলা হালিসহরগ্রাম-বাসীদের মধ্যে আবদ্ধ থাকা উচিত নহে। ইহাকে জাতীয় মেলাতে পরিণত করা, বঙ্গবাসী মাত্রেরই কর্ত্তব্য। মেলার স্থলে উক্ত সমিতির সভ্যগণ একটি পর্ণকুটীর নির্ম্মাণ করিয়া-ছেন। ইহার পরিবর্ত্তে একটী ইষ্টকালয় সংগঠিত হওয়া উচিত। আহ্লাদের বিষয় এই যে, হালিসহরবাসিগণ এতদর্থে যত্নবান্ হইয়াছেন। হালিসহরের হিতৈষিণী সভা একটী "প্রসাদ-প্রাসাদ" নির্ম্মাণ জন্য অর্থসংগ্রহ করিতেছেন। এতৎসভার সভ্যগণের ইচ্ছা এই যে, প্রাসাদটী চারিটী গৃহে সম্পূর্ণ হয়—একটী দেবালয়, একটী অতিথি-শালা, একটী পুস্তকাগার এবং একটী চতুষ্পাঠীরূপে ব্যবহৃত হয়। প্রস্তাবিত প্রাসাদটী নির্ম্মিত হইলে উহা সকল লোকের পক্ষে প্রীতি-প্রদ হইবে। এই পুণ্যভূমি দেখিবার জন্য নানা স্থান হইতে ভক্তগণ আগমন করেন, এবং তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ প্রসাদী-পদ গাইয়া থাকেন। দেবালয়টী তাঁহাদিগকে পরম আনন্দ বিতরণ করিবে। রামপ্রসাদ অতিশয় বদান্য ছিলেন। অতিথি-সৎকার তাঁহার একটী দৈনিক কার্য্য ছিল। সুতরাং তাঁহার স্মরণার্থে অতিথিশালা সবিশেষ উপযোগী। একটী পুস্তকালয় সাহিত্যসেবকদিগের প্রীতিপ্রদ হইবে। চতুষ্পাঠীর উল্লেখ আর কি করিব ? এক সময়ে হালিসহর সংস্কৃতের আলোচনার একটী প্রধান স্থান ছিল। ইহা কুমারহট্ট-সমাজ বলিয়া বিখ্যাত হইয়াছিল। এখন এ সমাজ প্রায় পণ্ডিতশূন্য হইয়াছে। যাহাতে ইহা পূর্ব্বকার খ্যাতি লাভ করিতে পারে, তৎপক্ষে যত্নবান্ হওয়া সক-লেরই কর্ত্তব্য। যে পর্ণকুটীরটীর উল্লেখ করিয়াছি, তাহা এখন চতুষ্পাঠীর কার্য্য করি-তেছে। এক জন অধ্যাপক তথায় কতিপয় ছাত্রকে উপদেশ দিয়া থাকেন। হালিসহর-বাসীদের উদ্দেশ্য কার্য্যে পরিণত হউক, ঈশ্বরের নিকট ইহাই প্রার্থনা।

শ্রীদীননাথ গঙ্গোপাধ্যায়।

প্রাচীন কবিসঙ্গীত।

শ্রীযুত কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়-সংগৃহীত গুপ্তরত্নোদ্ধার বা প্রাচীন কবিসঙ্গীত-সংগ্রহ।

শ্রীযুত রাজনারায়ণ বসু প্রণীত সে কাল আর এ কাল।

ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত সম্পাদিত মাসিক সংবাদপ্রভাকর, ১২৬১ সাল।

প্রাচীন কাব্যসংগ্রহ।

শৈলশ্রেষ্ঠ হিমগিরির অনন্ত সৌন্দর্য্য-ভাণ্ডারের মধ্যে যেমন সুরধুনীর আবেগময়ী সলিল-রেখা, কবির অনন্ত ভাবপ্রবাহের মধ্যে সেইরূপ রসময়ী সঙ্গীতধারা। উভয়ই স্নিগ্ধতায় সন্তাপহারিণী, উভয়ই অনাবিলভাবে জীবনতোষিণী, উভয়ই অপূর্ব্ব মাধুর্য্যগুণে শান্তি-বিধায়িনী। একটি সুশীতল জলধারায় ভূখণ্ড প্লাবিত করিয়া, তরঙ্গরঙ্গে বহিয়া যাই-তেছে, অপরটি মানবহৃদয় বিমল রসসাগরে ডুবাইয়া, অপার্থিব সৌন্দর্য্য-গৌরবের পরিচয় দিতেছে। কবির সঙ্গীত কবিত্বে উদ্ভাসিত, কবিত্বে গৌরবান্বিত এবং কবিত্বে স্বাভাবিক-ভাবে বিকাশ প্রাপ্ত। উহাতে কষ্টকল্পনা নাই, ভাবের জটিলতা নাই বা অপ্রাকৃত ও অসম্বদ্ধ বিষয়ের সমাবেশ নাই। বর্ণনার চাতুরীতে, সুললিত শব্দসম্পত্তিতে, সর্ব্বোপরি স্বাভাবিক সৌন্দর্য্যের আবির্ভাবে, উহা তুলনারহিত।

বাঙ্গালা সাহিত্যে এই রূপ রসশালী সঙ্গীতের অভাব নাই। বাঙ্গালায় উচ্চশ্রেণীর দর্শন, ইতিহাস, পুরাতত্ত্ব না থাকিতে পারে, কিন্তু গীতিকবিতায় বঙ্গীয় সাহিত্যভাণ্ডার চিরকাল সমৃদ্ধ। কেন্দুবিল্বের চিরপ্রসিদ্ধ কবি, কোমলকান্তপদময়ী দেবভাষায় যাহার সূত্রপাত করিয়া-ছেন, তাহা বাঙ্গালা সাহিত্যের সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করিয়াছে। জয়দেবের মধুর সঙ্গীতে মৈথিল কবির মাধুর্য্যের উৎস উছলিয়া উঠিয়াছে। চণ্ডীদাস গোবিন্দদাস প্রভৃতির সঙ্গীতমালাতেও সেই মাধুর্য্যস্রোত প্রবাহিত হইয়াছে।

ন্যূনাধিক সার্দ্ধশত বৎসর পূর্ব্বে বাঙ্গালায় আর এক শ্রেণীর সঙ্গীতকার কবির আবির্ভাব হইয়াছিল। ইঁহারা সাধারণতঃ কবিওয়ালা নামে প্রসিদ্ধ। ইঁহাদের সঙ্গীত সর্ব্বত্র কবিসঙ্গীত নামে পরিচিত। অধুনা যাঁহাদিগকে শিক্ষিত বলা যায়, কবিওয়ালাগণ তাঁহাদের শ্রেণী-ভুক্ত ছিলেন না। তখন ইংরেজীশিক্ষার শ্রীবৃদ্ধি হয় নাই, সর্ব্বত্র ইংরেজী বিদ্যালয়ের ছড়াছড়ি দেখা যায় নাই, যুবকদিগের উচ্চ শিক্ষাভিমান পরিস্ফুট হইয়া উঠে নাই। তখন গুরুমহাশয়ের পাঠশালায় সাধারণতঃ শিশুবোধ বাঙ্গালা শিক্ষার শেষ সীমা বলিয়া পরিগণিত হইত। চতুষ্পাঠীতে সংস্কৃত ভাষার সবিশেষ অনুশীলন ছিল। অধ্যাপকগণ প্রায়ই সংসার-চিন্তায় বিসর্জ্জন দিয়া, সংযতভাবে শাস্ত্রানুশীলন করিতেন। বৈষয়িক লোকে সামান্যভাবে ইংরেজী শিখিয়া বিষয়কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইত। যে পরিমাণে ইংরেজী শিখিলে সাহেবদিগের

সহিত কথা কহিতে পারা যায়, ইহারা সেই পরিমাণে ইংরেজী শিখিয়া, আপনাদিগকে শিক্ষিত বলিয়া পরিচিত করিতেন। আধুনিক প্রণালীসম্মত বিদ্যালয় গ্রামে গ্রামে প্রতিষ্ঠিত না হইলেও বিদ্যালোচনার অভাব ছিল না। তখন কৃত্তিবাস-কাশীরামের প্রতি সমুচিত শ্রদ্ধা ছিল। মুকুন্দরাম ভারতচন্দ্রের গৌরব রক্ষা করিতে পারিলে সকলে চরিতার্থ হইত। কবিরঞ্জনের অপূর্ব্ব কবিত্বময়ী সঙ্গীতসুধায় লোকে বিভোর হইয়া থাকিত। অধ্যাপকগণের শাস্ত্রানুশীলনে বঙ্গভূমি মহিমান্বিত ছিল। ন্যায়, দর্শন, সাহিত্য প্রভৃতির আলোচনার জন্য ভারতের দূরবর্ত্তী প্রদেশের শিক্ষার্থিগণ বঙ্গদেশে সমাগত হইত। হিন্দুস্থানী, তৈলিঙ্গী, মৈথিল, দ্রাবিড়ী প্রভৃতি বাঙ্গালী অধ্যাপকদিগের পাদতলে বসিয়া, সংযতভাবে শাস্ত্রাভ্যাস করিত। এক সময়ে এই অধঃপতিত দেশেই, ভারতের এই রূপ একপ্রাণতার নিদর্শন লক্ষিত হইত। এখন সে দিন অন্তর্হিত হইয়াছে, সারস্বত সমাজের সে অপূর্ব্ব দৃশ্যেরও বিলোপদশা ঘটিয়াছে। শাস্ত্রানুশীলনপ্রাধান্যে সে সময়ে বাঙ্গালার এইরূপ সৌভাগ্য ছিল, আর সৌভাগ্য ছিল কবিসঙ্গীতে—স্বভাবসিদ্ধ কবিত্বসম্পত্তিতে চিরসমৃদ্ধ কবিওয়ালাদিগের গীতমাধুর্য্যে।

পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে, কবিওয়ালাগণ বিদ্যালয়ে যথারীতি শিক্ষা লাভ করেন নাই, উচ্চ শিক্ষার অভিমানে প্রমত্ত হইয়া, তাঁহারা অধুনাতন শিক্ষিতদিগের ন্যায় সকল বিষয়ে আড়ম্বরের পরিচয় দেন নাই। পরদাসত্ব, পরতোষামোদ তাঁহাদিগকে সংসারের সঙ্কীর্ণ সীমায় আবদ্ধ করিয়া রাখিতে পারে নাই। অহঙ্কারে তাঁহাদের মস্তিষ্ক বিকৃত ভাব প্রাপ্ত হয় নাই। পল্লবগ্রাহিতায় তাঁহাদের কল্পনা সঙ্কুচিত এবং হৃদয়ের উন্নত ভাব অবনত হইয়া পড়ে নাই। বিদ্যালয়ে শিক্ষিত না হইলেও, তাঁহারা সুশিক্ষিতের বরণীয়, নানা শাস্ত্র পাঠ না করিলেও, তাঁহারা সরস্বতীর প্রিয় পুত্র, নানা দেশ হইতে জ্ঞানরত্নসংগ্রহে তৎপর না হইলেও, তাঁহারা জ্ঞানিসমাজ ও জনসাধারণের চিরন্তন শ্রদ্ধার পাত্র। কমলে কমনীয় লাবণ্যের বিকাশ না হইতে পারে, পূর্ণচন্দ্রে স্নিগ্ধভাবের পূর্ণতা না থাকিতে পারে, স্রোতস্বতীর মৃদুতরঙ্গজনিত কলনাদে মাধুর্য্যের আবির্ভাব না হইতে পারে; কিন্তু এই কবিওয়ালাদিগের সঙ্গীতমালায় নিঃসন্দেহ সৌন্দর্য্য, স্নিগ্ধতা ও মাধুর্য্যের পরিচয় পাওয়া যায়। এই শ্রেণীর সঙ্গীতের মনোহারিত্বে তাঁহাদের কোন প্রতিদ্বন্দ্বী নাই। তাঁহারা স্বভাবদত্ত ক্ষমতায় লোকের হৃদয়ের উপর আধিপত্য স্থাপন করিয়াছেন। তাঁহাদিগকে কোন রূপে পরপ্রদত্ত শিক্ষার উপর নির্ভর করিতে হয় নাই। কুসুমস্তবক যেমন প্রকৃতির মনোহর রাজ্য—চিরহরিৎ কাননে আপনা আপনি প্রস্ফুটিত হয়, এবং আপনার অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্যে আপনিই কাননভূমি উজ্জ্বল করিতে থাকে, তাঁহাদের কবিত্বও সেইরূপ আপনা আপনি বিকশিত হইত, এবং আপনার গৌরবে গরীয়সী জন্মভূমির জয় ঘোষণা করিত। তাঁহারা এই রূপে স্বভাবের রাজ্যে বিচরণ করিয়া, স্বাভাবিক ভাবে বিভোর হইয়া, যে শক্তির পরিচয় দিয়া গিয়াছেন, তাহা আজ পর্য্যন্ত সহৃয়সমাজে তাঁহাদিগকে গৌরবান্বিত করিয়া রাখি-

য়াছে। তাঁহাদের সঙ্গীতসমূহ সাহিত্যভাণ্ডারে অমূল্য রত্নের মধ্যে পরিগণিত। উচ্চশ্রেণীর ব্রাহ্মণ হইতে নিম্ন শ্রেণীর মুচী এবং ভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বী ইউরোপীয় পর্য্যন্ত, সকলেই বঙ্গীয় সাহিত্য-ক্ষেত্রে এই রত্নরাশি ছড়াইয়া গিয়াছেন। সারস্বতী শক্তি যেন এক সময়ে বাঙ্গালা সাহিত্যের গৌরববৃদ্ধির জন্য, সকল সম্প্রদায়কেই অপূর্ব্ব কবিত্বসুধার অধিকারী করিয়াছিলেন। যাঁহারা এই সুধাপানে সমর্থ হইতেছেন, তাঁহারাই অপরিসীম বিস্ময়ে অভিভূত, অনাস্বাদিতপূর্ব্ব প্রীতিরসে পরিতৃপ্ত এবং অচিন্ত্যপূর্ব্ব আনন্দপ্রবাহে অভিষিক্ত হইতেছেন।

প্রাচীন কবিওয়ালাদিগের মধ্যে গোঁজলা গুঁই, রাসু নৃসিংহ, হরুঠাকুর, রাম বসু, নিত্যানন্দ দাস বৈরাগী, কৃষ্ণচন্দ্র চর্ম্মকার (কেষ্টা মুচী) প্রভৃতি প্রধান ছিলেন। হরুঠাকুর ও নিত্যানন্দ দাস বৈরাগীর সময়ে কবিওয়ালার দল অধিকতর প্রসিদ্ধ হয়। রামবসু উহার চরমোৎকর্ষ সাধন করেন। গোঁজলা গুঁই অতি প্রাচীন কবি। কবিবর ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত ১২৬১ সালের ১লা অগ্রহায়ণের সংবাদপ্রভাকরে লিখিয়াছিলেন, "১৪০ এক শত চল্লিশ বৎসরের এ দিক নহে, বরং অধিক হইবে, গোঁজলা গুঁই গান প্রস্তুত করেন"। ইঁহার সবিশেষ পরিচয় পাওয়া যায় না। ইঁহার রচিত সঙ্গীতসমূহও সংগৃহীত হয় নাই। কেবল দুই একটি গান প্রচারিত হইয়াছে। একটি গান এই :—

"এসো এসো চাঁদবদনি।
এ রসো নীরসো কোরোনা ধনি।
তোমাতে আমাতে একই অঙ্গ,
তুমি কমলিনী আমি সে ভৃঙ্গ,
অনুমানে বুঝি আমি সে ভুজঙ্গ,
তুমি আমার তায় রতনমণি।
তোমাতে আমাতে একই কায়া,
আমি দেহ প্রাণ তুমি লো ছায়া,
আমি মহাপ্রাণী তুমি লো মায়া,
মনে মনে ভেবে দেখ আপনি॥"

প্রায় দুই শত বৎসর পূর্ব্বে বাঙ্গালার কবিগান এইরূপ ছিল। এই গানে রচনাচাতুরীর সহিত দার্শনিক ভাবের সমাবেশ আছে। রচয়িতা যে, প্রকৃতিসিদ্ধ কবিত্বশক্তিতে মহৎ ছিলেন, এই একটি গানেই তাহার পরিচয় পাওয়া যায়।

রাসু ও নৃসিংহ দুই সহোদর। ইঁহারা কায়স্থকুলে জন্মগ্রহণ করেন। ফরাসডাঙ্গার নিকটবর্ত্তী গ্রামে ইঁহাদের বাস ছিল। উভয় ভ্রাতাই কবি ছিলেন কি না, তদ্বিষয়ে কোন বিবরণ পাওয়া যায় না। যাহা হউক, ইঁহাদের এক জন সুকবি ছিলেন। প্রায় দেড় শত

বৎসরের পূর্ব্বে ইঁহাদের সঙ্গীত রচিত হয়। এই সঙ্গীতের স্থানে স্থানে ভাবের পারিপাট্য ও ললিত পদাবলির সমাবেশ আছে। জয়দেব, বিরহবিধুর কৃষ্ণের উক্তিতে লিখিয়াছেন :—

"হৃদি বিষলতা হারো নায়ং ভুজঙ্গমনায়কঃ
কুবলয়দলশ্রেণী কণ্ঠে ন সা গরলদ্যুতিঃ।
মলয়জরজো নেদং ভস্ম প্রিয়াবিরহিতে ময়ি,
প্রহর ন হর ভ্রান্ত্যানঙ্গ! ক্রুধা কিমু ধাবসি॥"

জয়দেবের এই ভাব বিদ্যাপতির সঙ্গীতে এই রূপ প্রতিফলিত হইয়াছে :—

"কতি হুঁ মদন তনু দহসি হামারি।
হাম নহ শঙ্কর হুঁ বর নারী॥
নাহি জটা ইহ বেণীবিভঙ্গ।
মালতীমাল শিরে নহ গঙ্গ॥
মোতিমবন্ধ মৌলি নহ ইন্দু।
ভালে নয়ন নহ সিন্দুরবিন্দু॥
কণ্ঠে গরল নহ মৃগমদ সার।
নহ ফণিরাজ উরে মণিহার॥
নীল পটাম্বর নহ বাঘছাল।
কেলিকমল ইহ না হয় কপাল॥
বিদ্যাপতি কহে এ হেন সুছন্দ।
অঙ্গে ভসম নহ মলয়জপঙ্ক॥"

পরবর্ত্তী প্রসিদ্ধ কবিওয়ালা রাম বসুও এই ভাব লইয়া একটি সঙ্গীত রচনা করিয়া গিয়াছেন :—

"হর নই হে আমি যুবতী।
কেন জ্বালাতে এলে রতিপতি॥
কোরো না আমার দুর্গতি।
বিচ্ছেদে লাবণ্য, হোয়েছে বিবর্ণ,
ধোরেছি শঙ্করের আকৃতি॥" ইত্যাদি।

জয়দেব, শঙ্করের সহিত বিরহী কৃষ্ণের সাদৃশ্য দেখাইয়াছেন। বিদ্যাপতি শঙ্করের সহিত বিরহিণী নারীর তুলনা করিয়াছেন। উভয়ের কবিতাতেই অনঙ্গকে লক্ষ্য করা হইয়াছে, যে হেতু, অনঙ্গ শঙ্করের প্রতি শরনিক্ষেপে কৃতহস্ত। রাম্ বা নৃসিংহও, হর ও হরির সমতা বর্ণনা করিয়াছেন। কিন্তু তিনি মহাজনপ্রবর্ত্তিত পথে পদার্পণ করেন

নাই। জয়দেব বা বিদ্যাপতির কবিতা তাঁহার আদর্শস্থানীয় হয় নাই। তিনি সখী সংবাদে কল্পনাবলে অন্যভাবে শঙ্করের সহিত কৃষ্ণের সাদৃশ্য দেখাইয়াছেন :—

মহড়া——"প্রাণোনাথো মোরো সেজেছেন শঙ্করো,
দেখসিয়ে প্রিয়ে ললিতে।
অপরূপো দরশনো আজু প্রভাতে।
বুঝি কারো কাছে রজনী জেগেছে
নয়ন লেগেছে ঢুলিতে॥
চিতেন——পার্ব্বতীনাথেরো অর্দ্ধ শশধরো
সবিতা অর্দ্ধ কপালেতে।
আমারো নাগরো, সেজেছেন সুন্দরো,
চন্দনো সিন্দুর ভালেতে॥
অন্তরা——হায়! মথনেরো বিষো, ভখিয়ে মহেশো,
নীলকণ্ঠদেশে নিশানা।
নীলকণ্ঠ নাম, অতি অনুপম,
জগতে রোয়েছে ঘোষণা॥
চিতেন——আমার নাগরো গিয়েছিলেন কারো,
কলঙ্কসাগরো মথিতে।
ফুরায়ে মন্থনো, এনেছেন নিশানো,
আঁখির অঞ্জন গলাতে॥
অন্তরা——হায়! ত্রিলোচনো হরো, জগতে প্রচারো,
এক চক্ষু যার কপালে।
কৃষ্ণপ্রেমে ভোরা, পাগলের পারা,
ধুতুরা শ্রবণযুগলে।
চিতেন——ইহারো সেই মতো, সপত্র সহিতো,
কদম্ব শ্রবণযুগেতে।
ত্রিলোচনচিহ্ন, দেখ দীপ্তমানো,
কপালে কঙ্কণ আঘাতে॥"

এক শত বৎসরেরও অধিক কাল পূর্ব্বে প্রাচীন সঙ্গীতে এই রূপ শ্লেষোক্তি দেখা যায়। এরূপ কল্পনাপ্রসূত সাদৃশ্যকে অতি সুন্দর বলিতে হইবে। সুকবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত এসম্বন্ধে লিখিয়াছেন, "আহা! আহা! কবিওয়ালাদিগের মধ্যে এবম্ভুত শ্লেষঘটিত সরস রূপকরচনা প্রায় কখনই শ্রবণপথের পথিক হয় নাই। এই গীতটির তুল্য নাই, মূল্য নাই। এ বিষয়ে

কি বাক্যে কবির সুখ্যাতি করিব, তদ্বর্ণনে বর্ণ বিবর্ণ হইল।" রাম্ বা নৃসিংহের সখী-সংবাদের আর একটি সঙ্গীতের কিয়দংশ এই :—

চিতেন——"শ্যাম এই ভূমণ্ডলে, আধো গঙ্গাজলে,
রাধাকৃষ্ণ বলে,নিদানে।
এখন কুব্জীকৃষ্ণ বোলে, ডাকিবে সকলে,
ভুবনো তরাবে দুজনে॥
অন্তরা——শ্যাম, তেজিলে শ্রীমতী, তাহাতে কি ক্ষতি,
যুবতী সকলি সহিলো।
ভুজঙ্গমাণিকো, হোরে নিলো ভেকো,
মরমে এ দুখো রহিলো॥
চিতেন——শ্যাম, প্রদীপেরো আলো, প্রকাশ পাইলো,
চন্দ্রমা লুকালো গগনে।
ওহে গো-খুরের জলো, জগতো ব্যাপিলো,
সাগরো শুকালো তপনে॥"

এ সঙ্গীত অতি সুন্দর——প্রকৃত কবিত্বে পরিপূর্ণ। কবি বিরহসঙ্গীতেও এইরূপ কবিত্বের পরিচয় দিয়াছেন :—

মহড়া——"কহ সখি! কিছু প্রেমেরি কথা।
ঘুচাও আমারো মনের ব্যথা॥
করিলে শ্রবণো, হয় দিব্য জ্ঞানো,
হেন প্রেমধনো, উপজে কোথা।
আমি এসেছি বিবাগে, মনের বিরাগে,
প্রীতি-প্রয়াগে মুড়াব মাথা॥

* * * *

অন্তরা——হায়! কোন্ প্রেম লাগি, প্রহ্লাদো বৈরাগী,
মহাদেবো যোগী কেমন প্রেমে।
কি প্রেম কারণে, ভগীরথজনে,
ভাগীরথী আনে, ভারতভূমে॥
চিতেন——কোন্ প্রেমে হরি, ব'ধে ব্রজনারী,
গেল মধুপুরী কোরে অনাথা।
কোন্ প্রেমফলে, কালিন্দীর কূলে,
কৃষ্ণপদ পেলে মাধবী লতা॥" ইত্যাদি।

রাসু বা নৃসিংহকৃত বিরহ ও সখীসংবাদের সকল সঙ্গীতই এই রূপ উৎকৃষ্ট। কবি এক স্থলে বলিয়াছেন :—

মহড়া——"সখি, এ সকল প্রেম নয়।
ইহাতে মজিয়ে নাহি সুখেরো উদয়।
সুহৃদ্ ভঞ্জনো,　　লোকগঞ্জনো,
কলঙ্কভাজনো হোতে হয়॥
চিতেন——এমনো পীরিতি করি,　যাতে তরি দুদিকো,
ঐহিকো আর পাথিকো।
শ্রীনন্দনন্দনো,　　দুখভঞ্জনো,
সদা রাখি মনো তাঁরি পায়॥

*　　*　　•　　•

চিতেন——ধ্বজবজ্রাঙ্কুশো পদ,　সে নীরদ হইতে,
জাহ্নবী হোলেন যাহাতে।
সেই কৃপাজলে,　　মন ডুবালে,
কালেরে করিব পরাজয়॥
অন্তরা——অমিয় আর গরলো,　দুই রাখিয়ে সাক্ষাতে
নয়ন দিয়েছেন বিধাতা, দেখিয়ে ভখিতে।
তেজিয়ে এ সুধারসো,　কেন বিষো ভখিবো,
কলুষকূপে ডুবিবো।
থাকিতে নয়নো,　　অন্ধ যেই জনো,
পেয়ে প্রেমধনো সে হারায়॥"

বিরহসঙ্গীতে কবিকৃত শ্লেষোক্তি এই :—

"তোমার চরিত,　　পথিক যেমত,
হোয়ে শ্রান্তিযুত, বিশ্রাম করে।
শ্রান্তি দূর হোলে,　　যায় সেই চোলে,
পুন নাহি চায় ফিরে॥"

এই সকল সঙ্গীতে কবির ভাবকৌশল ও রচনাক্ষমতা পরিস্ফুট হইতেছে।

পরবর্ত্তী সঙ্গীতকারের মধ্যে হরুঠাকুর প্রধান। হরেকৃষ্ণ ঠাকুর সাধারণতঃ হরু ঠাকুর নামে প্রসিদ্ধ; ইহার কৌলিক উপাধি দীর্ঘাড়ি। ব্রাহ্মণ ছিলেন বলিয়া, ইনি সর্ব্বত্র ঠাকুর উপাধিতে প্রসিদ্ধি লাভ করেন। ১১৪৫ সালে কলিকাতা, সিমুলিয়ায় হরেকৃষ্ণ দীর্ঘাড়ির জন্ম হয়। ইহার পিতা কল্যাণচন্দ্র (শ্রীযুক্ত কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় লিখিয়াছেন,

কালীচন্দ্র) দীর্ঘাড়ি তাদৃশ সঙ্গতিপন্ন ছিলেন না। হরুঠাকুর বাল্যকালে লেখা পড়ায় মনোযোগী হয়েন নাই। ইনি সে সময়ে কেবল আমোদপ্রমোদে কাল যাপন করিতেন। কিন্তু ইঁহার কবিত্বশক্তি অসাধারণ ছিল। ইনি যেমন সুকবি, সেইরূপ সুগায়ক ছিলেন। ইঁহার যখন ৮।১০ বৎসর বয়স, তখন সখের দলে ইঁহার কবিত্ব শক্তির উন্মেষ হয়। পঞ্চদশ বা ষোড়শ বৎসর বয়ঃক্রমকালে ইনি সখের দলে স্বরচিত সঙ্গীতে প্রসিদ্ধি লাভ করেন। সঙ্গীতরচনা কালে হরুঠাকুর উহার সুরও প্রস্তুত করিয়া দিতেন। এইরূপে হরুঠাকুরের কবিত্বকীর্ত্তির সূত্রপাত হয়। হরুঠাকুর প্রথমে সৌখীন ছিলেন। আমোদপ্রমোদে আসক্তি প্রযুক্ত অর্থোপার্জ্জনে মনোনিবেশ করেন নাই। এক দিন তিনি রাজা নবকৃষ্ণ বাহাদুরের বাটীতে কোন পেশাদারি দলে সখ্ করিয়া গান করিতেছিলেন, রাজা নবকৃষ্ণ তদীয় সঙ্গীতনৈপুণ্যে সন্তুষ্ট হইয়া, তাঁহাকে কবির দল করিতে অনুরোধ করেন। এদিকে হরুঠাকুরের অর্থাভাবও ঘটিয়াছিল ; এজন্য সঙ্গীতব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হইতে তাঁহার ঔদাস্য জন্মে নাই। হরুঠাকুর স্বয়ং দল করিলে অনেকেই তদীয় সঙ্গীত শ্রবণে আগ্রহান্বিত হয়েন। অবলম্বিত ব্যবসায়ে হরুঠাকুরের যেরূপ অর্থাগম হয়, সেইরূপ তাঁহার প্রতিপত্তি বদ্ধমূল হইয়া উঠে। হরুঠাকুর প্রথমে রঘুনাথ দাস নামক এক জন তন্তুবায়জাতীয় কবিওয়ালা দ্বারা স্বরচিত কবিতা সংশোধন করিয়া লইতেন। এজন্য তিনি আপনার সঙ্গীতসমূহে রঘুর নামে ভণিতা দিয়াছেন। কালক্রমে হরুঠাকুর কবিতারচনায় গুরুকে অতিক্রম করিয়া উচ্চপদে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন। তথাপি তিনি গুরুর জন্য আত্মগোপনে কুণ্ঠিত হয়েন নাই। এক দিনের জন্যও গুরুর প্রতি তাঁহার শ্রদ্ধার হ্রাস হয় নাই। একণে যাঁহারা সুশিক্ষিত বলিয়া, আপনারাই আপনাদের গৌরবঘোষণায় প্রবৃত্ত হইতেছেন, দুর্নিবার অহঙ্কার যাঁহাদিগকে অনুদারতার সঙ্কীর্ণ সীমার মধ্যে আবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে, তাঁহারা এই অশিক্ষিত কবিওয়ালার পদতলে বসিয়া মহত্ত্ব শিক্ষা করিতে পারেন, এবং মানুষ বিদ্যালয়ের চতুঃসীমায় পদার্পণ না করিয়াও যে, সারল্যে ও সদাচারে মহত্ত্বের অধিকারী হইতে পারে, তাহা বুঝিয়া, আপনাদের অনুচিত শিক্ষাভিমানে বিসর্জ্জন দিতে পারেন। ৭৫ বৎসর বয়সে হরুঠাকুরের দেহাত্যয় হয়। হরুঠাকুর স্বভাবকবি ছিলেন। বাগ্‌দেবী সরস্বতী যেন তাঁহার রসনায় অনুক্ষণ লীলা করিয়া বেড়াইতেন। বিনা চেষ্টায়, বিনা চিন্তায়, বিনা সাধনায়, অমৃতময়ী কবিতাধারা তাঁহার মুখ হইতে বহির্গত হইত। উপস্থিত রচনায় হরুঠাকুরের এমন ক্ষমতা ছিল যে, কেহ কোন পদ বলিয়া দিলে, হরুঠাকুর তৎক্ষণাৎ সেই পদ অবলম্বন করিয়া পাঁচ সাত "অন্তরা গান প্রস্তুত করিয়া দিতেন।" কবিপ্রবর ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের যত্নে হরুঠাকুরের ঐ সকল সঙ্গীতের অধিকাংশ সংগৃহীত হইয়াছে। এই স্থলে দুই একটি প্রশ্নস্বরূপ পদ এবং হরঠাকুর কৃত উহার পূরণ উদ্ধৃত হইতেছে :—

প্রশ্ন।

"তোমার আশাতে এ চারি জন।"

পূরণ।

মহড়া——"তোমার আশাতে এ চারি জন।
মোর মনো প্রাণো শ্রবণো নয়ন্।
আছে অভিভূতো হোয়ে সর্ব্বক্ষণ্।
দরশো পরশো, শুনিতে সুভাষো, করিতেছে আরাধন্॥

চিতেন——অন্যরূপো আঁখি না হেরে আর।
শ্রবণো প্রাণো তুমি জুড়াবার।
শয়নে স্বপনে, মনো ভাবে মনে, কবে হইবে মিলন্॥

অন্তরা——প্রাণ, ইহার কি বলো উপায়।
আমি যে ঠেকিলাম বিষমো দায়॥

চিতেন——অস্থির হোলো এ চারি জনে।
প্রবোধি প্রবোধো নাহি মানে॥
ইহারো বিহিতো, যে হয় ত্বরিত কর প্রেয়সি এখন্॥" ইত্যাদি।

প্রশ্ন।

"পীরিতি নাহি গোপনে থাকে।"

পূরণ।

মহড়া——"পীরিতি নাহি গোপনে থাকে।
শুনলো সজনি বলি তোমাকে॥
শুনেছো কখনো, জ্বলন্ত আগুণো,
বসনে বন্ধনো, করিয়ে রাখে।

চিতেন——প্রতিপদের চাঁদো, হরিষে বিষাদো,
নয়নে না দেখে, উদয়ো লেখে।
দ্বিতীয়ের চাঁদো, কিঞ্চিতো প্রকাশো,
তৃতীয়ের চাঁদো জগতে দেখে॥"

উপস্থিত রচনাকালে এরূপ কবিত্বের পরিচয় দেওয়া সামান্য ক্ষমতার কর্ম্ম নহে। উল্লিখিত দুইটি পূরণেই কবির ভাবকৌশল পরিস্ফুট হইয়াছে। স্বর্গীয় ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত অনেক চেষ্টা করিয়াও, দ্বিতীয় সঙ্গীতের অবশিষ্টাংশ প্রাপ্ত হয়েন নাই। তিনি ১২৬১ সালের ১লা পৌষের সংবাদপ্রভাকরে এ সম্বন্ধে লিখিয়াছিলেন:—"এমত চমৎকার কবিতা, এমত আশ্চর্য্য ভাব, প্রায় কখনই শ্রবণ করি নাই। যিনি ইহার সম্পূর্ণ প্রদান করিবেন, তিনি আমাকে বিনা মূল্যে ক্রয় করিবেন। "তৃতীয়ের চাঁদ জগতে দেখে" এ কথার মূল্য নাই।

অতি অমূল্য ধন।” হরুঠাকুর অনেক স্থলেই এইরূপ অমূল্য ধন বিতরণ করিয়া গিয়াছেন। স্বর্গীয় রাজা নবকৃষ্ণ বাহাদুরের নগরকীর্ত্তন সময়ে হরুঠাকুর কয়েকটি গান রচনা করিয়া দেন, তন্মধ্যে একটি গানের কিয়দংশ এই :—

“হরিনাম লইতে অলসো কোরোনা রসনা,
যা হবার তাই হবে।
ভবেরো তরঙ্গ বেড়েছে বোলে কি,
ঢেউ দেখে না ডুবাবে॥” ইত্যাদি।

এই একটি গানে যেরূপ প্রগাঢ় তত্ত্বজ্ঞান ও গভীর ঈশ্বরভক্তিমূলক ভাব প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা বলিবার নহে। দূরদর্শী শ্রীযুক্ত রাজনারায়ণ বসু মহাশয় লিখিয়াছেন :—“হরু ঠাকুরের একটি কবিতাতে এইরূপ দেখা যায় :—

“নাম প্রেম তার, সাকার নহে বস্তুটি সে নিরাকার,
জীবন, যৌবন, ধন কিবা মন, প্রাণ, বশীভূত তার।
মুখে লোক বলয়ে পীরিতি সুখের সার;
প্রাণের বাহিরও হয় সে যখন, জীবনে যেন মরে রই *।”

কি চমৎকার ভাব! ইহা প্লেটো অথবা কোল্‌রিজের উপযুক্ত! কোল্‌রিজ এক স্থানে বলিয়াছেন :—

‘All thoughts, all passions, all delights,
Whatever stirs this mortal frame,
Are all but ministers of love,
And feed his sacred flame.’

হরুঠাকুরের কবিতাটি ইহা অপেক্ষা নিকৃষ্ট বোধ হয় না”।

হরুঠাকুরের পরবর্ত্তী কবিওয়ালাদিগের মধ্যে নিত্যানন্দ দাস বৈরাগী সঙ্গীতনৈপুণ্যে সমধিক প্রসিদ্ধ। ইনি জনসাধারণের মধ্যে “নিতে বৈষ্ণব” নামে পরিচিত ছিলেন। ১১৫৮ সালে চন্দননগরে ইঁহার জন্ম হয়; ১২২৮ সালে অর্থাৎ সপ্ততিবর্ষ বয়ঃক্রম কালে, ইঁহার দেহাত্যয় ঘটে। নিত্যানন্দ দাস সঙ্গীতে যেরূপ পারদর্শী, সঙ্গীতরচনায় সেরূপ ক্ষমতাশালী ছিলেন না। গৌর কবিরাজ এবং নবাই ঠাকুর, এই দুই জন কবি, গান প্রস্তুত করিয়া ইঁহাকে দিতেন। কলিকাতা, সিমুলিয়ায় গৌর কবিরাজের নিবাস ছিল। নবাই ঠাকুরের প্রকৃত নাম কি, এবং ইনি কোন্ স্থানবাসী ছিলেন, তাহার কোন উল্লেখ দৃষ্ট হয় না। কথিত আছে, নবাই ঠাকুর সখীসংবাদরচনায় প্রসিদ্ধ ছিলেন। গৌর কবিরাজ উৎকৃষ্ট বিরহসঙ্গীত রচনা

* এই কবিতাটি শ্রীযুক্ত কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সংগৃহীত হরুঠাকুরকৃত সঙ্গীতমালার মধ্যে পাওয়া গেল না।

করিতে পারিতেন। নিত্যানন্দ সুমধুর স্বরসংযোগে ইহাদের সঙ্গীত গান করিয়া, শ্রোতা-দিগকে মোহিত করিতেন। তাঁহার সুললিত কণ্ঠস্বরে পণ্ডিতগণের ন্যায় জনসাধারণও অপরিসীম সন্তোষ লাভ করিত। ভট্টপল্লীর অধ্যাপকগণ তাঁহাকে নিত্যানন্দ প্রভু বলিয়া সম্বোধন করিতেন। কবিবর ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত লিখিয়াছেন—"এমত জনরব যে, বসন্তকালে কোন রজনীতে কোন স্থানে ইনি (নিত্যানন্দ) সখীসংবাদ ও বিরহ গাহিয়া, আসর অত্যন্ত জমাট্‌ করিয়াছেন, তাবৎ ভদ্রেই মুগ্ধ হইয়া শুনিতেছেন ও পুনঃ পুনঃ বিরহ গাহিতেই অনুরোধ করিতেছেন, তাহার ভাবার্থ গ্রহণে অক্ষম হইয়া ছোটোলোকেরা আসরে দাঁড়াইয়া চীৎকার পূর্ব্বক কহিল, "হ্যাদে দেখ্‌ লেতাই ক্যার্‌ যদি কাল্‌কুকিলির গান ধল্লি, তো দো, দেলাম খাড়্‌গা," নিতাই তচ্ছ্রবণে তৎক্ষণাৎ মোটা ভজনের খেউর ধরিয়া তাহারদিগের অস্থির চিত্তকে সুস্থির করিলেন।"

নিত্যানন্দ দাস বৈরাগীর দলের কোন্‌ সঙ্গীত কে রচনা করিয়া দিয়াছেন, তাহার কোনও নির্ণয় নাই। রচনাকর্ত্তাদেরও কোন পরিচয় পাওয়া যায় না। কথিত আছে, নিত্যানন্দ যে সকল ভাল বিরহ গাইয়া শ্রোতৃবর্গকে মোহিত করিতেন, তৎসমুদয়ের অধিকাংশ গৌর কবিরাজের রচিত। নিত্যানন্দের দলের এক একটি সঙ্গীতে এত উৎকৃষ্ট যে, তাহা যখন শ্রবণগোচর হয়, তখনই হৃদয় অমৃতরসে অভিষিক্ত হইয়া থাকে। সখীসংবাদের একটি গান এই :—

মহড়া——"বঁধুর বাঁশী বাজে বুঝি বিপিনে।
শ্যামের বাঁশী বাজে বুঝি বিপিনে॥
নহে কেন অঙ্গ, অবশো হইলো,
সুধা বরষিলো শ্রবণে।" ইত্যাদি।

এই গানটি জনসাধারণের মধ্যে আজ পর্য্যন্ত সজীব ভাবে রহিয়াছে। আজ পর্য্যন্ত এই গানে লোকের হৃদয় উৎফুল্ল হইতেছে। রচয়িতা কবে লোকান্তরিত হইয়াছেন, নির্ণয় নাই। কিন্তু তাঁহার এই সঙ্গীত আজ পর্য্যন্ত লোকের রসনায় লীলা করিয়া তদীয় অক্ষয় কীর্ত্তির জয় ঘোষণা করিতেছে। এই দলের একটি বিরহসঙ্গীত :—

মহড়া——"প্রেম ভাঙ্গে কি হোলে।
যার প্রেম ভঙ্গে তার নাহি বাঁচে প্রাণ,
যারে লোকে প্রেমিক বলে।
জীবনের সাথী হয় যে পীরিতি,
জীবনে মরে পীরিতি গেলে।

* * * * *

অন্তরা——প্রাণ্‌, সতীর পীরিতি দেখ পতির সহিতে।
চির দিন সমভাবে যায় সুখেতে॥

চিতেন——আশ্চর্য্য মিলন হয় সেই দুজনে।
বিচ্ছেদ কাহার নাম না শুনে কাণে।
জীয়ন্তে মিলন আবার মিলন মোলে॥" ইত্যাদি।

এই সঙ্গীত অতি মনোহর। পতিব্রতা সাধ্বীর বিশুদ্ধ প্রেমের ভাব ইহাতে সুস্পষ্ট প্রতিভাত হইয়াছে। এই সকল সুমধুর সঙ্গীতের রচয়িতার পরিচয় পাওয়া যায় না। কাহার অমৃতময়ী লেখনী হইতে এই চিত্তবিমোহিনী সঙ্গীতধারা নিঃসৃত হইয়াছে, তাহাও জানিবার উপায় নাই। ইহা বাঙ্গালা সাহিত্যের অল্প দুর্ভাগ্যের বিষয় নহে।

নিত্যানন্দ বৈরাগীর পর সুপ্রসিদ্ধ রাম বসুর দল, গুণগৌরবে ও রচনাবৈভবে সাতিশয় খ্যাতিলাভ করে। রামমোহন বসু সাধারণতঃ রাম বসু বলিয়া কথিত হইয়া থাকেন। ১১৯৩ কি ৯৪ সালে ভাগীরথীর তটবর্ত্তী শালিখা গ্রামে রাম বসুর জন্ম হয়। রামবসু ভদ্র-বংশোদ্ভব কুলীন কায়স্থের সন্তান। তিনি হরুঠাকুর প্রভৃতির ন্যায় বাল্যকালে সৌখীন ভাবে প্রমত্ত হইয়া, লেখাপড়ায় তাদৃশ ঔদাস্য প্রকাশ করেন নাই। রামমোহন বসু কলিকাতায় থাকিয়া লেখা পড়া করিতেন। পাঁচ বৎসর বয়সে তাঁহার কবিত্বশক্তি পরিস্ফুট হয়। এই সময়ে তিনি যখন পাঠশালায় পাঠাভ্যাস করিতেন, তখন স্বয়ং কবিতা রচনা করিয়া, কলাপাতে লিখিয়া রাখিতেন। এই স্বভাবকবি কবিত্বগৌরবে অল্প সময়ের মধ্যেই অপরের নিরতিশয় শ্রদ্ধার পাত্র হয়েন। তাঁহার বয়স যখন দ্বাদশ বৎসর, তখন তিনি যে সকল সঙ্গীত রচনা করিতেন, ভবানী বণিক নামক একজন কবিওয়ালা, তাঁহার অনেক সাধনা করিয়া, তৎসমুদয় সংগ্রহ করিয়া লইত। কথিত আছে, ঐ সকল সঙ্গীতে ভবানী বণিকের দল সাতিশয় প্রতিপত্তিশালী হইয়া উঠিয়াছিল। ইহা দ্বাদশ বর্ষীয় বালক কবির অল্প গৌরবের বিষয় নহে।

রামমোহন বসু কিছু ইংরাজী শিখিয়া, কেরাণীর কর্ম্মে প্রবৃত্ত হয়েন। কিন্তু এই কর্ম্ম তাঁহার প্রীতিকর হয় নাই। শৈশবে তিনি বাগ্‌দেবীর ক্রোড়ে পালিত হইয়াছিলেন, এখন বাগ্‌দেবীর উপাসনা ভিন্ন আর কোনও বিষয়, তাঁহার সন্তোষসাধনে সমর্থ হইল না। রাম-মোহন বসু কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া, কবিতারচনায় ব্যাপৃত হইলেন। প্রথমে তিনি ভবানী বেণে, নীলু ঠাকুর, মোহন সরকার, প্রভৃতির দলে গান প্রস্তুত করিয়া দিতে লাগিলেন। শেষে, তাঁহার নিজের দল হইল। ইহাতে তাঁহার যেরূপ প্রচুর অর্থাগম হইতে লাগিল, সেই রূপ তদীয় কবিত্বকীর্ত্তি দিগন্তব্যাপিনী হইয়া উঠিল। রামবসু ৪২ বৎসরের অধিক কাল জীবিত থাকেন নাই। এই অনতি দীর্ঘ সময়ের মধ্যে, তিনি যে সকল কবিতা রচনা করিয়া গিয়াছেন, তৎসমুদয় বঙ্গীয় সাহিত্যভাণ্ডারের অমূল্য রত্নের মধ্যে পরিগণিত হইয়া রহিয়াছে।

কবিওয়ালাদিগের মধ্যে রামমোহন বসু নিঃসন্দেহ শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিয়াছেন। তাঁহার সপ্তমী, সখীসংবাদ, বিরহ প্রভৃতি গানগুলি অতি মনোহর। বিশেষতঃ

বিরহ তুলনারহিত। কবিবর ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত যথার্থই বলিয়াছেন—"যেমন সংস্কৃত কবিতায় কালিদাস, বাঙ্গালা কবিতায় রামপ্রসাদ ও ভারতচন্দ্র, সেইরূপ কবিওয়ালাদিগের কবিতায় রামবসু। যেমন ভৃঙ্গের পক্ষে পদ্মমধু, শিশুর পক্ষে মাতৃস্তন, অপুত্রের পক্ষে পুত্রসন্তান, সাধুর পক্ষে ঈশ্বরপ্রসঙ্গ, দরিদ্রের পক্ষে ধনলাভ, সেই রূপ ভাবুকের পক্ষে রামবসুর গীত।" রামবসুপ্রণীত উৎকৃষ্ট সঙ্গীত গুলি সঙ্গীতপ্রিয় সহৃদয়দিগের অবিদিত নাই। এস্থলে কয়েকটি সঙ্গীতের কিয়দংশ উদ্ধৃত হইতেছে :—

সপ্তমী।

মহড়া——"তবে নাকি উমার তত্ত্ব কোরেছিলে।
গিরিরাজ! ওহে শুন শুন, তোমার মেয়ে কি বলে॥

* * * *

তুমি গিয়েছিলে কই, উমা বলে ঐ হে,
আমি আপনি এসেছি জননী বোলে॥

চিতেন——"তারাহারা হোয়ে নয়নের, তারাহারা হোয়ে রই।
সদা কই, উমা কই, আমার প্রাণ উমা কই॥
আমার সেই হারা তারা, ত্রিজগতের সারা, বিধি এনে মিলালে।
উমা চন্দ্রবদনে, ডাক্‌ছে সঘনে, মা, মা, মা, বোলে।
উমা যত হেসে কথা কয়, ও তো হাসি নয় হে,
যেন অভাগীর কপালে অনল জ্বলে॥

অন্তরা——"ভাল হোক্ হোক্ ও হে গিরি,
যাই আমি নারী, তাই ভুলি বচনে।
তোমার কি মনে, হোতো না হে সাধ,
হেরিতে উমার চন্দ্রাননে॥

চিতেন——"আশাবাক্যে আমার পাপ প্রাণ,
রহে বল কত দিন্।
দিনের দিন্ তনু ক্ষীণ, বারিহীন যেন মীন।
যারে প্রাণ পাব দেখে, সংবৎসরে তাকে,
আন্‌তে তো যেতে হয়।
যেন মাহীনা কন্তে, তিন দিনের জন্তে,
এলো হে হিমালয়।
মুখে করি হাহা রব, ছিলেম যেন শব হে,
গৌরী মৃত দেহে এসে জীবন দিলে॥"

রামবসু এই সপ্তমী নিজের দলে গাইয়া শ্রোতাদিগকে মোহিত করিয়াছিলেন। এ সঙ্গীতে স্নেহময়ী জননীর স্নেহপ্রবাহ যেন উদ্বেল সমুদ্রের ন্যায় উচ্ছ্বসিত হইয়া পড়িতেছে। অনির্ব্বচনীয় সন্তানস্নেহে, হৃদয়নিহিত অপূর্ব্ব বাৎসল্যে, এ সঙ্গীত অতুল্য ও অমূল্য।

রামবসুর সখীসংবাদ :—

মহড়া——মান্ কোরে মান রাখ্‌তে পারিনে।
আমি যে দিকে ফিরে চাই, সেই দিকেই দেখ্‌তে পাই,
সজল আঁখি জলধরবরণে।
অতএব অভিমান মনে করিনে।
আমি কৃষ্ণপ্রাণা রাধা, কৃষ্ণপ্রেমডোরে প্রাণ্ বাঁধা,
হেরি ঐ কালোরূপ সদা।
হৃদয়মাঝে, শ্যাম বিরাজে,
বহে প্রেমধারা দুনয়নে॥' ইত্যাদি।

এ সঙ্গীতে প্রেমের বিশুদ্ধ ভাব কিরূপ প্রতিফলিত হইয়াছে, তাহা সহৃদয়গণ বিবেচনা করিবেন। কবি, বিরহিণী সতীর উক্তিচ্ছলে কহিয়াছেন :—

মহড়া——"মনে রৈল সই মনের বেদনা।
প্রবাসে যখন যায় গো সে,
তারে বলি, বলি, আর বলা হোলনা।
সরমে মরমের কথা কওয়া গেল না।
যদি নারী হোয়ে সাধিতাম তাকে।
নিলজ্জা রমণী বোলে হাসিতো লোকে।
সখি ধিক্ থাক্ আমারে, ধিক্ সে বিধাতারে,
নারী জনম্ যেন করে না॥

চিতেন——"একে আমার এ যৌবন কাল,
তাহে কাল বসন্ত এলো।
এ সময় প্রাণনাথ, প্রবাসে গেল।
যখন হাসি হাসি, সে আসি বলে।
সে হাসি, দেখে ভাসি নয়নজলে।
তারে পারি কি ছেড়ে দিতে, মন্ চায় ধরিতে,
লজ্জা বলে ছি ছি ধোরো না॥" ইত্যাদি।

সুপণ্ডিত শ্রীযুত রাজনারায়ণ বসু মহাশয় এই সঙ্গীতে বিমুগ্ধ হইয়া লিখিয়াছেন :—"কি বিশুদ্ধ দাম্পত্য প্রেম! সাধ্বী কুলকামিনীদিগের লজ্জার কি মনোহর চিত্র!" এইরূপ

মনোহর চিত্রে রামবসুর গীতাবলি সমুজ্জ্বল হইয়া রহিয়াছে। নিতান্ত দুঃখের বিষয়, পূর্ব্বোক্ত সখীসংবাদ ও বিরহগানের সমুদয় অংশ প্রাপ্ত হওয়া যায় নাই। সুকবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত এ বিষয়ে কৃতকার্য্য হইতে না পারিয়া, অনেক আক্ষেপ করিয়া গিয়াছেন।

উল্লিখিত সঙ্গীতের ন্যায় রামবসুর অন্যান্য সঙ্গীতেও পতিব্রতা নারীর বিশুদ্ধ প্রণয়—হৃদয়ের মহান্ উদার ভাব পরিব্যক্ত হইয়াছে :—

মহড়া——"বসন্তেরে সুধাও সখি!
আমার নাথের মঙ্গল কি।
নিবাসে নিদয় নাথ, আসিবে নাকি।
তার অভাবে ভেবে তনু ক্ষীণ, দিনে শত বার গণি দিন,
আসার আশয়ে আছি, আশাপথ নিরখি॥

* * *

অন্তরা——"হায়! কাল আসিবো বোলে নাথ কোরেছে গমন।
ভাগ্যগুণে যদি, হোলো সে মিথ্যাবাদী,
চারা কি এখন্।
চিতেন——"সে যদি ভুলেছে আমারে, মনে না করে।
আমি কেমনে ভুলিবো তারে।
পতি, গতি, মুক্তি অবলার,
সুখ, মোক্ষ সেই গো আমার।
তাহার কুশল শুনে, কুশলে কুল রাখি॥"

গীতান্তরে :—

মহড়া——"প্রাণ্ তুমি আপনার নহ, আমার হবে কি।
মনে মনে মনাগুণে, আমি জ্বোল্‌বো বই আর বোল্‌ব কি।
অনেক দিনের আলাপ বোলে আদরে ডাকি।
কেমন আছ তুমি প্রাণ্, শুনি শ্রবণে।
প্রাণ্, গেলে প্রাণ, নিজ দুখ্ তোমায় বলিনে।
ফলহীন বৃক্ষের কাছে, সাধ্‌লে কাঁদ্‌লে ফোল্‌বে কি॥ ইত্যাদি।

যিনি এই সকল সঙ্গীতের সৃষ্টিকর্ত্তা, তিনি যে, প্রকৃতিদত্ত ক্ষমতায় অসামান্য পুরুষ ছিলেন, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। সতীর কোমলতায় যে, অপার্থিব সৌন্দর্য্য আছে, স্নিগ্ধভাবে যে, অপূর্ব্ব মহত্ব আছে, সর্ব্বোপরি পাতিব্রত্য ধর্ম্মে যে, অনির্ব্বচনীয় পবিত্রতা আছে, তাহা কবির রচনাকৌশলে সুস্পষ্ট প্রকাশ পাইতেছে। একটি সঙ্গীতে কোমলতাময়ী পতিব্রতার পতিভক্তির সহিত হৃদয়ের অসাধারণ কোমল ভাব পরিস্ফুট হইতেছে। অপরটিতে

উন্মার্গগামী ও সুনীতিভ্রষ্ট স্বামীর জন্য পতিপ্রাণার ব্যাকুলতার পরিচয় পাওয়া যাইতেছে। "পতি, গতি, মুক্তি অবলার" এই একটি বাক্যে কবি পতিভক্তির অতি সুন্দর ভাব পরিব্যক্ত করিয়াছেন। পক্ষান্তরে "প্রাণ্, তুমি আপনার নহ, আমার হবে কি" এই কথাটিতে যে, কিরূপ কবিত্বকৌশল প্রদর্শিত হইয়াছে, তাহা বলিবার নহে। উৎপথবর্ত্তী স্বামীর প্রতি এইরূপ উক্তিতে স্বাধ্বী নারীর পতিপ্রেম, পতিভক্তি ও পতির উচ্ছৃঙ্খল ভাবের জন্য হৃদয়গত গভীর বেদনার অভিব্যক্তি হইতেছে। "ফলহীন বৃক্ষের কাছে সাধ্‌লে কাঁদলে ফোল্‌বে কি" এই উক্তি অতি মনোহর। মহাকবি কালিদাস, "প্রবর্ত্তিতো দীপ ইব প্রদীপাৎ" এই কথায় উপমাকৌশলের পরাকাষ্ঠা দেখাইয়া গিয়াছেন। রামবসুর কবিতাপাঠে ঐ সর্ব্বোৎকৃষ্ট কবিতাটি মনোমধ্যে উদিত হয়। উভয়ই লোকপ্রসিদ্ধ বিষয় হইতে পরিগৃহীত, উভয়ই উৎকট কল্পনার বহির্ভূত এবং উভয়ই জনসাধারণের সহিত সুপরিচিত। কবিত্বকৌশলে উভয়েরই গৌরববৃদ্ধি হইয়াছে। স্বাভাবিক সৌন্দর্য্যে উভয়ই কবির সৃষ্টির মধ্যে শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিয়াছে।

কৃষ্ণচন্দ্র চর্ম্মকার (কেষ্টা মুচী) এবং অণ্টুনি সাহেবও উৎকৃষ্ট কবিওয়ালা বলিয়া প্রসিদ্ধ। কৃষ্ণচন্দ্রের সবিশেষ পরিচয় পাওয়া যায় না। কথিত আছে, তাহার গানে অনেক সময়ে কবিপ্রধান হরুঠাকুরকেও মস্তক অবনত করিতে হইত। অনেক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি কৃষ্ণচন্দ্রকৃত সঙ্গীত শুনিয়া পরিতোষ লাভ করিতেন। অনেক "ওস্তাদি" দলের লোকে কৃষ্ণচন্দ্রের গান লইয়া, আপনাদের প্রাধান্য রক্ষা করিত। কবিবর ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত কৃষ্ণচন্দ্র চর্ম্মকারের সঙ্গীতসমূহের সংগ্রহে সবিশেষ চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। কেবল নিম্নলিখিত গানটির একাংশ মাত্র তাঁহার হস্তগত হয় :—

মহড়া——"হরি, কে বুঝে, তোমার এ লীলে।
ভাল প্রেম করিলে॥
হইয়ে ভূপতি, কুবুজা যুবতী, পাইয়ে শ্রীপতি,
শ্রীমতী রাধারে রহিলে ভুলে॥

চিতেন——"শ্যাম, সেজেছ হে বেশ্, ওহে হৃষীকেশ্,
রাখালের বেশ্ এখন্ কোথা লুকালে।
* * * *
গোপোগোপীকুলে গোকুলে অকূলে ভাসায়ে দিলে॥
ইত্যাদি।

গানের অবশিষ্ট অংশ প্রাপ্ত হওয়া যায় নাই, যাহা উদ্ধৃত হইল, তাহাতেই চর্ম্মকারের রচনাকৌশলের পরিচয় পাওয়া যায়।

আণ্টুনি ফিরিঙ্গী এক জন ফরাসী। শাস্ত্রদর্শী শ্রীযুত রাজনারায়ণ বসু মহাশয় লিখিয়াছেন, "একজন ফিরিঙ্গী হিন্দু কবিওয়ালাদিগের দলে প্রবিষ্ট হইয়া খ্যাতি লাভ করিয়াছিল, এই আশ্চর্য্য! শুনা গিয়াছে, আণ্টুনি ফরাশডাঙ্গার এক জন সম্ভ্রান্ত ফরাশিসের পুত্র। তিনি যৌবনের প্রারম্ভে ফরাশডাঙ্গার বিখ্যাত গাঁজিয়ালদিগের সংসর্গে পড়িয়া বয়ে গিয়াছিলেন। তৎপরে কবিওয়ালাদিগের দলে প্রবিষ্ট হইয়া, এক জন বিখ্যাত কবিওয়ালা হইয়া উঠিয়াছিলেন।" কালের পরিবর্ত্তনে আণ্টুনির অদৃষ্টচক্র এইরূপ পরিবর্ত্তিত হইয়াছিল। সম্ভ্রান্ত ফরাসী পরিশেষে হিন্দুর দশভুজা দুর্গার সমক্ষে মস্তক অবনত করিয়া গাইয়াছিলেনঃ—

"জয়া, যোগেন্দ্রজায়া, মহামায়া মহিমা অসীম তোমার।
এক বার দুর্গা, দুর্গা, দুর্গা বোলে, যে ডাকে মা তোমায়,
তুমি কর তায় ভবসিন্ধু পার॥" ইত্যাদি

এতদ্ব্যতীত কলিকাতানিবাসী কায়স্থকুলসম্ভূত রামসুন্দর রায় এক জন সুকবি ছিলেন। কথিত আছে, ইঁহার খেউড়ে এক সময়ে হরু ঠাকুরও পরাজিত হইয়াছিলেন। রামসুন্দর রায়ের সমুদয় গান সংগৃহীত হয় নাই। বিশেষতঃ কোন্ কোন্ সঙ্গীত ইঁহার প্রণীত, এখন তাহার নির্ণয় করা দুর্ঘট হইয়া উঠিয়াছে।

কতিপয় প্রধান কবিওয়ালার রচনার পরিচয় এবং তাঁহাদের সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রদত্ত হইল। এই সকল কবিওয়ালা কবিত্বগুণে সাহিত্যসমাজের বরণীয় হইয়া রহিয়াছেন। ইঁহাদের রচনার সহিত বাঙ্গালা গীতিকবিতার উন্নতি ও পরিপুষ্টির বিবরণ এরূপ ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধে আবদ্ধ যে, ঐ সকল রচনা পরিত্যাগ করিলে বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস অসম্পূর্ণ হয়। ইঁহারা আত্মবিবরণ লিপিবদ্ধ করেন নাই; স্বরচিত সংগীত অক্ষতভাবে রাখিতেও যত্নশীল হয়েন নাই। শ্রোতারা চিত্রার্পিতের ন্যায় নিশ্চলভাবে থাকিয়া, ইঁহাদের পীযূষবর্ষী সঙ্গীত শ্রবণ করিত; ইঁহারাও শ্রোতাদিগের তৃপ্তি সাধন করিয়াই, আপনারা তৃপ্তি লাভ করিতেন। ইঁহাদের রচনা যে, উত্তর কালে বাঙ্গালা সাহিত্যের কত দূর উপকার সাধন করিবে, তাহা ইঁহারা ভাবিতেন না। শ্রোতাদিগের সন্তোষ ও তৃপ্তির সহিত ইঁহাদের যে সন্তোষ ও তৃপ্তি লাভ হইত, তাহাই ইঁহারা আপনাদের প্রকৃষ্ট পুরস্কার বলিয়া মনে করিতেন। অপরিসীম উদারত্ব ও মহত্ত্বের জন্য ইঁহাদের অনেকে আপনাদের অস্তিত্ববিলোপেরও পথ করিয়া গিয়াছেন। ইঁহারা স্বরচিত সঙ্গীতে অপরের নামে ভণিতা দিয়াছেন; অপরের নামে আত্মসঙ্গীত সুধীসমাজে পরিচিত করিয়াছেন এবং অপরের গুণগৌরবের নিকট আপনাদের গুণগৌরব সঙ্কুচিত করিয়া রাখিয়াছেন। এইরূপ ইঁহাদের আত্মত্যাগের একশেষ প্রদর্শিত হইয়াছে। কিন্তু ইঁহারা শ্রেষ্ঠ কবি—ইঁহাদের রচনা বঙ্গীয় সাহিত্য ভাণ্ডারের শ্রেষ্ঠ কবিতা। ইঁহারা প্রকৃতির প্রিয়তম সন্তান—সারস্বতী ব্যক্তির মহিমায় গৌরবান্বিত মহাপুরুষ। ইঁহারা নির্জ্জন স্থানে নীরবে বসিয়া কল্পনার উপাসনা করিতেন না। প্রসন্নসলিলা জাহ্নবীর জলধারার ন্যায় ইঁহাদের আবেগময়ী কবিতাধারা সকল সময়ে সকল অবস্থাতেই খর বেগে

প্রবাহিত হইত। ঢোলক বা কাঁসির গগনভেদী রবের মধ্যেও ইহাদের কল্পনা সঙ্কুচিত হইত না, বা লোকারণ্যের বিস্ময়াবহ দৃশ্যেও ইহাদের কবিত্বশক্তি অবনত হইয়া পড়িত না। কলরবে উপেক্ষা দেখাইয়া, লোকারণ্যে দৃক্‌পাত না করিয়া, ইহারা আপনাদের অপূর্ব্ব কবিত্বের পরিচয় দিতেন। সারস্বতসমাজে সরস্বতীর এইরূপ উপাসকদিগের অস্তিত্ববিলোপ কখনও বাঞ্ছনীয় নহে। যে কোনরূপে হউক, ইহাদের কবিতা এবং ইহাদের বিবরণ সংগ্রহ করা একান্ত আবশ্যক হইতেছে। কবিবর ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত কবিভক্ত ও কবির মর্য্যাদারক্ষায় তৎপর ছিলেন। তাঁহার যত্নাতিশয়ে অনেক কবির সংক্ষিপ্ত জীবনী সঙ্কলিত এবং তাঁহাদের কবিতাবলী সংগৃহীত হইয়াছে। কিন্তু তিনি এ বিষয়ে সর্ব্বাংশে পূর্ণমনোরথ হইতে পারেন নাই। তাঁহার একান্ত যত্নেও অনেক কবির উৎকৃষ্ট সঙ্গীতের সমুদয় অংশ সঙ্কলিত হয় নাই। পরবর্ত্তী সংগ্রাহকগণও ঐ সকল অপ্রাপ্য অংশের সমুদ্ধারে অকৃতকার্য্য হইয়াছেন। এখন সাহিতসেবক সহৃদয়গণের নিকট সবিনয় প্রার্থনা যে, তাঁহারা বঙ্গীয় সাহিত্যের সমৃদ্ধি রক্ষার জন্য কবিচরিত সহ বিলুপ্তপ্রায় প্রাচীন সঙ্গীতগুলির সংগ্রহ করিলে একটি মহৎ কার্য্য সম্পন্ন হয়। তাঁহাদের সংগ্রহ সাদরে সাহিত্য-পরিষদ-পত্রিকায় প্রকাশিত হইবে।

মুদ্রিত বাঙ্গালা পুস্তকের তালিকা।

ধর্ম্মনীতি এবং নীতিকথা।

নীতিসংক্রান্ত গ্রন্থের মধ্যে ১৮০১ অব্দে প্রথমে হিতোপদেশ প্রকাশিত হয়। ১৮০৯ অব্দে এক ব্যক্তি উহার পরিশোধিত সংস্করণ প্রকাশ করেন। ঐ বৎসর বত্রিশ সিংহাসন প্রচারিত হয়। ১৮০৩ অব্দে ডাক্তার গিলক্রাইষ্ট্ উর্দ্দু, পারসী, আরবী, ব্রজ-ভাষা এবং বাঙ্গালায় ঈসপের গল্প এবং অন্যান্য নীতিগল্প প্রকাশ করেন। এগুলি রোমক অক্ষরে মুদ্রিত হইয়াছিল। তারিণীচরণ মিত্র নামক এক ব্যক্তি বাঙ্গালা করিয়া-ছিলেন। ১৮২০ অব্দে ষ্টুয়ার্ট সাহেবের উপদেশকথা অর্থাৎ ঐতিহাসিক নীতিগল্প ইংরেজী ও বাঙ্গালায় মুদ্রিত হয়। এই গ্রন্থে মাতাপিতার প্রতি সম্মান, মিত্রতা, মিথ্যা-বাদিতা, পরিশ্রম, অহঙ্কার, ক্রোধ, অকৃতজ্ঞতা সম্বন্ধে ইতিহাসমূলক কথামালা সন্নিবেশিত হইয়াছিল। ১৮২৯ অব্দে শ্রীরামপুর প্রেস্ হইতে সদ্গুণ ও বীর্য্য নামক একখানি উৎকৃষ্ট গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। ইহাতে গ্রীশ, আফ্রিকা, রুশিয়া, প্রুশিয়া এবং ভারতবর্ষের প্রাচীন ও আধুনিক ইতিহাস হইতে ৯৫টি নীতিকথা বিবৃত হইয়াছিল। মূল্য ১॥০ টাকা। ১৮২৬ অব্দে স্কুলবুক্ সোসাইটি কর্ত্তৃক কবিতামৃতকূপ প্রকাশিত হয়। পত্রসংখ্যা ৪৪। মূল্য ॥০ আনা। ইহাতে ১০৬টি সংস্কৃত কবিতা এবং উহার বাঙ্গালা অনুবাদ ছিল। ১৮৩০ অব্দে ভ্রমরাষ্টক প্রকাশিত হয়। ১৮৩১ অব্দে ভর্ত্তৃহরির নীতিকথা প্রকা-শিত হয়। ভর্ত্তৃহরি রাজা বিক্রমাদিত্যের ভ্রাতা। ইনি অনেকগুলি উৎকৃষ্ট নীতিকবিতা রচনা করিয়া গিয়াছেন। এই গ্রন্থের লাতিন অনুবাদ জর্ম্মনিতে প্রকাশিত হইয়াছিল। প্রায় এই সময়ে পুত্রের প্রতি লর্ড চেষ্টরফীল্ডের উপদেশ অনূদিত হয়। ১৮৩০ অব্দে হরিনাভির একজন পণ্ডিত কৌতুকসর্ব্বস্ব নাটক প্রকাশ করেন। এই নাটকে বাঙ্গালা অনুবাদ সহ সংস্কৃত শ্লোকমালা সংগৃহীত হইয়াছিল। কোন উৎকৃষ্ট নীতিমূলক ইংরেজী গ্রন্থ পরিশুদ্ধ বাঙ্গালায় অনূদিত হয়, ইহা বিশপ টর্নরের ইচ্ছা ছিল। তাঁহার পরামর্শে ১৮৩৩ অব্দে রাজা কালীকৃষ্ণ বাহাদুর জন্সনকৃত রাসেলাসের অনুবাদ করেন। ১৮৩৮ অব্দে রামচন্দ্র মিত্রের সম্পাদকতায় জ্ঞানোদয় নামক একখানি সাময়িক পত্রের প্রচার হয়। ইহাতে নীতি ও ইতিহাসসংক্রান্ত বিবিধ গল্প এবং ভূতত্ত্ব, উদ্ভিদতত্ত্ব ও জীবতত্ত্বঘটিত প্রবন্ধাবলী থাকিত। ১৮৩৪ অব্দে নীলরত্ন হালদার দম্পতিশিক্ষা প্রকাশ করেন। ইহাতে পতিপত্নীর শাস্ত্রনির্দ্দিষ্ট কর্ত্তব্য বিবৃত হইয়াছিল। ১৮৩৪ অব্দে শরৎ বসুর উপদেশকথা প্রকাশিত হয়। ইহা রোমক অক্ষরে মুদ্রিত হইয়াছিল। ১৮৩৪ অব্দে মার্শমান্ সাহেব ঈশপের গল্প প্রকাশ করেন। ১৮৩৬ অব্দে রাজা কালীকৃষ্ণ বাহাদুর

গের গল্পমালার অনুবাদ করেন। এজন্য তিনি হলণ্ডের রাজার নিকট স্বর্ণপদক প্রাপ্ত হয়েন। ১৮৪০ অব্দে রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ নীতিদর্শন নামক কতকগুলি নীতিমূলক উপদেশ প্রকাশ করেন। এই সকল উপদেশ হিন্দুকলেজ পাঠশালার ছাত্রদিগকে দেওয়া হইয়াছিল। উপদেশগুলি বিদ্যানুশীলনের আবশ্যকতা, সত্যপ্রিয়তা, অসত্যপ্রিয়তা, কৃতজ্ঞতার আবশ্যকতা, বাঙ্গালাভাষা, হিন্দুর সাহিত্য, বিদ্যানুশীলনের ইতিকর্ত্তব্যতা, ধর্ম্মনীতি, মাতাপিতার প্রতি কর্ত্তব্য প্রভৃতি বিষয় সম্বন্ধে বিবৃত হইয়াছিল। উপদেষ্টা স্বকীয় মতের সমর্থন জন্য উপদেশমালায় নানা শাস্ত্র হইতে বচন সংগ্রহ করিয়া দিয়াছিলেন। বাঙ্গালায় ক্রমান্বয়ে এইরূপ উপদেশ প্রদত্ত হয়, ইহা উপদেষ্টার অভিপ্রেত ছিল। কিন্তু বাঙ্গালা ভাষার অনুশীলন সম্বন্ধে তাদৃশ উৎসাহ না থাকাতে ইহা বন্ধ হয়। স্বদেশানুরাগ, পরিভ্রমণের উপকারিতা, জুয়াখেলা, আইনের আবশ্যকতা, বহুবিবাহের অপকার, কৃতজ্ঞতার আবশ্যকতা, মাতাপিতা ও পুত্রের পরস্পরব্যবহার প্রভৃতি সম্বন্ধে উপদেশ দিবার অভিপ্রায় ছিল। ১৮৪০ অব্দে হিন্দুকলেজ পাঠশালার জন্য নীতিদর্শক প্রকাশিত হয়। পত্রসংখ্যা ২২। ইহাতে প্রাতরুত্থান, পরিচ্ছন্নতা, বিদ্যালয়ে ছাত্রের ব্যবহার, পরিশ্রম, শিক্ষা, মাতাপিতার প্রতি কর্ত্তব্য, সত্যবাদিতা, বিনয় প্রভৃতি সম্বন্ধে উপদেশ ছিল। ১৮৪৩ অব্দে মর্টন সাহেব সলমনের প্রবাদমালার অনুবাদ প্রকাশ করেন। পত্রসংখ্যা ৭৬। বাঙ্গালাভাষায় মর্টনের পারদর্শিতা ছিল। তৎকৃত উৎকৃষ্ট অনুবাদে মূল গ্রন্থের সৌন্দর্য্য প্রতিফলিত হইয়াছিল। ১৮৩৬ অব্দে জ্ঞানাঙ্কুর প্রকাশিত হয়। পত্রসংখ্যা ১৬। কবিতারত্নাকর প্রেস্। ইহাতে মাতাপিতার প্রতি সন্তানের কর্ত্তব্য, অসৎসংসর্গের অপকারিতা, প্রভৃতি বিবিধ বিষয়ক নীতিগল্প বিবৃত হইয়াছিল।

সদাচারদীপক। পত্রসংখ্যা ৪৮। ট্রাক্ট্ সোসাইটি। মূল্য অর্দ্ধ আনা। প্রথম সংস্করণ, ১৮৩৬। শেষ সংস্করণ, ১৮৫৫। ইহাতে মৃত্যুভয়, বাইবেলের প্রতি একটি বালকের শ্রদ্ধা, একটি বালকের মিথ্যা কহা বা চুরি করার ভয়, ন্যায়নিষ্ঠ মহিলা, উদারপ্রকৃতি নাবিক প্রভৃতি নানা বিষয়ের গল্প ছিল।

আনোয়ার সোহেলী। গোপীমোহন চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক অনূদিত। প্রথম ভাগ। আংলো ইণ্ডিয়ান্ ইউনিয়ন প্রেস্। ১৮৫৫। পত্রসংখ্যা ২৮৪। মূল্য ৸৹ বার আনা। নির্দ্দয়ের প্রতি বিশ্বাসস্থাপনের অবিধেয়তা, মিত্রতা, আলস্য, ক্ষমা প্রভৃতি সম্বন্ধে নীতিকথা। গদ্য ও পদ্যে রচিত। পারশী গ্রন্থের অনুবাদ। পারশী গ্রন্থখানি আবার সংস্কৃত হিতোপদেশ হইতে অনূদিত।

বানর্য্যষ্টক। পত্র সংখ্যা ৪। ১৮৫৪। রাজা বিক্রমাদিত্যের প্রতি বানরীর প্রশ্ন। রাজা কালীকৃষ্ণ বাহাদুর উহার ইংরেজী অনুবাদ করেন।

বানরাষ্টক। পত্র সংখ্যা ৩। রাজা বিক্রমাদিত্যের প্রতি বানরবেশধারী এক ব্যক্তির প্রশ্ন। ১৮৩৪ অব্দে উহা রাজা কালীকৃষ্ণকর্ত্তৃক ইংরেজীতে অনূদিত হয়।

বত্রিশসিংহাসন। নীলমণি বসাক প্রণীত। পত্রসংখ্যা ২০৯। মূল্য ৷৵০ বার আনা।

বত্রিশসিংহাসন। সংবাদপূর্ণচন্দ্রোদয় সম্পাদক কর্তৃক হিন্দী হইতে অনূদিত। পত্রসংখ্যা ৩২০। মূল্য এক টাকা, পূর্ণচন্দ্রোদয় প্রেস্। য়েট্ সাহেবের বাঙ্গালা রচনাসংগ্রহের দ্বিতীয় খণ্ডে ইহা হইতে ১৪টি গল্প উদ্ধৃত হইয়াছিল।

বত্রিশসিংহাসন। রাজকৃষ্ণ নিয়োগী প্রণীত। পদ্য। ভাস্কর প্রেস্। পত্রসংখ্যা ২০৪। ১৮৪৮।

চাণক্য। প্রথম সংস্করণ, ১৮১৭। চাণক্য শ্লোকের অনেক সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছে। পল্লীগ্রামের পাঠশালার ছাত্রেরা এই সকল শ্লোক মুখস্থ করিয়া থাকে। ইংলণ্ডে ওয়াটের সঙ্গীতমালার যে স্থল, বঙ্গদেশে চাণক্যশ্লোকও সেই রূপ স্থল অধিকার করিয়াছে। চাণক্য-শ্লোক স্বতন্ত্রভাবে কদাচিৎ পাওয়া যায়। উহা শিশুবোধকের সহিত একত্র প্রকাশিত হইয়া থাকে। দিগম্বর রায় নামক এক ব্যক্তি ১৮৪০ অব্দে উহার ইংরেজী এবং বাঙ্গালা অনুবাদ প্রকাশ করেন। উহা অধুনিক গ্রীক এবং ইতালীয় ভাষাতেও অনূদিত হইয়াছে।

নীতিবোধ। রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত। ইংরেজী হইতে অনূদিত। তৃতীয় সংস্করণ। ১৮৫৩। সংস্কৃত প্রেস। পত্রসংখ্যা ১০৭। মূল্য ॥০ আনা। ভাষা পরিমার্জ্জিত। তিন বৎসরে উহার তিন সংস্করণ হইয়াছে চতুর্থ সংস্করণ যন্ত্রস্থ।

চাতকাষ্টক। সংস্কৃত এবং বাঙ্গালা। কালিদাসের নীতিমূলক রূপকথা। পত্রসংখ্যা ৫। ১৮৫৪। রোজারিও এণ্ড কোং। মূল্য অর্দ্ধ আনা। এই গ্রন্থ জরমান্ ভাষায় অনূদিত হয়। ভ্রমরাষ্টক—এই শ্রেণীর অন্য এক খানি পুস্তক।

পঞ্চরত্ন। সংস্কৃত এবং বাঙ্গালা। পত্রসংখ্যা ৫। ১৮৫৪। রোজারিও এণ্ড কোং। মূল্য অর্দ্ধ আনা। বাহিরগাছীনিবাসী নবকান্ত কর্তৃক অনূদিত। ইহাতে কতকগুলি প্রশ্নের রাজা বিক্রমাদিত্যপ্রদত্ত নীতিমূলক উত্তর আছে। রাজা কালীকৃষ্ণ বাহাদুর উহার ইংরেজী অনুবাদ করেন।

স্ত্রীশিক্ষাবিষয়ক প্রস্তাব। প্রথম সংস্করণ, ১৮১৮। চতুর্থ সংস্করণ, ১৪৫৪। স্কুল-বুক সোসাইটির প্রকাশিত। মূল্য ৵০ দুই আনা। ইহাতে সরল ভাষায় স্ত্রীশিক্ষার ঔচিত্য প্রতিপন্ন হইয়াছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ রুক্মিণী, খনা, অহল্যা বাই প্রভৃতির উল্লেখ আছে। কোন কোন বাঙ্গালা সংবাদপত্রে এই পুস্তকের বিপক্ষে তীব্র সমালোচনা হইয়াছিল। ১৮৪০ অব্দে ইহার বিরুদ্ধে স্ত্রীর দুরাচার প্রকাশিত হয়। ইহাতে স্ত্রীলোকের নিন্দনীয় কর্ম্মের বিষয় বিবৃত হইয়াছিল।

স্ত্রীগণের বিদ্যা। তারাশঙ্করের রচনা। পত্রসংখ্যা ৫৮। দ্বিতীয় সংস্করণ। রোজারিও এণ্ড কোং। এই পুস্তকের ৬,০০০ ছয় হাজার খণ্ড একবারে প্রকাশিত হয়। লেখক মার্জ্জিত ভাষায়, বর্ত্তমান সময়ে নারীজাতির অজ্ঞতা, তাহাদের দুরবস্থা, কৌলিন্যপ্রথা, স্ত্রীশিক্ষা-বিষয়ে হিন্দুশাস্ত্রের সপক্ষতা, বিধবাগণের অবস্থা, নয়টি বিদুষী হিন্দু মহিলার

বিবরণ, বিদুষী মহিলার কার্য্য, ইংলণ্ডের দৃষ্টান্ত, নারীগণের পরিচ্ছদ, বালিকাবিদ্যালয়, পাঠ্যগ্রন্থ, শিক্ষক, নারীসমাজ প্রভৃতি বিষয়ের বর্ণনা করিয়াছেন। স্ত্রীশিক্ষাবিষয়ক রচনার মধ্যে উৎকৃষ্ট হওয়াতে এই রচনা ১৮৫০ অব্দে হেয়ার সাহেবের প্রাইজ্ কণ্ড্ হইতে পুরস্কার প্রাপ্ত হয়।

জ্ঞানপ্রদীপ। গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য্য প্রণীত। ভাস্কর প্রেস। প্রথম সংস্করণ ১৮৪৮। দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৮৫৩। প্রথম ভাগ। পত্র সংখ্যা ৭৮। মূল্য ॥০ আট আনা।

জ্ঞানপ্রদীপ। গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য্য প্রণীত। দ্বিতীয় ভাগ। পত্র সংখ্যা ৭৮। মূল্য ॥০ আটা আনা। ১৮৫৩। ভাস্কর প্রেস। নীতিবিষয়ক গল্প। এগুলি প্রথমে ভাস্কর সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইয়াছিল।

হিতকথা। রাজকিশোর প্রণীত। একশতটি সংস্কৃত নীতিশ্লোক এবং উহার বাঙ্গালা অনুবাদ। চন্দ্রিকা প্রেস্। পত্রসংখ্যা ১৪। ১৮৪৯। পুস্তকে যে যে কথার উল্লেখ আছে, তন্মধ্যে দৃষ্টান্তস্বরূপ কয়েকটি লিখিত হইল:—বিদ্যা সামান্য শুক্তির অভ্যন্তরে মুক্তার ন্যায়; রসনা কোমল ও অস্থিশূন্য হইলেও সবল এবং ক্ষমতাপন্ন; ধনী কৃপণ, বৃষ্টিশূন্য মেঘের ন্যায়; রাজার অনুগ্রহ বায়ুর ন্যায় পরিবর্ত্তিত হয় ইত্যাদি।

হিতোপদেশ। প্রথম সংস্করণ, ১৮০১। শ্রীরামপুর প্রেস্। শেষ সংস্করণ ১৮৫৫। কথাচ্ছলে নীতিশিক্ষাবিষয়ক গ্রন্থ। স্যার্ উইলিয়ম জোন্স্ এ সম্বন্ধে লিখিয়াছেন:—নিরতিশয় প্রাচীন না হইলেও এগুলি পৃথিবীর মধ্যে নিরতিশয় সুন্দর কথামালা। ইহা কুড়িটির অধিক ভাষায় নানাস্থানে ভিন্ন ভিন্ন নামে প্রচারিত রহিয়াছে।" উপস্থিত সংস্করণ সংস্কারযোগ্য। হিতোপদেশের স্যার্ উইলিয়ম জোন্স্ কৃত ইংরেজী অনুবাদ, পূর্ণচন্দ্রোদয় প্রেসে এক টাকা মূল্যে পাওয়া যায়। বাইবেলের পর এই গ্রন্থই বহুসংখ্য ভাষায় অনূদিত হইয়াছে। ইহার দুই খানি স্বতন্ত্র বাঙ্গালা অনুবাদ আছে, এক খানি গোলকনাথ কৃত; আর এক খানি মৃত্যুঞ্জয় প্রণীত। এতদ্ব্যতীত ইহার সংস্কৃত, ইংরেজী এবং বাঙ্গালা লক্ষ্মীনারায়ণ কর্ত্তৃক প্রকাশিত হইয়াছে। এই সংস্করণ ১৮৩০ অব্দে মুদ্রিত হয়। পত্র সংখ্যা ৪২৪। হিতোপদেশের বাঙ্গালা অন্ততঃ দুই লক্ষ খণ্ড মুদ্রিত হইয়াছিল। টেলিমেকসের ন্যায় হিতোপদেশও রাজপুত্রকে কথাচ্ছলে নীতিবিষয়ক উপদেশ দিবার জন্য প্রণীত হয়। ("কথাচ্ছলেন বালানাং নীতিস্তদিহ কথ্যতে")।

হিতোপদেশ। য়েট্স্ কৃত পরিশোধিত সংস্করণ। প্রথম সংস্করণ, ১৮৪১। শেষ সংস্করণ, ১৮৫১। পত্রসংখ্যা ১২৮। মূল্য।৵০ আনা। শেষ সংস্করণের পত্রসংখ্যা ১৫৮। স্কুলবুক সোসাইটি কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

জোসেফের ইতিহাস। ট্রাক্ট সোসাইটি। পত্রসংখ্যা ৫১। মূল্য অর্দ্ধ আনা। এই পুস্তক মুসলমান এবং খ্রীষ্টান, উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যেই সুপরিচিত। ইহাতে সতীত্ব এবং সন্তানস্নেহ সম্বন্ধে সুন্দর দৃষ্টান্ত আছে।

জ্ঞানার্ণব। প্রেমচাঁদ রায় কৃত। ১৮৪২। দ্বিতীয় সংস্করণ। পত্রসংখ্যা ১৯৪। মূল্য ১৷৷০ টাকা। সংস্কৃত এবং অন্যান্য গ্রন্থ হইতে সংগৃহীত ও অনূদিত। ইহাতে মাতাপিতা এবং শিক্ষকের প্রতি কর্ত্তব্য, জ্ঞান, নির্বুদ্ধিতা প্রভৃতি সম্বন্ধে নীতিকথা সঙ্কলিত হইয়াছে।

জ্ঞানচন্দ্রিকা। হিন্দুকলেজের পূর্ব্বতন ছাত্র গোপাল মিত্র প্রণীত। পত্রসংখ্যা ১৯২। মূল্য ১৸০ এক টাকা বার আনা। ১৮৩৮। শিক্ষাসমাজ এই গ্রন্থের গ্রাহক ছিলেন। ইহাতে প্রবোধচন্দ্রিকা, হিতোপদেশ এবং পুরুষপরীক্ষা হইতে নীতিবিষয়ক প্রবন্ধ সঙ্কলিত হইয়াছে।

জ্ঞানোল্লাস। বড়বাজার নিবাসী ঈশ্বরচন্দ্র মল্লিক প্রণীত। বিন্দুবাসিনী প্রেস্, ১৮৫৪। পত্র সংখ্যা ১৮। ইহাতে দাতৃত্ব, আতিথেয়তা, দয়া, ধৈর্য্য প্রভৃতি সম্বন্ধে নীতি-বিষয়ক উপদেশ আছে। পরিশোধনযোগ্য।

কুলীনকুল-সর্ব্বস্ব নাটক। মেট্রোপলিটন কলেজের প্রধান পণ্ডিত রামনারায়ণ শর্ম্মপ্রণীত। সংস্কৃত প্রেস্। ১৮৫৪। পত্রসংখ্যা ১২৭। মূল্য ১৲ এক টাকা। রঙ্গপুরের জমীদার কালীচন্দ্র চৌধুরী কুলীনদিগের বহুবিবাহের দোষ প্রদর্শন সম্বন্ধে উৎকৃষ্ট রচনার জন্য ৫০৲ পঞ্চাশ টাকা পারিতোষিক দিতে প্রতিশ্রুত হয়েন। কুলীনকুলসর্ব্বস্বকার ঐ পারিতোষিক প্রাপ্ত হয়েন। এই নাটক টমকাকার কুটীরের ন্যায় একটি বিশেষ দোষা-বহ বিষয়ের নির্দ্দেশ করিয়াছে। রচনাপ্রণালীতে এবং বর্ণনীয় বিষয়ে লেখকের যথোচিত ক্ষমতা আছে। গ্রন্থখানি নিরতিশয় প্রয়োজনীয়।

ছোট হেন্‌রি। প্রথম সংস্করণ, ১৮২৪। শেষ সংস্করণ, ১৮৪৯। ট্রাক্‌ট্ সোসা-ইটি। পত্রসংখ্যা ৬০। মূল্য এক আনা। শ্রীমতী সিয়ারউডের অনাথ বালক সম্বন্ধে সুন্দর গল্প। ইহার সহিত খ্রীষ্টধর্ম্মতত্বের উপদেশ সম্মিলিত আছে।

মোহমুদ্গর। ১৮৫৪। পত্রসংখ্যা ৮। মূল্য অর্দ্ধ আনা। রোজারিও এণ্ড্ কোং। সংসারবৈরাগ্য সম্বন্ধে উৎকৃষ্ট কবিতাগ্রন্থ। স্যার্ উইলিয়ম জোন্স্ ইহার ইংরেজী অনুবাদ করেন। বর্ত্তমান বৎসরে (১৮৫৫ অব্দে) ইহার দুই সংস্করণ প্রকাশিত হয়। এক খানি বাঙ্গালা, আর একখানি সংস্কৃত এবং বাঙ্গালা। প্রাচীন যুগের সলমনের গ্রন্থের ন্যায় এই গ্রন্থে সংসারবৈরাগ্যের বিষয় বর্ণিত হইয়াছে। ছয় শতাব্দী পূর্ব্বে সুবিখ্যাত শঙ্করাচার্য্য-কর্ত্তৃক ইহা প্রণীত হয়। ইহা জর্ম্মান্ এবং ফরাসীভাষায় অনূদিত হইয়াছে।

রাজদূত ও সরলতার পুরস্কার। কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত। ইংরেজী ও বাঙ্গালা। ১৮৪৯। পত্রসংখ্যা ৩২০। ইংরেজী বাঙ্গালা সংস্করণ দুষ্প্রাপ্য। রাজদূত আডামপ্রণীত উৎকৃষ্ট গল্পের (The shadow of the Cross) অনুবাদ। সরলতার পুর-স্কার কুমারী এজ্‌ওয়ার্থকৃত Reward of honesty হইতে অনূদিত।

কাফ্রিদাস। ইংরেজী হইতে অনূদিত। পত্রসংখ্যা ৩৩। মূল্য অর্দ্ধ আনা।

বিবরণ, বিদুষী মহিলার কার্য্য, ইংলণ্ডের দৃষ্টান্ত, নারীগণের পরিচ্ছদ, বালিকাবিদ্যালয়, পাঠ্যগ্রন্থ, শিক্ষক, নারীসমাজ প্রভৃতি বিষয়ের বর্ণনা করিয়াছেন। স্ত্রীশিক্ষাবিষয়ক রচনার মধ্যে উৎকৃষ্ট হওয়াতে এই রচনা ১৮৫০ অব্দে হেয়ার সাহেবের প্রাইজ্ ফণ্ড্ হইতে পুরস্কার প্রাপ্ত হয়।

জ্ঞানপ্রদীপ। গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য্য প্রণীত। ভাস্কর প্রেস। প্রথম সংস্করণ ১৮৪৮। দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৮৫৩। প্রথম ভাগ। পত্র সংখ্যা ৭৮। মূল্য ॥০ আট আনা।

জ্ঞানপ্রদীপ। গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য্য প্রণীত। দ্বিতীয় ভাগ। পত্র সংখ্যা ৭৮। মূল্য ॥০ আটা আনা। ১৮৫৩। ভাস্কর প্রেস। নীতিবিষয়ক গল্প। এগুলি প্রথমে ভাস্কর সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইয়াছিল।

হিতকথা। রাজকিশোর প্রণীত। একশতটি সংস্কৃত নীতিশ্লোক এবং উহার বাঙ্গালা অনুবাদ। চন্দ্রিকা প্রেস্। পত্রসংখ্যা ১৪। ১৮৪৯। পুস্তকে যে যে কথার উল্লেখ আছে, তন্মধ্যে দৃষ্টান্তস্বরূপ কয়েকটি লিখিত হইল:—বিদ্যা সামান্য শুক্তির অভ্যন্তরে মুক্তার ন্যায়; রসনা কোমল ও অস্থিশূন্য হইলেও সবল এবং ক্ষমতাপন্ন; ধনী কৃপণ, বৃষ্টি-শূন্য মেঘের ন্যায়; রাজার অনুগ্রহ বায়ুর ন্যায় পরিবর্ত্তিত হয় ইত্যাদি।

হিতোপদেশ। প্রথম সংস্করণ, ১৮০১। শ্রীরামপুর প্রেস্। শেষ সংস্করণ ১৮৫৫। কথাচ্ছলে নীতিশিক্ষাবিষয়ক গ্রন্থ। স্যার্ উইলিয়ম জোন্স্ এ সম্বন্ধে লিখিয়াছেন:—নিরতিশয় প্রাচীন না হইলেও এগুলি পৃথিবীর মধ্যে নিরতিশয় সুন্দর কথামালা। ইহা কুড়িটির অধিক ভাষায় নানাস্থানে ভিন্ন ভিন্ন নামে প্রচারিত রহিয়াছে।" উপস্থিত সংস্করণ সংস্কারযোগ্য। হিতোপদেশের স্যার্ উইলিয়ম জোন্স্ কৃত ইংরেজী অনুবাদ, পূর্ণচন্দ্রোদয় প্রেসে এক টাকা মূল্যে পাওয়া যায়। বাইবেলের পর এই গ্রন্থই বহুসংখ্য ভাষায় অনূদিত হইয়াছে। ইহার দুই খানি স্বতন্ত্র বাঙ্গালা অনুবাদ আছে, এক খানি গোলকনাথ কৃত; আর এক খানি মৃত্যুঞ্জয় প্রণীত। এতদ্ব্যতীত ইহার সংস্কৃত, ইংরেজী এবং বাঙ্গালা লক্ষ্মীনারায়ণ কর্ত্তৃক প্রকাশিত হইয়াছে। এই সংস্করণ ১৮৩০ অব্দে মুদ্রিত হয়। পত্র সংখ্যা ৪২৪। হিতোপ-দেশের বাঙ্গালা অন্ততঃ দুই লক্ষ খণ্ড মুদ্রিত হইয়াছিল। টেলিমেকসের ন্যায় হিতোপদেশও রাজপুত্রকে কথাচ্ছলে নীতিবিষয়ক উপদেশ দিবার জন্য প্রণীত হয়। ("কথাচ্ছলেন বালানাং নীতিস্তদিহ কথ্যতে")।

হিতোপদেশ। য়েট্স্ কৃত পরিশোধিত সংস্করণ। প্রথম সংস্করণ, ১৮৪১। শেষ সংস্করণ, ১৮৫১। পত্রসংখ্যা ১২৮। মূল্য ।৶০ আনা। শেষ সংস্করণের পত্রসংখ্যা ১৫৮। স্কুলবুক্ সোসাইটি কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

জোসেফের ইতিহাস। ট্রাক্ট সোসাইটি। পত্রসংখ্যা ৫১। মূল্য অর্দ্ধ আনা। এই পুস্তক মুসলমান এবং খ্রীষ্টান, উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যেই সুপরিচিত। ইহাতে সতীত্ব এবং সন্তানস্নেহ সম্বন্ধে সুন্দর দৃষ্টান্ত আছে।

জ্ঞানার্ণব। প্রেমচাঁদ রায় কৃত। ১৮৪২। দ্বিতীয় সংস্করণ। পত্রসংখ্যা ১৭৪। মূল্য ১॥০ টাকা। সংস্কৃত এবং অন্যান্য গ্রন্থ হইতে সংগৃহীত ও অনূদিত। ইহাতে মাতাপিতা এবং শিক্ষকের প্রতি কর্ত্তব্য, জ্ঞান, নির্বুদ্ধিতা প্রভৃতি সম্বন্ধে নীতিকথা সঙ্কলিত হইয়াছে।

জ্ঞানচন্দ্রিকা। হিন্দুকলেজের পূর্ব্বতন ছাত্র গোপাল মিত্র প্রণীত। পত্রসংখ্যা ১৯২। মূল্য ১৸০ এক টাকা বার আনা। ১৮৩৮। শিক্ষাসমাজ এই গ্রন্থের গ্রাহক ছিলেন। ইহাতে প্রবোধচন্দ্রিকা, হিতোপদেশ এবং পুরুষপরীক্ষা হইতে নীতিবিষয়ক প্রবন্ধ সঙ্কলিত হইয়াছে।

জ্ঞানোল্লাস। বড়বাজার নিবাসী ঈশ্বরচন্দ্র মল্লিক প্রণীত। বিন্দুবাসিনী প্রেস্, ১৮৫৪। পত্র সংখ্যা ১৮। ইহাতে দাতৃত্ব, আতিথেয়তা, দয়া, ধৈর্য্য প্রভৃতি সম্বন্ধে নীতি-বিষয়ক উপদেশ আছে। পরিশোধনযোগ্য।

কুলীনকুল-সর্ব্বস্ব নাটক। মেট্রোপলিটন কলেজের প্রধান পণ্ডিত রামনারায়ণ শর্ম্মপ্রণীত। সংস্কৃত প্রেস্। ১৮৫৪। পত্রসংখ্যা ১২৭। মূল্য ১৲ এক টাকা। রঙ্গপুরের জমীদার কালীচন্দ্র চৌধুরী কুলীনদিগের বহুবিবাহের দোষ প্রদর্শন সম্বন্ধে উৎকৃষ্ট রচনার জন্য ৫০৲ পঞ্চাশ টাকা পারিতোষিক দিতে প্রতিশ্রুত হয়েন। কুলীনকুলসর্ব্বস্বকার ঐ পারিতোষিক প্রাপ্ত হয়েন। এই নাটক টমকাকার কুটীরের ন্যায় একটি বিশেষ দোষা-বহ বিষয়ের নির্দ্দেশ করিয়াছে। রচনাপ্রণালীতে এবং বর্ণনীয় বিষয়ে লেখকের যথোচিত ক্ষমতা আছে। গ্রন্থখানি নিরতিশয় প্রয়োজনীয়।

ছোট হেন্‌রি। প্রথম সংস্করণ, ১৮২৪। শেষ সংস্করণ, ১৮৪৯। ট্রাক্‌ট্ সোসাইটি। পত্রসংখ্যা ৬০। মূল্য এক আনা। শ্রীমতী সিয়ারউডের অনাথ বালক সম্বন্ধে সুন্দর গল্প। ইহার সহিত খ্রীষ্টধর্ম্মতত্ত্বের উপদেশ সম্মিলিত আছে।

মোহমুদ্গর। ১৮৫৪। পত্রসংখ্যা ৮। মূল্য অর্দ্ধ আনা। রোজারিও এণ্ড্ কোং। সংসারবৈরাগ্য সম্বন্ধে উৎকৃষ্ট কবিতাগ্রন্থ। স্যার্ উইলিয়ম জোন্স্ ইহার ইংরেজী অনুবাদ করেন। বর্ত্তমান বৎসরে (১৮৫৫ অব্দে) ইহার দুই সংস্করণ প্রকাশিত হয়। একখানি বাঙ্গালা, আর একখানি সংস্কৃত এবং বাঙ্গালা। প্রাচীন যুগের সলমনের গ্রন্থের ন্যায় এই গ্রন্থে সংসারবৈরাগ্যের বিষয় বর্ণিত হইয়াছে। ছয় শতাব্দী পূর্ব্বে সুবিখ্যাত শঙ্করাচার্য্য-কর্ত্তৃক ইহা প্রণীত হয়। ইহা জর্ম্মান্ এবং ফরাসীভাষায় অনূদিত হইয়াছে।

রাজদূত ও সরলতার পুরস্কার। কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত। ইংরেজী ও বাঙ্গালা। ১৮৪৯। পত্রসংখ্যা ৩২০। ইংরেজী বাঙ্গালা সংস্করণ দুষ্প্রাপ্য। রাজদূত আডামপ্রণীত উৎকৃষ্ট গল্পের (The shadow of the Cross) অনুবাদ। সরলতার পুরস্কার কুমারী এড্‌ওয়ার্থকৃত Reward of honesty হইতে অনূদিত।

কাফ্‌রিদাস। ইংরেজী হইতে অনূদিত। পত্রসংখ্যা ৩৩। মূল্য অর্দ্ধ আনা।

১৮৫১। ট্রাক্ট্ সোসাইটি। ইহা একটি দরিদ্র দাসের গল্প। ইংলণ্ডে মূল ইংরেজী গ্রন্থের বহুল প্রচার হইয়াছে।

নীতিকথা। প্রথম ভাগ। মূল্য এক আনা। প্রথম সংস্করণ, ১৮১৮। শেষ সংস্করণ, ১৮৫৪। রোজারিও এণ্ড্ কোং। তারাচাঁদ মিত্র এবং রাজা রাধাকান্ত দেব বাহাদুর কর্ত্তৃক ইংরেজী ও আরবী হইতে অনূদিত। ইহার অন্যূন এক লক্ষ খণ্ড নানা প্রেসে মুদ্রিত ও বিক্রীত হইয়াছে। ইহাতে হরিণ ও সিংহ, শশক ও ব্যাঘ্র প্রভৃতি সম্বন্ধে নীতিকথা আছে।

নীতিকথা। দ্বিতীয় ভাগ। মূল্য এক আনা। পত্রসংখ্যা ৪৮। প্রথম সংস্করণ, ১৮১৮। শেষ সংস্করণ, ১৮৫৪। রোজারিও এণ্ড কোং। নানাবিধ মুদ্রাযন্ত্র হইতে ইহার বহুসংখ্য সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছে।

নীতিকথা। তৃতীয় ভাগ। উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের পূর্ব্বতন লেঃ গবর্ণর তমাসনের পিতা রেবারেণ্ড্ তমাসনের প্রস্তাব অনুসারে রামকমল সেন কর্ত্তৃক সংগৃহীত। রেবারেণ্ড্ তমাসন ১৮১৮ অব্দে বিদ্যালয়সমূহের পরিদর্শন জন্য বর্দ্ধমানে গমন করেন। নীতিসম্বলিত গল্প পাঠে বালকদিগের নীতিজ্ঞানের উন্মেষ হয় দেখিয়া, তিনি এই প্রণালীর একান্ত পক্ষপাতী হয়েন। এই গ্রন্থে আটচল্লিশটি নীতিগল্প আছে। গল্পগুলি বিবিধ ইংরেজী গ্রন্থ এবং শ্রীরামপুরে প্রকাশিত ঈশপের গল্পমালা হইতে সংগৃহীত।

নবরত্ন। পত্র সংখ্যা ৭। মূল্য অর্দ্ধ আনা। ১৮৫৪। ইহাতে বিবিধ নীতিকথা আছে।

রবিন্সন্ ক্রুশো। প্রথম ভাগ। রেবারেণ্ড্ রবিন্সন কর্ত্তৃক ইংরেজী হইতে অনূদিত। অনুবাদের ভাষা প্রাঞ্জল। পত্রসংখ্যা ২৬১। মূল্য ॥০ আট আনা। রোজারিও এণ্ড কোং। এই উৎকৃষ্ট উপন্যাসপাঠে হিন্দুর হৃদয়ে আত্মনির্ভরের আবশ্যকতা, মাতাপিতার কথায় অবাধ্য হওয়ার মন্দফল, ঈশ্বরে শ্রদ্ধা প্রভৃতি সম্বন্ধে নীতিজ্ঞান জন্মে। গ্রন্থে আঠার খানি কাষ্ঠফলকের চিত্র আছে।

শকুন্তলা। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর প্রণীত। সংস্কৃত প্রেস্। ১৮৫৪। পত্রসংখ্যা ১১২। মূল্য ৸০ বার আনা। কালিদাসের সুপ্রসিদ্ধ অভিজ্ঞানশকুন্তল নাটকের উপাখ্যানভাগ।

শকুন্তলার উপাখ্যান। রামলাল মিত্র প্রণীত। আংলো ইণ্ডিয়ান্ ইউনিয়ান প্রেস। ১৮৫৪। পত্রসংখ্যা ৫৯। ইহাতে পদ্যে অভিজ্ঞান শকুন্তলের উপাখ্যান বর্ণিত হইয়াছে। কালিদাসপ্রণীত মূল সংস্কৃত নাটক স্যার্ উইলিয়ম জোন্স্ কর্ত্তৃক অনূদিত হইয়াছে। জর্ম্মান এবং ফরাসী ভাষাতেও ঐ নাটকে অনুবাদ আছে।

শান্তিশতক। ১৮৫০। রোজারিও এণ্ড্ কোং। পত্রসংখ্যা ৪৬। প্রথম সংস্করণ, ১৮১৭। সংস্কৃত ও বাঙ্গালা। ইহাতে এক শতটি মানসিকশান্তিবিধায়ক শ্লোক আছে। রাজা কালীকৃষ্ণ বাহাদুর ইহার ইংরেজী অনুবাদ প্রকাশ করেন। উপস্থিত গ্রন্থ পরিশোধনযোগ্য।

শান্তিশতক। পত্রসংখ্যা ১৯। ১৮৫২। মূল্য এক আনা। রোজারিও এণ্ড্ কোং। সংস্কৃত শান্তিশতকের বাঙ্গালা অনুবাদ। সংস্কৃতকলেজে পারিতোষিক প্রাপ্ত।

প্রাচীন পদাবলী। পত্রসংখ্যা ২৪। সংস্কৃত ও বাঙ্গালা। ইহাতে চাতকাষ্টক, ভ্রমরাষ্টক, পঞ্চরত্ন, নবরত্ন, বানর্য্যষ্টক এবং বানরাষ্টক আছে।

সন্তানপ্রতিপালন। প্রাকৃত যন্ত্র। ১৮৫৩। পত্রসংখ্যা ৬। ইহাতে সন্তানের স্বাস্থ্যবিধান এবং তাহাদের নীতিশিক্ষা সম্বন্ধে উপদেশ আছে। ইহা একটি প্রবন্ধ। কোন পল্লীগ্রামের সভায় পঠিত হইয়াছিল।

স্বদেশানুরাগ। বিন্দুবাসিনী প্রেস। মূল্য এক আনা। ১৮৫৩ অব্দে ছোট জাগুলিয়ার হিতৈষিণী সভায় অভিব্যক্ত।

পারসীক ইতিহাস। পত্রসংখ্যা ২৮। মূল্য ৵০ তিন আনা। ১৮৫৩। রোজারিও এণ্ড্ কোং। ইহাতে শশক, বানর, পারাবত প্রভৃতির কথাচ্ছলে নীতিবিষয়ক উপদেশ আছে। কীন সাহেবের পারসীক গল্প নামক ইংরেজী গ্রন্থ হইতে অনূদিত।

ফুলমণি এবং করুণা। শ্রীমতী মলিন্স্ প্রণীত। ট্রাক্ট্ সোসাইটি। ১৮৫২। পত্রসংখ্যা ৩০৬। মূল্য ।০ চারি আনা। রোজারিও এণ্ড্ কোং। ইহাতে গল্পচ্ছলে বিবাহবন্ধন, পতির প্রতি ব্যবহার, সন্তানের নীতিশিক্ষা, দরিদ্র ও আতুরের প্রতি নারীজাতির কর্ত্তব্য প্রভৃতি বিষয়ে খ্রীষ্টধর্ম্মের ফল পরিব্যক্ত হইয়াছে। এতদ্দেশীয় খ্রীষ্টধর্ম্মাবলম্বিনী নারীগণের জন্য লিখিত। পরিশিষ্টে এতদ্দেশীয় খ্রীষ্টান সন্তানদিগের উপযোগী নামের তালিকা আছে। ইংরেজীতে এই গ্রন্থের অনুবাদ হইয়াছে।

মনোরঞ্জন ইতিহাস। তারাচাঁদ দত্ত প্রণীত। প্রথম সংস্করণ, ১৮১৯। শেষ সংস্করণ, ১৮৫৪। স্কুলবুক্ সোসাইটির প্রকাশিত। পত্রসংখ্যা ৩৬। মূল্য ৴১০ দেড় আনা। ইহার ইংরেজী ও বাঙ্গালা সংস্করণ; মূল্য ৵০ তিন আনা। স্কুলবুক্ সোসাইটি। ইহাতে গল্পচ্ছলে উদারতা, অভিজ্ঞতা, পরিশ্রম, অসূয়া প্রভৃতি সম্বন্ধে যুবকদিগের প্রতি উপদেশ বিবৃত হইয়াছে। কলিকাতা এবং চুঁচুড়ার অনেক মুদ্রাযন্ত্র হইতে এই গ্রন্থের বহুসংস্করণ বাহির হইয়াছে। এক স্কুলবুক্ সোসাইটি হইতে ইহার ১৮,০০০ আঠার হাজার খণ্ড বিক্রীত হয়। গ্রন্থকার বর্দ্ধমানের স্বর্গীয় কাপ্তেন ষ্টুয়াটের কর্ম্মচারী ছিলেন। কাপ্তেন ষ্টুয়ার্ট বাঙ্গালা ভাষাশিক্ষার উৎকর্ষ সাধন জন্য অনেক যত্ন করেন।

মেষপালক-বিবরণ। পত্রসংখ্যা ৫২। ১৮৫২। মূল্য ৴১০ দেড় আনা। হানা মূরের Shepherd of Salisbury Plain নামক সুন্দর নীতিকথার অনুবাদ। ইহাতে খ্রীষ্টান মেষপালকের সন্তোষ ও দরিদ্রভাবের সৌন্দর্য্য প্রদর্শিত হইয়াছে। এই গ্রন্থ এতদ্দেশীয় পল্লীবাসিগণের উপযোগী। তাহারা ইহাতে ইংলণ্ডের কৃষাণগণের পরিচ্ছন্নতা ও সরল ব্যবহারের পরিচয় পাইবে।

সুলিমান হিতোপদেশ। ১৮৪৯। পত্রসংখ্যা ৫৪। মূল্য ৴০ এক আনা।

য়েট্‌স্‌ সাহেব কর্ত্তৃক ইংরেজী হইতে অনূদিত। স্কুলবুক্‌ সোসাইটি সলমনের প্রবাদমালার সংস্কৃত অনুবাদ বিদ্যালয়ের পাঠ্য নির্দ্ধারণ করিয়াছেন। বাঙ্গালা অনুবাদও পাঠ্য হইবার উপযোগী। অনুবাদের ভাষা সরস ও সরল।

তোতা ইতিহাস। প্রথম সংস্করণ ১৮০১। শেষ সংস্করণ, ১৮৫৩। পারসী হইতে অনূদিত। উপকথায় আছে, একটি তোতাপাখী বিবিধ বিষয়ে গল্প বলিতে পারিত। তোতা ইতিহাস ঐ গল্পমালার সমষ্টি। ইহার আঠারটি গল্প য়েট্‌স্‌ সাহেবের বাঙ্গালা রচনা-সংগ্রহে আছে।

বিধবাবিবাহ প্রচলিত হওয়া উচিত কি না। সংস্কৃত কলেজের সুবিজ্ঞ অধ্যক্ষ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর প্রণীত। সংস্কৃত প্রেস। ১৮৫৩। পত্রসংখ্যা ২২। বিধবা-বিবাহের প্রতিষেধ যে, শাস্ত্রের অনুমোদিত নহে, তাহা ইহাতে প্রদর্শিত হইয়াছে। এ বিষয়ের উত্তরদানপ্রসঙ্গে তিন খানি ক্ষুদ্র পুস্তক প্রকাশিত ও বিনামূল্যে বিতরিত হইয়াছে।

ছোট জেন। লেরিচমণ্ডকৃত ইংরেজী গ্রন্থ হইতে অনূদিত। ট্রাক্ট্‌ সোসাইটি। পত্রসংখ্যা ৭১। ইহা একটি খ্রীষ্টান বালিকার বিবরণ। দরিদ্রের সরল ও স্বাভাবিক ইতিহাস *।

---

* লং সাহেবের তালিকায় উল্লিখিত গ্রন্থগুলি নীতিপুস্তকের শ্রেণীতে সমাবেশিত হইয়াছে। সহৃদয় পাঠকবর্গ বুঝিতে পারিবেন, সকলগুলি নীতিপুস্তকের শ্রেণীভুক্ত নহে। সচরাচর নীতিপুস্তক বলিলে যে ভাবের উদ্বোধ হয়, উক্ত শ্রেণীভুক্ত সকল গ্রন্থ সে ভাবের নহে।—প. প. স.।

ছেলেভুলানো ছড়া।*

বাঁকুড়া—বেলেতোড় হইতে সংগৃহীত।

(১)

পুটু যদি রে কাঁদে।
আমি ঝাঁপ দেব রে বাঁদে॥
পুটু যদি রে হাসে।
উঠ্‌ব হেসে হেসে॥
পুটু নাকি রে কেঁদেচে।
(আমার) ভিজে কাঠে রেঁধেচে॥
এবার যা'ব হাট।
কিনে আনব রাঙ্গা খাট॥

(২)

পুটু রাণীর বিয়ে দেব হপ্তমালার দেশে।
তা'রা গাই বলদে চষে॥
তা'রা সোণায় দাঁত ঘষে।
রুই মাছ পটল কত ভারে ভারে আসে॥

(৩)

পুটু আমার ধনমণিরে সোণা।
আমি গড়িয়ে দেব দানা॥

(৪)

আয় রে রে ছেলের খাতা মাছ ধরণে যাব।
মাছের কাঁটা পায়ে ফুট্‌লে দোলায় চড়ে যাব॥
দোলায় আছে ছপণ কড়ি গুন্তে গুন্তে যাব॥
ছোট শাঁখা বড় শাঁখা রুণু ঝুনু বাজে।
দুর্গা হেন জল টুকু ঝিকি মিকি করে॥
তাতে ব'সে বাবা খুড়ো কন্যা দান করে।
কন্যা দান কত্তে কত্তে চোখে পড়্‌ল লো।
হাত পেতে নাও গামছা চোখের পুছলো॥
আজ থাক রে বর কনেরা ষষ্টি মধু খেয়ে।
কাল যাবে রে কনেরা সংসার কাঁদিয়ে॥
আগে কাঁদে মাসী পিসী তার পর কাঁদে পর।
কান্‌তে কান্‌তে গেল খুড়ো ঘর॥
খুড়ো দিলে বুড়ো বর।
ও খুড়ো তুই পুড়ে মর॥
মা বড় নির্ব্বুদ্ধি কেঁদে কেন মর।
আপনি বুঝিয়ে দেখ কার ঘর কর॥
এই খানটি খেলে ছিলাম ভাড় টাঠি নিয়ে।
এই খানটি রুঁদে দাও ময়না কাঁটা দিয়ে॥
চাঁদ উঠ্‌ল ফুল ফুট্‌ল ঝলক মলক দিয়ে।
ওর বেটা পান খেয়েচে শাশুড়ী বাঁদা দিয়ে॥

(৫)

খকন খকন পায়রাটি কোন বিলেতে চর।
খকন ব'লে ডাক্‌লে পরে মায়ের কোলে পড়॥

(৬)

মাছ ধর্‌তে গেল পটল রঙ্গ রসের বিল।
মাছ নিলে ঢোড়া সাপে।
বড়্‌শি নিলে চিলে॥
হে দেবতা পায়ে পড়ি পটল আসুক দেশে॥

(৭)

পটল গেছেরে খেলাতে তেলি মেলিদের পাড়া
তেলি মেলিরে গাল দিয়েচে এল মাখনচোরা॥

---

* এই ছড়াগুলি বিভিন্ন স্থান হইতে সংগৃহীত। শ্রীযুক্তবাবু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর গত মাঘ মাসের পত্রিকায় যে সকল ছড়া প্রকাশ করিয়াছিলেন, তৎসমুদয়ের অনেক পরিবর্ত্তিত পাঠ এই ছড়ায় দৃষ্ট হইবে। বিভিন্ন স্থানে একভাবাত্মক ছড়ার কিরূপ বিভিন্ন পাঠ ঘটিয়াছে, তাহা দেখাইবার জন্য এই ছড়াগুলি মুদ্রিত হইল।—প. প. স.

ননী খেয়েচে ভাঁড় ভেঙ্গেচে তার দেব গো দাম।
নেচে আয় রে মাখনচোরা তুই কি গলার হার॥

(৮)

পুটু আমার কেঁদেচে।
কত মুক্তো পড়েচে॥
যখন পুটু আমার হয় নাই।
ভিখারীতে ভিখ নেয় নাই॥
ভাগ্যে পুটু হয়েচে।
ভিখারীতে ভিখ নিয়েচে॥

(৯)

খোকন আমার ধন ছেলে।
পথে বসে বসে কান্‌ছিলে॥
মা বলে বলে ডাকছিলে।
গায়ে ধূলা কত মাখ্‌ছিলে॥
ষষ্ঠীতলায় এল বান।
আমি কুড়িয়ে পেলাম সোণার চাঁদ॥
আর বার দুই যাব।
আর গোটা চার আন্‌বো॥

(১০)

ঘুম পাড়ানি মাসী পিসী ঘুম দিয়ে যেয়ো॥
বাটা ভরে পান দেব গাল ভরে খেয়ো॥
অন্নপূর্ণ দুধের সর।
কাল যাব মা পরের ঘর॥
পরের বেটা মেলে চড়।
কান্‌তে কান্‌তে বাপের ঘর॥
মা দিলে সরু শাঁখা বাপ দিলে শাড়ি।
শীঘ্রি মা বিদেয় কর দাদা আস্‌চে বাড়ী॥

(১১)

কোথা গেছ্‌লে রে চাঁদ মণি।
তোমার জন্যে চাল ভিজিয়ে চিবিয়ে মলাম আমি॥

(১২)

উলু উলু মাদাঁরের ফুল।
বর আস্‌চে কত দূর॥
বর আস্‌চে বাগনাপাড়া।
বড় বউ গো রান্না চড়া॥
মেজ বউ গো কুট্‌নো কোট্‌।
ন বউ নত্তা।
সকল ঘরের কর্ত্তা॥
ছোট বউ গো জলকে যা।
জলের ভেতর লেখা যোখা।
ফুল ফুটেচে চাকা চাকা॥
ফুলে বড় কুঁড়ি।
নটে শাগে বড়ি॥
আহ্লাদিনী লো আহ্লাদ করিস্‌ না।
তোদের আহ্লাদ সাজে না॥
ধন ধন ধন ধনিয়া।
কাপড় দেব বনিয়া॥
গরবিনী তোদের গরব সাজে না।
তোরা গরব করিস্‌ না॥

(১৩)

পুটু আমার লক্ষ্মী সোণা।
আদা দিয়ে চাল ভিজনো গেড়্দা গুড়ের পানা॥

(১৪)

আক্‌ বাড়ীর পাশে।
ভুঁড়শিয়ালী নাচে॥
বাড়ীর বেগুণ ডোবার মাছ।
তা খেয়ে খেয়ে ভোঁদড় নাচ॥

(১৫)

ধন ধন ধন।
বাড়ীতে ফুলের বন॥
এ ধন যার ঘরে নাই তার বৃথায় জীবন॥

(১৬)

ছেলে ঘুমলো পাড়া জুড়লো বর্গী এল দেশে।
বুল্‌বুলিতে ধান খেয়েচে খাজনা দেব কিসে॥

(১৭)

আমি সদাগরের ঝি।
আমি কি অম্‌নি রেঁধেচি॥
বাড়ীর বেগুন কাঁচকলা আর পটল রেঁধেচি।
চালে আছে চাল্‌ কুমড়ো শিকেয় আছে ঘি।
আমি কি অম্‌নি রেঁধেচি॥

(১৮)

অবু তবু গিরিসুতা।
মায়ে বলে পড়্‌ পুতা॥
পড়লে শুন্‌লে দুদি ভাতি।
না পড়লে ঠেঙ্গার গুঁতি॥

(১৯)

লেখা পড়া যেমন তেমন।
জামা জোড়া কেমন॥
শিমুলে ফুটেচে ফুল লাল পারা কেমন॥

(২০)

বাঁদরে তেঁতুল খায়, তারা নুন কোথা পায়।
তারা আলন মালন খেয়ে বনকে পালায়॥

(২১)

দোল দোল দোল দোলন হরি।
কে দেখেচে হরি।
ঝোলনাতে ঝুল্‌চে আমার ঐ গিরিধারী॥

(২২)

পুটু আমার মেঘের বরণ।
পুটু আমার চাঁদের কিরণ॥
চাঁদ ব'লে ধায় চকোরিণী।
মেঘ ব'লে ধায় চাতকিনী॥
পাড়ার লোক পুটুর রূপ কে দেখ্‌বি দেখ্‌সে আয়।
নব ঘন মিশেছে তায়॥

(২৩)

ধন ধন ধন।
দর্পনারায়ণ॥
এ ধন যার ঘরে নাই সে কিসের গরব করে।
এ ধন যার ঘরে নাই সে বৃথায় জীবন ধরে॥

(২৪)

হাঁসা ঘোড়া জামা জোড়া উত্তম পাগুড়ি।
জাড় গাঁয়ের কালুরায় দিগুড়েতে বাড়ী॥

(২৫)

উলু উল মাঁদারের ফুল।
বর আস্‌চে কতদূর॥
বরের মাথায় চাঁপার ফুল,
কনের মাথায় টাকা।
এমন বরকে বিয়ে দেব,
তার গোঁপ জোড়াটী পাকা॥
ভালতো বেণী বিনিয়েচে রাণী,
বেণীর আগায় সোণার ঝাঁপা।
মাঝে মাঝে তার কনক চাঁপা॥

(২৬)

আড়ারে ঘোড়া।
শিমুলের তুলা॥
শিমুলের ছেলে গুলো পথে ব'সে ব'সে কাঁদে।
কেঁদনা কেঁদনা বাছারা চা'ল-কড়াই ভাজা দেব।
ফের বার কাঁদিলে বাছা তুলে আছাড়িব॥
সোণাকুড়ে পড়বি।
না ছাইকুড়ে পড়বি॥

মেদিনীপুর হইতে সংগৃহীত।

(১)

চাঁদ চাঁদ চাঁদ গগন চাঁদ,
হিঞ্চে বনে শচী।

ঐ এক চাঁদ এই এক চাঁদ,
চাঁদে মেশামিশি ॥

(২)

দুলতে দুলতে এল বাণ।
আমি কুড়িয়ে পেলাম সোণার চাঁদ ॥
এ চাঁদটি কাদের।
কপাল ভাল যাদের ॥

(৩)

বাপ ভনরি।
কি খাইতে সাধ করেছ চাল্‌দা মুসুরী ॥
বাপ নন্দলাল।
কি খাইতে সাধ করেছ গাছপাকা তাল ॥

(৪)

আঁকড় ফুলে ঝাঁক ঝাঁক,
বেঁচ ফুলের পেঁড়ি।
দুর্গা যাচ্ছেন শ্বশুর বাড়ী ॥
আজ থাক মা দুধ পান্ত খেয়ে।
কাল যাবে মা সহর কাঁদিয়ে ॥
পাছে যাচ্ছে ভার বাউটি।
আগে যাচ্ছে ডুলি ॥
দাঁড়ারে বাজ বাজন্দার।
মায়ে বোধ করি ॥
নির্ব্বুদ্ধি মাগো কেঁদে কেন মর।
আপনি বুঝিয়ে দেখ কার ঘর কর ॥
বাবাকে কি দিব নীলগিরি হাতী।
দাদাকে কি দেব দুধ খেতে বাটি ॥
মাকে কি দেব হেঁসেল সরা ঘটি।
বৌকে কি দেব ছড়া ভত্তি কাঁঠি ॥

বন-বিষ্ণুপুর হইতে সংগৃহীত।

(১)

ধনকে নিয়ে বনে যাব, থাক্‌ব বনের মাঝে।
আয় দেখিনি নীলমণি তোর কেমন ঘুঙুরবাজে ॥
তোরে নাচলে কেমন সাজে।
ঝুমুক ঝুমুক বাজে ॥

(২)

ধন ধন পায়রা।
এ ধন পায় কারা।
কত সাগর মন্থন করে এধন পেয়েচি আমরা ॥
আবার যদি পাই তো সবাই মিলে যাই।
আমরা সবাই মিলে যাই ॥

(৩)

আয়রে পাখি আয়।
আমার গোপালকে দেখ্‌সে আয়।
আয়রে পাখী ছুমো।
আমার গোপালকে নিয়ে ঘুমো ॥
আয়রে পাখী নেজ ঝোলা।
আমার গোপালকে নিয়ে গাছে দোলা ॥

(৪)

পটল আমার ধন।
যেয়ো না রে বন।
তোমার নেগে গড়িয়ে দিব রত্নসিংহাসন ॥

(৫)

খিদেয় গোপাল কাঁদে——
দে গো মা তুই নবনী।
কেঁদোনা কেঁদোনা বাপা কোলে এস আপনি।
তুমি আমার ধন।
কোলে ক'রে নিয়ে যাব শ্রীবৃন্দাবন ॥

(৬)

ধেই ধেই চাঁদের নাচন।
বেলা গেলে চাঁদ নাচ্‌বি কখন ॥
নেচে নেচে কোলে আয়।
সোণার নেপুর দিব পায় ॥
নেচে আয়রে নীলমণি।
তোমার নাচন দেখ্‌ব আমি ॥

(৭)

ধন আমার কোন খানে।
চন্দন বন যেখানে॥
সেখানে ধন কি করে।
ডাল ভাঙ্গে আর ফুল পাড়ে॥

(৮)

আয়রে রে আয়।
কি নেগে কাঁদিস্‌রে বাছা কি ধন তোর চাই॥
খাওয়াইব ক্ষীরখণ্ড মাখাইব চুয়া
পাকা পাকা পান দিব সরেশ গুয়া॥
রাজার দুহিতা করাইব বিয়া।
কুস্কুম কস্তুরী চন্দন দিয়া॥
তুলে এনে দিব গগনফুল।
একটি ফুলের লক্ষ টাকা মূল॥
সে মূলে গড়াব হার সোণার
(আমার) যাদুরে কেঁদনা আর॥

শ্রীবসন্তরঞ্জন রায়।
বেলেতোড়—বাঁকুড়া।

সাঁওতাল পরগণার ছড়া।

বিগত মাঘ মাসের পত্রিকায় মাননীয় শ্রীযুক্ত বাবু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় কতকগুলি ছেলেভুলানো ছড়া প্রকাশ করিয়াছেন। সাঁওতাল পরগণার অশিক্ষিত বাঙ্গালী সমাজে উহাদের কয়েকটি কথঞ্চিৎ রূপান্তরিত আকারে প্রচলিত দেখা যায়। ছড়ার এইরূপ পরিবর্ত্তন বা রূপান্তর বিশেষ অবধানযোগ্য ও সমালোচ্য। এ কারণে এইরূপ কয়েকটি ছড়া এবং যে সকল ছড়া এ অঞ্চলে সর্ব্বত্র প্রচলিত, তৎসমুদয় আমরা নিম্নে প্রকাশ করিলাম। এই সকল ছড়া বঙ্গদেশের অন্যত্র প্রচলিত আছে কি না, অথবা থাকিলেও সে গুলির পাঠ ঠিক এইরূপ কি না, সবিশেষ অবগত নহি। তবে এই সকল ছড়ার ভাষায় গ্রাম্যতাদোষ যেরূপ অধিক দৃষ্ট হয়, বঙ্গদেশের অপর কোনও প্রদেশের ছড়ার ভাষায় সেরূপ না থাকিতে পারে। বঙ্গের প্রদেশবিশেষে যেরূপ লকার স্থানে নকার আদেশ হয় (যথা,—লাল স্থলে নাল; লোক=নোক; লাড়ু=নাড়ু; লক্ষ্মী=নক্ষ্মী; লবণ=নবণ ইত্যাদি), এ প্রদেশে সেইরূপ নকার স্থানে লকারাদেশ হয়। এই সকল ছড়ায় তাহার উদাহরণ পাওয়া যায়। যথা, নড়ে=লড়ে; নিত্য=লিত্তি; নিবি=লিবি; নারে=লারে; নটের বন=লোট্যার বন; নরম=লরম ইত্যাদি। তদ্ভিন্ন 'খেয়ে' স্থলে খায়েঁ; কাটিয়ে=কাটায়েঁ; গড়িয়ে=গড়ায়েঁ ইত্যাদি। সেইরূপ শাক=শাগ; ডুমুর=ডুমোর; তেঁতুল=তেঁতোল্; কোথা=কুথা; শেওড়া=শাওড়া; এ=ই; গিয়াছে=গেইছে; পুত্তলি=পোঁথোল্; মারিও=মারো; কেন=কেনে; সিঁথি=সীতা; যমকাক=যমকেওয়া; মেয়ে=বিটি ইত্যাদি। আর কতকগুলি নূতন শব্দও দৃষ্ট হয়, যথা,—মুখ=ব্যাত্থ্। পুঁটু বা খোকা=মুনু; ঝগড়া=লিয়াই ইত্যাদি। এক্ষণে ছড়াগুলি উদ্ধৃত করিতেছি।

(১)

ইচিং বিচিং।
জামাই চিচিং। (ক)
তায় প'ল্লো মাকড় বিচিং॥
মাকড়েরা লড়ে চড়ে। (খ)
সাত কুমড়ার ডিম পাড়ে॥ (খ)
এলের পাত,
বেলের পাত;
ঠাকুর গেলেন জগন্নাথ॥
জগন্নাথের হাঁড়ি কুঁড়ি।
দুয়ারে বসে' চাল কাঁড়ি॥
চাল কাঁড়িতে হ'ল বেলা।
খল্‌সে মাছের চোকা।
উড়ে বসে পোকা॥ (গ)
এক পাতা সুশুনি শাগ চালে শুখায়।
নন্দাইকে ভাত দিতে কাঁকাল দুখায়॥
নন্দাই হে নন্দাই ডুমোর পেড়ে দাও। (ঘ)
ডুমোর খায়েঁ পেট ভর্‌ল সাঙ্গা করেদাও॥ (ঘ)
হেই নন্দাই হেই নন্দাই মার্য্যো না আমলার ছড়ি। (ঙ)
কাটন কাটায়েঁ দিব খাজনার কড়ি॥
বাড়িতে আছে নিমগাছটি নিম ঝুর্‌ঝুর্ করে।
সদাই বিরালীর বিটি লিত্তি লিয়াই করে॥
ফাল লিবি না কোদাল লিবি সত্যি করে বল।
নাইত ভাশুর ভাতার ধর॥

(২)

মুনু খেলে কোন্ খানে।
শাল পিয়ালের বন খানে॥
সেখানে মুনু কি করে।
থোগা থোগা ফুল পাড়ে॥

(৩)

আয়্ ঘুমানি আয়্।
ভালুকে তেঁতোল খায়্॥
নদীর বালি ঝুর্‌ঝুরানি,
মুন বলে' বলে, খায়্॥

(৪)

আয়্ ঘুমানি আয়্।
ভালুকে তেঁতোল খায়্॥
তারা মুন কুথা পায়্।
শাওড়া গাছের মুন,
কুসুম গাছের তেল;
তারা তাই দিয়েঁ দিয়েঁ খায়্॥

(৫)

মুনু মুন্দুরু।
মুনুকে গড়ায়েঁ দিব সোণার ঘুঙুরু॥

(৬)

মুনু গেইছে খেলা ক'র্ত্তে খেলকদমের তলা।
ডাক্‌লে মুনু রা দেয় না ভাত খাবার বেলা॥

(ক) পাঠান্তর:—
"ইচিং মিচিং। জামাই কিচিং॥"
(খ) কোনও কোনও পাঠে এই দুই পঙ্‌ক্তি বর্জ্জিত হইয়াছে।
(গ) "খল্‌সে মাছের চোকা।
কিলড়ে বসে পোকা॥"—পাঠান্তর।
(ঘ) পাঠান্তরে (ঘ) চিহ্নিত দুই পঙ্‌ক্তি নাই।
(ঙ) "সাট্‌নার বাড়ি"—পাঠান্তর।

(৭)

ধন ধন ধন ধন ।
দুধ পাসুরা খিদ্যাহারা চিত্‌নেবারণ। (ক)
ধনকে লিয়ে বনকে যাব রইব বনের মাঝে।
নাচ্‌ দেখি রে নীলমণি তুর্‌ কেমন ঘুঙুর
বাজে ॥ (খ)

(৮)

ধনকে কে মারেছে কে ধরেছে দুধের গতরে।
দুধ লাড়ু কলা পাকা গালের ভিতরে ॥
ধনকে কে মেরেছে কে ধরেছে কে দিয়েছে
গাল।
(আমার) গগন চাঁদের বালাই নিয়ে মরে
যাবেক্‌ কাল ॥

(৯)

ধন ধন ধন ধন।
ই ধনকে দেখ্‌তে লারে, পুড়ুক্‌ তার মন।
ধন ধকড়া টাকার তোড়া ধনের মুরালী।
ই ধনকে দেখ্‌তে পারে কোন্‌ বিরালী ॥

(১০)

ধন ধন ধন ধন।
বাড়িতে লোট্যার বন !
ই ধন যার ঘরে নাই তার মিছাই জীবন ॥

(১১)

ধনকে কিসে গড়েছে।
কাঁচা সোণা কুঁদে কেটে ছাঁচে ঢেলেছে ॥

(১২)

টিপির্‌ টিপির্‌ জল পড়ে ফুল বাগানে কে।
আমি বটি ভাস্থরঝি খুড়ীকে ডেকে দে ॥
খুড়ী খেলেন পান খিলিটি আমি মল্যাম্‌ লাজে।
কি ফুল পাতালি খুড়ী দরিয়ার মাঝে ॥
হাতে পান বেঁতে পান কমরে কাটারী। (ক)
ভাগুর হয়ে গাল্‌ দিলেক্‌ তেলেঙ্গা ভাতারী ॥

(১৩)

পুষালু গো রাই।
আমরা ছোপ্‌ড়ি পিঠ্যা খাই ॥
ছোপ্‌ড়ি লোপ্‌ড়ি, গাঙ্গ্‌ সিনাতে যাই।
গাঙ্গের জলে রাঁধি বাড়ি, ঝারির জল খাই ॥
চার্‌ মাস বর্ষা আমরা পোখোর না যাই ॥
হাতে পো,
কাঁথে পো ;
পৃথিবীতে জুড়ালো লো,
না পড়্‌লো লো ॥
এস পো যেয়োনা।
জন্মে জন্মে ছেড়ো না।
কাল খায়েছ পিঠাভাত, আজ খাবে গাঙ্গের
জল ॥
এ বছর যাও পুষালো কাঠের মালা পরে।
আর বছর আন্‌ব গা দুব তুলসী দিয়ে ॥

(১৪)

শিল্‌ শিলাতি শিলাতা শিলা আছে ঘরে।
হর বলে গৌরী কি ব্রত করে ॥
দশ পোঁথেলে পোঁথল্‌টি, সাত ভাইয়ের
বোন্‌কে,
সীতায় সিঁদুর পরে সে ॥
লক্ষপতি মা পেলুম, লক্ষপতি বাপ্‌ পেলুম,
জনম রাজা ভাই পেলুম ; রাম লক্ষ্মণ সীতা
পেলুম ;
কৃষ্ণ কুলে জন্ম নিলাম, লক্ষ্মীর মত রাঁধুনি
হলেম,
অন্নপূর্ণার মত দাতা হলেম ॥

(ক) "চিত্‌নেবারণ" অর্থে চিন্তানিবারণ কি ?
(খ) "দাখ্‌ দেখিরে নীলমণি"—পাঠান্তর।
(ক) বেঁতে পান = মুখে পান।

(১৫)

মুনু কেনে কান্দে রে শ্বশুর ঘর যেতে।
রাঙ্গা রাঙ্গা টুপী দিব শাশুড়ী ভুলাতে॥
আম কাঁঠালের বাগান দিব ছায়ায় ছায়ায়
যেতে।
উড়্‌কি ধানের মুড়্‌কি দিব পথে জল খেতে॥

(১৬)

আঙ্গুঠি পাঙ্গুঠি ঝম্মট কলাই।
মেঘডুমাডুম্ কদমতলায়॥
কদমতলায় মার্‌লেক ঠুলি।
ঠুলি গেল বিষ্ণুপুরী॥
বিষ্ণুপুরী এন্‌ দেন্।
ফটিক্ রাজা গুয়াসেন (গুহসেন ?)॥
কার হাতেরে রাজার কড়ি (ক)॥

মেয়েলি ছড়া।

শ্রীযুত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সঙ্কলিত।

(১)

খোকোমণি দুধের ফেণি ডাবলোর ঘি,
খোকোর বিয়ের সময় করবো আমি কি ?
সাত মাগী দাসী দেব পায়ে তেল দিতে
সাত মিন্‌সে কাহার দেব ঢুলান ঢুলাতে,
সরু ধানের চিঁড়ে দেব নাগর খেলাতে,
রসকরা নাড়ু দেব শাশুড়ী ভুলাতে॥

(২)

খোকো আমাদের সোনা,
চার পুখুরের কোণা।
বাড়ীতে স্যাক্‌রা ডেকে, মোহর কেটে,
গড়িয়ে দেব দানা,
তোমরা কেউ করোনা মানা॥

(৩)

খোকো আমাদের লক্ষ্মী,
গলায় দেব তক্তি।
কাঁকালে দেব হেলে,
পাক্ দিয়ে দিয়ে নিয়ে বেড়াব
আমাদের ছেলে॥ *

(৪)

ধন ধন ধনিয়ে,
কাপড় দেব বুনিয়ে।
তাতে দেব হীরের টোপ,
ফেটে মোরবে পাড়ার লোক॥

(৫)

আলতা নুড়ি গাছের গুঁড়ি জোড় পুতুলের
বিয়ে॥
এত টাকা নিলে বাবা দূরে দিলে বিয়ে॥
এখন কেন কান্‌চো বাবা গামছা মুড়ি দিয়ে॥
আগে কাঁদে মা বাপ পাছে কাঁদে পর।
পাড়া পড়সী নিয়ে গেল শ্বশুরদের ঘর॥

(ক) পাঠান্তর—
আঙ্গুঠি পাঙ্গুঠি ঝমক কলাই।
মেঘ ডুমাডুন্ কদমতলায়॥
কদমতলায় মার্‌লেক্ ছুরী।
চল রাজা বিষ্ণুপুরী।
বিষ্ণুপুরী লেন্ দেন্।
চটিক্ রাজা দুয়ার্ সেন।
কার হাতে আঙ্গুঠি আছে, বল্‌রে রাজার যমফেওয়া।

* পাঠান্তর—হিল্লা দিয়ে বেড়াবে যেন বড় মানুষের ছেলে।

শ্বশুরদের ঘরখানি বেতের ছাউনী,
তাতে বসে পান খান দুর্গা ভবানী।
হেঁই দুর্গা, হেঁই দুর্গা তোমার মেয়ের বিয়ে,
তোমার মেয়ের বিয়ে দাও ফুলের মালা দিয়ে।
ফুলের মালা গোঁদের ডালা কোন্ সোহাগীর বৌ।
হীরে দাদার মড়মড়ে থান ঠাকুর দাদার বৌ।
এক বাড়ীতে দৈ দিব্য এক বাড়ীতে চিঁড়ে
এমন ক'রে ভোজন কর গোক্ষুনাথের কিরে॥

(৬)

হ্যাদেরে কল্মী লতা
এতকাল ছিলে কোথা?
এতকাল ছিলাম বনে,
বনেতে বাগ্দী মো'ল,
আমারে যেতে হোল।
তুমি নেও কলসী কাঁকে,
আমি নিই বন্দু হাতে,
চল যাই রাজপথে;
ছেলের মা গয়না গাঁথে,
ছেলেটি ভুড়ুক নাচে॥

(৭)

খোকা যাবে নায়ে, রোদ লাগিবে গায়ে,
লক্ষ টাকার মলমলিথান সোণার চাদর গায়ে।
তাতে লাল গোলাপের ফুল
যত বাঙ্গালের মেয়ে দেখে ব্যাকুল।
সয়দাবাদের ময়দা, কাশিম বাজারের ঘি,
একটু বিলম্ব কর খোকাকে লুচি ভেজে দি॥*

(৮)

সুড় সুড়ুনি গুড় গুড়ুনি নদী এল বান,
শিবু ঠাকুর বিয়ে কোল্লেন তিন কন্যে দান।
এক কন্যে রাঁধেন বাড়েন এক কন্যে খান,
এক কন্যে না পেয়ে বাপের বাড়ী যান।
বাপেদের তেল আমলা মালীদের ফুল,
এমন ক'রে চুল বাঁধবো হাজার টাকা মূল।
হাজারে বাজারে প'ড়ে পেলাম খাঁড়া,
সেই খাঁড়া দিয়ে কাটলাম নালকচুর দাঁটা॥

(৯)

খোকাবাবু চৌধুরী,
গা পেয়েছে আগুড়ী।
মাছ পেয়েছে পবা,
আমার খোকা মণির বৌ ডাকছে,
ভাত খাওসে বাবা॥

(১০)

একবার নাচ চাঁদের কোণা,
আমি মুরলী বাধিয়ে দেব যত লাগে সোণা,
আবার তোমার নাচন আমি জানি, জানে না ব্রজাঙ্গনা।

(১১)

শিব নাচে ব্রহ্মা নাচে আর নাচে ইন্দ্র,
গোকুলে গোয়ালা নাচে পাইয়ে গোবিন্দ॥
ক্ষীর খিরসে ক্ষীরের নাড়ু মর্ত্তমানের কলা,
লুটিয়ে লুটিয়ে খায় যত গোপের বালা,
নন্দের মন্দিরে গোয়ালা এল ধেয়ে,
তাদের হাতে নড়ি কাঁধে ভাঁড় নাচে থেয়ে থেয়ে॥

(১২)

খোকা নাচে কোন্ থানে।
শতদলের মাঝ খানে।
সেখানে খোকা চুল ঝাড়ে,

---

* পাঠান্তর—
উলোর ভুঁয়ের ময়দারে সয়দাবাদের ঘি।
শান্তিপুরের কড়াই এনে লুচি ভেজে দি।

থোকা থোকা ফুল পড়ে।
তাই নিয়ে থোকা খেলা করে॥

(১৩)

অন্নপূর্ণা দুধের সর,
কাল যাব লো পরের ঘর।
পরের বেটা মারলে চড়
কান্‌তে কান্‌তে খুড়োর ঘর,
খুড়ো দিলে বুড়ো বর।
হেঁই খুড়ো তোর পায়ে ধরি,
রেখে আয়গে মায়ের বাড়ী।
মায়ে দিলে সরু শাঁখা,
বাপে দিলে সাড়ী।
ঝপ ক'রে মা বিদেয় কর,
রথ আস্‌চে বাড়ী।
আগে আয়রে চৌপল,
পিছে যায়রে ডুলি।
দাঁড়ারে কাহার মিন্‌সে,
মাকে স্থির করি।
মা বড় নির্ব্বুদ্ধি কেঁদে কেন মর
আপুনি ভাবিয়ে দেখ কার ঘর কর॥

(১৪)

খোকা নাচে বুকের মাঝে,
নাক নিয়ে গেল বোয়াল মাছে।
ওরে বোয়াল ফিরে আয়,
খোকার নাচন দেখে যা॥

(১৫)

মাসী পিসী বন কাপাসী বনের মধ্যে টিয়ে,
মাসী গিয়েছে বৃন্দাবন দেখে আসি গিয়ে।
কিসের মাসী কিসের পিসী কিসের বৃন্দাবন,
আজ হতে জানলাম মা বড় ধন।
মাকে দিলাম শাঁখা সাড়ী বাপকে দিলাম
নীলে ঘোড়া,
ভাইএর দিলাম বিয়ে,
কলসীতে তেল নেইকো কিবা সাধের বিয়ে।
কলসীতে তেল নেইকো নাচ্‌ব থিয়ে থিয়ে॥

(১৬)

মাসী পিসী বনকাপাসী বনের মধ্যে ঘর।
কথন বল্লিনে মাসী কড়ার নাড়ু ধর।

(১৭)

খোকো মাণিক ধন
বাড়ী কাছে ফুলের বাগান,
তাতে বৃন্দাবন॥

(১৮)

কিসের লেগে কাঁদ খোকো কিসের লেগে কাঁদ,
কিবা নেই আমার ঘরে?
আমি সোণার বাঁশী বাধিয়ে দেব,
মুক্তা থরে থরে।

(১৯)

ওরে আমার সোণা,
এত খানি রাতে কেন বেহন ধান ভানা?
বাড়ীতে মানুষ এসেছে তিন জনা,
বাম মাছ রেঁধেলি শোল মাছের পোনা॥

(২০)

কে ধরেছে কে মেরেছে কে দিয়েছে গাল।
খোকোর গুণের বালাই নিয়ে মরে যেন সে
কাল॥

(২১)

কাজল বলে আজল আমি রাঙ্গা মুখে যাই,
কাল মুখে গেলে আমার হতমান হয়॥

(২২)

খোকো আমার কি দিয়ে ভাত খাবে,
নদীর কূলে চিংড়ি মাছ বাড়ীর বেগুণ দিয়ে॥

(২৩)

খোকো যাবে রথে চ'ড়ে ব্যাং হবে সারথি,
মাটীর পুতুল নটর পটর পিঁপড়ে ধরে ছাতি,
ছাতির উপর কোম্পানী, কোন সাহেবের ধন
তুমি॥

(২৪)

খোকো যাবে মাছ ধরিতে গায়ে নাগিবে কাদা।
কলুবাড়ী গিয়ে তেল নেওগে দাম দেবে
তোমার দাদা॥

(২৫)

খোকো যাবে মাছ ধরিতে ক্ষীর নদীর বিল।
মাছ নয় গুগুলির পেছে, উড়ছে দুটো চিল॥

(২৬)

খোকো যাবে মো'ষ চরাতে খেয়ে যাবে কি।
আমার শিকের উপর গমের রুটী তবলা ভরা
ঘি॥

(২৭)

খোকো ঘুমো ঘুমো।
তাল তলাতে বাঘ ডাকচে দারুণ হুমো॥

(২৮)

ঘুমতা ঘুমায় ঘুমতা ঘুমায় গাছের বাকলা,
ষষ্ঠী তলায় ঘুম যায় মস্ত হাতী ঘোড়া।
ছাই গাদায় ঘুম যায় খেঁকী কুকুর।
খাট পালঙ্গে ঘুম যায় ষষ্ঠী ঠাকুর।
আমার কোলে ঘুম যায় খোকো মণি॥

(২৯)

আতা গাছে তোতা পাখী,
দালিম গাছে মৌ।
"কথা কওনা কেন বৌ?"
"কথা কব কি ছলে,
কথা কইতে গা জলে॥"

(৩০)

ও পারে তিল গাছটি
তিল ঝুর ঝুর করে,
তারি তলায় মা আমার
লক্ষ্মী প্রদীপ জ্বালে।
মা আমার জটাধারী
ঘর নিকুচ্ছেন,
বাবা আমার বুড়োশিব
নৌকা সাজাচ্ছেন।
ভাই আমার রাজ্যেশ্বর
ঘড়া ডুবাচ্ছেন,
ঐ আসছে প্যাখনা বিবি
প্যাক প্যাক প্যাক,
ও দাদা দ্যাখ দ্যাখ দ্যাখ॥

(৩১)

খোকো আমার ধন ছেলে,
পথে বসে বসে কান্‌ছিলে।
রাঙ্গা গায়ে ধুলো মাখ্‌ছিলে,
মা বলে ধন ডাকছিলে॥

(৩২)

খোকা খোকা ডাক পাড়ি,
খোকা গিয়েছে কার বাড়ী?
আনগো তোরা লাল ছড়ি,
খোকাকে মেরে খুন করি॥

(৩৩)

ঘুমপাড়ানি মাসীপিসী আমাদের বাড়ী যেও,
খাট নেই পালঙ্গ নেই খোকার চোখে ব'স॥
খোকার মা বাড়ী নেই শুয়ে ঘুম যেও,
মাচার নীচে দুধ আছে টেনে টুনে খেয়ো।
নিশীর কাপড় খসিয়ে দেব বাঘের নাচন চেয়ো,
বাটাভরে পান দেব দুয়োরে বসে খেয়ো।
খিড়কী দুয়োর কেটে দেব ফুড়ুৎ ফুড়ুৎ যেও॥

(৩৪)

খুকীমণি দুধের ফেণী বও গাছের মৌ।
হাড়ি ডুগডুগানি উঠান ঝাড়নি মণ্ডা
খোকার বৌ॥

(৩৫)

নিদ পাড়ে নিদ পাড়ে গাছের পাতাড়ি,
ষষ্ঠীতলায় নিদ পাড়ে বুড়ো মাথারী।
খেড়ো ঘরে নিদ পাড়ে কালা কুকুর,
আমাদের বাড়ী নিদ পাড়ে খোকা ঠাকুর॥

(৩৬)

হরম বিবির খড়ম পায়,
লাল বিবির জুতো পায়।
চল্‌লো বিবি ঢাকা যাই,
ঢাকা গিয়ে ফল খাই।
সে ফলের বোঁটা নাই॥

(৩৭)

ঢাকিরা ঢাক বাজায় খালে আর বিলে,
সুন্দরীরে বিয়া দিলাম ডাকাতের মেলে।
ডাকাত আলো মা,
পাট কাপড় দিয়ে বেড়ে নিলে।
দেখ্‌তে দিলে না,
আগে যদি জান্‌তাম।
ডুলি ধরে কান্‌তাম॥

(৩৮)

ইটা কমলের মালো ভিটা ছেড়ে দে,
তোর ছাওয়ালের বিয়া বাদ্য এনে দে।
ছোট বেলায় খেলাইছিলাম ঘুটি মুছি দিয়া,
মা গালাইছিলেন খুবরী বলিয়া।
এখন কেন কাঁদ মাগো ডুলির খুরা ধরে,
পরের পুতে নিয়ে যাবে ডুম ডুমি বাজিয়ে।

(৩৯)

কেরে, কেরে, কেরে,
তপ্তদুধে চিনির পানা,
মণ্ডা ফেলে দেরে।

(৪০)

আয়রে পাখী টিয়ে,
খোকা আমাদের পান খেয়েছে
নজর বাঁধা দিয়ে॥

(৪১)

আয়রে পাখী লটকুনা,
ভেজে দিব তোরে বর বটনা।
খাবি আর কল কলাবি,
খোকাকে নিয়ে ঘুম পাড়াবি॥

(৪২)

ষষ্ঠী বাছা পানের গোছা,
তুলে নারা রে।
যে আবাগী দেখ্‌তে নারে,
পাড়া ছেড়ে যারে॥

(৪৩)

ধূলায় ধূসর নন্দকিশোর,
ধূলা মেখেছে গায়।
ধূলা ঝেড়ে কোলে কর,
সোণার যাদু রায়॥

(৪৪)

খোকা আমাদের কই,
জলে ভাসে খই।
শুকোলো বাটার পান,
অম্বল হল দই॥

(৪৫)

খোকো খোকো ডাক পাড়ি,
খোকো বলে মা শাক তুলি।
মরুক মরুক শাক তোলা,
খোকো খাবে দুধ কলা॥

(৪৬)

আমার খোকো যাবে গাই চরাতে,
গাইএর নাম হাসি।

☞ ৩৫—৩৮নং ছড়া কোন বিক্রমপুরনিবাসী ভদ্র গৃহস্থ হইতে সংগৃহীত।

আমি সোণা দিয়ে বাঁধিয়ে দেব,
মোহন চূড়া বাঁশী ॥

(৪৭)

খোকোর আমার নিদন্তের হাসি,
আমি বড়ই ভালবাসি ॥

(৪৮)

খোকো যাবে নায়ে,
লাল জুতুয়া পায়ে।
পাঁচশ টাকার মলমলি থান,
সোণার চাদর গায়ে।
তোমরা কে বলিবে কাল,
পাটনা থেকে হলুদ এনে
গা করে দিব আলো ॥

(৪৯)

খোকো ঘুমালে দিব দান,
পাব ফুলের ডালি।
কোন ঘাটে ফুল তুলেছে,
ওরে বনমালী।
চাঁদ মুখেতে রোদ লেগেছে,
তুলে ধর ডালা ॥
খোকো আমাদের ধন,
বাড়ীতে নটের বন।
বাহির বাড়া ঘর করেছি,
সোণার সিংহাসন ॥

(৫০)

আয় ঘুম আয় কলাবাগান দিয়ে,
হৈঁড়ে পানা মেব করেছে।
লথার মা নথ পরেছে কপাল ফুটো করে।
অমানি খেতে দাঁত ভেঙ্গেছে।
সিঁদুর পরবে কিসে ॥

(৫১)

খোকোমনির বিয়ে দেব হটমালার দেশে,
তারা গাই বলদে চষে।
তারা হীরে দাঁত ঘষে;
রুই মাছ পালঙ্গের শাক ভাঁড়ে ভাঁড়ে আসে,
খোকোর দিদি কোণায় বসে বাছে।
কেউ দুটি চাইতে গেলে, বলে আর কি আমার
আছে ॥

(৫২)

এতটাকা নিলে বাবা ছাঁদ্‌লা তলায় বসে,
এখন কেন কাঁদ বাবা গামছা মুখে দিয়ে।
আমরা যাব পরের ঘরে পর অধীন হয়ে,
পরের বেটী মুখ করবে মুখ নাড়া দিয়ে,
দুই চক্ষের জল পড়বে বসুধারা দিয়ে ॥

(৫৩)

ও পারে দুটো শিয়াল চন্দন মেখেছে,
কে দেখেছে কে দেখেছে দাদা দেখেছে।
দাদার হাতের লাল নাঠি থান ফেলে মেরেছে,
দুই দিকে দুই কাতলা মাছ ভেসে উঠেছে।
একটা নিলে কিঁয়ের মা একটা নিলে কিঁয়ে,
ঢোকুম কুম্ বাজনা বাজে অকার মার বিয়ে ॥

(৫৪)

ওই আস্‌ছে খোঁড়া জামাই ডিং ডিং বাজিয়ে,
ক্ষীরের হাঁড়িতে দই প’ল ছাই থাক্ সে।
হাঁড়ায় আছে কাতলা মাছ ধরে আনগে,
দুই দিকে দুই কাতলা মাছ ভেসে উঠেছে।
একটি নিলেন গুরুঠাকুর একটি নিলে টীয়ে,
টীয়ের মার বিয়ে লাল গামছা দিয়ে।
লাল গামছায় হলো নাকো তারে এনে দে,
তসর করে মসর মসর সাড়ী এনে দে;
সাড়ীর ভারে উঠতে নারি শালারা কাঁদে ॥

(৫৫)

আলুর পাতায় ছালুরে ভাই ভেল্লা পাতায় দই,
সকল জামাই এলরে আমার খোঁড়া জামাই কই।
ওই আস্‌চে খোঁড়া জামাই টুংটুঙি বাজিয়ে,
ভাঙ্গা ঘরে শুতে দিলাম ইঁদুরে নিল কান।
কেঁদনা কেঁদনা জামাই গরু দিব দান,
সেই গরুটার নাম থুইও পুণ্যবতীর চাঁদ।

সংক্ষিপ্ত সমালোচনা।

জ্যোতির্ব্বিজ্ঞান-কল্পলতিকা। এই গ্রন্থে ফলিতজ্যোতিষের নিম্নলিখিত বিষয়গুলি সঙ্কলিত হইয়াছে:—তিথি, নক্ষত্র, রাশি, গ্রহ এবং বিবিধ বিষয়ের সাধারণ সংজ্ঞা ও বিবরণ; লগ্নপ্রকরণ; রিষ্টিপ্রকরণ; ষড়র্কা বিবরণ; বিবিধ ফল প্রকরণ; ভাবপ্রকরণ; বিবিধ যোগপ্রকরণ; অষ্টবর্গ গণনা এবং দশাপ্রকরণ।

অতি প্রাচীন কাল হইতে হিন্দুগণ ফলিতজ্যোতিষে বিশ্বাস করিয়া আসিতেছেন। শুধু হিন্দুই বা কেন, জগতের প্রায় প্রত্যেক প্রাচীন জাতির মধ্যেই এই শাস্ত্র অল্পাধিক পরিমাণে প্রতিষ্ঠিত আছে। ফলিতজ্যোতিষে যদি কোন সত্য থাকে, তবে তাহা ব্যক্তি মাত্রেরই যে, বিশেষ জ্ঞাতব্য বিষয়, বোধ হয়, এ কথায় মতভেদের সম্ভাবনা নাই। কিন্তু ইহাতে কোন সত্য আছে বলিয়া অনেকে বিশ্বাস করেন না। যাঁহারা অবিশ্বাস করেন, তাঁহারা যে জ্যোতিষ শাস্ত্র পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন, এরূপ বোধ হয় না। হয় ত তাঁহাদের মতই নির্ভুল হইতে পারে, কিন্তু শাস্ত্রটি পরীক্ষা না করিয়া কেবল যুক্তি বলে ইহাতে অবিশ্বাস করা, বিজ্ঞজনোচিত কার্য্য নহে। বিষয়টি সত্য হইলে যখন অবশ্যজ্ঞাতব্য, তখন বিষয়টিতে সত্য আছে কি না, তাহাও বুদ্ধিমান লোকের পরীক্ষা করিয়া দেখা একান্ত কর্ত্তব্য। এই পরীক্ষা দুই প্রকারে করা যাইতে পারে। এক প্রকার, যাঁহারা জ্যোতিষ শাস্ত্র জানেন, তাঁহাদের নিকট জানিয়া; অন্যপ্রকার স্বয়ং উহাতে পারদর্শী হইয়া। বলা বাহুল্য, কেবল শেষোক্ত প্রকারেই মনের সমস্ত সন্দেহ দূর হইতে পারে। জ্যোতিষ শাস্ত্র এতদিন সংস্কৃত ভাষাতেই লিখিত ছিল, সুতরাং যাঁহারা সেই ভাষা জানিতেন না, তাঁহাদের জ্যোতিষে জ্ঞানলাভ কিছু কষ্টকর হইয়া পড়িত। এই কষ্ট দূর করিবার জন্য এখন বাঙ্গালা ভাষাতে ফলিতজ্যোতিষ প্রকাশিত হইতেছে। জ্ঞানচর্চ্চার পথ যত অধিক ও সরল হয়, জ্ঞানচর্চ্চাও তত অধিক হইয়া থাকে; তাই, আমরা বাঙ্গালা ভাষায় এইরূপ জ্যোতিষ গ্রন্থের প্রকাশ দেখিলে আহ্লাদিত হই।

জ্যোতির্ব্বিজ্ঞান-কল্পলতিকা প্রধানতঃ সংগ্রহমূলক গ্রন্থ। সংগ্রহের হিসাবে পুস্তকখানি অতি সুন্দর হইয়াছে। জ্যোতিষশিক্ষার্থীর প্রথমে যাহা জানা আবশ্যক, তাহা অতি সুন্দর প্রণালীতে ইহাতে সন্নিবেশিত হইয়াছে। ভাষাও সরল হইয়াছে এবং উদাহরণ দ্বারা কঠিন বিষয় বিবৃত হওয়াতে গ্রন্থখানি অধিকতর হৃদয়গ্রাহী হইয়াছে। জ্ঞাতব্য বিষয় মধ্যে ভাবস্ফুট গণনাপ্রণালী, গ্রহস্ফুট গণনাপ্রণালী লিখিত হয় নাই কেন, বুঝিতে পারিলাম না। প্রকৃত পক্ষে এই দুই বিষয় না জানিলে জ্যোতিষে কাহারও জ্ঞান জন্মিতে পারে না।

ইহাও বলিতে হইতেছে যে, সংগ্রহের প্রশংসা ভিন্ন এই গ্রন্থের অন্যরূপ প্রশংসা আমরা করিতে পারিলাম না। এ গ্রন্থের কেন—বাঙ্গালা ভাষায় যে সকল জ্যোতিষগ্রন্থ এ পর্য্যন্ত প্রকাশিত হইয়াছে, তৎসমুদয়ের মধ্যে একখানিও বোধ হয়, এরূপ প্রশংসা পাইতে পারে

না। জ্যোতিষপ্রকাশ নামক গ্রন্থ এ বিষয়ে প্রশংসনীয় হইয়াছে, কিন্তু দুঃখের বিষয়, জ্যোতিষপ্রকাশকার জ্যোতিষের অতি অল্প বিষয়ই লিখিয়া গিয়াছেন। আমরা এখন জ্যোতিষ সম্বন্ধে এইরূপ গ্রন্থ দুই চারি খানি দেখিতে চাই। সংগ্রহ যাহা হইয়াছে, তাহা বাঙ্গালাভাষার পক্ষে যথেষ্ট বলিতে হইবে।

প্রেম—শ্রীহেমেন্দ্রনাথ সিংহ বি. এ. প্রণীত। মূল্য এক টাকা।

এ পৃথিবীতে যাহা কিছু ভাল—যাহা কিছু আদরের, তাহাতেই লোকে কিছু অধিক প্রতারিত হইয়া থাকে। হীরাসোণার আদর প্রায় সর্ব্বত্র—উহার মূল্যও অধিক, কাজেই উহার নকলও অনেক হইয়াছে, এবং তজ্জন্য লোকেও কিছু বেশী প্রবঞ্চিত হইতেছে। প্রবঞ্চনা কি এক প্রকারের? কেহ বা আসল ভ্রমে নকল কিনিয়া প্রতারিত হইতেছেন—কেহ বা জানিয়া শুনিয়া নকল দ্বারা আসলের সাধ মিটাইতে গিয়া আপনি ঠকিতেছেন এবং পরকেও ঠকাইতে চেষ্টা করিতেছেন। প্রেম স্বর্গীয় জিনিস, জানি, কিন্তু এই পৃথিবীতে বুঝি ইহারও ঐ অবস্থা ঘটিয়াছে। কারণ এক দিকে প্রেম যেমন অমূল্য, অন্য দিকে তেমন ইহার নকল ও প্রবঞ্চনাপ্রভাবও অনন্ত। হীরাসোণার প্রবঞ্চনা বরং সহা যায়; প্রেমের প্রবঞ্চনা দুঃসহ। হীরাসোণা বরং না কিনিয়া, না ব্যবহার করিয়া, প্রবঞ্চনার দায় হইতে মুক্তি লাভ করা যায়; প্রেমের হাত হইতে কাহারও অব্যাহতির সম্ভাবনা নাই। কারণ ভবের বাজারে এ জিনিসটা সকলেরই চাই। অথচ অনেকেই আবার জিনিসটা যে কেমন, তাহা জানেন না। এমন দুর্দ্দিনে হেমেন্দ্রবাবুর "প্রেম" বড়ই আদরের জিনিস। ইহাতে প্রেমের সর্ব্বাবয়বের বর্ণনা আছে, সর্ব্বগুণের বিবরণ আছে। প্রকৃত প্রেম যে কি পদার্থ, তাহা এই "প্রেম" বুঝিলেই বুঝা যায়। আমরা হেমেন্দ্র বাবুর "প্রেম" দেখিয়া পরম প্রীতিলাভ করিয়াছি এবং মুক্তকণ্ঠে বলিতেছি—হেমেন্দ্র বাবু প্রেমিক বটেন। তাঁহার এই "প্রেমে"র আস্বাদনে প্রেমিক পাঠকবর্গ যে, পরিতুষ্ট হইবেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। তবে আমাদের এ সম্বন্ধে একটা আশঙ্কা এই যে, গ্রন্থকার যেরূপ অবিচ্ছেদে এক ভাবের তরঙ্গ ছুটাইয়াছেন, তাহাতে সাধারণের সুখের কিছু ব্যাঘাত ঘটিতে পারে। মধ্যে মধ্যে বিশ্রামের অবকাশ না পাইলে, অমৃতের তরঙ্গেও কেহ গা পাতিতে অস্বীকার করিতে পারেন। বৈচিত্র্য না থাকাতে তাঁহার গ্রন্থপাঠে হৃদয় ক্রমে অবসন্ন হইয়া পড়ে এবং ভাবগ্রহণের শক্তি কমিয়া যায়।

স্ত্রী ও স্বামী (সংসারচিত্র)—শ্রীযোগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় প্রণীত। মূল্য আট আনা।

গল্পের পুস্তক। তা'হউক, লেখায় গুণপনা আছে। "আমার স্ত্রী" নামক গল্পে যে তিনটী সহোদরার বিভিন্ন চিত্রের রেখাপাত হইয়াছে, তাহা উপন্যাসের উপকরণ বটে। গল্প লিখিতে লেখক পরিপক্ব। সুখপাঠ্য গল্প পড়িতে যাঁহাদের প্রসক্তি আছে, তাঁহারা এই পুস্তক পাঠে পরিতুষ্ট হইবেন, সন্দেহ নাই। সতীত্বের এক প্রকার আদর্শচিত্র থাকাতে "আমার স্বামী" শিক্ষাপ্রদ গল্পও বটে।

ভারতভ্রমণ ১ম ও ২য় খণ্ড—শ্রীবরদাকান্ত সেন গুপ্ত বিরচিত। মূল্য প্রতি খণ্ড চৌদ্দ আনা।

পুস্তকখানি সুখপাঠ্য হইয়াছে। লেখক ইহাতে তাঁহার ভারতভ্রমণের বিস্তৃত বিবরণের বর্ণনা করিয়াছেন। এই বর্ণনায় তাঁহার বেশ ক্ষমতাও প্রকাশিত হইয়াছে। যে সূক্ষ্মদৃষ্টি বর্ণনার জীবন স্বরূপ, গ্রন্থকারের তাহা আছে বলিয়া, স্থানে স্থানে পরিচয় পাইয়াছি। গ্রন্থকার যেখানেই গিয়াছেন, সেই স্থানেরই যাহা কিছু দেখিবার ও জানিবার, তাহা তিনি খুঁটি নাটি করিয়া খুঁজিয়াছেন, দেখিয়াছেন ও জানিয়াছেন। তাঁহার ইতিহাসসংগ্রহও অতি সুন্দর হইয়াছে। বোধ হয়, তাঁহার ভারতভ্রমণ মনোযোগ করিয়া পড়িলে, ভারতের ইতিহাসও অনেকটা আয়ত্ত হয়। গ্রন্থখানি দুই ভাগে প্রায় ৪৫০ পৃষ্ঠা হইবেক। কিন্তু ইহা পাঠে কদাচিৎ আমাদিগের ধৈর্য্য স্খলিত হইয়াছে। এরূপ গ্রন্থের এ বড় কম প্রশংসার কথা নহে। এই সকল গ্রন্থ সুখপাঠ্য ও শিক্ষাপ্রদ করিতে গ্রন্থকারের বর্ণনীয় বিষয়ের নির্ব্বাচন এবং সরল ও মধুর ভাষায় তাহা লিপিবদ্ধ করিবার ক্ষমতা এবং কিয়ৎ পরিমাণে রহস্যপটুতা থাকা আবশ্যক। গ্রন্থকারের এই শেষোক্ত ক্ষমতার এখনও পূর্ণ বিকাশ হয় নাই। যাহা হউক, মোটের উপর গ্রন্থ ভাল হইয়াছে।

প্রাচীন আর্য্যরমণীগণের ইতিবৃত্ত—শ্রীমহেন্দ্রনাথ রায় বিদ্যানিধিপ্রণীত। মূল্য সাড়ে ছয় আনা।

সংগ্রহের হিসাবে পুস্তকখানি উৎকৃষ্ট। গ্রন্থকার সাধারণের অবিদিত ভারতের গৌরব-স্থানীয়া অনেক রমণীর সংক্ষিপ্ত বিবরণ এই গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট করিয়াছেন। এই সকল রমণী কেবল ভারতের কেন, সমগ্র জগতেরই গৌরবস্বরূপ। গ্রন্থকার যেরূপ পাণ্ডিত্যের সহিত চরিত্র গুলি সংগ্রহ করিয়াছেন, যদি কবিত্বের প্রভায় উহাদিগকে সেইরূপ আলোকিত করিতেন, তাহা হইলে বোধ হয় ভাল হইত। যাহা হউক, বাঙ্গালা ভাষায় এরূপ গবেষণাপূর্ণ সদ্‌গ্রন্থের প্রচার নিরতিশয় আহ্লাদের বিষয়।

আশা-কাব্য। শ্রীমহেন্দ্রচন্দ্র মজুমদার বি. এ. প্রণীত। মূল্য কাপড় বাঁধান ১৲ টাকা। কাগজে বাঁধান ৸৹ আনা।

গ্রন্থকার গ্রন্থারম্ভে লিখিয়াছেন "৪৪ বৎসরের কল্পনা বেশভূষায় সজ্জিত হইতে পারে, কিন্তু তাহার স্বাভাবিক লাবণ্য, স্ফূর্ত্তি, ভাবকমনীয়তা ও মাধুর্য্য থাকে না।"

ইহা অবশ্য গ্রন্থকারের বিনয়ের কথা। হউক, তবু সত্য কথা। কথাটা সত্য বটে, কিন্তু সম্পূর্ণ কথা নহে। গ্রন্থকার বিনয়ে বাধ্য হইয়া, তাঁহার প্রৌঢ়া কল্পনার দোষের ভাগটাই দেখাইয়াছেন, গুণের কথা কিছুই বলেন নাই। তা নাই বলুন, ভাবুক মাত্রেই অবগত আছেন, প্রৌঢ়ার যেমন শতসহস্র দোষ আছে, তেমন আবার লক্ষ লক্ষ গুণও আছে। দোষের কথা গ্রন্থকার বলিয়াছেন, গুণের কথা আমরা কিছু বলিলেই গ্রন্থের সমালোচনা সম্পূর্ণ হয়।

আশাকাব্যের বিষয়, বর্ণনা, ভাব, রস, প্রায়ই প্রৌঢ়জনোচিত হইয়াছে। ইহাতে প্রৌঢ়ের

ধীরতা, প্রৌঢ়ের প্রীতি, প্রৌঢ়ের পরিপক্কতা, অতীত স্মৃতি, চিন্তা, সমবেদনা সকলই পূর্ণ মাত্রায় বিরাজিত আছে। ইহাতে যৌবনের লাবণ্য, স্ফূর্ত্তি, কমনীয়তা না থাকিলেও ইহা মনোহর গ্রন্থ বটে। জগতে ত চিরকাল বসন্ত বিরাজ করে না, গগনে ত চির দিন জ্যোৎস্না ক্রীড়া করে না, তবে এরূপ গ্রন্থের উপযুক্ত পাঠক না মিলিবে কেন ?

আমরা প্রৌঢ়। আশাকাব্যের প্রৌঢ়া কল্পনার স্থির ও গম্ভীর মূর্ত্তি দেখিয়া বিশেষ আনন্দ লাভ করিয়াছি। তবে যে দুই এক স্থানে প্রৌঢ়া আপনার বয়স ভুলিয়া যুবতীর অভিনয় করিতে গিয়াছেন বা অতিবৃদ্ধার স্থান অধিকার করিতে চাহিয়াছেন, সেই সকল স্থল আমাদিগের ভাল লাগে নাই। আর ভাল লাগে নাই নিম্নোদ্ধৃত রচনাপ্রণালী—

"নাই সেই ধর্ম্মবল সতীত্বের প্রভা,
ভারতে এখন যেন কবির কল্পনা-
সৃষ্ট বলে জ্ঞান হয় ধ্রুব ও প্রহ্লাদ—
সাবিত্রী, বিহুলা, সীতা—

এই "কল্পনাসৃষ্ট" কথাটির বিন্যাস। অনেক স্থলে তিনি এইরূপ একটি কথাকে দুই পঙ্‌ক্তিতে ভাগ করিয়া বসাইয়া লেখার প্রাঞ্জলতা নষ্ট করিয়াছেন। গ্রন্থকারের মন্তব্যের দুই এক স্থলও আমাদিগের মতানুযায়ী নহে, কিন্তু আশাকাব্যের ন্যায় কাব্যে তাহার সমালোচনা নিষ্প্রয়োজন। দোষগুণ সকল পর্য্যালোচনা করিয়া আমরা বলিতে বাধ্য যে, আশাকাব্যের লেখক কবি ; আশাকাব্য একখানি মনোহর খণ্ডকাব্য। তবে যাঁহারা মলয়ের মৃদু হিল্লোল, চন্দ্রমার চঞ্চল লাবণ্য, প্রণয়ের মোহিনী মদিরা না দেখিলে পরিতৃপ্ত হন না, তাঁহারা এই গ্রন্থ পাঠে পরিতুষ্ট হইবেন না। ইহার লেখক প্রৌঢ়, বিষয় "মানবজীবনের দুঃখসন্তাপকাহিনী।" নিদাঘের ঝটিকায়, অমানিশার গাম্ভীর্য্যে, বিবেকের বিকাশেও যাঁহারা কাব্যের উপাদান দেখিতে পান, তাঁহারাই এই গ্রন্থ পাঠ করিয়া আহ্লাদিত হইবেন।

শিশুরঞ্জন রামায়ণ—শ্রীনকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য প্রণীত। মূল্য চারি আনা।

পুস্তক খানি "পাঠ্যনির্ব্বাচনী সভা" কর্ত্তৃক মধ্যবর্ত্তী স্কুলসমূহের তৃতীয় শ্রেণীর পাঠ্য রূপে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। বাঙ্গালার লেখকশ্রেষ্ঠ বঙ্কিম বাবু গ্রন্থ সম্বন্ধে গ্রন্থকারকে লিখিয়াছিলেন,—"তোমার প্রণীত 'শিশুরঞ্জন রামায়ণ' দেখিয়া প্রীত হইলাম, কিন্তু ইহা বালকদিগের শিক্ষার্থ বিদ্যালয়ে ব্যবহৃত না হইলে 'প্রীত হইলাম' বলা সার্থক হয় না।——ইহা বালকদিগের শিক্ষার উপযোগী বটে।" শিক্ষা বিষয়ে পারদর্শী, শিক্ষাবিভাগের নেতা ভূদেব বাবুও এডুকেশন গেজেটে লিখিয়াছিলেন—"পুস্তক খানি উৎকৃষ্ট হইয়াছে। বিদ্যালয় সমূহের নিম্নশ্রেণীস্থ বালকদিগের জন্য এইরূপ সমস্ত পুস্তকই পাঠ্য স্বরূপ নির্দ্দিষ্ট হওয়া উচিত।" ইহার উপর আমাদের অধিক কিছু না বলাই ভাল। গ্রন্থের বিষয় যেরূপ শিক্ষাপ্রদ, রচনাও সেইরূপ সরল ও মনোহর। গ্রন্থকার কবিতারচনায় ক্ষমতাশালী।

বালক পাঠ—শ্রীনবকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য প্রণীত। মূল্য ৵১০ মাত্র।

পুস্তক খানি পড়িয়া আমরা পরম প্রীত লাভ করিয়াছি। বিষয় গুলির নির্ব্বাচন যেমন সুন্দর, ভাষা সেইরূপ সরল ও সুমধুর। গ্রন্থখানি বালকদিগের সবিশেষ উপযোগী।

অভিজ্ঞান শকুন্তল নাটক (বঙ্গানুবাদ)—শ্রীগোবিন্দচন্দ্র রায় কৃত। মূল্য দশ আনা।

অনুবাদক লোকান্তরিত হইয়াছেন। তাঁহার শকুন্তলার অনুবাদ তদীয় কীর্ত্তি রক্ষা করিতেছে। অনুবাদকের কবিত্বশক্তি এবং সুমধুর শব্দযোজনা-প্রণালী পাঠকের চিত্তাকর্ষণে সমর্থ হইবে। তিনি অনুবাদে গুণপনা দেখাইয়াছেন। দুই এক স্থলে সামান্ত ত্রুটি থাকিলেও আমরা অকুণ্ঠিতচিত্তে বলিতে পারি, শকুন্তলার উপস্থিত বঙ্গানুবাদ সংস্কৃতানভিজ্ঞ বাঙ্গালা পাঠকের অতি আদরের সামগ্রী হইয়াছে। তাঁহারা ইহা পড়িয়া মহাকবির অভিজ্ঞান শকুন্তলের সেই অপূর্ব্ব রস অনেকটা অনুভব করিতে পারিবেন। আমরা এরূপ অনুবাদের প্রশংসা করি।

রঘুবংশ (বাঙ্গালা পদ্যে অনুবাদ) প্রথম ভাগ (১ম হইতে ৮ম সর্গ) মূল্য ১৲ টাকা,
 " " দ্বিতীয় ভাগ (৯ম হইতে ১৫শ সর্গ) ১৲ টাকা

শ্রীনবীনচন্দ্র দাস এম. এ. প্রণীত।

এই পদ্যানুবাদ পড়িয়া বড়ই আনন্দ লাভ করিয়াছি। আজ কাল সংস্কৃত, কি ইংরেজী গ্রন্থ যেরূপ দক্ষতা সহকারে বঙ্গ ভাষায় অনূদিত হইয়া থাকে, তাহাতে স্পষ্টই বোধ হয় যে, বাঙ্গালা ভাষা এখন সমৃদ্ধিশালিনী হইয়াছে এবং বাঙ্গালা লেখকগণও এখন ভাষায় বিশিষ্ট অধিকার লাভ করিয়াছেন। ভাষান্তরিত করিবার সময়েই ভাষার প্রকৃত বলাবল বুঝিতে পারা যায়। যাঁহারা সংস্কৃত রঘুবংশের সহিত এই অনুবাদ মিলাইয়া পড়িবেন, তাঁহারাই আমাদিগের কথার সত্যতা উপলব্ধি করিতে পারিবেন। আমরা অনুবাদককে ধন্যবাদ প্রদান করি।

সাময়িক প্রসঙ্গ।

সদ্‌গ্রন্থের অনুশীলন একটি বিশুদ্ধ আমোদ। নিবিষ্টচিত্তে সদ্‌গ্রন্থের আলোচনা করিলে আমোদের সহিত যেরূপ অভিজ্ঞতা জন্মে, সেইরূপ নীতিজ্ঞান লাভ হইয়া থাকে। অধুনা বাঙ্গালাভাষায় অপাঠ্য নাটক উপন্যাসের মধ্যে অনেক ভাল পুস্তকেরও প্রচার হইতেছে। পূর্ব্বে ইংরেজীতে সুশিক্ষিত বাঙ্গালীর বাঙ্গালা পুস্তকের প্রতি অশ্রদ্ধা ছিল। এখন স্রোত ফিরিয়াছে। যাঁহারা ইংরেজীতে অভিজ্ঞতা লাভ করিতেছেন, তাঁহারা এখন বাঙ্গালা গ্রন্থ-পাঠে অভিনিবিষ্ট হইতেছেন। অনেকে বাঙ্গালা গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়া, মাতৃভাষার শ্রীবৃদ্ধি-সাধনে অগ্রসর হইতেছেন। ইহা একটি সুলক্ষণ। যে কোন সভ্যজাতির ইতিহাস পাঠ করিলেই জানিতে পারা যায় যে, জাতীয় ভাষার উন্নতি ও পরিপুষ্টির সহিত জাতির উন্নতি ও পরিপুষ্টি সাধিত হয়। বাঙ্গালা সাহিত্যের যত উন্নতি হইতে থাকিবে, এবং বাঙ্গালীর বাঙ্গালা পাঠপ্রবৃত্তি যত বলবতী হইবে, বঙ্গের জনসাধারণও স্বদেশভক্তিতে স্বজাতির প্রতি প্রীতিতে তত জাতীয় প্রাধান্য রক্ষা করিতে পারিবে। আমাদের দেশে পুস্তকপ্রচারের ভাল বন্দোবস্ত নাই। উৎকৃষ্ট গ্রন্থ বহুলপ্রচার না হইলে তদ্দ্বারা জাতীয় উন্নতি সাধিত হয় না। অধুনা বাঙ্গালা পুস্তকপ্রচার সম্বন্ধে বটতলার দোকানদারদিগের প্রতিপত্তি আছে। কিন্তু বটতলায় অপাঠ্য পুস্তকের সংখ্যাই বেশী। প্রায়শঃ অর্দ্ধশিক্ষিত লোকে ঐ সকল অপাঠ্য পুস্তক পড়িয়া, আমোদিত হয়। ইহাতে তাহাদের রুচিবিকৃতির সহিত শিক্ষার বিকৃতি ঘটে। এইরূপ রুচির গতিরোধ করা এখন কর্ত্তব্য হইতেছে। যাবৎ ভাল ভাল পুস্তক অধিক পরিমাণে প্রচলিত ও পঠিত না হইতেছে, তাবৎ এই অনিষ্টের প্রতীকার হইবে না। এক সময়ে স্কুলবুক্ সোসাইটি বাঙ্গালা গ্রন্থপ্রচারের সুবন্দোবস্ত করিয়াছিলেন। যাঁহারা মাতৃভাষার অনুরাগী—মাতৃভাষার গৌরববিস্তারে প্রয়াসী, উপস্থিত বিষয়ে তাঁহাদের মনো-যোগ হইলে দেশের উপকার হয়।

*** *** ***

পুস্তকের মূল্য কম হইলে উহার প্রচারের অধিকতর সুবিধা ঘটে। নির্ধন দেশে নিরন্ন-লোকের মধ্যে পুস্তকের মূল্য বেশী না হওয়াই ভাল। বিলাতে গ্রন্থের সংস্করণবিশেষে মূল্যের তারতম্য হয়। কোন কোন সংস্করণ অতি অল্প মূল্যে বিক্রীত হইয়া থাকে। এজন্য জন-সাধারণের মধ্যে ঐসকল গ্রন্থের প্রচার অধিক হয়। আমাদের দেশে পুস্তকবিশেষে বিলাতি পদ্ধতি অবলম্বিত হইতেছে বটে, কিন্তু এখনও উহা অতি সঙ্কীর্ণ সীমায় আবদ্ধ রহিয়াছে। অন্য গ্রন্থ দূরে থাকুক, সময়ে সময়ে বিদ্যালয়পাঠ্য পুস্তকের মূল্যও এত অধিক হয় যে, তাহাতে শিক্ষার্থিগণের অভিভাবকবর্গের বিস্তর অসুবিধা ঘটিয়া থাকে। ছোট ছোট

স্কুল বহির এক টাকা মূল্য নির্দ্ধারণ করা, নিঃসন্দেহ অতিলোভের কর্ম্ম। অধিকতর বিস্ময়ের বিষয় এই, শিক্ষাবিভাগের কর্ত্তৃপক্ষও এই অতি লোভ দেখিয়া, আত্মহারা হইতেছেন। তাঁহারা যদি প্রকৃতিস্থ থাকেন, তাহা হইলে গরীব ছেলেদিগকে এরূপ উৎপীড়ন সহ্য করিতে হয় না। অভিভাবকবর্গও পাঠ্য বা অপাঠ্য পুস্তকের জন্য অর্থ যোগাইতে অবসন্ন হয়েন না।

* * * * * * * * *

পূর্ব্বে এক বার নব্যভারতে আসামী ভাষা সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছিল। প্রবন্ধলেখক দেখাইয়াছিলেন যে, আসামী ভাষা ও বাঙ্গালা ভাষা এক ; কেবল উচ্চারণভেদে ভিন্নরূপ বোধ হয়। কার্ত্তিক মাসের নব্যভারতে আর এক জন লেখক আসামী ভাষা সম্বন্ধে উক্ত মতের সমর্থন করিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন, শঙ্করদেব ও তৎশিষ্যগণ আধুনিক আসামী ভাষার শ্রীবৃদ্ধি সাধন করেন। শঙ্করদেব আসামবাসী ছিলেন। তাঁহার গ্রন্থ বাঙ্গালায় লিখিত। প্রবন্ধলেখক শঙ্করদেবের লিখিত কয়েকটি পদ উদ্ধৃত করিয়া এবিষয়ের প্রমাণ দিয়াছেন। কবিবর ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের সমকালে হলিরাম ঢেঁকিয়াল ফুকন প্রভাকরের একজন লেখক ছিলেন। তিনিও বাঙ্গালা ও আসামী ভাষার পার্থক্য স্বীকার করিতেন না। এখন আসামবাসীরা আপনাদের ভাষায় বহুল পরিমাণে অপভ্রষ্ট ও গ্রাম্য শব্দ প্রবেশিত করিয়া, উহাকে স্বতন্ত্র ভাষা বলিয়া নির্দ্দেশ করিতেছেন। তাঁহারা "শিষ্য" না লিখিয়া "শিষ" "বৎসর" না লিখিয়া "বচর" "চক্ষু" না লিখিয়া "চকু" লিখেন। এইরূপ অদ্ভুত রীতিতে আসামের ভাষা যেন একটি স্বতন্ত্র ভাষা হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এভাবে উভয় প্রদেশের ভাষাগত পার্থক্যবিধান কখনও বাঞ্ছনীয় নহে। সকল প্রদেশেই কথিত ভাষা ও লিখিত ভাষার মধ্যে বৈষম্য দেখা যায়। গ্রাম্য লোকে যে ভাষায় কথাবার্ত্তা কহে, তাহার সহিত সাহিত্যের ভাষার সাদৃশ্য নাই। তাই বলিয়া, বঙ্গদেশের ভিন্ন ভিন্ন অঞ্চলের কথিত বাঙ্গালাকে সাধারণ বাঙ্গালা ভাষা হইতে পৃথক্ করা কখনও সঙ্গত নহে। আসামবাসিগণ যদি অনৈক্যে পরিচালিত না হইয়া, একতার দিকে অগ্রসর হয়েন, তাহা হইলে দেশের মঙ্গল হয়।

* * * * * * * * *

ভাদ্র ও আশ্বিন মাসের সাহিত্যে শ্রীযুত দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় ভূকৈলাসের রাজা স্বর্গীয় জয়নারায়ণ ঘোষালের লিখিত একখানি কাব্যের পরিচয় দিয়াছেন। কাব্যখানি মূল কাশীখণ্ডের অনুবাদ। প্রায় এক শত বৎসর হইল, রাজা জয়নারায়ণ বারাণসীধামে অবস্থিতিকালে কাশীখণ্ডের অনুবাদ করেন। অনুবাদের শেষে কাশীর বর্ণনা আছে। এই বর্ণনা গ্রন্থবিশেষ হইতে পরিগৃহীত হয় নাই। ইহা অনুবাদকারের মৌলিক রচনা। অনুবাদকার কাশীতে যাহা দেখিয়াছেন, প্রাঞ্জল কবিতায় বিশদভাবে তাহার বর্ণনা করিয়াছেন। যাঁহারা বারাণসীর

শতবৎসর পূর্ব্বের বিবরণ জানিতে চাহেন, উক্ত বর্ণনায় তাঁহাদের কৌতূহলের তৃপ্তি হইতে পারে। গ্রন্থখানি অনতিপ্রাচীন হইলেও রচনাগুণে আদরণীয়। উহা মুদ্রিত ও প্রচারিত হওয়া আবশ্যক।

***　　　***　　　***

শ্রাবণ মাসের অনুশীলন ও পুরোহিতপত্রে ঐতিহাসিক পরিভাষাসম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে। উক্ত পত্রের সম্পাদক শ্রীযুত মহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি মহাশয় বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদে, ঐতিহাসিক নাম গুলির বর্ণবিন্যাসের একতা সম্বন্ধে একটি প্রস্তাব করেন। পরিষদে স্থির হয় যে, স্বর্গীয় ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল মিত্র ঐতিহাসিক নামের তালিকা করিয়া থাকিলে, উহা পরিষদপত্রিকায় মুদ্রিত হইবে। এখন ভিন্ন ভিন্ন ভূগোলে যেমন স্থানের নাম গুলি ভিন্ন ভিন্ন রূপে লিখিত হয়, সেইরূপ ভিন্ন ভিন্ন ইতিহাসে লোকের নাম ভিন্ন ভিন্ন রূপে লিখিত হইয়া থাকে। গ্রন্থকারেরা প্রকৃত উচ্চারণের দিকে দৃষ্টি রাখেন না। শিক্ষার্থীরা ভিন্ন ভিন্ন পুস্তকে নামের বিভিন্ন বর্ণবিন্যাস দেখিয়া, গোল-যোগে উদ্‌ভ্রান্ত হইয়া পড়ে। বিদ্যানিধি মহাশয় এই অনিষ্টের প্রতীকারে যত্নশীল হইয়াছেন। এজন্য তিনি পরিষদের ধন্যবাদের পাত্র। যাঁহার যত্নে সাহিত্যক্ষেত্রের জঞ্জাল দূরীকৃত এবং শিক্ষার পথ পরিষ্কৃত হয়, বিদ্বৎসমাজে তাঁহার মহৎকার্য্যের কখনও অগৌরব হয় না। বিদ্যানিধি মহাশয় স্বকীয় পত্রে ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল মিত্রের যে তালিকা প্রকাশ করিয়াছেন, উহা ঐতিহাসিক নামের সম্পূর্ণ তালিকা বলিয়া বোধ হইল না। তিনি শ্রীযুত ক্ষীরোদচন্দ্র রায় চৌধুরী মহাশয়ের নিকট হইতে ঐ তালিকা আনাইয়া-ছেন। ক্ষীরোদ বাবুর ভারতবর্ষের ইতিহাস পাইয়া, ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল মিত্র তাঁহার নিকট যে পত্র লিখেন, সেই পত্রখানিও অনুশীলন ও পুরোহিতে মুদ্রিত হইয়াছে। উক্ত পত্রপাঠে বোধ হয়, ক্ষীরোদ বাবুর ইতিহাসে যে সকল ব্যক্তির বা স্থানের নামের বর্ণবিন্যাস ডাক্তার রাজেন্দ্রলালের নিকট অসমীচীন বোধ হইয়াছিল, ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল তৎসমুদয়ের নির্দ্দেশ করিয়া দিয়াছিলেন মাত্র। এইজন্য তালিকায় ইলতমস্, বহরাম, মুসায়দ প্রভৃতি বাদশাহগণের নামের সহিত গণ্টরসরকার, পুলোপেনাং, ডিণ্ডিগল প্রভৃতি জনপদের নাম স্থান পাইয়াছে। অধিকন্তু তালিকায় নামগত বিশেষ্যবিশেষণ, কোন বিশেষ ব্যক্তি রাজা কি উজীর, ফরাসীভাষায় ডকারের অভাব ইত্যাদি নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। ঐতিহাসিক নামের তালিকায় এ সকল বিষয়ের নির্দ্দেশ থাকা সম্ভব নহে। ফলতঃ, ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল মিত্র ঐতিহাসিক নামের সম্পূর্ণ তালিকা প্রস্তুত করিয়া গিয়াছেন কি না, সন্দেহ। উক্তরূপ কোন তালিকা থাকিলে পাঠ্যপুস্তক-নির্ব্বাচনী সভার কার্য্যালয়ে উহা পাওয়া যাইতে পারে। কিন্তু শুনিয়াছি, বিদ্যানিধি মহাশয়, ঐ স্থানে অনুসন্ধান করিয়াও উহা প্রাপ্ত হয়েন নাই। যাহা হউক, তিনি অংশতঃ কতকগুলি নাম প্রকাশ করিয়া ভাল

করিয়াছেন। মাদ্রাসার মুসলমান অধ্যাপক মহাশয়গণের সহিত পরামর্শ করিয়া, প্রকৃত উচ্চারণ অনুসারে বাদশাহদিগের নামগুলি লিখিয়া লইলে বোধ হয়, ভাল হয়। পরিষদ এখন ভৌগোলিক পরিভাষা সম্বন্ধে যে নিয়ম অবলম্বন করিয়াছেন, ঐতিহাসিক নামের তালিকা সম্বন্ধেও সেই নিয়মের অনুসরণ করিতে পারেন। ঐতিহাসিক নামের তালিকা না হউক, ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল মিত্র ভৌগোলিক নামের অক্ষরান্তর সম্বন্ধে কতকগুলি নিয়ম করিয়া গিয়াছেন। পাঠ্যপুস্তকনির্ব্বাচনী সভার সভাপতি হইয়া, তিনি এ সম্বন্ধে যে অভিমত প্রকাশ করিয়াছিলেন, পত্রিকার পরিশিষ্টে তাহা প্রকাশিত হইল। অভিমতলিপি খানি ইংরেজীতে লিখিত। মূল লিপির সহিত উহার ভাবানুবাদও প্রকাশ করা গেল।

* * *

বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চতর পরীক্ষায় বাঙ্গালাপ্রচলন সম্বন্ধে পরিষদের সভাপতি মহোদয় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিষ্ট্রার মহোদয়ের নিকট যে পত্র পাঠাইয়াছেন, পরিশিষ্টে উহা মুদ্রিত হইল। মাতৃভাষার উন্নতিবিধানে যাঁহাদের যত্ন আছে, তাঁহারা উপস্থিত বিষয়ে অনুরাগ ও আস্থার পরিচয় দেন, ইহা বাঞ্ছনীয়। সুশৃঙ্খলভাবে সুযুক্তির সহিত আন্দোলন করিলে প্রস্তাব কার্য্যে পরিণত হইতে পারে।

* * *

শ্রীযুত প্রতুলচন্দ্র বসু মহাশয় কতকগুলি প্রবচন সংগ্রহ করিয়া দেওয়াতে পরিষদ উপকৃত হইয়াছেন। লং সাহেব ব্যতীত শ্রীযুত দ্বারকানাথ বসু মহাশয় কতকগুলি প্রবাদ প্রকাশ করিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত অনেক প্রবাদ বামাবোধিনী পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছে। যে সকল প্রবাদ অপ্রকাশিত রহিয়াছে বসুজ মহাশয় তৎসমুদয়ের নির্দ্দেশ করিয়া দিলে ভাল হয়। ঐ সকল অপ্রকাশিত প্রবচন পত্রিকায় প্রকাশিত হইতে পারে।

চতুর্থ অধিবেশন।

২৭শে শ্রাবণ, রবিবার।

উপস্থিত সদস্যগণ।

১। মাননীয় শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র দত্ত, সি, এস্ ; সি, আই, ই।

২। শ্রীযুক্ত রাজা বিনয়কৃষ্ণ বাহাদুর।
৩। " হীরেন্দ্রনাথ দত্ত এম্,এ,বি,এল্।
৪। " মনোমোহন বসু।
৫। " গোপালচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।
৬। " রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী এম্, এ।
৭। " কুঞ্জবিহারী বসু বি, এ।
৮। " কুঞ্জলাল রায়।
৯। " ক্ষেত্রপাল চক্রবর্ত্তী।
১০। " মতিলাল হালদার বি, এল।
১১। " যোগীন্দ্রচন্দ্র চক্রবর্ত্তী এম্, এ।
১২। " নন্দকৃষ্ণ বসু এম্, এ, সি, এস্,।
১৩। " মহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি।
১৪। শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র সরকার।
১৫। " প্রতুলচন্দ্র বসু।
১৬। " কবিরাজ লক্ষ্মীনারায়ণ রায়।
১৭। " চন্দ্রশেখর কালী এল্ এম্, এস্।
১৮। " বীরেশ্বর পাঁড়ে।
১৯। " মাননীয় গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়।
২০। " হারাণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এম্, এ, বি,এল।
২১। " রাধানাথ মিত্র।
২২। " চন্দ্রনাথ তালুকদার (সহ-সম্পাদক)।
২৩। " দেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, (সম্পাদক)।

১। পূর্ব্ববর্ত্তী অধিবেশনের কার্য্যবিবরণ পঠিত ও কোন কোন অংশ পরিবর্ত্তিত হইলে পর তাহা পরিগৃহীত হইল :—

২। যথারীতি প্রস্তাব ও সমর্থনের পর নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ পরিষদের সভ্য শ্রেণীভুক্ত হইলেন :—

১। শ্রীযুক্ত যাদবকিশোর গোস্বামী বিদ্যারত্ন।
২। " বিজয়কেশব মিত্র বি, এল্।
৩। " শরচ্চন্দ্র দে বি, এল।
৪। " সুরেন্দ্রনাথ রায়।
৫। " দেবপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী এম্ এ, বি, এল।
৬। " যশোদানন্দন প্রামাণিক এম্, এ, বি, এল।
৭। শ্রীযুক্ত ডাক্তার প্রতাপচন্দ্র মজুমদার এম্, ডি।
৮। " ত্রিগুণাচরণ সেন এম্, এ।
৯। " কবিরাজ মনোমোহন সেন গুপ্ত।
১০। " কৃষ্ণধন মুখোপাধ্যায়।
১১। " অম্বিকাচরণ গুপ্ত।
১২। " ব্যোমকেশ মুস্তফি।
১৩। " হরিমাধব সেন।

৩। বিশ্ববিদ্যালয়ে বাঙ্গালা প্রচলন কি উপায়ে হইতে পারে, তদ্বিষয়ে ভারার্পিত পাঁচ জনের প্রস্তাব উত্থাপিত হইলে, তাহার কোন মীমাংসা করা হইল না। কারণ বিলম্ব

হেতু মুদ্রিত প্রস্তাবটি মফস্বলের কোন সভ্যের নিকটেই প্রেরণ করা হয় নাই এবং স্থানীয় অধিকাংশ সভ্যও প্রস্তাবটির আলোচনা করিতে পারেন নাই। তন্নিমিত্ত আগামী মাসিক অধিবেশনে প্রস্তাবটির মীমাংসা করা হইবে, ইহা স্থির করা হইল। তবে এই সম্বন্ধে উপস্থিত সভ্যদিগের ভিতর কেহ কেহ কিছু বলিলেন এবং শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত ও শ্রীযুক্ত নন্দকৃষ্ণ বসু মহাশয় সংগৃহীত মতামত হইতে দুই এক ব্যক্তির মতামত পাঠ করিলেন।

৪। সভাপতি মহাশয়ের প্রস্তাবানুসারে শ্রীযুক্ত মনোমোহন বসুকে গ্রন্থপ্রকাশ-সমিতির অন্যতম সভ্যরূপে গ্রহণ করা হইল।

৫। শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর প্রস্তাবানুসারে শ্রীযুক্ত মাধবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়কে পরিভাষিক সমিতির অন্যতম সভ্যরূপে গ্রহণ করা হইল।

৬। মফস্বলে সাহিত্য পরিষদের শাখা স্থাপন প্রভৃতি বিষয় সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত দীননাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের প্রস্তাব পঠিত হইলে, তাহা মীমাংসা করিবার ভার কার্য্যনির্ব্বাহক সভার প্রতি অর্পিত হইল।

তাহার পর সভাপতি মহাশয়কে যথারীতি ধন্যবাদ প্রদান করিয়া সভা ভঙ্গ করা হইল।

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, সম্পাদক।	শ্রীরমেশচন্দ্র দত্ত, সভাপতি।

পঞ্চম অধিবেশন।

৩০শে ভাদ্র, রবিবার।

উপস্থিত সদস্যগণ।

১। সভাপতি—মাননীয় শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র দত্ত, সি, এস্; সি, আই, ই।

২। শ্রীযুক্ত চন্দ্রনাথ বসু (সহ-সভাপতি)।
৩। „ নবীনচন্দ্র সেন (সহ-সভাপতি)।
৪। „ রাজা বিনয়কৃষ্ণ বাহাদুর।
৫। „ মতিলাল হালদার বি, এল্।
৬। „ হীরেন্দ্রনাথ দত্ত এম্ এ,, বি, এল্।
৭। „ রজনীকান্ত গুপ্ত।
৮। „ রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী এম্, এ।
৯। „ যোগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়।
১০। শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনারায়ণ রায়।
১১। „ চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়।
১২। „ কবিরাজ নবীনচন্দ্র সেন।
১৩। „ নন্দকৃষ্ণ বসু এম্ এ; সি এস্।
১৪। মাননীয় শ্রীযুক্ত গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়।
১৫। শ্রীযুক্ত হারাণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এম্, এ, বি, এল্।
১৬। „ মাধবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

১৭। শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র সরকার।
১৮। „ প্রতুলচন্দ্র বসু।
১৯। „ রাজেন্দ্রচন্দ্র শাস্ত্রী এম্, এ।
২০। „ মহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি।
২১। „ কুঞ্জবিহারী বসু বি, এ।
২২। „ গোবিন্দলাল দত্ত।
২৩। „ শিবাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য বি, এল।
২৪। „ চারুচন্দ্র ঘোষ।
২৫। „ কুমার দক্ষিণেশ্বর মালিয়া।
২৬। „ যাদবকিশোর গোস্বামী।
২৭। শ্রীযুক্ত ভুবনকৃষ্ণ মিত্র।
২৮। „ কবিরাজ মনোমোহন সেন গুপ্ত।
২৯। „ কৃষ্ণধন মুখোপাধ্যায়।
৩০। „ ত্রিগুণাচরণ সেন এম্, এ।
৩১। „ দ্বিজেন্দ্রচরণ গুপ্ত।
৩২। „ ব্যোমকেশ মুস্তফি।
৩৩। „ নরেন্দ্রনাথ মিত্র বি, এল্।
৩৪। „ দেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, (সম্পাদক)।
৩৫। „ চন্দ্রনাথ তালুকদার (সহ-সম্পাদক)

১। সভাপতি মাননীয় শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয় কমিশনর পদে উন্নীত হইয়া কিছু-দিনের নিমিত্ত উড়িষ্যা গমন করিতেছেন, এই কারণ তাঁহার অনুপস্থিতে সভাপতির কার্য্য নির্ব্বাহের জন্য সহকারী সভাপতি শ্রীযুক্ত চন্দ্রনাথ বসু মহাশয়ের প্রতি ছয় মাসের জন্য ভার দেওয়া হইল। আর সভাপতি মহাশয় পরিষদের উন্নতির জন্য যে পরিশ্রম করিয়াছেন ও করিতেছেন, তন্নিমিত্ত পরিষদ তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছেন এবং তাঁহার অনুপস্থিতি হেতু পরিষদ দুঃখ প্রকাশ পূর্ব্বক যাহাতে তিনি আগামী বৎসরে উপস্থিত হইয়া আমাদিগকে উৎসাহিত করেন তন্নিমিত্ত আশা করিতেছেন।

২। পূর্ব্ববর্ত্তী অধিবেশনের কার্য্যবিবরণ পঠিত হইলে পর তাহা পরিগৃহীত হইল।

৩। যথারীতি প্রস্তাব ও সমর্থনের পর নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ পরিষদের সভ্যশ্রেণী ভুক্ত হইলেন :—

১। শ্রীযুক্ত কিশোরীমোহন সেনগুপ্ত এম্,এ।
২। „ রমানাথ ঘোষ।
৩। „ কুমার মন্মথনাথ মিত্র।
৪। „ সুরেশচন্দ্র বিশ্বাস (ব্যারিষ্টার)।
৫। „ পদ্মনাথ ভট্টাচার্য্য।
৬। „ মতিলাল ঘোষ।
৭। শ্রীযুক্ত পরেশচন্দ্র সোম।
৮। „ নগেন্দ্রনাথ বসু।
৯। „ রামেশ্বর ভট্টাচার্য্য।
১০। „ শ্রীশচন্দ্র ঘোষ, বি, এল্।
১১। „ নন্দলাল গোস্বামী।

৪। তাহার পর ভারার্পিত পাঁচ জন সদস্যের প্রস্তাবানুযায়ী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশিকা ও এফ, এ, এবং বি, এ পরীক্ষায় বাঙ্গালা প্রচলনের কথা উত্থাপিত হইলে, অনেক আলো-চনা হইল। মাননীয় শ্রীযুক্ত গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় বলিলেন—"আমরা আপাততঃ প্রথম প্রস্তাবটি গ্রহণের নিমিত্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষদিগকে অনুরোধ করিলে কৃতকার্য্য হইবার আশা করিতে পারি। কারণ এই প্রস্তাবটির অনুকূলে এখন অনেকেরই মত দেখা যাইতেছে।" অবশেষে স্থির করা হইল যে, প্রথম প্রস্তাবটি অর্থাৎ ফার্ষ্ট্ আর্ট্স্ ও বি, এ

পরীক্ষায় সংস্কৃতের সহিত বাঙ্গালায় একটি করিয়া প্রবন্ধ রচনার প্রস্তাবটি গ্রহণের নিমিত্ত পরিষদের সভাপতি মহাশয় সিণ্ডিকেটের নিকট একখানি পত্র লিখুন এবং সেই পত্রের সহিত পাঁচজন সদস্যের রিপোর্টও পাঠাইয়া দেওয়া হউক। সভাপতি মহাশয় সিণ্ডিকেটের নিকট যে পত্রখানি লিখিবেন, সেই পত্রখানি খসড়া করিয়া দিবার ভার মাননীয় গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় গ্রহণ করায় পরিষদ তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞ হইলেন।

৫। কাশীরাম দাসের মহাভারত বিশুদ্ধভাবে বাহির করিবার প্রস্তাব উঠিলে, শ্রীযুক্ত প্রফুল্লচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের পত্রখানি পঠিত হইল। তিনি মহাভারতের বিশুদ্ধ সংস্করণ প্রকাশের ভার গ্রহণ করিতে প্রস্তুত আছেন, এই কথাই পত্রে লিখিয়াছেন। অবশেষে স্থির করা হইল, এই কার্য্যের ভার প্রফুল্ল বাবুর প্রতি সমর্পণ করা হউক; এবং তাঁহাকে এই বিষয়ে সাহায্য করিবার জন্য শ্রীযুক্ত গোবিন্দলাল দত্ত ও শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি ইচ্ছা প্রকাশ করিলে, তাঁহাদিগকে তাঁহার সহকারীরূপে নিযুক্ত করা হউক।

৬। কবিকঙ্কণের চণ্ডীকাব্য বিশুদ্ধভাবে পরিষদ কর্ত্তৃক বাহির করিবার কথা উঠিলে, তৎসঙ্গে ভাঙ্গামোড়া নিবাসী শ্রীযুক্ত অম্বিকাচরণ গুপ্ত মহাশয়ের পত্রখানিও পঠিত হইল। অবশেষে স্থির করা হইল, এই ভার শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধির প্রতি অর্পিত হউক। তাঁহাকে এই কার্য্যে সহায়তা করিবার নিমিত্ত শ্রীযুক্ত চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত শিবাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য, শ্রীযুক্ত অম্বিকাচরণ গুপ্ত এবং শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফি ইচ্ছা প্রকাশ করায়, তাঁহাদিগকে সহকারীরূপে নিযুক্ত করা হইল।

৭। শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয়ের প্রস্তাবানুসারে শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র ঘোষ মহাশয়কে রামায়ণ সম্পাদন কার্য্যের অন্যতম সহকারীরূপে গ্রহণ করা হইল।

৮। শারদীয় উৎসব উপলক্ষে সভ্যগণ স্থানান্তরিত হইবার সম্ভাবনা থাকায়, আশ্বিন মাসে পরিষদের মাসিক অধিবেশন স্থগিত করা স্থিরীকৃত হইল। শ্রীযুক্ত বাবু শরচ্চন্দ্র সরকার মহাশয় প্রস্তাব করেন, পরিষদের কার্য্যবিবরণীতে যে সকল পত্রের উল্লেখ থাকে, উহা পত্রিকায় প্রকাশিত হইলে ভাল হয়, মাননীয় বিচারপতি শ্রীযুক্ত গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় তাহার পোষকতা করিলে স্থিরীকৃত হয় যে, আবশ্যক মত পত্রের অংশ অথবা পত্রের মর্ম্ম অতঃপর পত্রিকায় মুদ্রিত হইবে।

তাহার পর সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ প্রদান করিয়া সভার কার্য্য শেষ হইল।

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, সম্পাদক।	শ্রীচন্দ্রনাথ বসু, অস্থায়ী সভাপতি।

পরিষদের কর্ম্মাধ্যক্ষগণ।

১।	শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র দত্ত সি, এস্; সি, আই, ই,	সভাপতি।
২।	শ্রীযুক্ত বাবু চন্দ্রনাথ বসু এম্ এ, বি, এল্,	সহকারী সভাপতি।
৩।	" " নবীনচন্দ্র সেন,	
৪।	" " রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর,	
৫।	" " রাজেন্দ্রচন্দ্র শাস্ত্রী এম্, এ,	সম্পাদক।
৬।	" " রজনীকান্ত গুপ্ত,	পত্রিকা-সম্পাদক।
৭।	" " রজনীনাথ রায় এম্, এ,	আয়ব্যয়-পরীক্ষক।
৮।	" " সারদারঞ্জন রায় এম্, এ,	

কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতির সদস্যগণ।

শ্রীযুক্ত রাজা বিনয়কৃষ্ণ দেব বাহাদুর।
" ডাক্তার সূর্য্যকুমার সর্ব্বাধিকারী।
" রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী এম্,এ,বি,এল্।
শ্রীযুক্ত বাবু মতিলাল হালদার বি এল্।

শ্রীযুক্ত বাবু হীরেন্দ্রনাথ দত্ত এম্,এ, বি, এল্।
" " মনোমোহন বসু।
" " চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়।
" " রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী এম্, এ।

পরিষদের তত্ত্বাবধানে প্রাচীন গ্রন্থ প্রকাশের জন্য যে সকল চাঁদা স্বীকৃত ও প্রদত্ত হইয়াছে তাহার তালিকা :—

স্বীকৃত চাঁদা।

১। শ্রীযুক্ত মহারাজা বাহাদুর স্যার যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর কে, সি,এস্ আই *১৫০৲
২। শ্রীযুক্ত সার রাজা শৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর সি আই, ই, ১৫০৲
৩। " রাজা রাজরাজেশ্বরী প্রসাদ সিংহ ২০০৲
৪। " রাজা বিনয়কৃষ্ণ দেব বাহাদুর ১৫০৲
৫। " কুমার রামেশ্বর মালিয়া ১৫০৲
৬। " কুমার দক্ষিণেশ্বর মালিয়া ১০০৲
৭। " সার রমেশচন্দ্র মিত্র * ১০০৲
৮। " মাননীয় জষ্টিস্ গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়* ১০০৲
৯। " রমেশচন্দ্র দত্ত সি, আই,ই*১০০৲
১০। " রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী (টাকী) ১০০৲
১১। " বাবু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর* ১০০৲
১২। " " হীরেন্দ্রনাথ দত্ত এম,এ*১০০৲
১৩। " " হেমচন্দ্র গোস্বামী* শ্রীরামপুর ১০০৲
১৪। " রাজা প্যারীমোহন মুখোপাধ্যায় উত্তরপাড়া ১০০৲
১৫। শ্রীযুক্ত রাজা জ্যোতিঃপ্রসাদ গর্গ মহিষাদল ১০০৲
১৬। শ্রীমতী জাহ্নবী চৌধুরাণী* সন্তোষ ১০০৲
১৭। " রাণী মৃণালিনী* পাইকপাড়া ৫০৲
১৮। শ্রীযুক্ত রাজা বনবিহারী কর্পূর* ৫০৲
১৯। " বাবু কানাইলাল খাঁ মানকুণ্ড*৫০৲
২০। " বাবু ননীমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়*৫০৲
২১। শ্রীমতী মহারাণী স্বর্ণময়ী সি, আই, কাশিমবাজার ২০০৲
২২। শ্রীযুক্ত রায় যোগেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী বাহাদুর রামগোপালপুর ১০০৲
২৩। " বাবু নন্দলাল গোস্বামী* শ্রীরামপুর ৫০৲
২৪। " " ললিতমোহন সিংহ রায় চকদীঘি ৫০৲
২৫। " " শিবনারায়ণ মুখোপাধ্যায় উত্তরপাড়া ৫০৲
২৬। " কুমার প্রমদানাথ রায় দীঘাপতিয়া ২০০৲—

শ্রীরাজেন্দ্রচন্দ্র শাস্ত্রী,
সম্পাদক।

---

* ইঁহারা অনুগ্রহপূর্ব্বক নিজ নিজ দেয় পাঠাইয়াছেন।

১। শ্রীযুক্ত রাজা বিনয়কৃষ্ণ বাহাদুর, কলিকাতা।
২। মাননীয় শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র দত্ত সি, এস্; সি, আই, ই উড়িষ্যা।
৩। শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত গুপ্ত, কলিকাতা।
৪। „ হীরেন্দ্রনাথ দত্ত এম্, এ, বি, এল্, „
৫। „ ক্ষেত্রপাল চক্রবর্ত্তী, „
৬। „ গোপালচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, „
৭। „ ডাক্তার সূর্য্যকুমার সর্ব্বাধিকারী „
৮। „ সারদাপ্রসাদ দে „
৯। „ নরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় বি, এ, „
১০। „ নীলরতন মুখোপাধ্যায় বি, এ, বেলডাঙ্গা, মুর্শিদাবাদ।
১১। „ মতিলাল হালদার বি,এল্, কলিকাতা।
১২। „ জগচ্চন্দ্র সেন কুমিল্লা।
১৩। মাননীয় শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, কলিকাতা।
১৪। শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র দাস সি, আই, ই, „
১৫। „ নরেন্দ্রনাথ ঘোষ, বারিষ্টার „
১৬। পণ্ডিত তারাকুমার কবিরত্ন, „
১৭। শ্রীযুক্ত মাধবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, „
১৮। „ সুন্দরীমোহন দাস এম্, বি, „
১৯। „ মনোমোহন বসু, „
২০। „ সাককড়ি হালদার বি, এল্, রায়গ্রাম, দিনাজপুর।
২১। „ গোঁসাইদাস গুপ্ত, কলিকাতা।
২২। „ নন্দকৃষ্ণ বসু এম্, এ; সি, এস, „
২৩। „ দেবকিশোর মুখোপাধ্যায় এম্ এ, „
২৪। „ ক্ষীরোদপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য এম্, এ, „
২৫। „ উমেশচন্দ্র বটব্যাল এম্, এ: সি, এস্, বগুড়া।
২৬। „ চারুচন্দ্র ঘোষ, কলিকাতা।
২৭। „ আশুতোষ বন্দ্যোপাধ্যায়, „
২৮। „ বসন্তরঞ্জন রায়, বেলেতোর, বাঁকুড়া।
২৯। „ চন্দ্রশেখর কালী এল্, এম্, এস্, কলিকাতা
৩০। শ্রীযুক্ত ডাক্তার রাখালচন্দ্র সেন, কলিকাতা।
৩১। „ চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, „
৩২। „ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, „
৩৩। „ নবীনচন্দ্র সেন বি, এ (বিশিষ্ট) „
৩৪। „ মাননীয় বিচারপতি শ্রীযুক্ত গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এম্, এ, ডি, এল্, কলিকাতা।
৩৫। „ রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী এম্, এ, „
৩৬। „ সারদারঞ্জন রায় এম্, এ, „
৩৭। „ দীননাথ সেন, স্কুল ইন্‌স্পেক্টর, ঢাকা।
৩৮। „ কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্য বি, এল্, হাবড়া।
৩৯। „ অমৃতলাল রায় (হোপ-সম্পাদক), কলিকাতা।
৪০। „ রাজনারায়ণ বসু (বিশিষ্ট), দেওঘর।
৪১। „ প্রফুল্লচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, কলিকাতা।
৪২। „ প্রমথনাথ বসু বি, এস্, সি „
৪৩। Sir Monier Williams K. C. I. E. (বিশিষ্ট), লণ্ডন।
৪৪। শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী এম্, এ,বি,এল, বরাহনগর।
৪৫। Sir William Hunter K. C. S. I. (বিশিষ্ট), লণ্ডন।
৪৬। শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ চট্টোপাধ্যায় বি, এ, কালিকাপুর, কাটোয়া।
৪৭। „ রাজেন্দ্রচন্দ্র শাস্ত্রী এম্, এ, বি, এল্, কলিকাতা।
৪৮। „ অবিনাশচন্দ্র দাস এম, এ, বি, এল, আজিমগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ।
৪৯। „ হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় বি, এল (বিশিষ্ট), খিদিরপুর।
৫০। „ যোগেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ, „
৫১। Johon Beames Esq. (বিশিষ্ট), লণ্ডন।
৫২। শ্রীযুক্ত বীরেশ্বর পাঁড়ে, কলিকাতা।
৫৩। „ নৃসিংহচন্দ্র মুখোপাধ্যায় এম্, এ, বি, এল্ কলিকাতা।
৫৪। „ কালীপ্রসন্ন ঘোষ (বিশিষ্ট), ঢাকা।

৫৫। শ্রীযুক্ত চন্দ্রনাথ বসু এম্, এ, বি, এল্ (বিশিষ্ট), কলিকাতা।
৫৬। „ গোবিন্দলাল দত্ত, „
৫৭। „ নিত্যকৃষ্ণ বসু এম্, এ, „
৫৮। Sir George Birdwood K. C. I. E. (বিশিষ্ট), লণ্ডন।
৫৯। শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র সমাজপতি (সাহিত্য-সম্পাদক), কলিকাতা।
৬০। „ শরচ্চন্দ্র চৌধুরী বি, এ (শিক্ষাপরিচয়-সম্পাদক), উত্তরপাড়া।
৬১। „ দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর(বিশিষ্ট),কলিকাতা।
৬২। „ মথুরানাথ সিংহ বি, এল্, বাঁকীপুর।
৬৩। „ পূর্ণেন্দুনারায়ণ সিংহ এম্,এ,বি,এল, „
৬৪। „ নবীনচন্দ্র দাস এম্, এ, নদীয়া।
৬৫। „ যোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ এম্, এ, রঙ্গপুর।
৬৬। „ শ্রীশচন্দ্র মজুমদার, চাঁইবাসা।
৬৭। „ ললিতচন্দ্র মিত্র এম্, এ, কলিকাতা।
৬৮। „ শিবাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য বি, এল্, „
৬৯। „ হরিমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, „
৭০। „ বিপিনবিহারী গুপ্ত এম্, এ, „
৭১। „ বরদাকান্ত সেন গুপ্ত, „
৭২। „ কৈলাসচন্দ্র দাস এম্, এ, „
৭৩। „ চণ্ডীচরণ সেন, ভবানীপুর
৭৪। „ ভুবনকৃষ্ণ মিত্র, কলিকাতা।
৭৫। „ দীননাথ গঙ্গোপাধ্যায়, হালিসহর।
৭৬। „ রাধানাথ মিত্র, কলিকাতা।
৭৭। „ ননীমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় এম্, এ, „
৭৮। „ রজনীনাথ রায় এম্,এ, (ডেঃ কণ্ট্রোলার) ভবানীপুর।
৭৯। „ নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত (ট্রিবিউন-সম্পাদক), লাহোর।
৮০। „ চন্দ্রনারায়ণ সিংহ এম্, এ, ভাগলপুর।
৮১। „ রায় শিবচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় বাহাদুর, „
৮২। „ অতুলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, বর্দ্ধমান।
৮৩। „ রামলাল মুখোপাধ্যায় বি, এল্, „
৮৪। শ্রীযুক্ত মন্মথকুমার বসু এম্, এ, বর্দ্ধমান।
৮৫। „ প্রমদানাথ মুখোপাধ্যায় বি,এল্, „
৮৬। „ বঙ্কবিহারি সিংহ বি, এ, কাটোয়া।
৮৭। „ শ্যামাধব রায়, কলিকাতা।
৮৮। „ অক্ষয়কুমার সেন, ঢাকা।
৮৯। „ দুর্গাদাস লাহিড়ী, কলিকাতা।
৯০। „ নীলমণি মুখোপাধ্যায় এম, এ, বি, এল্, কলিকাতা।
৯১। „ অপূর্ব্বচন্দ্র দত্ত বি, এস্, সি, জব্বলপুর।
৯২। „ নন্দলাল বাগচি বি, এ, তমোলুক।
৯৩। „ রমেশচন্দ্র দাস বি, এ, বরিশাল।
৯৪। „ কুমুদবন্ধু দাস বি, এ, ময়মনসিংহ।
৯৫। „ বিপিনবিহারী দাস গুপ্ত বি, এল্, বরিশাল।
৯৬। „ অবিনাশচন্দ্র মিত্র বি, এল্, সিউড়ি।
৯৭। „ গিরীন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এম্,এ, „
৯৮। „ নৃত্যগোপাল মুখোপাধ্যায় এম্, এ, বহরমপুর।
৯৯। „ লোকেন্দ্রনাথ পালিত সি, এস্, বরিশাল।
১০০। „ চিত্তরঞ্জন দাস, বারিষ্টার, কলিকাতা।
১০১। „ আশুতোষ চৌধুরী এম্, এ, এল্, এল্, বি, বারিষ্টার, কলিকাতা।
১০২। „ নবীনচন্দ্র সেন কবিরাজ, „
১০৩। „ শ্যামাকুমুদ মুখোপাধ্যায়, রাজসাহী।
১০৪। „ পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়, কলিকাতা।
১০৫। „ শশধর রায় এম্,এ,বি,এল্, রাজসাহী।
১০৬। „ শরচ্চন্দ্র রায় বি, এল্, „
১০৭। „ ব্রজেন্দ্রনাথ দে এম্, এ ; সি, এস্, বালেশ্বর।
১০৮। „ বিহারীলাল গুপ্ত সি, এস্, বাখরগঞ্জ।
১০৯। „ দীনেশচন্দ্র সেন বি, এ, কুমিল্লা।
১১০। „ স্যার্ রমেশচন্দ্র মিত্র, নাইট্, ভবানীপুর।
১১১। মাননীয় বিচারপতি শ্রীযুক্ত চন্দ্রমাধব ঘোষ, কলিকাতা।

১১২। শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রনাথ গুপ্ত এম, এ; সি, এস, খুরদা।
১১৩। " বরদাচরণ মিত্র এম্, এ; সি, এস, ফরিদপুর।
১১৪। পণ্ডিত মহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি, কলিকাতা।
১১৫। শ্রীযুক্ত দাশরথি ঘোষ এম্, এ, বি, এল্, হুগলি।
১১৬। " নরেন্দ্রনাথ মিত্র বি, এল্, কলিকাতা।
১১৭। " কুঞ্জবিহারী বসু বি, এ, "
১১৮। " ঈশানচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, খিদিরপুর।
১১৯। " মুনীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য এম্, এ, বি, এল, কলিকাতা।
১২০। " রঘুনাথ চট্টোপাধ্যায় "
১২১। " প্রমথনাথ চট্টোপাধ্যায় এম্,এ, বাঁকুড়া
১২২। " হেমেন্দ্রনাথ সিংহ বি, এ, কলিকাতা
১২৩। " কালীপ্রসন্ন চক্রদত্ত, ময়মনসিংহ।
১২৪। কবিরাজ লক্ষ্মীনারায়ণ রায়, কলিকাতা।
১২৫। শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বসু এম্, বি, "
১২৬। " শিবনারায়ণ মুখোপাধ্যায়,উত্তরপাড়া।
১২৭। " হেমাঙ্গচন্দ্র বসু বি, এল, যশোহর।
১২৮। " কুঞ্জলাল রায়, কলিকাতা।
১২৯। " মন্মথনাথ দত্ত এম্, এ, "
১৩০। " মতিলাল মল্লিক বি, এ, মেদিনীপুর।
১৩১। " মহেন্দ্রচন্দ্র মজুমদার বি, এ, রঙ্গপুর।
১৩২। " অঘোরনাথ ঘোষ বি, এল, বাঁকুড়া।
১৩৩। " তারণ চন্দ্র সেন, "
১৩৪। " নয়নাঞ্জন ভট্টাচার্য্য এম্, এ, "
১৩৫। " কুলদাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, "
১৩৬। ডাক্তার উমেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, সিবিল সার্জ্জন, "
১৩৭। কুমার রামেশ্বর মালিয়া, জমিদার, সিয়ারসোল।
১৩৮। শ্রীযুক্ত রাজকৃষ্ণ রায় চৌধুরী, হাবড়া।
১৩৯। " যোগীন্দ্রনারায়ণ রায় কলিকাতা।
১৪০। " গোবিন্দচন্দ্র দাস, এম্,এ,বি,এল্, "
১৪১। " সারদাচরণ মিত্র এম্,এ,বি, এল্, "
১৪২। শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রচন্দ্র চক্রবর্ত্তী এম্,এ, দিনাজপুর
১৪৩। " অশ্বিনীকুমার দাস বি, এ, কুমিল্লা।
১৪৪। " মাখনলাল সিংহ, হাবড়া।
১৪৫। " রাজেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় এম্, এ, বি, এল, কলিকাতা।
১৪৬। " ভবেন্দ্রনাথ দে বি, এল্, "
১৪৭। " অমৃতকৃষ্ণ মল্লিক বি, এল্, "
১৪৮। " মন্মথচন্দ্র মল্লিক, "
১৪৯। " হেমচন্দ্র মল্লিক, "
১৫০। " প্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায়, "
১৫১। " যজ্ঞেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়, "
১৫২। " যোগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, "
১৫৩। রায় রোহিণীকুমার সেনগুপ্ত, কীর্ত্তিপাশা, বরিশাল।
১৫৪। " সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর সি, এস,সেতারা।
১৫৫। " জ্যোতিরীন্দ্রনাথ ঠাকুর কলিকাতা।
১৫৬। " ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর বি, এ, "
১৫৭। " বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর, "
১৫৮। " গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর, "
১৫৯। " রাজা স্যার শৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর, নাইট, সি, আই, ই, কলিকাতা।
১৬০। " রজনীকান্ত চক্রবর্ত্তী, মালদহ।
১৬১। " গোপালচন্দ্র মিত্র এল, এম্,এস,হাবড়া।
১৬২। " মন্মথনাথ ভট্টাচার্য্য এম্,এ, কলিকাতা
১৬৩। " অমৃতলাল মিত্র, টালা।
১৬৪। " ক্ষীরোদচন্দ্র রায় চৌধুরী এম্, এ, ছাপরা।
১৬৫। " বরদাকান্ত চক্রবর্ত্তী, বহর, ঢাকা।
১৬৬। " চন্দ্রনাথ তালুকদার, কলিকাতা।
১৬৭। " কেদারনাথ বসু বি, এ, "
১৬৮। " কুমুদিনীকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায় এম্, এ, রাজসাহী।
১৬৯। " রাজা রাজরাজেশ্বরী প্রসাদ সিংহ বাহাদুর, সুরাজপুর, আরা।
১৭০। " হারাণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এম্,এ,বি,এল, কলিকাতা।

১৭১। শ্রীযুক্ত রায় বাহাদুর কাশীনাথ বালকৃষ্ণ মরাঠে, সেতারা।
১৭২। " হৃদয়রঞ্জন খাঁ এম্, এ, হাবড়া।
১৭৩। " মন্মথনাথ মুস্তফি বি, এ, কলিকাতা,
১৭৪। " মতিলাল দত্ত, "
১৭৫। " দ্বিজেন্দ্রচরণ গুপ্ত, "
১৭৬। " প্রতুলচন্দ্র বসু, "
১৭৭। " হরিসাধন মুখোপাধ্যায়, "
১৭৮। " শরচ্চন্দ্র সরকার, "
১৭৯। " শান্তশীল বন্দ্যোপাধ্যায় বি, এ, "
১৮০। " প্রমথনাথ চট্টোপাধ্যায় এম্, এ, বি, এল্, আমুলিয়া।
১৮১। " পণ্ডিত অনন্তবাপু যোশী শাস্ত্রী, ধারোয়ার।
১৮২। " গোপালকৃষ্ণ ঘোষ বি,এল,দুবরাজপুর।
১৮৩। " রায় নৃসিংহচন্দ্র দত্ত বাহাদুর, হাবড়া।
১৮৪। " কুমার প্রমথনাথ মালিয়া, সিয়ারসোল।
১৮৫। " রামদাস মৈত্র, হাবড়া।
১৮৬। " ব্রজেন্দ্রনাথ শীল এম্, এ, বহরমপুর।
১৮৭। " অবিনাশচন্দ্র বসু এম্, এ, বর্দ্ধমান।
১৮৮। " লালগোপাল চক্রবর্ত্তী এম্, এ, কলিকাতা।
১৮৯। " কালিদাস মল্লিক এম্, এ, বর্দ্ধমান।
১৯০। " প্যারীলাল হালদার এম্,এ, বি, এল, কলিকাতা।
১৯১। " উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, হাবড়া।
১৯২। " সুরেশচন্দ্র সেন এম্, এ, হুগলী।
১৯৩। " আনন্দচন্দ্র মিত্র, কলিকাতা।
১৯৪। " ডাক্তার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় এম্,এ, ভবানীপুর।
১৯৫। " প্রিয়নাথ ঘোষ এম্, এ, কুচবিহার
১৯৬। " নরেন্দ্রনাথ সেন, কলিকাতা।
১৯৭। " যোগেশচন্দ্র রায় এম্, এ, কটক।
১৯৮। " শ্যামাচরণ মিত্র, কলিকাতা।
১৯৯। " যোগেশচন্দ্র দত্ত এম্, এ, "
২০০। " কালীপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায় রায় সাহেব, হুগলী।
২০১। " বিজয়কেশব মিত্র বি, এল্, কলিকাতা।
২০২। শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ ঘোষ, ভবানীপুর।
২০৩। " রামেশ্বর মণ্ডল বি, এল্, কলিকাতা।
২০৪। " ইন্দ্রনারায়ণ ঘোষ বি,এল, ভাগলপুর।
২০৫। " কুমার দক্ষিণেশ্বর মালীয়া, সিয়াড়সোল, রাণীগঞ্জ।
২০৬। " মনোরঞ্জন গুহ, হাজারিবাগ।
২০৭। " যাদবকিশোর বিদ্যারত্ন কলিকাতা।
২০৮। " শরচ্চন্দ্র দে বি, এল্, "
২০৯। " দেবপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী এম্, এ, বি, এল, "
২১০। " সুরেন্দ্রনাথ রায়, জমিদার, নড়াইল, কাশীপুর।
২১১। " কৃষ্ণধন মুখোপাধ্যায়, কলিকাতা।
২১২। " অম্বিকাচরণ গুপ্ত, ভাঙ্গামোড়া, হুগলী।
২১৩। " ব্যোমকেশ মুস্তফি, কলিকাতা।
২১৪। " হরিমাধব সেন, "
২১৫। " যশোদানন্দন প্রামাণিক এম্ এ, বি, এল, "
২১৬। " ডাক্তার প্রতাপচন্দ্র মজুমদার এম্, ডি, কলিকাতা।
২১৭। " মনোমোহন সেন গুপ্ত, "
২১৮। " ত্রিগুণাচরণ সেন এম্, এ, "
২১৯। " বাবু কিশোরীমোহন সেন গুপ্ত এম্,এ, হুগলী।
২২০। " রমানাথ ঘোষ, পাথুরিয়াঘাটা।
২২১। " কুমার মন্মথনাথ মিত্র, কলিকাতা।
২২২। " বাবু সুরেশচন্দ্র বিশ্বাস (ব্যারিষ্টার) কলিকাতা।
২২৩। " পদ্মনাথ ভট্টাচার্য্য, শিলং।
২২৪। " মতিলাল ঘোষ, কলিকাতা।
২২৫। " পরেশচন্দ্র সেন, "
২২৬। " নগেন্দ্রনাথ বসু, "
২২৭। " রামেশ্বর ভট্টাচার্য্য, "
২২৮। " শ্রীশচন্দ্র ঘোষ বি, এল্, উলুবেড়িয়া।
২২৯। " নন্দলাল গোস্বামী, শ্রীরামপুর।

পরিশিষ্ট।

FROM

THE HON'BLE R. C. DUTT, I.C.S., C.I.E.,

President, Bangiya Sahitya Parishad, and

Fellow of the Calcutta University.

TO

W. GRIFFITHS, ESQ., M. A.,

Registrar, Calcutta University,

Dated Calcutta, the 25th September, 1895.

SIR,

As President of the Bangiya Sahitya Parishad, and also as a fellow of the Calcutta Uuiversity I beg to request the favour of your submitting this letter for the considertion of the Syndicate at its next meeting.

2. I beg in the first place, to state for the information of the Syndicate, that the Bangiya Sahitya Parishad is a literary society which has for its object the improvement of the Bengali language and literature, and that it now counts as its members the gentlemen named in the list herewith annexed and marked as appendix A.

3. I should next state, that the question of recognizing the Vernacular languages in the Examinations of the Calcutta University was discussed by the Parishad last year, and was referred to a Sub-Committee consisting of Babu Rabindra Nath Tagore, the Hon'ble Justice Gooroo Dass Banerjee, Mr. Nanda Krishna Bose, Babu Rajani Kanta Gupta, and Babu Hirendra Nath Datta. I annex a copy of the Sub-Committee's report marked as Appendix B. recommending ;—

(I.) That the University be moved to adopt a regulation to the effect that at the F. A. Examination and in the A. Course of the B. A. Examination where a classical language is taken as the third subject, one paper should be set containing—(i) passages in English for translation into one of the vernaculars of India, recognized by the Senate, and—(ii) a subject for original composition in one of the said vernaculars, text-books being recommended as models of style,

(II.) That the University be moved to adopt a regulation to the effect that in History, Geography and Mathematics, at the Entrance Examination the answer may be given in any of the living languages recognized by the Senate,

Upon this report the Parishad has by a resolution dated the 15th of the current month, desired me to move the Syndicate to take steps for giving effect to the first recommendation and to consider the feasibility of the second,

4. In accordance with the resolution of the Parishad just referred to, I beg, under para. 12 of the Bye-Laws relating to the Syndicate, to propose for the consideration of the Syndicate the following regulation :—

That at the F. A. Examination and at the B, A, Examination in the A. Aourse where a classical language is taken as the third subject, a paper be set containing (i) passages in English for translation into one of the vernaculars of India recognized by the Senate, (ii) a subject of original composition in one of the said vernaculars, text-books being recommended as models of style,

And I beg further to request that the Vice-Chancellor and the Syndicate will be pleased to consider how far under present circumstance the second recommendation referred to in the preceding paragraph may be given effect to.

5. The reasons for and against the recommendation mentioned above have been discussed in detail in the report of the Sub-Committee of the Parishad submitted herewith as Appendix B ; and I do not think it necessary to do more than invite the attention of the Syndicate to that report for the purpose of showing the propriety of the recommendations.

I have the honour to be,

SIR,

Your most obedient servant,

R. C. DUTT.

Minute by DR. RÁJENDRALÁLA MITRA, *President to the Central Text-book Committee, on Transliteration of Historical and Geographical Proper Names.*

SIXTEEN years ago the Calcutta School Book Society adopted, at my suggestion, a set of rules for the rendering of foreign proper names in vernacular primers on geography. The rules, however, were never published, and no advantage was derived from them. The evils I then com plained of have since greatly multiplied. No two books agree with each other, and none corresponds with any given map or atlas. This discordance cannot but be a source of much trouble to school-boys. In many otherwise good text-books even Indian proper names are most frightfully misspelt. In a small primer which was lately sent to me for examination and report, I found between 20 and 30 such names misspelt on a single page. I cannot conscientiously recommend such books for school use, and yet as most of, if not all, our primers are similarly circumstanced, if they be rejected the work of vernacular education would be brought to a deadlock. I propose, therefore, that a set of rules be framed and published for general information, with the intimation that a year after its publication no work on geography will be selected by the Central Text-book Committee which would not conform to those rules.

I. The first rule I would suggest would be that proper names be invariably transliterated according to their native sounds, and never translated.

This is founded on certain directions of the Royal Geographical Society of London, and is the same with what occurs in the 'Admiralty Manual of Scientific Enquiry.' It embraces two rules—*first,* the adoption of a strict phonetic system ; and *second,* the avoidance of translations.

Little need be said to support the position that proper names should never be translated. They are not expected to indicate objects which are conformable to their meaning, but to convey the idea of objects to which we arbitrarily attach them. Thus (Mr.) Black is not connotative of an individual of a particular colour, but of one whose forefathers happened to be so called. If we translate it into Krishna, the value of the word Black as a proper name is at once sacrificed. Similarly, in geography *Mont Blanc* would become in bengali *Dhavalagiri*, and in Persian *Sufed Koh* ; *Dhavalagiri* and *Sufed Koh* in French *Mont Blanc,* and all three in English *White Mountain,* while almost every snow-capped mountain would be called in Bengali *Himalaya.* A system which would lead to such confusion should never be tolerated.

Transliteration, therefore, is the only alternative, and in adopting it

we must follow the phonetic system and not a literal one, inasmuch as we have to deal with many names of which we have no original literal symbols, and with others which have many silent letters which the genius of the Bengali language will not tolerate. The practice of European geographers has been to reproduce the native names with such slight modifications as the nature of the Roman alphabet and the genius of their languages rendered necessary. In many instances they had no native names to record, and therefore gave names from their own languages; and our duty clearly is to represent the sounds of those names in Bengali letters, bearing in mind that, when we have foreign names to deal with, we should avoid as much as possible the corruptions which the imperfections of the Roman alphabet have led to. The Bengali translators of the Bible were of this opinion, and accordingly, instead of the English transcribed the, Hebrow names of persons and places; and instead of transliterating Jesus and Moses, wrote Isá and Masi. This can always be easily effected, and no "universal linguistic attainments" would be necessary.

It cannot be denied that the practice of European geographers is not consistent as regards European terms; but this is due to a different cause. The same alphabet being current over nearly all parts of Europe, at first sight it might appear that when we write Calais in English, we neglect its French sound, but in reality we do no such thing. The alphabet we use indulges in silent letters, and we know that though we write *Calais* it will be read as *Calaye,* just as *w* and *l* in *would* or *gh* in *might* would be so used as if the words written with *oo* and *d,* or *mit* and *e.* This indulgence in silent letters is what has led to the necessity of pronouncing dictionaries; and already in many parts of England—Dorsetshire for instance—we find a new system of spelling getting into vogue, in snch phrases as "I would not," and "I could not," which are written "I *ooden*" and "I *cooden.*" In ordinary English general usage does not admit of such abbreviations when we have to deal with European terms, but it would be as wrong to read Calais with the final *s* sounded, as to sound all the letters of Worcester, Gloucester, &c.; and that teacher would be as unworthy of his post who would, in an Anglo-Indian School, make his boys pronounce all the letters of such names as Brougham, Vaughan, and Cockburn, as he who would all the letters of *would* or *might.* Now, if some of the components of these words are not to be pronounced, I know not how all those components could be preserved in a language like the Bengali, the genius of which does not admit of silent letters. Indeed the idea of reproducing in Bengali characters all the elements of such names as Blois, Valais,

Montpellier, Toulouse, Poitiers, L'Orient, &c., is simply ridiculous. We can only transliterate them as they are pronounced by Frenchmen,—*i.e.*, Blwa, Valé, Mongpellié, Toolooz, Pwatie´, Loreeawng. To look for how "a mere Englishman would pronounce them" is to search for what is ever changing and always wrong. It has not the sanction of scholars, and is not therefore worthy of notice. And if this be admitted, the principle laid down in the rule under notice is fully vindicated, for I do not think anybody would deny to the classical languages of the East, such as the Arabic and the Sanskrit, the consideration which is so readily conceded to the French.

The rule contemplates the strictest attention to the *native* sound of words as opposed to the sounds apparent in Roman letters. It might be said that as our book-makers are not generally familiar with foreign languages, except the English, they cannot be expected to conform to this rule. But I do not apprehend any practical difficulty in this respect. In Webster's large Dictionary there is an Appendix giving the pronunciation of all foreign geographical names, both ancient and modern, and reference to it will at once obviate the difficulty. The pronunciations given in it are not always strictly accurate, but they are sufficiently so for all practical purposes. The School Book Society's large wall maps in Bengali, which have been got up on the principle here advocated, will also afford material help. It is observable also that the Society's maps are the only ones available in the market, and by following them the text-books will prove much more convenient for reference than what they now are.

II. The second rule I would propose would be that in transliterating every attention should be paid to the powers of the Sanskrit letters.

The object of this rule is to prevent the use of short vowels where in the original long vowels exist, of cerebral letters in lieu of dentals, of proper sibilants, and of B, Bh, and V. In a text-book now in use I find the Arabic word *hadramat* written হাড্রামাট. Now, in the Arabic, the vowels after the *h*, *r* and *m* are short ones, but they have been made long, and the lingual ড and ট have been used for the dental দ and ত. In Arabic, as in French, cerebral letters are unknown. The word should have been written হদ্রমৎ. In *Shah* the sibilant is deeply guttural, but it is frequently written with the dental স.

The letter B has a wide phonetic range. When aspirated it becomes Bh, but when it is weakened it first becomes P, then V, then W, and then U, the V occasionally changing into F, as in *fery* for *very* in the mouth of an uneducated German. V, however, is two steps removed from Bh, and should not be interchangeable; but in many Bengali books

V is often represented by Bh. This is opposed to all principles of philology According to the genius of the Bengali language of this century V shou' change into B ; but the proper course should be to restore the now-neg lected Bengali V, or ব with a mark in it. In the School Book Society's maps the ব occurs with a dot in the centre. The dot may be chang into a perpendicular or a horizontal line.

III. The third rule I propose is that common names, such as rive isthmus, &c., be always *translated* and joined, when necessary, with pr per nouns in Samása, When case affixes are necessary they should taken from the Bengali language, Derivatives from proper nouns sh be formed according to the rules of Bengali Grammar.

The object of the first condition is to obviate the frequent use of case affixes, which unnecessarily lengthen out words and make them difficul of insertion in maps.

The next two conditions are essential for the purity of the terms I am not aware of any single language which borrows case-affixes or derivative forms. Of all borrowing languages the English language is the foremost, but it never borrows affixes. Having taken the words *Veda* and *Bráhman* from the Sanskrit, it converts them, at option, into *Vedic* and *Bráhmanical*, never into *Vaidcka* and *Brahmanya*. But in some text-books such a mongrel form as গ্রীসিয়ান দ্বীপ শ্রেণী Grecian Archi-pelago, is common.

IV. The next rule I propose is that in writing Indian names the strictest attention should be paid to approved pronunciation and spelling, and vulgar corruptions avoided.

To illustrate this rule I shall here quote a few instances of corrup-tions which I have met with in school-books now in common use. Thus, for দক্ষিণ we have ডেকান and ডেক্কান, ভোজ for ভুজ, পেসোয়ার and পেসৌর for পেশাবর, বারাসাৎ for বারাশত, হুগলি for হুগলী, চেবাচা for চৈবাসা, মুজাপুর for মীর্জাপুর, বীকানিয়র for বিকানের, তঞ্জোর for তাঞ্জোর, মুকস্থদোবাদ for মুর্ষিদাবাদ, &c. In some cases approved usage is not uniform, but in preparing text-books one great object should be to settle for good the spelling of all our proper names, I would suggest that the map of India and the dis-trict maps of the Calcutta School Book Society be adopted as guides as far as they go,

V. The last rule I have to suggest is that the technical terms be uni-form throughout, and when practicable, taken from the Calcutta School Book Society's maps, so that there may be perfect concordence between the maps and text-books.

The object of this rule is obvious, and calls for no remark.

RULES.

I.—That all proper names, geographical and historical, shall be transliterated, and not translated with the exception of such proper names as have already become popularised in the vernaculars.

II.—The transliteration shall be phonetic according to the received pronunciation current in the country to which the places or persons belong, with the exception of such names as are already thoroughly anglicised, and those of which the pronunciation canot be ascertained readily.

III.—That in transliteration every attention shall be paid to the sounds the Sanskrit letters, especially to the vowels and sibilants.

IV.—That Indian names shall be spelt accoding to approved pronunciation and spelling, and vulgar corruptions shall be avoided.

V.—It being advisable that technical terms should be uniform throughout all school books, such terms shall be taken in the case of geography, where practicable, from the wall-maps in most common use.

VI.—The Committee recommend that a list be made of proper names, geographical and historical, in common use with their proper spelling, and published for the guidance of authors. The committee are prepared to revise such a list and suggest improvements.

VIII.—The Committee advise that authors in preparing new works should be guided as far as possible by the above general principles. The Committee recommend that after January 1881 all new text-books or new editions should be expected to conform to the above rules.

ষোল বৎসর পূর্ব্বে কলিকাতা স্কুলবুক সোসাইটি আমার অনুরোধে বাঙ্গালা গ্রন্থে ভৌগোলিক স্থানবাচক নামগুলি লিখিবার জন্য কতকগুলি নিয়ম স্থির করেন। কিন্তু সেই নিয়মগুলির প্রচার না হওয়ায় এ পর্য্যন্ত কোন লাভ হয় নাই। সম্প্রতি বিভ্রাট আরও বাড়িয়াছে। বাঙ্গালা দুই খানি পুস্তকে বানান বিষয়ে ঐক্য নাই, এবং পুস্তকে ও মানচিত্রে মিলে না। বালকদিগের ইহাতে অত্যন্ত অসুবিধা। ভাল ভাল গ্রন্থেও দেশীয় নামের ও বানান ঠিক্ নাই। আমি একখানি পুস্তকের এক পৃষ্ঠায় ২০।৩০টি বানান ভুল ধরিয়াছিলাম। এই সকল পুস্তক পাঠশালায় ব্যবহারের জন্য অনুমোদন করাও চলে না; অথচ যখন সকল পুস্তকেরই এই দশা, অনুমোদন না করিলে বাঙ্গালা শিক্ষা একবারে বন্ধ হয়। এই নিমিত্ত সাধারণের অবগতির জন্য কতকগুলি নিয়ম নির্দ্ধারণের প্রস্তাব করিতেছি; এবং এক বৎসর পর হইতে যে সকল ভৌগোলিক গ্রন্থে এই নিয়ম অবলম্বিত না হইবে, তাহা পাঠ্যপুস্তক নির্ব্বাচনী সভা মঞ্জুর করিবেন না।

১। স্থানবাচক নাম সমুদয়ের উচ্চারণ অনুসারে বানান হইবে; উহাদের অনুবাদের প্রয়োজন নাই।

লণ্ডনের রাজকীয় ভৌগোলিক পরিষদের আদেশানুসারে এই নিয়ম হইয়াছে। Admiralty Manual of Scientific Enquiry তে এই নিয়ম রহিয়াছে। ইহার উদ্দেশ্য ভিন্ন ভাষায় অক্ষরান্তরিত করিবার সময় একটা নির্দ্দিষ্ট ব্যবস্থা আবশ্যক, দ্বিতীয় অর্থ ধরিয়া অনুবাদের প্রয়োজন নাই। নামের অনুবাদ অনাবশ্যক, বুঝাইবার জন্য অধিক বলিতে হইবে না। এই সকল নামের সহিত অভিধেয় পদার্থের কোনরূপ সাদৃশ্য নাই; ইহাদের কোনরূপ সার্থকতা নাই। ব্ল্যাক্ সাহেবের বর্ণ কাল নহে; তাঁহার পুরুষানুক্রমে ঐ উপাধি চলিয়া আসিতেছে মাত্র। সুতরাং ব্ল্যাক্ সাহেবের নামে কৃষ্ণ সাহেব তর্জ্জমা করিলে নামের প্রকৃত উদ্দেশ্য ব্যর্থ হয়। এইরূপ মঁ ব্লাঁ পর্ব্বতের বাঙ্গালা ধবলগিরি ও পারসীতে সুফেদ্ কোহ্ হয়। ধবলগিরির ফরাসী অনুবাদে মঁ ব্লাঁ, ইংরাজি অনুবাদে white Mountain হয়। হিমশীর্ষ পর্ব্বতমাত্রেই হিমালয় হইয়া পড়ে। এইরূপ অনুবাদের প্রণালী অসহ্য।

সুতরাং অক্ষরান্তর ভিন্ন অন্য উপায় নাই। অক্ষরান্তরিত করিবার সময় অক্ষর না ধরিয়া উচ্চারণ ধরিয়া বানান করাই সঙ্গত। এমন নাম আছে, যাহাতে অক্ষরগুলির কালক্রমে লোপ পাইয়াছে; অথবা অক্ষর আছে, তাহাদের উচ্চারণ হয় না। বাঙ্গলাভাষায় এরূপ ব্যবস্থা টিকিবে না। বৈদেশিক শব্দ ইউরোপীয় ভাষায় লিখিবার সময় উচ্চারণ এক আধটু বদ্‌লান হয়। রোমক অক্ষর ও নিজের ভাষা উভয়ের প্রকৃতির প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া বদ্‌লাইতে হয়। অনেক স্থলে বৈদেশিক নামের অভাবে ইউরোপীয়েরা বৈদেশিক স্থানের আপন ভাষায় নামকরণ করিয়াছে। বাঙ্গালায় লিখিবার সময় ঐ সকল নামের উচ্চারণ যথাসাধ্য রক্ষা করিয়া চলাই আমাদের কর্ত্তব্য। রোমক বর্ণমালার অসম্পূর্ণতার অনুরোধে যে এক আধটু প্রকৃত উচ্চারণের ব্যতিক্রম হইয়াছে, সেই ব্যতিক্রম আমরা যেন বহাল না রাখি। বাইবলের বাঙ্গালা অনুবাদকেরা এই হেতু ইংরাজি ভ্রষ্ট উচ্চারণের অনুসরণ না করিয়া প্রকৃত ইহুদি উচ্চারণ বহাল রাখিয়াছেন। যীশু ও মোজেস্ না লিখিয়া তাঁহারা ঈশা ও মশি লিখিয়া গিয়াছেন। এই নিয়ম অনুসারে সর্ব্বত্রই চলা সম্ভব; সর্ব্বভাষায় বিশারদ হইবার প্রয়োজন নাই।

আবার সর্ব্বদেশের ইউরোপীয় ভৌগোলিকগণ ইউরোপীয় নামে একপথে চলেন না। কিন্তু ইহার কারণ অন্যরূপ। ইউরোপের সর্ব্বত্র একই বর্ণমালা প্রচলিত, অথচ ইংরাজিতে Calais লিখিবার সময় উহার ফরাসী উচ্চারণের দিকে দৃষ্টি থাকে না বলিয়া মনে হইতে পারে। কিন্তু ইংরাজিতে অনেক স্থলে অক্ষর থাকে, তাহার উচ্চারণ থাকে না। যেমন Would ও Might শব্দের মধ্যস্থ বর্ণের উচ্চারণ নাই, সেইরূপ Calais শব্দের উচ্চারণ ক্যালে। ইংলণ্ডের স্থানে স্থানে আজ কাল উচ্চারণানুযায়ী লিখন পদ্ধতিটি প্রচলিত হইতেছে। তাঁহারা "I would not" "I could not" স্থলে "I ooden" "I cooden" লেখেন। যাহা হউক,

প্রচলিত ইংরাজিতে এইরূপ বিধি নাই ; এবং Worcester, Gloucesster, Calais প্রভৃতি শব্দের অন্তর্গত সমুদয় বর্ণগুলি উচ্চারণ করা আমাদেরও পক্ষে উচিত নহে; এবং শিক্ষকেরাও যেন বালকদিগকে সেইরূপ শিক্ষা না দেন। যে সকল বর্ণের মূলভাষাতে উচ্চারণ নাই, বাঙ্গলাতে তৎসমুদয়কে রক্ষা করিবার কোন প্রয়োজন নাই। Blois, Valais, Montpellier, Toulouse, Poitiers, L'orient, প্রভৃতি শব্দে যতগুলি অনুচ্চারিত বর্ণ বিদ্যমান আছে, তৎসমুদয়কে বাঙ্গালাতে রক্ষার চেষ্টা অসম্ভব। বাঙ্গালাতে কেবল ফরাসীদের মধ্যে প্রচলিত উচ্চারণ অনুসারে ব্লোয়া, বলা, মঁ পেলিয়ে, তুলুজ্, পোয়াতিয়ে, লোরিয়ঁ এইরূপ লিখিতে হইবে। ঐ সকল ফরাসী শব্দ ইংরাজেরা কিরূপ উচ্চারণ করেন, দেখিবার প্রয়োজন নাই। কেননা ইংরাজদের উচ্চারণ প্রণালী স্থিরও নহে, বিশুদ্ধও নহে। পণ্ডিতেরা এই প্রণালীর অনুমোদন করেন না। আমার নির্দ্ধারিত নিয়ম যদি গৃহীত হয়, তাহা হইলে উহা ফরাসীতে যেমন প্রযুক্ত হইবে, সংস্কৃত আরবী প্রভৃতি প্রাচ্য ভাষাতেও সেইরূপ উহার প্রয়োগ চলিবে।

অর্থাৎ রোমক অক্ষরে বানান দেখিয়া যে উচ্চারণ বোধ হয়, সেই উচ্চারণ ত্যাগ করিয়া প্রকৃত দেশী উচ্চারণে দৃষ্টি রাখিতে হইবে। আমাদের দেশের পুস্তকপ্রণেতারা বিদেশী ভাষার খবর রাখেন না, তাঁহাদিগকে ইংরাজি বই দেখিয়া লিখিতে হয় ; এই বলিয়া আপত্তি হইতে পারে। কিন্তু ওয়েবষ্টারের বড় ইংরাজি অভিধানের পরিশিষ্ট প্রাচীন ও নূতন ভৌগোলিক নামের প্রকৃত উচ্চারণ দেওয়া আছে। ঐ অভিধান খুঁজিলেই চলিবে। উহা সর্ব্বত্র নির্ভুল না হইলেও কাজে চলিতে পারে। স্কুলবুক সোসাইটির বড় বাঙ্গালা মানচিত্রগুলি হইতেও বানানে সাহায্য হইবে। বাজারে অন্য বাঙ্গালা মানচিত্র পাওয়া যায় না ; সুতরাং ঐ মানচিত্রের অনুকরণ করিলে সুবিধা হইবে।

২। অক্ষরান্তরিত করিবার সময় সংস্কৃত বর্ণমালার অক্ষরগুলির গতির প্রতি দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য।

দীর্ঘ স্বরের স্থলে হ্রস্বস্বর, দন্ত্যের স্থানে মূর্দ্ধণ্যের ব্যবহার যেন না হয়। এবং উষ্মবর্ণ ও ব, ভ, ও অন্তঃস্থ ব যথাস্থানে ব্যবহৃত হয়। একখানি পুস্তকে আরবী নাম hadramat স্থানে হাড্রামাট দেখিলাম। উচ্চারণানুসারে হদ্রমৎ লেখা উচিত। ফরাসীর মতে আরবীতে মূর্দ্ধণ্য বর্ণ নাই। Shah শব্দের প্রথম অক্ষর তালব্য শ হইবে ; অনেকে লেখেন দন্ত্য স।

স্বরের ঈষৎ ব্যতিক্রমে ইংরাজি B, কখন Bh, কখন P, ক্রমশঃ V, W, Uতে পরিণত হয়। অশিক্ষিত জর্ম্মানের very উচ্চারণ করিতে গিয়া fery বলে। যাহা হউক, ইংরাজি V, ও বাঙ্গালা ভ, উভয়ের উচ্চারণ এক নয়। তথাপি বাঙ্গালা পুস্তকে V স্থানে ভ এর ব্যবহার দেখা যায়। ইহা শব্দশাস্ত্রের বিরুদ্ধ। বর্ত্তমান কালে বাঙ্গালায় অন্তঃস্থ ব লোপ পাইয়া বর্গীয় ব চলিত হইয়াছে। কিন্তু বর্গীয় 'ব'এ একটা চিহ্ন দিয়া প্রাচীন অন্তঃস্থ 'ব'এর উদ্ধার বাঞ্ছনীয়। স্কুলবুক সোসাইটীর মানচিত্রে 'ব'এর মধ্যে বিন্দু দিয়া অন্তঃস্থ ব নির্দ্ধারিত হইয়াছে। বিন্দুর বদলে পেট কাটিলে চলিতে পারে।

৩। River, Isthmus প্রভৃতি শ্রেণী-বাচক নামগুলির অনুবাদ আবশ্যক; কারক-সূচক বিভক্তিগুলি বাঙ্গালা হইতে গ্রহণ করিতে হইবে। যৌগিক শব্দ সিদ্ধ করিতে হইলে বাঙ্গালা ব্যাকরণের নিয়ম অবলম্বন করা উচিত।

সকল ভাষাতেই বিদেশীয় শব্দগুলি নিজের ব্যাকরণানুসারে রূপান্তরিত করা হয়। ইংরাজি ভাষা অন্যভাষার নিকট যথেষ্ট ঋণী। সংস্কৃত হইতে বেদ ও ব্রাহ্মণ শব্দ ইংরাজিতে গৃহীত হইয়াছে। কিন্তু ইংরাজিতে বৈদিক বা ব্রাহ্মণ্য স্থলে Vedic ও Brahmanic ব্যবহৃত হয়। একখানি পুস্তকে দেখিলাম Grecian Archipelagoর স্থানে গ্রীসিয়ান দ্বীপশ্রেণী ব্যবহৃত হইয়াছে।

৪। দেশীয় নামের বানানের স্থলে যথাসাধ্য বিশুদ্ধি রক্ষা করিতে হইবে।

এই নিয়ম ব্যতিক্রমের উদাহরণ অনেক স্কুলপাঠ্য পুস্তকে পাওয়া যায়। যথা,—

দক্ষিণ	স্থলে	ডেকান	হুগলী	স্থলে	হুগলি
ভোজ	„	ভুজ	মীর্জাপুর	„	মৃজাপুর
পেশাবর	„	পেশোয়ার	বিকানের	„	বীকানিয়র
বারাশত	„	বারাসাৎ		ইত্যাদি।	

অনেক জায়গায় কোন্ বানান বিশুদ্ধ, তাহার নির্ণয় নাই। তবে একটাকে ভবিষ্যৎ কালের জন্য বিশুদ্ধ বলিয়া ঠিক্ করিতে হইবে।

৫। পারিভাষিক শব্দগুলির সর্ব্বত্র ঐক্য বাঞ্ছনীয়।

স্কুলবুক সোসাইটীর মানচিত্র হইতে এ বিষয়ে সাহায্য হইতে পারে।

সেণ্ট্রাল টেক্সট্‌বুক কমিটি বা পাঠ্যপুস্তক-নির্ব্বাচনী সভার অনুমোদিত নিয়মাবলী।

১। ভূগোল ও ইতিহাসের সমুদয় ব্যক্তিবাচক ও স্থানবাচক নাম অনূদিত না হইয়া অক্ষরান্তরিত হইবেক। তবে যে কয়টী নামের অনুবাদ পূর্ব্ব হইতে বাঙ্গালায় চলিত হইয়া গিয়াছে, যে স্থানে অনুবাদ বজায় থাকিতে পারে।

২। যে দেশের লোক বা যে দেশের অন্তর্গত স্থান, সেই দেশের উচ্চারণ মতে অক্ষরান্তরিত করা হইবে। তবে যে সকল নাম সম্পূর্ণ ভাবে ইংরাজিতে মিশিয়া গিয়াছে, বা যাহার দেশীয় উচ্চারণ জানা নাই, সেখানে ইংরাজি উচ্চারণ ধরিয়া অক্ষরান্তরিত করিতে হইবে।

৩। লিখিবার সময় সংস্কৃত বর্ণগুলির, বিশেষতঃ স্বরবর্ণ ও উষ্মবর্ণ গুলির প্রকৃত উচ্চারণে দৃষ্টি রাখিতে হইবে।

৪। দেশীয় নামের বানানে বিশুদ্ধির প্রতি লক্ষ্য রাখিতে হইবে। অপভ্রংশ যথাসাধ্য বর্জ্জনীয়।

৫। সমস্ত পুস্তকে পারিভাষিক শব্দের ঐক্য বাঞ্ছনীয়। প্রচলিত মানচিত্র হইতে ঐ সকল নাম সকলেই গ্রহণ করিতে পারেন।

৬। ভৌগোলিক এবং ঐতিহাসিক প্রচলিত নামগুলির উচ্চারণ অনুসারে একটি তালিকা বাঙ্গালায় প্রস্তুত করা উচিত। কমিটি এই তালিকা সংশোধনের ভার লইতে পারেন।

৭। গ্রন্থকারেরা ভবিষ্যতে ঐ সকল নিয়ম মতে চলিবেন ১৮৮১ অব্দের জানুয়ারি মাসের পর মুদ্রিত গ্রন্থমাত্রে এই নিয়মগুলি মানিয়া চলিতে হইবে।

সংশোধন।

গত শ্রাবণ মাসে প্রকাশিত "বৈজ্ঞানিক পরিভাষা" প্রবন্ধে কয়েকটি মুদ্রাকরপ্রমাদ ঘটিয়াছে। তৎসমুদয় নিম্নে প্রদর্শিত হইল :—

পৃষ্ঠা	পঙ্‌ক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
১২৮	২৬	রাথারও	রাথায়
১৩১	১	তদ্ভিন্ন সিদ্ধান্তের নিরক্ষোদয়	এবং
১৩২	১৩	চন্দ্ররাজপ্রবোধিকা	যন্ত্ররাজপ্রবোধিকা
„	„	চঃ প্রঃ	যঃ প্রঃ

সহৃদয় পাঠকবর্গের সুবিধার জন্য নিম্নলিখিত নির্ঘণ্ট পরিশুদ্ধভাবে পুনঃপ্রকাশিত হইল :—

Amplitude	...	...	অগ্রাচাপাংশ
Aspects of planets	...	...	দৃষ্টি
Asteroids (planetoids)	...	...	সূক্ষ্মগ্রহ * (সিঃ দঃ)
Atmosphere	...	...	আবহ, ভূবায়ু
Aaxis of the earth	...	...	ধ্রুবযষ্টি মেরুদণ্ড*(সিঃদঃ)
Azimuth	...	...	দিগংশ
Sine of	...	...	দিগ্‌জ্যা
Circle concntric	...	...	সমাসবৃত্ত
Epoch	...	...	করণাব্দ
Equinoctial points of intersection with planetary paths	...	...	বিমণ্ডল সন্ধি, গ্রহ গোল সন্ধি।
Gravitation	...	...	মধ্যাকর্ষণ **সিঃদঃ
Gravity	...	...	ভূমধ্যাকর্ষণ **
Hour circle	...	...	ঘটীরেখা
Latitude N (English)	...	...	দক্ষিণ অক্ষ
„ S „	...	...	উত্তর অক্ষ
Longitude in arc	...	...	ভুজাংশ (সিঃবিঃ)
Nebula	...	...	গণকেতু (তারাপুঞ্জ-নিকাশ—বৃঃ সঃ)

Neptune	...	...	নেপচুন *
Parallax on observation	...	...	দৃগ্লম্বন
Refraction	...	...	বক্রীভবন, বক্রণ**
Sine (A + B) = &c.	...	...	সমাসভাবনা
Zenith distance sine of	...	...	দৃগজ্যা, নতাংশজ্যা।

সাহিত্য-পরিষদ-পত্রিকা

ত্রৈমাসিক।

২য় ভাগ।] [৪র্থ সংখ্যা।

মাঘ, ১৩০২।

শ্রীরজনীকান্ত গুপ্ত কর্ত্তৃক

সম্পাদিত।

২।২ নং নবকৃষ্ণের ষ্ট্রীট

বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদ-কার্য্যালয় হইতে

প্রকাশিত।

সূচী।

কলিকাতা,

২নং গোয়াবাগান ষ্ট্রীট্ ভিক্টোরিয়া প্রেসে

শ্রীতারিণীচরণ দাস দ্বারা মুদ্রিত।

বঙ্গাব্দ, ১৩০২।

বার্ষিক মূল্য তিন টাকা।] [এই সংখ্যার মূল্য বার আনা।

সাহিত্য-পরিষদ-পত্রিকা।

২য় ভাগ ; ৪র্থ সংখ্যা।] [মাঘ, ১৩০২।

বিদ্যাপতি।

শব্দের তালিকা।

গীতিকাব্যরচয়িতাদিগের মধ্যে বিদ্যাপতির আসন অতি উচ্চে। বিদ্যাপতি বেহারী (মৈথিল) হইয়াও বাঙ্গালী কবি। বাঙ্গালা সাহিত্যে তাঁহার স্থান আছে। বিদ্যাপতির যে গীতগুলি আমাদের দেশে প্রচলিত, তাহার ভাষা পূরা মৈথিলীও নয়, পূরা বাঙ্গালাও নয় ; উভয় মিশ্রিত। কোন কোন সমালোচক বলেন, মৈথিলী ভাষা বাঙ্গালী গায়ক লেখকের হাতে পড়িয়া এরূপ রূপান্তর ধারণ করিয়াছে। বিদ্যাপতির গীতগুলির মধ্যে সচরাচর বাঙ্গালা ভাষায় চলিত নহে এরূপ যে সমস্ত শব্দ পাওয়া যায়, প্রতিশব্দ ও উদাহরণ সহিত তাহার একটী তালিকা দেওয়া যাইতেছে ; ইহাতে মৈথিল, সংস্কৃত, সংস্কৃতাকার, প্রাচীন বাঙ্গালা, ভাঙ্গা কথা, দুরূহার্থ, অপ্রচলিতার্থ, ভিন্নার্থ শব্দ সকল ধরা হইয়াছে। এই তালিকা তিন খানি পুস্তক দেখিয়া প্রস্তুত হইয়াছে। (১) পণ্ডিত কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ-কৃত সংস্করণ। (২) বঙ্গবাসী প্রেস হইতে প্রকাশিত সংস্করণ ; ১৩০১ সাল। (৩) বাবু অক্ষয়চন্দ্র সরকারের সঙ্কলিত সংস্করণ। উদাহরণগুলি প্রায় ১ম খানি হইতে গৃহীত।

পৃষ্ঠা—পঙ্ক্তি—কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদের সংস্করণ। ১৩০১ সাল।
গান নং পঙ্ক্তি—(*) এই চিহ্ন, বাবু অক্ষয়চন্দ্র সরকারের সংস্করণ। প্রাচীন কাব্যসংগ্রহ।
গান নং পঙ্ক্তি—(†) এই চিহ্ন, পঞ্চানন তর্করত্নের সংস্করণ। বঙ্গবাসী প্রেস।

শব্দ।	অর্থ।	উদাহরণ।	পৃষ্ঠা পঙ্ক্তি
অগাগি (১)	সঙ্গ	সো অব বিছুরল হামারি অগাগি।	১৮০—৪
অগেয়ানী	অজ্ঞানী	বিদ্যাপতি কহ তুহুঁ অগেয়ানী।	৩৩—১
অঞ্চল	প্রান্ত	নয়নক অঞ্চল চঞ্চল ভাণ।	৬১—৫
অতয়ে (অতএ)	অতএব	বিদ্যাপতি কহ অতএ সে দুঃখ রহ।	১৮—৩
অতয়ে	অন্তরে	অতয়ে করব কেহ অপযশ গাব।	১৩৭—৫
অতনু	মদন	অতনু কাঁচলা উপাম।	১৭—৯
অতিহু	অতিশয়	অতিহু লাজ ডর অতিহু করুণা।	৬৯—১২
অদভূত	অদ্ভুত	টুটইতে নাহি টুটে প্রেম অদভূত।	৫৩—৭
অধরু	অধরে	দশন মুকুতা পাঁতি অধরু মিলায়ত।	১৮—১
অধীন	অধম	কুজনক পিরিতি মরণ অধীন।	১১৯—৪
অনতহি	অন্যত্র	অনতহি গমনে এতহি নিহার।	৫৮—৫
অনি	অন্য	অনি রমণী সঞে।	২০৪—৭
অনিমিখ	অনিমেষ	অনিমিখ নয়নে নাহ মুখ নিরখিতে	১৬৯—৯
অনুধাই*	চিন্তা (ধ্যান) করিয়া	স্বভাব হি বিছুরল আপন গুণ অনুধাই।	১৪২ নং ৪
অনুপাম	অতুল	কুয়ল কবরী বান্ধয়ে অনুপাম।	১২৮—৩
অনুপাম (২)	অনুপান (?)	ক্ষণে ক্ষণে বৈদগধি কলা অনুপাম।	৪৭—৩
অনুবন্ধ	সম্বন্ধ, উপক্রম	মনমথ পাঠ পহিল অনুবন্ধ।	৩৫—৬
অনুভব (৩)	প্রকৃত প্রেম	কি পুছসি অনুভব মোয়।	২১৪—১
অনুভব	উপলব্ধি	অনুভব কাহু না পেখ।	২১৪—১৩
অনুভাবি	(ভাব) সঞ্চারিত করিয়া,	আপন ভাব মোহে অনুভাবি।	১৪৪—৩
অনুমগন	অনুমগ্ন	কতবিদগধ জন রসে অনুমগন।	২১৪—১২
অনুমানিয়ে	অনুমান করি	পুন অনুমানিয়ে নাগর কান।	১৪৫—৩
অনুযোগ +	তিরস্কার	কি করব ইহ অনুযোগ।	১৪০ নং ৯
অনুরত	অনুরক্ত	আর তাহে অনুরত বরজ সমাজ।	৫০—৪
অনুরোধি	অনুরোধ করিয়া	কত পরবোধে আনল অনুরোধি।	৭৯—৯
অনুলেহ	স্নেহ	তেজল অব জগজন অনুলেহ।	১৯১—১২
অনুষঙ্গ	অনুকম্পা	তুঁহু যদি কহসি করিঞা অনুষঙ্গ।	৫০—১

* অনুধাই—কাব্যবিশারদে "লুবধাই" আছে।

(১) অগাগি—"অভাগী" পাঠান্তর।—অভাগ্য।

(২) অনুপাম—"অনুপান" অক্ষয় বাবুর অর্থ।

(৩) অনুভব—"প্রকৃত প্রেম (জ্ঞানের সহিত অভিন্ন)" তর্করত্নের অর্থ।

শব্দ।	অর্থ।	উদাহরণ।	পৃষ্ঠা পঙ্‌ক্তি।
অনুসরই	অনুসরণ করে	ক্ষণে ক্ষণে নয়নকোণ অনুসরই।	৩৫—১
অন্ত	একশেষ	মাধব নিকরুণ অন্ত।	১৬৯—১৬
অপনুব	অপরূপ	অপনুব তুঅ ব্যবহারে।	১২০—১০
অপরুব	অপূর্ব্ব	কি হেরিলোঁ অপরুব গোরী।	২৯—৭
অব্	এখন	মুকুর লেই অব্ করত সিঙ্গার।	৩১—৫
অব্‌কে	এখন	অব্‌কে মিলন সমুচিত হোয়।	৫৭—১২
অবহি	এখনই	অবহি যে করত পরাণ।	১৬৭—১৩
অবহু	এখন	সঞ্চিত ধর মধু অবহু লজ্জাসে।	২৬—৪
অবগাই	অবগাহন করে	রাসরসিক সহ রস অবগাই।	৯৯—২
অবগাই (১)	প্রশমন করিয়া	এহি কর দেখি রোখ অবগাই।	১৮১—২
অবগাঢ়ি	অভিভূত	সতী পতিভয় অবগাঢ়ি।	১৪২—৪
অবগাহ	মগ্ন	চুম্বয়ে হরষ সরস অবগাহ।	১৪৩—১৬
অবগাহি	তলাইয়া	অব্ বুঝনু অবগাহি।	১৫৬—১০
অবগাহে	অন্তঃপ্রবিষ্ট হইয়া	আপন মনে ধরি বুঝ অবগাহে।	২৬—৭
অবগুণ	অপগুণ, দোষ, ক্রোধ	অবগুণ পরিহরি।	১২০—১১
অবঘাত	অপঘাত(?)আঘাত(?)	দেব অবঘাত হৈয়াছে পারা।	১৫০—১৪
অবতরু	অবতীর্ণ (?)	কেলি-কলপতরু সুপুরুখ অবতরু।	১৯৮—৯
অবধারলু	অবধারণ করিলাম	হাম অবধারলু শুন বরকান।	৪১—১১
অবধি	এ পর্য্যন্ত, অবশিষ্ট	অবধি রহল দউ বাণে।	১০—৮
অবধি	সীমা	মানক অবধি বিহানে।	১২০—১২
অবলম্ব	অবলম্বন	চলইতে সহচরী কর অবলম্ব।	৪১—১০
অবসাই*	অবসান হয়	এহি কর দোখ রোখ অবসাই।	৭০ নং ১২
অবসাদ	অবসন্নতা, পরাজয়	কোই না মানই জয় অবসাদ।	৪০—১২
অবিঘিনে	অবিঘ্নে	অবিঘিনে সুন্দরী করু অভিসার।	৯১—৬
অবুঝ	নির্ব্বোধ	কোন অবুঝ হেন কুচে নখ দেল।	৬৯—৩
অবুধ	অবোধ	না কর আরতি এ অবুধ নাহ।	১৪০—৭
অমিয়া (অমিঞা)	অমৃত	অমিয়া বরিখে জনু।	১৬—২
অমূলে	মূল্যহীন করে ; (অপকৃষ্ট মূলে)	সব গুণ মূল অমূলে।	১২২—৭

(১) অবগাই—তর্করত্ন "অব গাই" ধরিয়া অর্থ করেন, "আবার এখানে গোচারণ করে !"
(রোখ=রোখে=বাঁধে।)

* অবসাই—মূলে "অবগাই" আছে। অক্ষয় বাবুর টীকা দ্রষ্টব্য।

শব্দ।	অর্থ।	উদাহরণ।	পৃষ্ঠা পঙ্‌ক্তি।
অরু	অরুণ	চারু অরু লোচন।	৯—৮
অরু	আর	অরু বেরি বেরি করহি করযোর।	৮০—৬
অলখিতে	অলক্ষিতে	অলখিতে হামে হেরি বিহসলি থোরি।	২৪—৩
অলপ	অল্প	ধনী অলপ বয়সী বালা।	১৪—৫
অশকতি	অশক্ত	অশকতি কর কঙ্কণ নহি পরিহসি।	১২০—৭

(অ—কথার মাত্রা। যথা "তুঅ" "কিঅ।")

আঁকুর	অঙ্কুর	কি ফল প্রেমক আঁকুর মোড়ি।	১৮২—৬
আঁচর	অঞ্চল	ক্ষণে আঁচর দেই ক্ষণে হয় ভোর।	৩৫—৮
আঁত +	অন্তর	প্রেমক অঙ্কুর আঁত জাত ভেল।	২০৬ নং ১
আঁতর	অন্তর, ব্যবধান	সো অব্ নদীগিরি আঁতর ভেলা।	১৭৫—১৪
আঁতরে (আতরে) (১)	অন্তরে, মধ্যে	আঁতরে সুরধুনী-ধারা।	১৪৬—২
আঁধায়লু +	অন্ধ করিলাম	নয়ন আঁধায়লু পিয়া পথ পেখি।	২০৭ নং ৪
আইতে	আসিতে	আইতে পড়লহি ধাই	১৫৬—২
আইনু	আসিলাম	মাধব হেরিয়া আইনু রাই	১৯০—১
আও	আইসে	নিতি নিতি নিয়র আও বিনু কাজ।	৫৮—৩
আওই	আইসে	পিয়া নিজ দেশ না আওই রে।	১৬৯—৪
আওত	আসিতেছে	আওত মানবী ভাগত লোলী।	৯২—২
আওনু (আওলু)	আসিলাম	ফিরি আওনু হাম সে ফল লাগি।	৭১—৮
আওব	আসিবে	কতি ক্ষণে আওব কুঞ্জরগমনী।	৯১—২
আওয়ে	আইসে	রাহু দূরে রহু নিকটে না আওয়ে।	২৭—১১
আওল	আসিল	আওল যৌবন শৈশব গেল।	৪১—৩
আওলি	আসিলি	ফেরি আওলি তুহুঁ পুরবক পুণে।	৬৬—৪
আব	আইসে	রাখবি রস জনু পুন পুন আব।	৫৫—১২
আয়ব	আসিবে	পিয়া যব আয়ব এ মঝু গেহে।	২০৬—১
আয়ল	আসিল	কোই কহে আয়ল হরি।	১৮৮—১১
আয়লু (আয়নু)	আসিলাম	দেখি আয়লু চলি।	১৯৮—৫
আকুল	বিকীর্ণ	আকুল অলক বেঢ়ল মুখশোভা।	২১৫—৯

(১) অক্ষয় বাবুর সংস্করণে "আতলে।"

শব্দ।	অর্থ।	উদাহরণ।	পৃষ্ঠা পঙ্‌ক্তি।
আখর	সঙ্কেত ; (অক্ষর)	কিয়ে হাম আখরে কহলু বুঝাই।	১৪০—৫
আগ	অগ্নি(তে)	বিরহ বিয়োগে আগ দেই ঝাঁপে।	১২৯—৬
আগি	অগ্নি	শশধর বরিখব আগি।	১৭৪—৫
আগর	অগ্রগণ্য, আগার	তুহুঁ রস-আগর নাগর টীট।	৮২—৩
আগরি	অগ্র্যা	সে হেন নাগরী রূপে গুণে আগরি।	১৭৭—৩
আগুসারে	অগ্রসর হয়	ঠাড়ি রহল রাই নাহি আগুসারে।	৬২—৩
আগোনী †	অজ্ঞান	তব্ শ্যাম কোরে আগোনী।	২০০ নং ৮
আগোর	অঘোর, অচৈতন্য, আগলান	অব্ তিন ভুবন আগোর	৩০—৬
আগোরল	আগলাইল, লইল	কোরে আগোরল নাহ।	১২৫—৩
আগোরি	আগলাইয়া	শাশ ঘুমাওত কোরে আগোরি।	১৪০—৩
আঙ্গিনা	অঙ্গন	আঙ্গিনা আওল সেহ।	১৩৭—৯
আছইতে	থাকিতে	আছইতে আছল কাঞ্চনপতুলা।	১৯৪—৩
আছয়ে	আছে	বিরহ-সিন্ধু মাহা ডুবইতে আছয়ে।	১০৫—৪
আছল	ছিল	আছইতে আছল।	১৯৪—৩
আছলি	ছিলি	কেশ পশারি যব্ তুহুঁ আছলি।	৪৮—৫
আছিনু (আছনু)	ছিলাম	একলি আছিনু হাম গাঁথইতে হার।	১৪১—৫
আছিয়ে	আছে	আছিয়ে যৈছে বৈরাগী।	২০৪—৭
আজু	আজ	বড় অপরূপ আজু পেখনু রাই।	৩৮—২
আড়	বক্র, তির্য্যক্	আড় বদন তঁহি ফেরি।	২৩—৭
আধি	মনঃপীড়া	ভণয়ে বিদ্যাপতি আর নাহি আধি	২১১—৩
আন	আনিয়া	ধৈরজ ধরহ মিলায়ব আন।	৩৭—৮
আন	অন্য	আন করল চিতে বিহি কৈল আন	১৮৫—১
আনি	আনিয়া	যব্ কোই বেরি আনল মুখ আনি।	১২৯—৩
আনু	অন্য	এতদিনে আনু ভাগে হাম আছনু।	১৫৬—৯
আনে	অন্য	চিতে নাহি গুণবি আনে।	১৫৬—১৪
আনত	অন্যত্র	আনত হেরি ততহি দেই কাণে।	৩৯—৮
আনল	অনল	যব কোই বেরি আনলমুখ আনি	১২৯—৩
আনল	আনিল	কত পরবোধে আনল অনুরোধি	৭৯—৯
আনলি	আনিলি	কতিসঞে রূপ ধনী আনলি চোরি।	১৮—৬
আন্ধিয়ার	অন্ধকার	মুখশশীভয়ে কিয়ে রোয়ে আন্ধিয়ারা	২০—৯

শব্দ।	অর্থ।	উদাহরণ।	পৃষ্ঠা পংক্তি।
আপ	আপনি, স্বয়ং	আপহি গুরু হোই শিখায়ব কাম।	৫৩—২
আপন কি	আপনার	কুচ-কুম্ভ কহি গেও আপন কি আশ।	২৫—৪
আপি	অর্পি, অর্পণ করিয়া	যব হাম সোঁপব করে কর আপি।	৫২টীকা
আরত	রতিবিশিষ্ট, অনুরক্ত	মুঞি অতি বালি সো আরত নাহ।	৭৩—১০
আরতি	আসক্তি, আগ্রহ	আরতি না কর কাহু না ধর চীর।	৮৩—৫
আলস †	আলস্যযুক্ত (?)	রসাবেশ মঝু হিয়ে করব আলস।	১৯৮ নং ১০
আলি	সখী	আলি আলিঙ্গন চাহে।	২০২—৮
আলিঙ্গনু	আলিঙ্গন করিলাম	চন্দন ভরমে শিওলী আলিঙ্গনু।	১১৮—৩
আলাই বালাই	(শপথ বিশেষ)	আলাই বালাই তোর নিয়ে।	২১৩—৪
আশল *	আশা করিল (?)	সোই অবধি দিন বহু আশ আশল।	১৪৯ নং ১২
আশোয়াস	আশ্বাস	যব ধনী পাওল ইহ আশোয়াস।	১৫৩—১৩
আশোয়াসলু	আশ্বাস দিলাম	সোই অবধি দিন বহু আশোয়াসনু।	১৭৭—৯

(আ—া আকার, কথার মাত্রা—যথা—“যতা” “নয়না”।)

শব্দ।	অর্থ।	উদাহরণ।	পৃষ্ঠা পংক্তি।
ইছে *	ইচ্ছায়	মো ইছে কি সহত জীবক শাতি।	১৮০ নং ৭
ইথে (লাগি)	ইহার (জন্য)	ইথে লাগি ধনী কাহে হোয়বি বিমুখ।	৮১—৮
ইথে	ইহাতে	বিদ্যাপতি কহে ইথে নাহি লাজ।	৫০—৫
ইন্দুরতন	মুক্তা	নখ দাড়িম বীজ ইন্দুরতন জিনি।	৮৮—৯
ইন্দ্রজালক	ঐন্দ্রজালিক	ইন্দ্রজালক কুসুমসায়ক।	১—৩
ইহ	এই	তুঁহু যদি ইহ সুখ কহ তছু ঠাম।	১৭০—৯
ইহ	এ, ইনি	ইহ রসকূপ যো জানে।	১০—১২
ইহ	ইহাকে	তুহুঁ বীজ ইহ কর দান।	১৪২—১৬

(ই—ি ইকার, কথার মাত্রা। যথা—“সগরি” “খোরি” “কোই”।

ই—৭মী বাচক। যথা “সমুখই” ৪৬—১।

ি, ইকার, কর্ত্তা স্ত্রীলিঙ্গ হইলে কোন কোন স্থলে ক্রিয়ায়, যথা—“গেলি” “ভেলি”।)

---

* আশল—“আশ আশল” স্থলে কাব্যবিশারদের সংস্করণে “আশোয়াসনু” আছে।

* ইছে—“মো ইছে” স্থলে কাব্যবিশারদের সংস্করণে “মাই হে” আছে।

শব্দ।	অর্থ।	উদাহরণ।	পৃষ্ঠা পঙ্‌ক্তি।
উগরে	উদ্গিরণ করে	ফণী মণিবর উগরে নিরখি	১৪৭—৫
উগারা	উদ্গীর্ণ	রাহু বদন উগারা।	১২১—৯
উঘারয়ে *	প্রকাশিত করে	দিনে দিনে অনঙ্গ উঘারয়ে অঙ্গ।	১ নং ১০
উঘারি	উদ্ঘাটন করে, অনাবৃত করে	কবহু ঝাঁপয়ে অঙ্গ কবহু উঘারি।	৩৭—২
উচ	উচ্চ	উচ নীচ না বুঝি পড়ল সেই ঠাম।	১৪৫—২
উচল	উচ্চ	রোয়ল ঘট উচল করি ঠাম।	৪০—৮
উছলল	উচ্ছলিত হইল	গোকুলে উছলল করুণাক রোল।	১৬৩—১৫
উজিয়ার	উজ্জ্বল	মনমথে হেরি উজিয়ার।	৯০—৬
উজোর	উজ্জ্বল	জনু আঁচরে উজোর সোনা।	১৪—১০
উঠই	উঠিতে	বিনা অবলম্বনে উঠই না পারই।	১৯৭—১০
উঠনু	উঠিলাম	না হই উঠনু হাম কালিন্দী-তীর।	১৩৯—৭
উঠয়ে	উঠে	রস পরসঙ্গে উঠয়ে মঝু কাঁপ।	৮২—৫
উঠল	উঠিল	তৈখনে হৃদয় উঠল মঝু কাঁপি।	৭০—৪
উড়ই	উড়িতে	মধু মাতল কিয়ে উড়ই না পার।	৩৮—৬
উড়ব	উড়িবে	বান্ধি ধয়ল জনু উড়ব তরাসে।	২১—৬
উতপত	উত্তপ্ত, উদ্গত (?)	ঘন ঘন উতপত শ্বাস।	১৯৩—১৩
উতপতি (১)	উৎপত্তি	কিছু কিছু উতপতি অঙ্কুর ভেল।	৪০—১
উতর	উত্তর	অবনতবয়নী উতর নাহি দেল।	১১২—৯
উতরোল	উচ্চরব করে	আকুল অতি উতরোল।	৫১—৭
উতাপই	উত্তপ্ত করে	চান্দ চন্দন তনু অধিক উতাপই।	১৬৯—৫
উতারল †	নামাইল	বেজনসায়ে যব বসন উতারল।	২০০ নং ১
উতারি	নামাইয়া	আপনক গজমতি হার উতারি।	১২৭—১১
উথল	উঠিল	উথল সো সব বোল।	১৮৭—৬
উথলল *	উচ্ছলিত হইল	উথলল মদন-পয়োধি তরঙ্গ।	১০১ নং ১৮
উদভট	উদ্ভট, তীব্র	উদভট প্রেমে করসি অনুরাগ।	২০০—৯
উদয়	উদিত হয়	গগনে উদয় কত তারা।	১১৪—৩
উদসল †	খুলিয়া গেল	উদসল কুন্তল ভারা।	২০১ নং ১

* উঘারয়ে—কাব্যবিশারদের সংস্করণে "আগোরল" আছে।

(১) উতপতি—তর্করত্ন বলেন "উতপতি" স্থলে "রতিপতি" ধরিলে অর্থ সুন্দর হয়।

শব্দ।	অর্থ।	উদাহরণ।	পৃষ্ঠা পঙ্‌ক্তি।
উদাস	অনাবৃত	আধ লুকায়লি আধ উদাস।	২৫—৩
উদাসল	অনাবৃত হইল	তেঞি উদাসল কুচজোরা।	২২—৭
উদেস	অনাবৃত	নীবি বন্ধ করল উদেস।	২২ নং ৯
উদার	উৎকৃষ্ট	অধিক উদার দেখিয়ে পরিণাম।	৪৭—৪
উদেশ	উদ্দেশ	নিচয় মরিব আমি সে কানু উদেশে।	১৬২—৭
উধারল	উদ্ধার করিল	উধারল সরসিজ পাওল প্রাণ।	৯৬—১১
উধার	উদ্ধার কর	গুণবতি উধার গোকুলপতি।	১০৫—৬
উনমত	উন্মত্ত	তো বিনে উনমত কান।	৫১—৪
উনমাতই	উন্মত্ত করিয়া	চিত উনমাতই নবরসে কাননে ধায়।	৯৭—১০
উপচার	চিকিৎসা	কিয়ে উপচার বুঝই না পারই।	১৯২—১২
উপজয়ে	উপস্থিত করে	বিধিনি বিথারিত উপজয়ে শঙ্কা।	৯১—৮
উপজল	বোধ হইল	ঐছে উপজল মোহে।	১৯০—১১
উপজল	উপস্থিত হইল	শৈশবে যৌবনে উপজল বাদ।	৪০—১১
উপজায়ল	উপস্থিত হইল	রসে রসে দারুণ দ্বন্দ্ব উপজায়ল।	১৩১—৩
উপশম	নিবৃত্ত	তবহু কানু উপশম নাহি হোই।	৭০—৬
উপাই	উপায়ে	বাঁচব কোন উপাই।	১৮২—১৩
উপাম	সদৃশ	অতনু কাঁচলা উপাম।	১৭—৯
উপেখিয়ে (১)	উপেক্ষা (করে) করিতে হয়	প্রেম কারণ জীউ উপেখিয়ে।	১৫৬—১৫
উপেখি	উপেক্ষা (করিয়া)	পিবইতে চাহে মধু জীউ উপেখি।	২৬—২
উমড়ি	উথলিয়া	তবহুঁ ক্ষীর উমড়ি পড়ু তাপে।	১২৯—১
উমতি *	অন্যমনস্ক ভাবে	উমতি কহই সখি করহ পয়াণ।	১৫ নং ৪
উয়ল	উদিত হইল	উয়ল হরিণীহীন হিমধামা।	৫—২
উরল *	উদিত হইল	জনু রবি শশী সঙ্গহি উরল।	৩২—৩
উর	বক্ষ	উর (হি) বিলোলিত চাঁচর কেশ।	৩৪—৭
উরজ	স্তন	উরজ অঙ্কুর চীরে ঝাঁপায়সি।	১২—৮
উলটল	উল্টাইয়া গেল	ধরাধর উলটল।	১৪৬—৫
উলটায়বি	উল্টা করিবি	পুছইতে কুশল উলটায়বি পানী।	১—৩৮০

(১) উপেখিয়ে—অক্ষয় বাবুর সংস্করণে "উপেখয়ে" আছে।

* উরল—কাব্যবিশারদের সংস্করণে এস্থলে "উয়ল" আছে।

শব্দ।	অর্থ।	উদাহরণ।	পৃষ্ঠা পঙ্ক্তি।
উহ	উহাকে	কাহার রমণী কে উহ জান।	২৪—৭
উহ	ও, ঐ (জন)	উহ মধুজীব তুহু মধুরাশে।	২৬—৩

উ (—ু উকার কথার মাত্রা।—যথা—"আজু"।)

শব্দ।	অর্থ।	উদাহরণ।	পৃষ্ঠা পঙ্ক্তি।
একঠামা	একটুও	নাহি উপকার একঠামা।	১৫৫—১৫
একদিঠে	একদৃষ্টে	চিতপুতলী জনু একদিঠে চাই।	১৯১—২
একলি *	একাকিনী	একলি চললি ধনী হয়ে আগুয়ান।	১৫ নং ৩
একান্ত	একাকী, নির্জ্জনে	জনম গোয়াঙবি রোই একান্ত।	১০৩—৪
এতনি	এত	ভনহু বিদ্যাপতি এতনি সুরেহ।	১২৯—৯
এতহি	এইদিকে	অনতহি গমনে এতহি নিহার।	৫৮—৫
এতহু	এতাবৎ	এতহু নিদেশ কহলু তোহে সুন্দরী।	৪৯—১
এমতি	এমন	কাহা নাহি শুনিয়ে এমতি থাকার।	৭৬—৫
এহন	এমন	এহন জগত নহি আনে।	২৮—৬
এহি	এই	এহি কর দেখি রোখ অবগাই।	১৮১—২
এহিসে	ইহাই	বিদ্যাপতি কহ এহিসে বিচার।	৮১—১২

(এ—ে একার কথার মাত্রা। যথা,—"ভালে" ২৪-২
এ = হে (?) সম্বোধনবাচক; যথা "এ ধনি কর অবধান"।)

শব্দ।	অর্থ।	উদাহরণ।	পৃষ্ঠা পঙ্ক্তি।
ঐছন	ঐরূপ	জনু বুঝি ঐছন ফাঁস পশারল কাম।	১৭—১০
ঐছে (ঐসে)	"	ঐছে উপজল মোহে।	১৯০—১১
ও	উহা	ও মুকি করতহি দেহা।	১৯—৭
ওজ (১)	সাগ্রহে	প্রিয়মুখে সুমুখী চুম্বয়ে ওজ।	২১৬—১
ওড়নী	উত্তরীয়	শীতের ওড়নী পিয়া।	২১০—৩
ওর	সীমা	হামারি দুঃখের নাহি ওর।	১৭১—৫
ঔখদ (ঔখধি)	ঔষধ	রোগী করয়ে জনু ঔখদ পান।	৬৪—৮

শব্দ।	অর্থ।	উদাহরণ।	পৃষ্ঠা পঙ্ক্তি।
কচ	কেশ	কবহু বান্ধয়ে কচ কবহু বিথারি।	৩৭—১
কছু	কিছু	থির নয়ান অথির কছু ভেল।	৩৭—৩
কঞ্চুক	কাঁচুলী	কঞ্চুক ফুগইতে পহু ভেল ভোর।	১৩৪—৫

(১) কোন কোন টীকাকারের মতে "ওজ = অজ = চন্দ্র।"

শব্দ।	অর্থ।	উদাহরণ।	পৃষ্ঠা পঙ্‌ক্তি।
কটরি	বাটী	কটরি জিনিয়া কুচ সাজা।	৮৭—২
কটোরা	বাটী	একে তনু গোরা কনক কটোরা।	১৭—৮
কটাখ	কটাক্ষ	যাঁহা যাঁহা কুটিল কটাখ।	৩০—৩
কত না	কতই	কত না যতনে কত অদভুত।	১২—৬
কতয়ে	কত	কতয়ে মিনতি করি তবু নাহি মান।	৬৭—৪
কতহুঁ	কতই	চুম্বন করল কতহুঁ ছন্দ।	৭২—৩
কতিহু	কোথাও	ভ্রমর বিকল কতিহু নাহি ঠাম।	২৬—৫
কতিহুঁ	কেন	কতিহুঁ মদন তনু দহসি হামারি।	১৫৭—১
কতি সঞে	কত (স্থান) হইতে	কতি সঞে রূপ ধনী আনলি চোরি।	১৮—৬
কথি লাগি	কি জন্য	সখি, হাম জীয়ব কথি লাগি।	১৯৭—১
কনয়া	কনক	কনয়া শম্ভুপরি ঢারত সুরধুনী-ধারা।	৬—৩
কনেঠ	কনিষ্ঠ	লখই না পারিয়ে জেঠ কনেঠ।	৩৬—২
কন্দ	স্কন্ধ, (স্তন-)মূল	ঝাঁপবি কুচ দরশায়বি কন্দ।	৫৫—৯
কন্দর	স্কন্ধ	সখীগণ কন্দরে থোই কলেবর।	১৯৭—৮
কন্দর	গহ্বর	চামরী গিরিকন্দরে।	৮—১
কপাল	মাথার খুলি	কেলিক কমল ইহ না হয় কপাল।	১৫৭—১০
কবৃহি	কখনও	বিনি দুঃখে সুখ কবৃহি নাহি হোয়।	৮১—৬
কবহু	কখনও	কবহু ঝাঁপয়ে অঙ্গ।	৩৭—২
কব	কবে, কহিবে	কা সঞে বিলসব কো কব তাহ।	১৭০—৮
কবচ	ক্ষত	ঐছন কবচ ধরব যব হাত।	১৫১—১১
করগবীজ (১)	দাড়িম্ববীজ	দশন মকুতা জিনি কুন্দ করগবীজ।	৮৬—১৫
কয়ল	করিল	বয়কে জীবন কয়ল পরাধীন।	১৫৫—১৪
কয়লু	করিলাম	তা কর বচনে কয়লু সব কাজ।	১৪৪—৫
কর	করি	সঙ্কেত কর বিশোয়াসে।	১২২—১১
কর	করে	চলইতে সহচরী কর অবলম্ব।	৪১—১০
করই	করে	কেলি করই মধুপানে	২৮—৪
করই	করিতে	দুহুজন ভেদ করই নাহি পার।	১২৮—১২
করইতে *	করিতে	তুণকি করইতে চাহে কে দেহা।	১২ নং ১১
করত	করে	ধরণীয়ে চাঁদ করত পরকাশ।	৩১—৪

(১) করগবীজ—অর্থে অক্ষয় বাবু বলেন "নারিকেল-খোল বা কমণ্ডলু"। কাব্যবিশারদের মতে এ অর্থ দারুণ ভুল।

শব্দ।	অর্থ।	উদাহরণ।	পৃষ্ঠা পঙ্‌ক্তি।
করমু	করিলাম	প্রাণপিয়ারে করমু পরণাম।	২০৮—৮
করব	করিবে	কি করব হরিহর ধাতা।	১৪৯—৭
করব (১)	করিব	তোহারি বচনে যদি করব পীরিত।	৫৬—৫
করবি	করিবি	প্রেম করবি অব্ সুপুরুখ জানি।	৫৩—৪
করবে	করিবে	যতন তঁহু করবে।	২০৬—১৬
করম	কর্ম্ম	কি মোর করম অভাগী।	১৭৪—৭
করয়ে	করে	তেঁই না করয়ে গরাস।	২৭—১২
করল	করিল	শূন্য করল বিহি মদন-ভাণ্ডার।	৪২—১০
করসি	করিতেছ	জানসি তব কাহে করসি পুছারি।	৬৮—৩
করিঞা	করিয়া	তুহু যদি কহসি করিঞা অনুষঙ্গ।	৫০—১
করু	করে	ক্ষণে ক্ষণে অধর আগে করু বাস।	৩৫—৪
করু	করুক	লাখ উদয়া করু চন্দা।	২০৯—৬
করু	করিও	সো হরি না করু পুছারে।	১১৮—১২
করুণা	কাতরভাবে	রহত করুণা পথ হেরি।	১৯৫—৬
করুণা	কাতরা, কোমলা	অতিহু লাজ ডর অতিহু করুণা।	৬৯—১২
কলপতরু	কল্পতরু	কেলি-কলপতরু সুপুরুখ অবতরু।	১৯৮—৯
কসটি(ক)	কষ্টি (পাথর)	জনু সে সোনারে কসি কসটিকে।	২০২—১
কহ	কহে	বিদ্যাপতি কহ তুহুঁ অগেয়ানী।	৩৩—১
কহই	কহে	বিদ্যাপতি কবি কহই।	৯২—৩
কহই	কহিতে	পিয়াক পীরিত হাম কহই না পার।	১২৭—৯
কহইতে	কহিতে	কি কহব রে সখি কহইতে লাজ।	৬৭—৭
কহত	কহ	কহত কহত সখি বোলত বোলত রে।	১৮৬—৩
কহতহি	কহে	মৃদু মৃদু কহতহি ভাষা।	১৮—২
কহনে	কহা	আজুক কৌতুক কহনে না হোয়।	১৩৩—৮
কহব	কহিব	কি কহব সুন্দরী রূপে।	২৬—১১
কহবি	কহিবি	কেলিকলা রস কহবি মোয়।	৬৮—৮
কহয়ে	কহে	কি কহয়ে গদগদ ভাষ।	৫১—৬
কহল	কহিল	করে কর ধরি যো কিছু কহল।	২০৩—১
কহলম	কহিলাম	দূর কর দুরমতি কহলম তোয়।	৮১—৫
কহলহি +	কহিলাম	পর সঙ্গে কহলহি নাম হি তোরি।	১৯৯ নং ৩

(১) করব—অক্ষয়বাবুর সংস্করণে এ স্থলে "করবি" আছে।

শব্দ।	অর্থ।	উদাহরণ।	পৃষ্ঠা পঙ্‌ক্তি।
কহলি	কহিলি	কাহে কহলি তুহুঁ সঙ্কেতবাত।	১২৩—৫
কহলু	কহিলাম	এতহু নিদেশ কহলু তোহে সুন্দরি।	৪৯—১
কহসি	কহিতেছ	নয়ঞাবদনী ধনি বচন কহসি হসি।	১৬—১
কহায়সি	কহাও	আদি অনাদিক নাথ কহায়সি।	২১৯—১১
কহু	কহে	কো কহু আওব মাধাই।	১৭২—৫
কহোঁ	কহিতাম	সব দুঃখ কহোঁ তছু পাশে।	১৬৫—১১
কাঁচ	কাঁচা	ফলহু না মিঠই হোয়ত কাঁচ।	৮২—১০
কাঁচলা (কাঁচল)	কাঁচুলি	অতনু কাঁচলা উপাম।	১৭—৯
কাঁচুয়া	কাঁচুলি	কাঁচুয়া ধরব যব হঠিয়া।	২০৭—৩
কাঁচে (কাচে)	বন্ধন করে	কুচ কাঁচলকো বিফল কাঁচে।	৮০—৮
কাঁট	কাঁটা	শেল রহলহি কাঁটে।	১১৮—৪
কাঁতি	কান্তি	কলেবর কমল-কাঁতি জিনি কামিনী।	১৫৫—৩
কাঁপ	কাঁপে	হেরইতে দেহ মঝু থরহরি কাঁপ।	৬৭—১১
কাঁপই	কাঁপে	তুহুঁ তনু কাঁপই মদনক বচনে।	২১১—৯
কাঁপয়ে	কাঁপে	কাঁপয়ে দুরবল দেহ।	৫১—৯
কাঁপল	কাঁপিল	থরহরি কাঁপল লুহু লহু ভাষ।	৭৪—৭
কাঁহা (কাহা)	কোথা	কাঁহা নাহি শুনিয়ে এমতি থাকার।	৭৬—৫
কা সঞে	কাহার সহিত	তব তুঁহু কা সঞে সাধবি মান।	১১০—২
কাক (১)	কাহার(ও)	কানু কাক মুখে নাহি সংবাদই।	১৬৮—৩
কাচ	বন্ধন	তুরিতে ঘুচাইনু নীবিক কাচ।	১৩৬—১২
কাচ	কাচ	মাণিক তেজি কাচে অভিলাষ।	১২৪—৫
কাজর	কজ্জল	কাজরে সাজল মদন ধনু।	৩৮—৮
কাট	কাটে	প্রেমক আয়ুধে কাট।	৯০—৮
কাটব	কাটিবে, দংশিবে	তুয়া হার নাগিনী কাটব মোয়।	১০১—৭
কাটারি	দা	পিতল কাটারি কামে নাহি আয়ল।	১১৭—১০
কান	কানাই	তো বিনে উনমত কান।	৫১—৪
কানু	কানাই	সব জন কানু কানু করি ঝুরয়ে।	৪৭—৮
কাম	কাজ	কহয়ে রজনী-বিলাস কাম।	৭১—১২
কাহি	কেন	কি করহ এ সখি আওল কাহি।	১০৯—৪
কাহি	কাহাকে, কাহার	দোখ দেয়ব অব কাহি।	১৫৬—১২

(১) কাক—"বায়স" অর্থও এখানে চলে; অর্থাৎ কাকের মুখেও।

শব্দ।	অর্থ।	উদাহরণ।	পৃষ্ঠা পঙ্‌ক্তি।
কাহিনী	গল্প	অবধিক আশ ভেল সব কাহিনী।	১৬৮—১০
কাহু	কাহারও	অনুভব—কাহু না পেখ।	২১৪—১৩
কাহুক	কাহাকেও	পিয়াক গরবে হাম কাহুক না গণলা।	১৭৬—১
কাহে	কেন	কনক-কমল নাহি কাহে মনোলোভা।	২৫—২
কাহে (১)	কোথাকার (?) কেন	কাহে গহন ছুই বাটে।	১১৮—২
কাহে	কাহাকে	গোপত মদনশর কাহে না লাগ।	২৫—৬
কিঅ	কি	কিঅ দন্ত হৃদয় পথগে।	১২০—৬
কিয়ে (কিএ)	কি, কেমন	মধু মাতল কিয়ে উড়ই না পার।	৩৮—৬
কির*	কিরণ, জ্যোতি	তা পর কির থির করু বাস।	২০ নং ১০
কীর	শুকপক্ষী	তা পর কীর থির করু বাস।	৪৪—১০
কুলজা	কুলকামিনী	কুলজা রীতি ছোড়লু যছু লাগি।	১৮০—৩
কুহকী	মুগ্ধকরী	কুহকী ভেলি বরনারী।	১—৪
কুহরই	কুহরে	কুহু কুহু করি কোকিল কুহরই।	১৮৭—১৫
কৃপায়সি *	কৃপা কর	আদি অনাদিক নাথ কৃপায়সি।	১৬৪ নং ১৮
কেতন	কুঞ্জ	নিভৃত কেতন হরল চেতন।	২০৩—১২
কেল *	কেলি	না বুঝনু কৈছন কেল।	১৬০ নং ৯
কেল	করিল	শ্যাম দরশ ধনী কেল।	২৩—১১
কৈছন	কিরূপ	কৈছনে যায়ব যামুন তীর।	১৬৪—৩
কৈছে (কৈসে)	কিরূপ	সখীরে পুছই কৈছে সুরত বিহার।	৩২—১
কো	কেহ	কো কহে বালা কো কহে তরুণী।	৩৯—৬
কোই	কেহ	হরি হরি পীরিতি করয়ে জনি কোই।	১৭৯—১২
কোই	কাহাকেও	আন যুবতী কোই না করবি কোর।	১৫১—১০
কোই	কোন	যব কোই বেরি আনলমুখ আনি।	১২৯—৩
কোটি	আবদার, কুটিলতা	করে ধরইতে কত করু না কোটি।	৬০—৪
কোটি	অসংখ্য, কোটি	কোটিকে গুটিক পাই।	১০৬—১১
কোপ (২)	আঘাত, ক্রোধ	কোপে শ্বাস খসল।	১১৮—১

---

(১) কাহে গহন—এ ছত্রের কেহই স্পষ্ট অর্থ করিতে পারেন নাই।

* কির—কাব্যবিশারদে "কীর" আছে।

* কৃপায়সি—কাব্যবিশারদে "কহায়সি" আছে।

(২) কোপে—কর ছত্রের অর্থ অতি অস্পষ্ট।

শব্দ।	অর্থ।	উদাহরণ।	পৃষ্ঠা পংক্তি।
কোমলিনী	কোমল	তনু অতি কোমলিনী।	১৬—৬
কোয়	কাহাকেও	হাম যদি পরশ করি কোয়।	১০১—৬
কোর	ক্রোড়	পুন হেরি সখি করি কোর।	৪৮—১২
কোষিক †	কষ্টি (পাথর)	কোষিক পাথরে তেজল কনকরেহা।	১৮০ নং ১০
ক্ষেপহি	ক্ষেপণ করে	ক্ষেপহি নিশি নিশি জাগি।	১৯২—৯

(ক—২য়া বাচক—যথা "বিহিক ভারলি"।
ক—৬ষ্ঠী বাচক—যথা "দশনক চিন"।
কা ৬ষ্ঠী বাচক—যথা "গুণবতিকা কাজ"।
কি—৬ষ্ঠী বাচক—যথা "চন্দ কি মাল"।
কো—২য়া বাচক—যথা "কুচ কাঁচলকো"।)

(অনু)খণ	ক্ষণ	অব অনুখণ দেই আঁচরে হাত।	৪১—৭
খলই	স্খলিত হয়	চলইতে খলই, লখই নাহি পায়া।	৯১—১০
খসয়ে	খসে	তনু মন বিবস খসয়ে নীবিবন্ধ।	৪৬—৫
খসল	খসিল	অম্বর খসল ধরাধর উলটল।	১৪৬—৫
খসাওল †	খসাইল	যব নীবিবন্ধ খস্যাওল কান।	২০৩ নং ৭
খাকার	কাও	কাহা নাহি শুনিয়ে এমতি খাকার।	৭৬—৫
খায়ব †	খাইব	খির সর মাখন খায়ব।	২০৮ নং ৩
খিণ (খিনি)	ক্ষীণ	কেশরী জিনিয়া মাঝারি খিনি।	১৫—১
খুয়ল *	খুলিল (?)	খুয়ল কবরী মোর টুটল হার।	২৫১ নং ৫
খেরি *	খেলা	সহচরী সঙ্গে যাঁহা কয়ল ফুল-খেরি।	১১৮ নং ৯
খেলত	খেলা করিতে, খেলে,	খেলত না খেলত লোক দেখি লাজ।	৩৭—৯
খেলন	খেলা	নব নব খেলন।	৯৭—১৪
খোয়নু(১)	ত্যাগ করিলাম, হারাইলাম,	খোয়নু এ তনুক আশা।	১৭২—১৩
খোয়াইনু	ক্ষয় করিলাম	দিবস লিখি নখর খোয়াইনু।	১৬৭—৩
খোরি	খুলিয়া	আলিঙ্গনে নীবিবন্ধ বিনি খোরি।	৬৩—৭
খোলি	আবরণ ঘুচাইয়া	খোলি বয়ান যব চুম্বই মুখে।	৬২—৭

† কোষিক পাথরে—কাব্যবিশারদে "কসি কমটিকে" আছে।

* খুয়ল—কাব্যবিশারদে "কূয়ল" আছে।

* (ফুল) খেরি—কাব্যবিশারদে "ফুলধারী" আছে।

(১) খোয়নু—ত্যাগ করিলাম। অক্ষয়বাবুর অর্থ।

শব্দ।	অর্থ।	উদাহরণ।	পৃষ্ঠা পঙক্তি।
গঙ্গ	গঙ্গা	যামুনে মিলল গঙ্গ-তরঙ্গ।	১৪৯—১৫
গড়	প্রণাম	গড়ের কুটাগাছি শিরে ঠেকাইয়া।	২১৩—৩
গড়ল	গড়িল	কাহে কুলবতী করি গড়ল মোর দেহ।	১৯৯—১৪
গড়ায়ব	গড়াইবে	ভাঙ্গি গড়ায়ব বুঝি কত বেরি।	৫০—১২
গণইতে	গণনা করিতে	গণইতে দোষ গুণলেশ না পাওবি।	২২০—১
গণবি *	গণ্য করিবি	চিতে নাহি গণবি আনে।	৬৮ নং ১৭
গণলা	গণনা করিলাম	পিয়াক গরবে হাম কাহুক না গণলা।	১৭৬—১
গণলু (গণমু)	গণ্য করিলাম	মনে কিছু না গণলু ও রসে ভোল।	১৮০—২
গণি	বোধ করি	দেহ লীনা গণি পহু নেহারই তোরা।	২০১—১২
গরগর	ব্যাকুল	রাই রূপ হেরি গরগর অন্তর।	১৬—১১
গরজনি	গর্জ্জন	ঘেটিতা ঘেটিতা ঘিনি, মৃদঙ্গ গরজনি।	১০০—১০
গরজন্তি	গর্জ্জন করিতেছে	ঝঞ্ঝা ঘন ঘোর গরজন্তি সন্ততি।	১৭১—৮
গরব	গর্ব্ব	গরবে না কর হঠ লুবধ মুরারি।	৭৭—৯
গরবী	গর্ব্বী	হরি বড় গরবী গোপীমাঝে বসই।	১০৭—৩
গরাস	গ্রাস	তেঁই না করয়ে গরাস।	২৭—১২
গরাসল	গ্রাস করিল	তরল তিমির শশীশূর গরাসল।	১৪৬—৩
গরাসি	গ্রাস করিয়া	রাহু গরাসি নিশি তেজল চন্দা।	৭০—৮
গরুঅ	গুরু	গিরি সম গরুঅ মান নাহি মুঞ্চসি।	১২০—৯
গলতহি	গলিত হয়	নয়ানে গলতহি লোর।	১৮৭—৮
গলয়ে	ঝরিতেছে	চামরে গলয়ে জনু মোতিম হারা।	১৮—৮
গাঁঠি	গ্রন্থি	বাহিরে রতন আঁচরে দেই গাঁঠি।	৭৫—৪
গাঁথইতে	গাঁথিতে	একলি আছিনু হাম গাঁথইতে হার।	১৪১—৫
গাঁথনী	গ্রথিত	জনু গাঁথনী পুহপমালা।	১৪—৬
গাঁথল	গাঁথিল	অপরূপ প্রেমপাশে তনু গাঁথল।	১৯৬—১১
গা	গাত্র	আলসহি পূরল সকলহি গা।	৬৯—৫
গাত	গাত্র	সকল গাত দুকূল দৃঢ় অতি।	৮৫—৫
গাওই	গা'হে	কোকিল পঞ্চম গাওই রে।	১৬৯—২
গাওয়ে	গাহে	কবি বিদ্যাপতি গাওয়ে।	২১—৭
গাব	গাহিবে	অতয়ে করব কেহ অপযশ গাব।	১৩৭—৫

* গণবি—কাব্যবিশারদে "গুণবি" আছে।

শব্দ।	অর্থ।	উদাহরণ।	পৃষ্ঠা পঙ্ক্তি।
গায়বি	গাহিবে	রজনী দিবস গুণ গায়বি মোর।	১৫১—৯
গারি	গালি	কাঁদন মাখি হাসি দেই গারি।	৩৯—১০
গাহক	গ্রাহক	বিদ্যাপতি পতি ও রস গাহক।	১৪৯—১৪
গিধিনী	গৃধিনী	গিধিনী শ্রবণ বিশেখি।	৮৬—১২
গিরিষি	গ্রীষ্ম	শীতের ওড়নী পিয়া গিরিষির বা।	২১০—৩
গীম	গ্রীবা	গীম গজমতি হার।	৬—২
গুঞ্জা	কুঁচ	গুঞ্জা রতন করই সমতুল।	১৩২—৪
গুটিক	একটি	কোটিকে গুটিক পাই।	১০৬—১১
গুণতহি	গণ্য করে, ভাবে	রাধা সঞে যব গুণতহি মাধব।	১৫৯—১২
গুণবি	গণনা করিবি	চিতে নাহি গুণবি আনে।	১৫৬—১৪
গুণি	গণ্য করিয়া	মনে গুণি পূরব সুনেহ।	১৮৯—১৪
গুরুয়া	গুরু, পীন	গিরিবর-গুরুয়া পয়োধর।	৬—১
গেও	গেল	কুচকুম্ভ কহি গেও আপন কি আশ।	২৫—৪
গেয়ান	জ্ঞান	পুন হেরইতে কাহে হরল গেয়ান।	৪৫—২
গেলি (গেল)	গেল	গেলি কামিনী গজহুগামিনী।	১—১
গেহ	গৃহ	চললিহুঁ সঙ্কেতগেহা।	৮৬—২
গোই	গোপিত করিয়া	যাওবি বসনে অঙ্গ সব গোই।	৫৫ টীকা
গোঙাইনু (গোঙায়নু)	যাপন করিলাম	বহু দুঃখে গোঙায়নু মাধব সাথ।	৬৬—৮
গোঙায়ব	কাটাইব	ইহ নবযৌবন বিরহে গোঙায়ব।	১৭৩—৫
গোঙায়বি	যাপন করিবি	জনম গোঙায়বি রোই একান্ত।	১০৩—৪
গোঙায়ল	কাটাইল	পশুক মাঝে যো জনম গোঙায়ল।	১১৮—৫
গোঙায়লি (গোঁয়ায়লি)	যাপন করিলি	জনম গোঙায়লি রোই।	১৯৭—১৪
গোঙার	কাণ্ডজ্ঞানশূন্য	রতিরস না জানয়ে কানু সে গোঙার।	৬৭—২
গোপত	গুপ্ত	হাস গোপত ভেল উপজল লাজ।	৪:—৬
গোপসি	গোপন করিতেছ	কত না যতনে কত না গোপসি।	১৩—১
গোবী +	গোপী	গোবী সঞে কুঞ্জহি রাস বেহারিব।	২০৮ নং ১০
গোরী (গোরা)	গৌরবর্ণ	গোরী কলেবর নূনা।	১৪—৯
গৌরব	গুরুত্ব, স্থূলতা	কটিক গৌরব পাওল নিতম্ব।	৪১—৯
ঘগরী	ঘাগরা	ঘগরী খসল কুচ চীর হামার।	১৪১—৬
ঘুচব	ঘুচিবে	কবে ঘুচব বিহি বাম।	২৬৭—২

শব্দ।	অর্থ।	উদাহরণ।	পৃষ্ঠা পংক্তি।
ঘুমন্থু	ঘুমাইলাম	মৃদু বীজইতে ঘুমনু হাম।	১৪৫—৯
চকেবা	চক্রবাক	কুচযুগ চারু চকেবা।	২১—৩
চঞ্চরী	ভ্রমরী	চঞ্চরীগণ করু রোলে।	১৪৬—৮
চঞ্চল	চঞ্চলভাবে, শীঘ্র	উরহি অঞ্চল ঝাঁপই চঞ্চল।	২—৫
চতুরাই	চাতুর্য্য	আজু বুঝব হাম তুয়া চতুরাই।	১০৭—৬
চতুরিম	চাতুরীময়	তোহে কি শিখায়ব চতুরিম বাণী।	১০৮—১০
চন্দ	চন্দ্র	যৈছে শারদ চন্দ।	২—৪
চান্দ	চন্দ্র	জনু রজনী ভেল চান্দ উজোরি।	২৪—৪
চন্দিম	কান্তি	রামাহে অধিক চন্দিম ভেল।	১২—৫
চম্পতি	চমূপতি (?)	বিদ্যাপতি কবি চম্পতি ভাণ।	১২৪ - ৯
চরই	চরে	জনু কনয়া-গিরি চামর চরই।	১৮১—১০
চল	চলে	হেমমূরতি জনু না চল পিছারে।	৬২—৪
চলই	চলিতে	সহই না পারিয়ে চলই না পারি।	২০০—১
চলইতে	চলিতে	চলইতে সহচরী কর অবলম্ব।	৪১—১০
চলত	চলে, চলিল	জাগল শাশ চলত তব কান।	১৪১—৩
চলনু	চলিলাম	হাম চলনু তুহুঁ থির কর হিয়া।	২০১—৪
চলব	চলিব	পালটি চলব হাম ঈষৎ হাসিয়া।	২০৬—১৪
চলয়ে (১)	চল	কহয়ে চলয়ে ধনি ভাসুক সেবি।	১১২—৮
চলয়ে	চলে	চৌঙকি চলয়ে ক্ষণে।	৩৫—৫
চললি (চলল) *	চলিল	চমকি চললি ধনী চকিত নেহারি।	২৪—১০
চলিয়ে	চলি	লহু লহু চরণে চলিয়ে গৃহমাঝ।	৪৬—৩
চলু	চলে	ক্ষণে চলু মন্দ।	৩৫—৫
চলু	চল	সাধস নাহি কর চলু পিয়া-পাশ।	৮১—৪
চলু	চলিয়া	কঠিন শরীর মোর তেঁই চলু আওনু।	২০৪—৩
চাঁচনু	চাঁচিলাম	আপন শূল হাম আপহি চাঁচনু।	১৫৬—১১
চাঁচর	কুঞ্চিত	বেণী বনায়ল চাঁচর কেশে।	১৩৫—৫
চাই	দেখিয়া	পরিচয় করবি সময় ভাল চাই।	১০৭—৫
চামর (চামরী)	চতুষ্পদ জন্তু বিশেষ	জনু কনয়াগিরি চামর চরই।	১৮১—১০

(১) চলয়ে—এটা ঠিক কি না সন্দেহ। অনুজ্ঞার আকার নহে।

* চললি—অক্ষয় বাবুর সংস্করণে "চললু" আছে। বোধ হয় ঠিক নহে। ধাতুর পর "লু" উত্তমপুরুষ-বাচক দেখা যায়।

শব্দ।	অর্থ।	উদাহরণ।	পৃষ্ঠা পঙক্তি।
চাহসি	চাও	তুহুঁ যদি মাধব চাহসি লেহ।	১৫১—৩
চাহি	অপেক্ষা	জীবন চাহি যৌবন বড় রঙ্গ।	৪৯—৫
চাহি	চাহিয়া	চকোর চাহি রহু চন্দা।	৪৮—২
চিকুর	কেশপাশ	চিকুরে গলয়ে জলধারা।	২০—৮
চিত	চিত্ত	চরণ চঞ্চল চিত চঞ্চল ভাণ।	৩৭—৫
চিতপুতলী	চিত্রপুত্তলী	চিতপুতলী জনু একদিঠে চাই।	১৯১—২
চিন্ †	চিহ্ন	অধরহি লাগল দশনক চিন্।	৫২ নং ৬
চিহ্নই	চিনিতে	তরুণিম শৈশব চিহ্নই ন জান।	৩৬—৪
চিহ্নই	চিনে, চিনিতেপারে	হেরি না চিহ্নই নাগর রাজ।	৯৪—১২
চিহ্নিনু	চিনিলাম	ভালে ভালে হাম অলপে চিহ্নিনু।	১০৬—২
চিরথাই *	চিরস্থায়ী	এ বড় মনের দুখ রহু চিরথাই।	১২৬—১৬
চীর	বস্ত্র	সজল চীর পয়োধর সীমা।	১৯—৫
চুনি	সঞ্চয় করিয়া	সব জন এক এক চুনি সঞ্চরু।	২৩—১০
চুম্বই	চুম্বন করে	খোলি বয়ান যব চুম্বই মুখে।	৬২—৭
চুম্বয়ে	চুম্বন করে	প্রিয়মুখে সুন্দরী চুম্বয়ে ওজ।	২১৬—১
চুর	চূর্ণ	শঙ্খ কর চুর।	১৮৬—১১
চোরায়ল †	চুরি করিল	বল করি চিত চোরায়ল মোরি।	২১ নং ৬
চোরি	চুরি করিয়া	কতি সঞে রূপ ধনী আনলি চোরি।	১৮—৬
চোরি	চুরি	মন করলি চোরি।	৫৪—১৪
চোরি	লুকাইয়া, গুপ্তভাবে	তহি রতি টীট পিঠ রহু চোরি।	১৪০—৪
চৌঙকি	চমকি, শীঘ্র	চৌঙকি চলয়ে ক্ষণে, ।	৩৫—৫
চৌদশী	চতুর্দ্দশী	তনু ক্ষীণ চৌদশী চাঁদ সমান।	১৭৫—৯
চৌদিশ (চৌদিক)	চতুর্দ্দিক	চৌদিশ হেরি হেরি।	১৭৫—৬
চৌপাশা	চতুষ্পার্শ	বেঢ়ল সকল সখী চৌপাশা।	১৯১—৩
চৌরী	গুপ্ত	চৌরী পীরিত হোয় লাখগুণ রঙ্গ।	৫০—২
ছটাছট	কান্তিবিশিষ্ট	ক্ষণে ক্ষণে দশন ছটাছট হাস।	৩৫—৩
ছন্দ	ছাঁদ, প্রকার	পরিহণ বসন আনহি করি ছন্দ।	৯৪—৪
ছন্দ †	অভিপ্রায়	সুন্দরি ইথে নাহি কর আন ছন্দ।	১৯৯ নং ৫
(সু)ছন্দ	দীপ্তিবিশিষ্ট	ততহি বয়ান সুছন্দ।	২—২
ছাতি(য়া)	বক্ষ	ফাটি যাওত ছাতিয়া।	১৭১—১৫

শব্দ।	অর্থ।	উদাহরণ।	পৃষ্ঠা পঙ্‌ক্তি।
ছাড়য়ে	ছাড়ে	চমকি চমকি ধনী ছাড়য়ে নিশ্বাস।	৬৪—৪
ছাড়লি	ছাড়িল	তোহার মুরলী সে দিক ছাড়লি।	২০১—১৬
ছাড়ি	ছাড়ে	সুপুরুখ প্রেম কবহু নাহি ছাড়ি।	৪৯—৭
ছাপল	আচ্ছাদিত করিল	প্রলয়-পয়োধি-জলে জনু ছাপল।	১৪৬—৯
ছাপাই	লুকাইয়া	অম্বরে বদন ছাপাই।	১৮৩—৮
ছাপিত	লুক্কায়িত	কৌতুকে ছাপিত তঁহি রহু কান।	১৬৪—৮
ছিন্ (ছীন)	ছিন্ন	ক্ষিতি লিখইতে ভেল অঙ্গুলী ছিন্।	১৫৪—১০
ছিয়ে	ছি	ছিয়ে ছিয়ে তোহারি রভসময় ভাষ।	১২৪—৮
ছিরিফল	শ্রীফল, বেল	কুচ-ছিরিফল ভরে ভাঙ্গিয়া পড়য়ে জনি।	১৬—৭
ছোই	ছুঁইতে	সখীগণ সাহসে ছোই না পারই।	১৯৮—৩
ছোটি	ছোট	রয়নী ছোটি অতি ভীরু রমণী।	৯১—১
ছোটি	অপূর্ণযৌবনা	একে ধনী পদুমিনী সহজহি ছোটি।	৬০—৩
ছোড়ই	ছাড়ে	সুপুরুষ না ছোড়ই রসবতী নারী।	১৯৫—৪
ছোড়নু (ছোড়লু)	ছাড়িলাম	কুলজা-রীতি ছোড়লু যছুলাগি।	১৮০—৩
ছোড়ব	ছাড়িবে	চন্দন তরু যব ছোড়ব সৌরভ।	১৭৪—৪
ছোড়বি	ছাড়িবে	অবহি ছোড়বি মোয় তেজবি লেহা।	২০—১
ছোড়ল	ছাড়িল	ছোড়ল আভরণ মুরলী বিলাস।	১০২—৫
ছোড়ি	ছাড়িতে	শৈশব সো তছু ছোড়ি নাহি পারি।	৪১—২
ছোড়ি	ছাড়িয়া	ঘরে ঘরে পহরী ছোড়ি গেল যোয়।	৯৩—১
জগ	জগৎ	সুপুরুখ ঐছন নাহি জগ মাঝ।	৫০—৩
জগাবি	জাগাইবি	কুটিল নয়নে ধনী মদন জগাবি।	৫৫—৮
জনম	জন্ম	তিন আধ দুখ জনম ভরি সুখ।	৬৪—৯
জনমিয়ে	জন্মগ্রহণ করি	কিয়ে মানুষ পশু পাখী যে জনমিয়ে।	২২০—৫
জনি	পাছে, যদি,	নয়নে না হেরি হেরয়ে জনি কেহ।	৪৫—১০
জনি	যেন না	এ সখি এ সখি লই জনি যাহ।	৭৩—৯
জনি	যেন	হেম-মূরতি জনি না চল পিছারে।	৬২—৪
জনু	যেন	ভ্রমর ভুলল জনু বিমল কমলপর।	১৬—৯
জপে *	জপ করে (?)	নায়ক গোপনে জপে নিরজনে।	৬০ নং ১৩

* নায়ক গোপনে—কাব্যবিশারদের সংস্করণে এই পঙ্‌ক্তি "না কর গোপনে নিজ পরিজনে।"

শব্দ।	অর্থ।	উদাহরণ।	পৃষ্ঠা পঙক্তি।
জরজারি *	জর্জ্জরিত	অনুখণ ঘোর বিরহ জরজারি।	১৪৩ নং ১০
জাগ (যাগ) (১)	যজ্ঞ	জাগ শত জাগই সো পাওয়ে।	৭—১
জাগ	জাগায়	পাঁচ শরে মদন মনোরথ জাগ।	৫৬—১০
জাগই (১)	জাগাইয়া	জাগ শত জাগই।	৭—১
জাগল	জাগিল	জাগল মনসিজ মুদিত নয়ান।	৩৭—৬
জাগায়ল	জাগাইল	মোহে জাগায়ল তঁহি নিদ গেল।	১৩৩—২
জাগি (জাগ)	জাগে	মুনীহুক মানস মনমথ জাগি।	২১—২
জান	জানে	কাহার রমণী কে উহ জান।	২৪—৭
জান	জানি	বচনচাতুরী হাম কছু নাহি জান।	৫৭—৩
(সু)জান	বিজ্ঞ,অভিজ্ঞ	সো বর নাগর রসিক সুজান।	৫৭—৯
জানন	পরিজ্ঞাত	পহিলহি জানন ন ভেলা।	১৫৬—৬
জানব	জানিবে	তব জানব বিরহক বাধা।	১৬৩—১০
জানয়ে	জানে	রতি-রস না জানয়ে কানু সে গোঙার।	৬৭—২
জানল	জানিল	জানল মদন ভাণ্ডারক চোরি।	৭৫—২
জানলু	জানিলাম	জানলু জীবন-অন্ত।	১৬৬—১৩
জানসি	জান	জানসি তব কাহে করসি পুছারি।	৬৮—৩
জানায়বি	জানাইবি	সঙ্কেতে জানায়বি হামারি পরণাম।	১০৮—২
জানিতু	জানিতাম	হাম যদি জানিতু কানুকরীত।	১১১—৭
জানিয়ে	জানি	ইঙ্গিত না বুঝিয়ে না জানিয়ে মান।	৫৭—৪
জাব (যাব)	যায়, যাইবে	চলইতে চাহি চরণ নাহি জাব।	১১—১০
জারব	জীর্ণ হয়,জর্জরিত করে	হিমকরকিরণে নলিনী যদি জারব।	১৭৩—১
জারল	জর্জ্জরিত করিল	জারল বিরহ-বিথ-জ্বালা।	১৭৭—৪
জারি	জারে, জর্জ্জরিত করে	অনুক্ষণ ঘোর বিরহ জর জারি।	১৯১—১০
জিতল	জয় করিল	তিন বাণে মদন জিতল তিন ভুবন।	১০—৭
জিনি	জয় করিয়া, হারাইয়া	তিমির চামর জিনি কুন্তল।	৮৬—৫
জিনিয়া	হারাইয়া	কমল জিনিয়া মুখ।	৮৬—১৩
জিয়ব (জীয়ব)	বাঁচিব	হাম জীয়ব কথি লাগি।	১৯৭—১
জিয়াবে	বাঁচিবে	কানু জিয়াবে কি করি।	৫৪—১৬
জীউ	জীবন	রভসে আপন জীউ পর হাতে দেলা।	৪৩—৮

* জরজারি—কাব্যবিশারদের সংস্করণে "জর জারি" আছে।

(১) জাগ শত জাগই—"যুগশত যাগই" পাঠান্তর।

শব্দ।	অর্থ।	উদাহরণ।	পৃষ্ঠা পঙ্ক্তি।
জীব	জীবন	ভণহি বিদ্যাপতি পায়ব জীবে।	২৬—৯
জীবই	বাঁচে	বেরি এক মাধব তুয়া রাই জীবই।	১৮১—৭
জীবইতে	জীবিত রহিতে	জীবইতে ভেল সন্দেহ।	১৫৯—৭
জীবয়ে	জীবিত রহে	এতহুঁ বিপদে কাহে জীবয়ে দেহ।	২০০—৩
জীয়ে	জীবিত রহে	তুয়া অনুরাগে না জীয়ে বরনারী।	৭৭—১০
জুড়ণ	তৃপ্ত হওয়া	তবু হিয়া জুড়ণ না গেলি।	২১৪—১১
জুড়ায়ব	জুড়াইবে	পুনহি দরশনে জীবন জুড়ায়ব।	৩—৩
জুয়ায়	উচিত হয়	অনুগত জনেরে ছাড়িতে না জুয়ায়।	২১৫—৮
জ্যেঠ	জ্যেষ্ঠ	লখই না পারিয়ে জ্যেঠ কনেঠ।	৩৬—২
জোর (যোর)	যোড়া, যুগ্ম	অব কুচ বাঢ়ল শ্রীফল জোর।	৩৪—২
জোরহি	যুড়িয়া	করে করে জোরহি মোর।	৪৮—১০
জোরি	যুড়িয়া	জোরি ভুজযুগ মোরি বেঢ়ল।	২—১
জোয় (জোহে) (১)	সৌৎসুক্যে দেখে	করযোড় ঠাঢ়ি বদন পুন জোয়।	১১৫—৬
ঝটিতি	শীঘ্র	ঝটিতি মিলব তুয়া পাশ।	১৭৩—১০
(সু)ঝম্প	(সু)দোলনবিশিষ্ট	আম্রপল্লব তাহে কিঙ্কিনী সুঝম্প।	২০৬—৮
ঝরু	ঝরে	সাঙণ ঘন সম ঝরু দুনয়ান।	৪৩—৫
ঝলকত	প্রকাশ পায়	যাঁহা যাঁহা ঝলকত অঙ্গ।	২৯—৫
ঝলকে	ঝলকিত হয়	আঁচরে কাঞ্চন ঝলকে দেখি।	১৫০—১৭
ঝাঁঝর	জর্জরিত	পিয়া বিনা পাঁজর ঝাঁঝর ভেলা।	১৭৬—৮
ঝাঁপ *	আচ্ছাদিত করি	যতনহি বসনে ঝাঁপ সব অঙ্গ।	২১ নং ৮
ঝাঁপ	ঝম্প, আক্রমণ	সোই নুবধমতি তাহে কব্ব ঝাঁপ।	৬৭—১২
ঝাঁপই	আচ্ছাদিত করিয়া	উরহি অঞ্চল ঝাঁপই চঞ্চল।	২—৫
ঝাঁপন	আচ্ছাদিত, লুকান	ঝাঁপয় কূপ লখই না পারয়ু।	১৫৬—১
ঝাঁপব	ঢাকিব	কুচ কিয়ে ঝাঁপব কিয়ে নীবিবন্ধ।	১৪১—৮
ঝাঁপবি	ঢাকিবি	ঝাঁপবি কুচ দরশায়বি কন্দ।	৫৫—৯
ঝাঁপয়ে	ঢাকে	কবহু ঝাঁপয়ে অঙ্গ কবহু উঘারি।	৩৭—২
ঝাঁপল *	আচ্ছাদিত করিল	তা পর সাপিনী ঝাঁপল মোড়।	২০ নং ১২

* ঝাঁপ—কাব্যবিশারদের সংস্করণে "ঝাঁপি" আছে।

(১) জোয়—"পুন জোয়" স্থলে অক্ষয়বাবুর সংস্করণে "নেহারয়" আছে ;—দেখে।

* ঝাঁপল—কাব্যবিশারদের সংস্করণে এ স্থলে "বেঢ়ল" আছে।

শব্দ।	অর্থ।	উদাহরণ।	পৃষ্ঠা পঙ্‌ক্তি।
ঝাঁপসি	ঢাকিতেছ	কি লাগি বদন ঝাঁপসি সুন্দরি।	১১৩—১
ঝাঁপাই	ঢাকিয়া	শুতি রহলু মুখে আঁচল ঝাঁপাই।	১৩২—১৪
ঝাঁপায়সি	আবৃত করিতেছ	উরজ অঙ্কুর চীরে ঝাঁপায়সি।	১২—৮
ঝাঁপি	ঢাকিয়া	যাওবি বসনে ঝাঁপি সব অঙ্গ।	৫৫—৫
ঝাট্(সে)	নিকুঞ্জ (হইতে)	ঝাট্‌সে ভেটমু করত সিনান।	৩৪—৪
ঝাড়ু	চামর	ঝাড়ু করব তাহে চিকুর বিছানে।	২০৬—৬
ঝামর *	মেঘ (?)	শ্যামর ঝামর কুটিলহি কেশ।	১৮ নং ৫
ঝামর(ঝামরি, ঝামরু)	কৃষ্ণ, বিবর্ণ, মলিত	কহ সখি সাঙরি ঝামরি দেহা।	৬৫—১
ঝুট	ঝুঁটি	ধম্মিল্ল লোল ঝুট করি বন্ধ।	৯৪—৭
ঝুট(ক)	মিথ্যা	দেখ সখি ঝুটক মান।	১৩১—৯
ঝুর	অশ্রুপাত করে	শুনি ধনী মনোহৃদি ঝুর।	১১৪—৭
ঝুরয়ে	অশ্রুপাত করে	সব জন কানু কানু করি ঝুরয়ে।	৪৭—৮
টীট*	ঠেঁটা	টীট নাগর চোর।	১১০ নং ৫
টুটইতে	ভাঙ্গিতে	টুটইতে নাহি টুটে প্রেম অদভুত।	৫৩—৭
টুটত	ভাঙ্গে	দারুণ প্রেম তবহি নাহি টুটত।	১৬০—১
টুটব	ভাঙ্গিবে, ঘুচিবে	টুটব বিরহক ওর।	৩—৪
টুটল	ভাঙ্গিল	টুটল গীমক মোতিম হার।	৭৩—১
টুটি	ভাঙ্গিয়া	তঁহি পুন মোতি হার টুটি ফেলল।	২৩—৮
টুটে	ভাঙ্গে	টুটইতে নাহি টুটে।	৫৩—৭
টেরি (১)	ঠারে, কুপিতভাবে	তা সঞে কহতহি টেরি।	১৯৫—৮
ঠাঁই (ঠাঞি)	স্থান	থুইতে ঠাঁই না পায়।	২১৩—৮
ঠাট	জাঁকজমক,অনুচর, শ্রেণী	এতদিনে সখী সব আছিল ঠাট।	৮০—১১
ঠাড়ি	দাঁড়াইয়া	ঠাড়ি রহল রাই নাহি আগুসারে।	৬২—৩
ঠাম	সংস্থান	রোয়ল ঘট উচল করি ঠাম।	৪০—৮

---

* ঝামর—কাব্যবিশারদের সংস্করণে এই পঙ্‌ক্তি—"ঝামর ঝামর কুটিলহি কেশ।" "ঝামর ঝামর" অর্থে "ঘোর কৃষ্ণবর্ণ"। অক্ষয় বাবু "শ্যামর ঝামর" ধরিয়া "শ্যামল মেঘ" করিয়াছেন।

* টীট—অক্ষয় বাবু "টীট" স্থলে কোথাও "ঢীট" তুলিয়াছেন।

(১) টেরি—অক্ষয় বাবু "কুপিত ভাবে" (হিন্দি 'টেরি') অর্থ করিয়াছেন।

শব্দ।	অর্থ।	উদাহরণ।	পৃষ্ঠা পঙক্তি।
ঠাম	স্থান	ভ্রমর বিকল কতিহু নাহি ঠাম।	২৬—৫
ঠেকায়লু (১)	ঠেকাইল, ঠেকাইলাম(?)	মধু কর ধরি শিরে ঠেকায়লু।	১৮৭—১১
ঠেলল	ঠেলিল, সঞ্চালিত	জনু ইন্দীবর পবনে ঠেলল।	১৩—৫
ঠেলবি	ঠেলিবি	যব পিয়ে পরশয়ে ঠেলবি পানী।	৫২—৫
ঠেলি	ঠেলে	পরশিতে তরসি করহি কর ঠেলি।	৮১—২

ডগমগ	অস্থির, টলটল	জনু ডগমগ করে নলিনীক নীর।	৭৪—২
ডম্বর	সমূহ	মধুকর ডম্বর অম্বর ভেল।	২৪—৬
ডর	ভয়	তুয়া ডরে……দূরহি পলায়ল।	৮—৬
ডরাসি	ভয় করিতেছ	তুহু পুন কাহে ডরাসি।	৮—৭
ডাকউ	ডাকুক	সোই কোকিল অব লাখ ডাকউ।	২০৯—৫
ডার	ফেল	যামুন সলিলে সব ডার রে।	১৮৬—১৪
ডারলি	ফেলিলি,সমর্পণ করিলি	বিহিক ডারলি, ভেলি নিমালিক।	২০১—১০
ডুবইতে	ডুবিতে	বিরহসিন্ধু মাহা ডুবইতে আছয়ে।	১০৫—৪
ডুবল	ডুবিল	অমিয়া সরোবরে ডুবল কান।	১২৪—১২
ডোল	কম্পিত	হরি ডরে হরিণী হরি-হিয়ে ডোল।	৬১—২
ডোলে	কম্পিত হয়, দোলে	ধরণী ডগমগি ডোলে।	১৪৬—৬
ডোলত †	দোলে	ডোলত মোতিম হারা।	২০১ নং ৯

ঢরই*	দোলায়	জনু কনয়াগিরি চামর ঢরই।	১৪০ নং ৬
ঢরকি	উচ্ছলিত হইয়া	ঢরকি ঢরকি পড়ু লোচন-লোর।	১৫২—৩
ঢরি	উচ্ছলিত হইয়া	ঢরি ঢরি পড়ু লোরা।	২০১—১৫
ঢাকল	ঢাকিল	অবগুণ ঢাকল একল পিক।	১২২—৪
ঢারত	ঢালিতেছ	শম্ভুপরি ঢারত সুরধুনী-ধারা।	৬—৪
ঢীট	ধৃষ্ট, শঠ	হাসি মুখ নিরখয়ে ঢীট মাধাই।	১৩৯—১৫

(১) ঠেকায়লু—ক্রিয়ার উকারটা এখানে বোধ হয় মাত্রা মাত্র।

* ঢরই…কাব্যবিশারদের সংস্করণে "ঢরই" আছে ;—ঢরে।

শব্দ।	অর্থ।	উদাহরণ।	পৃষ্ঠা পঙ্‌ক্তি।
তুঁহি	সে	তুঁহি পুন মোতি হার টুটি ফেলল।	২৩—৮
তুঁহি	তথায়	ফুকরই আড় বদন তুঁহি ফেরি।	২৩—৭
তুঁহু	সে	যাওব হাম যতন তুঁহু করবে।	২০৬—১৬
তইও	তেমনি	তইও তোহর ধনী মুদল।	১২০—১
তইও	তথাপি	তইও কাম হৃদয়ে অনুপামা।	৪০—৭
ততহি	তাহাতে	আনত হেরি ততহি দেই কানে।	৩৯—৮
তথি †	অপিচ (?)	ভণয়ে বিদ্যাপতি গোবিন্দদাস তথি।	২০০ নং ১১
তনু	সূক্ষ্ম	তনু শুক বসন তনু হিয় লাগি।	৩৪—৫
তনু	অঙ্গ	তনু তনু ঝাঁপিতে ঝাপন না যাই।	১৩৯—১৬
তব	তখন	মাগয়ে তব পরিরম্ভ।	১২৪—১৩
তব	তবে, তাহা হইলে	জানসি তব কাহে করসি পুছারি।	৬৮—৩
তবহুঁ	তখনও, তথাপি	তবহুঁ কানু উপশম নাহি হোই	৭০—৬
তবধরি	তদবধি	তবধরি দগধে অনঙ্গ।	১৭—৭
তরইতে	উত্তীর্ণ হইতে	অব পাছু তরইতে চাই।	১৫৬—৪
তরল	চঞ্চল	তরল নয়ন-ভ্রূর অথির সন্ধান।	৮৩—১
তরসি	সবেগে ; সত্রাসে (?)	পরশিতে তরসি করহি কর ঠেলি।	৮১—২
তরাস	ত্রাস	বিদ্যাপতি কহ মিছাই তরাস।	৫৬—১৩
তরুণিম	তারুণ্য	তরুণিম শৈশব চিহ্নই না জান।	৩৬—৪
তলপ	তল্প, শয্যা	তেজি তলপ পরিরম্ভণ বেরি।	৭৫—৬
তসু (তছু)	তাহার	বিদগধ সেহ তোঁহে তসু তুল।	৫৮—৭
তহি	তখন, তথায়, সেই জন্য	তরুণী পাই পরিহাস তহি করই।	৩৯ – ৪
তহি	তাহাতে	তহি কমলমুখী করত সিনান।	১৮১—৬
তাঁহা (তাঁহি)	তথায়	তাঁহা তাঁহা বিজুরী-তরঙ্গ।	২৯—৬
তাক	তাহার	ঐছে নহ তাক বিলাস।	৫৬—১৪
তাকর	তাহার	যো পুরুখ দেখত তাকর ভাগি।	৩৪—৬
তাপর	তাহার উপর	তা পর মেরু সমানে।	২৭—৪
তা বিনে	সে বিনা	তা বিনে রাতি দিবস নাহি ভাওই।	২০৪—৫
তা সঞে	তাহার সহিত	তা সঞে রভস কবহি নাহি হোয়।	৫৬—৮
তাই	তাহাকে	তুহুঁ পরবোধিবি তাই।	২০৪—১০
তাড়ি	তাড়না করিয়া	জঘন পর তাড়ি।	১০২—১
তাতল	উত্তপ্ত	তাতল সৈকতে বারিবিন্দু সম।	২১৮—৫

শব্দ।	অর্থ।	উদাহরণ।	পৃষ্ঠা পঙ্ক্তি।
তাপায়লু (১)	তাপিত করিল	হিম হিমকর-তাপে তাপায়লু।	১৬৮—১
তাপিনী	দুঃখিনী	হাম ধনী তাপিনী।	১৬৬—১
তায়ব*	তথাপি	তায়ব কাম হৃদয়ে অনুমান।	১৮২ নং ৭
তায়ি	তাহারই	পসায়ল তায়ি মধ্যত পাঁচবাণ।	১৩১—১৩
তারণ	ত্রাণ	অব তারণ ভার তোহারা।	২১৯—১২
তারুণ	যৌবন	বালা শৈশব তারুণ ভেট।	৩৬—১
তাহ (তাহি)	তাহা, তাহাকে	কাসঞে বিলসব কো কব তাহ।	১৭০—৮
তাহ	তাহাতে	বিদ্যাপতি কহ চিত রহল তাহ।	২০৪—১১
তাহে	তাহাতে, তদুপরি	সোই লুবধমতি তাহে কঙ্ক ঝাঁপ।	৬৭—১২
তাহে	তাহাকে	তাহে হৃদয় দরশি যোরি।	৫৪—১৩
তিথনি (তীথনি)	তীক্ষ্ণ	মৃগী তেজই তীথনি খাস।	৮৪—৪
তিতল (তিতিল)	সিক্ত	অলকহি তিতল তহি অতি শোভা।	১৯—১
তিয়াস	তৃষ্ণা	না পুরে অলপ ধনে দারিদ তিয়াস।	৮৩—৮
তিয়াসল	তৃষ্ণাযুক্ত হইল	চাতক চাহি তিয়াসল অম্বুদ।	৪৮—১
তিরপিত	তৃপ্ত	নয়ন না তিরপিত ভেল।	২১৪—৫
তিরিবধ	স্ত্রীবধ	তিরিবধ পাতক লাগয়ে তোয়।	৮২—২
তীত (তিত)	তিক্ত	হাম না বুঝিয়ে রস তিত কি মিঠ।	৮২—৪
তু †	তুমি	রামাহে তু বড় কঠিন দেহ।	৮৯ নং ৫
তুঅ	তোমার	সকল শরীর কুসুম তুঅ সিরজল।	১২০—৫
তুয়া	তোমার	তুয়া গুণে দেয়ব আনি।	৩০—১০
তুরিতে	ত্বরিতে	তুরিতে ঘুচায়লু নীবিক কাচ।	১৩৬—১২
তুরিযতিক	তৌর্য্যত্রিক	সুকাম নটনে তুরিযতিক হু।	১৪৭—১১
তুল	তুল্য	তোঁহে তনু তুল।	৫৮—৭
তুসসি তুসসি	তুষের ন্যায়, থসথসে(?)	তুসসি তুসসি পড়ু খসি খসি।	২০২—৭
তুহ	তুমি	হৃদয় পুতলি তুহ সো শূন কলেবর।	৪৯—৩
তুহুঁ	তুমি	বিদ্যাপতি কহ তুহুঁ অগেয়ানী।	৩৩—১
তুণকি *	তুঁতের ন্যায়,নীলবর্ণ	তুণকি করইতে চাহে কে দেহা।	১২ নং ১১

(১) তাপায়লু—ক্রিয়ার উকার বোধ হয় এস্থলে মাত্রা মাত্র।

* তায়ব—কাব্যবিশারদের সংস্করণে এই পঙ্ক্তি "তইও হৃদয়ে কাম অনুপাম।"

† তু—কাব্যবিশারদের সংস্করণে "তো" আছে ;=তোমার।

* তুণকি—কাব্যবিশারদের সংস্করণে এ পঙ্ক্তি "ও মুকি করতহি দেহা।" ইঁহার মতে অক্ষয় বাবুর পাঠ দারুণ ভুল।

শব্দ।	অর্থ।	উদাহরণ।	পৃষ্ঠা পঙ্‌ক্তি।
তূর	তূর্য্য, তূরী	ঘরে ঘরে নগরে বাজাব জয়তূর।	২০৫—২
তেঁই (তেঞি)	তাই, সেইজন্ত	তেঁই নাহি কমল শুকায়।	২৭—৮
তেঁহ (তেঞি)	সে (?) তাহাতে	তেঞি উদাসল কুচযোরা।	২২—৭ (টীকা)
তেজই	ত্যাগ করে	আশা পাশ না তেজই অঙ্গ।	১১—১১
তেজব	ত্যাগ করিব	হাম সাগরে তেজব পরাণ।	১৬৩—৭
তেজব	ত্যাগ করিবে	পরিজন শুনি শুনি তেজব নিশাস।	৭৬—৭
তেজবি	ত্যাগ করিবে	অবহি ছোড়বি মোয় তেজবি লেহা।	২০—১
তেজয়ে	ত্যাগ করে	সুপুরুখ কবহুঁ না তেজয়ে লেহ।	২০০—১২
তেজল (তেজিল)	ছাড়িল	রাহু গরাসি নিশি তেজল চন্দা।	৭০—৮
তেজলি *	ত্যাগ করিলি	গুণ অপগুণ না বুঝি তেজলি।	৮১ নং ৬
তেজলু †	ত্যাগ করিলাম	তেজলু গুরুকুল সঙ্গ।	১৪০ নং ৩
তেজসি	ত্যাগ করিতেছ	যে ফুলে তেজসি।	১০৬—১২
তেজহ	ত্যাগ কর	সুন্দরি তেজহ দারুণ মান।	১০২—৯
তেজি	ত্যাগ করা	যাচিত তেজি না হোয় সমুচিত।	১০৩—৬
তেজি	ত্যাগ করে (?)	তেজি তলপ পরিরম্ভণ বেরি।	৭৫—৬
তেজিয়া	ত্যাগ করিয়া	সব জন তেজিয়া আগুসরি ফুকরই।	২৩—৬
তেয়াগিব	ত্যাগ করিব	বিরহ আনল মাহ তনু তেয়াগিব।	১৬১—১২
তৈঁ	তাই, সেইজন্ত	তৈঁ ধনী রাখত পরাণে।	১৭৭—১০
তৈ (তহি)	তাই, তাহাতে	তৈ ভেল বেকত পয়োধর শোভা।	২৫—১
তৈখন	তৎক্ষণাৎ	তৈখনে বিগলিত তনু মন লাজে।	৪৫—৮
তৈখন	সেই সময়	তৈখনে ক্ষীণ ভেল শাসা।	১৮৯—৫
তৈছে (তৈসে)	তেমন	যৈছে প্রেম দুহুঁ তৈছে বিহার।	২১১—১২
তো	তোমা	তো বিনে উনমত কান।	৫১—৪
তোই	তুমি	মাধব কত পরবোধব তোই।	১৯৭—১২
তোয়	তোমাকে	বিদ্যাপতি কহ কি বলব তোয়।	৫৭—১১
তোঁহে	তুমি	বিদগধ সেহ তোঁহে তনু তুল।	৫৮—৭
তোহে	তোমাকে	বিহি বহি তোহে দেল।	১২—৭
তোড়ই	ভাঙ্গে	তোড়ই কুসুম নেহারই ফেরি।	১০৯—২
তোড়ত	ভাঙ্গ	তোড়ত গজমতি হার রে।	১৮৬—১২
তোড়ল	ভাঙ্গিল, খুলিল	নীবিবন্ধ তোড়ল কথন কে জান।	৭০—২

* তেজলি—কাব্যবিশারদের সংস্করণে এ স্থলে "তেজবি" আছে।

শব্দ।	অর্থ।	উদাহরণ।	পৃষ্ঠা পঙ্‌ক্তি
তোরা	তোমার, তোর	পন্থ নেহারই তোরা।	২০১—১৩
তোহর	তোমার, তোর	তইও তোহর ধনি মুনল মুখ।	১২০—১
তোহারা (তোহারি)	তোমার, তোর	অবতারণ ভার তোহারা।	২১৯—১২
থল	স্থল	উরজ উদয় থল নালিম দেল।	৩৭—৪
(চির)থাই	(চির) স্থায়ী	এ বড় মনের দুঃখ রহু চিরথাই।	১২৬—১৬
থাড়ি	দাঁড়াইয়া	বহুরী বেরি কাহে থাড়ি।	১৪২—২
থাপয়ে	স্থাপন করে	শুনিতে রসের কথা থাপয়ে চিত।	৪০—৯
থির	স্থির	থির নয়ান অথির কছু ভেল।	৩৭—৩
থুইতে	রাখিতে	পাইয়া নতন থুইতে ঠাঞি না পায়।	২১৩-৮
থেহ	স্থৈর্য্য	বিদ্যাপতি কহ বান্ধহ থেহ।	২০০—১১
থোই	রাখিয়া	সখীগণ কন্দরে থোই কলেবর।	১৯৭—৮
থোর (থোরি)	অল্প	হৃদয়জ মুকুলি হেরি থোর থোর।	৩৫—৭
থোরে (থোরি)	ধীরে, আস্তে	থোরে সহাবি ফুলধনু।	৫৯—১৪
দংশল	দংশন করিল	মদনলতা জনু দংশল হাতী।	৭১—৪
দঙ্গ	দিয়া, দ্বারা	কিঅ দঙ্গ হৃদয় পথানে।	১২০—৬
দউ (দ্বউ)	দ্বয়	নয়ননলিনী দউ অঞ্জনে রঞ্জই।	৫—৪
দখিণ	দক্ষিণ	দখিণ পবন বহে।	১৯৬—১
দগধই	জ্বলিলে	দুহুদিশ দারু-দহনে যৈছে দগধই।	১৬০—৩
দগধে	দগ্ধ করে	তব্‌ ধরি দগধে অনঙ্গ।	১৭—৭
দড়	নিশ্চিত, দৃঢ়	বিদ্যাপতি কহ এ কথা দড়।	১৫১—১
দরপণ	দর্পণ	মরকত দরপণ হেরইতে হাম।	১৪৫—১
দরশ	দর্শন	শ্যাম দরশ ধনী কেল।	২৩—১১
দরশন	দর্শন	দুহুঁ দোঁহা দরশনে রসহুঁ পসারল।	২৪—১
দরশলু *	দেখাইল	তেঞি দরশলু কুচযোরা।	১৪ নং ৭
দরশাই	দর্শন করিয়াই (?)	এত সব আদর গেও দরশাই।	৪৩—১১
দরশায়	দেখা যায়	থোর থোর দরশায়।	১২—৯
দরশায়লু	দেখাইলাম	নয়নে বারি দরশায়লু রোই।	৭০—৫
দরশায়বি	দেখাইবি	ঝাঁপবি কুচ দরশায়বি কন্দ।	৫৫—৯

* দরশলু—(দরশল?) কাব্যবিশারদের সংস্করণে এ স্থলে "উদাসল" আছে।

শব্দ।	অর্থ।	উদাহরণ।	পৃষ্ঠা পঙ্‌ক্তি।
দরশি	দেখাইয়া	তাহে হৃদয় দরশি থোরি।	৫৪—১৩
দরিয়া	নদী	বরিষার ছত্র পিয়া দরিয়ার না।	২১০—৪
দশমীদশা	মৃত্যু	কেবল দশমীদশা বিধি সিরজিল।	১৯২—১৪
দহই	দগ্ধ করে	দহই সব অঙ্গ মোর।	৪—২
দহসি	দগ্ধ করিতেছ	কতিহুঁ মদন তনু দহসি হামারি।	১৫৭—১
দাহুরী	দুর্দ্দুর, ভেক	মত্ত দাহুরী ডাকে ডাহুকী।	১৭১—১৪
দারিদ	দরিদ্র	না পূরে অলপ ধনে দারিদ তিয়াস।	৮৩—৮
দারুদহন	দাবানল	দুহুদিশ দারুদহনে যৈছে দগধই।	১৬০—৩
দাহিতে	দগ্ধ করিলে	দাহিতে কনক দ্বিগুণ হয়ে মূল।	৫৩—৬
দিব (দিবি) †	দিব্য	আপন দিব তব যত্ন কছু জান।	২০৩ নং ৮
দিয়ে	দিই	পরাণ নিছিয়া তারে দিয়ে।	২১৩—২
দিশ	দিক্	অরুণ পূরব দিশ।	১১৯—৯
দিহ	দিও	আভরণ দিহ পিয়া ঠাম।	১৬২—৩
দিহে	দেয়	অরুণ দুলহ করে দিহে জলদান।	১৬২—১০
দীঘ	দীর্ঘ	নারীর দীঘ নিশ্বাস পড়ুক।	১৬৫—৮
দীঘল	দীর্ঘ	বিলোলিত দীঘল কেশা।	১৯৩—৯
দীঠ (দীঠি)	দৃষ্টি	অবহি মদন বাঢ়ায়ল দীঠ।	৩৩—৫
দীঠিয়া (দিঠিয়া)	চাহিয়া	করে কর বারব কুটিল আধ দীঠিয়া।	২০৭—৪
দীপতি	দীপ্তি	দেহ দীপতি গেল।	১৯৭—১৩
দুখ	দুঃখ	অন্তরে মদন দ্বিগুণ দেই দুখ।	৬৪—২
দুখলি	দুঃখিতা	কুখলি ভুখলি দুখলি দেখলি।	২০২—৫
দুজে (১)	দ্বিতীয়, দোসর	বিরহ দারুণ দুজে মদন সহায়।	১৮৪—২
দুবরি	দুর্ব্বল	তুয়া গুণে সুন্দরী অতি ভেল দুবরি।	১৭৫—২
দুরবল	দুর্ব্বল	কাঁপয়ে দুরবল দেহ।	৫১—৯
দুরজন	দুর্জ্জন	কানু সে সুজন, হাম দুরজন।	১০৬—৮
দুরমতি	দুর্ম্মতি	দূর কর দুরমতি কহলম তোয়।	৮১—৫
দুলহ	দুর্লভ	অরুণ দুলহ করে দিহে জলদান।	১৬২—১০
দুলহ	দুলে	দুলহ লোচন কোনা।	১৫—২
দুহা (দুহাঁ) *	দুই, উভয়	দুঁহু দুঁহা দরশনে রসহুঁ পসারল।	১৭ নং ১৪
দুহু (দুহুঁ)	দুই, উভয়	শৈশব যৌবন দুহুঁ মিলি গেল।	৩১—১

(১) দুজে—অক্ষয় বাবুর সংস্করণে "হজে" আছে; হাজিয়া দেয় (?)।

শব্দ।	অর্থ।	উদাহরণ।	পৃষ্ঠা পঙ্ক্তি।
দুহে	উভয়ে	বড় অপরূপ দুহে অচেতন ভেলি।	২১৫—১৩
দোঁহা	দুইজনে, উভয়কে	বাহু পসারিয়া দোঁহে দোঁহা ধরু।	২১১—৭
দোঁহে	দুইজনে, উভয়ে	" " " "	" "
দেই	দেয়	খণে আঁচর দেই খণে হোয় ভোর।	৩৫—৮
দেই	দিয়া	হৃদয়ে শেল দেই গেল।	১৭—৩
দেই	দ্বারা	পদ অঙ্গুলি দেই ক্ষিতি পর লিখই।	১৫৫—৭
দেখই	দেখে	শুনই দেখই তোয়।	১০৩—১৫
দেখত	দেখে, দেখিতে পায়	যো পুরুখ দেখত তাকর ভাগি।	৩৪—৬
দেখন	দর্শন	পুন যদি চাঁদমুখ দেখনে না পাব।	১৬১—১১
দেখব	দেখিবে	অবহি দেখব ধনী নাগরী তোয়।	৯৩—২
দেখবি	দেখিবি	যব চিতে দেখবি বড় অনুরাগ।	১০৮—৭
দেখলি	দেখিলে	দেখলি সঙ্গিনী সমেতা।	২০২—৫
দেখলু	দেখিলাম	দেখলু নয়ান স্বরূপে।	২৬—১৩
দেখায়লি	দেখাইলি	হসইতে কব তুঁহু দশন দেখায়লি।	৪৮—৯
দেখায়্যা	দেখাইয়া	দেখায়্যা বদনচাঁদে।	৫৪—৯
দেখিয়ে	দেখি	অধিক উদার দেখিয়ে পরিণাম।	৪৭—৪
দেবি (দেব)	দিব	সহকার পল্লব চুচুক দেবি।	২০৫—৫
দেয়ব	দিব	আলিগন দেয়ব মোতিম হার।	২০৫—৩
দেয়ব	দিবে	মরণে আলিঙ্গন দেয়ব সোই।	৫৬—১১
দেয়ল	দিল	তাহে বেড়ি দেয়ল চম্পকদাম।	১২৮—৪
দেল (দেলি)	দিল	কি কহব যামিনী যত দুখ দেলি।	৬৯—১৪

ক্রমশঃ।

জ্যোতিষিক পরিভাষা।

গত কার্ত্তিক মাসের সাহিত্য-পরিষদ-পত্রিকায় শ্রীযুক্ত মাধবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয় ইন্দ্রবরুণসংবাদে ইন্দ্রের ইন্দ্রত্ব লোপের আশঙ্কা করিয়া বৃথা দুঃখিত হইয়াছেন।

পাশ্চাত্য দেশে নবাবিষ্কৃত একটা গ্রহকে ইউরেণস্ এবং আর একটাকে নেপচুন বলে। প্রাচীন গ্রীকগণের উরেণস্ এবং আমাদের বৈদিক কালের বরুণ কার্য্যতঃ এক ছিলেন; এবং উভয়ের উচ্চারণগত সাদৃশ্য আছে বলিয়া, মাধব বাবু ইউরেণস্‌কে বরুণ বলিতে চান। * কিন্তু "সাতটি তারাগ্রহের মধ্যে ছয়টির বাঙ্গালা নাম হইল, একটির আর বিলাতি নাম থাকিয়া যায় কেন?" এজন্য তিনি নেপচুনকে ইন্দ্র বলিতে চান। বৈদিক দেবগণের ক্রিয়াকলাপ আমি অবগত নই। তবে এই টুকু শুনিয়াছি যে, আমাদের ইন্দ্রের সমান রোমক বা গ্রীকগণের কোন দেবতা ছিলেন না। রোমকগণের Neptune গ্রীকগণের নিকট Poseidon। ইনি কার্য্যতঃ পৌরাণিক বরুণের তুল্য। এই জন্যই অপূর্ব্ব বাবু Neptuneএর বাঙ্গালা নাম বরুণ করিয়াছিলেন। যদি Neptune গ্রহের একটা বাঙ্গালা নাম রাখিতে হয়, তবে রোমকগণের Neptuneএর সমতুল্য কোন দেবতার নাম রাখা আবশ্যক। †

ইউরেণস্ বা নেপচুন শব্দদ্বয়ের উৎপত্তিগত বিচার দ্বারা উহাদের সম্বন্ধে কোন নূতন জ্ঞান হয় না। সুতরাং নামান্তরকরণের আবশ্যকতা বুঝি না। যে পদার্থবাচক শব্দের ধাত্বর্থ দ্বারা সেই পদার্থের গুণ বা ক্রিয়া অবগত হওয়া যায় না, তাহাকেই crude name বলিয়া বুঝি। যদি স্বর্গীয় ডাঃ রাজেন্দ্রলাল মিত্র মহাশয়ের মতানুসারে crude nameএর বাঙ্গালা অনুবাদ অকর্ত্তব্য বলিয়া বিবেচিত হয়, তাহা হইলে Uranus এবং Neptuneএর উচ্চারণের প্রতি লক্ষ্য করিয়া ঐ শব্দদ্বয় বাঙ্গালায় লিখিত ও পঠিত হওয়াই উচিত। Neptune যে একটা রূঢ় শব্দ, তাহা মাধব বাবু স্বীকার করেন। আমার বিবেচনায় Uuranusও রূঢ় শব্দবৎ ব্যবহৃত হয়।

আর যে কোন রূঢ় শব্দই হউক, অনুসন্ধান করিলে শাব্দিকগণ তাহার একটা না একটা ব্যুৎপত্তিলব্ধ অর্থ ঘটাইতে পারেন। Bromine একটা রূঢ় শব্দ; কিন্তু ঐ পদার্থের একটা বিকট গন্ধ আছে বলিয়া তাহার নাম Bromine রাখা হইয়াছে। Quinine

---

* তিনি লিখিয়াছেন, "ত্রিদশালয়ের ইতিহাসের এই অংশে ইউরোপীয় পুরাণবেত্তারা ভ্রান্ত নহেন।" এ কথায় একটু দোষ পড়িয়াছে। Muir's Sanskrit Texts, Vol. V, pages 75 and 76 দেখুন। যাহা হউক; এ বিচারে আমাদের প্রয়োজন নাই।

† পূর্ব্ব প্রবন্ধে বলিয়াছি যে, আমি এরূপ নাম-পরিবর্ত্তনের পক্ষপাতী নহি। তবে নাম সম্বন্ধে দশ জনের মত মানিয়া চলা আবশ্যক। এ নিমিত্ত Neptuneএর পর্য্যন্ত নাম বিচার করিতে বলি।

একটা রূঢ় শব্দ; কিন্তু তাহাও বৃক্ষবিশেষের ত্বক্ বুঝাইতে প্রথমে ব্যবহৃত হইয়াছিল। যেমন শব্দই হউক, তাহার একটা না একটা অর্থ অবলম্বন করিয়াই তাহা প্রথমে রচিত হইয়া থাকে। জ্ঞানবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তাহার বিশেষণ বিস্তৃত হয়। যে ভাষায় যে শব্দ রচিত হয়, সেই ভাষায় সেই শব্দের কোন না কোন অর্থ থাকে। ভাষান্তরিত হইলে প্রায়ই তাহার অর্থ পাওয়া দুরূহ হয়। যে নলে আমেরিকার আদিমনিবাসিগণ ধূমপান করিত, সেই নলের নাম Tabaco ছিল। স্পেনবাসিগণ সেই দ্রব্য বুঝাইতে ঐ শব্দ ব্যবহার করেন। কালক্রমে উহা tobaco, তামাক, তাম্রকূট রূপে পরিণত হইয়াছে। তাম্রকূট শব্দের ধাত্বর্থ প্রকাশ করিতে কেহ প্রয়াসী হইয়াছেন কি না, জানি না। mayalan *papaya* হইতে ইংরাজি *papaw* পেপ, তাহা হইতেই বাঙ্গালা পেপে হইয়াছে *। বাঙ্গালা ভাষায় পেপে শব্দ দ্বারা ফলবিশেষ ব্যতীত অপর কিছু বুঝায় না। ফার্সী নৃশাদর্ বা নিশাদর্ শব্দ (নোশ্=মিশ্রিত পদার্থ এবং আদর্=আগুন, অর্থাৎ রঙ্গাদি পদার্থ অগ্নিতপ্ত করিয়া যুড়িতে যাহা লাগে) হইতে সংস্কৃত নরসার এবং বাঙ্গালা নিশেদল হইয়াছে। বাঙ্গালা নিশেদল বলিলে পদার্থ বিশেষ ব্যতীত আর কিছু বুঝি না।

যাহা হউক, এ সকল শব্দবিচারে আমাদের প্রয়োজন নাই। মাধব বাবু দৃষ্টান্ত স্বরূপ কয়েকটি শব্দের উল্লেখ করিয়াছেন, তদ্দ্বারা আমার মতই বরং সমর্থিত হয়। Uranus এবং Neptune শব্দদ্বয় যে crude name বৎ ব্যবহৃত হয়, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। Uranus এবং বরুণ শব্দদ্বয়ের উচ্চারণসাদৃশ্য আছে বলিয়া বরুণ Uranusএর বাঙ্গালা নাম হইতে পারে। কিন্তু Neptune এবং ইন্দ্র সম্বন্ধে সে কথা বলা চলে না।

পূর্ব্বকালে আর্য্যগণ বিদেশীয় শব্দ গ্রহণ করিবার সময়ে এত বিচার করিতেন না। মেষের সংস্কৃত নাম ছিল, অথচ তাঁহারা গ্রীক 'krios' হইতে 'ক্রিয়;' কলা শব্দ থাকিতেও তাঁহারা 'lepta' হইতে 'লিপ্তা;' সূর্য্যের অনেক নাম থাকিতেও তাঁহারা 'helios' হইতে 'হেলি' শব্দাদি গ্রহণ করিয়াছিলেন। ফলিতজ্যোতিষের কয়েকটি আর্বি শব্দ কিঞ্চিৎ

---

* পেপে ফলের প্রতিশব্দ "অমৃতভাণ্ড" আছে বলিয়া শুনি নাই। তবে কোন কোন স্থানে যেমন, ক্ষুদ্র নদীর নাম "মন্দাকিনী" আছে; *Poinciana regia*কে যেমন কেহ কেহ "রাধিকাচূড়া" বলেন, সেইরূপ, *papaw*কে "অমৃতভাণ্ড" বলাও বিচিত্র নহে। তামাককে প্রচলিত উড়িয়াতে "ধুঁয়াপত্র" বলে। ইহার আর একটী নাম "তুণ্ডপকা," তুণ্ড=মুখ, পকা=যাহা প্রক্ষিপ্ত হয়; অর্থাৎ চূণের সঙ্গে মুখে প্রক্ষিপ্ত হয় বলিয়া তুণ্ডপকা। কোন কোন ব্রাহ্মণ পণ্ডিতকে উহা "নস্যপত্র" বলিতেও শুনিয়াছি। যাহা হউক, কেহই *tabaco*র ব্যুৎপত্তি বিচার করেন নাই। বাঙ্গালা দোপাটি ফুলের সংস্কৃত নাম দ্বিপুট, অর্থাৎ যাহার দুইটি পুট বা আবরণ আছে। বাঙ্গালা দোপাটির অর্থও তাই, অর্থাৎ যাহার দুই পাটি (লাল) দল আছে। কোন ফুলের দুইটা বোঁটা বা বৃন্ত আছে, তাহা দেখি নাই।

আর দুইটী শব্দের এই খানেই উল্লেখ করিতেছি। ফার্সী শরকাদঃ (ঃ=আর্বি 'হে') শব্দের অর্থ a pane of glass। ফার্সী শিশা অর্থে কাচমাত্র বুঝায়। দেখিলাম কলম শব্দটী সংস্কৃতেও আছে। আর্বি 'কলম', গ্রীক *kalamos*, লাটিন *calamus* শব্দের অর্থও তাই।

রূপান্তরিত হইয়া সংস্কৃতে প্রবেশ করিয়াছে। মুশরিহ, হদ্দা, মুকাবিলা, মুকারিণা প্রভৃতি অনেক শব্দ আর্বি হইতে গৃহীত *। আবার সংস্কৃত 'সিদ্ধান্ত' শব্দ আর্বিতে 'সিন্দ্‌হিন্দ্‌,' 'দিবস,' "দিমস্‌" 'দ্বীপ' 'দীব্‌' ইত্যাদি হইয়াছে। এইরূপ, কত ইংরাজি শব্দ বাঙ্গালা হইয়াছে। বাস্তবিক, কোন জাতির ভাষায় শব্দকে নিয়মিত করা নিতান্ত কঠিন। যত দিন কোন শব্দ জাতীয় প্রকৃতির অনুরূপ না হয়, তত দিন তাহার পরিবর্ত্তন অবশ্যম্ভাবী।

আলোচনার নিমিত্তই জ্যোতিবিক শব্দের নির্ঘণ্ট প্রস্তুত করিয়াছিলাম। মাধব বাবু কয়েকটির ভ্রম প্রদর্শন করিয়াছেন। এজন্য তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞ হইলাম। Angle of the vertical পরিবর্ত্তে কিরূপে 'স্ফুটগর্ভ কোণ' করিয়াছিলাম, বুঝিতে পারিতেছি না। সম্ভবতঃ geocentric latitude = স্ফুটগর্ভ কোণ করিয়াছিলাম। যাহা হউক, তৎপরিবর্ত্তে "স্ফুট অক্ষাংশ, geographical lat অর্থে 'অক্ষাংশ' এবং angle of the vertical অর্থে 'অক্ষাংশ শুদ্ধি' করা উত্তম।

Conic sections. পূর্ব্বে লিখিয়াছি যে সুধাকর দ্বিবেদীজি ellipse 'দীর্ঘবৃত্ত', directrix 'অক্ষ' এবং axis 'ব্যাস' করিয়াছেন। আমি আর একটা শব্দ বিচারের নিমিত্ত উপস্থিত করিতেছি। সিদ্ধান্তে গ্রহগণের ভ্রমণপথের নাম 'প্রতিবৃত্ত' আছে। কোন কোন প্রাচীন সিদ্ধান্তকার ঠিক elliptical না হইলেও প্রতিবৃত্তকে oval বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। কেহ কেহ কোন কোন গ্রহপথ ঠিক circular এবং কেহ কেহ ঠিক elliptical করিয়াছেন। তদনুসারে ellipseকে 'প্রতিবৃত্ত' বলিলে চলে কি? কিন্তু 'পরবলা' ও "অতিবলা" শব্দ লইয়াই গোলযোগ। অপূর্ব্ব বাবুর রচিত অবক্ষেত্র, সমক্ষেত্র ও অতিক্ষেত্র শব্দের ক্ষেত্র লইয়া আপত্তি। কিন্তু ক্ষেত্রের পরিবর্ত্তে রেখা বা বক্ররেখা বসাইলে কেমন হয়? সমরেখা বা সমবক্ররেখা, অতিরেখা বা অতিবক্র রেখা বা ভ্রাভ্রম রেখা প্রভৃতি যে কোন শব্দ রচিত হউক, লক্ষণ ব্যতীত অবশ্য শব্দার্থ প্রকাশিত হইবে না। Constellationকে নক্ষত্র বলিয়াছি। এতদ্বিষয় পরে দ্রষ্টব্য। নক্ষত্র শব্দের দুইটি অর্থ; দুইটি কেন, তিনটি অর্থ। (১) সামান্য তারা, (২) তারামালা, (৩) রাশিচক্রের ২৭ ভাগের এক ভাগ। যে পুস্তকের এতদ্বিষয়ের উল্লেখ আছে, তাহা দেখি নাই, কিংবা সম্প্রতি দেখিবার সম্ভাবনা নাই। Signs of the Zodiac = রাশি থাকিলেই ভাল হয়।

Dip of the horizon. ইংরাজিতে rational ও sensible ভেদে দুই প্রকার horizon আছে। সংস্কৃতে হরিজ, ক্ষিতিজ, কুজ, চক্রবাল প্রভৃতি শব্দ আছে। চক্রবাল শব্দ দ্বারা প্রায় sensible horizon বুঝায়। এজন্য ক্ষিতিজ ও চক্রবালে প্রভেদ করিয়া ঐ দুইটিকে

* এতদ্বিষয় রাজেন্দ্র বাবু পূর্ব্বে প্রদর্শন করিয়াছেন। পরে 'নক্ষত্র ও তারা পরিভাষায়' এ বিষয়টি আবশ্যক হইবে বলিয়া এখানে ইহার উল্লেখ করা গেল। Auriga পরিবর্ত্তে মাধব বাবুর রচিত 'শাকটিক'; Bootes পরিবর্ত্তে 'গোপাল' ইত্যাদি দেখুন।

ক্রমান্বয়ে rational ও sensible horizon করা চলে। Dip অর্থে নামন। তদনুসারে dip of the horizon পরিবর্ত্তে চক্রবাল নামন করিলে অর্থ সুস্পষ্ট হইতে পারে।

Dispersion—বিস্ফারণ। বিস্ফারণ অর্থে কম্পন এবং বিস্তারণ বা প্রকাশন আছে। এই শেষোক্ত অর্থে বিস্ফারণ ব্যবহৃত হইতে পারে *

Epoch করণাব্দ। বোধ হয় এই শব্দই সিদ্ধাতে ব্যবহৃত হইয়াছে।

Equinoctial and solstitial colures ক্রান্তিপাতপ্রোত ও অয়নান্তপ্রোত বৃত্তের 'প্রোত'টী তুলিয়া দিলে বড় একটা দোষ হয় না। ক্রান্তিপাত ও অপর পাতের প্রভেদ দেখাইতে বোধ হয়, পাতপ্রোতবৃত্ত না বলিয়া ক্রান্তিপাতবৃত্ত বলা ভাল।

Libration of the moon. সূর্য্যসিদ্ধান্তের "ত্রিংশৎ কৃত্যো যুগে ভানাং চক্রং প্রাক্ পরিলম্বতে" হইতে পরিলম্বন, আলম্বন করিয়াছিলাম।

Longitude terrestrial in arc তূল শব্দের একটা অর্থ আকাশ আছে। বোধ হয় ইহা হইতে তূলাংশ হইয়া থাকিবে।

Meteors detonating. নির্ঘাত অর্থে thunderbolt বোধ হয়। কিন্তু লোকে যাহাকে thunderbolt বলিয়া থাকে, তাহা প্রায়ই mateorites. বৃহৎ সংহিতায় আছে :—

"পবনঃ পবনাভিহতো গগনাদবনৌ যদা সমাপততি।
ভবতি তদা নির্ঘাতঃ * * *"

অশনি সম্বন্ধে আছে :—

"অশনিঃ স্বনেন মহতা * * *
নিপততি বিদারয়ন্তী ধরাতলং চক্রসংস্থানা॥"

আজ কাল meteoritesকে তিন ভাগে বিভক্ত করা হয়। লৌহাদি ধাতুর আধিক্য ভেদে acrotites, siderites এবং siderotites এই তিন শ্রেণী হইয়াছে। Acrotites এ প্রস্তরের ভাগ অধিক; এনিমিত্ত উহার বাঙ্গালা ব্যোমাশ্ম হইতে পারে। কিন্তু আর দুইটির কি নাম হইবে? সকলের একটা সামান্য নাম থাকিলে ভাল হয়। meteorites অর্থে নির্ঘাত শব্দ ব্যবহার করিলে দোষ হইবে কি?

Moon culminating stars অর্থে ঠিক চন্দ্রগ্রস্ত তারা হয় না। চন্দ্রাসন্ন তারা বলিলেও অর্থ সুস্পষ্ট হয় না।

---

* প্রতিক্ষিপ্তি বলিলে বরং diffusion of the light মনে আসে। কিছু কাল চলিলেই যদি শব্দের অপরিবর্ত্তনীয়তা ঘটে, তাহা হইলে ellipse প্রভৃতি নামের জন্য ভাবনা কেন? অনেক দিন হইতে Uranus ও Neptune এর বাঙ্গালা হর্শেল ও নেপচুনে চলিয়া আসিতেছে। মহাত্মা অক্ষয়কুমার দত্তের চারুপাঠে ঐ দুই শব্দ অন্ততঃ ৩৯ বৎসর চলিয়া আসিতেছে। সন ১২৭৩ সালে প্রকাশিত নবীনচন্দ্রের খগোল বিবরণেও য়ুরেনস্ বা হর্শেল এবং নেপচুন নাম দেখিলাম।

Nebula—বৃহৎসংহিতায় কেতুচার অধ্যায়ে আছে :—

তারাপুঞ্জনিকাশা গণকানাম প্রজাপতেরষ্টৌ।
দ্বে চ শতে চতুরধিকে চতুরস্রা ব্রহ্মসন্তানাঃ॥

বোধ হয়, গণককেতু দ্বারা প্রাচীনেরা Nebula বুঝিতেন। সেইরূপ,

ত্রিংশৎত্র্যধিকা রাহো স্তে তামসকীলকা ইতি খ্যাতাঃ।
রবিশশিগা দৃশ্যন্তে... ॥

এগুলি বোধ করি sunspots ও moonspots হইবে। যাহা হউক, নীহারিকা শব্দের পরিবর্ত্তে গণককেতু ব্যবহার করিতে অনুরোধ নাই। এজন্য পরিষদের নিকট মাধব বাবুর পরিদেবনার প্রয়োজন বুঝিলাম না।

Occultation—অস্তগমন অর্থে অদৃশ্য হওন দেখিয়া অস্তগমন করিয়াছিলাম। গ্রসন শব্দ ভালই হইয়াছে।

Saturn's ring শালগ্রামের উপবীত ও saturn's ring দেখিতে অধিক প্রভেদ নাই। মস্তক না থাকিলে উষ্ণীষ থাকে কোথায়? তিলক মহাশয়ের মতানুসারে orionএর bel উপবীত বটে। কিন্তু orionএর উপবীত আছে বলিয়া অপরের থাকিতে দোষ কি? পরন্তু orionএর উপবীত দেখিতে কল্পনার আশ্রয় লইতে হয়।

Spectrum বর্ণপট্টিকা। পট্টিকা বা পট্টক অর্থে a plate, tablet, bandage ইত্যাদি বুঝায়।

Stars binary, stars double.—Binary ও doubleএর অর্থ এক এবং উভয়েরই সংস্কৃত রূপ দ্বি। তবে দ্বিপদ, দ্ব্যণুক প্রভৃতি শব্দে যেমন বুঝায়, যুক্তপদ, যুক্তাণুক শব্দে তেমন বুঝায় না। Binary compound এবং double compoundএর যেমন প্রভেদ, binary stars এবং double starsএর তেমনই প্রভেদ।

Stars variable—তারাগণের রূপ বা বর্ণেরও পরিবর্ত্তন হয়। সুতরাং variable stars—বহুরূপা তারা বলিলে বর্ণ-পরিবর্ত্তন বুঝাইবার আশঙ্কা থাকে।

Tropics pl অর্থে the regions lying between the tropics। সুতরাং অয়নান্ত-বৃত্ত কেমন করিয়া হয়?

তারা ও নক্ষত্রগণের নাম সম্বন্ধে পরে বলা যাইতেছে।

নক্ষত্র ও তারার পরিভাষা।

শ্রীযুক্ত মাধবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয় কতিপয় পারিভাষিক শব্দের তালিকায় কয়েকটী নক্ষত্রের (রাশির) ও তারার নাম রচনা করিয়াছেন। এ সম্বন্ধে আমার প্রস্তাব নিম্নে লিখিত হইতেছে। সকলের বোধগম্য করিবার অভিপ্রায়ে বক্তব্য বিষয় কিঞ্চিৎ বিস্তৃতভাবে বলিতে হইল।

নক্ষত্রকল্পনার প্রাচীন ইতিহাস।　　অতি পুরাকালে তারাবিন্যাস দেখিয়া প্রাচীনেরা আকাশ পরিভাগ করিয়াছিলেন। তারাগণ প্রতিরাত্রে আকাশে দীপ্তি পাইয়া থাকে। প্রতি রাত্রে চন্দ্রকে তাহাদের মধ্য দিয়া গমন করিতে দেখা যায়। ২৭।২৮ দিনে চন্দ্র এইরূপে একবার স্বীয় পথের তারাগণের সহিত বাস করেন। প্রাচীনেরা এই সকল তারামালার নাম নক্ষত্র দিয়াছিলেন। এইরূপে ২৭।২৮টি নক্ষত্র কল্পিত হইল।

কালক্রমে তাঁহারা দেখিলেন যে, এক অমাবস্যা বা পূর্ণিমা হইতে অপর অমাবস্যা বা পূর্ণিমা ঘটিতে ৩০ বার সূর্য্যোদয় হয়। সুতরাং ৩০ দিনে মাস হইল। কিন্তু সূর্য্যোদয়াস্ত কালে নক্ষত্রের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া তাঁহারা দেখিলেন যে, নক্ষত্রগণের মধ্য দিয়া সূর্য্যও গমন করেন। ১২ বার অমাবস্যা হইলে সূর্য্য একবার নক্ষত্রচক্র ঘুরিয়া আসেন। এইরূপে তাঁহারা ৩০ দিনে মাস এবং ১২ মাসে বা ৩৬০ দিনে বৎসর গণনা করিতে লাগিলেন।

চন্দ্রের গতি দেখিয়া চন্দ্রপথ ২৭।২৮ নক্ষত্রে বিভক্ত হইয়াছিল। সূর্য্যও সেই পথে ১২ মাস ব্যাপিয়া ভ্রমণ করেন। এজন্য সেই পথকে আবার ১২ ভাগে বিভক্ত করিবার প্রয়োজন হইল।

কিন্তু আকাশে তারাগণই স্থাননির্দ্দেশক। এ নিমিত্ত যেমন কতকগুলি তারা লইয়া এক এক নক্ষত্র কল্পিত হইয়াছিল, তেমনই একটী বা ততোঽধিক নক্ষত্র লইয়া ১২টী রাশি কল্পিত হইল। যেমন কয়েকটী তারার পরস্পর বিন্যাস দেখিলে তাহাদিগকে ত্রিকোণাকার বা শকটাকার বলিয়া বোধ হয়, তেমনই কতকগুলি নক্ষত্রের পরস্পর বিন্যাস দেখিয়া মেষ বৃষাদির আকার কল্পিত হইয়াছিল। এই নাম ও আকার কল্পনা দ্বারা দুই প্রকার সুবিধা হইল। অদ্য আকাশের কোন্ স্থানে সূর্য্য বা চন্দ্র আছেন, তাহা নাম দ্বারা ব্যক্ত হইতে পারিল এবং সেই অবস্থিতিস্থান আকাশের কোন্ অংশ তাহাও যন্ত্রের সাহায্য ব্যতিরেকে নির্দ্দিষ্ট হইতে পারিল।

এই রাশিবিভাগ মিশরবাসিগণ প্রথমে করিয়াছিলেন বলিয়া কেহ কেহ মনে করেন। সে বিচারে আমাদের প্রয়োজন নাই। কিন্তু কথিত আছে যে, মিশরবাসিগণের রাশি-কল্পনা দেখিয়া খ্রীষ্টাব্দের ৪০০ বর্ষ পূর্ব্বে গ্রীকগণ গ্রীক ভাষায় krios, tauros প্রভৃতি রাশি-গণের নামকরণ করেন। ইঁহারা দেখিলেন যে, মেষবৃষাদি দ্বাদশ রাশি দ্বারা সমুদয় আকাশ নির্দ্দেশ করা যায় না। এজন্য তাঁহারা কতকগুলি তারা লইয়া auriga, cassiopeia প্রভৃতি নাম দিয়া কতকগুলি নূতন আকার বিশিষ্ট রাশি কল্পনা করিলেন। এইরূপে কালক্রমে ৩৬টি অতিরিক্ত আকার কল্পিত হইল এবং পূর্ব্বের ১২টি লইয়া এক্ষণে সমুদয় আকাশ ৪৮টি রাশিতে বিভক্ত হইল।

কিন্তু কোন্ কোন্ তারা লইয়া কোন্ কোন্ রাশি, চিত্র বা বর্ণনা না থাকিলে তাহা চিনিতে পারা যায় না। কেন না, যে কোন তারাপুঞ্জের যথেচ্ছ আকার কল্পিত হইতে পারে। খৃঃ পূঃ ৪০০ অব্দে গ্রীক উদক্ষ (Eudoxos) প্রথমে না কি গোলকে রাশিগণের আকার

প্রদর্শন করেন। তদনন্তর খৃঃ পূঃ ১২৮ অব্দে হিপার্কস প্রথমে না কি তারামানচিত্র প্রস্তুত করেন। খৃঃ ১৩৭ অব্দে বিখ্যাত টলেমি সেই তারামানচিত্রের সংস্কার করেন। পাশ্চাত্য দেশে বহুকালাবধি টলেমির সিদ্ধান্তশাস্ত্র যেমন প্রামাণিক বলিয়া বিবেচিত হইত, তেমনই তৎকৃত তারামানচিত্রও সমাদৃত হইত। প্রায় তিন শত বৎসর পূর্ব্বে তায়কো ব্রাহি নামক জ্যোতির্ব্বিদ্ কয়েকটি নূতন রাশিকল্পনা করেন। এইরূপে প্রায় ৬০টি নূতন রাশি সৃষ্ট হইল। প্রত্যেক রাশির একটা আকার ও নাম প্রদত্ত হইল। পুরাতন ৪৮ এবং এই নূতন ৬০টী লইয়া মোট ১০৮টী রাশির বিচিত্র আকারে খগোলক এবং খগোলমানচিত্র চিত্রিত হইতে লাগিল।

পাশ্চাত্য দেশের তারা-পরিভাষা। পাশ্চাত্য দেশে জ্যোতির্ব্বিদ্যার অভ্যুদয়ের পূর্ব্বে আরবীয়গণ ঐ বিষয়ে দক্ষ ছিলেন। তাঁহারা টলেমির আলমাজেস্ত সবিশেষ শিক্ষা করেন এবং ১২ রাশি ২৭ নক্ষত্র ও অনেক তারার নাম দেন। তাঁহাদের প্রদত্ত অনেক তারার নাম অদ্যাপি ইউরোপে প্রচলিত রহিয়াছে।

কিন্তু প্রত্যেক তারার এক একটি স্বতন্ত্র নাম দেওয়া সম্ভব নহে; অথচ দৃগ্জ্যোতিষের সম্যক্ আলোচনা করিতে হইলে তারাগণের নাম থাকা আবশ্যক। উজ্জ্বল তারার সাহায্যে অমুক রাশির অমুক স্থানে অমুক তারা আছে, এরূপ বলিতে হইত। খৃঃ ১৬০৩ অব্দে বায়ের (Bayer) সাহেব বৈজ্ঞানিকপ্রণালীতে তারাগণের নাম দেন। তিনি যে রাশিতে যে তারা আছে, সেই রাশির সহিত গ্রীক বর্ণমালার এক এক অক্ষর যোজিত করিলেন। বর্ণমালা শেষ হইলে ১, ২, ৩ ইত্যাদি অঙ্ক ক্রমে ব্যবহার করিলেন। বায়ের সাহেব তারাগণের প্রভা বিচার করিয়া গ্রীক বর্ণ যোজনা করিয়াছিলেন। যথা রোহিণী তারা বৃষ (Taurus) রাশিতে অবস্থিত, এবং তাহাই সেই রাশির সকল তারা অপেক্ষা উজ্জ্বল। সুতরাং তাহার নাম হইল *alp.* Taurus, সেই রাশির তদপেক্ষা অল্পোজ্জ্বল তারার নাম *bet* Taurus ইত্যাদি। কিন্তু সকল স্থলে এইরূপ প্রভা বিচারিত হয় নাই। বিশেষতঃ ক্ষুদ্র তারার প্রভা বিচারে তারতম্য দৃষ্ট হয়। আবার উক্ত জ্যোতির্ব্বিদ্ তারাগণের পরস্পর অবস্থান বিচার করিয়াও বর্ণযোজনা করিয়াছিলেন। যথা, সপ্তর্ষির সাতটি প্রধান তারার এই নাম দিয়াছিলেন; ধ্রুব তারা হইতে আরম্ভ করিয়া ursa major *Alp, bet, gam, del, ep, zet, et* হইয়াছে। কিন্তু কোন কোন স্থলে অনেক তারার একই নাম দিয়াছিলেন। যথা, Aurigaর দশটী তারার নাম *Pai* Auriga। এইরূপ, তাঁহার তারাপরিভাষার কোন কোন স্থলে বিশৃঙ্খলা আছে। ইহা সংশোধন নিমিত্ত এক্ষণে Auriga pai^1, pai^2, pai^3 ইত্যাদি নাম ব্যবহৃত হইয়া থাকে। কিন্তু ভাল হউক, মন্দ হউক, বায়ের সাহেবের তারা-পরিভাষা এক্ষণেও সবিশেষ প্রচলিত রহিয়াছে।

বায়ের সাহেবের পর ফ্লাম্ষ্টীড (Flamsteed) নামক ইংলণ্ডের রাজজ্যোতির্বিদ্ এক

এক রাশির তারাগণকে ১, ২, ৩, ইত্যাদি অঙ্ক দ্বারা চিহ্নিত করেন। আর্জিলাণ্ডার (Argelander) নামক অপর এক জ্যোতিষী এক বৃহৎ তারানির্ঘণ্ট প্রস্তুত করেন। তাহাতে তিনি তারাগণের পূর্ব্বপ্রদত্ত নাম পরিবর্ত্তিত করেন। আবার বেলি (Baily) নামক জনৈক জ্যোতিষী British Association catalogue প্রস্তুত করেন। তাহাতে তিনি অঙ্ক সংখ্যা প্রদান করিয়াছেন। বস্তুতঃ যিনিই তারানির্ঘণ্ট প্রণয়ন করিয়াছেন, তিনিই সুবিধা বোধে তারাগণের পূর্ব্বনাম পরিবর্ত্তন করিয়াছেন। এইরূপে একই তারার অনেকগুলি নাম হইয়া পড়িয়াছে। যথা, বৃষ রাশির রোহিণী নক্ষত্রের সর্ব্বোজ্জ্বল তারাটীর নাম *Aldebaran* (আর্বি), *alpha* Tauri (Bayer), 87 (Flamsteed), 1420 (British association catalogue) ইত্যাদি।

জীববিজ্ঞানে জীবগণের নামবৈচিত্র্য যেমন ঘটিয়াছে, এবং তাহাতেও যে বিপত্তি উপস্থিত হইয়াছে, তারানামবৈচিত্র্যেও প্রায় সেই ফল ফলিয়াছে। জীবনামদাতারা অনেক প্রাণী ও উদ্ভিদের নাম সম্বন্ধে একমত নহেন। কেহ বা ভ্রমক্রমে, কেহ বা নিজকৃত জাতি, বংশ, বর্গ প্রভৃতির লক্ষণানুসারে একই প্রাণী ও উদ্ভিদকে ভিন্ন ভিন্ন নামে অভিহিত করিয়াছেন। যাহাকে বাঙ্গালায় সচরাচর খেঁকশিয়াল বলা যায়, এইরূপে তাহার অনেকগুলি নাম হইয়াছে। যথা—

Vulpes bengalensis,
Canis bengalensis,
Canis kokree,
Canis vulpes indicus,
Cynalopex bengalensis,
Vulpes hodgsonii ইত্যাদি।

এ স্থলে জীবের নামের সঙ্গে সঙ্গে নামদাতার নাম যোজিত করিতে হয়, নতুবা তদ্দ্বারা কোন্ প্রাণী বুঝাইতেছে তাহা জানা যায় না *।

এইরূপ তারা নির্দ্দেশ করিতে সংখ্যার পরে তারানির্ঘণ্টকর্ত্তার নাম যোজনা করিতে হয়। যেমন জীবগণের বর্ণনা দেখিয়া তাহাদিগকে চিনিতে পারা যায়, তেমনই তারানির্ঘণ্টে প্রদত্ত তারাগণের বিষুবাংশ (R. A,) এবং ক্রান্ত্যংশ (Dec.) সাহায্যে তারা চিনিতে হয়।

উপরে দেখা গেল যে, তারার নামকরণে সকলেই একই ক্রম অবলম্বন করেন নাই। ইহার উপর আবার রাশি সীমা সম্বন্ধেও মতভেদ আছে। প্রাচীন রাশি Argoকে কেহ

* সাহিত্য-পরিষৎ জীববিজ্ঞানের পরিভাষা প্রণয়ন করিবেন কি না, জানি না। বিষয়টী দুরূহ এবং এ পর্য্যন্ত এ বিষয়ে কেহ হস্তক্ষেপ করেন নাই। কিন্তু বিলাতি গাছ গাছড়ার বহুল প্রচলনের সময় ইহার একটা বাঁধাবাঁধি হইলেই মঙ্গল। নতুবা মালিদের হাতে অনেক গাছের নাম বিকৃত হইয়া যাইবে।

কেহ argo carina, argo Malus, argo Puppis, এবং argo Vela এই ভাগ চতুষ্টয়ে বিভক্ত করিয়াছেন। আবার আধুনিক কোন কোন ক্ষুদ্র রাশি প্রাচীন রাশির অন্তর্ভূক্ত হইয়াছে। যথা, Antinomus নামক রাশিটী Aquila, Auser নামক রাশিটী Vulpeculaর অন্তর্গত হইয়াছে।

নক্ষত্র ও তারার সংস্কৃত নাম। আমাদের সংস্কৃত জ্যোতিষে কি প্রকারে আকাশ বিভক্ত হইয়াছে, এবং পূর্ব্বতন আচার্য্যগণ কতগুলি তারার নাম দিয়াছিলেন, এক্ষণে তাহা আলোচ্য।

পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে যে, চন্দ্র-সূর্য্য-ভ্রমণপথ ১২টী রাশিতে এবং ২৭ বা ২৮ নক্ষত্রে বিভক্ত *। কয়েকটী তারা লইয়া এক এক নক্ষত্র এবং এক বা ততোঽধিক নক্ষত্র লইয়া এক এক রাশি হয়। প্রত্যেক নক্ষত্রের যে তারাটী সর্ব্বোজ্জ্বল, তাহাকে যোগতারা (বা সামান্যতঃ তারা) বলা যায়। ২৮টী নক্ষত্র, সুতরাং এইরূপে ২৮টী তারার নাম পাওয়া যায়। যথা, অশ্বমুখ সদৃশ আকারে অবস্থিত তিনটী তারা লইয়া অশ্বিনী নক্ষত্র। উহাদের মধ্যে যে তারাটী সর্ব্বাপেক্ষা উজ্জ্বল, তাহার নাম অশ্বিনী তারা। এই ২৮টী তারা ব্যতীত জ্যোতিষে আর কয়েকটীরও নাম পাওয়া যায়।

এইরূপে—

অশ্বিন্যাদি———২৮
সারুন্ধতী সপ্তর্ষি—৮
ধ্রুব———১
প্রজাপতি———১
ব্রহ্মহৃদয়———১
অগ্নি———১
লুব্ধক———১
আপ ও অপাংবৎস—২
অগস্ত্য———১

৪৪

ইহা ছাড়া অন্যান্য পুস্তকে ইবকা নক্ষত্র, উত্তানপাদ তারা, সুনীতি তারার নাম পাওয়া যায়।

ধ্রুবের স্ত্রীর নাম শম্ভু ছিল। ইহার তারাত্ব বিষয়ে সন্দেহ আছে। পুরাণের অনেক বিষয় জ্যোতিষমূলক। তন্মধ্যে অনেক ঋষির ও দেবতার নাম সিদ্ধান্তের তারার নাম। এজন্য মনে হয়, অন্যান্য ঋষিগণের নামানুসারে অপরাপর তারার নাম প্রদত্ত হইয়াছিল। যাঁহারা বুধগ্রহ আবিষ্কার করিয়াছিলেন, তাঁহারা যে, আকাশের তারাগণ চিনিতেন না, বা

* পঞ্জিকায় অশ্বিন্যাদি ২৭টী নক্ষত্রের নাম ব্যবহৃত হয়। এতদ্ভিন্ন, পূর্ব্বকালে অভিজিৎ নামক আর একটী নক্ষত্র ছিল। কালক্রমে উহা পরিত্যক্ত হইয়াছে।

তাহাদের নাম দেন নাই, এ কথা সহজে বিশ্বাস করা যায় না। তবে পুরাণগুলি পাঠ করিলে "নাসৌ মুনির্যস্ত" ইত্যাদি মনে হয়। এক নামের কত ঋষি কত মন্বন্তরে বিভিন্ন কার্য্য করিয়াছেন। যাহা হউক, নিম্নে কয়েকটী তারার উল্লেখ করা যাইতেছে।

বিষ্ণুপুরাণে (১।৭) ভৃগু, পুলস্ত্য, পুলহ, ক্রতু, অঙ্গিরস্, মরীচি, দক্ষ, অত্রি, বশিষ্ঠ, ব্রহ্মার এই নয় জন মানসপুত্রের নাম আছে। ইহাদের মধ্যে দক্ষ ও নারদ ব্যতীত অপর-গুলির নামে সপ্তর্ষি নক্ষত্রের সাতটি তারার নাম হইয়াছে। কিন্তু পুরাণরচনার সময়েই হউক কিংবা তাহার পরেই হউক, এক এক দেবতার নামে এক এক নক্ষত্রের নাম হইয়াছে। ইহাতে প্রস্তাবিত বিষয় নিরূপণ আরও দুর্ঘট হইয়াছে। যাহা হউক, পুরাণে দক্ষ ও প্রজাপতি এক হইয়াছেন। মনুর মতে দশ জন মানসপুত্র। উপরের নয় জন ব্যতীত নারদ এক মানসপুত্র ছিলেন। কোথাও ভৃগু প্রজাপতির পুত্র, আবার কোথাও তিনি এক জন রুদ্র। যাহাহউক, ভৃগু, দক্ষ, প্রজাপতির মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ দৃষ্ট হয়। দক্ষের অনেক কন্যা ছিল। তন্মধ্যে ২৭টী (নক্ষত্র) চন্দ্রের এবং ১৩টী কশ্যপের পত্নী। যাহাকে সিদ্ধান্তে ব্রহ্মা বা প্রজাপতি তারা * বলে, তাহার নিকটে ৯।১০টী তারা দেখিতে পাওয়া যায়। আবার দক্ষের স্ত্রীর নাম দিতি ও অদিতি, কন্যার নাম কৃত্তিকা। দেবমাতা অদিতি ও পুনর্বসুর এক পর্য্যায়, এবং কৃত্তিকা ও অগ্নির এক পর্য্যায়। সুতরাং ৯ বা ১০ জন প্রজাপতি যে কয়েকটি তারা এবং সম্ভবতঃ প্রজাপতি নক্ষত্র, তাহা অনুমান করা অমূলক নহে।

পুনশ্চ বিষ্ণুপুরাণে (১।৭) একাদশ রুদ্রের উল্লেখ আছে। বেদে যাহাই থাকুক, পুরাণে রুদ্র ও ব্রহ্মা বা প্রজাপতির ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ দেখা যায়। "ব্রহ্মার ললাট হইতে মধ্যাহ্নার্ক-সমপ্রভ অর্দ্ধনারীনরবপু অতিশরীরবান্ রুদ্র উৎপন্ন হইলেন। এই রুদ্র আপনাকে স্ত্রীত্ব ও পুরুষত্ব রূপে দ্বিধা করিলেন এবং পুরুষত্বকে একাদশ ভাগে এবং স্ত্রীত্বকে স্বকীয় মিতামিতরূপ বহুধা বিভক্ত করিলেন। ব্রহ্মা স্বয়ং মনু হইলেন এবং সেই শতরূপা নারীকে পত্নীত্বে গ্রহণ করিলেন।" এই বিবরণ পাঠ করিয়া, রুদ্রগণ ঈশাণ কোণের অধিপতি, ইহা স্মরণ করিলে স্বতঃই কতকগুলি তারা মনে পড়ে †। ব্রহ্মা নক্ষত্র হইতে পশ্চিম দক্ষিণ দিকে প্রথমতঃ Perseus এর ৪টী এবং তৎপরে Cassiopeiaর ৭টী উজ্জ্বল তারা বিস্তৃত আছে। ইহারা বিয়ৎগঙ্গায় অবস্থিত। Algol দেখিয়া হয় ত শতরূপা নারীর কল্পনা। বস্তুতঃ কবিকল্পনা ছাড়িয়া দিলে উল্লিখিত বিবরণের সমুদয় মিলাইতে পারা যায়।

---

* এটী *delta* auriga বলিয়া বোধ হয়। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে দ্বিতীয় প্রভা *beta* auriga থাকিতে চতুর্থ প্রভা *delta* auriga নাম হইয়াছে। মহামহোপাধ্যায় চন্দ্রশেখর সিদ্ধান্তের প্রজাপতি তারার ধ্রুব বা বিক্ষেপ দেন নাই। তিনি *beta* aurigaকে প্রজাপতি মনে করেন। সপ্তর্ষির নাম সকলেই জানেন। কিন্তু মার্কণ্ডের পুরাণে (৫২।২৩) সপ্তর্ষিগণের অন্য নাম দৃষ্ট হয়। অরুন্ধতী বশিষ্ঠের ভার্য্যা এবং তৎসঙ্গে সপ্তর্ষি নক্ষত্র মধ্যে অবস্থিত। কিন্তু কৃত্তিকার একটি তারার নামও অরুন্ধতী আছে। অগ্নি ও কৃত্তিকার এক পর্য্যায় এবং কার্ত্তিকেয়ের জন্মবৃত্তান্ত দেখিলে তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহ থাকে না। কিন্তু কালক্রমে কৃত্তিকা ও অগ্নি পৃথক্ হইয়াছে। পুরাণকারগণ যে তারা নক্ষত্র জানিতেন না, তাহাও নয়।

† মাধব বা কাহাকে রুদ্র বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন, বুঝিলাম না।

আর একটীর উল্লেখ করিয়া ক্ষান্ত হইতেছি। বিষ্ণুপুরাণে (২।৮) এবং ভাগবত পুরাণে (৫।১৭) বিষ্ণুর পাদপদ্ম হইতে সুরগঙ্গার উৎপত্তির বর্ণন আছে। তথা হইতে বহির্গত হইয়া গঙ্গা দুই দিকে প্রবাহিত। বিষ্ণুর পরমপদে ধ্রুব নিরন্তর অবস্থিত হইয়া দিবারাত্র গঙ্গাকে মস্তকে ধারণ করিতেছেন। সপ্তর্ষিগণ গঙ্গার তরঙ্গমালাবিচলিত জটাভার দ্বারা তাঁহাকে ধারণ করিতেছেন। দক্ষিণদিক্‌গত অলকানন্দার প্রবাহ শম্ভু স্বীয় জটামধ্যে ধারণ করেন। পশ্চিমমধ্যে জহ্নুমুনি গঙ্গা পান করেন। সগরতনয়গণের অস্থিচূর্ণসমূহ প্লাবিত করিয়া গঙ্গা তাঁহাদিগকে স্বর্গে প্রেরণ করেন। ইত্যাদি। শ্রবণা ও বিষ্ণু একপর্য্যায়। তথা হইতে আরম্ভ করিয়া আকাশগঙ্গার অবস্থান দেখিলে, কিঞ্চিৎ দক্ষিণ দিকে আকাশ-গঙ্গা প্রায় বিলুপ্ত বোধ হয়। সুতরাং ঐ স্থানকে গঙ্গার আরম্ভ মনে করিলে দোষ হইবে না। শ্রবণা হইতে উত্তরাভিমুখে প্রথমে গঙ্গার পশ্চিম পার্শ্বে অভিজিৎ নক্ষত্র দৃষ্ট হয়। বিষ্ণুর এক নাম অভিজিৎও আছে। যাহা হউক, অভিজিতের পূর্ব্বদিকে আকাশ-গঙ্গার কতকগুলি উজ্জ্বল তারা (Cygnus) দৃষ্টিগোচর হয়। এখানে গঙ্গা যেন ছিন্নবিচ্ছিন্ন হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। এই সকল নক্ষত্র কে? "প্রচেতাগণ সলিলবাসী হইয়াছিলেন।" ইহার সহিত সপ্তর্ষিগণের জটাবিহারিণী গঙ্গার বর্ণনা মিলাইলে, মনে হয় যে, সেই সকল ঋষি ও প্রচেতাগণ এক। যাহা হউক, আরও উত্তরে গঙ্গার এক স্রোতঃ (Cepheus) ধ্রুবাভিমুখে দেখা যায়। ইহাই বোধ হয় ধ্রুবের গঙ্গাধারণ। তথা হইতে দক্ষিণাভিমুখে আসিলে প্রথমতঃ রুদ্রগণ ও প্রজাপতি, পরে আর্দ্রার নিকট উপস্থিত হওয়া যায়। আর্দ্রা ও শম্ভু একপর্য্যায়। এই বোধ হয় শঙ্করের গঙ্গাধারণ। শঙ্করের জটা হইতে ত্রিধারা হইয়া গঙ্গাকে নিম্নে পতিত হইতে দেখা যায়। জহ্নুমুনি হয় ত Centaurus. এই খানেই তিনি গঙ্গাকে উদরস্থ করেন *। সগরতনয়গণের অস্থিচূর্ণ যে গঙ্গাপ্লাবিত অসংখ্য ক্ষুদ্র তারকা তাহা সহজেই বুঝা যায়।

পুরাণে (ভাগবত ৫।২৩) কতকগুলি তারাকে শিশুমারাকৃতি বিষ্ণুরূপ বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। নক্ষত্ররূপী অগ্নি, ইন্দ্র, প্রজাপতি, কশ্যপ ও ধর্ম্ম, পরম ভাগবত ধ্রুবকে বহুমানে যুগপৎ প্রদক্ষিণ করিতেছেন। শিশুমার অধঃশিরা ও কুণ্ডলীভূত দেহ। তাঁহার পুচ্ছাগ্রে ধ্রুব; লাঙ্গুলাগ্রের অধোভাগে প্রজাপতি, অগ্নি, ইন্দ্র ও ধর্ম্ম; পুচ্ছমূলে ধাতা ও বিধাতা; কটিদেশে সপ্তর্ষি অধিষ্ঠিত আছেন, ইত্যাদি। এখানে অনন্ত আকাশই বিষ্ণুরূপ, এবং ধ্রুব প্রজাপতি (ব্রহ্মা), অগ্নি (কৃত্তিকা), ইন্দ্র (জ্যেষ্ঠা), ধর্ম্ম (ভরণী) প্রভৃতি আকাশের উজ্জ্বল তারাগণ।

---

* উক্ত উপাখ্যানটী সংক্ষেপে বলিতে হইল। আলোচনা করিলে আমার অনুমান সুদৃঢ় করিতে পারা যায়। অগস্ত্যও সাগর পান করেন, এতদ্বিবর বরাহমিহির বৃহৎসংহিতায় কিঞ্চিৎ ব্যক্ত করিয়াছেন। সর্ব্বত্র ঐক্য হইলে উপাখ্যানরচনার প্রয়োজন থাকিত না। উহার সহিত রামায়ণের বালকাণ্ড ৪৩ সর্গ দেখুন।

তারাগণের নাম সংগ্রহ করিবার অভিপ্রায়ে উপরে পৌরাণিক আখ্যান কিঞ্চিৎ উদ্ঘাটন করা গেল। কিন্তু তারাগণের অবস্থান না জানিয়া কেবল নাম দ্বারা তারা চিনিতে গেলে অনুমানের আশ্রয় লইতে হয়। কিন্তু অনুমান ব্যতীত এস্থলে উপায়ান্তরও নাই। যাহা হউক, সকলে এরূপ অনুমান সত্য বলিয়া গ্রহণ করিতে চাহিবেন না।

কিন্তু সিদ্ধান্তোক্ত নক্ষত্র ও তারাগণের অবস্থান বিচার করিলে দেখা যায় যে,

(১) কোন কোন নক্ষত্র রবিমার্গের নিকটে, কোন কোনটী দূরে অবস্থিত; যথা, রোহিণী পুষ্যা, চিত্রা প্রভৃতি রবিমার্গের নিকটে, আবার স্বাতী, ধনিষ্ঠা, শ্রবণা দূরে অবস্থিত।

(২) কোন কোন নক্ষত্র পরস্পরের নিকটবর্ত্তী, আবার কোন কোন নক্ষত্র দূরবর্ত্তী, এবং চিত্রা ও স্বাতী, আর্দ্রা ও পুনর্বসু পরস্পর দূরবর্ত্তী।

(৩) এক একটী তারা লইয়া কোন কোন নক্ষত্র, আবার বহু তারা লইয়া কোন কোন নক্ষত্র কল্পিত হইয়াছে। শত (বহু) সংখ্যক তারা লইয়া শতভিষা বা শত তারকা, ৩২টী তারা লইয়া রেবতী, ১১টী লইয়া মূলা, আবার ১টী তারা লইয়া আর্দ্রা স্বাতী প্রভৃতি আছে।

আবার নক্ষত্রের তারা-সংখ্যা এবং যোগতারা লইয়া মতভেদ দৃষ্ট হয়।

(১) শ্রীপতিমতে ৪টী, জ্যোতির্বিদাভরণ মতে ৫টী, সাকল্যসংহিতা মতে ২টী তারাতে পুনর্ব্বসু নক্ষত্র; শ্রীপতিমতে ৩টী, জ্যোতির্বিদাভরণ মতে ১টী তারাতে পুষ্যা নক্ষত্র। ইত্যাদি।

(২) নক্ষত্রের মধ্যে উজ্জ্বল তারাটী সকল স্থলে যোগ-তারা নহে। রোহিণী নক্ষত্রের উজ্জ্বল তারাটী রোহিণী তারা, মঘানক্ষত্রের উজ্জ্বল তারাটী মঘা তারা। কিন্তু শতভিষা তারা *alpha* aquarius না হইয়া *gamma* aquarius, ধনিষ্ঠা তারা *beta* Delphinus না হইয়া *alpha* Delphinus, মূলা তারা, *lam* scorpio না হইয়া *upsi* Scorpio হইয়াছে।

(৩) কোন কোন নক্ষত্রের নিকটবর্ত্তী উজ্জ্বল তারা পরিত্যক্ত হইয়াছে। লাঙ্গলাকৃতি ৫টী তারা সম্বলিত মঘা নক্ষত্রের মধ্যে *upsi* Leo আছে, অথচ *epsi* Leo নাই, ধনিষ্ঠানক্ষত্রে ৪টী বা ৫টী তারা স্বীকৃত হইয়াছে, অথচ তাহাদের নিকটস্থ দুই একটী তদ্রূপ তারা পরিত্যক্ত হইয়াছে *।

কোন্ কোন্ তারা লইয়া কোন্ নক্ষত্র গঠিত, তাহাও দুই এক স্থলে বুঝিতে পারা যায় না। শত তারকা ও রেবতীর ত কথাই নাই, কেন না বহুতারা লইয়া ঐ দুই নক্ষত্র কল্পিত হইয়াছে। কিন্তু তোরণাকৃতি কোন্ ৪ বা ৫টী তারাতে বিশাখা, তাহা নির্ণয় করা কঠিন। কুলালচক্রবৎ বা শ্বপুচ্ছবৎ অঙ্গুরীয়াকৃতি ৫টী তারাতে অশ্লেষা, অথচ অশ্লেষা যোগতারার (*alpha* cancri) নিকটে নিতান্ত অস্পষ্ট তারা ব্যতীত অপর তারা নাই †।

---

* চন্দ্রশেখর *Beta* Delphinusকে ধনিষ্ঠা তারা বলেন। ইহা ধনিষ্ঠা তারা গুচ্ছ পাশ্চমস্থ তারাও বটে। বসুগণ ধনিষ্ঠার দেবতা। অষ্টবসু চিরপ্রসিদ্ধ। ধনিষ্ঠাতেও আটটী তারা দেখিতে পাওয়া যায়।

† এজন্ত কেহ কেহ Hydraর মুখের তারাগুলিকে অশ্লেষা বলিয়া প্রদর্শন করেন। অশ্লেষা ও সর্প এক পর্য্যায়। ইহার সহিত Hydraর কোন সম্বন্ধ আছে কি ?

যখন নক্ষত্র নির্দ্দেশপক্ষেই বিঘ্ন, তখন মেষবৃষাদি রাশি নির্দ্দেশের ত কথাই নাই। প্রাচীন তারা-মানচিত্র নাই এবং বিলাতি রাশিচিত্র যে, আমাদের পুরাতন রাশি নির্দ্দেশ করে, তাহাও নহে। কোন্ সময়ে প্রথমে রাশি কল্পিত হইয়াছিল, তাহা জানিলেও রাশির সীমানির্দ্দেশের চেষ্টা করা যাইত। কিন্তু সকলেই জানেন যে, অয়নচলনবশতঃ তারাগণের আজ যে প্রকার বিন্যাস দেখা যায়, বহুপূর্ব্বকালে সেরূপ ছিল না। প্রায় .পাঁচসহস্র বৎসর পূর্ব্বে *alpha* Draconus বা Thuban ধ্রুবতারা ছিল, এক্ষণে তাহা আকাশের ধ্রুব হইতে অনেক দূরে অবস্থিত। পূর্ব্বকালে কোন কোন তারা যত উজ্জ্বল ও যে বর্ণবিশিষ্ট দৃষ্ট হইত, এক্ষণে তাহার অন্যথা হইয়াছে।

আমার প্রস্তাব এই যে, খগোল শিক্ষা করিতে গেলেই নক্ষত্র ও তারার নামকরণ আবশ্যক হয়। উপরে দেখান গেল যে, আমাদের অত্যল্প নক্ষত্র ও তারার নাম আছে। সুতরাং অন্যান্য তারা লইয়া নক্ষত্র কল্পনা আবশ্যক। কিন্তু কথা এই যে, আমরা Bayer প্রভৃতির কল্পিত রাশি গ্রহণ করিব, না, কোন বৈজ্ঞানিক বিধি অবলম্বন করিয়া নূতন নক্ষত্রের কল্পনা করিব। প্রাচীন বা আধুনিক কল্পিত রাশির সাহায্যে তারার নামকরণ একবারে অবৈজ্ঞানিক নহে, কিন্তু তাহার একটু সংস্কার করিয়া লইলে আরও ভাল হয় এবং পুরাতন পদ্ধতির অনুরূপ হয়।

মাধব বাবু Bayer এর কয়েকটি রাশির বাঙ্গালা নাম করিয়াছেন। পাশ্চাত্য কল্পিত রাশি গ্রহণ করিলে খগোলক এবং খগোলমানচিত্র, অনুবীক্ষণ, দূরবীক্ষণ, নৌকা, পশু, পক্ষী, সরীসৃপ দেব দানব, মানবের আকারে চিত্রিত করিতে হইবে। তাহা না করিলে এ সকল আকারের নামের সার্থকতা থাকে না। দুই এক স্থলে আকারকল্পনার যেমন সুবিধা আছে, তেমনই অনেক স্থলেই তাহা তারানিশ্চয়পক্ষে বিঘ্নকর হয়। এজন্য আজি কালি বিলাতি তারামানচিত্রে আকার না দিয়া এক এক রাশির সীমা মাত্র প্রদর্শিত হইয়া থাকে। প্রাচীন নাম আছে; সুতরাং এই সকল মানচিত্র বক্রাতিবক্র রেখার দ্বারা বিভূষিত করিতে হয়।

যদি পাশ্চাত্য রাশিবিভাগই গ্রহণ করিতে হয়, তাহা হইলে রাশির নামকরণে একটা নির্দ্দিষ্ট পদ্ধতি অবলম্বন করাই কর্ত্তব্য। কিন্তু মাধব বাবু কোন কোন পাশ্চাত্য নামের বঙ্গানুবাদ করিয়াছেন, আবার কোন কোন স্থলে উচ্চারণ দেখিয়া অক্ষরান্তরিত করিয়াছেন। যথা—Aurigaকে শাকটিক, Bootesকে গোপাল করিয়াছেন, আবার Andromedaকে অন্ত-র্মদা, Cassiopeiaকে কাশ্যপেয়ী করিয়াছেন। আর্বি রিজলের অর্থ অবলম্বন করিয়া Rigelএর বাঙ্গালা অঙ্ঘ্রি করিয়াছেন, আবার Ursa minorকে শিশুমার করিয়াছেন। সমুদয় পাশ্চাত্য রাশির বাঙ্গালা নাম করিয়া দেখাইলে তাঁহার পরিভাষা কতদূর চলিতে পারে, তাহার বিচার করা যাইত। আলোচ্য শাস্ত্রে ব্যবহৃত অধিকাংশ প্রধান প্রধান সাঙ্কেতিক শব্দের বাঙ্গালা নাম একত্র না করিলে কোনটার ভাল মন্দ বুঝা যায় না। রামেন্দ্র বাবু প্রায় আদ্যোপান্ত

রসায়নশাস্ত্রের সাঙ্কেতিক নাম প্রস্তাব করিয়াছেন। সুতরাং মূল নিয়ম বিচার করা কিংবা আংশিক পরিবর্ত্তন করা অপেক্ষাকৃত সহজ *।

পাশ্চাত্য কল্পিত রাশ্যাদিতে আকাশপরিভাগের সহিত আমাদের প্রাচীন নক্ষত্রাবস্থান মিলাইলে দেখা যায় যে, আমাদের প্রাচীন কোন কোন নক্ষত্র পাশ্চাত্য রাশির সমতুল্য। যথা, যে পাঁচটী তারা লইয়া হস্তা নক্ষত্র, তাহাদের চতুষ্পার্শ্ববর্ত্তী কিঞ্চিৎ স্থান লইলে পাশ্চাত্য Corvus হয়। যে তিনটী তারা লইয়া অভিজিৎ নক্ষত্র, তাহাদের চতুষ্পার্শে কিঞ্চিৎ স্থান লইলেই পাশ্চাত্য Lyra হয়। আমাদের ভরণী নক্ষত্র ও পাশ্চাত্য Musca borialis এবং ধনিষ্ঠা নক্ষত্র ও পাশ্চাত্য Delphinus প্রায় এক।

কিন্তু সকল স্থলে এরূপ ঘটিলে কোন কথাই থাকিত না। মৃগশিরা ও আর্দ্রা দুইটী নক্ষত্র, কিন্তু উভয়েই পাশ্চাত্য Orionএর অন্তর্গত। সেইরূপ কৃত্তিকা ও রোহিণী Taurusএর, মঘা, পূর্ব্ব ও উত্তর ফল্গুনী Leoর, অনুরাধা, জ্যেষ্ঠা, মূলা Scorpioর অন্তর্গত। আবার পাশ্চাত্য Capricornus মধ্যে আমাদের একটী নক্ষত্রও নাই।

যদি সকল স্থলে আমাদের এক এক নক্ষত্রের তারা গুলি পাশ্চাত্য এক এক রাশিতে পড়িত, তাহা হইলেও বড় একটা অসুবিধা হইত না। যে দুইটী তারা লইয়া উত্তর ভাদ্রপদ নক্ষত্র, তাহাদের একটি Andromeda এবং অপরটি Pegasusএর অন্তর্গত। যে পাঁচটী তারা লইয়া পুনর্ব্বসু নক্ষত্র, তাহারা Gemien, Canis minor এবং Monoceros পার হইয়া Canis major পর্য্যন্ত বিস্তৃত। সকল স্থলে এরূপ ঘটে নাই বটে, কিন্তু যে কয়েকটির ঘটিয়াছে, তাহাদের কি করা যাইবে? সুতরাং দেখা গেল যে, পাশ্চাত্য রাশ্যাদিতে আকাশ-পরিভাগ গ্রহণ করিলে আমাদের কোন কোন প্রাচীন নক্ষত্রের তারাগুলিকে বিচ্ছিন্ন করিতে হইবে। পাশ্চাত্য পরিভাগের সামান্য পরিবর্ত্তন করিলেই যখন আমাদের প্রাচীন নক্ষত্রবিভাগ পরিত্যাগ করিতে হয় না, তখন বোধ হয় এরূপ পরিবর্ত্তন বাঞ্ছনীয় হইবে।

তারাগণকে রাশিতে বিভক্ত না করিয়াও তাহাদের নামকরণ হইয়াছে। কেবল বিষুবাংশ অবলম্বন করিয়া Piazzi তারা নির্ঘণ্ট প্রস্তুত করিয়াছেন, এবং কেবল ক্রান্ত্যংশ অবলম্বন করিয়া Argelander তিন লক্ষ চব্বিশ সহস্র তারা-সম্বলিত নির্ঘণ্ট প্রস্তুত করিয়াছেন। তাঁহাদের নির্ঘণ্টানুসারে রোহিণী তারা ব্যক্ত করিতে হইলে বলা যায়, P. IV. 125, এবং D. M. + 16°. 629. এইরূপে তারাপরিচয়ে বিঘ্ন না হইবার কারণ এই যে, তারা-নির্ঘণ্টে তারাগণের বিষুবাংশাদি প্রদত্ত হইয়া থাকে।

কিন্তু জীবজাতির ন্যায় জাতীয় জ্ঞানেরও ক্রমবিকাশে বিশ্বাস করি। যাহা জ্ঞানোন্নত দেশে সহজ কথা, তাহা প্রথম শিক্ষার্থীর পক্ষে দুরবগাহ। যে নৈসর্গিক ক্রমে রাশিনক্ষত্র হইতে অবস্থানই তারাগণের নামান্তর হইয়াছে, সেই ক্রম আংশিক অবলম্বন না করিলে

* রামেন্দ্রবাবুর গন্তীর চন্দ্র প্রভৃত রাসায়নিক পরিভাষা সম্বন্ধে আমার দুই এক কথা বলিবার ছিল। কিন্তু সময়াভাবে এবং পরিষদপত্রিকা ত্রৈমাসিক বলিয়া এক্ষণে বলিতে পারিলাম না।

এ শাস্ত্র জনসাধারণের মধ্যে প্রসারিত হইবে না। Leinean system of Classification দ্বারা জীববিজ্ঞান শিক্ষার যে কার্য্য হইয়াছে, কৃত্রিম রাশি নক্ষত্র পরিভাগেও সেই কার্য্য সাধিত হয়। কিন্তু Artificial ও Natural system of Classificationএর সামঞ্জস্য করিলে যে ফল হয়, কেবল Artifiicial system দ্বারা সে ফল লাভ ঘটে না। এই সকল বিবেচনা করিয়া আমি আকাশকে নক্ষত্রখণ্ডে বিভক্ত করিবার পক্ষপাতী হইয়াছি।

যিনি উত্তর আমেরিকা বা মধ্য আফ্রিকার মানচিত্রের সহিত ইংলণ্ডের বা অপর কোন দেশের প্রদেশসমূহের সীমারেখা দেখিয়াছেন, তিনিই আমেরিকার যুক্ত রাজ্যের প্রদেশ-বিভাগ সুন্দর বলিবেন। ভূগোলে সমুদ্র, নদী, পর্ব্বতাদি স্বাভাবিক সীমা নির্দ্দেশক আছে বলিয়া সকল দেশবিভাগ সরল রেখা ক্রমে ঘটিতে পারে না। কিন্তু অনন্ত আকাশে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত তারাগণ সম্বন্ধে সে আপত্তি হইতে পারে না। তবে কোন কোন স্থলে তারাপুঞ্জ আছে এবং কোন কোন স্থলে পুঞ্জীকৃত তারাগণের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে বলিয়া বোধ হয়। আকাশে বৃত্তাদি টানিতে গেলে যেন সেগুলি পরস্পর বিচ্ছিন্ন না হয়, তৎপ্রতি দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য। করদর্শন (spectroscope) যন্ত্র দ্বারা বর্ণলেখা (spectrum) দেখিলে যেমন Orionএর কতকগুলি তারার পরস্পর সম্বন্ধ আছে বলিয়া বোধ হয়, তেমনই Ursa majorএর *bet, gam, del, epsi, zet*, তারার স্ব স্ব গতি দেখিলে তাহাদের পরস্পর সম্বন্ধ সূচিত হয়। এ সকল বিচার করিয়া আকাশবিভাগ করা নিতান্ত দুরূহ সন্দেহ নাই। কিন্তু দুরূহ বলিয়া পরিত্যাগ করাও কর্ত্তব্য নহে।

আমার প্রস্তাবের তাৎপর্য্য এই যে,

১। যেমন পূর্ব্বকালে কতকগুলি তারা লইয়া এক এক নক্ষত্র কল্পিত হইয়াছিল; সেইরূপ কতকগুলি নূতন নক্ষত্র কল্পনা করা যাউক। নক্ষত্রের নামানুসারেই প্রধান তারার নাম হইবে। অন্যান্য তারার প্রভা বিচার করিয়া ক, খ, গ ইত্যাদি অক্ষর কিংবা ১, ২, ৩ ইত্যাদি অঙ্ক দ্বারা চিহ্নিত করা যাইবে। তারাপ্রভা দশমিকে ব্যক্ত হইবে এবং নক্ষত্রস্থ উজ্জ্বল তারা গুলির স্মরণার্থ ত্রিকোণ, চতুষ্কোণ ইত্যাদি আকারে ব্যক্ত হইতে পারিবে।

২। উজ্জ্বল তারার নামে নক্ষত্রের নাম হইলেও, সেই তারার চতুষ্পার্শ্বে কতক স্থান সেই নক্ষত্রের অন্তর্গত হইবে। এই সকল স্থান নক্ষত্রখণ্ড নামে পরিচিত হইবে।

৩। বিষুবাংশ এবং ক্রান্ত্যংশ কিংবা অপাংশ (Long.) এবং শরাংশ (Lat.) অবলম্বন করিয়া এই সকল নক্ষত্রখণ্ড প্রস্তুত হইবে। যে খণ্ডে যে নক্ষত্র থাকিবে, সেই নক্ষত্রের নামে সেই খণ্ডের নাম হইবে।

অয়নচলন বশতঃ তারাগণের বিষুবাংশ ও ক্রান্ত্যংশে দ্রুত প্রভেদ ঘটিয়া থাকে, এবং সকলের পক্ষে তাহা সমান নহে। কিন্তু তৎকারণ বশতঃ সকলেরই অপাংশপ্রভেদ সমান ঘটিয়া থাকে। রবির পরমক্রান্ত্যংশের বা অপ-বলনের (obliquity of the ecliptic)

যৎসামান্ত হ্রাসবৃদ্ধি ছাড়িয়া দিলে অপাংশ ও শরাংশ অবলম্বনে খণ্ডপরিভাগের পরিবর্ত্তন অল্পকালে ঘটিবে না। অতএব বোধ হয়, অপাংশ ও শরাংশ গ্রহণ করাই সুবিধাজনক হইবে।

বিষুবাংশ ও ক্রান্ত্যংশ অবলম্বন করিলে নক্ষত্র ও তারা বেধ করিবার সবিশেষ সুবিধা হয়। কিন্তু তারা-মানচিত্র কিংবা তারা-নির্ঘণ্টে বিষুবাংশ ও ক্রান্ত্যংশ প্রদত্ত হইলেই উদ্দেশ্য সাধিত হইবে। আমাদের প্রচলিত পঞ্জিকায় গ্রহগণের অপাংশ প্রদত্ত হয়। এই পদ্ধতি যে অল্পকালে পরিবর্ত্তিত হইবে, এমন বিবেচনা হয় না। তদ্ভিন্ন, প্রাচীন কালেও নক্ষত্র-বিভাগ অপবৃত্ত অবলম্বনে হইয়াছিল।

অতএব দেখিতে গেলে এইরূপে আকাশপরিভাগ একবারে নূতন নহে, কিংবা ইহাতে প্রাচীন বা আধুনিক পদ্ধতির অধিক পরিবর্ত্তন আবশ্যক হইবে না। কেবল পূর্ব্বকালের বক্রাতিবক্র রেখা ব্যবহার না করিয়া নক্ষত্রের সীমা নির্দেশ করিতে শরসূত্র এবং অপবৃত্ত বা তাহার সমান্তর বৃত্ত আবশ্যক হইবে।

অয়নচলন বশতঃ পূর্ব্বকালের ন্যায় এক্ষণে রেবতী নক্ষত্রে বাসন্ত বিষুবদ্দিন না ঘটিয়া উত্তর ভাদ্রপদ নক্ষত্রে ঘটিতেছে। সুতরাং অশ্বিনী বা রেবতী নক্ষত্রকে এক্ষণে অপবৃত্তের প্রথম নক্ষত্র বলিয়া গণ্য করা বৃথা। মনে করুন, শক ১৮০০ অব্দের ১লা বৈশাখ দিবসে উত্তর ভাদ্রপদ তারার বিষুবাংশ নির্দ্দিষ্ট হইল। আবশ্যক হইলে *Omega* Pisces এবং *Beta* Cetusকেও রাশিচক্রের আদি নির্ণায়ক করা যাইতে পারিবে। এতদনুসারে কয়েকটী নক্ষত্রখণ্ডের উদাহরণ নিম্নে প্রদত্ত হইল।

১। ০ হইতে ১৩ অপাংশ পূর্ব্বদিকে এবং ১০ শরাংশ দক্ষিণ হইতে ৪০ শরাংশ উত্তর পর্য্যন্ত উত্তর ভাদ্রপদ নক্ষত্রখণ্ড।

২। ১৩ হইতে ২৭ অপাংশ এবং ১০ দক্ষিণ শরাংশ হইতে ৪০ উত্তর শরাংশ পর্য্যন্ত রেবতী নক্ষত্রখণ্ড।

৩। ২৭—৪২ অপাংশ এবং +—১০—+৪০ শরাংশ পর্য্যন্ত অশ্বিনীনক্ষত্রখণ্ড।

এই তিন খণ্ডে Pegasus ও Pisces এর পূর্ব্বভাগ এবং Andromeda, Triangula ও Ariesএর প্রায় সমুদয় পড়িল।

৪। ৪২—৫০ অপাংশ এবং—১০—+২০ শরাংশ ভরণীখণ্ড। ইহার মধ্যে musca borealisই প্রধানতঃ রহিল।

৫। ৫০—৬০ অপাংশ এবং—২০—+২০ শরাংশ কৃত্তিকাখণ্ড। ইহার মধ্যে Taurus এর মধ্য ভাগ রহিল।

৬। ৬০—৭৫ অপাংশ এবং—২০—+২০ শরাংশ রোহিণী খণ্ড। ইহার মধ্যে রোহিণী নক্ষত্র ব্যতীত Orionএর বামহস্ত পড়িল; ইত্যাদি।

এইরূপ, ৭৫—৯০ অপাংশ এবং ০—+৪০ শরাংশ মধ্যে প্রজাপতিখণ্ড। ১১৫—১৮০

অপাংশ এবং +৩০—+৬০ শরাংশ মধ্যে সপ্তর্ষি খণ্ড। ১১৫—১৮০ অপাংশ এবং +৬০—+৯০ শরাংশ মধ্যে উত্তানপাদিখণ্ড ; ইত্যাদি।

উল্লিখিত মূল নিয়ম পরিষদের অনুমোদিত হইলে নক্ষত্রখণ্ডের সীমার মীমাংসা করা যাইতে পারিবে। যাহা হউক, উক্ত নিয়মে ব্যোমবিভাগ করিলেও কতকগুলি নক্ষত্রের ও তারার নাম আবশ্যক। লুব্ধকাদি ২০টি তারা অতিশয় উজ্জ্বল। ইহাদিগকে প্রথমপ্রভা তারা বলা যায়। অপর কোন তারার নাম না থাকিলেও চলিতে পারে, কিন্তু ইহাদের এক একটা নাম আবশ্যক। এজন্য নিম্নে ইহাদের পাশ্চাত্য নাম এবং সংস্কৃত ও স্বরচিত নাম প্রদত্ত হইল। স্বরচিত নামের পর একটা তারা চিহ্ন * রহিল।

Alpha Canis major (Sirius)	লুব্ধক
„ Argo (Canopus)	অগস্ত্য
„ Centaurus	কিন্নর *
„ Bootes (Arcturus)	স্বাতী
Beta Orion (Rigel)	রিজলা * (মৃগশিরা ?)
Alpha Auriga (Capella)	ব্রহ্মহৃদয়
„ Lyra (Vega)	অভিজিৎ
„ Canis minor (Procyon)	প্রশ্বান * (প্রলুব্ধক ?)
„ Orion (Betelgeux)	আর্দ্রা
„ Eridames (Acherner)	ইরাবতী *
„ Taurus (aldebaran)	রোহিণী
Beta Centaurus	কিন্নরী *
Alpha Crux	ক্রুশী *
„ Scorpio (antares)	জ্যেষ্ঠা
„ Aquila (altair)	শ্রবণা
„ Virgo (spica)	চিত্রা
„ Pisces australis (Fomalhant)	পুরলা *
Beta Crux	ক্রুশিনী *
„ Gemini (Pollux)	পুনর্বসু
Alpha Leo (Regulus)	মঘা

উচ্চারণ ও অর্থ দেখিয়া কয়েকটি নূতন নাম রচিত হইল। যে স্থলে একটি শব্দ দ্বারা উভয় উদ্দেশ্য সাধিত হইল না, সে স্থলে উচ্চারণের প্রাধান্য স্বীকার করা গেল। শব্দতঃ

Centaurus, গ্রীক Kentauros = গন্ধর্ব; কিন্তু অর্থে ও উচ্চারণে প্রায় কিন্নর হয়। *Alpha* ও *Beta* Centaurusকে কিন্নর কিন্নরী করা গিয়াছে। নিকটস্থ তারাদ্বয়ের মধ্যে পুংস্ত্রী ভেদ করিবার দৃষ্টান্তও আছে। পূর্ব্ববর্ণিত পৌরাণিক আখ্যানের সত্যতা প্রমাণিত হইলে ইহাদিগকে 'অহ্‌ন্‌' করা চলিত। শ্রীযুক্ত বাল গঙ্গাধর তিলক orion সম্বন্ধে অনেক কথা লিখিয়াছেন। তদনুসারে আমার ইচ্ছা হয় যে, প্রাচীন কালের মৃগশিরাকে এক্ষণেও সেই নামেই ডাকি। এরূপ পরিবর্ত্তন করিলে কেবল সিদ্ধান্তোক্ত ধ্রুবক বিরোধ হয়, কিন্তু অন্যপক্ষে অনেক সুবিধা। নক্ষত্রের উজ্জ্বল তারাকে যোগতারা বলিবার রীতি ছিল। যে কারণেই হউক, দুই এক স্থলে তাহার অন্যথা দৃষ্ট হয়। আমার ইচ্ছা হয় যে, সেই প্রাচীন রীতি সর্ব্বত্র অনুসরণ করি *। এইরূপে *delta* aurigaকে প্রজাপতি না বলিয়া *beta* aurigaর ঐ নাম দিই। Orionকে এক্ষণে লোকে 'কালপুরুষ' বলে। কিন্তু কালপুরুষ ও জাতকের নক্ষত্রপুরুষ † এক। কিরূপে সিদ্ধান্তকারগণ মৃগশিরা সম্বন্ধে ভ্রম করিলেন, তাহা বুঝা যায় না। সিদ্ধান্তের মৃগশিরা ও আর্দ্রা পরস্পর অত্যন্ত নিকটবর্ত্তী। Rigelকে মৃগশিরা যোগতারা করিলে, তাহা হইতে রোহিণী ও আর্দ্রা প্রায় সমান দূরে থাকে। ইহাও একটা অল্প সুবিধা নহে। অমরকোষাদির ইন্বকা, ইল্বকা, ইল্বল শব্দের অর্থ, মৃগশিরার শিরোদেশের পাঁচটী তারা। এই পাঁচটীর মধ্যে তিনটীর সম্বন্ধে কোন কথাই নাই। আর দুইটীর মধ্যে বোধ হয় sigma orion একটি। শ্বাস শব্দও আছে বলিয়া Procyon = প্রশ্বান, করা গেল। ইহাকে প্রলুব্ধক বলিলে আরও ভাল হয়। Eridames অর্থে নদী। ইরাবতী শব্দের সহিত সাদৃশ্য আছে বলিয়া এই নাম দেওয়া গেল। পরন্তু এরিদনা করিলেও ক্ষতি নাই। Crux এবং শূল, আকারে প্রায় এক। কিন্তু উচ্চারণ প্রভেদ ঘটে বলিয়া ক্রুশী করা গেল। আবার শূলী করিলে আর্দ্রা ভ্রম হইতে পারে। Pisces australisকে দক্ষিণ মীন করিলে উত্তর মীনের প্রয়োজন হয়। Fomalhant শব্দের আর্বি অর্থ মীনব্যাদন। ইহাতেও মীন আসে। এজন্য আর্বি নামের উচ্চারণ দেখিয়া পুমলা করা গেল। কালক্রমে উহা প্রমীলা হইলেও ক্ষতি নাই।

উপরে যে নক্ষত্রখণ্ডের প্রস্তাব করা গিয়াছে, তাহা অনুমোদিত হইলে পাশ্চাত্য কয়েকটী রাশি বিচ্ছিন্ন করিয়া কয়েকটী নক্ষত্রখণ্ডে বিভক্ত করা আবশ্যক হইবে। সেইরূপ কয়েকটী পাশ্চাত্য ক্ষুদ্র রাশি এক এক নক্ষত্রের অন্তর্গত হইবে। এরূপ পরিবর্ত্তন হইলেও প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় প্রভা তারা সম্বলিত কতকগুলি নক্ষত্রের নাম আবশ্যক হইবে। এজন্য নিম্নে কতকগুলি নক্ষত্রের নাম প্রদত্ত হইল। স্বকল্পিত নামের পরে একটা তারা-

---

* এ স্থলে বলা অপ্রাসঙ্গিক হইবে না যে অনেক দিন হইতে একখানি সামান্য দৃগ-জ্যোতিষ লিখিবার বাঞ্ছা আছে। মাধব বাবুও একখানি জ্যোতিষগ্রন্থ লিখিতেছেন (সাঃ পঃ পত্রিকা), তিনিও ‚ নাম গ্রহণ করিলে আমার প্রমাণ থাকে এবং তারানামের সমতা রক্ষিত হয়।

† নক্ষত্রপুরুষ সম্বন্ধে বামনপুরাণের ৮০ম অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

চিহ্ন রহিল। উচ্চারণ ও অর্থ উভয় রক্ষার চেষ্টা করা গিয়াছে। দুরূহ স্থলে উচ্চারণের প্রাধান্য স্বীকার করা গিয়াছে। প্রত্যেক নক্ষত্রের প্রধান বা যোগতারাও নির্দ্দিষ্ট হইল। পাশ্চাত্য দুই তিন রাশির একত্র সমাবেশ ঘটিলে যোগতারাটী প্রথম রাশিস্থিত বুঝিতে হইবে।

Andromeda ..উত্তরভাদ্রপদা। ইহাতে উত্তরভাদ্রপদা তারা আছে বলিয়া এই নাম হইল। (*Alp*)

Aquarius...শতভিষা। ইহার কিয়দংশ 'পুষলায়' যাইতে পারে। বোধ হয় অপবৃত্তের নিকটস্থ বলিয়া প্রাচীন মতে *lambda* ইহার যোগতারা। *Alpha*কে যোগতারা করিলে সবিশেষ দোষ ঘটিবে কি?

Aquila...শ্রবণা। ইহার মধ্যে sagitta, auser এবং antinous আনা চলে। (*Alpha*)

Aries...অশ্বিনী। Areisএর কিয়দংশ ভরণী সুতরাং areis=অজ করা চলিবে না। (*Alpha*)

Ara...আরী *। Ara=বেদী। বেদীর কোণ থাকে বলিয়া আরী করা গেল। ইহার সহিত Norma, ও Telescopium এর কিয়দংশ আনা চলে। (*Beta*)

Argonavis...অগস্ত্য। Argonavis কিছু বড়। ইহার কিয়দংশ canis minorএ আনা চলে। (*Alp*)

Bootes...স্বাতী। (*Alp*)

Canar...পুষ্যা। (*delt*)

Canes venatici · ইহা সপ্তর্ষির মধ্যে যাইবে।

Canis major...লুব্ধক। ইহার মধ্যে machina, typographia এবং monoceros ও argoর কিয়দংশ যাইবে। (*Alp*)

Canis minor...প্রশ্বাস বা প্রলুব্ধক *। ইহার সহিত monoceros যাইবে। (*Alp*)

Cassiopeia...কশ্যপ *। পৌরাণিক জ্যোতিষ আলোচনায় ইহাকে 'রুদ্র' অনুমান করা গিয়াছে। তাহা ঠিক হইলে ইহা সেই নামেই অভিহিত হইবে। তথাপি Perseus হইতে ইহাকে পৃথক্ করিতে একটা নাম আবশ্যক হইবে। (*Alp*)

Capricornus...ইহাতে আমাদের কোন প্রাচীন নক্ষত্র নাই। ইহার সংস্কৃত নাম 'আকোকের' হইয়াছিল। কিন্তু তদ্দ্বারা মকর রাশি বুঝায়। উহার মধ্যে *delta* উজ্জ্বলতারা, তাহারও কোন নাম নাই। অতএব উহার একটা যথেচ্ছ নাম 'আর্য্যভট' * দেওয়া গেল।

Centaurus...কিন্নর *। (*Alp*)

Cepheus...উচ্চারণ দেখিলে উহা সিফিয়াস্ বা সিফিউস্ হয়। গ্রীক পুরাণ দেখিলে উহা Cassiopeiaর স্বামী। আমাদের পুরাণ দেখিলে উহা বোধ হয়, ধ্রুবের মস্তক। এত

বিচার না করিয়া উহাকে সিফি বা শিবি * করা বলে। ইহার সহিত Dracoর কিয়দংশ যাইতে পারে। (*Alp.*)

Cetus শিশুমার বা শিশুক*। Mira=মেরা *। (*Beta*)

Columba ইহার সহিত Cœlum এবং Doradoর কিয়দংশ লইয়া কলম্বা বা কলম্বস্* করা গেল। (*Alpha*)

Corona borealis ইহার সঙ্গে Serpens এবং Herculesএর কিয়দংশ মিশাইয়া একটা ক্ষেত্র করা গেল। Coronaর অর্থানুসারে ইহার কিরীটী * নাম করা গেল। (*Alpha*)

Corvus হস্তা। ইহার সঙ্গে Crater মিশিতে পারে। (*Delta*)

Crux (১) ক্রুশী *। (*Alpha*)

Cyguns সিগনস্ বা শ্যেনা * করিলে উচ্চারণসাদৃশ্য থাকে। পৌরাণিক আখ্যান ঠিক হইলে উহা প্রচেতস্ হইবে। (*Alpha*)

Delphinus ধনিষ্ঠা। (*Alpha*)

Draco—ইহার কিয়দংশ অপরাপর নক্ষত্রে দেওয়ার সুবিধা আছে। অবশেষের নাম নাগ * রাখিলে ভাল হয়। নাগের আকারসাদৃশ্য আছে।

Dorado পূর্ব্বে কিয়দংশ গিয়াছে। অবশিষ্ট অংশ যাইতে পারে।

Eridanus ইরাবতী*। ইহার কিয়দংশ Taurusএ যাইতে পারে। (*Alpha*)

Gemini পুনর্বসু। (*Beta*)

Grus ইহার সঙ্গে Indus ও Toncanএর কিয়দংশ লইয়া একটি নক্ষত্র কল্পিত হইতে পারে]। তন্মধ্যে Grusএর তারাগুলি দেখিতে বড়। তদনুসারে নক্ষত্রের নাম গ্রাসী* করা চলে। (*Alpha*)

Hercules হরকুলী*। ইহার অন্য কোন নাম পাইলাম না। (*Alpha*)

Hydra বোধ হয় ইহাতে অশ্লেষা আছে। তদনুসারে ইহার ঐ নাম হইবে। তাহা না হইলে ইহার নাম কদ্রু* রাখা চলে। (অশ্লেষা হইলে *Delta*, কদ্রু হইলে *Alpha*)

Hydrus ইহার সহিত দক্ষিণ ধ্রুবের কয়েকটী ক্ষুদ্র রাশি যাইতে পারে। ইহার নাম কদ্রুপুত্র* রাখা গেল।

Indus পূর্ব্বে গিয়াছে।

Leo মঘা, পূর্ব্ব ও উত্তরফল্গুনী নক্ষত্রত্রয়ে বিভক্ত *Alpha*=মঘা, *Delta*=পূর্ব্বফল্গুনী, *Beta*=উত্তর ফল্গুনী, শেষোক্তের সহিত Coma berenices যাইবে।

---

(১) আলবেরুণি লিখিয়াছেন, "গ্রীষ্মকালে মুলতানের লোকেরা অগস্ত্যের কিঞ্চিৎ নিম্নে একটা রক্তবর্ণ তারা দেখিতে পান। তাঁহারা উহাকে শূল বলেন। এজন্য চন্দ্র পূর্ব্বভাদ্রপদ নক্ষত্রে থাকিলে হিন্দুগণ দক্ষিণ দিকে গমন করে না; কেন না ঐ তারাটি দক্ষিণে অবস্থিত।" বোধ হয় তাঁহারা Cruxকেই শূল বলিতেন। অন্য কোন তারার সহিত উল্লিখিত বিবরণের ঐক্য করা যায় না। এইরূপে Cruxকে 'ক্রুশ' না করিয়া 'শূল' করা যাইতে পারে।

Lepus বৈদিক মৃগশিরার অন্তর্গত করা চলে।

Lupus কিন্নরের অন্তর্গত করা চলে।

Libra বিশাখা। ইহার সহিত Scropioর কিয়দংশ যাইতে পারে। বোধ হয়, সিদ্ধান্তমতে ইহার যোগতারা *Chi*। কিন্তু তাহা হইলে বিশাখা অনুরাধার অত্যন্ত নিকটস্থ হয়। এ নিমিত্ত *Alpha*কে বিশাখা যোগতারা করিয়া তৎসঙ্গে *Beta* এবং Libra 20 (বা *Alpha* Noctua) লইয়া সেই নক্ষত্রের তোরণাকৃতি দেওয়া যাইতে পারে। (*Alpha*)

Lyra অভিজিৎ। (*Alpha*)

Ophinchus অহিপতি*। ইহার সঙ্গে Serpens যাইবে। *Alpha* Hercules ও ইহার অন্তর্গত করিলে সুবিধা হইবে। (Ophinchus *Alpha*)

Orion ইহার উর্দ্ধার্দ্ধ আর্দ্রা ; এবং নিম্নার্দ্ধ মৃগশিরা করিলে বিশেষ দোষ দেখি না। পূর্ব্বে কারণ বলা গিয়াছে। *Alpha*=আর্দ্রা ; *Beta*=মৃগশিরা। মৃগশিরার সঙ্গে Lepus যাইবে।

Pavo ইহার কিয়দংশ Araর সঙ্গে এবং অপরাংশ Indus ও Grusএর সঙ্গে যাইতে পারে।

Pegasus—পূর্ব্বভাদ্রপদা। (*Alpha*)

Perseus গ্রীক পুরাণে উহা Andromedaর স্বামী। আমাদের পুরাণে উহা রুদ্রগণ হইলেও হইতে পারে। পিণাকী একজন রুদ্রের নাম। তদনুসারে রুদ্র বা পিণাকী করা যায় না? Algolএর আর্বি অর্থ রুদ্র*। পুরাণের শতরূপা*? শতরূপা করিলে নাম সার্থক হয়।

Phœnix ইহাকে Eridanusএর সঙ্গে দেওয়া যাইতে পারে। তৎসঙ্গে Sculptorও যাইবে।

Pisces রেবতী। (*Zeta*)

Serpens নিকটবর্ত্তী নক্ষত্রে যাইবে।

Sagittarius পূর্ব্বাষাঢ়া ও উত্তরাষাঢ়া নক্ষত্রে বিভক্ত। ইহাদের সঙ্গে Corona australis যাইবে। শ্রীপতিমতে উভয় নক্ষত্রে দুইটী দুইটী তারা আছে। অন্যান্য মতে শূর্পাকারে অবস্থিত চারিটী চারিটী তারা আছে। সূর্য্যসিদ্ধান্তমতে উত্তরদিগ্‌বর্ত্তী তারা যোগতারা, তদনুসারে *delta*=পূর্ব্বাষাঢ়া এবং *sigma*=উত্তরাষাঢ়া হয়। অনেকে *tau*কে উত্তরাষাঢ়া তারা বলেন। চন্দ্রশেখর *phi*কে উত্তরাষাঢ়া বলেন। *sigma* প্রভা=২·৩ এবং *tau* প্রভা=৩·৫। এই সকল কারণে বোধ হয় *sigma*কে উত্তরাষাঢ়া যোগতারা বলা কর্ত্তব্য।

Scorpio অনুরাধা, জ্যেষ্ঠা, মূলা, এই তিন নক্ষত্রে বিভক্ত। *delta*=অনুরাধা, *alpha*=জ্যেষ্ঠা, *upsilon* (*or lambda* ?)=মূলা।

Toucan পূর্ব্বে গিয়াছে।

Taurus কৃত্তিকা ও রোহিণীতে বিভক্ত, *eta*=কৃত্তিকা, *alpha*=রোহিণী। ইহাদের সঙ্গে Eridanusএর উর্দ্ধাংশ যাইতে পারে।

Triangulum অশ্বিনীর অন্তর্গত হইবে।

Triangulum australe ইহার সহিত apus, musca australis যাইতে পারে। এই নক্ষত্রের ত্রিকোণী* নাম হইতে পারে। (*Alpha*)

Ursa major সপ্তর্ষি।

Ursa minor (১) উত্তানপাদি*। *Alpha*=ধ্রুব, *beta*=উত্তানপাদ, *gamma*=সুনীতি এবং বোধ হয় *delta*=শম্ভু (ধ্রুবভার্য্যা)। এই সকল কারণে ইহাকে উত্তানপাদি করা গেল।

Virgo চিত্রা। (*Alpha*)

উপরে প্রায় ৫০টী নক্ষত্রের নাম প্রদত্ত হইল। তন্মধ্যে ৩৩।৩৪টী সিদ্ধান্তোক্ত নক্ষত্রের নাম। এইরূপে প্রায় ৫০টী নক্ষত্রখণ্ডে আকাশবিভাগ পরিষদের অনুমোদিত হইলে প্রত্যেক নক্ষত্রের সীমা নির্দ্দেশ ক্রমশঃ করা যাইবে। বস্তুতঃ নক্ষত্রখণ্ডবিভাগের মূল নিয়ম বিচার করিবার জন্য উপরে নক্ষত্র গুলির নাম প্রদত্ত হইল। এই প্রণালীও যে নূতন নহে, তাহাও প্রদর্শিত হইয়াছে। প্রাচীন নক্ষত্রগুলি রক্ষা করিবার অভিপ্রায়ে এই প্রণালী অবলম্বিত হইয়াছে। বাস্তবিক প্রতীচ্য রাশি ও প্রাচ্য নক্ষত্রের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করাই এই প্রবন্ধের মুখ্য উদ্দেশ্য।

শ্রীযোগেশচন্দ্র রায়।

---

(১) বোধ হয় Ursa minorকে পূর্ব্বে কেহ কেহ 'শিশুমার'ও বলিত। আলবেরুণি উহার উল্লেখ করিয়াছেন। বস্তুতঃ উভয়ের মধ্যে শব্দসাদৃশ্যও আছে। কিন্তু যখন একটি 'শিশুমার' আছে, তখন উহার অপর নাম হওয়াই ভাল।

নাগরাক্ষরের উৎপত্তি।

সম্প্রতি পুরাতত্ত্ববিৎ ও সংস্কৃত পণ্ডিতগণের মধ্যে নাগরাক্ষরের উৎপত্তি লইয়া বিশেষ আন্দোলন চলিতেছে। কাশীর সংস্কৃত কলেজের ভূতপূর্ব্ব অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত হল সাহেবই এই আন্দোলনের মূল। তিনি নাগরাক্ষরের নামকরণ ও উৎপত্তিকাল-নির্ণয়ের জন্য ভারতীয় প্রধান প্রধান পুরাতত্ত্ববিৎ ও পণ্ডিতগণের নিকট পত্র লিখিয়াছেন। বহু দিবস হইতে তাঁহার পত্রোত্তর দিবার নিমিত্ত কলিকাতার এসিয়াটিক সোসাইটি ও ভারতীয় অনেক পণ্ডিত অতিশয় ব্যগ্র হইয়াছেন। কেহ কেহ স্বকপোলকল্পিত উত্তর দিতেও কুণ্ঠিত হন নাই। এখনও অনুসন্ধান ও আলোচনা চলিতেছে।

হলসাহেবের পত্র পাইয়া এসিয়াটিক সোসাইটির পণ্ডিত শ্রীযুক্ত হরিমোহন বিদ্যাভূষণ এবং স্বর্গীয় মহাত্মা ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সহোদর শ্রীযুক্ত শম্ভুচন্দ্র বিদ্যারত্ন নাগরাক্ষরের উৎপত্তি সম্বন্ধে আমার মতামত জানিতে ইচ্ছা করেন। কিন্তু তৎকালে আমি বিশ্বকোষের কোন বিশেষ কার্য্যে অতিশয় ব্যস্ত থাকায় তাঁহাদের অভিপ্রায় পূর্ণ করিতে পারি নাই। তবে শ্রীযুক্ত শম্ভুচন্দ্র বিদ্যারত্নের আগ্রহাতিশয় প্রযুক্ত তাঁহাকে প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থ হইতে আমার মত-পরিপোষক দুই একটী সংস্কৃত বচন লিখিয়া দিয়াছিলাম। এখন আমার বন্ধুবর্গের বিশেষ অনুরোধে সামান্য অনুসন্ধান দ্বারা অল্প সময় মধ্যে যে যে প্রমাণাদি সংগ্রহ করিয়াছি, তত্ত্বানুসন্ধিৎসু পাঠকবর্গকে তাহাই উপহার দিতে অগ্রসর হইলাম।

নাগরাক্ষরের উৎপত্তি জানিতে হইলে এই কয়েকটী বিষয় প্রধানতঃ জানা আবশ্যক।

১ম। নাগর নাম কেন হইল ?

২য়। কোথা হইতে এই নাম প্রচলিত হয় ?

৩য়। কাহারা নাম প্রচার করিল এবং তাহাদের সহিত এই অক্ষরের সংস্রব আছে কি না ?

৪র্থ। কত দিন হইতে নাগরাক্ষরের সৃষ্টি হইয়াছে ?

৫ম। কিরূপে নাগরাক্ষরের বহু বিস্তৃতি ও উন্নতি সাধিত হইল ?

নামকরণ।

এদেশীয় পণ্ডিতদিগের মতে নগরে অর্থাৎ জনপদে এই অক্ষর প্রচলিত হয় বলিয়া, ইহার নাগর, এই নাম হইয়াছে। পণ্ডিত শম্ভুচন্দ্র বিদ্যারত্ন কাশীস্থ পণ্ডিতগণের যে পত্র সংগ্রহ করিয়াছেন, তৎপাঠে জানা যায় যে, কাশীর সংস্কৃত কলেজের বর্ত্তমান অধ্যক্ষ ভিনিস্ সাহেব ও বামণাচার্য্য প্রভৃতি পণ্ডিতগণের মতেও 'নগরে ভবং' এইরূপে নাগর নাম হইয়াছে। কাশীস্থ অপরাপর পণ্ডিতগণ "দেবনগরে ভবং ইতি দেবনাগরম্"

এইরূপ ব্যুৎপত্তি সাধিয়াছেন। এইরূপে কেহ নগরে বা যে কোন জনপদে এই অক্ষর প্রচলিত ছিল বলিয়া ইহার "নাগর" নাম হইয়াছে, আবার কেহ পূর্ব্বে দেবলোকে এই অক্ষর প্রচলিত ছিল বলিয়া ইহার "দেবনাগর" নাম হইয়াছে, এইরূপে কল্পনা করিয়া থাকেন। কিন্তু আমার সামান্য বুদ্ধিতে যাহা বুঝিয়াছি, তাহাতে উপরোক্ত কোন মতই সমীচীন বলিয়া বোধ হইল না। কেবল "নগরে ভবং" এইরূপ ব্যুৎপত্তি সাধিলে যে কোন নগর হইতে নাগরের উৎপত্তি কল্পনা করা যাইতে পারে, তাহাতে অনিশ্চয়তা দোষ পড়ে। কোন এক নির্দ্দিষ্ট অক্ষর দেখাইতে হইলে যে স্থান বা পাত্র হইতে উদ্ভাবিত হইল, সেই স্থান বা পাত্রবিশেষ নির্দ্দেশ করা চাই। কিন্তু উক্ত মতপ্রকাশকগণ কেহই বিশেষ স্থান বা পাত্র নির্দ্দেশ করেন নাই। সুতরাং কেবল "নগরে ভবং" বলিলে নাগরাক্ষরের উৎপত্তি নির্ণীত হইতে পারে না। স্বর্গীয় রাজা রাধাকান্ত দেব তাঁহার জগদ্বিখ্যাত শব্দকল্পদ্রুমে নাগর শব্দের এক অর্থ লিখিয়াছেন, "নাগর দেশীয়াক্ষরম্।" কেবল অর্থ ভিন্ন, প্রমাণ প্রয়োগ না থাকায় পরবর্ত্তী বাচস্পত্য প্রভৃতি অভিধানে এবং বর্ত্তমান অধ্যাপকদিগের নিকট শব্দকল্পদ্রুমের মত গৃহীত হয় নাই। আমি যত দূর প্রমাণপ্রয়োগ সংগ্রহ করিয়াছি, তাহাতে আমার মতে নগর-নামক স্থান বিশেষে এবং নাগর-নামক সম্প্রদায় বিশেষ কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত বলিয়া এই অক্ষরের নাম নাগর হইয়াছে। যেমন বঙ্গদেশ হইতেই বাঙ্গালী, বঙ্গভাষা ও বঙ্গাক্ষরের নামকরণ হইয়াছে, নাগরের নামোৎপত্তিও সেইরূপ। প্রায় সাড়ে সাত শত বর্ষ পূর্ব্বে বিখ্যাত পণ্ডিত শেষকৃষ্ণ (১) তাঁহার প্রাকৃতচন্দ্রিকায় এই কয়টী শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া দেশভাষার পরিচয় দিয়াছেন—

"মহারাষ্ট্রী তথাবন্তী সৌরসেন্যর্দ্ধমাগধী।
বাহ্লীকী মাগধীচৈব ষড়েতা দাক্ষিণাত্যজা * ॥
ব্রাচণ্ডো লাটবৈদর্ভাবুপনাগরনাগরৌ।
বার্ব্বরাবন্ত্যপাঞ্চালটাক্কমালবকৈকয়াঃ ॥
গৌড়োড্রদৈবপাশ্চাত্যপাণ্ড্যকৌন্তলসৈংহলাঃ।
কালিঙ্গ্যপ্রাচ্যকর্ণাটঃ কাঞ্চ্যদ্রাবিড়গৌর্জ্জরাঃ॥
আভীরো মধ্যদেশীয় সূক্ষ্মভেদব্যবস্থিতাঃ।
সপ্তবিংশত্যপভ্রংশা বৈড়ালাদি প্রভেদতঃ॥"

মহারাষ্ট্রী, অবন্তী, সৌরসেনী, অর্দ্ধমাগধী, বাহ্লীকী, মাগধী দাক্ষিণাত্য দেশজাত এই ৬টী মূলভাষা। ঐ ৬টী হইতে আভীর, ব্রাচণ্ড, লাট, বৈদর্ভ, উপনাগর, নাগর, বার্ব্বর,

---

(১) কৃষ্ণপণ্ডিত নামেও খ্যাত। ইনি নরসিংহের পুত্র ও শেষবংশে জন্ম গ্রহণ করেন। বিখ্যাত রামকৃষ্ণ গোপাল ভাণ্ডারকরের মতে, শেষকৃষ্ণের ভ্রাতুষ্পুত্র রামচন্দ্র প্রায় ১১৫০ খৃষ্টাব্দে বিদ্যমান ছিলেন। (R. G. Bhandarkar's Report of the Sanskrit Mss, 1883-84, p. 59.)

* অষ্টৈতা দাক্ষিণাত্যজাঃ। এইরূপ পাঠান্তরও আছে।

আবন্ত্য, পাঞ্চাল, টাক, মালব, কৈকয়, গৌড়, দৈব, পাশ্চাত্য, পাণ্ড্য, কৌন্তল, সৈংহল, কালিঙ্গ, প্রাচ্য, কর্ণাট, কাঞ্চ্য, দ্রাবিড়, গৌর্জ্জর, আভীর, মধ্যদেশীয়, বিড়াল, এই ২৭টী পরস্পর অল্প বিস্তর প্রভেদানুসারে অপভ্রংশ ভাষা।

উক্ত বচন দ্বারা স্পষ্টই জানা যাইতেছে, যেমন মহারাষ্ট্র, সুরসেন প্রভৃতি স্থানের নামানুসারে মহারাষ্ট্রী, সৌরসেনী, মাগধী প্রভৃতি ভাষা প্রচলিত হয়, সেইরূপ পূর্ব্বে নগর, উপনগর প্রভৃতি জনপদের নামানুসারে নাগর, উপনাগর প্রভৃতি অপভ্রংশ ভাষা প্রচলিত ছিল, ঐরূপ জনপদ বা তজ্জনপদবাসী হইতেই অক্ষরেরও নামকরণ হইয়াছে'।

কোথা হইতে নাম প্রচলিত হয়?

ভাষা সৃষ্টি হইবার পূর্ব্বে দেশ ও পাত্রের সৃষ্টি হইয়া থাকে। কারণ না থাকিলে কার্য্য হয় না। আধেয় না থাকিলে আধারের প্রয়োজন কি? সুতরাং স্বীকার করিতে হইবে যে, নাগর উপনাগরাদি ভাষা সৃষ্টির পূর্ব্বে নগরনামক জনপদ বা নাগরনামক লোকের উৎপত্তি হইয়াছিল। এখন দেখিতে হইবে, সেই নগরনামক জনপদ ও নাগরনামক লোকের বাস কোথায়?

ভারতে নগরনামক জনপদ একটী নয়। আমাদের এই বঙ্গদেশে বীরভূমের প্রাচীন রাজধানীর নামও নগর, তঞ্জোরেও নগর নামে একটী প্রসিদ্ধ বন্দর আছে। মহিসুরের একটী বিস্তীর্ণ বিভাগের নাম নগর, এই বিভাগে নগর নামে একটী তালুক ও তাহার মধ্যে নগর নামে গ্রামও আছে। পঞ্জাবের কাঙ্‌ড়া জেলার মধ্যে বিপাশা নদীতীরেও নগর নামে একটী বিশিষ্ট সহর এবং নগরকোট নামে একটী প্রাচীন নগরও পাওয়া যায়। এতদ্ব্যতীত দ্বারভাঙ্গা জেলায় নগরবস্তি, সিন্ধুপ্রদেশে নগরপার্কর নামে একটী সহর এবং বস্তি জেলায় নগরখাস নামে একটী নগর দৃষ্ট হয়। এ ছাড়া দাক্ষিণাত্যে "নগরম্" নামে অনেকগুলি ক্ষুদ্র ও প্রাচীন গ্রাম আছে।

নাগর নামেরও অসদ্ভাব নাই। উত্তর বঙ্গেই নাগর নামে দুইটী নদী আছে, একটী পূর্ণিয়া জেলা হইতে দিনাজপুর জেলাভিমুখে গিয়াছে, অপরটী বগুড়া জেলা হইতে রাজশাহী জেলায় প্রবেশ করিয়াছে। এক রাজপুতনার মধ্যেই নাগর নামে ৯১০টী স্থান আছে, তন্মধ্যে তিনটী সহর মধ্যে গণ্য, তাহার একটী জয়পুর রাজ্যের অন্তর্গত * *। অপরটী মাড়বার রাজ্যের মধ্যে †, এবং ৩য়টী প্রসিদ্ধ রণথম্ভরের ৫ ক্রোশ দক্ষিণপশ্চিমে অবস্থিত। সাঁওতাল পরগণার মধ্যেও দুর্গসম্বলিত নাগর নামে বিখ্যাত গ্রাম আছে। সুদূর আফগানস্তানের কাবুল জেলার পার্ব্বত্যপ্রদেশে নাগর নামে এক প্রবল জাতির বাসও আছে। বৃটীশ গবর্ণ-

---

* * প্রত্নতত্ত্ববিদ্ কনিংহাম্ সাহেবের মতে, ইহার প্রাচীন নাম কর্কোটনগর। প্রবাদ এইরূপ, রাজা মুচুকুন্দ এই নগর স্থাপন করেন। এখান হইতে হিন্দুরাজগণের সময়কার বহু প্রাচীন ছয় হাজার মুদ্রা আবিষ্কৃত হইয়াছে।

† স্থানীয় লোকের মতে নাগগড় হইতে বর্ত্তমান নাগর নাম হইয়াছে।

মেণ্টের সহিত সে দিন তাহাদের যুদ্ধবিগ্রহ হইয়া গিয়াছে। আমার কোন বন্ধু এই নাগর জাতির সন্ধান পাইয়া স্থির করিয়াছেন, তাহাদের নামানুসারে এই নাগরাক্ষরের নাম হইয়াছে। তাঁহার বিশ্বাস, যেমন প্রাচীনতম আর্য্যগণ মধ্য এসিয়া হইতে ক্রমে ভারতে আসিয়া প্রবেশ করিয়াছেন, সেইরূপ ঐ নাগর জাতি হইতেই কোন রূপে ভারতে নাগরাক্ষর প্রবেশলাভ করিয়া থাকিবে। কিন্তু বন্ধুর কথা আমার প্রিয় হইলেও উহার সমর্থন করিতে পারিলাম না। ঐ নাগর জাতি এখন ইস্‌লাম্ ধর্ম্মাবলম্বী হইলেও সকলেই রাজপুত। তাহারা রাজপুতনাই আপনাদের পূর্ব্ব নিবাস বলিয়া প্রকাশ করিয়া থাকে। এইরূপ স্থলে কাবুলের উত্তরাংশ হইতে যে নাগরাক্ষর এদেশে আসিয়াছে, তাহা কল্পনা করাও অসঙ্গত।

রাজপুতনার চিতোরের নিকট নাগরী নামে একটী অতি প্রাচীন নগর আছে। খৃষ্ট জন্মের বহু শতাব্দী পূর্ব্ব হইতেই এই নগর ছিল, তাহা সুপ্রসিদ্ধ কনিংহাম্ সাহেব সেই স্থান হইতে আবিষ্কৃত ছেনি-কাটা (Punch-marked) মুদ্রা দ্বারা স্থির করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার মতে ঐ স্থানের প্রাচীন নাম তাম্রবতীনগরী।

উপরে যে সকল নাম উদ্ধৃত করিলাম, ঐ সকল স্থানে এমন কোন কথা অথবা আনুসঙ্গিক এমন কোন প্রমাণ পাইলাম না, যদ্দ্বারা নাগরাক্ষরের উৎপত্তিস্থান স্থির করিতে পারি।

উপরোক্ত কয়েকটী ব্যতীত বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর আহ্মদনগর জেলার মধ্যে নগর নামে একটী বিস্তীর্ণ বিভাগ আছে। ইহার ভূপরিমাণ ৬১৯ বর্গ মাইল *। এখানে নাগর নামে এক শ্রেণীর ব্রাহ্মণেরও বাস আছে। এখানকার স্থানীয় লোকেরা আহ্মদনগরকে কেবল নগর বলিয়াও জানে। তাহারা বলে, সুলতান আহ্মদ কর্ত্তৃক ১৪১১ খৃঃ অব্দে আহ্মদনগর স্থাপিত হইবার পূর্ব্বেও এই স্থান নগর নামে খ্যাত ছিল। এখানকার নাগর ব্রাহ্মণেরা স্কন্দ-পুরাণের নাগরখণ্ডকেই আপনাদের প্রধান পরিচায়ক গ্রন্থ বলিয়া উল্লেখ করিয়া থাকেন। নাগরখণ্ডে লিখিত আছে, সরস্বতীনদীতীরবর্ত্তী হাটকেশ্বরক্ষেত্রের অপর নাম নগর। নগর-বিভাগের নাগর ব্রাহ্মণেরা বলিয়া থাকেন যে, উক্ত বিভাগের মধ্যে সরস্বতী নদীতীরে শ্রীগুণ্ডী নগরে যে প্রাচীন হাটকেশ্বর মন্দির আছে, তাহাই নগরখণ্ডবর্ণিত হাটকেশ্বর, ইহার ক্ষেত্রবিস্তার পঞ্চক্রোশ। এক সময়ে নগর বা আহ্মদনগর এই বিস্তৃত ক্ষেত্রের অন্তর্গত ছিল। নাগরখণ্ডে যে বহুসংখ্যক তীর্থের উল্লেখ আছে, তাহা উক্ত নগরবিভাগের মধ্যেই ছিল। মুসলমান রাজগণের দারুণ অত্যাচারে তাহার অধিকাংশই বিধ্বস্ত ও বিলুপ্ত হইয়াছে। এখন সিদ্ধেশ্বর, নাগনাথ, হাটকেশ্বর প্রভৃতি অল্প মন্দিরই বিদ্যমান আছে।

উক্ত নগরবিভাগ ও তত্রত্য ব্রাহ্মণদিগের মুখের কথা বিশ্বাস করিলে বলিতে হয়, এই স্থানই নাগরখণ্ডোক্ত প্রাচীন নগরক্ষেত্র এবং এখান হইতে নাগর ব্রাহ্মণ ও নাগরাক্ষরের নামকরণ হইয়াছে। কিন্তু হাটকেশ্বরের পাণ্ডারা নাম জাহির করিবার জন্য ঐ রূপ ক্ষেত্রমাহাত্ম্য প্রকাশ করিলেও বর্ত্তমান শ্রীগুণ্ডী নগরের হাটকেশ্বর নাগরখণ্ডোক্ত

* Bombay Gazetteer, Vol. XVII, P. 608.

প্রাচীন হাটকেশ্বর নহে। পূর্ব্বতন হাটকেশ্বরক্ষেত্র স্থাপিত হইবার অনেক পরে উক্ত মন্দির নির্ম্মিত হয়। নাগরখণ্ডের এক স্থানে লিখিত আছে যে, চম্পশর্ম্মা নামে এক নাগর ব্রাহ্মণ পুষ্প নামে এক ব্যক্তির দান গ্রহণ করিয়াছিলেন বলিয়া সমাজচ্যুত হন। তিনি জাতি বন্ধু কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হইয়া নগর পরিত্যাগ পূর্ব্বক সরস্বতী নদীর দক্ষিণ তীরে গিয়া বাস করেন। তাঁহার বংশধরেরা বাহ্যনগর নামে খ্যাত হন। সেই বাহ্য নাগরেরাই বর্ত্তমান নগরবিভাগের অন্তর্গত শ্রীগুণ্ডী * নামক নগরে পূর্ব্বতন হাটকেশ্বরক্ষেত্রের আদর্শে সরস্বতী নদীর দক্ষিণকূলে হাটকেশ্বরাদি স্থাপন করেন ও বর্ত্তমান আহ্মদনগরকেই প্রাচীন নগর বলিয়া কল্পনা করিয়া থাকেন। নাগরখণ্ডের মতে, নগরক্ষেত্র পঞ্চক্রোশী হাটকেশ্বর ক্ষেত্রের অন্তর্গত এবং সরস্বতী নদীর উত্তরকূলে অবস্থিত, কিন্তু বর্ত্তমান আহ্মদনগর শ্রীগুণ্ডী হইতে ৫ ক্রোশ অপেক্ষা বহু দূরে অবস্থিত। আহ্মদনগরের নিকট সরস্বতী নদীও প্রবাহিত নাই। এরূপ স্থলে নগরবিভাগের অন্তর্গত আহ্মদনগর নাগর ব্রাহ্মণের আদিনিবাস নগরক্ষেত্র বলিয়া গ্রহণ করিতে পারিলাম না। এখান হইতে নাগরাক্ষরের উৎপত্তি সম্বন্ধেও কোন প্রবাদ প্রচলিত নাই।

তবে প্রকৃত নাগরোৎপত্তি-স্থান কোথায়?

গুজরাট হইতে আমার এক বিচক্ষণ বন্ধু লিখিয়াছেন, যে গুজরাটের নাগর পণ্ডিতেরা বলিয়া থাকেন, নাগরী অক্ষর তাঁহাদের পূর্ব্বপুরুষগণের উদ্ভাবিত।

গুজরাটে এখনও বহুসংখ্যক নাগর ব্রাহ্মণের বাস আছে। তাঁহারাই আপনাদিগকে অপর সকল ব্রাহ্মণ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলিয়া জ্ঞান করেন। এমন কি, তাঁহারা অপর কোন শ্রেণীর ব্রাহ্মণের অন্নজল গ্রহণ করেন না। গুজরাটের হিন্দুরাজগণ অতি প্রাচীন কাল হইতে এখনও পর্য্যন্ত এই নাগর ব্রাহ্মণদিগকে অতিশয় ভক্তি করিয়া আসিতেছেন। মন্ত্রিত্ব প্রভৃতি সকল প্রধান রাজকীয় কার্য্যে নাগর ব্রাহ্মণের পুরুষানুক্রমে অধিকার লক্ষিত হয়। এই ব্রাহ্মণেরাও স্কন্দপুরাণের নাগরখণ্ডকেই আপনাদিগের প্রধান পরিচায়ক ধর্ম্মগ্রন্থ বলিয়া স্বীকার করিয়া থাকেন।

নাগর ব্রাহ্মণের উৎপত্তি সম্বন্ধে নাগরখণ্ডে এইরূপ লিখিত আছে,—আনর্ত্তাধিপ চমৎকার কুষ্ঠরোগে আক্রান্ত হন। তিনি কোনক্রমে এই রোগ হইতে মুক্তিলাভ করিতে না পারিয়া, জীবনে হতাশ হইলেন। এক দিন তিনি বিশ্বামিত্রের আশ্রমে আসিয়া তাঁহার দুরবস্থার কথা জানাইলেন। আশ্রমবাসী মুনিগণ রাজার কাতরোক্তিতে দয়ার্দ্র চিত্ত হইয়া তাঁহাকে শঙ্খতীর্থে স্নান করিতে বলেন। তিনি শঙ্খতীর্থে স্নান করিয়া কুষ্ঠরোগ হইতে মুক্ত হইলেন। তখন সেই শঙ্খতীর্থের নিকট চমৎকারপুর নামে এক ক্রোশ বিস্তৃত এক নগর নির্ম্মাণ করিলেন। এখানে বিবিধ সুরম্য হর্ম্ম্য নির্ম্মাণ করিয়া বেদবিৎ কুলীন ও ধার্ম্মিক ব্রাহ্মণদিগকে আনাইয়া বসতি করাইলেন। কিছুকাল পরে তাঁহাদের মধ্যে চিত্রশর্ম্মা নামে

* List of Antiquarian Remains in the Bombay Presidency, by J. Burgess, p. 107.

এক বেদবিৎ ব্রাহ্মণ জন্মগ্রহণ করেন। তিনি তপস্যাদি দ্বারা দেবাদিদেবকে সন্তোষিত করিলেন। মহাদেব তাঁহার মানোবাঞ্ছা পূর্ণ করিবার জন্য পাতালস্থ হাটকেশ্বর মূর্ত্তিতে আবির্ভূত হইলেন। নানা দেশ বিদেশ হইতে যাত্রিগণ সেই অনুপম হাটকেশ্বর লিঙ্গ দেখিতে আসিলেন। চমৎকারপুরবাসী অপরাপর ব্রাহ্মণগণ ভাবিলেন, চিত্রশর্ম্মার আর আমাদের মধ্যে কিছুমাত্র প্রভেদ নাই। সে চিরস্থায়ী কীর্ত্তি স্থাপন করিয়া সাধারণের পূজ্য হইল, আমরাই বা কেন না হইব? সকলে এইরূপ চিন্তা করিয়া ঘোরতর তপস্যা আরম্ভ করিলেন। মহাদেব সন্তুষ্ট হইয়া দেখা দিলেন। তখন চমৎকারপুরবাসী ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে ৬৮টী গোত্র ছিল। মহাদেব সেই ব্রাহ্মণদিগকে কহিলেন, সর্ব্বশুদ্ধ ৬৮টী শৈব ক্ষেত্র আছে, আমি ৬৮ ভাগে বিভক্ত হইয়া সেই স্থানে অবস্থান করি। এখন তোমাদের অভীষ্ট সিদ্ধির জন্য ৬৮ মূর্ত্তিতে এই ক্ষেত্রে আবির্ভূত হইব। তদনুসারে এখানে ৬৮টী দেবপ্রাসাদ নির্ম্মিত হইল এবং এক এক গোত্র এক এক দেবের সেবায় নিযুক্ত হইলেন। (নাগরখণ্ডে ১০৬ ও ১০৭ অধ্যায়।)

কোন সময়ে আনর্ত্তাধিপতি জানিতে পারিলেন যে, তাঁহার পুত্রের গ্রহবৈগুণ্যে তদীয় চিরশান্তিময়, সমৃদ্ধিশালী রাজ্য মধ্যে মহাবিঘ্ন উপস্থিত হইবে, তিনি প্রধান প্রধান দৈবজ্ঞদিগকে ডাকাইয়া পাঠাইলেন। তাঁহারা সকলেই উপযুক্ত ব্রাহ্মণ দ্বারা শান্তি করাইতে পরামর্শ দিলেন। আনর্ত্তরাজ পূর্ব্বেই চমৎকারপুরে সুন্দর সৌধাবলী নির্ম্মাণ করিয়া ৬৮ গোত্রজ ব্রাহ্মণকে স্থাপন করিয়াছিলেন। এখন তিনি দৈবজ্ঞের পরামর্শ গ্রহণপূর্ব্বক চমৎকারপুরে আসিয়া সেই ব্রাহ্মণগণকে তাঁহার ভাবী পুত্রের মঙ্গলের জন্য শান্তি স্বস্ত্যয়ন করিতে অনুরোধ করিলেন। তখন ১৬ জন ব্রাহ্মণ শান্তি ও হোম কার্য্যে নিযুক্ত হইলেন। এদিকে যাগ যজ্ঞ হইতে লাগিল, ওদিকে আনর্ত্তরাজের রাজধানীতেও রাজপুত্রের জন্মোৎসব উপলক্ষে মহা ধুমধাম পড়িয়া গেল। কিন্তু সেই আমোদ প্রমোদে আবার নিরানন্দ দেখা দিল। রাজপুত্রের গ্রহদোষে রাজার রাজ্য গজবাজি-যান-বাহনাদি সমস্তই ক্ষয় হইতে লাগিল। তাহাতে চমৎকারপুরের বিপ্রগণ অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিলেন। তাঁহারা ভাবিলেন, আমরা প্রতি মাসে ১৬ জনে মিলিয়া যথাবিধি হোমাদি করিতেছি, কিন্তু তাহার কোন ফল দেখিতেছি না। অতএব আমরা অগ্নিদেবকে নিশ্চয়ই অভিশাপ প্রদান করিব। তখন অগ্নিদেব দেখা দিয়া তাঁহাদিগকে বলিলেন, "ব্রাহ্মণগণ! বৃথা রোষবশে আমাকে অভিসম্পাত করিও না। মাসে মাসে যে ১৬ জন হোম করিয়া থাকে, তাহাদের মধ্যে ত্রিজাত নামক এক ব্রাহ্মণের দোষে সকল দ্রব্যই নষ্ট হইয়া যায়, সেই জন্যই সূর্য্যাদি গ্রহগণ আপনাদের প্রদত্ত দ্রব্য গ্রহণ করেন না, সেই জন্যই রাজ্য মধ্যে রোগ, শোক এত বৃদ্ধি হইয়াছে। সেই ব্রাহ্মণাধমকে পরিত্যাগ করিয়া হোম কর। তাহা হইলে রাজা আরোগ্য ও পুত্রাদি লাভ করিবেন এবং তাঁহার শত্রুগণের নিপাত হইবে।" তখন ব্রাহ্মণগণ লজ্জিত হইয়া বলিলেন, "কিরূপে জানিব যে, আমাদের মধ্যে এক ব্যক্তি হোমদ্রব্য দূষিত করি-

তেছে?” অগ্নি কহিলেন, হোমকুণ্ডে আমার স্বেদ জলে স্নান করিয়া সকলে পরিশুদ্ধ হও, স্নানের পর যাহার গাত্রে বিস্ফোটক উৎপন্ন হইবে, জানিবে, তাহা হইতে দ্রব্য নষ্ট হইয়াছে।” অগ্নির কথামত একে একে সেই ১৬ জন ব্রাহ্মণ হোমকুণ্ডে নামিয়া স্নান করিলেন। কেবল ত্রিজাতের গায়ে বিস্ফোটক জন্মিল। তখন ত্রিজাত লজ্জায় আর মুখ তুলিতে পারিলেন না। নিতান্ত দুঃখে খেদে ও লজ্জায় বনবাসী হইলেন। ত্রিজাত বাস্তবিক এক জন বেদবিৎ মহাপণ্ডিত। মাতৃদোষে তাঁহার এই দুর্দ্দশা ঘটিয়াছিল। তিনি আপনার অবস্থা বুঝিতে পারিয়া নির্জ্জন বনভূমিতে কঠোর তপস্যা আরম্ভ করিলেন।

মহাদেব সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে দেখা দিলেন। ত্রিজাত তাঁহার চরণে পতিত হইয়া কহিলেন, “দেবাদিদেব! আমি মাতৃদোষে চমৎকারপুরবাসী ব্রাহ্মণগণ ও আনর্ত্তরাজের :নিকট সবিশেষ লজ্জিত হইয়াছি। যাহাতে আমি সকল ব্রাহ্মণের মধ্যে শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করিতে পারি, আপনি তাহার উপায় করুন।” মহাদেব কহিলেন, “কিছু কাল অপেক্ষা কর, শীঘ্রই তোমার অভীষ্ট পূর্ণ হইবে।” এই বলিয়া দেবাদিদেব অন্তর্হিত হইলেন। এদিকে চমৎকারপুরে মহাবিভ্রাট্ উপস্থিত! মৌদ্গল্য গোত্রজ দেবরাজের পুত্র ক্রথ নামে এক ব্রাহ্মণ অপর ব্রাহ্মণগণের সহিত নাগপঞ্চমীর দিন নাগতীর্থে স্নান করিতে গিয়া, সামান্য জলসর্প ভাবিয়া লগুড়াঘাতে নাগকুমার রুদ্রমালের প্রাণবধ করিল। তাহাতে নাগরাজের আদেশে বিষধরগণ চমৎকারপুরে দলে দলে উপস্থিত হইল। বিষধরের বিষম উৎপাতে আবাল বৃদ্ধ-বনিতা, সকলেই গৃহ ছাড়িয়া পলায়ন করিতে লাগিল। শত শত ব্রাহ্মণ সর্পদংশনে জীবন বিসর্জ্জন করিলেন। তখন কতকগুলি ব্রাহ্মণ অতিশয় ভীত হইয়া যে বনে ত্রিজাত অবস্থান করিতেছিলেন, সেই বনে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহাদের দুঃখের কথা শুনিয়া ত্রিজাত কহিলেন, “তোমাদের কোন ভয় নাই।” তিনি আবার দেবাদিদেবের ধ্যানে নিমগ্ন হইলেন। মহাদেব দেখা দিয়া বলিলেন, ‘তোমাকে এক সিদ্ধ মন্ত্র প্রদান করিতেছি, এই মন্ত্র উচ্চারণ করিলেই মহাবিষধরও বিষহীন হইয়া পড়িবে।’

মন্ত্রটী এই—

“গরং বিষমিতি প্রোক্তং ন তত্রাস্তি চ সাম্প্রতম্।
মৎপ্রসাদাত্ত্বয়াহেতদুচ্চার্য্যং ব্রাহ্মণোত্তম॥
নগরং নগরং চৈতৎ শ্রুত্বা যে পন্নগাধমাঃ।
তত্র স্থাস্যন্তি তে বধ্যা ভবিষ্যন্তি যথাসুখম্॥
অদ্য প্রভৃতি তৎস্থানং নগরাখ্যং ধরাতলে।
ভবিষ্যতি সুবিখ্যাতং তবকীর্ত্তিবিবর্দ্ধনম্।
তথান্যোঽপি চ যো বিপ্রো নাগরঃ শুদ্ধবংশজঃ।
নগরাখ্যেন মন্ত্রেন অভিমন্ত্র্য ত্রিধা জলম্॥

প্রাণিনং কালসংদৃষ্টমপি মৃত্যুবশং গতং।
প্রকরিষ্যতি জীবন্তং প্রক্ষিপ্য বদনে স্বয়ম্॥”

(নাগরখণ্ড ১০৭।৭৮—৮২)

‘গরশব্দে বিষকে বুঝায়, কিন্তু অধুনা সেই স্থানে বিষ নাই। আমার অনুগ্রহে তোমার উচ্চারিত “নগরং নগরং” (বিষ নাই) এই কথা শুনিয়া যে পন্নগাধম, সেই থানে থাকিবে, স্বচ্ছন্দে তাহাকে মারিতে পারিবে। ধরাতলে আজ হইতে তোমার কীর্ত্তিবর্দ্ধক এই স্থান “নগর” নামে বিখ্যাত হইবে। অন্য যে কোন বিশুদ্ধ নাগর ব্রাহ্মণ এই নগর মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া তিন বার জল লইয়া মৃত্যু মুখে পতিত প্রাণীর মুখে প্রদান করিলে সে নিশ্চয়ই জীবন লাভ করিবে। এই মন্ত্র উচ্চারণ বা স্মরণ করিলে স্থাবর জঙ্গম কৃত্রিমাদি সকল বিষই নষ্ট হয়।’ এই বলিয়া ভগবান্ অদৃশ্য হইলেন। ত্রিজাত সেই ব্রাহ্মণদিগকে সঙ্গে করিয়া চমৎকারপুরে আগমন করিলেন। সকলে মিলিয়া উচ্চৈঃস্বরে “নগরং নগরং” শব্দ করিতে লাগিলেন। সিদ্ধমন্ত্র শুনিয়া চমৎকারপুরস্থ আশীবিষগণ নির্ব্বিষ হইয়া পড়িল। কে কোথায় পলাইবে। সহস্র সহস্র সর্প বিনষ্ট হইল। এখন এজাতের সম্মান দেখে কে? যে এক দিন লজ্জাবনতমুখে মনঃকষ্টে দেশ ছাড়িয়া চলিয়া গিয়াছিল, আজ তাঁহার হৃদয়ে আনন্দের স্রোত প্রবাহিত! আজ তাঁহা হইতেই চমৎকারপুর “নগর” নামে প্রসিদ্ধি লাভ করিল এবং তত্রত্য ব্রাহ্মণেরা নাগর নামে খ্যাত হইল।

নাগরখণ্ডের মতে—নগরের পূর্ব্বনাম চমৎকারপুর। রাজা চমৎকার এখানে বহুতর সৌধ নির্ম্মাণ করিয়া ব্রাহ্মণগণকে স্থাপিত করায় তাঁহার নামানুসারে চমৎকারপুর নাম হয়। এই স্থানের অপর নাম হাটকেশ্বর ক্ষেত্র; আনর্ত্ত দেশের নৈঋত কোণে হাটকেশ্বর অবস্থিত। এই পুণ্যধাম পঞ্চক্রোশ বিস্তৃত (২) ইহার পূর্ব্বসীমা গয়াশীর্ষ, পশ্চিমে বিষ্ণুপদ এবং দক্ষিণোত্তরভাগে গোকর্ণেশ্বর (৩)।

---

(২) “অস্মিন্ নৈঋত দিগ্ভাগে দেশে চানর্ত্তসংজ্ঞিকম্।
তত্রাদ্য স্থাপিতং লিঙ্গং হাটকেন সুরোত্তমৈঃ।
এতৎ সংকীর্ত্ত্যতে লোকে পাতালে হাটকেশ্বরম্।”

(নাগরখণ্ড ৪।৫১—৫২)।

(৩) “পঞ্চক্রোশপ্রমাণেন ক্ষেত্রং ব্রাহ্মণসত্তমাঃ।
আয়ামব্যাসতশ্চৈব চমৎকারপুরোদ্ভবম্॥
প্রাচ্যাং তস্যাং গয়াশীর্ষং পশ্চিমেন হরেঃপদম্।
দক্ষিণোত্তরয়োশ্চৈব গোকর্ণেশ্বরসংজ্ঞিতৌ।
হাটকেশ্বরসংজ্ঞন্তু পূর্ব্বমাসীদ্দ্বিজোত্তমাঃ।
তৎক্ষেত্রে প্রথিতং লোকে সর্ব্বপাতকনাশনম্॥
যতঃ প্রভৃতি বিপ্রেভ্যো দত্তং তেন মহাত্মনা।
চমৎকারেণ তৎস্থানং নাম্না খ্যাতিং ততোগতম্॥” (নাগরখণ্ড ১৬।৩—৬)।

নাগর খণ্ডের আর এক স্থানে লিখিত আছে—উক্ত ক্ষেত্র পঞ্চক্রোশ হইলেও নগরের আয়তন এক ক্রোশ মাত্র (৪)। উক্ত পঞ্চক্রোশী হাটকেশ্বরের মধ্যে অচলেশ্বর, গোকর্ণেশ্বর, গয়াশীর্ষ, মার্কণ্ডেয়েশ্বর, চিত্রেশ্বর, ধুন্ধুমারেশ্বর, যযাতীশ্বর, আনন্দেশ্বর, কলনেশ্বর, কপিলেশ্বর, আনর্ত্তেশ্বর, শূদ্রকেশ্বর, অজপালীশ্বর, বাণেশ্বর, লক্ষ্মণেশ্বর, ত্রিজাতেশ্বর, অম্বারেবতী, কেদারেশ্বর, বৃষভনাথ, সত্যসন্ধেশ্বর, অটেশ্বর, ধর্ম্মরাজেশ্বর, মিষ্টান্নদেশ্বর, চিত্রাঙ্গদেশ্বর, অমরকেশ্বর, রটেশ্বর, মকরেশ্বর, কালেশ্বর, পুষ্পাদিত্য প্রভৃতি দেবমন্দির এবং পাতালগঙ্গা, গঙ্গাযমুনা, প্রাচী সরস্বতী, নাগতীর্থ, শঙ্খতীর্থ, মৃগতীর্থ, লিঙ্গভেদোদ্ভবতীর্থ, রুদ্রাবর্ত্ত, রামহ্রদ, চক্রতীর্থ, মাতৃতীর্থ, মুধারতীর্থ প্রভৃতি শত শত তীর্থ আছে।

নাগরখণ্ডের মতে—

"নৈমিষাঞ্চৈব কেদারং পুষ্করং ভূমিজাঙ্গলম্।
বারাণসী কুরুক্ষেত্রং প্রভাসং হাটকেশ্বরম্॥
অষ্টাবেতেষু যঃ স্নাতঃ সম্যক্ শ্রদ্ধাসমন্বিতঃ।
স স্নাতঃ সর্ব্বতীর্থেষু সত্যমেতন্ময়োদিতম্॥
অষ্টানামপি দেবেশি ক্ষেত্রাণামস্তি চোত্তমম্।
এতেষামপি তৎক্ষেত্রং হাটকেশ্বরসংজ্ঞিতম্॥
যত্র সর্ব্বাণি ক্ষেত্রাণি সংস্থিতানি মমাজ্ঞয়া।
তথা তানি চ তীর্থাণি কলিকালেঽপি সংস্থিতে॥
তস্মাৎ সর্ব্বপ্রযত্নেন তৎক্ষেত্রং সেব্যমেবহি।
মানুষৈর্মোক্ষমিচ্ছদ্ভিঃ সত্যমেতন্ময়োদিতম্॥"

(নাগর ১০৩।৪—১০)

(মহাদেব দেবীকে বলিতেছেন)

নৈমিষারণ্য, কেদারনাথ, পুষ্কর, ভূমিজাঙ্গল, বারাণসী, কুরুক্ষেত্র, প্রভাস ও হাটকেশ্বর, এই আটটী সর্ব্বপ্রধান পুণ্যক্ষেত্রে শ্রদ্ধাপ্রযুক্ত হইয়া যে স্নান করে, তাহার সর্ব্বতীর্থস্নানের ফল লাভ হয়। এই আটটী ক্ষেত্রের মধ্যে হাটকেশ্বরনামক ক্ষেত্রই সর্ব্বপ্রধান। এখানে আমার আজ্ঞায় সকলতীর্থই অধিষ্ঠিত। কলিকালে মুমুক্ষু ব্যক্তি মাত্রেরই সর্ব্বতীর্থ-বেষ্টিত সেই হাটকেশ্বর ক্ষেত্র সর্ব্বতোভাবে সেবনীয়।

উইল্‌সন্ সাহেব তাঁহার ভারতীয় জাতিতত্ত্ব (Indian caste) নামক গ্রন্থে লিখিয়াছেন,—

"নাগর শব্দ পুরবাচক নগর শব্দের বিশেষণরূপ। নাগর বলিলে গুজরাটের প্রধান ছয়

---

(৪) "নগরং কল্পয়ামাস তত্র স্থানে মহত্তমম্।
প্রাকারেণ সুতুঙ্গেন পরিখার্দ্ধেন সর্ব্বতঃ।
আয়াম ব্যাসতশ্চৈব ক্রোশমাত্রং মনোহরম্।"

(নাগরখণ্ড ১১।৬৩—৬৪)।

শ্রেণীকে বুঝায়। উক্ত প্রদেশের উত্তরপূর্ব্ব ভাগস্থ কোন কোন নগর হইতে তাঁহাদের নামকরণ হইয়াছে (৫)।

পূর্ব্বেই দেখাইয়াছি, নাগরখণ্ডের মতে ত্রিজাতকর্ত্তৃক হাটকেশ্বরের ক্ষেত্র বিষধরহীন হইলে উহার নাম নগর হয়। তৎকর্ত্তৃক সমানীত ব্রাহ্মণগণ ঐ নগরে বাস হেতুই নাগর নামে খ্যাত হইয়াছিল (৬)।

গুজরাটের নাগর ব্রাহ্মণেরা বলিয়া থাকেন যে, আনন্দপুর বা বর্ত্তমান বড়নগর নামক স্থানই তাঁহাদের আদিনিবাস। গুজরাটের অন্তর্গত কড়িজেলার মধ্যে ঐ স্থান অবস্থিত। এখন উহা বরদার গাইকবাড়-রাজের অধিকারভুক্ত। কোন কোন পুরাবিৎ আনন্দপুর নামেও উহার উল্লেখ করিয়াছেন (৭)। বোধ হয়, সমাজচ্যুত বাহ্য নাগরগণ উক্ত নগরক্ষেত্রের নামানুসারে স্বতন্ত্র নগর পত্তন করিলে (৮) আনন্দপুরবাসী নাগরগণ আপনাদের নিবাসভূমি পৃথক্ বুঝাইবার জন্য উহা বড়নগর নামে অভিহিত করিয়াছিলেন।

বর্ত্তমান বড়নগরে এখনও প্রসিদ্ধ হাটকেশ্বর মন্দির বিরাজমান, এখনও এখানকার নাগর ব্রাহ্মণেরা তাঁহাদের অধিপতি গাইকবাড়ের মঙ্গলের জন্য শান্তি পাঠ করিয়া থাকেন। এখনও পশ্চিম ভারতের সহস্র সহস্র যাত্রী এখানে আগমন করিয়া থাকেন। কিন্তু বড়ই আশ্চর্য্যের বিষয়, বঙ্গের অনেকেই হাটকেশ্বরের নাম পর্য্যন্ত শ্রবণ করেন নাই।

বড়নগর ও উহার চারি দিকে পঞ্চক্রোশের মধ্যে নাগরখণ্ডবর্ণিত পূর্ব্বোক্ত দেবমন্দির ও তীর্থগুলি এখনও বিদ্যমান (৯)। এখানকার স্বরস্বতীনদী স্থানীয় লোকের নিকট গঙ্গার ন্যায় পুণ্যপ্রদা। যে রুদ্রমাল নামক নাগকুমারের হত্যাপ্রযুক্ত পূর্ব্বতন ব্রাহ্মণগণ গৃহত্যাগী হইয়াছিলেন, এই পঞ্চক্রোশী হাটকেশ্বর ক্ষেত্রের মধ্যে সিদ্ধপুর নামক স্থানে সরস্বতীনদী তীরে সেই রুদ্রমালের মন্দিরের ভগ্নাবশেষ আজও দর্শকবৃন্দের নয়ন আকর্ষণ করিয়া থাকে। নাগর ব্রাহ্মণেরা বলিয়া থাকেন, এমন এক সময় ছিল, যখন ভারতের সকল স্থান হইতে লক্ষ

---

(৫) "The word Nagar is the adjective form of *Nagar*, a city. It is applied to several (six) principal castes of Brahmans in Gujarat, getting their designations respectively from certain towns in the north eastern portion of that province."

(Wilson's Indian castes, Vol II., p. 96.)

(৬) নাগর খণ্ডে লিখিত আছে, ত্রিজাতের আগমনের পূর্ব্বে নাগের উৎপাতে হাটকেশ্বর ক্ষেত্র জনশূন্য হইয়াছিল। তিনি আবার নানাস্থান হইতে ৬৪ গোত্র ব্রাহ্মণ অনিয়া স্থাপন করেন।

(নাগরখণ্ড১০৮ অঃ)।

(৭) Epigraphia Indica, Vol, I., p. 295.

(৮) নাগরখণ্ডেও লিখিত আছে, সমাজচ্যুত চণ্ডশর্ম্মা ও তাঁহার সহচর সরস্বতী নদীর দক্ষিণকূলে নগরেশ্বর ও নগরাদিত্য নামে মূর্ত্তি স্থাপন করেন। (নাগরখণ্ড ১৪৫ অঃ) এরূপ স্থলে বাহ্য নাগরেরা যে, এখানেও নগর নামে একটী পুর স্থাপন করিয়াছিলেন, তাহা অসম্ভব নহে।

(৯) See Campbell's Bombay Gazetteer, Vol VII, and Lists of the Antiquarian Remains in the Bombay Presidency by J. Burgess, p. 169.

লক্ষ তীর্থযাত্রী নগর বা হাটকেশ্বর ক্ষেত্রে আগমন করিত। এখানকার পাণ্ডাগণের অনুচরেরা ভারতের সর্ব্বত্রই যাত্রীর অনুসন্ধানে ঘুরিয়া বেড়াইত। বাস্তবিক এখনও দাক্ষিণাত্যের নানাস্থানে নাগর ব্রাহ্মণ দেখা যায়। তাঁহারা এখনও কেবল নাগরাক্ষরেই সমস্ত ধর্ম্ম পুস্তকাদি লিখিয়া থাকেন। এমন কি সুদূর দ্রাবিড় ও কর্ণাট অঞ্চলে—যেখানে অপর কোন জাতি নাগরাক্ষর ব্যবহার করে না,—তথায় এই নাগর ব্রাহ্মণেরা বহুশতাব্দী বাস করিয়া মাতৃভাষা পরিত্যাগ করিয়াছেন বটে; কিন্তু তাঁহাদের জাতীয় নাগরাক্ষর এখনও পরিত্যাগ করিতে পারেন নাই। এখনও তাঁহারা নাগরাক্ষর ব্যবহার করিয়া থাকেন। প্রসিদ্ধ হাডলষ্টনষ্টোক সাহেব বিজয়নগর ও আনগুণ্ডীর নিকটবর্ত্তী নাগর ব্রাহ্মণদিগের সম্বন্ধে লিখিয়াছেন, "বিজয়নগর ও আনগুণ্ডী রাজগণের প্রাধান্যকালে তাঁহারা এ অঞ্চলে আসিয়া বাস করেন, তাঁহারা কনাড়ী ভাষায় কথা কহেন, কিন্তু পুস্তকাদি লিখিবার সময় কেবল নাগরী অক্ষরই ব্যবহার করিয়া থাকেন" (১০)।

পূর্ব্বে যাহা লিখিয়াছি, মনোযোগ পূর্ব্বক তাহা আদ্যোপান্ত পাঠ করিলে নিঃসন্দেহ স্থির হইবে, ত্রিজাত কর্ত্তৃক আনীত ব্রাহ্মণগণ নগর নামক পুরে বাস নিবন্ধন নাগর (১১) নামে বিখ্যাত হন। তাঁহাদের ব্যবহৃত ভাষা নাগর এবং অক্ষর নাগর বা নাগরী নামে প্রচলিত হয়। তাঁহাদের সহিত যে নাগরাক্ষরের বিশেষ সংশ্রব আছে, তাহা বহু দিন হইতে বিদেশবাসী নাগরগণের ব্যবহৃত অক্ষরই প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

নগরনামক পুরবাসী নাগর ব্রাহ্মণগণ ধর্ম্মপরায়ণ প্রাচীন হিন্দুরাজগণের সময়ে গুজরাটের সর্ব্বত্র বিস্তৃত হইয়া পড়েন। তাঁহাদের মধ্যে অনেকে সোমনাথপত্তনে গিয়া বাস করেন। প্রভাস বা সোমনাথপত্তনের আর একটী প্রাচীন নাম দেবনগর। এই দেবনগরবাসী নাগর ব্রাহ্মণেরা যে অক্ষরে আপনাদের ধর্ম্ম গ্রন্থাদি লিপিবদ্ধ করেন, বোধ হয়, পরবর্ত্তী কালে তাহাই দেবনাগরী নামে খ্যাত হয়।

নাগরাক্ষর কত দিনের?

কত দিন হইতে নাগরাক্ষর উদ্ভাবিত হইয়াছে, তাহা স্থির করা অতি কঠিন। এ দেশের ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণের বিশ্বাস, যে দিন হইতে লিখিবার প্রণালীর সৃষ্টি হইয়াছে সেই দিন হইতেই নাগরাক্ষরের উৎপত্তিনির্ণয় করিতে হইবে। উদয়পুরবাসী প্রাচীন লিপিমালা-প্রণেতা পণ্ডিত গৌরীশঙ্করও এই মত প্রকাশ করিয়াছেন, কিন্তু আমার সামান্য বিবেচনায় উক্ত পণ্ডিতগণের কথা সমাচীন বলিয়া গ্রহণ করা যায় না।

---

(১০) Indian Antiquary. 1874. p. 230.

(১১) নাগর ব্রাহ্মণেরা এখনও অপর সকল ব্রাহ্মণ অপেক্ষা আপনাদের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদনের জন্য এই শ্লোকটীর আবৃত্তি করিয়া থাকেন,—

"শ্রেষ্ঠা গাবঃ পশূনাঞ্চ যথা পদ্মসমুদ্ভব।
বিপ্রাণামিহ সর্ব্বেষাং তথা শ্রেষ্ঠা হি নাগরাঃ।" (নাগরখণ্ড ১৬৯।১৫)।

যে সকল প্রাচীন গ্রন্থে ভারতীয় প্রাচীন লিপিসমূহের নামোল্লেখ আছে, সে সকল গ্রন্থে নাগরী লিপির আদৌ উল্লেখ নাই। উদাহরণ স্বরূপ এখানে কয়েকটি প্রমাণ উদ্ধৃত করিতেছি—

প্রাচীনতম বৌদ্ধগ্রন্থ ললিতবিস্তরে লিখিত আছে, বিশ্বামিত্র দারকাচার্য্য সিদ্ধার্থকে লিপি শিখাইতে আসিলে বুদ্ধদেব শিক্ষার পূর্ব্বেই গুরুর নিকট এই ৬৪ প্রকার লিপির পরিচয় দিয়াছিলেন—যথা ১ ব্রাহ্মী, ২ খরোষ্টী, ৩ পুষ্করসারী, ৪ অঙ্গলিপি, ৫ বঙ্গলিপি, ৬ মগধলিপি, ৭ মাঙ্গল্যলিপি, ৮ মনুষ্যলিপি, ৯ অঙ্গুলীয়লিপি, ১০ শকারিলিপি, ১১ ব্রহ্মবল্লীলিপি, ১২ দ্রাবিড়লিপি, ১৩ কিনারিলিপি, ১৪ দক্ষিণলিপি, ১৫ উগ্রলিপি, ১৬ সংখ্যালিপি, ১৭ অনুলোমলিপি, ১৮ দরদলিপি, ১৯ খাস্যলিপি, ২০ চীনলিপি, ২১ হূণলিপি, ২২ মধ্যাক্ষরবিস্তরলিপি, ২৩ পুষ্পলিপি, ২৪ দেবলিপি, ২৫ নাগলিপি, ২৬ যক্ষলিপি, ২৭ গন্ধর্ব্বলিপি, ২৮ কিন্নরলিপি, ২৯ মহোরগলিপি, ৩০ অসুরলিপি, ৩১ গরুড়লিপি, ৩২ মৃগচক্র-লিপি, ৩৩ চক্রলিপি, ৩৪ বায়ুমরুল্লিপি, ৩৫ ভৌমদেবলিপি, ৩৬ অন্তরীক্ষদেবলিপি, ৩৭ উত্তরকুরুদ্বীপলিপি, ৩৮ অপরগৌড়লিপি, ২৯ পূর্ব্ববিদেহলিপি, ৪০ উৎক্ষেপলিপি, ৪১ নিক্ষেপলিপি, ৪২ বিক্ষেপলিপি, ৪৩ প্রক্ষেপলিপি, ৪৪ সাগরলিপি, ৪৫ বজ্রলিপি, ৪৬ লেখ প্রলিলেখলিপি, ৪৭ অনুদ্রুতলিপি, ৪৮ শাস্ত্রাবর্ত্তলিপি, ৪৯ গণণাবর্ত্তলিপি, ৫০ উৎক্ষেপাবর্ত্ত-লিপি, ৫১ নিক্ষেপাবর্ত্তলিপি, ৫২ পাদলিখিতলিপি, ৫৩ দ্বিরুত্তরপদসন্ধিলিপি, ৫৪ দশোত্তর-পদসন্ধিলিপি, ৫৫ অধ্যাহারিণিলিপি, ৫৬ সর্ব্বরুতসংগ্রহণিলিপি, ৫৭ বিদ্যানুলোমালিপি, ৫৮ বিমিশ্রিতলিপি, ৫৯ ঋষিতপস্তপা, ৬০ রোচমানা, ৬১ ধরণীপ্রেক্ষণ, ৬২ সর্ব্বৌষধিনিষ্যন্দা, ৬৩ সর্ব্বসারসংগ্রহণী এবং ৬৪ সর্ব্বভূতরুতগ্রহণিলিপি (১২)।

জৈনদিগের প্রাচীনতম একাদশাঙ্গের মধ্যে সময়ায়নামক ৪র্থ অঙ্গে লিখিত আছে, আদি জিন ঋষভদেবের দুহিতা ব্রাহ্মীকে আশ্রয় করিয়া যে লিপি হয়, তাহাই ব্রাহ্মী। ব্রাহ্মী প্রভৃতি

(১২) "অথ বোধিসত্ত্ব উরগসারচন্দনময়ং লিপিফলকমাদায় দিব্যার্ষকং সুবর্ণতিলকং সমন্তান্মণিরত্ন-প্রত্যুপ্তং বিশ্বামিত্রমাচার্য্যমেবমাহ। কতমাং ভো উপাধ্যায় লিপিং মে শিক্ষয়িষ্যসি। ব্রাহ্মীং খরোষ্টীং পুষ্করসারীং অঙ্গলিপিং বঙ্গলিপিং মগধলিপিং মাঙ্গল্যলিপিং মনুষ্যলিপিং অঙ্গুলীয়লিপিং শকারিলিপিং ব্রহ্ম-বল্লীলিপিং দ্রাবিড়লিপিং কিনারিলিপিং দক্ষিণলিপিং উগ্রলিপিং সংখ্যালিপিং অনুলোমলিপিং অর্দ্ধধনুলিপিং দরদলিপিং খাস্যলিপিং চীনলিপিং হূণলিপিং মধ্যাক্ষরবিস্তরলিপিং পুষ্পলিপিং দেবলিপিং নাগলিপিং যক্ষ-লিপিং গন্ধর্ব্বলিপিং গরুড়লিপিং মৃগচক্রলিপিং চক্রলিপিং বায়ুমরুল্লিপিং ভৌমদেবলিপিং অন্তরীক্ষদেবলিপিং উত্তরকুরুদ্বীপলিপিং অপরগৌড়াদিলিপিং পূর্ব্ববিদেহলিপিং উৎক্ষেপলিপিং নিক্ষেপলিপিং বিক্ষেপলিপিং প্রক্ষেপলিপিং সাগরলিপিং বজ্রলিপিং লেখপ্রতিলেখলিপিং অনুদ্রুতলিপিং শাস্ত্রাবর্ত্তলিপিং গণনাবর্ত্তলিপিং উৎক্ষেপাবর্ত্তলিপিং নিক্ষেপাবর্ত্তলিপিং পাদলিখিতলিপিং দ্বিরুত্তরপদসন্ধিলিপিং যাবদ্দশোত্তরপদসন্ধিলিপিং অধ্যাহারিণিলিপিং সর্ব্বরুতসংগ্রহণিলিপিং বিদ্যানুলোমালিপিং বিমিশ্রিতলিপিং ঋষিতপস্তপ্তাং রোচমানধ-রণীপ্রেক্ষণলিপিং সর্ব্বৌষধিনিষ্যন্দাং সর্ব্বসারসংগ্রহণীং সর্ব্বভূতরুতগ্রহণীমাসাংভো উপাধ্যায় চতুঃষষ্টিলিপীনাং কতমাং লিপিং মাং ত্বং শিক্ষয়িষ্যসি॥" (ললিতবিস্তর ১০ অঃ)।

১৮ প্রকার লেখন-প্রক্রিয়ার নাম যথা—১ ব্রাহ্মী, ২ যবনালী, ৩ দোষ উপরিকা, ৪ খরোষ্ঠি, ৫ খরসাবিকা, ৬ পার্ব্বতীয়া, ৭ উচ্চতুরিকা ?, ৮ অক্ষরপুস্তিকা, ৯ ভোগবয়ন্তা, ১০ বেয়পতিয়া ?, ১১ নিয়া হইয়া, ১২ অঙ্কলিপি, ১২ গণিতলিপি, ১৪ গন্ধর্ব্বলিপি, ১৫ আদর্শলিপি, ১৬ মাহেশ্বরলিপি, ১৭ দামলিপি, এবং ১৮ বোলিদিলিপি (১৩)

জৈনদিগের ৪র্থ উপাঙ্গ প্রজ্ঞাপনাসূত্রেও এইরূপ ১৮ প্রকার লিপির উল্লেখ আছে। যথা—১ ব্রাহ্মী, ২ যবনালী, ৩ দাসপুরী, ৪ খরোষ্ঠী, ৫ পুষ্কর শারী, ৬ ভোগবহিকা ?, ৭ পহারাইয়া।, ৮ অন্তরকরী, ৯ অক্ষরপুস্তিকা, ১০ বেণলিয়া, ১১ নিহিয়া, ১২ অঙ্কলিপি, ১৩ গণিতলিপি, ১৪ গন্ধর্ব্বলিপি, ১৫ আদর্শলিপি, ১৬ মাহেশ্বরী, ১৭ দ্রাবিড়ী, ও ১৮ পোলিন্দালিপি (১৪)। কেহ কেহ বলিতে পারেন, উপরোক্ত লিপিসমূহের মধ্যে দেবলিপি, ভৌমদেবলিপি ও অন্তরীক্ষ দেবলিপি এই যে তিন প্রকার লিপির উল্লেখ আছে, ইহার কোনটী দেবনাগর হইতে পারে, এবং সেই দেব বা ভৌমদেবলিপিই এখন দেবনাগর বা কেবল নাগর নামে অভিহিত হইতেছে। কিন্তু আমার বিবেচনায় যখন স্পষ্ট নাগর শব্দের উল্লেখ নাই, তখন কেবল দেবশব্দ ধরিয়া নাগরলিপির কল্পনা করিতে পারি না।

এই প্রবন্ধের প্রারম্ভেই প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়া দেখাইয়াছি যে, প্রাকৃত চন্দ্রিকারচয়িতা শেষকৃষ্ণ (খৃষ্টীয় ১২শ শতাব্দে) সাতাইশ প্রকার অপভ্রংশ ভাষার মধ্যে নাগর, উপনাগর ও দৈব নামে তিনটী স্বতন্ত্র ভাষায় উল্লেখ করিয়াছেন। হয়ত যেমন তিনটী ভাষা ছিল, তেমনি তিনপ্রকার অক্ষরও প্রচলিত ছিল। ললিতবিস্তরে যে ভৌম দেবলিপির উল্লেখ আছে, হয় ত দৈব বা দেবভাষার অক্ষরের সহিত তাহার সৌসাদৃশ্য থাকিতে পারে।

কিন্তু দেবলিপি বলিলে যে, নাগরাক্ষরকে বুঝাইতে পারে। এমন কোন প্রমাণ পাইলাম না। নাগর বলিলে স্থল বিশেষে দেবনাগর অক্ষরকেও বুঝাইয়া থাকে, কিন্তু দেবাক্ষর বলিলে আমরা সেরূপ বুঝি না। এদেশে যাহার লেখা সহজে বুঝা যায় না, নিতান্ত অস্পষ্ট,

---

(১৩) "বম্ভী এণং লিবী অঠারসবিহলেখ্‌ক বিহাণে। বম্ভী জবণালিয়া দোষউরিয়া খরোট্টিয়া খরসাবিয়া পহারাইয়া উচ্চত্তরিয়া অখ্‌করপুত্থিয়া ভোগবয়ত্তা বেয়ণতিয়া ণিয়াহইয়া অংকলিবি গণিঅলিবি গন্ধলিবি আদসগলিবি মাহেসরলিবি দামিলিবি বোলিদিলিবি।" (সমবায় সূত্র)

(১৪) "বম্ভীএণম লিবিএ আটঠারসবিহ্‌লকখ বিহাণে পণ্নত্তে তাম্‌ বম্ভী জবনালিয় দাসপুরিয়া খরোট্ঠী পুক্‌খরসারিয়া ভোগবইয়া পহারাইয়া উ ব অন্তরকরিয়া অক্‌খর পুট্‌টীয়া বেণনিয়া নিহইয়া অঙ্কলিবি গণিতলিবি গন্ধব্বলিবি আয়াসলিবি মাহেসরী দামিনী পোলিন্দা সেত্তং ভাবাবিয়া।" (প্রজ্ঞাপণা সূত্র) টীকাকার মলয়গিরি লিখিয়াছেন "ব্রহ্মীযবনানীত্যাদয়ো লিপিভেদাস্তু সম্প্রদায়দবসেষঃ। জৈনদিগের মতে মহাবীরের সময়েই অঙ্গ সমূহ প্রচলিত এবং মহাবীরের নির্ব্বাণের ১৬০ বর্ষ পরে (অর্থাৎ ৩৬৩ খৃষ্ট পূর্ব্বাব্দে) পাটলিপুত্রের শ্রীসঙ্ঘে সংগৃহীত হয়। শেষ সময় ধরিয়া লইলেও স্বীকার করিতে হয় খৃষ্টীয় পূর্ব্ব ৪র্থ শতাব্দে নাগর লিপি ছিল না, সমবায়াঙ্গে "জবনালিয়া" যে উল্লেখ আছে তাহাই পানিনি বর্ণিত যবনানী লিপি।

সেই লেখাকেই সাধারণে দেবাক্ষর বলিয়া উপহাস করিয়া থাকেন। এরূপ স্থলে দেবলিপি বা ভৌমদেবলিপিকে নাগরাক্ষর বলিয়া গ্রহণ করিতে পারিলাম না।

খৃষ্ট জন্মের পূর্ব্বে ২।৩ শতাব্দী মধ্যে ললিতবিস্তর রচিত হয়। জৈনদিগের ৪র্থ উপাঙ্গ প্রজ্ঞাপনাসূত্র শ্যামার্য্য (১ম কালকাচার্য্য) কর্ত্তৃক রচিত হয়। খরতরগচ্ছীয় পট্টাবলীর মতে, বীর-নির্ব্বাণের ৩৭৬ বর্ষ পরে শ্যামার্য্য আবির্ভূত হন (বিশ্বকোষে জৈন শব্দ দ্রষ্টব্য)। এরূপ স্থলে স্বীকার করিতে হইবে, প্রায় দুই হাজার বর্ষ পূর্ব্বে কোন অক্ষরের নাগরী নাম ছিল না।

তবে কোন সময় হইতে নাগর বা নাগরী নাম প্রথম প্রচলিত হইল?

জৈনদিগের ধর্ম্মশাস্ত্র নন্দীসূত্রে আমরা সর্ব্বপ্রথম নাগরীলিপির উল্লেখ পাই। জৈন-পণ্ডিত লক্ষ্মীবল্লভগণি তদ্বিরচিত কল্পসূত্রকল্পদ্রুমকলিকানামক কল্পসূত্রের ব্যাখ্যায় লিখিয়াছেন—

"অথ শ্রীঋষভ দেবেন ব্রাহ্মী দক্ষিণ হস্তেন অষ্টাদশ লিপয়ো দর্শিতাঃ। নন্দীসূত্রে উক্তা যথা—১ হংসলিপি, ২ ভূতলিপি, ৩ যক্ষলিপি, ৪ রাক্ষসীলিপি, ৫ উড্ডীলিপি, ৬ যাবনীলিপি, ৭ তুরক্কীলিপি, ৮ কীরীলিপি, ৯ দ্রাবিড়ীলিপি, ১০ সৈন্ধবীলিপি, ১১ মালবীলিপি, ১২ নড়ীলিপি, ১৩ নাগরীলিপি, ১৪ পারসীলিপি, ১৫ লাটীলিপি, ১৬ অনিমিত্তলিপি, ১৭ চাণক্কীলিপি, ১৮ মৌলদেবী। দেশবিশেষাদন্যা অপি লিপয় তদযথা ১ লাটী, ২ চৌড়ী, ৩ ডাহলী, ৪ কাণড়ী, ৫ গূজরী, ৬ সোরঠী, ৭ মরহঠী ৮, কোঙ্কণী, ৯ খুরাসানী, ১০ মাগধী, ১১ সৈংহলী, ১২ হাড়ী, ১৩ কীরী, ১৪ হম্বীরী, ১৫ পরতীরী, ১৬ মসী, ১৭ মালবী, ১৮ মহাযোধী ইত্যাদয়ো লিপয়ঃ পুনরঙ্কাণাং গনিতকলা দর্শিতাঃ বামহস্তেন সুন্দরী প্রতিলিপি দর্শিতা।"

নন্দীসূত্র ও কল্পসূত্রের রচনাপ্রণালী প্রায় একরূপ। জৈনাচার্য্যগণ বলিয়া থাকেন, কল্পসূত্রের কিছু পূর্ব্বে নন্দীসূত্র প্রচারিত হয়। কল্পসূত্র আনন্দপুরে (বর্ত্তমান বড় নগরে) বলভীরাজ ধ্রুবসেনের আদেশে বীরনির্ব্বাণের ৯৮০ বর্ষ পরে (৪৫৩ খৃষ্টাব্দে) সঙ্কলিত হয়। প্রায় সেই সময়ে কি তাহার কিছু পূর্ব্বে নন্দীসূত্রও সঙ্কলিত হইয়া থাকিবে। এরূপ স্থলে খৃষ্টীয় ৪র্থ শতাব্দে আমরা সর্ব্বপ্রথম নাগরলিপির সন্ধান পাই। খৃষ্টীয় ৪র্থ বা পঞ্চম শতাব্দের পূর্ব্ববর্ত্তী কোন গ্রন্থে নাগরলিপির এখনও সন্ধান পাই নাই। আমারও অনুমান, খৃষ্টীয় ৪র্থ শতাব্দীর পূর্ব্বে কোন বিশেষ লিপির নাগরী নাম হয় নাই। যখন ৪র্থ শতাব্দীর পূর্ব্ববর্ত্তী প্রাচীন পুস্তকে নাগরলিপির উল্লেখ পাওয়া যাইতেছে না এবং কোন্ সময় হইতে নাগরাক্ষর আরম্ভ হইয়াছে, তাহারও যখন কোন স্থিরতা নাই, তখন ভারতের নানাস্থান হইতে যে সকল নাগরাক্ষরে উৎকীর্ণ প্রাচীনতম শিলাফলক তাম্রশাসনাদি এবং নাগরী অক্ষরে লিখিত প্রাচীনতম হস্তলিপি আবিষ্কৃত হইয়াছে, আপাততঃ সেই সমুদয় পরিদর্শন করা চাই। এরূপ স্থলে দুই এক খানি প্রাচীন ক্ষোদিত লিপি বা হস্তলিপি হইলে চলিবে না। এসিয়াটিক সোসাইটির ভিত্তিস্থাপন হইতে এ পর্য্যন্ত প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণের যত্নে যত ক্ষোদিত লিপি বা হস্তলিপি সংগৃহীত হইয়াছে এবং নিজের অনুসন্ধান দ্বারা যত দূর আবিষ্কৃত হইতে পারে,

তৎসমুদায়ের অক্ষরবিন্যাস মনঃসংযোগপূর্ব্বক আলোচনা করা একান্ত আবশ্যক। সুতরাং নাগরাক্ষরের পূর্ব্বাপর লিপিবিন্যাস স্থির করা বহু অনুসন্ধান ও বহু সময়সাপেক্ষ। বিষয়টী অতিশয় গুরুতর হইলেও এ সম্বন্ধে সবিশেষ মনোযোগ করি, এরূপ সময় আমার নাই। সেই জন্য কোন উপযুক্ত ব্যক্তি এই গুরুভার গ্রহণ করেন, ইহাই আমার একান্ত অভিলাষ।

উপস্থিত অল্প অনুসন্ধান দ্বারা যাহা আমি স্থির করিয়াছি, তাহাই সংক্ষেপে লিখিতে বাধ্য হইলাম।

বৈদিক সময়ে ভারতবর্ষে কিরূপ অক্ষর প্রচলিত ছিল, তাহা এখনও স্থির হয় নাই। অনেকের মতে বৈদিক সময়ে ভারতে লিপিপদ্ধতি ছিল না, তখন সমস্তই মুখে মুখে চলিয়া আসিত বলিয়াই বেদের অপর নাম শ্রুতি হইয়াছে। পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের ধারণা, পাণিনিতে যে "যবনানিলিপি"র উল্লেখ আছে, তদ্দ্বারা বোধ হয় যে ভারতে প্রথমতঃ যবনলিপিই প্রচলিত হয়। তাহাই পরে ভারতীয় লিপি বলিয়া গৃহীত হইয়াছে (১৫)। পণ্ডিত সত্যব্রত সামাশ্রমী প্রমাণ করিয়াছেন যে, মূল বেদ ও উপনিষদ্ রচিত হইবার অব্যবহিত পরে এবং বেদের নিরুক্তকার যাস্কের পূর্ব্বে পাণিনি আবির্ভূত হইয়াছিলেন। তাঁহার গভীর গবেষণাপূর্ণ প্রবন্ধ পাঠ করিলে বোধ হয় যে, অন্ততঃ তিন হাজার বর্ষ পূর্ব্বে পাণিনি বিদ্যমান ছিলেন (১৬)। পাণিনির ৩।২।২১ সূত্রে "লিপিকর" শব্দের উল্লেখ আছে, ইহাতে যে তাঁহার সময়ে লিপিপ্রণালী প্রচলিত ছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই। পণ্ডিত গোল্ডষ্টুকারের মতে, পাণিনিতে যে "যবনানি" শব্দের উল্লেখ আছে, তাহা Cuneiform writing হইতে পারে (১৭)। কাহারও অনুমান, পাণিনির সময় ব্রাহ্মণগণের প্রবর্ত্তিত ব্রাহ্মী অক্ষর প্রচলিত ছিল, সেই অক্ষরের সহিত পার্থক্য প্রদর্শনের জন্যই পাণিনি যবনলিপির উল্লেখ করিয়া থাকিবেন। তৎপরে খরোষ্ঠী প্রভৃতি লিপির উদ্ভাবন হইয়াছে। ব্রাহ্মীলিপি নাগরের বহু পূর্ব্ববর্ত্তী প্রাচীনতন লিপি হইলেও বিশেষ প্রমাণ ব্যতীত তাহাকেই আমরা ভারতের আদি অক্ষর বলিয়া গ্রহণ করিতে পারি না। জৈনদিগের প্রজ্ঞাপনাসূত্রে লিখিত আছে, 'অর্দ্ধ মাগধী ভাষা যাহাতে প্রকাশ করা যায়, তাহাই ব্রাহ্মীলিপি' (১৮)। কিন্তু যে লিপি বেদব্যাস বাল্মীকির অমৃতময়ী লেখনী হইতে নিঃসৃত হইয়াছিল, সেই লিপি কি? তাহা এখনও অজ্ঞাত।

বুদ্ধদেবের সময় যে ভারতে বহুবিধ অক্ষর প্রচলিত ছিল, ললিতবিস্তর হইতে তাহার প্রমাণ পাইয়াছি। তাঁহার পর হইতেই ভারতে মগধ-রাজ্যের মহাসমৃদ্ধি লক্ষিত হয়। সে

(১৫) Max Muller's Ancient India, Weber's Indische studien, IV, p. 544.

(১৬) এসিয়াটিক সোসাইটী হইতে প্রকাশিত নিরুক্তের ৪র্থ ভাগে "কঃ কালো যাস্কস্য?" প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

(১৭) Prof. Goldstucker's Manava-kalpasutra, preface, p. I6.

(১৮) "সে কিং তং ভাষারিয়া? জেণং অদ্ধ মগহায় ভাষাএ ভাসেন্তি জথ ব নং বম্ভীলিবি পবত্তই॥" (প্রজ্ঞাপনা)

সময়ে এখানকার সম্রাট্‌গণ স্থানীয় মগধলিপিই ব্যবহার করিতেন, তাহা নিতান্ত সম্ভবপর। সমস্ত ভারতবর্ষেই যখন মগধ রাজগণের আধিপত্য বিস্তৃত হইয়াছিল, তখন মগধলিপিও যে, সর্ব্বত্র প্রচলিত হইবে, তাহাতে সন্দেহ কি ? এজন্যই আমরা সিন্ধুনদের পশ্চিম পার ব্যতীত সর্ব্বত্রই একরূপ অক্ষরে উৎকীর্ণ অশোকের অনুশাসনলিপি নয়নগোচর করিয়া থাকি। উক্ত মগধলিপি ক্রমোন্নতি লাভ করিয়া যথাক্রমে শাহ, গুপ্ত, বলভী, চালুক্য প্রভৃতি বংশীয় রাজগণের সময়ে উৎকীর্ণ লিপির আকার ধারণ করিয়াছে। ঐ সকল লিপি কিরূপে পুষ্টিলাভ করিয়াছে, তাহা এ প্রবন্ধের বিষয়ীভূত নহে বলিয়া উক্তলিপি সমূহের পরিচয় এখানে দিলাম না ; প্রবন্ধান্তরে এই বিষয় প্রকাশ করিবার ইচ্ছা রহিল।

আমি স্থির করিয়াছি, প্রাচীন মগধলিপি হইতেই মৈথিল (পূর্ব্ব বিদেহ), বঙ্গ প্রভৃতি লিপি উৎপন্ন হইয়াছে, নাগরলিপিও মগধলিপিসম্ভূত। কিরূপে ও কত দিন হইল মাগধী লিপি হইতে নাগরাক্ষরের প্রকাশ হইয়াছে, এক্ষণে তাহাই প্রমাণ করিতে হইবে।

পরাক্রান্ত গুপ্তরাজগণ খৃষ্টীয় ৪র্থ শতাব্দীর প্রারম্ভ হইতে ৭ম শতাব্দী পর্য্যন্ত মগধের সিংহাসনে সমাসীন ছিলেন। তাঁহাদের সময়কার লিপিসংযুক্ত শিলাফলক ও তাম্রশাসন আবিষ্কৃত হইয়াছে। তদ্দ্বারা জানা যায়, যে খৃষ্টীয় ৪র্থ হইতে ৭ম শতাব্দী পর্য্যন্ত ভারতের পশ্চিম প্রান্ত হইতে পূর্ব্ব প্রান্ত বঙ্গ উৎকল পর্য্যন্ত গুপ্তমগধলিপি ব্যবহৃত হইত (১৯)। সপ্তম শতাব্দীর মধ্যভাগে মগধরাজ আদিত্যসেনের শিলালিপিতে আমরা নাগরীলিপির স্পষ্ট সূচনা দেখিতে পাই। গয়া জেলার অন্তর্গত নবাদা থানার এলাকাধীন শকরী নদীর ডান ধারে জাফরপুর বা অফ্‌সড় নামে একটী প্রাচীন গ্রাম আছে, সেখানকার এক প্রাচীন মন্দিরে বরাহমূর্ত্তির নিকট ঐ শিলালিপি খানি ছিল। তক্ষাদিত্য নামধেয় এক গৌড়বাসী কর্ত্তৃক ঐ লিপি খানি উৎকীর্ণ হইয়াছে। প্রসিদ্ধ প্রত্নতত্ত্ববিৎ ফ্লিট্ সাহেব ঐ লিপি সম্বন্ধে লিখিয়াছেন, "এই ক্ষোদিত লিপির অক্ষরকে (খৃষ্টীয়) ৭ম শতাব্দীর মাগধী কুটিল (২০)

---

(১৯) গুপ্ত সম্রাটগণের সময়ে এই লিপি ভারতের সর্ব্বত্র প্রচলিত ছিল বলিয়া ইহাকে গুপ্তলিপির পরিভাষা দেওয়া গেল। বাস্তবিক এই লিপি গুপ্তসম্রাটগণেরও বহু পূর্ব্বে প্রচলিত হইয়াছিল। পঞ্জাব, গুজরাট ও মথুরা অঞ্চল হইতে শাহ (শক)-রাজগণের সময়ে উৎকীর্ণ যে সকল প্রাচীন শিলালিপি ও মুদ্রাদি আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহাতে গুপ্তলিপির নিদর্শন আছে। বাঁকুড়ার শুশুনিয়া পাহাড় হইতে প্রবল প্রতাপান্বিত গুপ্তসম্রাট, সমুদ্রগুপ্তেরও পূর্ব্ববর্ত্তী মহারাজ চন্দ্রবর্ম্মার যে শিলালিপি আমি সম্প্রতি আবিষ্কার করিয়াছি, তাহাতেও গুপ্তলিপির পূর্ণবিকাশ লক্ষিত হয়। আমার বিবেচনায় অশোকলিপি হইতেই শাহ এবং তাহা হইতেই গুপ্তলিপির ক্রমবিকাশ হইয়াছে।

(২০) চিন্দরাজ লল্লের ১০৪৯ সম্বতে উৎকীর্ণ দেবল-প্রশস্তিতে কুটিলাক্ষর শব্দের সর্ব্বপ্রথম উল্লেখ পাওয়া যায়,—

"বিষ্ণুহরেস্তনয়েন চ লিখিতা গৌড়েন করণেকেনৈষা।
কুটিলাক্ষরাণি বিদুষা তক্ষাদিত্যাভিধানেন ॥" Epigraphia Indica, Vol., I. p. 81.

নামক অক্ষর বলা যাইতে পারে। বাস্তবিক বর্ত্তমান দেবনাগরী হইতে ইহার অল্পই ভেদ লক্ষিত হয়” (২১)।

আদিত্যসেনের পূর্ব্ববর্ত্তী গুপ্তরাজগণের সময়ে উৎকীর্ণ লিপিতে যুক্তস্বরগুলির লিখন-প্রণালী এখনকার বঙ্গীয় বা নাগরাক্ষরের মত নহে, বরং এখনকার তিব্বতীয় (২২) অক্ষরের সহিত অনেক সৌসাদৃশ্য আছে। কিন্তু উক্ত অফ্‌সড়লিপির যুক্ত স্বর প্রাচীন গুপ্তলিপির যুক্ত স্বরের মত নহে, বরং মৈথিলী বা প্রাচীন নাগরাক্ষরে লিখিত পুথির যুক্তাক্ষরের সহিত অনেকাংশে সাদৃশ্য আছে। অফ্‌সড়লিপির স্বর ও ব্যঞ্জনের আকার লাখামণ্ডলপ্রশস্তি (২৩) ও ভাটিন্দার শিলাফলকে (২৪) পূর্ণতাপ্রাপ্ত হইয়াছে। শ্রীপুরের শবররাজগণের শিলালিপির অক্ষরও অফসড় লিপির ক্রমবিকাশ (২৫)। ভাটিন্দা-শিলাফলক খানি যদিও পঞ্জাব অঞ্চলে আবিষ্কৃত হইয়াছে, তথাপি উহার যুক্তস্বর ভিন্ন অপরাপর অক্ষরের সহিত প্রাচীন ও আধুনিক মৈথিল অক্ষরের অনেকাংশে সৌসাদৃশ্য আছে। আমাদিগের গৌড়রাজ ধর্ম্মপালের তাম্রফলকে উৎকীর্ণ অক্ষরও ভাটিন্দা-লিপির অনুরূপ (২৬)।

যদিও অফ্‌সড়-লিপির পূর্ব্ববর্ত্তী গুপ্তলিপিতে যুক্তস্বর সম্পূর্ণ পৃথক্ ছিল, অর্থাৎ বর্ত্তমান ভোটাক্ষরের যুক্ত স্বরের মত ছিল, তথাপি তাহাই যে ক্রমোন্নতি প্রাপ্ত হইয়া বর্ত্তমান মৈথিল, বঙ্গ ও নাগরাক্ষরের যুক্তস্বরেরর আকার ধারণ করিয়াছে, তাহাতে সন্দেহ নাই। বখ্‌শালী হইতে সারদা অক্ষরে লিখিত যে প্রাচীন পুথি আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহার বর্ণমালাই আমার প্রস্তাবের অনেকটা সমর্থন করিতেছে। ডাক্তার হোর্‌ণলি সাহেবের মতে, ঐ পুথিখানি প্রায় খৃষ্টীয় ৮ম কি ৯ম শতাব্দের মধ্যে লিখিত হইয়া থাকিবে (২৭)। ঐ পুথি-লিখিত ক, গ, ঘ, চ, ছ, জ, ণ, ত, দ, ধ, প, ব, ম প্রভৃতি অনেক অক্ষরের সহিত প্রাচীন বঙ্গাক্ষর ও এখনকার মৈথিল হস্তলিপির বিশেষ সৌসাদৃশ্য আছে। আবার অনেক যুক্তস্বর ও ব্যঞ্জনের সহিত অফ্‌সড় প্রভৃতি গুপ্তলিপির সম্পূর্ণ মিল দেখা যায়। ইহাতে বোধ হয়, উক্ত সারদা

---

(২১) Corpus Inscriptionum Indicarum, Vol., III. p. 202.

(২২) তোন্-মি-সম্-ভো-ট নামে এক ব্যক্তি খৃষ্টীয় ৭ম শতাব্দে ভারতীয় বর্ণমালা তিব্বতে প্রকাশ করেন। সেইজন্য খৃষ্টীয় ৭ম বা তৎপূর্ব্ববর্ত্তী উত্তর ভারতীয় বর্ণমালার সহিত এখনকার তিব্বতীয় অক্ষরের অনেকাংশে সৌসাদৃশ্য আছে। ভারত হইতে বহুদিন হইল, যে অক্ষর বিলুপ্ত হইয়াছে, তিব্বতে এখনও তাহা প্রচলিত।

(২৩) Epigraphia Indica, Vol. I. p. 10.

(২৪) Cunningham's Archæological Survey Reports, Vol. XXIII. plate XXVII.

(২৫) Cunningham's Archæological Survey Reports, Vol. XVII plates IX, XVIII, XIX, and XX.

(২৬) Journal Asiatic Society of Bengal, Vol. LXIII, pt. I, plate III.

(২৭) Indian Antiquary, Vol. XII. p. 89.

অক্ষরও মগধ বা গৌড় হইতে প্রথম উদ্ভাবিত হয় এবং তৎপরে কাশ্মীর পঞ্জাব অঞ্চলে প্রচলিত হইয়া থাকিবে, কারণ ঐ লিপির সহিত সাময়িক গৌড়লিপির সৌসাদৃশ্য থাকিলেও তৎকাল-প্রচলিত উত্তরপশ্চিমাঞ্চলের লিপিসমূহের সহিত এরূপ সাদৃশ্য নাই। এরূপ স্থলে দূরদেশে প্রচারিত হইবার অন্ততঃ খৃষ্টীয় ৭ম বা ৮ম শতাব্দীতে গৌড়রাজ্যে ঐ অক্ষর প্রচলিত ছিল, তাহা অনায়াসেই স্বীকার করা যায়।

অতএব যে সময়ে মগধরাজ্যে অফ্‌সড়্‌ শিলালিপি উৎকীর্ণ হয়, সেই সময় বা তাহার অল্প পরেই আধুনিক লিপিমূলক মৈথিল ও বঙ্গাক্ষর প্রচলিত হইয়া থাকিবে।

এখানে আপত্তি উঠিতে পারে, যদি খৃষ্টীয় ৭ম বা ৮ম শতাব্দে বর্ত্তমান মৈথিল ও বঙ্গাক্ষর প্রচলিত হইয়া থাকে, তবে গৌড়রাজ ধর্ম্মপালের লিপিতে বর্ত্তমান গৌড়াক্ষরের প্রকৃতরূপ প্রদত্ত হয় নাই কেন? ইহার উত্তর এই, ধর্ম্মপালের পিতা গোপাল মগধে রাজত্ব করিতেন, সে সময় অক্ষর পরিবর্ত্তন হইলেও তিনি রাজকীয় দানপত্রাদিতে পূর্ব্বতন মগধলিপি পরিত্যাগ করিতে পারেন নাই (২৮)। কিন্তু ধর্ম্মপাল ও দেবপালের পরবর্ত্তী পালরাজগণ পূর্ব্বাক্ষর পরিত্যাগ করিয়া তৎকালপ্রচলিত অক্ষরেই তাম্রশাসন ও শিলাফলকাদি উৎকীর্ণ করাইয়াছেন। তাঁহাদের প্রচলিত অক্ষরের সহিত গুপ্তলিপির কোন মিল নাই। সেই অক্ষরই প্রকৃত গৌড় অক্ষর (২৯)। ঐ সকল লিপি নিতান্ত অল্প সময় মধ্যে কিছু পূর্ণতা লাভ করে নাই। পূর্ণতা ও পুষ্টিতা লাভ করিতে অন্ততঃ দুই তিন শতাব্দীর কম সময় লাগে নাই। এরূপ স্থলে খৃষ্টীয় ৬ষ্ঠ বা ৭ম শতাব্দী হইতে গৌড়াক্ষর বর্ত্তমান অবস্থায় আসিয়াছে, তাহা অসম্ভব নহে। কিন্তু মূল বঙ্গলিপি তদপেক্ষা অনেক প্রাচীন, কারণ দুই হাজার বর্ষেরও পূর্ব্ববর্ত্তী ললিতবিস্তরে বঙ্গলিপির স্পষ্ট উল্লেখ আছে। বারান্তরে এ সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা করিবার ইচ্ছা রহিল। নাগরীলিপি তত প্রাচীন নহে।

বর্ত্তমান নাগরাক্ষরে লিখিত যত শিলাফলক, তাম্রশাসন ও হস্তলিপি আবিষ্কৃত হইয়াছে, তন্মধ্যে বগুম্‌রা হইতে প্রাপ্ত ৪১৫ শকে উৎকীর্ণ গুর্জ্জররাজ দদ্দপ্রশান্তরাগের তাম্রশাসনই সর্ব্বপ্রাচীন (৩০)। এই তাম্রশাসনের সর্ব্বাংশই তখনকার গুজরাটী অক্ষরে লিখিত হইলেও সর্ব্বশেষে রাজার স্বাক্ষর স্থানে এই কএকটী কথামাত্র নাগরাক্ষরে লিখিত—

"স্বহস্তোয়ং মম শ্রীবিতরাগসূনোঃ শ্রীপ্রশান্তরাগস্য।"

কেবল রাজার স্বাক্ষর নাগরাক্ষরে লিখিত হওয়ায় স্পষ্টই জানা যাইতেছে, গুজরাটে ভিন্ন

---

(২৮) নালন্দ হইতে মহারাজ গোপালদেবের যে উৎকীর্ণলিপি পাওয়া গিয়াছে, তাহার কোন অংশ আধুনিক ভাব ধারণ করিলেও অনেকাংশে অফ্‌সড়্‌ লিপির সদৃশ। (Cunningham's Archæological Survey Reports Vol. I, plate XIII, No. 1. দ্রষ্টব্য)।

(২৯) Cunningham's Archæological Survey Reports. Vol. III, plates XXXV, XXVI, XXVII অশোকবল্ল, নয়পাল, নারায়ণপাল প্রভৃতির সময়ের শিলালিপির প্রতিকৃতি দ্রষ্টব্য।

(৩০) Indian Antiquary, Vol XVII.

(Cave) অক্ষর প্রচলিত থাকিলেও, তৎকালে বা তৎপূর্ব্ব হইতেই রাজপরিবারগণ নাগরাক্ষরে লিখন অভ্যাস করিতেছিলেন। উপরোক্ত দদ্দের তাম্রশাসনের পর দ্বারকাপুরীর দক্ষিণ-পূর্ব্বে সমুদ্রকূলে অবস্থিত ধিনিকি গ্রাম হইতে আবিষ্কৃত ৭৯৪ সম্বতে উৎকীর্ণ সৌরাষ্ট্ররাজ জাইঙ্কদেবের তাম্রশাসনে নাগরাক্ষরের পূর্ণ প্রচার লক্ষিত হয় (৩১) জাইঙ্কদেব মহামাত্য ভট্টনারায়ণের অনুমতি লইয়াই মুদ্গলগোত্র ঈশ্বরকে উক্ত শাসনপত্র দান করেন (৩২)। জাইঙ্কদেবের ঐ তাম্রশাসন দেখিয়া অনেকে বলিয়া থাকেন যে, উহার লেখা কোন অপটু লেখকের হস্তপ্রসূত। কিন্তু আমার বিশ্বাস অন্যরূপ। মহারাজ দদ্দের হস্তলিপিতে যেরূপ নাগরাক্ষরের সহিত কতক কতক গুপ্তলিপির আভাস লক্ষিত হয়, জাইঙ্কদেবের লিপিতে সেরূপ আভাস পাওয়া যায় না বটে, কিন্তু উহা যে বর্ত্তমান নাগরাক্ষরের প্রাচীনতম রূপ, তাহা সহজেই স্বীকার করা যায়। তৎপরেই রাষ্ট্রকূটরাজ দন্তিদুর্গ খড়্গাবলোকের ৬৭৫ শকে উৎকীর্ণ তাম্রশাসন দেখিতে পাই। কোলাপুরের অন্তর্গত সামনগড় হইতে ঐ শাসনখানি

(৩১) Indian Antiquary, Vol XII. p. 155.

(৩২) এই ভট্টনারায়ণ সম্বন্ধে আমার কিছু বক্তব্য আছে। গত বর্ষে বাবু উমেশচন্দ্র বটব্যাল এসিয়াটিক সোসাইটীর পত্রিকায় প্রতিলিপিসহ ধর্ম্মপালের তাম্রশাসন প্রকাশ করেন। ঐ তাম্রশাসন খানি মহাসামন্তাধিপতি নারায়ণবর্ম্মার অনুরোধে নারায়ণভট্টারককে প্রদত্ত হয়। উমেশ বাবু এই নারায়ণ ভট্টারক কনোজাগত শাণ্ডিল্যগোত্র ব্রাহ্মণগণের আদিপুরুষ ভট্টনারায়ণ বলিয়া গ্রহণ করিতে প্রস্তুত।

তিনি লিখিয়াছেন—"Having come into Paundravardhan, Bhatta Narayana found a patron, not in A-dicura, as has been hitherto believed, but in one Narayana Varman, who in the Copper plate grant is described as the Mahasamantadhipati of Dharmapala."

কিন্তু আমার মতে কনোজাগত ভট্ট নারায়ণের সহিত নারায়ণ ভট্টারকের কোন সংস্রব নাই। তাম্রশাসনে লিখিত আছে—

"মত মস্তু ভবতাং মহাসামন্তাধিপতি শ্রীনারায়ণবর্ম্মণা দূতক যুবরাজ শ্রীত্রিভুবনপাল মুখেন বয়মেব-বিজ্ঞাপিতা যথাঽস্মাভির্ম্মাতাপিত্রোরাত্মনশ্চ পুণ্যাভিবৃদ্ধয়ে শুভস্থল্যাং দেবকুলং কারিতস্তত্র প্রতিষ্ঠাপিত ভগবন্নু্ন্ন * নারায়ণভট্টারকায় তৎপ্রতিপালক লাটদ্বিজদেবার্চ্চকাদি পাদমূল সমেতায় পূজোপস্থানাদি কর্ম্মণে চতুরো গ্রামান্ অত্রত্য হট্টিকাতলবাটকসমেতান্ দদাতু দেব ইতি"।

উক্ত বচনানুসারে জানা যাইতেছে, শুভস্থলীতে দেবমন্দির ছিল, লাট্ ব্রাহ্মণেরা সেই দেবের অর্চ্চক নিযুক্ত ছিলেন। নারায়ণ ভট্টারক সেই লাট ব্রাহ্মণদিগের সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য এদেশে আগমন করেন। মহাসামন্তাধিপতি নারায়ণ বর্ম্মা তাঁহাকে চারিখানি বৃহৎ গ্রাম দেওয়াইয়া এখানে বাস করাইলেন।

উমেশ বাবু অনুমান করেন উক্ত লাটই সম্ভবতঃ কান্যকুব্জ। কিন্তু আমি যতদূর প্রমাণ পাইয়াছি, তাহাতে কোন কালে কি কোন ক্রমে কান্যকুব্জের অপর নাম লাট ছিল বলিয়া গ্রহণ করিতে পারিলাম না।

* উমেশ বাবু "ন্নুন্ন" পাঠ করিয়াছেন কিন্তু সোসাইটিতে রক্ষিত মূল তাম্র-শাসনে "বৃদ্ধ" পাঠ দেখিলাম।

আবিষ্কৃত হইয়াছে (৩৩)। এই তাম্রফলকের অক্ষরবিন্যাস অতি পরিপাটী। ইহার ই, এ, ঘ, চ, ণ, ধ, ন, ব, এবং জ্ঞ গুজরাটের প্রাচীন (Cave) অক্ষরের রূপ ধারণ করিলেও অপর সকল বর্ণেই নাগরাক্ষরের বিকাশ দৃষ্ট হয়। বাস্তবিক দন্তিদুর্গ ও তৎপরবর্ত্তী গুজরাটের রাষ্ট্রকূট রাজগণের যত্নেই নাগরাক্ষরের বহুল প্রচার আরম্ভ হয় (৩৪), ৭৫৭ শকে উৎকীর্ণ রাষ্ট্রকূটরাজ ২য় ধ্রুবের তাম্রশাসন (৩৫), ৮৩৬ শকে উৎকীর্ণ রাষ্ট্রকূটরাজ ইন্দ্র নিত্যবর্ষের তাম্রশাসন (৩৬), ৮৫৫ শকে উৎকীর্ণ গোবিন্দ সুবর্ণবর্ষের তাম্রশাসন (৩৭), ৮৬২ শকে উৎকীর্ণ রাষ্ট্রকূটরাজ কৃষ্ণ অকালবর্ষের তাম্রশাসনে (৩৮), এবং ৮৯৪ শকে উৎকীর্ণ অমোঘবর্ষের তাম্রশাসনে যথাক্রমে নাগরাক্ষরের পূর্ণ বিকাশ সংসাধিত হইয়াছে।

২য় ধ্রুবের তাম্রশাসন প্রাচীনতম নাগরাক্ষরে লিখিত হইলেও উহার ত, ধ, ণ, ন, এ, প্রভৃতি কোন কোন বর্ণে প্রাচীন গুপ্তাক্ষর বা দাক্ষিণাত্যের গুহালিপির ছাঁদ আছে, কিন্তু গোবিন্দ সুবর্ণবর্ষ, ইন্দ্র নিত্যবর্ষ এবং অমোঘবর্ষের তাম্রশাসনে আধুনিক নাগরাক্ষরের প্রাদুর্ভাব হইয়াছে। পূর্ব্বতন দদ্দ, জাইক্ক, দন্তিদুর্গ বা ধ্রুবের শাসনলিপির যুক্তস্বরগুলি দেখিলেই

গুজরাটের মধ্যভাগ লাট, পশ্চিম ভাগ সুরাষ্ট্র এবং দক্ষিণ ভাগ বহুকাল আনর্ত্ত নামে খ্যাত ছিল। সুরাষ্ট্ররাজ জাইক্কদেবের প্রধান মন্ত্রী ভট্টনারায়ণেরও বোধ হয় লাটদেশে বাস ছিল। স্বদেশে কোন রাজকীয় বিপ্লব সংঘটিত হইলে বৃদ্ধাবস্থায় তিনি যে, পৌণ্ড্রবর্দ্ধনে ব্রাহ্মণদিগের নিকট আসিয়া রাজপুরুষদিগের নিকট মহাসম্মান লাভ করিবেন, তাহা অসম্ভব নহে। উমেশ বাবু লিখিয়াছেন, ভট্টনারায়ণ যে দান পাইয়াছিলেন, তাহার মূল্য লক্ষাধিক টাকার অধিক হইবে। (Journal of the Asiatic Society of Bengal, 1894. Pt. 1., p. 44) এই মহাদানই নারায়ণ ভট্টারকের মহাসম্মানের পরিচয়। ভারতের পুরাতত্ত্ব আলোচনা করিলে জানা যায়, রাজা, রাজপুত্র বা তৎসদৃশ গণ্যমান্য ব্যক্তিই ভট্টারক উপাধি লাভ করিতেন। যে ব্যক্তি এক সময় গুর্জ্জর শাসন করিয়া আসিয়াছেন, তিনি যে গৌড়দেশে ভট্টারক নামে খ্যাত হইবেন, তাহা অসম্ভব নহে। ধিনিকির শাসনপত্র অনুসারে ভট্টনারায়ণ ৭৯৪ সম্বতে গুজরাটে বিদ্যমান ছিলেন। রাজশেখরের প্রবন্ধচিন্তামণিতে লিখিত আছে, গৌড়রাজ ধর্ম্ম জৈনাচার্য্য বপ্পভট্টের শিষ্য আমরাজের চিরশত্রু ছিলেন। ৮০৭ সম্বতে বপ্পভট্টের দীক্ষা হয়। ঐ সময়ে বা অত্যল্পকাল পরে গৌড়রাজ ধর্ম্ম (পাল) আবির্ভূত হন। নারায়ণ ভট্টারক বৃদ্ধবয়সে পৌণ্ড্রবর্দ্ধনে আসিয়াছিলেন। সুতরাং সামঞ্জস্য প্রমাণ দ্বারাও ধর্ম্মপাল বা লাটদেশাগত ভট্টনারায়ণ, উভয়ে সমসাময়িক হইতেছেন। গুজরাটের সহিত বহুকাল পূর্ব্ব হইতেই যে, গৌড় দেশের সংস্রব ছিল, তাহা উপরে লিখিত হইয়াছে।

(৩৩) Journal of the Bombay branch of the Royal Asiatic Society. Vol II., p. 3-11. and Indian Antiquary. Vol XI. p. 110.

(৩৪) কেবল রাষ্ট্রকূটরাজ কর্ক সুবর্ণ বর্ষের ৭৩৪ শকাঙ্কিত তাম্রশাসনে বৈলক্ষণ্য দৃষ্ট হয়। এই তাম্রশাসনে দাক্ষিণাত্যের প্রাচীন গুহালিপি (Cave alphabet) গৃহীত হইয়াছে। (Indian Antiquary, 1883. p. 156.)

(৩৫) Indian Antiquary, Vol. XIV. p. 200.

(৩৬) Journal of the Bomby branch of the Royal Asiatic Society. Vol. XVIII.

(৩৭) Indian Antiquary, Vol. XII. p. 280.

(৩৮) Journal of the Bombay branch of the Royal Asiatic Society. Vol. XVIII.

গুপ্ত লিপি হইতে নিঃসৃত ও বর্ত্তমান নাগরাক্ষরের আদিম অবস্থার যুক্তস্বর বলিয়া প্রতীয়মান হয়, কিন্তু গোবিন্দ সুবর্ণবর্ষ প্রভৃতির তাম্রশাসনে তাহার সম্পূর্ণ বৈলক্ষণ্য ঘটিয়াছে। যেমন প্রাচীন বঙ্গীয় ও মৈথিল লিপিতে ে ো ৌ প্রভৃতি যুক্ত স্বর আছে, সেইরূপ সুবর্ণ বর্ষ প্রভৃতির তাম্রশাসনে মৈথিল বা বঙ্গীয় যুক্তস্বর গৃহীত হইয়াছে। এতদ্দ্বারা জানা যাইতেছে, যে বর্ত্তমান বঙ্গীয় ও মৈথিল লিপিতে যে যুক্তস্বর ব্যবহৃত হয়, গুপ্ত বা নাগরীলিপির সহিত উহার মিল না থাকিলেও উহা নিতান্ত আধুনিক নয়। অন্ততঃ খৃষ্টীয় ৭ম বা ৮ম শতাব্দে ঐরূপ যুক্তস্বর উদ্ভাবিত হইয়া থাকিবে। ঐরূপ যুক্তস্বর বিশিষ্ট নাগরী-লিপি গুজরাটে জৈননাগরী বলিয়া খ্যাত। বড়ই আশ্চর্য্যের বিষয় যে, গৌড়রাজ ধর্ম্মপালের তাম্রশাসনে ঐরূপ যুক্তস্বর ব্যবহৃত না হইলেও তৎপরবর্ত্তী অপরাপর পাল ও সেনরাজগণের সময়ে উৎকীর্ণ লিপিতে ঐরূপ যুক্ত স্বর স্পষ্টতঃ গৃহীত হইয়াছে। মৎসংগৃহীত ৯৩০ শকে বঙ্গাক্ষরে লিখিত কাশীখণ্ডের পুথিতে ঐরূপ যুক্ত স্বর অতি পরিষ্কার অঙ্কিত আছে।

খৃষ্টীয় ৯ম শতাব্দী হইতে নাগরী ও গৌড়লিপির পূর্ণ প্রচার লক্ষিত হয়। ৯ম হইতে ১১শ শতাব্দী মধ্যে নাগরী ও গৌড়লিপি যে আকার ধারণ করিয়াছে, আজও সেই আকার দৃষ্ট হয়। যাহা কিছু অতি সামান্য প্রভেদ দেখা যায়, তাহা স্থানভেদে লেখক বা ক্ষোদকের অভিরুচিক্রমে ঘটিয়াছে। সাধারণের সুবিধার জন্য প্রাচীনতম লিপি হইতে কিরূপে নাগরাক্ষর বর্ত্তমান আকার ধারণ করিয়াছে, তাহার একটী ধারাবাহিক তালিকা স্থানান্তরে প্রকাশিত হইল।

উপরে যে সকল কথা লিখিলাম, তদ্দ্বারা এইটুকু জানা যাইতেছে, যে কি গ্রন্থগত প্রমাণ, কি প্রাচীনলিপি, উভয় হইতেই খৃষ্টীয় ৫ম শতাব্দে আমরা সর্ব্বপ্রথম নাগরীলিপির সন্ধান পাইয়াছি। তৎপূর্ব্বে নাগরীলিপি ছিল কি না, তাহার প্রমাণের অসদ্ভাব। সর্ব্বপ্রথম লিখিয়াছি, নগর নামক পুরবাসী নাগর ব্রাহ্মণ হইতেই নাগরাক্ষর বা নাগরীলিপি প্রচলিত হইয়াছে। নাগর ব্রাহ্মণেরা গুজরাটের অধিবাসী। গুজরাট হইতেই সর্ব্বপ্রাচীন নাগরী লিপি আবিষ্কৃত হওয়ায় আমার প্রস্তাবের অনেকটা সমর্থন করিতেছে।

কিন্তু এখানে একটী কথা উঠিতে পারে। গুজরাটে খৃষ্টীয় ২য় হইতে ৭ম শতাব্দী পর্য্যন্ত যে অসংখ্য শিলালিপি আবিষ্কৃত হইয়াছে, তৎসমুদয়কে পুরাবিদ্‌গণ গুহালিপি (Cave-character) বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। সমস্ত দাক্ষিণাত্য হইতে যে সকল প্রাচীন শিলালিপি বা তাম্রশাসন আবিষ্কৃত হইয়াছে, তৎসমুদয়ের অধিকাংশই ঐরূপ গুহালিপিতে উৎকীর্ণ। এরূপ স্থলে নাগর ব্রাহ্মণেরা দেশপ্রচলিত অক্ষর গ্রহণ না করিয়া ভিন্নরূপ অক্ষর গ্রহণ করিলেন কেন? গুহালিপির পর্য্যালোচনা করিলে তাহা হইতে নাগরী লিপির উৎপত্তি স্পষ্টতঃ স্বীকার করা যায় না, বরং নাগরী লিপিকে মগধের গুপ্তলিপিমূলক বলা যাইতে পারে। এতদ্দ্বারা বোধ হয়, গুজরাটে প্রচলিত প্রাচীনতম নাগরীলিপি গৌড়, মগধ বা উত্তর ভারত হইতে আনীত হইয়া নাগর ব্রাহ্মণ কর্ত্তৃক নাগরী নামে অভিহিত হইয়া থাকিবে।

কিরূপে কোন্ সময়ে এই নাগরীলিপির প্রাচীন রূপ উত্তর-ভারত হইতে গুজরাটে আনীত হয়, তাহা নিশ্চয় করা অসম্ভব। স্কন্দপুরাণীয় নাগরখণ্ডে ১০৮ অধ্যায়ে লিখিত আছে, দূর দেশান্তর হইতে যে ব্রাহ্মণগণ পুত্রকলত্রাদিসহ হাটকেশ্বর ক্ষেত্রে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিলেন, নাগ হইতে নগর-উদ্ধারকারী বিপ্রবর ত্রিজাত তাহাদের সকলকেই ধন রত্ন দিয়া এখানে (নগরে) স্থাপন করিয়াছিলেন (৩৯)। এতদ্দ্বারা বোধ হইতেছে, নাগর ব্রাহ্মণগণ বহু দূর দেশান্তর হইতে আসিয়া এখানে বসতি করেন।

পূর্ব্বেই লিখিয়াছি, নগর বা বড়নগরের প্রাচীন নাম আনন্দপুর। খৃষ্টীয় ৪র্থ, ৫ম ও ৬ষ্ঠ শতাব্দীর তাম্রশাসনে নগরের পরিবর্ত্তে কেবল আনন্দপুর নামই দৃষ্ট হয়। ৫১০ সম্বতে সঙ্কলিত জৈনদিগের ধর্ম্মগ্রন্থ কল্পসূত্রে লিখিত আছে যে, বলভীরাজ ধ্রুবসেনের আদেশে এই আনন্দপুরেই সর্ব্বসমক্ষে কল্পসূত্র পঠিত হইতে থাকে। চীনপরিব্রাজক হিউএন্ থ্সঙ এখানে বৌদ্ধসঙ্ঘারাম ও বিস্তর হিন্দু দেবমন্দির দেখিয়া গিয়াছিলেন। সে সময় এই নগর মালব-রাজ্যের অধীন ছিল। চীনপরিব্রাজক এখানে যে সকল হিন্দু দেবালয় দেখিয়াছিলেন, তাহাই বোধ হয় নাগরখণ্ডবর্ণিত হাটকেশ্বর প্রভৃতির মন্দির।

এখন কথা হইতেছে, খৃষ্টীয় ৪র্থ বা ৫ম শতাব্দে নন্দীসূত্রে নাগরীলিপির উল্লেখ থাকিলেও নাগরখণ্ড ব্যতীত ঐ সময়ের অপর কোন গ্রন্থে বা উৎকীর্ণ লিপিতে "নগর" নামের উল্লেখ না থাকিবার কারণ কি? বোধ হয় বৌদ্ধ ও জৈন রাজগণের আধিপত্যকালে বিধর্ম্মী রাজপুরুষগণ ব্রাহ্মণপ্রদত্ত নূতন নাম গ্রহণ করেন নাই। তাঁহারা সকলেই আনন্দপুর নামেই অভিহিত করেন। তৎপরে নাগরভক্ত হিন্দুরাজগণের সময় এই স্থান নগর নামে খ্যাত হয় (৪০)।

নাগরখণ্ডে লিখিত আছে,—বিপ্রবর ত্রিজাত ও তাঁহার সহচারী ব্রাহ্মণগণ নাগবংশ

---

(৩৯) "চতুঃষষ্টিষু গোত্রেষু এবং তে ব্রাহ্মণোত্তমাঃ ॥ ৪২ ॥
তেন তত্র সমানীতাস্ত্রিজাতেন মহাত্মনা।
তেষামেকত্রজং নাতি দশপঞ্চ শতানি চ ॥ ৪৩ ॥
সমাস্ত ভাগমোক্ষাণি তানি তেন কৃতানি চ।
অষ্টষষ্টি বিভাগেন পূর্ব্বমায়ব্যয়োত্তবম্ ॥ ৪৪ ॥
ত্রিজাতস্ত চ বাক্যেন যেন দূরাদপি দ্রুতম্।
সমাগচ্ছন্তি বিপ্রেন্দ্রাঃ পুরবৃদ্ধিঃ প্রজায়তে ॥ ৪৬ ॥
ন কশ্চিদ্‌বাতি সংসক্তা দোষাদপত্র চ দ্বিজাঃ।
ততস্তেষাং সুতৈঃ পৌত্রৈর্নপ্তৃভিশ্চ সহস্রশঃ ॥ ৪৭ ॥
তৎপুরং বৃদ্ধিমাপন্নৈর্দূর্ব্বাঙ্কুরৈরিব দ্বিজাঃ।"

(নাগরখণ্ড ১০৮ অঃ)

(৪০) নাগরখণ্ডে আনন্দেশ্বর মহাদেবের বর্ণনা আছে, বোধ হয় আনন্দপুর হইতেই আনন্দেশ্বর নামকরণ হইয়া থাকিবে।

ধ্বংশ বা নাগদিগকে তাড়াইয়া হাটকেশ্বর ক্ষেত্র উদ্ধার করেন, ইহার প্রসঙ্গ পূর্ব্বেই লিখিয়াছি। আমার বিবেচনায় উহা একটী রূপক বর্ণনা। সম্ভবতঃ শৈবগণ খৃষ্টীয় তৃতীয় শতাব্দের শেষ ভাগে গুজরাটের শাহ বা নাগবংশীয় রাজগণকে পরাজয় করিয়া হাটকেশ্বর অধিকার করেন;—তাহাই রূপকভাবে স্কন্দপুরাণের নাগরখণ্ডে বর্ণিত হইয়াছে।

গুর্জ্জরেশ্বর পুরোহিত সোমেশ্বর একজন নাগর ব্রাহ্মণ ছিলেন। তিনি তদ্বিরচিত সুরথোৎসব নামক মহাকাব্যে আপনার পূর্ব্বপুরুষগণের পরিচয় উপলক্ষে লিখিয়াছেন, "দ্বিজাতিগণের প্রশস্ত বাসভূমি নগর নামক স্থান, বেদবিৎ ও পবিত্র যজ্ঞীয় হোমাগ্নিতে যে স্থান পবিত্র ভাব ধারণ করিয়াছে, তথায় রাজপ্রসাদপ্রাপ্ত বশিষ্ঠগোত্র গুলেচ বাস করিতেন, তাঁহার বংশে সোলশর্ম্মা জন্মগ্রহণ করেন, তিনি গুর্জ্জরেশ্বর মূলরাজের পৌরাহিত্য প্রাপ্ত হন। (৪১)" সোমশ্বের পরে লিখিয়াছেন, তাঁহার পূর্ব্বপুরুষগণই পুরুষানুক্রমে গুর্জ্জরের চৌলুক্যগণের পুরোহিত ছিলেন। কেহ কেহ রাষ্টকূটরাজেরও পুরোহিত হইয়াছিলেন (৪২)।

মূলরাজ খৃষ্টীয় ১০ম শতাব্দে বিদ্যমান ছিলেন। তাঁহার সময়ে নগর নাম প্রচলিত হইলেও তাঁহার অনেক পূর্ব্ব হইতেই যে এখানে নাগর ব্রাহ্মণের বসতি হইয়াছিল, তাহা সোমেশ্বরের বর্ণনা পাঠেই জানা যায়। খৃষ্টীয় ৯ম শতাব্দী পর্য্যন্ত এখানে বনরাজ প্রভৃতি জৈন রাজগণ রাজত্ব করিতেন, সেই জন্য বোধ হয়, এখানে নাগরব্রাহ্মণমূলক নগর নাম প্রচলিত হইতে পারে নাই।

চীন-পরিব্রাজকের সময় খৃষ্টীয় ৭ম শতাব্দীর প্রারম্ভে এখানে হিন্দু দেবালয়াদি প্রতিষ্ঠিত ছিল। নাগরখণ্ডের মতে নাগর ব্রাহ্মণেরা নগর বা চমৎকারপুরের দেবমন্দিরাদি প্রতিষ্ঠিত করেন। খৃষ্টীয় ৫ম শতাব্দী বা তৎপূর্ব্বে আনন্দপুরে জৈন প্রাধান্যের প্রমাণ পাওয়া

(৪১) "অস্তি প্রশস্তাচরণপ্রধানং স্থানং দ্বিজানাং নগরাভিধানম্।
কর্ত্তুং ন শক্নোতি কদাপি যস্য ত্রেতাপবিত্রস্য কলিঃ কলঙ্কঃ॥
চকৎ পঞ্চমখাগ্নিভগ্নতমসি স্থানেত্র নেত্রানল-
জ্বালা-প্রজ্বলিত-প্রসূন ধনুষা দেবেন দত্তোদয়ে।...
আবির্ভূতমভূতপূর্ব্বচরিতশ্রেণ্যা বশিষ্ঠাস্তুতঃ
সৎকর্ম্মোদরমম্বরস্থিতিবিদাং স্থানেত্র গোত্রং মহৎ॥
যেষামশেষাধিপতিঃ প্রসন্নঃ সংনদ্ধপাণিঃ ফণিকঙ্কণেন।
তএব সংভূতিমিহাপ্য বস্তি কুলে গুলেচাভিধয়া প্রসিদ্ধে॥
শ্রীসোলশর্ম্মা বিমলে কুলেত্র জন্ম দ্বিজন্মপ্রবরঃ প্রপেদে।
যঃ স্বর্গিণঃ সোমরসেন যাগে পিতৄংশ্চ পিণ্ডৈরপৃণৎ প্রয়াগে॥
শ্রীগূর্জ্জরক্ষিতিভুজা কিল মূলরাজদেবেন দূরমুপরুধ্য পুরোদধে যঃ॥
(সুরথোৎসব ১৫শ সর্গ)

(৪২) "দুষ্টারিকোটিকদনোৎকটরাষ্ট্রকূট-কুম্ভেন শিঞ্জিতরণাঙ্গণকৌঙ্কণেন।
সর্ব্বপ্রধানপুরষাধিপতিঃ প্রতাপমল্লেন ভূপতিমতল্লিকয়া কৃতো যঃ॥"

যায়। পূর্ব্বেই লিখিয়াছি যে খৃষ্টীয় ৪র্থ বা ৫ম শতাব্দীতে রচিত নন্দীসূত্রে নাগরীলিপির স্পষ্ট উল্লেখ আছে এবং ঐ সময়ের গুর্জ্জররাজ দদ্দ প্রশান্তরাগের হস্তাক্ষরেও নাগরীলিপির প্রথম প্রয়োগ লক্ষিত হয়। এরূপ স্থলে আমার বোধ হয়, খৃষ্টীয় ৫ম শতাব্দীর পূর্ব্বে প্রায় তৃতীয় শতাব্দীর শেষে চতুর্থ শতাব্দীতে উত্তরাঞ্চল হইতে সমাগত নাগর ব্রাহ্মণ কর্ত্তৃক নাগরাক্ষর প্রচলিত হইয়া থাকিবে। আশ্চর্য্যের বিষয় যে, গুজরাট হইতে নাগরাক্ষরে উৎকীর্ণ যে সকল প্রাচীন তাম্রশাসন পাওয়া গিয়াছে, তাহার অধিকাংশই কান্যকুব্জ, পাটলীপুত্র, পুণ্ড্রবর্দ্ধন প্রভৃতি স্থানবাসী সমাগত ব্রাহ্মণের জন্যই প্রদত্ত হইয়াছে।

উপরি উক্ত দদ্দ প্রশান্তরাগের ৪১৫ শকাঙ্কিত তাম্রশাসনে লিখিত আছে, কান্যকুব্জ-বাস্তব্য ভট্ট মহীধরের পুত্র ভট্টগোবিন্দকে ঐ তাম্রশাসন প্রদত্ত হইল। রাষ্ট্রকূটরাজ নিত্য-বর্ষের ৮৩৬ শকাঙ্কিত তাম্রশাসনে লিখিত আছে, পাটলীপুত্রবিনির্গত লক্ষ্মণগোত্রীয় বেন্নপভট্টের পুত্র সিদ্ধপভট্টকে লাটদেশান্তর্গত তেন্নগ্রাম দান করা হইল। এইরূপ ৮৫৪ শকাঙ্কিত রাষ্ট্রকূটরাজ গোবিন্দ সুবর্ণবর্ষের তাম্রশাসনেও পুণ্ড্রবর্দ্ধননগরবিনির্গত কৌশিক গোত্র কেশব দীক্ষিতকে লোহগ্রাম দানের কথা বর্ণিত আছে। ইত্যাদি প্রমাণ দ্বারা স্পষ্ট প্রতীত হইতেছে যে বহুপূর্ব্বকাল হইতেই কান্যকুব্জ, পাটলীপুত্র ও পুণ্ড্রবর্দ্ধন হইতে বহুসংখ্যক ব্রাহ্মণ আসিয়া গুজরাটে বাস করেন। তাঁহাদের বহুপূর্ব্ব হইতেই নাগর ব্রাহ্মণগণ ঐ সকল স্থান হইতে আসিয়া চমৎকারপুরে বাস করেন, তাহা নাগরখণ্ডবর্ণিত দূরদেশান্তরগত ব্রাহ্মণগণের বিবরণ পাঠ করিলে সহজেই অনুমিত হয়। ঐরূপ ব্রাহ্মণগণ দ্বারাই নাগরলিপির প্রাচীনরূপ গুজরাটে আনীত ও প্রচারিত হইয়া থাকিবে।

নাগর ব্রাহ্মণগণ অতি প্রাচীনকাল হইতে গুজরাটের রাষ্ট্রকূট ও চৌলুক্য রাজগণের বংশানুক্রমে পৌরোহিত্য ও তাঁহাদের নিকট মহাসম্মান লাভ করিয়াছিলেন। গুর্জ্জররাজ-গণ নাগর ব্রাহ্মণদিগকে কিরূপ অসামান্য ভক্তি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিতেন, তাহা নাগর ব্রাহ্মণগণের আদি বাসভূমি বড়নগরে প্রস্তরে উৎকীর্ণ শত শত প্রশস্তিতে বিঘোষিত হইয়াছে। উক্ত রাষ্ট্রকূট ও চৌলুক্য রাজগণের যত্নেই নাগরী লিপি সমস্ত ভারতবর্ষে প্রচারিত হয়। লাটাধিপতি রাষ্ট্রকূটবংশীয় কর্ক সুবর্ণবর্ষের ৭৩৪ শকাঙ্কিত তাম্রশাসনে স্পষ্ট বর্ণিত হইয়াছে—

"গৌড়েন্দ্র-বঙ্গপতি-নির্জ্জয় দুর্ব্বিদগ্ধ-
সদ্গুর্জ্জরেশ্বর-দিগর্গলতাঞ্চ যস্য।
নীত্বা ভুজং বিহত-মালব-রক্ষণার্থং
স্বামী তথান্যামপি রাজ্যচ্ছলানি ভুঙ্‌ক্তে।" (৪৩)

আবার মান্যখেটপ্রতিষ্ঠাতা রাষ্ট্রকূটরাজ নৃপতুঙ্গের পুত্র গুর্জ্জরেশ্বর কৃষ্ণরাজ সম্বন্ধে অকালবর্ষের ৮৩২ শকাঙ্কিত তাম্রশাসনে লিখিত আছে—

(৪৩) Indian Antiquary, for 1883, p. 160.

"তস্মোত্তর্জ্জিত-গূর্জ্জরোদ্ধতহটল্লাটোদ্ভট শ্রীমদো
গৌড়ানাং বিনয়ব্রতার্পণগুরুসামুদ্রনিদ্রাহরঃ।
দ্বারস্থান্ধ্রকলিঙ্গ-গাঙ্গমগধৈরভ্যর্চ্চিতাজ্ঞশ্চিরং
সূনু সূনৃতবাগ্‌ভুবঃ পরিবৃঢ়ঃ শ্রীকৃষ্ণরাজোভবৎ॥" (৪৪)

উপরি উক্ত শাসনলিপি পাঠে জানা যাইতেছে যে খৃষ্টীয় ৮ম, ৯ম ও ১০ শতাব্দীতে গুর্জ্জরের রাষ্ট্রকূটরাজগণ গৌড়, বঙ্গ, কলিঙ্গ, গাঙ্গ, মগধ, মালব প্রভৃতি স্থান জয় করিয়াছিলেন। (কনোজের বিখ্যাত রাঠোর-রাজগণও রাষ্ট্রকূটবংশীয়।) এরূপ স্থলে খৃষ্টীয় ৮ম হইতে ১০ম শতাব্দীর মধ্যে গুর্জ্জরের রাষ্ট্রকূটবংশের কুলগুরু নাগর ব্রাহ্মণদিগের প্রবর্ত্তিত অথবা ব্যবহৃত নাগরাক্ষর নাগরী নামে সমস্ত আর্য্যাবর্ত্তে প্রচলিত হইয়াছিল।

রাষ্ট্রকূট-রাজগণের যত্নে যে নাগরী নাম সমস্ত আর্য্যাবর্ত্তে প্রচারিত হইল, মুদ্রাযন্ত্রের সাহায্যে এবং পাশ্চাত্য প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণের উৎসাহে সেই লিপি এখন সমস্ত জগতে পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়িয়াছে।

শ্রীনগেন্দ্রনাথ বসু।

---

(৪৪) Journal of the Bombay branch of the Royal Asiatic Society, Vol. XVIII. P. 246.

অক্ষয়কুমার দত্ত।

অক্ষয়কুমার দত্তের জীবন-বৃত্তান্ত; শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি-সঙ্কলিত।

ইংলণ্ডের একজন দূরদর্শী সুলেখক বস্‌ওয়েলকৃত জন্‌সন্‌-চরিতের সমালোচনা-প্রসঙ্গে লিখিয়াছেন, "জন্‌সন্‌-চরিত নিঃসন্দেহ একখানি মহৎ, অতি মহৎ গ্রন্থ। হোমর অবিসংবাদিতরূপে বীর রসের শ্রেষ্ঠ কবি না হইতে পারেন; সেক্ষপীয়র অবিসংবাদিতরূপে শ্রেষ্ঠ নাটককার না হইতে পারেন; দিমস্থিনিস্‌ অবিসংবাদিতরূপে শ্রেষ্ঠ বাগ্মী না হইতে পারেন; বস্‌ওয়েল চরিতাখ্যায়কদিগের মধ্যে নিঃসন্দেহ শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিয়াছেন। তাঁহার সমকক্ষ দ্বিতীয় ব্যক্তি নাই।" কিন্তু এই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ চরিতাখ্যায়ক অভিজ্ঞতায় বা দূরদর্শিতায় তৎসমকালে প্রসিদ্ধ ছিলেন না। সুধীসমাজে তিনি জ্ঞানগরিমায় সম্মানিত হইতে পারেন নাই; স্বদেশে তিনি পাণ্ডিত্যগুণে উচ্চতর পদের অধিকারী হইতে পারেন নাই। শাস্ত্রালোচনায় ও শাস্ত্রপারদর্শিতায় তিনি সমাজের অতি নিম্নস্তরে অবস্থিত ছিলেন। জ্ঞানগৌরবে, বুদ্ধি-বৈভবে লিপি-নৈপুণ্যে তাঁহা অপেক্ষা অনেক প্রধান ব্যক্তি আবির্ভূত হইয়াছিলেন। কিন্তু তিনি সকলকেই অতিক্রম করিয়াছেন। সঙ্কীর্ণ জ্ঞান ও সঙ্কীর্ণ বুদ্ধি হইতে যে বিষয়ের উৎপত্তি হইয়াছে, তাহা গুণাতিরেকে সমগ্র সাহিত্যসমাজে অসামান্য প্রভাবের পরিচয় দিয়াছে। ঈদৃশ ব্যক্তির লেখনী হইতে জগতের একখানি শ্রেষ্ঠ গ্রন্থের উৎপত্তি হওয়া বিস্ময়ের বিষয় বলিতে হইবে। কিন্তু যখন বস্‌ওয়েলের পরিশ্রম, অধ্যবসায় ও সূক্ষ্মানুসন্ধানের বিষয় মনে হয়, তখন বিস্ময়ের কোন কারণ থাকে না। অবলম্বিত ব্রতের উদ্যাপনে বস্‌ওয়েল কখনও শিথিলযত্ন হয়েন নাই। তিনি স্বকীয় উপাস্য দেবতা জন্‌সনের চরিতবর্ণন করাই জীবনের প্রধান কর্ম্ম বলিয়া মনে করিয়াছিলেন; এই কর্ম্ম-সম্পাদনে তাঁহার কখনও ঔদাস্য জন্মে নাই। তিনি সূক্ষ্মানুসূক্ষ্মরূপে জন্‌সনের বিষয় পর্য্যালোচনা করিয়াছেন। ঐরূপ আলোচনায় যে মহাগ্রন্থের উৎপত্তি হইয়াছে, তাহা আজ পর্য্যন্ত সাহিত্যসমাজে অপ্রতিদ্বন্দ্বিভাবে রহিয়াছে। উপাসকের গ্রন্থগত গুণ-গৌরবে উপাস্যকেও পরাজিত হইতে হইয়াছে।

একজন নিম্নগণ্য, নিম্নস্তরে অবস্থিত লেখকের গভীর অনুসন্ধান, শ্রমপটুতা ও অধ্যবসায় হইতে কিরূপ মহৎ বিষয় সম্পন্ন হয়, পূর্ব্বোক্ত গ্রন্থ তাহার প্রধান দৃষ্টান্তস্থল। অদৃষ্ট-দোষে অস্মদ্দেশে এরূপ দৃষ্টান্ত সংগ্রহ করিতে পারা যায় না। আমাদের দেশেও অনেক মনস্বী পুরুষের আবির্ভাব হইয়াছে; অনেক মনস্বী পুরুষ অসামান্য প্রতিভায় সমাজের উন্নতি, ধর্ম্মের উন্নতি বা সাহিত্যের উন্নতির পথ প্রশস্ততর করিয়া গিয়াছেন; কিন্তু বস্‌ওয়েলের ন্যায় তাঁহাদের এক জন উপাসকেরও আবির্ভাব হয় নাই। কর্ম্মক্ষেত্রে অনেক মহাপুরুষের

উপদেশসমূহের বিবৃতি হইতেছে, কিন্তু তাঁহারা কোথায় জন্মিয়াছিলেন, কি ভাবে জীবন যাপন করিয়াছিলেন, কিরূপে কার্য্যক্ষেত্রে অগ্রসর হইয়াছিলেন, তাহা জানিবার উপায় নাই। আমরা হানিবলের চরিতের বিশ্লেষণ করিতে পারি, জেনোফন বা সীজর, সক্রেতিস্ বা ক্রুতসের সমুদয় বিবরণ বলিয়া দিতে পারি; কিন্তু বিশ্বরূপ বা বিশ্বম্ভরের কোনও কথা জানিতে ইচ্ছা করি না। দশ সহস্রের প্রত্যাবর্ত্তন কোথায়, কোন্ সময়ে, কিরূপে ঘটিয়াছিল, তাহা আমাদের স্মৃতিপটে অঙ্কিত আছে; কিন্তু দবীরখাস্ ও সাকেরমল্লিক, হিন্দু কি মুসলমান ছিলেন, তাহা আমাদের বিদিত নাই। স্বজাতির ইতিহাসে এবং স্বদেশের মহৎ ব্যক্তির জীবনী সম্বন্ধে আমরা বহুদিন হইতে নিরতিশয় অজ্ঞতারই পরিচয় দিয়া আসিয়াছি। ইতিহাস, জীবনচরিত প্রভৃতি বিষয়ে আমাদের সাহিত্য অবনতির সীমাতেই আবদ্ধ রহিয়াছে।

জাতীয় সাহিত্যের এইরূপ দুর্দ্দশার সময়ে শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি অক্ষয়কুমার দত্তের জীবনী লিখিয়াছেন। বিদ্যানিধি মহাশয়ের এইরূপ চেষ্টা সবিশেষ প্রশংসনীয়। ইউরোপে যে সকল জীবনচরিত উৎকৃষ্ট বলিয়া পরিগণিত হইয়া থাকে, উপস্থিত গ্রন্থ তৎসমুদয়ের শ্রেণীতে সন্নিবেশিত না হইতে পারে, কিন্তু বাঙ্গালা সাহিত্যের অবস্থা ও গতির বিষয় বিবেচনা করিলে বিদ্যানিধি মহাশয়ের লিখিত জীবনী বঙ্গীয় সাহিত্যসমাজে অসম্মানিত হইতে পারে না। প্রথমে কোন বিষয় লিখিতে গেলে আদর্শের অভাবে লেখকের অনেক বিষয়ে অসুবিধা হইয়া থাকে। অনুর্ব্বর ভূখণ্ড শস্যসম্পত্তিতে পরিশোভিত করিতে হইলে কৃষককে পদে পদে দিশাহারা হইতে হয়। ইহাতে অনেক অসুবিধা উপস্থিত হয়; অনেক পরিশ্রম স্বীকার করিতে হয়; বিঘ্নসঙ্কুল অবস্থায় অনেক ত্রুটি সঙ্ঘটিত হয়। বিদ্যানিধি মহাশয় যে সময়ে চরিতাখ্যায়করূপে সাহিত্যসমাজে অবতীর্ণ হয়েন, তখন বঙ্গীয় সাহিত্যক্ষেত্রে মহৎ ব্যক্তিদিগের উৎকৃষ্ট জীবনীর সংখ্যা অধিক ছিল না। বঙ্গীয় সাহিত্য-ভাণ্ডার এ বিষয়ে বিদ্যানিধি মহাশয়ের সমক্ষে সম্পূর্ণ আদর্শও উপস্থিত করিতে সমর্থ হয় নাই। ঈদৃশ অবস্থায় বিদ্যানিধি মহাশয়ের ত্রুটি হওয়া অসম্ভাবিত নয়। উপস্থিত জীবনীতে ঘটনাবলীর পারম্পর্য্য নাই; জীবনীর উপযুক্ত কোন কোন প্রধান ঘটনার উল্লেখ নাই; বিচারবিতর্কে বা মতামতপ্রকাশে ভাষার যথোচিত গাম্ভীর্য্য রক্ষিত হয় নাই। বিদ্যানিধি মহাশয় কঙ্কাল মাত্র সংগ্রহ করিয়া দিয়াছেন। উহা রক্ত, মাংস, মজ্জা ও শারীর যন্ত্রের ক্রিয়ার সংযোগে জীবন্তভাবে পরিণত হয় নাই। কিন্তু এই কঙ্কালসংগ্রহে বিদ্যানিধি মহাশয়কে অনেক পরিশ্রম ও গবেষণা করিতে হইয়াছে। তিনি যেরূপ অবস্থায় জীবনীর উপকরণ গুলি সংগ্রহ করিয়াছেন, তাহাতে তাঁহার অনুসন্ধিৎসা, শ্রমানুরাগ এবং উচ্চতর বিষয় লিখিবার জন্য বলবতী বাসনার বিস্তর প্রশংসা করিতে হয়। বিদ্যানিধি মহাশয়ের সমক্ষে বোধ হয়, আর একটি অন্তরায় উপস্থিত হইয়াছিল। বিদ্যানিধি মহাশয় অক্ষয়কুমার দত্তের জীবদ্দশায় তাঁহার জীবনী লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন। জীবিত মনুষ্যের চরিত্র অঙ্কিত করা সুসাধ্য নয়। অনেক

সময়ে জীবিত ব্যক্তির চরিতসমালোচনায় নানা বাধা উপস্থিত হইয়া থাকে। গ্রন্থ-প্রণয়নে এইরূপ নানা অসুবিধা ঘটিলেও বিদ্যানিধি মহাশয় মহত্তর কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়া, আমাদের ধন্যবাদের পাত্র হইয়াছেন।

অক্ষয়কুমার দত্ত অসামান্য প্রতিভাশালী পুরুষ। মস্তিষ্কের শক্তিতে এবং হৃদয়ের উদার ভাবে, তিনি নিঃসন্দেহ অক্ষয় কীর্ত্তির অধিকারী হইয়াছেন। নিরবচ্ছিন্ন সুখ বা সৌভাগ্যে তাঁহার কালাতিপাত হয় নাই। নবদ্বীপের নিকটবর্ত্তী একটি ক্ষুদ্র পল্লীতে তাঁহার জন্ম হয়। তাঁহার পিতা দরিদ্র ছিলেন; অর্থাভাবপ্রযুক্ত পুত্রের বিদ্যাশিক্ষার ব্যয়নির্ব্বাহে সমর্থ হয়েন নাই। অক্ষয়কুমার বাল্যে দরিদ্রভাবে কালযাপন করিয়াছিলেন; যৌবনের প্রারম্ভে দারিদ্র্যকষ্টে অবসন্ন হইয়া, বিদ্যা শিক্ষার জন্য একজন আত্মীয়ের শরণাপন্ন হইয়াছিলেন, শেষে দারিদ্র্যপ্রযুক্তই অল্পদিনের মধ্যে বিদ্যালয় পরিত্যাগ করিয়া, অর্থোপার্জ্জনের জন্য নানা ক্লেশ সহিয়াছিলেন। কিন্তু এইরূপ কষ্টে পড়িলেও তাঁহার শিক্ষানুরাগ মন্দীভূত হয় নাই। পৃথিবীতে অনেক মহাপুরুষ বাল্যকালে অনাবিষ্ট ভাবে থাকিয়া, এবং চাঞ্চল্যের পরিচয় দিয়াও শেষে মহৎ কার্য্য সম্পাদন পূর্ব্বক চিরস্মরণীয় হইয়াছেন। যে বালক ধর্ম্মমন্দিরের উচ্চ চূড়ায় বসিয়া থাকিত; দোকানদারদিগকে ভয় দেখাইয়া, খাবার জিনিস লইত, উদ্ধত ও দুঃশীল বালকদিগের সহিত পথে পথে ঘুরিয়া বেড়াইত; আত্মীয়গণ হতাশ হইয়া, যাহাকে সুদূরবর্ত্তী স্থানে অপরিচিত লোকের মধ্যে অদৃষ্টপরীক্ষার জন্য পাঠাইতে সঙ্কুচিত হয়েন নাই; কালে সেই বালকই প্রকৃত বীর পুরুষের সম্মানিত পদে প্রতিষ্ঠিত হইয়া, ভারতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের ভিত্তি-প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। আমাদের দেশে যে বালক পথিকদিগকে নিপীড়িত করিত, কুলকামিনীদিগের কলস ভাঙ্গিয়া ফেলিত, শালগ্রাম ঠাকুরকে পুষ্করিণীর জলে নিমজ্জিত করিয়া রাখিত; শেষে সেই বালকই নানাশাস্ত্রে পারদর্শী হইয়াছিলেন। অসামান্য জ্ঞান-বৈভবে তিনি আজ পর্য্যন্ত জ্ঞানিসমাজে সম্পূজিত হইতেছেন। কিন্তু অক্ষয়কুমার কখনও এরূপ উদ্ধত ভাবের পরিচয় দেন নাই। তিনি যৌবনে জ্ঞানলাভের জন্য যেরূপ নানা বিষয়ে অভিনিবেশ দেখাইতেন, বাল্যকালেও তাঁহার সেইরূপ অভিনিবেশ পরিস্ফুট হইয়াছিল। তিনি যখন গুরু মহাশয়ের নিকট উপস্থিত হইয়া, বিদ্যারম্ভ করেন, তখন তাঁহার যেরূপ তীক্ষবুদ্ধি, সেইরূপ ধীরতা দেখা গিয়াছিল। তাঁহার তত্ত্ব-জিজ্ঞাসায় তদীয় গুরু অতিমাত্র চমকিত হইয়াছিলেন। কিন্তু বিদ্যালয়ে তাঁহার রীতিমত শিক্ষালাভের সুযোগ ঘটে নাই। তীক্ষবুদ্ধি অক্ষয়কুমার ইংরেজী শিক্ষার একান্ত পক্ষপাতী ছিলেন। পিয়ার্সন সাহেবের ইংরেজী ও বাঙ্গালা ভূগোল এবং জ্যোতিষ দেখিয়া, তিনি বুঝিতে পারিয়াছিলেন, ইংরেজী ভাষা বিবিধ জ্ঞানের ভাণ্ডার। নানা বিষয়ে জ্ঞানসংগ্রহ করিতে হইলে ইংরেজী শিক্ষা করা নিরতিশয় আবশ্যক। সে সময়ে ইংরেজী শিক্ষার তাদৃশ সুযোগ ছিল না। ইংরেজী বিদ্যালয়ের সংখ্যা অল্প, এবং ইংরেজী শিক্ষা করাও

ব্যয়সাধ্য ছিল। এদিকে অক্ষয়কুমার নিরতিশয় দরিদ্র ছিলেন। দারিদ্র্যপ্রযুক্ত ইংরেজী শিক্ষার ব্যয়নির্ব্বাহে তাঁহার সামর্থ্য ছিল না। কিন্তু তিনি দারিদ্র্যকষ্টে অবসন্ন হইয়া অভীষ্টসিদ্ধির আশায় বিসর্জ্জন দিলেন না। একজন আত্মীয়ের সাহায্যে তিনি ষোড়শ বৎসর বয়সে কলিকাতার একটি ইংরেজী বিদ্যালয়ে প্রবিষ্ট হইলেন। তাঁহার জীবনীপাঠে জানিতে পারা যায় যে, তিনি বিদ্যালয়ে আড়াই বৎসর মাত্র অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। এই অত্যল্প সময়ের মধ্যে তিনি যে পরিমাণে শিক্ষা লাভ করিয়াছিলেন, তাহা একটি ডুবাল বা ছীনের গৌরবের কারণ হইতে পারে। বিজ্ঞানশাস্ত্রের অনুশীলনে তাঁহার সবিশেষ অনুরাগ ছিল। তিনি বিদ্যালয়ে গণিত ও বিজ্ঞানের অতি অল্প অংশ মাত্র শিখিয়াছিলেন। কিন্তু শেষে তিনি বিজ্ঞান-শাস্ত্রে অসামান্য বুৎপত্তি লাভ করেন। ফলতঃ, স্বাবলম্বনই তাঁহার সমুদয় উন্নতির মূল ছিল। বিদ্যালয়ে তাঁহার শিক্ষার ভিত্তি মাত্র প্রতিষ্ঠিত হয়। অসামান্য পরিশ্রম ও বুদ্ধির প্রভাবে তিনি এই ভিত্তির উপর উচ্চতম জ্ঞানমন্দির নির্ম্মাণে সমর্থ হইয়াছিলেন। অত্যল্প কালের শ্রমশীলতায় যে মন্দিরের সূচনা হইয়াছিল, পরিশেষে প্রশান্তমূর্ত্তি শৈলশ্রেষ্ঠের ন্যায় তাহার অপূর্ব্ব গাম্ভীর্য্য ও উন্নত ভাব দেখিয়া, শাস্ত্রদর্শিগণ বিস্ময়ে বিমুগ্ধ হইয়াছিলেন।

অক্ষয়কুমার দারিদ্র্যপ্রযুক্ত বিদ্যালয় পরিত্যাগ করিলেন; কিন্তু দারিদ্র্যকষ্টে নিপীড়িত হইয়াও জ্ঞানানুশীলন পরিত্যাগ করিলেন না। পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে যে, তিনি ষোড়শ বর্ষ বয়সে ইংরেজী বিদ্যালয়ে বিদ্যাভ্যাসে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। ইহার পূর্ব্বে তিনি যথানিয়মে শিক্ষা লাভ করিতে পারেন নাই। বিদ্যালয়ে প্রবেশ করিয়াও তিনি আড়াই বৎসরের অধিক কাল তথায় থাকিতে পারেন নাই। প্রকৃতপ্রস্তাবে যৌবনের প্রারম্ভে তাঁহার শিক্ষার সূচনা হইয়াছিল। তিনি পরিশেষে এই শিক্ষার উপর নির্ভর করিয়া, অসামান্য স্বাবলম্বনবলে অনেক শাস্ত্রে সুপণ্ডিত হইয়াছিলেন। তিনি যেখানে গিয়াছেন, সেই স্থানেই জ্ঞানসংগ্রহে তৎপরতা প্রকাশ করিয়াছেন; যাহা কিছু দেখিয়াছেন, তাহাই তাঁহার অভিজ্ঞতাবৃদ্ধির সহায় হইয়াছে; যাঁহার সহিত আলাপ করিয়াছেন, তাঁহার নিকটেই কোন অভিনব বিষয়ের পরিজ্ঞানে আগ্রহ প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি বিবিধবিষয়ক গ্রন্থসমূহ হইতে যেরূপ জ্ঞান লাভ করিয়াছেন, সেইরূপ নানা স্থানে গমন করিয়া, নানা বিষয় দেখিয়া, জ্ঞানের সম্প্রসারণে অগ্রসর হইয়াছেন। জ্ঞানী পুরুষ প্রকৃতির কিছুই উদাসীন ভাবে নিরীক্ষণ করেন না। বিশাল বিশ্বরাজ্যের সূক্ষ্মানুসূক্ষ্ম কীট পর্য্যন্ত তাঁহার আলোচনার বিষয়ীভূত হয়। অতি সামান্য বিষয় হইতে তিনি যে জ্ঞানরাশি সংগ্রহ করেন, তাহার অনির্ব্বচনীয় প্রভাবে সমগ্র জ্ঞানিসমাজ চমকিত হইয়া উঠে। বৃক্ষ হইতে ভূতলে ফলের পতন অনেকেই দেখিয়া থাকেন, কিন্তু নিউটনের সমক্ষে ঐ ঘটনা বিশ্বরাজ্যের একটি মহান্ আবিষ্কারের সহায় হইয়াছিল; ফলতঃ, জ্ঞানিগণ অভিনিবেশসহকারে সমুদয় বিষয়েরই আলোচনা করিয়া থাকেন। এইরূপ আলোচনা দ্বারা যেরূপ সাহিত্যের শ্রীবৃদ্ধি হয়,

সেইরূপ জনসমাজে জ্ঞানপ্রচারের বিস্তর সুবিধা ঘটিয়া থাকে। অক্ষয়কুমারের অনুসন্ধিৎসা ও সাভিনিবেশ দৃষ্টিতে আমাদের সাহিত্যের যার পর নাই উপকার হইয়াছে। তিনি স্বকীয় সূক্ষ্ম অনুসন্ধানবলে যে সকল বিষয় সংগ্রহ করিয়া গিয়াছেন, তৎসমুদয় হইতে এখন সাহিত্য-সেবকগণ আপনাদের কৌতূহলতৃপ্তির সহিত জ্ঞানবৃদ্ধি করিতেছেন।

যে সময়ে অক্ষয়কুমার সাহিত্যক্ষেত্রে পদার্পণ করেন, সে সময়ে কবিতার প্রাধান্য ছিল। কবিশ্রেষ্ঠ ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত বঙ্গীয় সাহিত্যসমাজের প্রধান পরিচালক ছিলেন। তাঁহার চিত্ত-বিমোহিনী কবিতার প্রশংসা লোকের মুখে মুখে পরিকীর্ত্তিত হইত। যাঁহারা ভবিষ্যতে আপনাদের প্রতিভাগুণে বাঙ্গালা সাহিত্যের শ্রীবৃদ্ধি করিয়াছেন, তাঁহাদের অনেকেই সে সময়ে এই কবিপ্রবরের শিষ্য-শ্রেণীতে নিবেশিত ছিলেন। অক্ষয়কুমারও ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের সহিত পরিচিত হইয়া, সর্ব্বপ্রথম কবিতা লিখিতে প্রবৃত্ত হয়েন। কিন্তু কবিতাবচনায় তিনি কিরূপ ক্ষমতা প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহা সাহিত্য-সমাজের গোচর হয় নাই। কবি-প্রবরের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়া, যাঁহারা বাঙ্গালা সাহিত্যের উন্নতিসাধনে তৎপর হইয়াছিলেন, তাঁহারা কেবল কবিতা-রচনাতে ব্যাপৃত থাকেন নাই। গদ্য-রচনাতেও তাঁহাদের অসামান্য ক্ষমতার বিকাশ হইয়াছিল। তাঁহারা গদ্য গ্রন্থের প্রচার করিয়া সাহিত্য-সমাজের বরণীয় হইয়াছেন। যাহা হউক, অক্ষয়কুমারের গদ্য রচনা দেখিয়া, ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত এরূপ প্রীত হয়েন যে, তিনি অক্ষয়কুমারকে কবিতার পরিবর্ত্তে গদ্য রচনা করিতে পরামর্শ দেন। অক্ষয়কুমার অতঃপর নানাবিষয়ে গদ্য রচনা করিতে থাকেন। বাঙ্গালা সাহিত্য ক্ষেত্রে এইরূপে উদ্দীপনা ও ওজস্বিতার অক্ষয় প্রস্রবণ স্বরূপ বিশুদ্ধ ভাবে গদ্য রচনার সূত্রপাত হয়।

যাঁহারা সংসারে মহৎ কার্য্য সম্পন্ন করিয়া চিরস্মরণীয় হইয়াছেন, দরিদ্রের পর্ণকুটীরে তাঁহাদের অনেকের আবির্ভাব হইয়াছে। বিশেষতঃ যাঁহারা সাহিত্যের পরিপুষ্টি সাধন পূর্ব্বক জগতে প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছেন, তাঁহাদের অনেকেরই ঘোরতর দারিদ্র্যদুঃখে দিনপাত হইয়াছে। অষ্টাদশ শতাব্দীতে ইংলণ্ডে গদ্য সাহিত্যের যেরূপ অবস্থা ছিল, উনবিংশ শতাব্দীর পূর্ব্বভাগে বাঙ্গালা গদ্য সাহিত্যের তদনুরূপ উন্নত অবস্থা ঘটে নাই। মিল্টনের ওজস্বিতাময়ী রচনা, জনসনের গাম্ভীর্য্যময়ী বর্ণনা, আডিসনের লালিত্যময়ী কথায় ইংরেজী গদ্য সাহিত্য যখন সমৃদ্ধ, তখন বাঙ্গালা গদ্যসাহিত্যের বিকাশের কোন লক্ষণ ছিল না। উনবিংশ শতাব্দীতে বাঙ্গালা গদ্য সাহিত্যের বিকাশ ও উন্নতির সূত্রপাত হয়। যাঁহারা উন্নতির সূত্রপাত করিয়াছিলেন, তাঁহাদের অবস্থা ইংলণ্ডের অষ্টাদশ শতাব্দীর লেখকদিগের অবস্থা অপেক্ষাও হীনতর ছিল। কিন্তু ইংলণ্ডের তাৎকালিক লেখকগণ আত্মপোষণবিষয়ে যেরূপ অপরিণামদর্শিতা ও অধীরতার পরিচয় দিয়াছিলেন, বাঙ্গালা সাহিত্যের উন্নতিবিধাতা সুলেখকগণ সেরূপ কোনও অপকার্য্যসম্পাদনে অগ্রসর হয়েন নাই। ইংরেজী গ্রন্থকারগণ দরিদ্র ছিলেন। কিন্তু পরকীয় সাহায্য আশানুরূপ হইলেও তাঁহাদের দরিদ্রভাব ঘুচিত না; তাঁহারা এক সময়ে বিচিত্র বেশভূষায় সজ্জিত হইতেন, অন্য সময়ে ছিন্ন ও মলিন পরিচ্ছদে কষ্টদায়ক

ক্ষুধার পরাক্রম হইতে দেহ রক্ষা করিতেন; এক সময়ে সুখাদ্যে পরিতৃপ্ত হইতেন, অন্য সময়ে সামান্য খাদ্যের জন্য অপরের দ্বারদেশে দণ্ডায়মান থাকিতেন; একদিন উৎকৃষ্ট গৃহে অগ্নির আধারের সমক্ষে সুষুপ্তি সুখ উপভোগ করিতেন, অন্য সময়ে দুরন্ত শীতে কম্পমান হইয়া অনাবৃত স্থানে পড়িয়া থাকিতেন; একদিন মুক্ত হস্তে অর্থ ব্যয় করিতেন, অন্য দিন কপর্দ্দকশূন্য হইয়া, অপরের নিকট ভিক্ষাপ্রার্থী হইতেন। এইরূপে দিন যামিনীর আবর্ত্তনের ন্যায় তাঁহাদের সৌভাগ্য ও দুর্ভাগ্য আবর্ত্তিত হইত। অর্থের দায়ে তাঁহারা অপরের নিকট নিগৃহীত হইতেন। জন্‌সন্‌ ও গোল্ডস্মিথ্‌ অর্থের জন্য অনেক কষ্টভোগ করিয়াছিলেন। জন্‌সন্‌কে ঋণের দায়ে অবরুদ্ধ হইতে হইয়াছিল। ষ্টীলি ঋণদায়ে আদালতের কর্ম্মচারীর নিকট তাড়না সহ্য করিয়াছিলেন। কিন্তু ইঁহাদের উৎসাহদাতার অভাব ছিল না। রাজা এবং সর্ব্বপ্রধান রাজপুরুষ ইঁহাদের গুণপক্ষপাতী ছিলেন। এই পক্ষপাত কেবল প্রশংসাবাদ মাত্রে পর্য্যবসিত হয় নাই। গুণপক্ষপাতী উৎসাহদাতার অনুগ্রহে লেখকগণ যথোচিত অর্থলাভে সমর্থ হইয়াছিলেন। রাজমন্ত্রী সমর্‌, মণ্টেগ্‌ ও গোডল্‌ফিন্‌ আডিসনের ভরণপোষণোপযোগী বৃত্তি নির্দ্ধারণ করিয়া দিয়াছিলেন। ষ্টীলি রাজকীয় কার্য্যে নিয়োজিত হইয়াছিলেন। রাজার অনুগ্রহে জন্‌সনের যাবতীয় অভাবের মোচন হইয়াছিল। ফলতঃ, অষ্টাদশ শতাব্দীতে ইংলণ্ডের যে সকল ব্যক্তি গবেষণা-কৌশলে, রচনা-নৈপুণ্যে এবং শাস্ত্র-জ্ঞানে সাহিত্য-সমাজে সুপরিচিত ছিলেন, তাঁহাদের অনেকে রাজকীয় কর্ম্মলাভে বঞ্চিত হয়েন নাই। নিউটন যেমন রাজকীয় কার্য্যে নিয়োজিত ছিলেন, আডিসন্‌ প্রভৃতি সেইরূপ রাজ্য-সংক্রান্ত কর্ম্মে ব্যাপৃত থাকিয়া, আপনাদের অভাব-মোচনের সহিত সাহিত্যের পুষ্টিসাধন করিয়াছিলেন। ঘোরতর দারিদ্র্য-দুঃখ এবং নানারূপ বিঘ্ন-বিপত্তির সহিত সংগ্রামের পর অষ্টাদশ শতাব্দীতে ইংলণ্ডের গ্রন্থকারদিগের এইরূপ সৌভাগ্যের উদয় হইয়াছিল। সপ্তদশ শতাব্দীর প্রসিদ্ধ রাষ্ট্র-বিপ্লবের পর ইংলণ্ডের প্রসিদ্ধ গ্রন্থকারগণের অদৃষ্ট পরিবর্ত্তিত হইতে থাকে। ঐ সময় হইতে রাজনীতির পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে জ্ঞানানুশীলনের পথ প্রশস্ততর হয়। ইংলণ্ডের জনসাধারণের সভার আধিপত্য বদ্ধমূল হয়। কবি, ঐতিহাসিক, দার্শনিক, গদ্যলেখকগণ এই সভার সদস্যরূপে পরিগৃহীত হয়েন। ইঁহারা সাহিত্যসেবকদিগকে সমুচিত উৎসাহ দিতে বিমুখ ছিলেন না। প্রতিভাশালী সুলেখগণ ইঁহাদের সাহায্যে রাজকীয় বৃত্তিলাভ করিয়া সাহিত্যের উন্নতিসাধনে যত্নশীল হইতেন। যদি সমর্‌ বা মণ্টেগ্‌ সাহায্যদানে অগ্রসর না হইতেন, তাহা হইলে বোধ হয়, আডিসন্‌ নিশ্চিন্তমনে গ্রন্থপ্রণয়ন করিতেন না। যাঁহার প্রতিভা ও লিপিক্ষমতায় ইংরেজী সাহিত্যের শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছে, বোধ হয়, তাঁহার সেই প্রতিভা মলিন এবং ক্ষমতা সঙ্কুচিত হইয়া যাইত।

অক্ষয়কুমার যে সময়ে বঙ্গীয় সাহিত্য-সমাজে প্রবিষ্ট হয়েন, সে সময়ে বাঙ্গালা গ্রন্থকারগণের অবস্থা উন্নত বা বাঙ্গালা গদ্য গ্রন্থের প্রতি জনসাধারণের অনুরাগ তাদৃশ প্রবল ছিল না। যাঁহাদের রচনাগুণে বাঙ্গালা গদ্য সাহিত্য সমৃদ্ধ হইয়াছে, তাঁহারা দরিদ্র ছিলেন। তাঁহা-

দের নানারূপ অভাব ছিল। জীবিকানির্ব্বাহে তাঁহাদিগকে দুঃসহ কষ্টে নিপীড়িত হইতে হইত। কিন্তু তাঁহারা অদ্য উৎকৃষ্ট পরিচ্ছদে সজ্জিত হইয়া, কল্য ছিন্ন ও মলিন বস্ত্রে আত্মদৈন্য প্রকাশ করিতেন না; অথবা অদ্য নানা ভোগে রসনার তৃপ্তিসাধন করিয়া, কল্য ভিক্ষান্নের জন্য লালায়িত হইতেন না। তাঁহারা স্বকীয় পরিশ্রমে যাহার সংস্থান করিতেন, তদ্দ্বারাই আপনাদের অভাব মোচন করিয়া, স্বদেশীয় সাহিত্যের উৎকর্ষসাধনে যত্নশীল হইতেন। রাজা বা রাজমন্ত্রী তাঁহাদের উৎসাহদাতা না হইলেও স্বদেশের শাস্ত্রনিষ্ঠ ও বিদ্যানুরাগী ধনীর নিকটে তাঁহারা উপকৃত হইতেন। অক্ষয়কুমার স্বদেশীয় একটি মহাপুরুষের সাহায্য ও উৎসাহে স্বদেশীয় সাহিত্যের উৎকর্ষবিধানে অগ্রসর হয়েন। ইঁহার সাহিত্যানুরাগে, ইঁহার যত্নে, ইঁহার স্বদেশহিতৈষিতায়, অক্ষয়কুমারের অসামান্য উৎসাহের সঞ্চার হয়। অক্ষয়কুমার এইরূপে উৎসাহসম্পন্ন হইয়া সাহিত্যসেবায় আত্মোৎসর্গ করেন। বাঙ্গালা গদ্যসাহিত্যের অসামান্য শ্রীবৃদ্ধি ও পরিপুষ্টি এই আত্মোৎসর্গের ফল। এই মহৎ ফল দেখিলে একটি সমর্ বা একটি মণ্টেগ্ আপনাকে পরমসৌভাগ্যশালী মনে করিতে পারিতেন।

তত্ত্বদর্শী দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের যত্নে অক্ষয়কুমার তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার সম্পাদন-কার্য্যে ব্রতী হইলেন। তাঁহার যেরূপ বুদ্ধিচাতুর্য্য, যেরূপ গবেষণা-কৌশল, যেরূপ বিচার-নৈপুণ্য, তাঁহার রচনাপ্রণালীও সেইরূপ ওজস্বিতাময়ী, গাম্ভীর্য্যশালিনী ও চিত্তবিমোহিনী হইল। পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে যে, ঐ সময়ে বাঙ্গালা সাহিত্যে পদ্য রচনার প্রাদুর্ভাব ছিল। ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত পদ্যলেখকদিগের পরিচালক বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিলেন। এই শ্রেণীর লেখকগণ কল্পনাবলে বা সৃষ্টিকৌশলে, তাদৃশ উন্নত ছিলেন না। গম্ভীর ভাব তাঁহাদের রচনায় পরিলক্ষিত হইত না। তাঁহারা পদ্যের সহিত গদ্যও লিখিতেন। কিন্তু তাঁহাদের পদ্য ও গদ্য, উভয়ই উন্নত ও প্রগাঢ়ভাবের সম্পর্কশূন্য ছিল। তাঁহারা ভাবুক না হইলেও তাঁহাদের রচনায় এরূপ অনায়াসলভ্য মাধুর্য্য ছিল যে, জনসাধারণ অবলীলাক্রমে তাহার স্বাদ গ্রহণ করিয়া আমোদিত হইত। এক জন প্রসিদ্ধ লেখক বলিয়াছেন যে, যখন আবিসীনিয়ার রাজপুত্র রাসেলাসের গুরু, পক্ষের সাহায্যে আকাশে উড়িতে উদ্যত হয়েন, তখন পক্ষ আকাশপথে তাঁহার ভার-ধারণে সমর্থ হয় নাই। তিনি পক্ষসহ হ্রদের জলে পতিত হয়েন। যে পক্ষ তাহাকে উপরে ধরিয়া রাখিতে পারে নাই, তিনি সেই পক্ষের সাহায্যে জলের উপর থাকিতে পারিয়াছিলেন। বঙ্গের তাৎকালিক লেখকগণেরও এইরূপ অবস্থা ছিল। তাঁহারা রচনা-কৌশলের উপর নির্ভর করিয়া, উন্নতভাবের দিকে যাইতে পারিতেন না, কিন্তু যখন তাঁহারা নিম্নভাগে অবস্থিতি করিতেন, তখন জনসাধারণের উপর তাঁহাদের আসন থাকিত। বাঙ্গালা সাহিত্যের এইরূপ অবস্থার মধ্যে অক্ষয়কুমার স্বদেশীয়দিগকে গম্ভীর ভাষায় গভীর বিষয়ে উপদেশ দিবার জন্য সমুত্থিত হইলেন। তিনি কল্পনার শরণাপন্ন হইলেন, কল্পনা তাঁহার প্রশস্ত মনোমন্দির অপূর্ব্ব ভাবরাশিতে সজ্জিত করিল। তিনি প্রকৃতির দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন, প্রকৃতি তাঁহাকে যত্নসহকারে আপনার কার্য্যকারণ-

পরম্পরার সহিত সুপরিচিত করিয়া দিল। তিনি অতীত বিষয়ের পরিচিন্তনে অগ্রসর হইলেন, অতীত যেন বর্ত্তমানের ন্যায় সমুজ্জলভাবে তাঁহার সমক্ষে উপস্থিত হইল। তিনি নানা বিষয়ে উপদেশসংগ্রহে ব্যাপৃত হইলেন, উপদেশগুলি যেন চিরপরিচিত বন্ধুর ন্যায় অবলীলাক্রমে তাঁহার মানসপথে উদিত হইতে লাগিল। তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার এক এক সংখ্যা প্রকাশিত হইতে লাগিল; প্রতি সংখ্যাতেই অক্ষয়কুমারের ওজস্বিনী ভাষার সহিত তদীয় শাস্ত্রজ্ঞানের গভীরতার পরিচয় পাইয়া, পাঠকগণ অপরিসীম প্রীতি লাভ করিতে লাগিলেন। সাহিত্য, বিজ্ঞান, পুরাবৃত্ত প্রভৃতি সকল বিষয়েই অক্ষয়কুমার সমান অভিজ্ঞতাও সমান লিপিনৈপুণ্যের পরিচয় দিতে লাগিলেন। তিনি যখন ধর্ম্মনীতি, রাজনীতি প্রভৃতি বিষয়ে প্রবন্ধ লিখিতেন, তখন তাঁহার ধর্ম্মনীতিপ্রভৃতিতে আসামান্য জ্ঞান পরিলক্ষিত হইত। তিনি যখন পদার্থবিদ্যার বিষয় রচনা করিতেন, তখন তাঁহাকে দূরদর্শী ও সুদক্ষ বৈজ্ঞানিক বলিয়া বোধ হইত। তিনি যখন পুরাবৃত্তসম্বন্ধে প্রবন্ধ প্রকাশ করিতেন, তখন তাঁহার গবেষণা-কৌশলের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শিত হইত। তাঁহার বুদ্ধি এইরূপে সর্ব্ববিষয়ব্যাপিনী ছিল। তৎসম্পাদিত তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা এইরূপে সর্ব্ববিষয়ের আবির্ভাবে পাঠকবর্গের সন্তোষ-বিধায়িনী হইয়া উঠিয়াছিল। মিথিলার প্রসিদ্ধ নৈয়ায়িক পক্ষধর মিশ্রের কথা যখন মনে হয়, তখন নবদ্বীপের সেই একচক্ষু, দরিদ্র রামনাথের অসামান্য শাস্ত্রাভিজ্ঞতার সমক্ষে সহজে মস্তক অবনত হইয়া থাকে। হল্‌দিঘাট বা থর্ম্মাপলীর উল্লেখ হইলে, সহজেই হৃদয়, প্রতাপ-সিংহ বা লিওনিদসকে প্রীতিপুষ্পাঞ্জলি দিতে অগ্রসর হয়। তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার ইতিহাস যখন স্মৃতিপথে আবির্ভূত হয়, তখন শাস্ত্রনিষ্ঠ দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সাহিত্যানুরাগের সহিত অক্ষয়কুমারের সেই গভীর শাস্ত্রজ্ঞান, সেই যুক্তিবিন্যাসচাতুরী, সর্ব্বোপরি সেই দীপ্তিময় বহ্নিস্তূপের ন্যায় ভাষার অপূর্ব্ব ওজস্বিতার সমক্ষে হৃদয় অপরিসীম ভক্তি ও শ্রদ্ধায় আনত হইয়া উঠে। ইংলণ্ডের রাজা বা রাজমন্ত্রীর উৎসাহে আডিসন, জন্‌সন্‌ প্রভৃতি ইংরেজী সাহিত্যের যে উপকার করিয়াছেন, ইংলণ্ডের প্রজাবর্গের শাসিত একটি দরিদ্র দেশের এক জন উদারপ্রকৃতি ভূস্বামীর উৎসাহে অক্ষয়কুমার স্বদেশীয় সাহিত্যের তাহা অপেক্ষা অল্প উপকার করেন নাই, এবং স্পেক্টেটর বা র‍্যাম্‌বলার দ্বারা ইংরেজী সাহিত্য যে পরিমাণে গৌরবান্বিত হইয়াছে, তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা দ্বারা বঙ্গীয় সাহিত্যভাণ্ডার তাহা অপেক্ষা অল্প গৌরবান্বিত হয় নাই।

অক্ষয়কুমার দত্ত ১৭৬৫ শক হইতে ১৭৭৭ শক পর্য্যন্ত দ্বাদশ বর্ষ কাল তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার সম্পাদকতা করেন। এই দ্বাদশ বর্ষের পরিশ্রমে তিনি যাহা লিখিয়া গিয়াছেন, তদ্দ্বারা বাঙ্গালা গদ্য সাহিত্যের অসামান্য শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছে। শাস্ত্রদর্শী বিদ্যাসাগর এবং তত্ত্বদর্শী অক্ষয়কুমার, উভয়েই প্রায় একসময়ে সাহিত্যের উৎকর্ষবিধানে মনোনিবেশ করেন। বিদ্যাসাগর যেমন কোমলতায় বাঙ্গালা সাহিত্যের মাধুর্য্য বৃদ্ধি করিয়াছেন, অক্ষয়কুমার সেইরূপ ওজস্বিতায় উহাকে উদ্দীপনাময় করিয়া তুলিয়াছেন।

কথিত আছে, ফোর্ট উইলিয়ম কালেজের বাঙ্গালা পাঠ্য পুস্তক অতি কদর্য্য ভাষায় লিখিত হইত বলিয়া, উক্ত কালেজের অধ্যক্ষ মহোদয়, বিদ্যাসাগর মহাশয়কে বাঙ্গালা গ্রন্থ প্রণয়ন করিতে অনুরোধ করেন। তদনুসারে বিদ্যাসাগর মহাশয় কর্ত্তৃক বাসুদেবচরিত রচিত হয়। কিন্তু উহা অধ্যক্ষ মহোদয়ের অনুমোদিত না হওয়াতে মুদ্রিত ও প্রচারিত হয় নাই। ইহার পর বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বেতাল পঞ্চবিংশতি ১৭৬৭ শকে মুদ্রিত হয়। বলা বাহুল্য, এই গ্রন্থ ফোর্ট উইলিয়ম কালেজের অধ্যক্ষ মহোদয়ের অনুমোদিত এবং ঐ কালেজের পাঠ্য পুস্তক রূপে পরিগৃহীত হইয়াছিল। যাহা হউক ১৭৬৫ শক হইতে অক্ষয়কুমারের লেখনী-বিনির্গত সারগর্ভ প্রবন্ধসমূহ তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার কলেবর শোভিত করিতে থাকে। এই সকল প্রবন্ধের অধিকাংশ পরে পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়। তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা এবং বেতালপঞ্চবিংশতি প্রকাশের পূর্ব্বে বাঙ্গালা গদ্য অপকৃষ্ট ছিল। উৎকট সংস্কৃত শব্দের সহিত প্রচলিত কথা গুলি এ ভাবে সন্নিবেশিত হইত যে, উহাতে ভাষার লালিত্য বা মাধুর্য্য কিছুই থাকিত না। নিম্নোদ্ধৃত গদ্য রচনায় ইহা বুঝা যাইবে :—

"ধর্ম্মারণ্যে এক ব্রাহ্মণ থাকেন তিনি হবিষ্যাশী মৎস্য মাংসাদি আমিষ দ্রব্য কদাচ ভক্ষণ করেন না। ঐ ব্রাহ্মণ এক দিবস বিবেচনা করিলেন, যেমন অপবিত্র দ্রব্য সংস্পৃষ্ট পূত সামগ্রী অখাদ্য হয়, তেমনি আমিষ্য মীনসংস্পৃষ্ট যে সলিল সেও পেয় হইতে পারে না। অতএব আজ অবধি আমি নদী নদ হ্রদ পুষ্করিণী পল্বল প্রভৃতি জলাশয়ের জল আর পান করিব না। তাহা করিলে নিরামিষ্য ভোজন ব্রতভঙ্গ প্রসঙ্গ হইবে, তবে এতৎপর্য্যন্ত যে হইয়াছে, সে অজ্ঞানতঃ। এইরূপ মনে করিয়া নদ্যাদি পয়ঃপান পরিত্যাগ করিলেন, অন্তঃসলিলবাহিনী নদীর বারি পান করিতে লাগিলেন। দৈবাৎ এক দিবস সে জলেতেও এক ক্ষুদ্র সফরী মৎস্যকে বীক্ষণ করিয়া তজ্জল পান বর্জ্জন করিয়া কূপোদক পান করিতে লাগিলেন। কদাচিৎ একদা তদম্বুতেও এক ক্ষুদ্র প্রোষ্ঠী দেখিতে পাইয়া সে জল খাওয়া ছাড়িয়া নারিকেলোদক খাইতে আরম্ভ করিলেন। অনন্তর সে জলের ভিতরও কৃমি কীট দর্শন করিয়া তৎপান পরিত্যাগ করিয়া অতি পিপাসাতে শুষ্ককণ্ঠ হইয়া বর্ষোদক প্রত্যাশাতে ঊর্দ্ধে মুখব্যাদান করিয়া আছেন, এতদবসরে এক বায়স পক্ষী তদ্বক্ত্রমধ্যে শৌচ করিয়া দিল। পরে ঐ ব্রাহ্মণ একে তো তৃষ্ণাতে শুষ্ককণ্ঠ ছিলেন। দ্বিতীয়তঃ বক্ত্রান্তর্গত পুরীষ দুর্গন্ধ প্রযুক্ত ওকার করিতে করিতে গলা ফাটিয়া মরেন। ইত্যবসরে তত্ত্বজ্ঞ এক পরমহংস স্বামী তথা আসিয়া উপস্থিত হইলেন, এবং ঐ ব্রাহ্মণকে জিজ্ঞাসিয়া সকল বিষয় সবিশেষ গোচর হইয়া কহিলেন, ওরে মূর্খ কর্ম্মজড় কূপমণ্ডূক উড়ুম্বর মশক, অসদুপদেশ দুরাগ্রহে দুর্দ্দশাপ্রাপ্ত হইয়াছিস্; আমার এই কমুণ্ডলু হইতে জল লইয়া মুখ প্রক্ষালন ও জলপান করিয়া প্রাণ রক্ষা কর্। সন্ন্যাসির এই বাক্যে তৎক্ষণে ঐ বিপ্র করঙ্গপানীয়তে লপন ধাবন ও উদন্যা নিবৃত্তি করিয়া সুস্থ হইল।"

প্রবোধচন্দ্রিকা।

"বিদ্যা বিষয়ে ও অন্য অন্য কর্ম্ম বিষয়ে যে উদ্যোগ, তাহাকেই লোকে পরিশ্রম কহে। বাল্যাবস্থা ও যৌবনাবস্থাতে মনুষ্য সকল সতত সকল বিষয়ে পরিশ্রম অবশ্য করিবেন, যে হেতু পরিশ্রমেতে বিদ্যা ও ধন ও মান্যতা ও সুখাদি হয়, পরিশ্রম ব্যতিরেকে ইহার কিছুই হয় না, অদৃষ্ট দ্বারা যে সুখাদি হয়, সে কাপুরুষের কথা মাত্র। যদ্যপি চেষ্টা করিলে কার্য্য সিদ্ধ না হয়, তাহাতে হানি নাই। ইহার দৃষ্টান্ত, কুম্ভকার এক মৃত্তিকা পিণ্ডতে ঘট ও স্থাল্যাদি যাহা যাহা চেষ্টা করিতেছেন তাহা তাহা নির্ম্মাণ করিতেছেন; এবং দেখ নানাবিধ দ্রব্য সম্মুখে আছে বটে, কিন্তু ভোজনার্থি ব্যক্তির মুখে অদৃষ্ট কি অন্নাদি প্রদান করেন? উদ্যোগ ব্যতিরেকে সেই দ্রব্য ভক্ষণ করিতে পারেন না।"

জ্ঞানচন্দ্রিকা।

এইরূপ উৎকট শব্দাবলীতে সম্বদ্ধ, প্রাঞ্জলতা-পরিশূন্য, লালিত্য-হীন ভাষা বিদ্যাসাগর ও অক্ষয়কুমারের রসময়ী লেখনীতে পরিমার্জ্জিত হয়। কথিত আছে, বেতাল পঞ্চবিংশতিতে সর্ব্ব প্রথম "উত্তাল-তরঙ্গমালা-সঙ্কুল উৎফুল্ল-ফেননিচয়-চুম্বিত ভয়ঙ্কর-তিমি-মকর-নক্র-চক্র-ভীষণ স্রোতস্বতীপতি-প্রবাহ-মধ্য হইতে সহসা এক দিব্য তরু উদ্ভূত হইল" এইরূপ রচনা ছিল। পরিশেষে এই দীর্ঘ সমাসযুক্ত রচনা পরিত্যক্ত হয়। অক্ষয়কুমারের রচনাতেও দীর্ঘ সমাস পরিদৃষ্ট হয়; কিন্তু তাহাতে রচনার লালিত্য বা মাধুর্য্য নষ্ট হয় নাই। অক্ষয়কুমার যথানিয়মে সংস্কৃত শিখিবার সুযোগ প্রাপ্ত হয়েন নাই। এক জন অধ্যাপকের নিকট তিনি কিয়ৎকাল মাত্র সংস্কৃতের আলোচনা করিয়াছিলেন। এরূপ হইলেও তাঁহার ভাষায় এরূপ সুপ্রণালীক্রমে সংস্কৃত শব্দসমূহের বিন্যাস আছে যে, এক জন মহামহোপাধ্যায় সংস্কৃত পণ্ডিত তৎসমুদয়ের যোজনা করিতে সমর্থ হইলে আপনাকে গৌরবান্বিত মনে করিতে পারেন। ফলতঃ অক্ষয়কুমার সংস্কৃত শব্দের ব্যবহার করিয়াছেন, কিন্তু ভাষাকে শ্রুতিকঠোর করেন নাই; দীর্ঘ সমাস প্রয়োগ করিয়াছেন, কিন্তু ভাষাকে শুষ্ক কাষ্ঠের ন্যায় নীরস করিয়া তুলেন নাই; সংস্কৃতের পার্শ্বে প্রচলিত কথার সমাবেশ করিয়াছেন, কিন্তু ভাষার সৌন্দর্য্য হানি করেন নাই। তাঁহার ১ম ও ২য় ভাগ বাহ্য বস্তুর সহিত মানবপ্রকৃতির সম্বন্ধবিচার, তাঁহার ১ম, ২য়, ৩য় ভাগ চারুপাঠ, তাঁহার ধর্ম্মনীতি, তাঁহার পদার্থবিদ্যা, তাঁহার ১ম ও ২য় ভাগ ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়, যাহাই পাঠ করা যায়, তাহাতেই তদীয় ভাষার পরিশুদ্ধ ভাবের পরিচয় পাওয়া যায়। মাতা পিতার সহিত যে ভাষায় কথা কহা যায়, প্রণয়ী জনের সহিত যে ভাষায় আলাপ করা যায়, স্নেহময়ী ধাত্রী বা বিশ্বস্ত পরিজনের সহিত কথোপকথনকালে যে ভাষার ব্যবহার করা যায়, অক্ষয়কুমার সাধারণতঃ সে ভাষার আশ্রয় গ্রহণ করেন নাই। তাঁহার ভাষা গম্ভীর, তাঁহার ভাষা সংস্কৃতশব্দবহুল, তাঁহার ভাষা সংস্কৃতের নিয়মানুসারে সমাসসমন্বিত; কিন্তু এই গাম্ভীর্য্যে, এই সংস্কৃতশব্দবহুলতায়, এবং এই সমাস-

মালায় এরূপ মাধুর্য্য ও কমনীয়তা আছে যে, পাঠ করিলে পাঠকের হৃদয় মোহিত হয়। যে নির্জ্জীব ও নিশ্চেষ্ট জাতির বেদনাবোধ নাই; যে জাতি মহাপ্রাণতার অধিকারী হয় নাই, জাতীয় জীবনে সঞ্জীবিত হইয়া উঠে নাই, উদ্দীপনার মর্ম্ম পরিগ্রহ করিতে পারে নাই; বিরহী জনের কাতরতাপ্রকাশক রোদন বা প্রণয়ী জনের অস্ফুট প্রণয়-সম্ভাষণ যে জাতির ভাষার প্রতি স্তরে পরিস্ফুট হয়; অথবা তাণ্ডবমত্ত অর্থশিক্ষিত লোকের কর্কশ কথার ন্যায় কতকগুলি অসম্বদ্ধ শ্রুতিকঠোর শব্দাবলী যে জাতির সাহিত্য-ভাণ্ডারে স্তূপে স্তূপে সজ্জিত থাকে; অক্ষয়কুমার সেই জাতির ভাষায় প্রচণ্ড তাড়িত বেগ সঞ্চারিত করেন এবং সেই জাতির ভাষাকে সুসম্বদ্ধ, সুগঠিত, সুশ্রাব্য শব্দমালায় শোভিত করিয়া তুলেন। মিল্টন একটি নিত্যস্বাধীন মহাজাতিকে কোন মহান্ বিষয়ে প্রবর্ত্তিত করিবার জন্য উদ্দীপনাময়ী ভাষায় উপদেশ দিয়া গিয়াছেন; চিরপরাধীন, চিরনিপীড়িত ও চিরনিগৃহীত জাতির মধ্যে অক্ষয়কুমারের ভাষা মিল্টনের ভাষারও গৌরবস্পর্দ্ধী হইয়াছে। মিল্টন যদি উনবিংশ শতাব্দীতে এই নিস্তেজ বঙ্গের সঙ্কীর্ণ কর্ম্মভূমিতে পরস্পর বিচ্ছিন্ন ও জাড্যদোষে সমাচ্ছন্ন লোকের মধ্যে উপস্থিত হইতেন, তাহা হইলে বোধ হয়, দরিদ্র অক্ষয়কুমারের লেখনীর প্রভাব দর্শনে তাঁহারও হিংসার আবির্ভাব হইত। নির্জ্জীব ও নিশ্চেষ্ট বিষয়ের সজীবতাসম্পাদন অসামান্য ক্ষমতার কার্য্য। অক্ষয়কুমার এই অসামান্য ক্ষমতার পরিচয় দিয়া, চিরস্মরণীয় হইয়াছেন। তাঁহার ক্ষমতায় নিস্তেজ ভাষার মধ্যে এরূপ তেজস্বিতা ও সঞ্জীবতার আবির্ভাব হইয়াছে যে, তাহার প্রদীপ্ত প্রভায় বঙ্গীয় সাহিত্য সমুজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে। এই সমুজ্জ্বল ভাব দেশান্তরের সভ্যসমাজেও বিকীর্ণ হইয়া পড়িয়াছে।

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার জন্য দ্বাদশ বর্ষ কাল কঠোর পরিশ্রমে অক্ষয়কুমারের অচিকিৎস্য শিরোরোগের সঞ্চার হয়। এই রোগে অক্ষয়কুমার জীবন্মৃত হইয়া পড়েন। কিন্তু এই জীবন্মৃত অবস্থাতেও তিনি শাস্ত্রালোচনা পরিত্যাগ করেন নাই। লোকে যে অবস্থায় পতিত হইলে সমুদয় আশায় বিসর্জ্জন দিয়া, অনুক্ষণ অন্তিম কালের প্রতীক্ষায় থাকে; তিনি সেই অবস্থাতেও অভিনব তত্ত্ব সংগ্রহ করিতে, অভিনব বিষয়ের সহিত পরিচিত হইতে, এবং অভিনব গ্রন্থ প্রচার করিয়া স্বদেশীয়দিগের জ্ঞানচক্ষু উন্মীলিত করিতে সর্ব্বদা আগ্রহযুক্ত ছিলেন। উৎকট রোগ প্রযুক্ত তাঁহার শরীরে সামর্থ্য ছিল না, হৃদয়ে শান্তি ছিল না, মনে স্থিরতা ছিল না। এই অবস্থায় আপনার চিরপোষিত বাসনা সিদ্ধ হইল না বলিয়া, তিনি যে সকল আক্ষেপোক্তি করিয়া গিয়াছেন, তৎসমুদায় পাঠ করিলে হৃদয় দ্রবীভূত হয়। এইরূপ জীবন্মৃত অবস্থায় অক্ষয়কুমার ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায় প্রকাশ করেন। তিনি এই গ্রন্থের দুই ভাগে অসামান্য গবেষণার পরিচয় দিয়াছেন। প্রগাঢ় তত্ত্বানুসন্ধায়ী পণ্ডিত সুস্থাবস্থায় যে গ্রন্থ লিখিলে আপনাকে গৌরবান্বিত মনে করিতে পারেন, অক্ষয়কুমার শরীরের নিরতিশয় শোচনীয় অবস্থায় সেইরূপ মহাগ্রন্থের প্রচার করিয়া অবিনশ্বর কীর্ত্তিস্তম্ভ রাখিয়া গিয়াছেন। ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থানে পরিভ্রমণ এবং বিভিন্নমতাবলম্বী উপাসকদিগের সহিত আলাপ

করিয়া, তিনি এই গ্রন্থে যে সকল দুর্জ্ঞেয় তত্ত্ব সংগ্রহ করিয়াছেন, তৎসমুদয় তাঁহার যেরূপ বলবতী অনুসন্ধিৎসা ও সত্যপ্রিয়তার পরিচয় দিতেছে, সেইরূপ তদীয় অসামান্য স্বদেশানুরাগ, প্রখর বুদ্ধি, বিচিত্র বিচারচাতুরী এবং গভীর শাস্ত্রজ্ঞান প্রকাশ করিতেছে। ইংলণ্ডের মহাকবি অন্ধাবস্থায় মহাকাব্য প্রণয়ন পূর্ব্বক, সাহিত্যের গৌরব বৃদ্ধি করিয়া গিয়াছেন। কারাগারের কঠোরতার মধ্যে জগতের ইতিহাস এবং তীর্থযাত্রীর যাত্রা প্রণীত হইয়া ইংলণ্ডের সাহিত্যসমাজ সমুজ্জ্বল করিয়াছে। এজন্য ইতিহাস সেই লেখকশ্রেষ্ঠদিগের সহিষ্ণুতা ও ক্ষমতার নিকট মস্তক অবনত করিয়া থাকে। কিন্তু যে মহাপুরুষ রোগজনিত দুঃসহ যাতনার মধ্যে, মৃত্যুর বিভীষিকায় দৃক্‌পাত না করিয়া, ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়ের ন্যায় অপূর্ব্ব গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন, তাঁহার সহিষ্ণুতা, ক্ষমতা এবং তাঁহার মস্তিষ্কের অভাবনীয় শক্তির অনুরূপ দৃষ্টান্ত বোধ হয়, পৃথিবীর কোন সাহিত্যের ইতিহাসে প্রাপ্ত হওয়া যায় না। বঙ্গীয় সাহিত্যের ইতিহাস এ অংশে পৃথিবীর সমগ্র সাহিত্যের ইতিহাসের সমক্ষে বোধ হয়, অপ্রতিদ্বন্দ্বিভাবে রহিয়াছে এবং বঙ্গীয় সাহিত্যক্ষেত্রের কর্ম্মবীর এ বিষয়ে অসামান্য মানসিক শক্তির পরিচয় দিয়া, পৃথিবীর সাহিত্যবীরদিগের মধ্যে প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন *।

উক্ত গ্রন্থপ্রণয়ন-কালে অক্ষয়কুমারের মস্তিষ্কের স্থিরতা ছিল না। এই অস্থিরতার মধ্যে তাঁহার হৃদয়ে অনেক ভাবের উদয় হইয়াছে। কিছুতেই এই ভাবের বেগ মন্দীভূত হয় নাই। তিনি এই ভাবপ্রবাহের আবেগে সময়ে সময়ে স্বকীয় মহাগ্রন্থ—উপাসক সম্প্রদায়ে ভারত ভূমির দুর্দ্দশার উল্লেখ করিয়া উদ্দীপনাময়ী ভাষায় যে সকল মর্ম্মস্পর্শী কথা বলিয়া গিয়াছেন, তৎসমুদয় পড়িলে শরীর পুলকিত হয় এবং তাঁহার সহিত একপ্রাণ হইয়া তাঁহারই বাক্যে বলিতে ইচ্ছা হয়—"ভীমজননী ও অর্জ্জুন মাতা আর কাহার মুখাবলোকন করিয়া আশাপথ অবলম্বন করিবেন? গগনস্পর্শিবৎ হিমালয় ও আর্য্যাবর্ত্তের বপ্রবিশেষ বিন্ধ্যাচল যাঁহাদের বল ও বিক্রম, বীর্য্য ও উৎসাহ এবং ধর্ম্ম ও প্রতিষ্ঠা রুদ্ধ করিয়া রাখিতে পারেন নাই, সেই মহাপুরুষদের বংশে এখন এই অধম পামরস্বরূপ আমরাই জন্মগ্রহণ করিয়াছি। তাঁহাদের শোণিতকণা হিন্দুজাতির রক্তশিরা হইতে একবারেই অন্তর্হিত হইয়াছে। তদীয় চিতাভস্মকণাও বিদ্যমান নাই। সেই সমস্ত পুরাতন মহত্তর পদার্থ একবারেই অদৃশ্য হইয়া গিয়াছে। তাহার সহিত আর কণামাত্রও সংযোজিত হইল না, কখনও হইবেও না। * * * * "কোথায় সে হস্তিনা ও ইন্দ্রপ্রস্থ? কোথায় বা সে মথুরা ও উত্তর কোশলা? কোথায় বা সে উজ্জয়িনী ও পাটলিপুত্র? নাম আছে, কিন্তু পদার্থ নাই। অঙ্গার আছে, তাহাতে অগ্নি নাই। দেহ আছে, তাহাতে জীবন নাই। সাকারবাদীর অশ্বত্থমূলবিদ্ধ কবাটশূন্য জরাজীর্ণ দেবমন্দির বিদ্যমান আছে, তাহাতে দেববিগ্রহ বিরাজমান নাই। জয়শ্রী ও রাজশ্রী দেবী, একবারে অন্তর্হিত হইয়া গিয়াছেন।"

* জীবনীকার বিদ্যানিধি মহাশয় এ বিষয়ের বিশদরূপে উল্লেখ করিয়াছেন।

বাহ্যবস্তুর সহিত মানবপ্রকৃতির সম্বন্ধবিচারে সন্তানপালন, প্রাকৃতিক নিয়মরক্ষণ, শারীরিক স্বাস্থ্যসম্পাদন প্রভৃতি বিষয়ে অক্ষয়কুমার যুক্তির সহিত স্বকীয় মত প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি একখানি ইংরাজী গ্রন্থের অবলম্বনে এই গ্রন্থখানি লিখিয়াছিলেন। বাহ্যবস্তু ও ধর্ম্মনীতি, উভয়ই একশ্রেণীর পুস্তক। মানবকে ধর্ম্মবলে বলীয়ান এবং সবল ও সুস্থকরা উভয় পুস্তকের উদ্দেশ্য। যে সকল বিষয় এই উদ্দেশ্যানুসারে গ্রন্থপ্রণেতার নিকট সমীচীন বোধ হইয়াছিল, তৎসমুদয়ই যুক্তিসহ গ্রন্থমধ্যে সন্নিবেশিত হইয়াছে। বাহ্যবস্তুতে আমিষ-ভক্ষণবিষয়ক প্রস্তাব পড়িয়া, অনেকেই সে সময়ে আমিষভক্ষণের একান্ত বিরোধী হইয়া উঠিয়াছিলেন। ধর্ম্মনীতি ও বাহ্যবস্তুতে ব্যায়াম প্রভৃতি সম্বন্ধে যে সকল প্রস্তাব প্রকটিত হইয়াছিল, তৎসমুদয় অস্মদ্দেশীয় যুবকসম্প্রদায়ের মধ্যে অকার্য্যকর হয় নাই। অনেকে উক্ত প্রবন্ধলিখিত নিয়ম অনুসারে ব্যায়াম করিয়া, শারীরিক স্বাস্থ্য-বিধানে যত্নশীল হইয়াছিলেন। এইরূপে অক্ষয়কুমারের তেজস্বিনী লেখনী আমাদের চির-সুপ্ত সমাজকে জাগরিত করিয়াছিল। এতদ্ব্যতীত অক্ষয়কুমারের গ্রন্থ শিক্ষার্থীদিগের নীতিশিক্ষার সহিত নানা বিষয়ে অভিজ্ঞতাবৃদ্ধির পক্ষেও বিস্তর সাহায্য করিতেছে। চারুপাঠ প্রভৃতি গ্রন্থের এক দিকে যেমন সদাচার ও উন্নত ধর্ম্মভাবের বিষয় লিখিত হইয়াছে, অপর দিকে সেইরূপ বিশ্বব্যাপারের বিচিত্র কৌশল স্পষ্টরূপে বুঝাইয়া দেওয়া হইয়াছে। শিক্ষার্থিগণ মিত্রতা প্রভৃতি প্রবন্ধ পড়িয়া, যেমন সৎসঙ্গলাভের উপকারিতা বুঝিতে পারে, সেই রূপ সৌরজগতের অত্যাশ্চর্য্য নিয়মপরম্পরা বুঝিতে পারিয়া, বিশ্বনিয়ন্তা পরমপুরুষের প্রতি ভক্তিপ্রবণ হইয়া থাকে। পূর্ব্বে বাঙ্গালা সাহিত্যে এই প্রণালীর পুস্তক ছিল না। অক্ষয়কুমারের প্রতিভাবলে এইরূপ গ্রন্থাবলীর উৎপত্তি হইয়াছে। ইহাতে বঙ্গীয় সাহিত্য যেরূপ উচ্চতর বিষয়ের বর্ণনায় উন্নতি লাভ করিয়াছে, সেইরূপ উন্নত ভাব ও উৎকৃষ্ট রচনাপ্রণালীর গুণে যার পর নাই বিশুদ্ধ হইয়া উঠিয়াছে। অনেকে বলেন যে, অক্ষয়-কুমার কেবল ইংরেজী পুস্তকের অনুবাদ করিয়াছেন। তাঁহার গ্রন্থসমূহে অভিনব বিষয়ের সমাবেশ নাই বা উদ্ভাবনাগুণে তাঁহার গ্রন্থাবলী সাহিত্যক্ষেত্রে উচ্চতর স্থান পরিগ্রহ করিতে পারে নাই। যাঁহারা এইরূপ নির্দ্দেশ করেন, তাঁহারা বোধ হয়, ইংরেজী গ্রন্থের সহিত অক্ষয়কুমারের গ্রন্থ মিলাইয়া দেখেন নাই। মীর্জ্জার স্বপ্নদর্শনের আদর্শে চারুপাঠের স্বপ্নদর্শন লিখিত হইয়াছে বটে, কিন্তু মীর্জ্জার স্বপ্নদর্শনে যাহা নাই, চারুপাঠের স্বপ্নদর্শনে তাহা আছে। আডিসনের কল্পনা অপেক্ষা অক্ষয়কুমারের কল্পনার অধিকতর বিকাশ হইয়াছে। আডিসনের প্রবর্ত্তিত পথে পদার্পণ করিলেও, অক্ষয়কুমার অভিনব চিত্রপ্রদর্শনে সমর্থ হইয়াছেন। অধ্যাপক উইল্‌সনের হিন্দুধর্ম্মসম্প্রদায়, ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়ের আদর্শ হইলেও শেষোক্ত গ্রন্থে অনেক নূতন বিষয় সন্নিবেশিত হইয়াছে।

এইরূপে অক্ষয়কুমারের গ্রন্থপাঠে অনেক অপরিজ্ঞাত বিষয়ের পরিজ্ঞান হয়। কোন বিষয়ের অণুকরণে কোন গ্রন্থ প্রণীত হইলে গ্রন্থকারকে কেবল পরানুকারী ও অনুবাদকার

বলা যাইতে পারে না। লেখকের প্রতিভা ও ক্ষমতা থাকিলে অনুকরণে তদীয় গ্রন্থের যথোচিত গুণ পরিস্ফুট হয়। অক্ষয়কুমার প্রতিভাশালী ও ক্ষমতাপন্ন ছিলেন। তিনি অপরের অনুকরণ করিয়াও, স্বকীয় গ্রন্থে এরূপ বিষয় সন্নিবেশিত করিয়া গিয়াছেন যে, তাহা আদর্শ অপেক্ষা পাঠকবর্গের অধিকতর হৃদয়গ্রাহী হইয়াছে। ইউরোপের উন্নতিশীল সাহিত্য লাতিনের সাহায্যে পুষ্টি লাভ করিয়াছে। ফরাসী সাহিত্যের প্রাধান্যের মধ্যে ইংলণ্ডের জাতীয় সাহিত্য সঞ্জীবিত হইয়াছে। যাঁহারা অপর সাহিত্যের আদর্শে আপনাদের সাহিত্যের পুষ্টি সাধন করিয়াছেন, তাঁহারা অনুবাদকার বা পরানুকারী বলিয়া উপেক্ষিত হয়েন নাই। স্বদেশে তাঁহাদের যথোচিত সম্মানলাভ হইয়াছে, বিদেশেও তাঁহারা ক্ষমতাশালী মহাপুরুষ বলিয়া মহিমান্বিত হইয়াছেন। ভিন্ন দেশের সাহিত্যে যাহা ঘটিয়াছে, অক্ষয়কুমারের ক্ষমতায় অস্মদ্দেশের সাহিত্যেও তাহা সম্পন্ন হইয়াছে। অক্ষকুমার বিদেশীয় সাহিত্যভাণ্ডার হইতে বর্ণনীয় বিষয় সংগ্রহ করিয়াছেন বটে, কিন্তু সেই বিষয় তাঁহার অনুসন্ধানগুণে যেন নবীকৃত হইয়া উঠিয়াছে। তিনি যে বিষয়ের রচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন, সেই বিষয়েরই নিগূঢ় তত্ত্বনিরূপণে যথোচিত পরিশ্রম করিয়াছেন। তাঁহার তত্ত্বানুসন্ধানপ্রবৃত্তি এরূপ বলবতী ছিল যে, তিনি মেডিকেল কলেজে গিয়া, বিজ্ঞানশাস্ত্রের উপদেশ শুনিতেও ত্রুটি করেন নাই। এইরূপ অনুসন্ধান ও আলোচনায় তাঁহার গ্রন্থসমূহ জ্ঞানপ্রদ হইয়াছে।

সাধারণতঃ দেখা যায় যে, বিচারক সূক্ষ্মরূপে সমুদয় কার্য্যকারণ বুঝিয়া, আপনার সিদ্ধান্ত স্থির করেন। তিনি বিচার্য্য বিষয়ের মূল, উহার অনুকূল ও প্রতিকূল যুক্তি, সমস্ত বিষয়েরই ধীর ভাবে আলোচনা করিয়া দেখেন। কিন্তু ব্যবহারাজীব একটি নির্দ্দিষ্ট বিষয়কেই স্থিরতর সিদ্ধান্তস্বরূপ মনে করিয়া, উহার সমর্থনে অগ্রসর হয়েন। ঐ সিদ্ধান্তের মূল কি, উহা অপসিদ্ধান্ত বলিয়া পরিগণিত না হইবার হেতু কি, তৎসমুদয়ের প্রতি তাঁহার লক্ষ্য থাকে না। জন্‌সন্ সাহিত্যক্ষেত্রে ব্যবহারাজীবের প্রকৃতির পরিচয় দিয়াছেন। তিনি বলিতেন, দিমস্থিনিসের সময়ে এথেন্সবাসীরা পশুর ন্যায় ছিল। তাঁহার মতে গর্ব্বিত এথেন্সবাসীরা অসভ্য ; যে হেতু এথেন্সে মুদ্রিত পুস্তক ছিল না। যে স্থানে মুদ্রিত পুস্তক নাই, সে স্থানের জনসাধারণের মধ্যে প্রত্যেক ব্যক্তি অসভ্য বলিয়াই পরিগণিত হয়। জন্‌সন্ দেখিতেন, যে সকল লণ্ডনবাসী লেখাপড়া করে না, তাহারা প্রায়ই উদ্ধত হইয়া পাশব বৃত্তির পরিচয় দেয়। এজন্য তাঁহার সিদ্ধান্ত হইয়াছিল যে, যাহারা গ্রন্থ পাঠ করে না, তাহারা বর্ব্বর *। কেবল গ্রন্থানুশীলনে যাবতীয় জ্ঞানের উন্মেষ হইয়া থাকে। কিন্তু এথেন্সবাসিগণ প্রতি দিন প্রাতঃকালে তত্ত্বজ্ঞানী সক্রেতিসের পদতলে বসিয়া তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিত ; প্রতি মাসে চারি পাঁচ বার, পেরিক্লিসের উপদেশ শুনিত। আরিস্তোফানেস তাহাদের জ্ঞানালোক উদ্দীপিত করিতেন। লিওনিদাস

* Macaulay, Life of Johnson.

ও মিলতাইদিস্ তাহাদিগকে স্বদেশহিতৈষিতার মহামন্ত্রে দীক্ষিত করিয়া তুলিতেন। জেনোফন তাহাদের সম্মুখে জাতীয় গৌরবের বিচিত্র চিত্র বিস্তারিত করিয়া রাখিতেন। তাহারা বিচারকের বিচারপ্রণালী দেখিয়া অভিজ্ঞ হইত; যথানিয়মে সৈনিকশ্রেণীতে প্রবেশ করিয়া, সুশৃঙ্খলা ও সুনীতির সম্মানরক্ষায় তৎপর হইত। এই সকল বিষয় তাহাদের শিক্ষার প্রধান অবলম্বস্বরূপ ছিল। তাহারা এই সকলের অবলম্বনে সভাস্থলে যেরূপ বাক্‌পটুতা প্রকাশ করিত, যুদ্ধস্থলে যেরূপ বীরত্বের পরিচয় দিত, লোকব্যবহারে যেরূপ শিষ্টতা দেখাইত; স্বদেশের হিতসাধনে, স্বদেশের গৌরবরক্ষণে, স্বদেশীয়দিগের প্রাধান্যকীর্ত্তনে সেইরূপ একাগ্রতা, সেইরূপ উদ্যমশীলতা এবং সেইরূপ দূরদর্শিতা প্রকাশ করিত। এইরূপ জাতি কখন অশিক্ষিত বা অসভ্য বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে না। কিন্তু জন্‌সন ইহা বুঝিতেন না। তাঁহার যেরূপ ধারণা হইয়াছিল, তিনি সেইরূপ ধারণা অনুসারে জ্ঞানগরিমার নিদর্শনভূমি, শূরত্ব ও মহত্ত্বের বিকাশস্থল এথেন্সকে অসভ্যের আবাসক্ষেত্র বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন। অক্ষয়কুমার জন্‌সনের ন্যায় অনেক সময়ে আত্মমতের নির্দ্ধারণ করিতেন। ব্যবহারাজীব যেমন একতর পক্ষকে সর্ব্ববিষয়ে সঙ্গত বলিয়া মনে করেন, সাহিত্যক্ষেত্রে তিনিও সেইরূপ একতর বিষয়কে সর্ব্ববিধিসম্মত বলিয়া মনে করিতেন। জ্যামিতির প্রতিজ্ঞাসমাধান করিবার জন্য কতিপয় স্বীকার্য্য প্রতিজ্ঞা আছে। এগুলি কিরূপে স্বীকৃত হইল, জ্যামিতি তাহার কোন কারণ নির্দ্দেশ করে না। অক্ষয়কুমারের অনেকগুলি মত এইরূপ স্বীকৃত বিষয়ের মধ্যে পরিগণিত ছিল। অক্ষয়কুমার বলিতেন, হিন্দুর স্মৃতি ও দর্শনশাস্ত্র অসার এবং হিন্দু দার্শনিকগণ ঘোরতর বিতণ্ডাবাদী। তাঁহারা মতে, যাহারা শুভাশুভ দিনক্ষণে আশঙ্কা করে, স্বদেশীয় শাস্ত্রকে সর্ব্বোৎকৃষ্ট বলিয়া মনে করিয়া থাকে, ব্যক্তিবিশেষের অভিসম্পাতকে অনিষ্টাপাতের হেতু বলিয়া শঙ্কিত হয় এবং প্রকৃতির বিবিধকার্য্যের বিবিধ অধিষ্ঠাত্রী দেবতার কল্পনা করে, তাহারা অশিক্ষিত। তাঁহার ধারণা ছিল যে, পুরাণ যখন পৃথিবীকে ত্রিকোণাকার ও অচলা বলিয়া নির্দ্দেশ করে, তখন হিন্দুর জ্যোতিষ শাস্ত্রের কোন ভিত্তি নাই। এইরূপ ধারণার বশবর্ত্তী হইয়া, তিনি সাহিত্যক্ষেত্রে আপনার মত প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু স্মৃতিশাস্ত্র যে, অসামান্য অভিজ্ঞতার ফল; সংস্কৃত দর্শনশাস্ত্র যে, পৃথিবীর যাবতীয় দর্শনশাস্ত্রের মধ্যে প্রধান; তিনি তাহার অনুধাবন করিতেন না। স্যার উইলিয়ম্ জোন্স্ হইতে অধ্যাপক মোক্ষমূলর পর্য্যন্ত ইয়ুরোপের জ্ঞানী পুরুষগণ যে, সংস্কৃত দর্শনের নিকট অবনতমস্তক হয়েন, তাহা তাঁহার মনোমধ্যে উদিত হইত না। স্বদেশীয় শাস্ত্রের উপর শ্রদ্ধা স্থাপন করা যে, সুশিক্ষার ভিত্তিস্বরূপ তাহা তিনি বিচার করিয়া দেখিতেন না। ইয়ুরোপখণ্ডে জ্ঞানালোকের বিকাশকর্ত্তা গ্রীস যে, অধিষ্ঠাত্রী দেবতায় বিশ্বাস স্থাপন করিত, তিনি তাহার অনুসন্ধান করিতেন না। লাইকার্গাস্ বা সোলন অধিষ্ঠাত্রী দেবতাপূজকদিগের উপদেষ্টা ছিলেন। পিথাগোরেস জ্যামিতির একটি বিশেষ প্রতিজ্ঞার পূরণে সমর্থ হওয়াতে অধিষ্ঠাত্রী দেবতার উদ্দেশে বলি

দিয়াছিলেন। ইঁহারা কখনও অশিক্ষিতের শ্রেণীতে নিবেশিত ছিলেন না। যে মহাজাতি হইতে ইঁহাদের উদ্ভব হইয়াছিল, সে জাতি কখনও অশিক্ষিত বলিয়া উপেক্ষিত হয় নাই।

সাহিত্যক্ষেত্রে অক্ষয়কুমারের এইরূপ মতপ্রচারের একটি কারণ ছিল। লর্ড আমর্হষ্টের সময়ে যাহার সূত্রপাত হইয়াছিল, মহাত্মা রাজা রামমোহন রায় যাহার ভিত্তি প্রতিষ্ঠায় কার্য্য-তৎপরতার একশেষ দেখাইয়াছিলেন, লর্ড উইলিয়ম বেণ্টিঙ্ক যাহা সম্প্রসারিত করিয়া তুলিয়াছিলেন এবং পরিশেষে লর্ড ডাল্‌হাউসী ও লর্ড কানিঙের সময়ে যাহা ফলসম্পত্তিতে লোকের চিত্তাকর্ষক হইয়াছিল, তাহার প্রভাবে বঙ্গীয় সাহিত্য উন্নত ও সমৃদ্ধ হইয়া উঠে। পাশ্চাত্য জ্ঞানালোক বাঙ্গালা সাহিত্যের স্তরে স্তরে প্রবেশ করিতে থাকে। পাশ্চাত্য প্রণালীতে নানা বিষয়ে প্রবন্ধ লিখিত হয়, ভূগোল ও ইতিহাস প্রণীত হয়, গণিত ও জ্যোতিষের বিষয় প্রচারিত হয়। শ্রীরামপুরের খৃষ্টীয় সমাজ হইতে যে স্তিমিত আলোক নিঃসৃত হইয়াছিল, তাহা ক্রমে উজ্জ্বলতর হইয়া বঙ্গের সাহিত্যক্ষেত্র উদ্দীপিত করিয়া তুলে। অক্ষয়কুমার এই আলোকে বিমুগ্ধ হইয়াছিলেন। তিনি যে ভাবে পাশ্চাত্যশাস্ত্রের অনুশীলন করিয়াছিলেন, যদি সেই ভাবে সংস্কৃতের আলোচনা করিতেন, তাহা হইলে বোধ হয়, তাঁহার ধারণা অন্যরূপ হইত। পিয়ার্সনের ভূগোল ও জ্যোতিষ তাঁহার চিত্তবিভ্রম জন্মাইয়া দিয়াছিল। তিনি ইহাতে স্বদেশীয় জ্যোতিষের উপর হতশ্রদ্ধ হইয়াছিলেন। ইহার পর তিনি যখন পাশ্চাত্য ভাষায় বিজ্ঞানের অনুশীলন করিতে লাগিলেন, পুরাবৃত্তের আলোচনায় মনোনিবেশ করিলেন, জ্যোতিষ ও গণিতের নিগূঢ় তত্ত্বের তাৎপর্য্যগ্রহণে অভিনিবিষ্ট হইয়া উঠিলেন, তখন পাশ্চাত্য শিক্ষিত সমাজের প্রতি তাঁহার ভক্তি ও শ্রদ্ধা অটল হইল। তিনি স্বদেশীয় জ্ঞানভাণ্ডারকে পশ্চাতে রাখিয়া, প্রধানতঃ পাশ্চাত্য জ্ঞানভাণ্ডার হইতে রত্নরাশির সংগ্রহে তৎপর হইলেন। মিল্, হাক্সলি, ডার্বিন প্রভৃতির সহিত স্যার উইলিয়ম জোন্স, কোলব্রুক, বর্ণূফ্, লাসেন, মোক্ষমূলর প্রভৃতি তাঁহার প্রধান উপদেষ্টা হইয়া উঠিলেন। পুরাবৃত্তের অন্ধকারময় পথে পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ প্রধানতঃ তাঁহার আলোকবর্ত্তীস্বরূপ ছিলেন। তিনি ভারতবর্ষীয় উপাসকসম্প্রদায়ে গবেষণাকৌশলের সবিশেষ পরিচয় দিয়াছেন। উইলসন্ যাহা সংগ্রহ করিতে পারেন নাই; তৎকর্ত্তৃক তাহাও সংগৃহীত হইয়াছে, এবং উইলসন্ যাহার অর্থোদ্ধারে উদ্ভ্রান্ত হইয়াছেন, তিনি তাহার অর্থও পরিষ্কার করিয়া দিয়াছেন। তাঁহার মস্তিষ্কের যেরূপ ক্ষমতা ছিল, তিনি যদি সেইরূপ সমান মনোযোগের সহিত উভয় দেশের গ্রন্থগুলির আলোচনা করিতেন, জোন্স বা উইলসন্, বর্ণূফ্ বা লাসেন্ যদি সমুদয় স্থলে তাঁহার পথপ্রদর্শক না হইতেন, তাহা হইলে তদ্দ্বারা অনেক দুর্জ্ঞেয় ও দুরূহ তত্ত্বের সুমীমাংসা হইত।

যাহা হউক, অক্ষয়কুমার সমগ্র শিক্ষিত সমাজের বরণীয় মহাপুরুষ; সাহিত্যরূপ কর্ম্মক্ষেত্রে এক জন অসাধারণ কর্ম্মবীর। যখন বাঙ্গালা সাহিত্যে কুরুচির প্রাদুর্ভাব ছিল; কুবিষয়ের রচনা, কুভাবের উত্তেজনা, কুকথার আলোচনা, যখন বাঙ্গালা সাময়িক পত্রের

প্রধান উদ্দেশ্য বলিয়া পরিগণিত হইয়াছিল, তখন অক্ষয়কুমার কর্ম্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হয়েন, এবং পরিশুদ্ধ রুচিতে, পরিশুদ্ধ রচনায়, পরিশুদ্ধ ভাবে উহার সমগ্র জঞ্জাল দূরে নিক্ষেপ পূর্ব্বক উহাকে পবিত্র করিয়া তুলেন। এখন সেই পবিত্রতার প্রদীপ্ত জ্যোতি চারি দিকে বিকীর্ণ হইতেছে। সংযতচিত্ত তীর্থযাত্রিগণ এখন ঐ পবিত্র ক্ষেত্রে সমাগত হইয়া, উহার অনন্ত পবিত্র ভাবে আপনাদিগকে পরিশুদ্ধ করিতেছেন। এই মহাপুরুষের ঈদৃশী মহীয়সী কীর্ত্তির কখনও বিলয় হইবে না। পৃথিবীর যে কোন সভ্যদেশ এই মহাপুরুষকে পাইলে আপনাকে সম্মানিত মনে করিতে পারে। পৃথিবীর যে কোন সভ্যজাতি, এই মহাপুরুষের সমুচিত সম্মান রক্ষা করিতে পারিলে, আপনাদের গৌরব বোধ করিতে পারে। বাঙ্গালার সৌভাগ্য যে, তাহার ক্রোড়দেশে এই মহাপুরুষের আবির্ভাব হইয়াছিল। বাঙ্গালা সাহিত্যের একান্ত সৌভাগ্য যে, এই মহাপুরুষের অনুরাগে, যত্নে ও অধ্যবসায়ে তাহার পরিশুদ্ধির সহিত পরিপুষ্টি ঘটিয়াছিল। এই সৌভাগ্যের মধ্যে এক বিষয়ে বঙ্গের নিরতিশয় দুর্ভাগ্য ঘটিয়াছে। বঙ্গের কৃতী পুরুষগণ এই মহাপুরুষের সমুচিত সম্মান রক্ষা করিতে আজ পর্য্যন্ত উদাসীন রহিয়াছেন। কিন্তু যদি শিক্ষিত সমাজের শিক্ষা সার্থক হয়, তাহা হইলে অক্ষয়কুমারের নাম বিস্মৃতিসাগরে নিমজ্জিত হইবে না। সাহিত্যক্ষেত্রে অক্ষয়কুমারের অসামান্য কার্য্যই তাঁহাকে অক্ষয় করিয়া রাখিবে।

মুদ্রিত বাঙ্গালা পুস্তকের তালিকা।

কবিতা ও নাটক।

হিন্দুদিগের লিখিত গ্রন্থের অধিকাংশ পদ্যময়। বাঙ্গলা সাহিত্যের প্রায় বার আনা ভাগ কবিতায় লিখিত। প্রায় সকল পুস্তকই এতদ্দেশীয়ের রচিত। বাঙ্গলা কবিতার প্রধান বিষয় ধর্ম্ম ও প্রণয়। ধর্ম্মবিষয়ক কাব্যের নাম অন্যত্র দেওয়া গিয়াছে। বৈষ্ণবেরা বাঙ্গলার আদি কবি; চৈতন্য ও তৎপ্রচারিত ধর্ম্মসম্বন্ধে তাঁহারা রচনা করেন। তৎপরে কাশীদাস ও কৃত্তিবাস, দেড় শত বৎসর হইল, মহাভারত ও রামায়ণ রচনা করেন। গত শতাব্দীতে ভারতচন্দ্র যুদ্ধ ও প্রণয়বিষয়ক কাব্য রচনা করেন। ভারতচন্দ্রকে তদানীন্তন হোরেস্ বলা যাইতে পারে। অধুনাতন শিক্ষিত বাঙ্গালীরা কবিতাসমুদ্রে ঝাঁপ দিতে বড় সাহসী হয়েন নাই। ১৮০৫ অব্দে ফোর্ট উইলিয়ম কালেজের ছাত্র সিবিলিয়ান জে, সার্জ্জান্ট বর্জ্জিলের ইনিদের প্রথম সর্গের ৬৫ পৃষ্ঠাপরিমিত অনুবাদ বাহির করেন। মঙ্কটন্ নামক আর এক জন ছাত্র শেক্ষপীয়রের টেম্পেষ্টের অনুবাদ করেন। ১৮৩৬ অব্দে জ্ঞানকৃৎ কৌমুদী বাহির হয়। উহাতে বিবিধ সঙ্গীতযন্ত্রের বর্ণনা সহ বিবিধ দেবতার স্তুতিগীত ছিল। ১৮৩৭ সালে গিরিশচন্দ্র বসু হোমারের ইলিয়াদ, প্রথম সর্গের ৩০ পৃষ্ঠা পরিমিত মূল ও অনুবাদ বাহির করেন। ইংরাজীর সহিত অনুবাদ বাহির হয়। ১৮৪০ অব্দে রঙ্গপুরের জমিদার কালীচরণ চৌধুরি ৬০টি প্রণয়-সঙ্গীত-পূর্ণ গীতমালা বাহির করেন।

চোর পঞ্চাশ—(সানুবাদ মূল সংস্কৃত) ৯১ পৃঃ। ১৮০৮। বর্দ্ধমানরাজের অজ্ঞাতসারে জনৈক কবি রাজকন্যাকে বিবাহ করিতে ইচ্ছা করায় প্রাণদণ্ডের আদেশ পান। পঞ্চাশ শ্লোকে তিনি আপনার দুরদৃষ্টের বর্ণনা করিয়াছেন।

ছন্দাবলী—গিরিশচন্দ্র দেব প্রণীত। ১৮৫২। শিবের বিবাহ, ঋতুবিলাপ, শ্রীমতী হীমানের Better Landএর অনুবাদ প্রভৃতি বিবিধ কবিতায় পূর্ণ।

ভগবদ্গীতা—(সানুবাদ মূল)। দার্শনিক কাব্য। ইংরাজি, লাতিন, ফরাসী ও জর্ম্মান ভাষায় অনুবাদ দেখিয়া এই উন্নত দার্শনিক গ্রন্থের উৎকর্ষ বুঝা যায়। হিন্দু দার্শনিকগণের উদ্ভাবিত বিবিধ তত্ত্ব ইহাতে পাওয়া যায়। বর্ণনীয় বিষয়—আত্মার স্বরূপ, কর্ম্মাপেক্ষা ভক্তির প্রাধান্য; কর্ম্মত্যাগ ও তাহার ফল; সাকার ও নিরাকার ঈশ্বরের উপাসনা। মঙ্গলূরের মিশন যন্ত্রে সম্প্রতি এই গ্রন্থের লাতিন, ইংরাজি ও কানারী অনুবাদ এবং হম্বোলডের লিখিত ভূমিকা সহ মূল সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছে।

চৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটক—নাটকাকারে চৈতন্যের জীবনী। প্রেমদাস কর্ত্তৃক অনূদিত। রত্নাকর যন্ত্র, ১৮৫৩। পৃঃ ৪৯০। মূল্য ১॥০ টাকা। বৈষ্ণব ধর্ম্মসংস্কারক চৈত-

ন্যের জীবন ও ধর্ম্ম সম্বন্ধে অনেক কথা ইহাতে জানা যায়। চারি শত বৎসর পূর্ব্বে চৈতন্য বর্ত্তমান ছিলেন। ইহার পর এসিয়াটিক সোসাইটি কর্তৃক এই নাটক প্রকাশের কোন প্রয়োজন ছিল না।

কীর্ত্তিবিলাস—বিমাতৃবিভ্রাট্ বিষয়ক নাটক। পঞ্চাঙ্কে বিভক্ত। প্রণেতা জি, সি, গুপ্ত। বেঙ্গল সোসাইটির যন্ত্র; পৃঃ ৭০। মূল্য বার আনা। এক রাজপুত্র বিমাতার নির্য্যাতনে যমুনাজলে প্রাণত্যাগ করেন। রচয়িতার ক্ষমতার পরিচয় পাওয়া পাওয়া যায়।

মহানাটক—(সানুবাদ মূল) রামচন্দ্রের উপাখ্যানমূলক। ১৮৫১। পৃঃ ২২৯। মূল্য ।৵০ আনা। সুধাসিন্ধু যন্ত্র। ১৮৪৯ সালে রামগতি কবিরত্ন ইহা প্রকাশ করেন। রাজা কালীকৃষ্ণ ইহার ইংরাজি অনুবাদ করিয়াছেন।

মহাভারত—কাশীদাস কৃত। চৈতন্যচন্দ্রোদয় যন্ত্র (?) প্রথম সংস্করণ, ১৮০২। ১৮৫২, ১৮৫৫ অব্দে পূর্ণচন্দ্রোদয় যন্ত্রে মুদ্রিত গ্রন্থের মূল্য চারি টাকা। পৃঃ ৯১১। এই কাব্য বাঙ্গলার অদ্বীসী। কাশীদাস নামক শূদ্র বাঙ্গালা অনুবাদ বাহির করেন। তজ্জন্য ব্রাহ্মণেরা তাঁহাকে সবান্ধবে অনন্ত নরকবাসের অভিশাপ দেন। ভারতবর্ষের রাজত্বের জন্য দুইটি রাজবংশের বিগ্রহমূলক উপাখ্যান। আড়াই হাজার বৎসর পূর্ব্বে ভারতবর্ষের ভৌগোলিক বিবরণ, ধর্ম্ম ও আচারব্যবহার সম্বন্ধে সম্পূর্ণ বিবরণ পাওয়া যায়। মূল পুস্তক হইতে লাসেন তদীয় Indische Alterthums Kunde নামক বিখ্যাত গ্রন্থের বিষয় সংগ্রহ করিয়াছেন।

মেঘদূত—(সানুবাদ মূল)। ১৮৫০। পৃঃ ১৩৬। মূল্য ১৲ টাকা। ভারতবর্ষের শেক্ষপীয়র—মহাকবি কালিদাস মূল কাব্য প্রণয়ন করেন। অরণ্যে নির্ব্বাসিত স্বামী মেঘকে দৌত্যে নিযুক্ত করিয়া পত্নীর নিকট প্রেরণ করিতেছেন। স্থানীয় ভৌগোলিক বিবরণের সহিত অনেক পৌরাণিক উপাখ্যান কবির লেখনীগুণে পরিস্ফুট হইয়াছে। অধ্যাপক উইলসন্ ইংরাজিতে অনুবাদ করিয়াছেন। "এই কাব্যে হিন্দুগণের গার্হস্থ্যসম্বন্ধের দৃঢ়তার পরিচয় পাইয়া আনন্দিত হইতে হয়। টেমস্ ও গঙ্গা, উভয় নদীর তীরেই দাম্পত্য সম্বন্ধের সমান স্নিগ্ধভাব পরিস্ফুট হয়।" আর্য্যাবর্ত্তে হিন্দুগণের পৌরাণিক ইতিহাসের নানা ঘটনাস্থলের দৃশ্য, চিত্রের মত পাঠকের সম্মুখে ধরা হইয়াছে। জর্ম্মান ভাষাতেও ইহার অনুবাদ হইয়াছে।

মিল্টন কাব্য—মিল্টনের Paradise Lost নামক কাব্যের প্রথম সর্গের অনুবাদ। শ্রীরামপুর জ্ঞানাকর যন্ত্র। শ্রীরামপুর কালেজের ছাত্র বেচারাম রায় ও বিশ্বম্ভর দত্ত কর্তৃক রচিত। অনেক প্রয়োজনীয় টীকা দেওয়া আছে। জর্ম্মান ভাষায় মিল্টন ও শেক্ষপীয়রের অনুবাদে যেমন সাফল্যলাভ ঘটিয়াছে, বাঙ্গলায় তেমন হয় না কেন?

সঙ্গীততরঙ্গ—১৮৪৮। পৃঃ ২৫১। (কবিতা রত্নাকর যন্ত্র?) স্বরগ্রামাদিযুক্ত সঙ্গীত শাস্ত্র। রাগিণীগণের মূর্ত্তির ছবি দেওয়া আছে। ১৮২০ অব্দে রাগমালা নামে অপর গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। প্রবাদ এই, গ্রন্থ পাঠ করিলে অনাবৃষ্টির সময় বৃষ্টি আইসে। এই সময়েই বিচারসার সঙ্গীত, রাগরাগিণী ও সঙ্গীতরাগ-কল্পদ্রুম নামক সঙ্গীতবিষয়ক গ্রন্থ বাহির হয়।

নলদময়ন্তী—সংস্কৃতের অনুবাদ। ১৮৫২। পৃঃ ৭৪। মূল্য ৵৹ আনা। মিলমান এই করুণরসপূর্ণ সুন্দর উপন্যাসের প্রশংসা করিয়াছেন। বিদর্ভরাজ দ্যূতক্রীড়ায় রাজ্য হারাইয়া বনে যান। তৎপরে বনবর্ণনা। পত্নী, পতির সমুদয় দুর্ভাগ্যের ভাগিনী হয়েন; কিছু দিন বিরহের পর অযোধ্যায় সারথ্যকুশলতা দেখিয়া পতিকে চিনিতে পারেন। অবশেষে রাজা রাজ্য লাভ করেন। এই গ্রন্থের কোন কোন অংশ বর্জ্জনীয়। মূল কাব্য পারসী, রুসীয়, জর্ম্মান, ফরাসী, লাতিন ও ইংরাজিতে অনূদিত হইয়াছে। বাঙ্গালাতেও অনেক-গুলি সংস্করণ প্রচারিত হইয়াছে।

রামায়ণ—কৃত্তিবাস কর্ত্তৃক অনূদিত, ১৮০৩ অব্দে শ্রীরামপুর যন্ত্রে প্রথম বার মুদ্রিত। ১৮৫৩ অব্দে পূর্ণচন্দ্রোদয় যন্ত্রে মুদ্রিত গ্রন্থের মূল্য ২৲; পত্রসংখ্যা ৫০৬। এই কাব্য বাঙ্গালীর ইলিয়াদ। অযোধ্যা হইতে রামের দক্ষিণাপথে প্রবেশ; অসভ্য জাতির সহায়তায় লঙ্কাবিজয়, আগামেম্‌ননের মত পত্নীর উদ্ধার। দুই হাজার বৎসরের পূর্ব্ববর্ত্তী হিন্দুদের ধর্ম্ম, ও সাহিত্যের পরিচয় পাওয়া যায়। মূল গ্রন্থ সম্প্রতি ইতালীয় ভাষায় অনূদিত হইয়া তস্কানির রাজার ব্যয়ে পারিসে মুদ্রিত হইয়াছে। বাঙ্গালায় ১৲ হইতে ১০৲ টাকা পর্য্যন্ত মূল্যের অসংখ্য সংস্করণ বাহির হইয়াছে। বর্দ্ধমানরাজের আনুকূল্যে রামায়ণ সম্প্রতি হইতেছে।

রত্নাবলী—কাশ্মীররাজ হর্ষপ্রণীত। একাদশ শতাব্দীতে রচিত। পৃঃ ২১৬। তত্ত্ববোধিনী যন্ত্র (?)।

ঋতুসংহার—(সানুবাদ মূল) ভারতের শেক্ষপীয়র কালিদাস কৃত। বিন্দুবাসিনী যন্ত্র। ১৮৪৮। পৃঃ ৭১। বহু সংস্করণ বাহির হইয়াছে। ইহা এদেশে টম্‌সনের ঋতুবর্ণনা-স্থানীয়। জর্মান, লাতিন ও ইংরাজিতে অনুবাদ হইয়াছে: প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য-সূচক মধুর পদাবলীতে পূর্ণ। স্যার উইলিয়ম জোন্স্‌ বলিয়াছেন, ইহার প্রত্যেক ছত্র মার্জ্জিত ও উজ্জ্বল। প্রত্যেক শ্লোকে ভারতবর্ষের কোন না কোন প্রাকৃতিক দৃশ্য সম্মুখে আনে। বর্ণনা অলঙ্কৃত হইলেও প্রকৃতিকে ছাড়াইয়া যায় নাই। অনেকগুলি সংস্করণ বাজারে পাওয়া যায়। হোরেস্‌ ও জুবেনালের মত স্থানে স্থানে অশ্লীলতা আছে, তাহা বর্জ্জনীয়।

ঋতুসংহার—মাধব কর্ত্তৃক অনূদিত। রোজারিও কোম্পানি। সংস্কৃত কলেজে পুরস্কার দিবার জন্য লিখিত। দূষ্য অংশ পরিত্যক্ত হইয়াছে। ভাষা উন্নত ধরণের।

রত্নাবলী—(বঙ্গানুবাদ) পৃঃ ২১৬। মূল্য ১৷৹ টাকা। তত্ত্ববোধিনী যন্ত্র (?)। কাশ্মীর-কবি-রচিত মূল সংস্কৃত নাটকের অনুবাদ। নীলমণি পাল কর্ত্তৃক অনূদিত।

ভানুমতী চিত্তবিলাস—শেক্ষপীয়রের Merchant of Veniceএর বাঙ্গালা অনুবাদ। পৃঃ ২২০। পূর্ণচন্দ্রোদয় যন্ত্র। প্রণেতা হরচন্দ্র ঘোষ। বাঙ্গালা ভাষায় শেক্ষ-পীয়রের ভাব দক্ষতাসহকারে প্রকাশিত হইয়াছে।

সংক্ষিপ্ত সমালোচনা।

চন্দ্রশেখর রায়—(জীবনচরিত) ১৩০১ সাল। সাহিত্য যন্ত্রে মুদ্রিত—মূল্য ৸৹ বার আনা। সুলিখিত জীবনচরিত লোকশিক্ষার পক্ষে একপ্রকার অমূল্য গ্রন্থ। ইহাতে যাঁহার জীবনী লিপিবদ্ধ হয়, তিনি যদি মহৎ ও আদর্শচরিত্র হয়েন, তবে ত কথাই নাই—অতি সাধারণ ব্যক্তিরও জীবনচরিত ভাল করিয়া লিখিতে পারিলে অতি উপাদেয় ও শিক্ষাপ্রদ হইতে পারে। কিন্তু জীবনচরিত ভাল করিয়া লেখা বড় কঠিন কার্য্য। জীবনের কতকগুলি ঘটনামাত্র লিপিবদ্ধ করিয়া, তাহাতে জন্মমৃত্যুর বিবরণ সংযোগ করিলেই জীবনচরিত লেখা হয় না। জীবনচরিতের একটা জীবন থাকা আবশ্যক। ইহাতে যেমন একদিকে বর্ণনীয় ঘটনাগুলি সুনির্ব্বাচিত করিয়া লইতে হয়, তেমনই আবার সেই ঘটনাগুলির অন্তর্নিহিত সম্বন্ধ প্রদর্শন করিতে হয়। সাধুসঙ্গে যেমন লোকের সংপ্রকৃতি উন্মেষিত হয়, সংকার্য্যের বিবরণ পাঠ করিলেও তেমনই লোকের সৎকার্য্যে প্রবৃত্তি প্রসারিত হইয়া থাকে। এই জন্যই মহৎ লোকের মহৎ কার্য্যগুলি জীবনচরিতে বিস্তৃতরূপে বর্ণিত হওয়া উচিত। এই কার্য্যবিবৃতি ভিন্ন বাহ্য ও আভ্যন্তরিক ঘাতপ্রতিঘাতে লোকের পরিবর্ত্তনাদি প্রদর্শন করাও জীবনচরিতের প্রধান লক্ষ্য। আর্থিক, সামাজিক, পারিবারিক উন্নতি, অবনতি প্রভৃতি যে সকল পরিবর্ত্তন লোকলোচনের বিষয়ীভূত, তাহাই বাহ্য পরিবর্ত্তনের অন্তর্ভুক্ত। বিবিধ অবস্থায় পতিত হইয়া মানবের মন যে, নানাপ্রকার অবস্থায় পরিবর্ত্তিত হইয়া থাকে, তাহাকেই আন্তরিক পরিবর্ত্তন বলে। ইতিহাসাদি গ্রন্থ সচরাচর ব্যক্তিব্যূহের বা সমাজবিশেষের এই বাহ্য পরিবর্ত্তনই প্রদর্শন করে। উপন্যাসে প্রধানতঃ আন্তরিক পরিবর্ত্তন আলোচিত হয়। জীবনচরিতে, ইতিহাস ও উপন্যাস, উভয়েরই ধর্ম্ম থাকা আবশ্যক; অর্থাৎ তাহাতে বর্ণিত ব্যক্তির ও তৎসমকালের ইতিহাস থাকাও চাই, আবার সেই ব্যক্তির অন্তরের পরিবর্ত্তন প্রদর্শন করাও চাই।

সমালোচ্য জীবনী কোন বিশেষ মহৎ ব্যক্তির নহে। মহৎ ব্যক্তির জীবনচরিত লেখা বরং সহজ। তাহাতে সেই ব্যক্তির কতকগুলি গুরুতর ঘটনামাত্র লিপিবদ্ধ করিতে পারিলেও, তাঁহার একটা জীবনী হইয়া পড়ে। পাঠকবর্গ সেই ঘটনাগুলি পড়িয়া বিমোহিত হইতে পারেন। মহৎসঙ্গের এইরূপ সুবিধা যে, আমাদের গ্রন্থকার পাইয়াছেন, এরূপ বোধ হয় না। সুতরাং এই শ্রেণীর জীবনচরিত সুপাঠ্য ও শিক্ষাপ্রদ করিতে বিশেষ গুণপনা আবশ্যক।

বাহ্য পরিবর্ত্তনের বিষয় এ গ্রন্থে সুলিখিত হইয়াছে। চন্দ্রশেখরের সময়ের ঘটনাবলীর বিবৃতিতে গ্রন্থকার গুণপনা প্রদর্শন করিয়াছেন। গ্রন্থপাঠে তদানীন্তন অবস্থার চিত্র মনোমধ্যে আবির্ভূত হয়। আভ্যন্তরিক পরিবর্ত্তনের বিষয় উপস্থিত গ্রন্থে যথাযথ আলোচিত হয় নাই।

গ্রন্থকারের ভাষা অতি সরল হইয়াছে। তাঁহার অতীত কাহিনী সংগ্রহ করিবার ক্ষমতাও আছে। গ্রন্থে "সভ্যতা প্রভৃতি কথা না থাকাই উচিত। যাহা হউক, যে সময়ে আমাদের দেশের লোকে ভিন্ন দেশের ইতিহাস এবং ভিন্ন দেশীয়গণের জীবনী লইয়া ব্যস্ত, সে সময়ে গ্রন্থকার উপস্থিত গ্রন্থ প্রচার করিয়া, আমাদের সবিশেষ প্রশংসার পাত্র হইয়াছেন।

ভারতবর্ষীয় কবিগণের সময়নিরূপণ। সংস্কৃত কোকিলদূত কাব্যপ্রণেতা ৺ হরিমোহন প্রমাণিক প্রণীত। শ্রীযশোদানন্দন প্রমাণিক কর্ত্তৃক প্রকাশিত। সাহিত্য যন্ত্রে মুদ্রিত। মূল্য ১৷৷০ দেড় টাকা মাত্র।—গ্রন্থকার ভূমিকাতে লিখিয়াছেন :—

"ভারতবর্ষীয় কবিদিগের সময় নিরূপণ করিব বলিয়া সঙ্কল্প করিয়াছি বটে, কিন্তু যেমন কোন পুণ্যনদীতে অবগাহন করিতে অশক্ত হইলে তাহার কিছুমাত্র জলস্পর্শ করিয়া লোকে আপনাকে পবিত্র জ্ঞান করে, আমিও সেই প্রকার কতিপয় কবির নাম কীর্ত্তন করিয়াই আপনাকে কৃতার্থম্মন্য জ্ঞান করিতেছি।" অন্যূন ২৫।৩০ বৎসর হইল, এই গ্রন্থ লিখিত হইয়াছে। এই সময়ের মধ্যে উপস্থিত বিষয়ে অনেক নূতন তত্ত্বও প্রকাশিত হইয়াছে। যশোদানন্দন বাবু পিতৃকীর্ত্তি যথাযথ রক্ষা করিয়াছেন। নূতন বিষয়ের সমাবেশে উহার সৌন্দর্য্যবৃদ্ধির চেষ্টা করেন নাই। যাহা হউক, ২৫।৩০ বৎসর পূর্ব্বে গ্রন্থকার স্বদেশীয় পুরাবৃত্তসংগ্রহে যেরূপ অনুসন্ধানপ্রবৃত্তি ও দূরদর্শিতার পরিচয় দিয়াছেন, তাহাতে তাঁহার বিস্তর প্রশংসা করিতে হয়। তিনি প্রাচীন—অতি প্রাচীন কালের ন্যূনাধিক দেড় শত কবির সংক্ষিপ্ত বিবরণ সংগ্রহ করিয়া, কম ক্ষমতা প্রকাশ করেন নাই। বাঙ্গালীর এরূপ চেষ্টা অনুকরণীয়। এরূপ গ্রন্থ বঙ্গভাষার গৌরবের বিষয়, সন্দেহ নাই।

কবিকুঞ্জ। শ্রীঅম্বিকাচরণ মুখোপাধ্যায় বি. এ. বি. এল কর্ত্তৃক বিরচিত। কলিকাতা কালিকা যন্ত্রে মুদ্রিত। মূল্য ১০ পাঁচ সিকা মাত্র। যাহা নিত্যব্যবহার্য্য, যাহার ব্যবহারের একান্ত প্রয়োজন থাকে, তাহা চলনসই হইলেও চলে। কিন্তু যাহা পোষাকী, যাহা বিলাসের উপকরণ, তাহা একটু ভাল হওয়া চাই। কাব্যগ্রন্থ ভাল হওয়া আবশ্যক। চলনসই কাব্যের আবশ্যকতা কি? কবিকুঞ্জপ্রণেতার চিন্তাশীলতা আছে। তিনি যে সকল কবিতায় কুঞ্জ সাজাইয়াছেন, তৎসমুদয়ের কোন কোনটিতে তাঁহার কবিত্বশক্তি পরিস্ফুট হইয়াছে। নিকুঞ্জের সূর্য্যমণ্ডল দেখিলে কবিপ্রবর হেমচন্দ্রের প্রসিদ্ধ স্বর্গারোহণ কবিতা মনে পড়ে। যাহা হউক, কুঞ্জকার স্বকীয় কুঞ্জ উপভোগের উপযোগী করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। এ বিষয়ে তিনি অনেকাংশে কৃতকার্য্যও হইয়াছেন।

লহরী। শ্রীঅবিনাশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রণীত। সান্যাল এণ্ড কোং, কলিকাতা। এখানিও কবিতাপুস্তক। অতি সুন্দর ছাপা অতি সুন্দর কাগজ। লহরীর একটু নমুনা দেখাই—

সুধীরে ঊষার বিমল বদন,
পূরব আকাশ ঝলকি চায়,
মৃদুল মৃদুল উজল বসন,
পরিছে প্রকৃতিললনা গায়।
বিমল আলার উজল অঞ্চল
দুলিতে লাগিল গগনগায়,
চকিতে হাসিল জলধর দল,
উল্লাসে জগত ভাসিয়া যায়।

এরূপ কবিতা সুন্দর। আমরা লহরীর উচ্ছ্বাসে আনন্দ লাভ করিয়াছি। গ্রন্থকারের কবিত্ব আছে। ভাষায় তাহা প্রস্ফুটিত করিবার ক্ষমতাও আছে। আমরা গ্রন্থখানির প্রশংসা করি।

সাময়িক প্রসঙ্গ।

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সভাপতি মহোদয় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চতর পরীক্ষায় বাঙ্গালা প্রচলন সম্বন্ধে বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতির নিকট যে আবেদনপত্র প্রেরণ করিয়াছেন, তাহা ইতঃপূর্ব্বে পরিষদ-পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছে। সম্প্রতি বিশ্ব-বিদ্যালয়ের সদস্যদিগের মধ্যে ঐ বিষয়ের আলোচনার জন্য শ্রীযুক্ত রাজা বিনয়কৃষ্ণ দেব বাহাদুরের ভবনে একটি সভার অধিবেশন হইয়াছিল। সভাস্থলে মাননীয় বিচারপতি শ্রীযুক্ত গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়; শ্রীযুক্ত রাজা পিয়ারিমোহন মুখোপাধ্যায়, সি, এস, আই; শ্রীযুক্ত ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার সি, আই, ই; মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্ন সি, আই, ই; শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র, এম, এ, বি, এল; শ্রীযুক্ত গোলাপচন্দ্র শাস্ত্রী এম্ এ, বি, এল্; শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র দত্ত বি, এ; শ্রীযুক্ত বিপিনবিহারী গুপ্ত এম্ এ; শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্র-নাথ বসু এম্ এ, বি, এল্; শ্রীযুক্ত পণ্ডিত নীলমণি মুখোপাধ্যায় এম্, এ; শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ রায় চৌধুরী এম্, এ; শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী এম্, এ; বিশ্ববিদ্যালয়ের এই কয়েক জন খ্যাতনামা সদস্য এবং পরিষদের সহকারী সভাপতি ও সদস্যগণের মধ্যে শ্রীযুক্ত নবীনচন্দ্র সেন; শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর; শ্রীযুক্ত রাজা বিনয়কৃষ্ণ দেব বাহাদুর; শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত এম্, এ, বি, এল্; শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রচন্দ্র শাস্ত্রী এম্, এ; শ্রীযুক্ত যজ্ঞেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়; শ্রীযুক্ত গোপালচন্দ্র মুখোপাধ্যায়; শ্রীযুক্ত চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়; শ্রীযুক্ত মনোমোহন বসু; শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত গুপ্ত; শ্রীযুক্ত আশুতোষ শাস্ত্রী এম্, এ; শ্রীযুক্ত ব্রজরাজ বন্দ্যোপাধ্যায়; শ্রীযুক্ত বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর, শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র সরকার এম্, এ, বি, এল্; শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ মিত্র বি, এল্; শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র সরকার প্রভৃতি উপস্থিত ছিলেন। শ্রীযুক্ত ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সর-কার সভাপতির আসন পরিগ্রহ করেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের দুই জন সদস্য উপস্থিত প্রস্তাবের বিরোধী ছিলেন। শেষে উপস্থিত সদস্যগণের অধিকাংশের মতে পরিষদের প্রস্তাব সঙ্গত বলিয়া ধার্য্য হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষার্থীদিগের যে, মাতৃভাষার আলোচনা করা কর্ত্তব্য, তাহা বিচারপতি শ্রীযুক্ত গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র দত্ত, শ্রীযুক্ত গোলাপচন্দ্র শাস্ত্রী এবং সভাপতি মহোদয় যুক্তিসহকারে প্রদর্শন করেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের যে সকল সদস্য উপস্থিত ছিলেন, পরিষদ তাঁহাদের নিকট কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিতেছেন।

* * * * * * * * *

কোন একটি গুরুতর বিষয়ের প্রস্তাব হইলে তাহার স্বপক্ষে ও বিপক্ষে অনেক কথা উঠিয়া থাকে। এইরূপ বাদপ্রতিবাদে কার্য্যহানি অপেক্ষা কার্য্যসিদ্ধির পথ অধিকতর প্রশস্ত হয়। যেহেতু, বিভিন্ন মতের ঘাতপ্রতিঘাতে অনুষ্ঠেয় বিষয়টির ভাবী ফল সাধারণের সুপরি-জ্ঞাত হইয়া উঠে। উপস্থিত প্রস্তাবের প্রতিকূলবাদীরা এ পর্য্যন্ত অনুকূলবাদীদিগের যুক্তি খণ্ডন করিতে পারেন নাই। তাঁহারা বলিতেছেন, প্রস্তাব কার্য্যে পরিণত হইলে বিশ্ববিদ্যা-

নয়ে সংস্কৃতের গতি মন্দীভূত হইবে ; অধিকন্তু ইংরেজী আলোচনার পথ সঙ্কীর্ণ হইয়া পড়িবে ; সুতরাং উচ্চতর শিক্ষার মূলে কুঠারাঘাত হইবে। এস্থলে মনে করা উচিত যে, পরিষদ বিশ্ববিদ্যালয়ের সমক্ষে দুইটি প্রস্তাব করিয়াছেন ; একটি এফ, এ, ও বি, এ, পরীক্ষায় সংস্কৃতের সহিত বাঙ্গালা অথবা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বীকৃত অন্য কোন ভারতবর্ষীয় ভাষায় অনুবাদ এবং রচনার নিয়ম করা ; দ্বিতীয়টি প্রবেশিকা পরীক্ষায় ইতিহাস, ভূগোল ও গণিতের পরীক্ষা বাঙ্গালা অথবা বিশ্ববিদ্যালয়ে স্বীকৃত যে কোন ভারতবর্ষীয় ভাষায় হইবার নিয়ম উপস্থিত সময়ে হইতে পারে কি না, তদ্বিষয়ে বিবেচনা করা। প্রতিকূলবাদীরা বলেন, প্রথমটিতে সংস্কৃতালোচনা এবং দ্বিতীয়টিতে উচ্চশিক্ষার পথ সঙ্কীর্ণ হইবে।

* * * * * * * * *

সংস্কৃতের সহিত পরিষদের কোনরূপ বিরোধ নাই। পরিষদ বাঙ্গালা ভাষা এবং বাঙ্গালা সাহিত্যের আলোচনায় ব্রতী হইয়াছেন। বাঙ্গালা সাহিত্যের উন্নতি সাধন করিতে হইলে সংস্কৃত ভাষার আলোচনা করা উচিত। সংস্কৃতের সম্যক্ আলোচনার পথ পরিষ্কৃত থাকে, পরিষদ ইহা সর্ব্বান্তঃকরণে আশা করেন। ইংরেজী সাহিত্যের আলোচনায় ব্যাঘাত হয়, পরিষদ ইহাও কামনা করেন না। স্বদেশীয় ভাষায় ইতিহাস ভূগোল ইত্যাদি অধ্যয়ন করিলে, উহা অল্প সময়ের মধ্যে এবং অনায়াসে আয়ত্ত হইয়া উঠে। ইহাতে শিক্ষার্থীরা ইংরেজী সাহিত্য আলোচনা করিবার অনেক সময় পাইবে। এজন্য ইংরেজী ভাষায় তাহাদের অভিজ্ঞতা বৃদ্ধি হইতে পারে যাহারা এখন মধ্য ইংরেজী বা মধ্য বাঙ্গালা ছাত্রবৃত্তি-বৃত্তি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া ইংরেজী বিদ্যালয়ে প্রবিষ্ট হইতেছে, তাহারা অপরাপর শিক্ষার্থিগণ অপেক্ষা ইংরেজী ভাষার আলোচনায় অধিকতর কৃতকার্য্য হইতেছে। এ প্রণালীতে উচ্চ শিক্ষার পথ সঙ্কীর্ণ হওয়া অপেক্ষা বরং অধিকতর প্রশস্ত হইতে পারে।

* * * * * * * * *

পরিষদ বাঙ্গালা রচনাসম্বন্ধে রচনাপ্রণালীশিক্ষার জন্য কতিপয় পুস্তক নির্দ্ধারণের প্রস্তাব করিয়াছেন। কেহ কেহ পরিষদের প্রথম প্রস্তাবের সমর্থন করিতে গিয়া, এই শেষোক্ত কথার বিরোধী হইয়াছেন। উৎকৃষ্ট লেখকদিগের লিপিপ্রণালী না দেখিলে লিখিবার ক্ষমতা জন্মে না। আমাদের দেশে যাঁহারা ইংরেজীতে অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছেন, তাঁহাদের অনেকে যে, একছত্র বাঙ্গালা লিখিতে চারি দিক অন্ধকারময় দেখেন, উৎকৃষ্ট বাঙ্গালা গ্রন্থের অনুশীলন না করাই তাহার একটি প্রধান কারণ। ইংরেজী সাহিত্যের অনুশীলন ব্যতিরেকে ইংরেজী লিখিবার ক্ষমতা জন্মে না। শিক্ষার্থিগণ বাঙ্গালা ভাষার অনুশীলন করে, উৎকৃষ্ট বাঙ্গালা গ্রন্থের অধ্যয়নে তাহাদের প্রবৃত্তি জন্মে, উৎকৃষ্ট লেখকদিগের রচনাপ্রণালীতে অভ্যস্ত হইয়া তাহারা বাঙ্গালা লিখিতে সমর্থ হইয়া উঠে, এজন্য পরিষদ বাঙ্গালা রচনাসম্বন্ধে রচনাপ্রণালী শিক্ষার জন্য কতিপয় সদ্‌গ্রন্থের নির্ব্বাচন আবশ্যক মনে করেন।

এই পর্য্যন্ত লেখা হইলে সংবাদ পাওয়া গেল যে, বিশ্ববিদ্যালয়ের আর্টের ফ্যাকল্‌টি অর্থাৎ সাহিত্যবিভাগের সমিতি পরিষদের দ্বিতীয় প্রস্তাব অগ্রাহ্য করিয়াছেন। প্রথম প্রস্তাবের বিচারভার একটি বিশেষ সমিতির উপর সমর্পিত হইয়াছে।

* * * * * * * * *

মুদ্রিত বাঙ্গালা পুস্তকের ইতিহাস পর্য্যালোচনা করিলে জানিতে পারা যায় যে, বাঙ্গালা সাহিত্য অতি সত্বরতাসহকারে বিস্তৃতি লাভ করিয়াছে। ১৮৫৭ অব্দের চিরস্মরণীয় সিপাহী-যুদ্ধে যখন সমগ্র ভারতবর্ষ আন্দোলিত হইয়াছিল, তখন বাঙ্গালার গ্রন্থকারগণ নিশ্চিন্তমনে গ্রন্থরচনায় ব্যাপৃত ছিলেন। ১৮৫৮ অব্দের পূর্ব্ববর্ত্তী ২৫ বৎসরের মধ্যে অনূ্যন ৮০ লক্ষ খণ্ড বাঙ্গালা পুস্তক মুদ্রিত ও বিক্রীত হইয়াছিল। পক্ষান্তরে ঐ অব্দের পূর্ব্ববর্ত্তী ৫০ বৎসরের মধ্যে সংস্কৃত, ইংরেজী এবং পারসী হইতে অনূদিত বা মৌলিক ১,৮০০ রকম নূতন গ্রন্থ প্রচারিত হইয়াছিল। ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভ হইতে মুদ্রিত বাঙ্গালা পুস্তকের সংখ্যা বৃদ্ধি হইতে থাকে। ১৮২০ অব্দে বিভিন্ন বিষয়ের ৩০ খানি পুস্তক প্রচারিত হয়। ১৮২২ অব্দ হইতে ১৮২৬ অব্দ পর্য্যন্ত প্রকাশিত পুস্তকের সংখ্যা ২৮। ১৮৫০ অব্দ হইতে পাঠোপ-যোগী উৎকৃষ্ট গ্রন্থের সংখ্যাধিক্য লক্ষিত হয়। ১৮৫২ অব্দে ৫০ খানি নূতন গ্রন্থ মুদ্রিত হয়। ইহার মধ্যে জীবনচরিত, উপন্যাস, নীতিকথা, পদার্থবিদ্যা, ধর্ম্মনীতি, ব্যাকরণ, ইতিহাস প্রভৃতি বিষয়ের গ্রন্থ ছিল। ১৮৫৪ ও ১৮৫৬ অব্দে বাঙ্গালার ইতিহাস, নিউটনের জীবনী, কৃষিবিজ্ঞান, শেক্ষপীয়রের গল্প, আরব্য উপন্যাস, ঐতিহাসিক গল্প, ইংলণ্ডের ইতিহাস, পদার্থবিদ্যা প্রভৃতি উৎকৃষ্ট গ্রন্থ সকল মুদ্রিত হয়।

* * * * * * * * *

১৮৫৭ অব্দের সিপাহীযুদ্ধের সমকালে কলিকাতার মুদ্রাযন্ত্রসমূহ কিরূপ কার্য্যকর ছিল, তাহা একবার দেখা উচিত। ঐ অব্দে কলিকাতার ৪৬টি বাঙ্গালা মুদ্রাযন্ত্র হইতে ৫,৭১, ৬৭০ খণ্ড পুস্তক ও পত্রিকা মুদ্রিত হয়। পঞ্জিকা, মুসলমানী বাঙ্গালা পুস্তক, সংবাদপত্র ও সাময়িক পত্র প্রভৃতি ব্যতীত ঐ অব্দে জীবনী ও ইতিহাস ১৫ খানি; নাটক ৮ খানি; শিক্ষাবিষয়ক গ্রন্থ ৪৬ খানি; উপন্যাস ২৮ খানি; আইন ৫ খানি; নীতিকথা ১৯ খানি; পৌরাণিক বিষয় এবং হিন্দুত্ব সম্বন্ধে ৮৫ খানি; খ্রীষ্টধর্ম্ম সম্বন্ধে ৮ খানি; প্রাকৃতিক বিজ্ঞান সম্বন্ধে ৯ খানি নূতন পুস্তক মুদ্রিত ও প্রচারিত হইয়াছিল। ঘোরতর বিপ্লবের সময়ে বাঙ্গালা সাহিত্য কিরূপ দ্রুতবেগে উন্নতিপথে ধাবিত হইয়াছিল, তাহা এতদ্দ্বারা বুঝা যাইতেছে। প্রসিদ্ধ রাষ্ট্রবিপ্লবজনিত গোলযোগের মধ্যে ইংলণ্ডের গ্রন্থকারগণ আপনাদের সাহিত্যের উন্নতিবিধানে যত্নশীল ছিলেন। আমাদের দেশের গ্রন্থকারগণ ভয়াবহ বিপ্লবের মধ্যে বাঙ্গালা সাহিত্যের উন্নতি ও পরিপুষ্টি সাধনে যথোচিত পরিশ্রম করিয়াছেন। সর্ব্বব্যাপী সন্ত্রাসেও তাঁহাদের মানসিক শান্তি তিরোহিত হয় নাই। সর্ব্বস্থানের বিলুণ্ঠন ও বিগ্রহের সংঘাতেও বাঙ্গালা সাহিত্য নির্জ্জীব ও সঙ্কুচিত হইয়া পড়ে নাই।

পরিষদের কার্য্যবিবরণ।

ষষ্ঠ অধিবেশন।

১০ই কার্ত্তিক (২৬শে অক্টোবর) শনিবার।

উপস্থিত সদস্যগণ।

সভাপতি—শ্রীযুক্ত চন্দ্রনাথ বসু এম্, এ, বি, এল্।

১। শ্রীযুক্ত রাজা বিনয়কৃষ্ণ দেব বাহাদুর।
২। " ক্ষেত্রপাল চক্রবর্ত্তী।
৩। " ভুবনকৃষ্ণ মিত্র।
৪। " কুঞ্জবিহারী বসু বি. এ.।
৫। " কেদারনাথ বসু বি. এ.।
৬। " জগচ্চন্দ্র সেন।
৭। " নগেন্দ্রনাথ বসু।
৮। " চারুচন্দ্র ঘোষ।
৯। " রামেশ্বর মণ্ডল বি, এল।
১০। " রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী এম্, এ।
১১। " মন্মথনাথ ভট্টাচার্য্য এম্, এ।
১২। " মতিলাল হালদার বি, এল।
১৩। " নরেন্দ্রনাথ মিত্র বি, এল।
১৪। " ডাক্তার সূর্য্যকুমার সর্ব্বাধিকারী।
১৫। শ্রীযুক্ত কুঞ্জলাল রায়।
১৬। " রজনীকান্ত গুপ্ত।
১৭। " গোবিন্দলাল দত্ত।
১৮। " গোপালচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।
১৯। " নগেন্দ্রনাথ ঘোষ (ব্যারিষ্টার)
২০। " চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়।
২১। " শরচ্চন্দ্র সরকার।
২২। " মহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি।
২৩। " শিবাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য এম্,এ,বি,এল্
২৪। " মুনীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য এম্, এ, বি, এল।
২৫। " গোঁসাইদাস গুপ্ত।
২৬। " হরিমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়।
২৭। " চন্দ্রনাথ তালুকদার।

১। সহকারী সম্পাদক কর্ত্তৃক বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের পঞ্চম মাসিক অধিবেশনের কার্য্যবিবরণী পঠিত হইলে শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র সরকার বলেন যে, পঞ্চম মাসিক অধিবেশনে তাঁহার প্রস্তাবমত ও মাননীয় বিচারপতি গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের পোষকতায় ধার্য্য হয় যে, পরিষদের কার্য্যবিবরণীতে যে সকল পত্রের উল্লেখ থাকে; আবশ্যক মত সেই সকল পত্রের অংশ অথবা মর্ম্ম পরিষদপত্রিকায় প্রকাশিত হইবে, অথচ বিবরণীতে তাহার উল্লেখ দেখিতেছি না। পঞ্চম মাসিক অধিবেশনের বিবরণীতে তাহা লিপিবদ্ধ করা হউক, ইহা উপস্থিত সভ্যগণের ঐকমত্যে পরিগৃহীত হইল।

২। নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ নিম্নলিখিত সদস্যগণের প্রস্তাবে ও সমর্থনে এবং উপস্থিত সদস্যগণের সম্মতিক্রমে বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের সদস্যপদে মনোনীত হইলেন :—

১। শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত গুপ্তের প্রস্তাবে ও শ্রীযুক্ত রাজা বিনয়কৃষ্ণ বাহাদুরের সমর্থনে শ্রীযুক্ত বাবু যদুগোপাল চট্টোপাধ্যায়।

২। শ্রীযুক্ত গোপালচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের প্রস্তাবে ও শ্রীযুক্ত ক্ষেত্রপাল চক্রবর্ত্তীর সমর্থনে শ্রীযুক্ত ললিতকৃষ্ণ বসু।

৩। শ্রীযুক্ত গোপালচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের প্রস্তাবে ও শ্রীযুক্ত ক্ষেত্রপাল চক্রবর্ত্তীর সমর্থনে শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র সরকার এম, এ।

৪। শ্রীযুক্ত চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রস্তাবে ও শ্রীযুক্ত রাজা বিনয়কৃষ্ণ বাহাদুরের সমর্থনে শ্রীযুক্ত ডাক্তার উমেশচন্দ্র মিত্র।

৫। শ্রীযুক্ত চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রস্তাবে ও শ্রীযুক্ত রাজা বিনয়কৃষ্ণ বাহাদুরের সমর্থনে শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র সরকার এম, এ, বি, এল।

৬। শ্রীযুক্ত ক্ষেত্রপাল চক্রবর্ত্তীর প্রস্তাবে ও শ্রীযুক্ত রাজা বিনয়কৃষ্ণ বাহাদুরের সমর্থনে মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত মহেশচন্দ্র স্তায়রত্ন সি, আই, ই।

৭। শ্রীযুক্ত শিবাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্যের প্রস্তাবে ও শ্রীযুক্ত হরিমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের সমর্থনে শ্রীযুক্ত গিরিজাপ্রসন্ন রায়।

৮। শ্রীযুক্ত চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রস্তাবে ও শ্রীযুক্ত কুঞ্জলাল রায়ের সমর্থনে শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র দত্ত বি, এ।

৯। শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর প্রস্তাবে ও শ্রীযুক্ত রাজা বিনয়কৃষ্ণ বাহাদুরে সমর্থনে শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রনাথ চৌধুরী এম, এ।

১০। শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর প্রস্তাবে ও শ্রীযুক্ত রাজা বিনয়কৃষ্ণ বাহাদুরের সমর্থনে শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন চট্টরাজ এম, এ।

৫। তৎপর শ্রীযুক্ত সভাপতি মহাশয় কর্ত্তৃক বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের সম্পাদক-পদত্যাগ বিষয়ক শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের পত্র পঠিত হইল :—

"কলিকাতা ১।২ সুকিয়া ষ্ট্রীট

২৪শে আশ্বিন ১৩০২ সাল।

বহুমানাস্পদ শ্রীযুক্ত বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদসভাপতি মহাশয়

সমীপেষু।—

সবিনয় নিবেদনমিদং—

আমি বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের সভ্যপদ, সম্পাদকপদ এবং তৎসংসৃষ্ট পারিভাষিক সমিতির ও গ্রন্থপ্রকাশসমিতির সম্পাদকপদও পরিত্যাগ করিলাম, ইতি।

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়।"

পরে বাবু দেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ১০ই কার্ত্তিকে অন্য যে এক খানি পত্র লেখেন, তৎসম্বন্ধে আলোচনার পর শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ মিত্রের প্রস্তাবে ও শ্রীযুক্ত কুঞ্জলাল রায়ের পোষকতায় এবং উপস্থিত সমস্ত সভ্যের সম্মতিক্রমে নিম্নলিখিত প্রস্তাব ধার্য্য হইল :—

বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের সম্পাদক বাবু দেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের ২৪শে আশ্বিন

তারিখে লিখিত পদত্যাগ-পত্র গৃহীত হইল। তাঁহার লিখিত অদ্যকার পত্র তাঁহাকে চণ্ডী বাবুর মারফৎ প্রেরিত হউক ও পরিষদের হিসাবে ৬৬৵১৫ দেবেন্দ্র বাবুর নিকট হইতে গ্রহণ পূর্ব্বক চণ্ডী বাবুর মারফৎ একখানি রসিদ পাঠান হউক। হিসাব ও অন্যান্য সমস্ত কার্য্য নির্ব্বাহক সভা তাঁহার নিকট বুঝিয়া লইবেন।"

৪। বাবু হীরেন্দ্র নাথ দত্তের প্রস্তাব এবং কুঞ্জলাল রায়ের অনুমোদনে এবং উপস্থিত সভ্যের ঐকমত্যে শ্রীযুক্ত বাবু রাজেন্দ্রচন্দ্র শাস্ত্রী এম, এ, মহাশয় বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের সম্পাদকপদে মনোনীত হইলেন।

৫। শ্রীযুক্ত বাবু রাজেন্দ্রচন্দ্র শাস্ত্রী এম, এ, সম্পাদক পদে মনোনীত হওয়ায় চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রস্তাবে শ্রীযুক্ত ডাক্তার সূর্য্যকুমার সর্ব্বাধিকারীর অনুমোদনে ও উপস্থিত সমস্ত সভ্যের ঐকমত্যে শ্রীযুক্ত বাবু মতিলাল হালদার বি, এল, বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতির অন্যতর সভ্যপদে মনোনীত হইলেন।

৬। শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র সরকারের পত্র পঠিত হইলে শ্রীযুক্ত বাবু হীরেন্দ্রনাথ দত্তের প্রস্তাব মত ও সভ্যগণের অনুমোদনে তাহার বিবেচনার ভার কার্য্যনির্ব্বাহক সভার উপর অর্পিত হইল, এবং শ্রীযুক্ত রাজা বিনয়কৃষ্ণ দেব বাহাদুরের প্রস্তাব মত স্থির হইল যে, কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতির যে অধিবেশনে শরৎ বাবুর উক্ত পত্র বিবেচিত হইবে, সেই অধিবেশনে শরৎ বাবুকে উপস্থিত হইবার জন্য অনুরোধ করা হইবে।

৭। সর্ব্বশেষে সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ দানের পর সভাভঙ্গ হয়।

শ্রীচন্দ্রনাথ তালুকদার, শ্রীনবীনচন্দ্র সেন
সহঃ সম্পাদক, সভাপতি,
২৯শে অগ্রহায়ণ, ১৩০২।

সপ্তম অধিবেশন।

২৯শে অগ্রহায়ণ (১৪ই ডিসেম্বর) শনিবার।

উপস্থিত সদস্যগণ।

সভাপতি—শ্রীযুক্ত নবীনচন্দ্র সেন।

১। শ্রীযুক্ত রাজা বিনয়কৃষ্ণ বাহাদুর।
২। শ্রীযুক্ত মনোমোহন বসু।
৩। " গোপালচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।
৪। " রজনীকান্ত গুপ্ত।
৫। " নগেন্দ্রনাথ বসু।
৬। শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি।
৭। " হরিসাধন মুখোপাধ্যায়।
৮। " রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী।
৯। " ললিতচন্দ্র মিত্র।
১০। " দ্বিজেন্দ্রচরণ গুপ্ত।

১১। শ্রীযুক্ত হরিমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়।
১২। „ দীননাথ গঙ্গোপাধ্যায়।
১৩। „ রাখালচন্দ্র সেন।
১৪। „ নবীনচন্দ্র সেন কবিরাজ।
১৫। „ কুঞ্জলাল রায়।
১৬। „ ভুবনকৃষ্ণ মিত্র।
১৭। „ ক্ষেত্রপাল চক্রবর্ত্তী।
১৮। „ যশোদানন্দন প্রামাণিক।
১৯। „ শিবাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য।
২০। শ্রীযুক্ত অমৃতকৃষ্ণ মল্লিক।
২১। „ হীরেন্দ্রনাথ দত্ত।
২২। „ বিজয়কেশব মিত্র।
২৩। „ যোগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়।
২৪। „ দুর্গাদাস লাহিড়ী।
২৫। „ নরেন্দ্রনাথ মিত্র।
২৬। „ রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী।
২৭। „ মন্মথচন্দ্র মল্লিক।
২৮। „ কুঞ্জবিহারী বসু।

সহকারী সম্পাদকের স্থানীয় শ্রীযুক্ত কুঞ্জবিহারী বসু ষষ্ঠ মাসিক অধিবেশনের কার্য্য-বিবরণী পাঠ করিলে পর শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধির কথা মত ঐ কার্য্যবিবরণীতে "ঐকমত্য" স্থলে "সম্মতিক্রমে" লেখা স্থির হইল।

২। নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ নিম্নলিখিত সভ্যগণের প্রস্তাব ও সমর্থনে এবং উপস্থিত সভ্যগণের সম্মতিক্রমে বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের সভ্যপদে মনোনীত হইলেন।

শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধির প্রস্তাবে ও শ্রীযুক্ত হরিসাধন মুখোপাধ্যায়ের সমর্থনে

১। শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রগোপাল মিত্র বি, এল্।
২। „ কৃষ্ণধন মুখোপাধ্যায়।
৩। „ শরচ্চন্দ্র মিত্র।
৪। „ কালীচরণ মিত্র (হিতৈষী-সম্পাদক)

শ্রীযুক্ত গোপালচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের প্রস্তাবে ও শ্রীযুক্ত কুঞ্জবিহারী বসুর সমর্থনে

৫। শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকুমার মিত্র বি, এ (সঞ্জীবনী-সম্পাদক)।
৬। „ কালীশঙ্কর সুকুল এম, এ।
৭। „ শ্রীকৃষ্ণ দাস (ভূতপূর্ব্ব জ্ঞানাঙ্কুর-সম্পাদক)।

শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্তের প্রস্তাবে ও শ্রীযুক্ত রাজা বিনয়কৃষ্ণ বাহাদুরের সমর্থনে

৮। শ্রীযুক্ত লালবিহারী মিত্র এম্, এ, বি, এল্।
৯। „ অটলবিহারী ঘোষ এম্, এ, বি, এল্।

শ্রীযুক্ত নবীনচন্দ্র সেনের প্রস্তাবে ও শ্রীযুক্ত রাজা বিনয়কৃষ্ণ বাহাদুরের সমর্থনে

১০। শ্রীযুক্ত কুমার বসন্তকুমার রায়।

শ্রীযুক্ত মনোমোহন বসুর প্রস্তাবে ও শ্রীযুক্ত ভুবনকৃষ্ণ মিত্রের সমর্থনে

১১। শ্রীযুক্ত কালীপদ বসু (উকিল, মিরাট)।

শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্র নাথ চট্টোপাধ্যায়ের প্রস্তাবে ও শ্রীযুক্ত দুর্গাদাস লাহিড়ীর সমর্থনে

১২। শ্রীযুক্ত ডাক্তার প্রিয়নাথ চট্টোপাধ্যায়।

শ্রীযুক্ত কুঞ্জলাল রায়ের প্রস্তাবে ও শ্রীযুক্ত রাজা বিনয়কৃষ্ণ বাহাদুরের সমর্থনে

১৩। শ্রীযুক্ত মনোমোহন বিশ্বাস।

৩। মাসিক অধিবেশনের আলোচ্য বিষয় সম্বন্ধে কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতির কর্ত্তব্য ও পরিষদের কার্য্য সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত গুপ্তের পত্র পঠিত হইলে, শ্রীযুক্ত কুঞ্জলাল রায় কর্ত্তৃক সমর্থিত শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধির প্রস্তাবানুসারে কিঞ্চিৎ আলোচনার পর স্থির হয় যে, শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত গুপ্তের পত্র অগ্রে আলোচিত না হইয়া, এই অধিবেশনে যে সমস্ত আলোচ্য বিষয় সম্বন্ধে তিনি পত্র লিখিয়াছেন, সেই সমস্ত বিষয় আলোচনার জন্য পরিষদের সম্মুখে উপস্থিত হইলে, তৎসঙ্গে তাঁহার পত্রের সেই বিষয় সম্বন্ধীয় অংশের আলোচনা হইবে।

শ্রীযুক্ত কুঞ্জবিহারী বসু কার্য্য নির্ব্বাহক সমিতির নিম্নলিখিত মন্তব্য পাঠ করিলেন :—

সষ্ঠ অধিবেশন।

২৫এ কার্ত্তিক, ১৩০২।

১। "বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের সহঃ সম্পাদক, গ্রন্থরক্ষক ও ধনরক্ষক শ্রীযুক্ত চন্দ্রনাথ তালুকদারের পদত্যাগ-পত্র গ্রহণ করিতে বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের সাধারণ সভাকে অনুরোধ করা হউক, এমত ধার্য্য হইল।

২। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের নিয়মাবলীর ৭ম নিয়ম নিম্নলিখিতরূপে পরিবর্ত্তিত করিবার জন্য সাহিত্য-পরিষদের সাধারণ সভাকে অনুরোধ করা হউক এমত ধার্য্য হইল :—

(ক) সাহিত্য-পরিষদের কর্ম্ম চালাইবার জন্য এক জন বেতনভোগী স্বতন্ত্র কর্ম্মচারী নিযুক্ত হউন।

(খ) একজন অবৈতনিক সহঃ সম্পাদক নিযুক্ত হউন।

(গ) একজন অবৈতনিক ধনরক্ষক নিযুক্ত হউন।

(ঘ) একজন অবৈতনিক গ্রন্থরক্ষক নিযুক্ত হউন।

৩। (ক) আপাততঃ বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের কার্য্য চালাইবার জন্য শ্রীযুক্ত অন্নদাপ্রসাদ সরকারকে মাসিক ১৫৲ টাকা বেতনে কর্ম্মচারী পদে নিযুক্ত করা হইল।

(খ) শ্রীযুক্ত চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়কে অবৈতনিক সহঃ সম্পাদক ও গ্রন্থরক্ষক পদে নিযুক্ত করা হইল।

(গ) শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র সরকার এম্, এ, বি, এল্ মহাশয়কে অবৈতনিক ধনরক্ষক পদে নিযুক্ত করা হইল।

ষষ্ঠ অধিবেশনের স্থগিত অধিবেশন।

৯ই অগ্রহায়ণ, ১৩০২ সাল।

৪। অস্থায়ী সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় অসুস্থ হওয়ায়, তিনি যতদিন পর্য্যন্ত পরিষদের কার্য্য করিতে না পারেন, ততদিনের জন্য তাঁহার প্রতিনিধি স্বরূপ কার্য্য করিবার ভার শ্রীযুক্ত বাবু কুঞ্জবিহারী বসুর প্রতি অর্পিত হউক।"

শ্রীযুক্ত ললিতচন্দ্র মিত্র প্রস্তাব করেন যে কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতির মন্তব্য সম্বন্ধে বিশেষ আলোচনা না করিয়াই তাঁহাদের অনুরোধ গ্রহণ করা হউক। শ্রীযুক্ত কুঞ্জলাল রায় প্রস্তাব করেন যে শ্রীযুক্ত কুঞ্জবিহারী বসুকে কার্য্যনির্ব্বাহ সমিতির প্রস্তাবমত সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রতিনিধিস্বরূপ নির্ব্বাচিত না করিয়া, তাঁহাকেই সহকারী সম্পাদক পদে নির্ব্বাচিত করা হউক। শ্রীযুক্ত কুঞ্জলাল রায়ের প্রস্তাবের আলোচনার পর স্থির হইল যে, কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতির সমস্ত মন্তব্য সম্পূর্ণরূপে গৃহীত হউক।

৫। শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন তাঁহার পত্রে দুইটী প্রস্তাব করেন:—

১ম, বাঙ্গালার ভাল লেখকদিগকে পরিষদ হইতে উপাধিদান।

২য়, পরিষদ-পত্রিকার প্রবন্ধের জন্য ভাল লেখকদিগকে অর্থ দান।

এই পত্র পঠিত হইলে শ্রীযুক্ত ললিতচন্দ্র মিত্র প্রস্তাব করেন, পরিষদের শৈশবাবস্থা নিবন্ধন শ্রীযুক্ত দীনেশ বাবুর উভয় প্রস্তাবই আপাততঃ কার্যে পরিণত করা যাইতে পারে না। শ্রীযুক্ত মনোমোহন বসু শ্রীযুক্ত ললিত বাবুর প্রস্তাব সমর্থন করিলে শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী এই প্রস্তাব সম্বন্ধে আংশিক আপত্তি করিয়া প্রস্তাব করেন যে শ্রীযুক্ত দীনেশ বাবুর দ্বিতীয় প্রস্তাব গৃহীত হইয়া পরিষদ হইতে পত্রিকার প্রবন্ধলেখকদিগকে অর্থ দেওয়া হইবে এমত স্থির হউক। শ্রীযুক্ত কুঞ্জলাল রায় যতীন্দ্র বাবুর প্রস্তাব সমর্থন করিলেন।

শ্রীযুক্ত যতীন্দ্র বাবুর প্রস্তাব আলোচিত হইবার সময় ঐ সম্বন্ধে দুইটী আপত্তি উপস্থিত হয়:—

১ম। পরিষদ পত্রিকার প্রবন্ধ বিনাব্যয়ে পরিষদের সদস্যগণের নিকট হইতে প্রাপ্ত হওয়া উচিত।

২য়। পরিষদের আর্থিক অবস্থা এরূপ নহে যে, তাঁহারা পত্রিকার প্রবন্ধের জন্য অর্থব্যয় করিতে পারেন।

শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্র নাথ দত্ত, শ্রীযুক্ত যতীন্দ্র নাথ চৌধুরীর প্রস্তাব সমর্থন করিয়া বলিলেন যে, কার্য্যতঃ পরিষদ-পত্রিকার প্রবন্ধ পাওয়া অত্যন্ত দুরূহ হইয়াছে এবং দ্বিতীয় আপত্তি সম্বন্ধে তিনি বলেন যে, প্রবন্ধের নিমিত্ত অর্থ দেওয়া যাইবে কিনা বিবেচনা করিবার জন্য সম্পাদক ও পত্রিকা-সম্পাদকের উপর ভার দেওয়া হউক। শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্র বাবুর প্রস্তাবের পর শ্রীযুক্ত ললিত বাবু শ্রীযুক্ত দীনেশ বাবুর দ্বিতীয় প্রস্তাব সম্বন্ধে তাঁহার প্রস্তাব উঠাইয়া লইলেন এবং পরিষদ স্থির করিলেন যে (১ম) পরিষদের শৈশবাবস্থা নিবন্ধন পরিষদ এক্ষণে বাঙ্গালার ভাল লেখকদিগকে উপাধিদানে বিরত থাকিবেন।

(২য়) পরিষদ যদিও পরিষদ পত্রিকার ভাল লেখকদিগকে প্রবন্ধের নিমিত্ত অর্থ দিবেন, তথাপি কোন্ প্রবন্ধের জন্য পরিষদ অর্থ দিবেন, সেই বিষয় পরিষদের আর্থিক অবস্থা দেখিয়া, বিবেচনা করিবার ভার পরিষদের সম্পাদক ও পত্রিকা সম্পাদকের উপর রহিল।

৬। মাননীয় শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র দত্ত সি, আই, ই, সভাপতি মহাশয় একটী পত্রে প্রস্তাব করেন যে, নানাপ্রকার বিঘ্ন সম্ভব বলিয়া, প্রাচীন বাঙ্গালা গ্রন্থ প্রকাশের নিমিত্ত আপাততঃ পরিষদের জন্য মুদ্রাযন্ত্র স্থাপন না করিয়া, তদর্থে সংগৃহীত অর্থ অন্য মুদ্রাযন্ত্রে প্রাচীন পুস্তকাদির মুদ্রাঙ্কনে ব্যয় করা হউক। এই পত্র পঠিত হইলে পর শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত গুপ্তের পত্রে এই সম্বন্ধে তিনি যাহা বলিয়াছিলেন তাহার আলোচনা হইল। তিনি এই পত্রে সাধারণ ভাবে বলেন যে, মাসিক অধিবেশনে কোন বিষয় আলোচনার্থ উপস্থিত করিবার পূর্ব্বে যদি সেই বিষয় কোন শাখা সমিতির আলোচ্য হয়, তাহা হইলে সেই শাখা সমিতিতে সেই বিষয়টী আলোচিত হইয়া, তাঁহাদিগের মতামতের সহিত পরিষদের মাসিক অধিবেশনে আলোচনার্থ উপস্থিত করা উচিত। তিনি আরও বলেন যে, সভাপতি মহাশয়ের প্রস্তাব গ্রন্থপ্রকাশ-সমিতি কর্ত্তৃক পূর্ব্বে আলোচিত হওয়া উচিত। শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর রামমোহনের রামায়ণ মুদ্রাঙ্কন অথবা ৺ রামমোহন বাবুর ভ্রাতুষ্পৌত্র শ্রীযুক্ত কালিদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের নিকট হইতে প্রাপ্ত উক্ত রামায়ণের এক খণ্ড হস্তলিপির পরিষদের ব্যয়ে একটী নকল রাখা সম্বন্ধে প্রস্তাব কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতি কর্ত্তৃক আলোচিত হওয়া উচিত। কিঞ্চিৎ আলোচনার পর স্থির হইল যে, শ্রীযুক্ত রজনীবাবুর প্রস্তাব অনুযায়ী কার্য্য করা সঙ্গত; কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতি গ্রন্থপ্রকাশ সমিতির সহিত একযোগে শ্রীযুক্ত সভাপতি মহাশয় ও শ্রীযুক্ত রামেন্দ্র বাবুর প্রস্তাব সম্বন্ধে বিবেচনা করিয়া, তাঁহাদের মতামতের সহিত উভয় প্রস্তাবই আগামী অধিবেশনে উপস্থিত করিবেন।

৭। কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতির ক্ষমতা ও কার্য্যপ্রণালী সম্বন্ধে প্রশ্নমূলক শ্রীযুক্ত কুঞ্জলাল রায়ের পত্র পঠিত হইলে স্থির হইল যে, কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতি তাঁহার পত্রের আলোচনা করিবেন ও সম্পাদক তাঁহার পত্রের উত্তর দিবেন; শ্রীযুক্ত শান্তশীল বন্দ্যোপাধ্যায়ের পত্র সম্বন্ধেও উপরোক্ত রূপ ধার্য্য হইল।

৮। পরিষদ পত্রিকা প্রকাশিত কার্য্যবিবরণীর ভ্রম সংশোধন সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধির প্রস্তাব উঠিলে স্থির হইল যে, পরিষদ পত্রিকায় পরিষদের কার্য্যবিবরণী মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইবার পূর্ব্বে সেই বিবরণীতে বিবৃত প্রত্যেক বক্তার বক্তৃতার মর্ম্মের প্রুফ তাঁহাকে দেখাইয়া লওয়া হইবে এবং তাঁহার নিজের নামে উল্লিখিত "ললিত বিস্তর" গ্রন্থের প্রাচীনত্ব ও বৈদ্যদিগের নিজজাতি সম্বন্ধে ব্যবহৃত "দ্বিজ" শব্দের পরিবর্ত্তে "ব্রাহ্মণ" শব্দ প্রয়োগ সম্বন্ধে যে ভ্রম বাহির হইয়াছে তাহার সংশোধনার্থ তিনি কিছু লিখিলে তাহা পরিষদ পত্রিকায় মুদ্রিত হইবে। কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতির কার্য্যবিবরণ পরিষদ পত্রিকায় মুদ্রিত হওন সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধির প্রস্তাব উঠিলে, কিছু আলোচনার পর

স্থির হইল যে কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতির কার্য্যবিবরণ পরিষদ পত্রিকায় প্রকাশিত হওয়া বিধেয় নহে।

শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধির প্রস্তাবের আলোচনা হইয়া স্থির হইল যে, কোন সদস্য কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতির কার্য্য সম্বন্ধে কোন বিষয় জানিতে ইচ্ছা করিলে, সম্পাদকের নিকট হইতে কার্য্যবিবরণীর নকল বা অন্য কাগজ পত্রাদি পাইতে পারিবেন। কিন্তু ঐ কাগজ পত্র তিনি যেন কোনরূপে সাধারণের গোচর না করেন।

৯। শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র সরকার উপস্থিত না থাকায়, শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধির প্রস্তাব মত স্থির হইল যে, আগামী অধিবেশনে তাঁহার পত্রের আলোচনা হইবে এবং সেই আলোচনাই সেই অধিবেশনের প্রথম আলোচ্য বিষয় হইবে।

১০। শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত গুপ্ত উপরি উক্ত পত্রে বলেন যে পরিষদ ভৌগোলিক পরিভাষা ও বিশ্ববিদ্যালয়ে উচ্চতর পরীক্ষায় বাঙ্গালা প্রচলন বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিয়াছেন এবং যাহাতে পরিষদ এই উভয় সংক্রান্ত বিষয় এই বৎসরের মধ্যে সম্পন্ন করিতে পারেন তাহার চেষ্টা করা কর্ত্তব্য। শ্রীযুক্ত রজনীবাবুর পত্রের আলোচনার পর শ্রীযুক্ত নবীনচন্দ্র সেন সহকারী সভাপতি মহাশয়ের প্রস্তাব মত স্থির হইল যে মাননীয় বিচারপতি শ্রীযুক্ত ডাক্তার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের সহিত পরামর্শ করিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের সদস্যগণকে একটি সভায় আহ্বান করিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে বাঙ্গালা প্রচলন সম্বন্ধে পরিষদ চেষ্টা করিবেন।

১১। শ্রীযুক্ত রাজা বিনয়কৃষ্ণ বাহাদুর বলেন যে, যখন শ্রীযুক্ত চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় অবৈতনিক সহকারী সম্পাদক পদে নির্ব্বাচিত হইলেন, তখন তিনি সহকারী বলিয়াই কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতির সভ্যশ্রেণী ভুক্ত বলিয়া গণ্য হইতে পারেন এবং এরূপ অবস্থায় কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতির একটী সভ্যপদ খালি হইয়াছে এবং তিনি প্রস্তাব করেন যে, শ্রীযুক্ত চণ্ডীচরণ বাবুর স্থলে শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতির সভ্য পদে নির্ব্বাচিত হউন। শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী সন্দেহ করেন যে, বর্ত্তমান নিয়মানুসারে কেবলমাত্র তাঁহার পদের জন্য সহকারী সম্পাদক কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতির সভ্য শ্রেণীভুক্ত হইতে পারেন না। কিঞ্চিৎ আলোচনার পর স্থির হইল যে এক্ষণে কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতির সভ্যপদ খালি না হওয়ায় শ্রীযুক্ত রাজা বিনয়কৃষ্ণ বাহাদুরের প্রস্তাবের আলোচনা এ অধিবেশনে স্থগিত থাকুক।

১২। তৎপরে সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ দিয়া সভাভঙ্গ হইল।

শ্রীরাজেন্দ্রনাথ শাস্ত্রী
সম্পাদক।

শ্রীচন্দ্রনাথ বসু
সভাপতি।

২৯শে পৌষ, ১৩০২।

অষ্টম অধিবেশন।

২৯শে পৌষ (১২ই জানুয়ারি) রবিবার।

উপস্থিত সদস্যগণ।

সভাপতি—শ্রীযুক্ত চন্দ্রনাথ বসু এম্. এ. বি. এল্।

১। শ্রীযুক্ত রাজা বিনয়কৃষ্ণ বাহাদুর।
২। " কুঞ্জলাল রায়।
৩। " সারদাপ্রসাদ দে।
৪। " যাদবকিশোর বিদ্যারত্ন।
৫। " প্রতুলচন্দ্র বসু।
৬। " মতিলাল হালদার।
৭। " যদুগোপাল চট্টোপাধ্যায়।
৮। " গোসাইদাস গুপ্ত।
৯। " হীরেন্দ্রনাথ দত্ত।
১০। " কুঞ্জবিহারী বসু।
১১। " মনোমোহন বসু।
১২। " ব্যোমকেশ মুস্তফী।
১৩। " ভুবনকৃষ্ণ মিত্র।
১৪। " শরচ্চন্দ্র সরকার।
১৫। শ্রীযুক্ত মনোমোহন কবিরত্ন।
১৬। " মহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি।
১৭। " রাধানাথ মিত্র।
১৮। " দুর্গাদাস লাহিড়ী।
১৯। " রামেশ্বর মণ্ডল।
২০। " গোপালচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।
২১। " ললিতচন্দ্র মিত্র।
২২। " ক্ষেত্রপাল চক্রবর্ত্তী।
২৩। " ডাক্তার উমেশচন্দ্র মিত্র।
২৪। " নরেন্দ্রনাথ মিত্র।
২৫। " অমৃতকৃষ্ণ মল্লিক।
২৬। " ডাক্তার চন্দ্রশেখর কালী।
২৭। " রাজেন্দ্রচন্দ্র শাস্ত্রী (সম্পাদক)।
২৮। " চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় (সহঃ সম্পাদক)।

১। সভায় সমবেত সভ্যগণের অধিকাংশের মতে শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র সরকার মহাশয়ের ৯ই আশ্বিনের পত্রের সম্বন্ধে কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতির মন্তব্য অনুমোদিত হইল এবং শরৎ বাবুর যে যে প্রস্তাব কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতি কর্ত্তৃক গৃহীত হইয়া সাধারণ সভার দ্বারা অনুমোদিত হইল, তাহা পরিষদ পত্রিকায় প্রকাশিত হইবে এইরূপ স্থির হইল। ঐ সকল মন্তব্য যথা——

(১) সাহিত্য-পরিষদ-পত্রিকা সকল মাসিক পত্রিকার সহিত বিনিময় করা হউক এবং পুস্তকালয় ও পাঠালয় সমূহেও সাহিত্য-পরিষদ পত্রিকা প্রদান করা হউক।

(২) এ পর্য্যন্ত কৃত্তিবাসী রামায়ণের যতগুলি পুঁথি পাওয়া গিয়াছে তাহার তালিকা পত্রিকায় মুদ্রিত হওয়া উচিত।

(৩) সাহিত্য-পরিষদের মুদ্রাযন্ত্রের জন্য কত টাকা সংগৃহীত হইয়াছে এবং কে কত দিয়াছেন তাহার তালিকা পত্রিকায় মুদ্রিত হওয়া উচিত।

(৪) বাঙ্গালা ভাষায় মাসিক পত্রের প্রবন্ধাবলীর বর্ণমালা ধরিয়া নামানুক্রমিক একটী তালিকা (index) প্রস্তুত করা যায় কি না সাহিত্য-পরিষদের তাহা বিবেচ্য। এই প্রস্তাব কার্য্যনির্ব্বাহক সভায় আলোচিত হইলে পর স্থির হইল যে, বাবু শরচ্চন্দ্র সরকার মহাশয় তাঁহার এই প্রস্তাব মত বাঙ্গালা ১৩০০ ও ১৩০১ সালের জন্য উক্ত প্রকার তালিকা প্রস্তুত করুন এবং উহা প্রস্তুত করিবার জন্য যে ব্যয় আবশ্যক হইবে, তাহা পরিষদ হইতে প্রাপ্ত হইবেন।

২। রামমোহনের রামায়ণ মুদ্রণ বিষয়ে কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতির মন্তব্য গৃহীত হইল অর্থাৎ স্থির হইল যে রামমোহনের রামায়ণ মুদ্রিত হওয়া উচিত। শ্রীযুক্ত নীলরতন মুখোপাধ্যায় ও শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর সংগৃহীত পাণ্ডুলিপির মিল করিয়া মুদ্রাঙ্কনের নিমিত্ত একখণ্ড নকল প্রস্তুত করা হউক এবং সেই জন্য অনধিক দশ টাকা খরচে এক জন লোক নিযুক্ত করা হউক, এবং শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মহাশয়কে আগামী চৈত্র মাসের মধ্যে পুস্তক সম্পাদন ও প্রকাশ করিবার নিমিত্ত অনুরোধ করা হউক।

৩। পরিষদের নিমিত্ত মুদ্রাযন্ত্র স্থাপন বিষয়ক প্রস্তাব উঠিলে, অনেক আলোচনার পর স্থির হইল যে, সম্পাদক মহাশয় ঐ সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত বাবু চন্দ্রনাথ বসু সভাপতি মহাশয়ের বাচনিক উপদেশ অনুসারে শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয়কে পত্র লিখিবেন; পরে ঐ পত্রের উত্তর পাইলে সভা যেরূপ উচিত বোধ করেন সেইরূপ হইবে।

৪। নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ নিম্নলিখিত সভ্যগণের প্রস্তাবে ও সমর্থনে এবং উপস্থিত সভ্যগণের সম্মতিক্রমে বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের সভ্যপদে মনোনীত হইলেন।

শ্রীযুক্ত বাবু কুঞ্জবিহারী বসুর প্রস্তাবে ও শ্রীযুক্ত বাবু মনোমোহন বসুর সমর্থনে

১। শ্রীযুক্ত বাবু বামনদাস মুখোপাধ্যায়।

শ্রীযুক্ত বাবু কুঞ্জলাল রায়ের প্রস্তাবে ও শ্রীযুক্ত বাবু মনোমোহন বসুর সমর্থনে

২। শ্রীযুক্ত বাবু ভোলানাথ পাল এম্, এ।

শ্রীযুক্ত বাবু কুঞ্জলাল রায়ের প্রস্তাবে ও শ্রীযুক্ত বাবু মতিলাল হালদারের সমর্থনে

৩। শ্রীযুক্ত বাবু কানাইলাল দে।

শ্রীযুক্ত বাবু কুঞ্জলাল রায়ের প্রস্তাবে ও শ্রীযুক্ত বাবু ব্যোমকেশ মুস্তফীর সমর্থনে

৪। শ্রীযুক্ত বাবু উপেন্দ্রকৃষ্ণ বিশ্বাস।

শ্রীযুক্ত বাবু শরচ্চন্দ্র সরকারের প্রস্তাবে ও শ্রীযুক্ত বাবু ব্যোমকেশ মুস্তফীর সমর্থনে

৫। শ্রীযুক্ত বাবু নরেন্দ্রনাথ মিত্র।

৬। „ „ জ্যোতিশ্চন্দ্র বসু।

শ্রীযুক্ত পণ্ডিত মহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধির প্রস্তাবে ও শ্রীযুক্ত বাবু ভুবনকৃষ্ণ মিত্রের সমর্থনে

৭। শ্রীযুক্ত বাবু পূর্ণচন্দ্র ঘোষ।

৮। „ „ ভুবনমোহন ভট্টাচার্য্য।

তৎপরে সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ দিয়া সভা ভঙ্গ হইল।

শ্রীরাজেন্দ্রচন্দ্র শাস্ত্রী শ্রীমনোমোহন বসু

সম্পাদক। সভাপতি, ৫ই ফাল্গুন, ১৩০২ সাল।

পুস্তকপ্রাপ্তি স্বীকার।

কৃতজ্ঞতা সহকারে স্বীকার করা যাইতেছে যে, শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী এম্, এ, বি, এল, শ্রীআশুতোষ তর্কভূষণ প্রণীত ন্যায়দর্শন, ১ম ও ২য় খণ্ড; শ্রীযুক্ত গুরুগঙ্গা আইচ চৌধুরী স্বপ্রণীত নিদর্শন; শ্রীযুক্ত শিশিরকুমার ঘোষ স্বপ্রণীত অমিয় নিমাই চরিত ২য় খণ্ড; শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রচন্দ্র শাস্ত্রী এম্, এ, Report of Bengal Library এবং শ্রীমহেশচন্দ্র তর্কচূড়ামণি প্রণীত ভগবচ্ছতকম্ ও নিবাতকবচ-বধ; শ্রীযুক্ত রামাক্ষয় চট্টোপাধ্যায় স্বপ্রণীত আত্মচিন্তনম্; বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের পুস্তকালয়ে পাঠাইয়াছেন। ইতঃপূর্ব্বে সাহিত্য-পরিষদের পত্রিকায় যে সকল পুস্তকের সমালোচনা হইয়াছে, তৎসমুদয়ের প্রাপ্তি স্বীকার করা হইল না। ক্রমে প্রাপ্ত পুস্তকগুলির সমালোচনা সাহিত্য-পরিষদ-পত্রিকায় প্রকাশিত হইবে।

পরিষদের কর্ম্মাধ্যক্ষগণ।

১।	শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র দত্ত সি, এস্; সি, আই, ই,	সভাপতি।
২।	শ্রীযুক্ত বাবু চন্দ্রনাথ বসু এম্, এ, বি, এল্,	সহকারী সভাপতি।
৩।	„ „ নবীনচন্দ্র সেন,	
৪।	„ „ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর,	
৫।	„ „ রাজেন্দ্রচন্দ্র শাস্ত্রী এম্, এ,	সম্পাদক।
৬।	„ „ চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়	সহকারী সম্পাদক ও গ্রন্থরক্ষক।
৭।	„ „ চারুচন্দ্র সরকার এম্, এ, বি, এল্,	ধনরক্ষক।
৮।	„ „ রজনীকান্ত গুপ্ত,	পত্রিকা-সম্পাদক।
৯।	„ „ রজনীনাথ রায় এম্, এ,	আয়ব্যয়-পরীক্ষক।
১০।	„ „ সারদারঞ্জন রায় এম্, এ,	

কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতির সদস্যগণ।

শ্রীযুক্ত রাজা বিনয়কৃষ্ণ দেব বাহাদুর।
„ ডাক্তার সূর্য্যকুমার সর্ব্বাধিকারী।
„ রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী এম্,এ,বি,এল্।
শ্রীযুক্ত বাবু মতিলাল হালদার বি এল্।
শ্রীযুক্ত বাবু হীরেন্দ্রনাথ দত্ত এম্,এ,বি, এল্।
„ „ মনোমোহন বসু।
„ „ চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়।
„ „ রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী এম্, এ।

পরিষদের তত্ত্বাবধানে প্রাচীন গ্রন্থ প্রকাশের জন্য যে সকল চাঁদা স্বীকৃত ও প্রদত্ত হইয়াছে তাহার তালিকা :—

স্বীকৃত চাঁদা।

১। শ্রীযুক্ত মহারাজ বাহাদুর স্যার যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর কে, সি, এস্, আই, * ১৫০৲
২। শ্রীযুক্ত স্যার রাজা শৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর সি আই, ই, ১৫০৲
৩। „ রাজা রাজরাজেশ্বরী প্রসাদ সিংহ বাহাদুর ২০০৲
৪। „ রাজা বিনয়কৃষ্ণ দেব বাহাদুর ১৫০৲
৫। „ কুমার রামেশ্বর মালিয়া ১৫০৲
৬। „ কুমার দক্ষিণেশ্বর মালিয়া ১০০৲
৭। „ স্যার রমেশচন্দ্র মিত্র * ১০০৲
৮। „ মাননীয় জষ্টিস গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় * ১০০৲
৯। „ রমেশচন্দ্র দত্ত সি, আই,ই* ১০০৲
১০। „ রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী এম্, এ, বি, এল্, (টাকী) ১০০৲
১১। „ বাবু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর* ১০০৲
১২। „ „ হীরেন্দ্রনাথ দত্ত এম, এ, বি, এল্ ১০০৲
১৩। „ „ হেমচন্দ্র গোস্বামী* শ্রীরামপুর ১০০৲
১৪। „ রাজা প্যারীমোহন মুখোপাধ্যায় উত্তরপাড়া ১০০৲
১৫। শ্রীযুক্ত রাজা জ্যোতিঃপ্রসাদ গর্গ মহিষাদল ১০০৲
১৬। শ্রীমতী জাহ্নবী চৌধুরাণী*সন্তোষ ১০০৲
১৭। „ রাণী মৃণালিনী* পাইকপাড়া ৫০৲
১৮। শ্রীযুক্ত রাজা বনবিহারী কর্পূর* ৫০৲
১৯। „ বাবু কানাইলাল খাঁ* মানকুণ্ড ৫০৲
২০। „ „ ননীমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়*৫০৲
২১। শ্রীমতী মহারাণী স্বর্ণময়ী সি, আই, কাশিমবাজার ২০০৲
২২। শ্রীযুক্ত রায় যোগেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী বাহাদুর রামগোপালপুর ১০০৲
২৩। „ বাবু নন্দলাল গোস্বামী* শ্রীরামপুর ৫০৲
২৪। „ „ ললিতমোহন সিংহ রায় চকদীঘি ৫০৲
২৫। „ „ শিবনারায়ণ মুখোপাধ্যায় উত্তরপাড়া ৫০৲
২৬। „ কুমার প্রমদানাথ রায় দীঘাপতিয়া ২০০৲

শ্রীরাজেন্দ্রচন্দ্র শাস্ত্রী,
সম্পাদক।

---

* ইঁহারা অনুগ্রহপূর্ব্বক নিজ নিজ দেয় পাঠাইয়াছেন।

১। শ্রীযুক্ত রাজা বিনয়কৃষ্ণ বাহাদুর, কলিকাতা।
২। মাননীয় শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র দত্ত সি, এস্; সি, আই, ই　　উড়িষ্যা।
৩। শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত গুপ্ত,　　কলিকাতা।
৪। „ হীরেন্দ্রনাথ দত্ত এম্, এ, বি, এল্, „
৫। „ ক্ষেত্রপাল চক্রবর্ত্তী,　　„
৬। „ গোপালচন্দ্র মুখোপাধ্যায়,　　„
৭। „ ডাক্তার সূর্য্যকুমার সর্ব্বাধিকারী, „
৮। „ সারদাপ্রসাদ দে　　„
৯। „ নরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় বি, এ, „
১০। „ নীলরতন মুখোপাধ্যায় বি, এ, কীর্ণাহার, বীরভূম।
১১। „ মতিলাল হালদার বি,এল্, কলিকাতা।
১২। „ জগচ্চন্দ্র সেন　　কুমিল্লা।
১৩। মাননীয় শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, কলিকাতা।
১৪। শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র দাস সি, আই, ই,　　„
১৫। „ নগেন্দ্রনাথ ঘোষ, ব্যারিষ্টার　　„
১৬। পণ্ডিত তারাকুমার কবিরত্ন,　　„
১৭। শ্রীযুক্ত মাধবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়,　　„
১৮। „ সুন্দরীমোহন দাস এম্, বি,　　„
১৯। „ মনোমোহন বসু,　　„
২০। „ সাতকড়ি হালদার বি, এল্, রাণাঘাট।
২১। „ গোঁসাইদাস গুপ্ত,　　কলিকাতা।
২২। „ নন্দকৃষ্ণ বসু এম্, এ; সি,এস্,রাজসাহী
২৩। „ দেবকিশোর মুখোপাধ্যায় এম্ এ,কলিকাতা।
২৪। „ ক্ষীরোদপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য এম্, এ, „
২৫। „ উমেশচন্দ্র বটব্যাল এম্, এ; সি, এস্, বগুড়া।
২৬। „ চারুচন্দ্র ঘোষ,　　কলিকাতা।
২৭। „ আশুতোষ বন্দ্যোপাধ্যায়, বেলডাঙ্গা মুরসিদাবাদ।
২৮। „ বসন্তরঞ্জন রায়, বেলেতোর, বাঁকুড়া।
২৯। „ চন্দ্রশেখর কালী এল্, এম্, এস্, কলিকাতা।
৩০। শ্রীযুক্ত ডাক্তার রাখালচন্দ্র সেন, কলিকাতা।
৩১। „ চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়,　　„
৩২। „ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর,　　„
৩৩। „ নবীনচন্দ্র সেন বি, এ (বিশিষ্ট) „
৩৪। „ মাননীয় বিচারপতি শ্রীযুক্ত গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এম্, এ, ডি, এল্, কলিকাতা।
৩৫। „ রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী এম্, এ, „
৩৬। „ সারদারঞ্জন রায় এম্, এ,　　„
৩৭। „ দীননাথ সেন, স্কুল ইন্স্পেক্টর, ঢাকা।
৩৮। „ কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্য বি, এল্, হাবড়া।
৩৯। „ অমৃতলাল রায় (হোপ-সম্পাদক), কলিকাতা।
৪০। „ রাজনারায়ণ বসু (বিশিষ্ট), দেওঘর।
৪১। „ প্রফুল্লচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, কলিকাতা।
৪২। „ প্রমথনাথ বসু বি, এস্, সি　　„
৪৩। Sir Monier Williams K. C. I. E. (বিশিষ্ট),　　লণ্ডন।
৪৪। শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী এম্, এ, বি, এল, বরাহনগর।
৪৫। Sir William Hunter K. C. S. I. (বিশিষ্ট),　　লণ্ডন।
৪৬। শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ চট্টোপাধ্যায় বি, এ, কালিকাপুর, কাটোয়া।
৪৭। „ রাজেন্দ্রচন্দ্র শাস্ত্রী এম্, এ,কলিকাতা।
৪৮। „ অবিনাশচন্দ্র দাস এম্, এ, বি, এল, আজিমগঞ্জ, মুরশিদাবাদ।
৪৯। „ হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় বি,এল (বিশিষ্ট), খিদিরপুর।
৫০। „ যোগেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ,　　„
৫১। John Beames Esq. (বিশিষ্ট), লণ্ডন।
৫২। শ্রীযুক্ত বীরেশ্বর পাঁড়ে,　　কলিকাতা।
৫৩। „ নৃসিংহচন্দ্র মুখোপাধ্যায় এম্, এ,বি, এল্ কলিকাতা।
৫৪। „ কালীপ্রসন্ন ঘোষ (বিশিষ্ট), ঢাকা।
৫৫। „ চন্দ্রনাথ বসু এম্, এ, বি, এল্ (বিশিষ্ট), কলিকাতা।

৫৬। শ্রীযুক্ত গোবিন্দলাল দত্ত, কলিকাতা।
৫৭। " নিত্যকৃষ্ণ বসু এম্, এ, "
৫৮। Sir George Birdwood K. C. I. E. (বিশিষ্ট), লণ্ডন।
৫৯। শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র সমাজপতি কলিকাতা।
৬০। " শরচ্চন্দ্র চৌধুরী বি, এ (শিক্ষাপরিচর-সম্পাদক), উত্তরপাড়া।
৬১। " দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর (বিশিষ্ট), কলিকাতা।
৬২। " মথুরানাথ সিংহ বি, এল্, বাঁকীপুর।
৬৩। " পূর্ণেন্দুনারায়ণ সিংহ এম্,এ,বি,এল, "
৬৪। " নবীনচন্দ্র দাস এম্, এ, নদীয়া।
৬৫। " যোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ এম্, এ, কৃষ্ণনগর।
৬৬। " শ্রীশচন্দ্র মজুমদার, চাঁইবাসা।
৬৭। " ললিতচন্দ্র মিত্র এম্, এ, কলিকাতা।
৬৮। " শিবাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য বি, এল্, "
৬৯। " হরিমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, "
৭০। " বিপিনবিহারী গুপ্ত এম্, এ, "
৭১। " বরদাকান্ত সেন গুপ্ত, "
৭২। " কৈলাসচন্দ্র দাস এম্, এ, "
৭৩। " চণ্ডীচরণ সেন, ভবানীপুর।
৭৪। " ভুবনকৃষ্ণ মিত্র, কলিকাতা।
৭৫। " দীননাথ গঙ্গোপাধ্যায়, হালিসহর।
৭৬। " রাধানাথ মিত্র, কলিকাতা।
৭৭। " ননীমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় এম্, এ, "
৭৮। " রজনীনাথ রায় এম্,এ, (ডেঃ কণ্ট্রোলার) ভবানীপুর।
৭৯। " নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত (ট্রিবিউন্-সম্পাদক), লাহোর।
৮০। " চন্দ্রনারায়ণ সিংহ এম্, এ, ভাগলপুর।
৮১। " রায় শিবচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় বাহাদুর "
৮২। " অতুলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, বর্দ্ধমান।
৮৩। " রামলাল মুখোপাধ্যায় বি, এল্, "
৮৪। " মন্মথকুমার বসু এম্, এ, বর্দ্ধমান।
৮৫। " প্রমদানাথ মুখোপাধ্যায় বি,এল্ "
৮৬। " বঙ্কবিহারী সিংহ এম্, এ, কাটোয়া।
৮৭। শ্রীযুক্ত শ্যামাধব রায়, কলিকাতা।
৮৮। " অক্ষয়কুমার সেন, ঢাকা।
৮৯। " দুর্গাদাস লাহিড়ী, কলিকাতা।
৯০। " নীলমণি মুখোপাধ্যায় এম, এ,বি,এল্, কলিকাতা।
৯১। " অপূর্ব্বচন্দ্র দত্ত বি,এস, সি, জব্বলপুর।
৯২। " নন্দলাল বাগচি বি, এ, তমোলুক।
৯৩। " রমেশচন্দ্র দাস বি, এ, ভদ্রক।
৯৪। " কুমুদবন্ধু দাস বি, এ, ময়মনসিংহ।
৯৫। " বিপিনবিহারী দাস গুপ্ত বি, এল্, বরিশাল।
৯৬। " অবিনাশচন্দ্র মিত্র বি, এল্, সিউড়ি।
৯৭। " গিরীন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এম্,এ, "
৯৮। " নৃত্যগোপাল মুখোপাধ্যায় এম্, এ, বহরমপুর।
৯৯। " লোকেন্দ্রনাথ পালিত সি, এস্, বরিশাল।
১০০। " চিত্তরঞ্জন দাস, বারিষ্টার, কলিকাতা।
১০১। " আশুতোষ চৌধুরী এম্, এ, এল্, এল্, বি, বারিষ্টার, কলিকাতা।
১০২। " নবীনচন্দ্র সেন কবিরাজ, "
১০৩। " শ্যামাকুমুদ মুখোপাধ্যায়, রাজসাহী।
১০৪। " পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়, কলিকাতা।
১০৫। " শশধর রায় এম্,এ,বি,এল,রাজসাহী।
১০৬। " শরচ্চন্দ্র রায় বি, এল্, "
১০৭। " ব্রজেন্দ্রনাথ দে, এ ; সি, এস্, বালেশ্বর।
১০৮। " বিহারীলাল গুপ্ত সি, এস্, বাখরগঞ্জ।
১০৯। " দীনেশচন্দ্র সেন বি, এ, কুমিল্লা।
১১০। " স্যার্ রমেশচন্দ্র মিত্র, নাইট, ভবানীপুর।
১১১। মাননীয় বিচারপতি শ্রীযুক্ত চন্দ্রমাধব ঘোষ, কলিকাতা।
১১২। শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রনাথ গুপ্ত এম্, এ ; সি, এস্, খুলনা।
১১৩। " বরদাচরণ মিত্র এম্, এ ; সি, এস্, ফরিদপুর।

১১৪। পণ্ডিত মহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি, কলিকাতা।
১১৫। শ্রীযুক্ত দাশরথি ঘোষ এম্, এ, বি, এল্, হুগলি।
১১৬। " নরেন্দ্রনাথ মিত্র বি, এল্, কলিকাতা।
১১৭। " কুঞ্জবিহারী বসু বি, এ, "
১১৮। " ঈশানচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, খিদিরপুর।
১১৯। " মুনীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য এম্, এ, বি, এল কলিকাতা।
১২০। " রঘুনাথ চট্টোপাধ্যায় "
১২১। " প্রমথনাথ চট্টোপাধ্যায় এম্, এ, বাঁকুড়া
১২২। " হেমেন্দ্রনাথ সিংহ বি, এ, কলিকাতা।
১২৩। " কালীপ্রসন্ন চক্রবর্ত্তী, ময়মনসিংহ।
১২৪। কবিরাজ লক্ষ্মীনারায়ণ রায়, কলিকাতা।
১২৫। শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বসু এম, বি, "
১২৬। " শিবনারায়ণ মুখোপাধ্যায়, উত্তরপাড়া।
১২৭। " হেমাঙ্গচন্দ্র বসু বি, এল, বাঁকীপুর।
১২৮। " কুঞ্জলাল রায়, কলিকাতা।
১২৯। " মন্মথনাথ দত্ত এম্, এ, "
১৩০। " মতিলাল মল্লিক বি, এ, মেদিনীপুর।
১৩১। " মহেন্দ্রচন্দ্র মজুমদার বি, এ, রঙ্গপুর।
১৩২। " অঘোরনাথ ঘোষ বি, এল, বাঁকুড়া।
১৩৩। " তারণচন্দ্র সেন, "
১৩৪। " নয়নাঞ্জন ভট্টাচার্য্য এম, এ, "
১৩৫। " কুলদাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, "
১৩৬। ডাক্তার উমেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, সিবিল সার্জ্জন "
১৩৭। কুমার রামেশ্বর মালিয়া, জমিদার, সিয়ারসোল।
১৩৮। শ্রীযুক্ত রাজকৃষ্ণ রায় চৌধুরী, হাবড়া।
১৩৯। " যোগীন্দ্রনারায়ণ রায় কলিকাতা।
১৪০। " গোবিন্দচন্দ্র দাস, এম্,এ,বি,এল্, "
১৪১। " সারদাচরণ মিত্র এম্, এ,বি,এল, "
১৪২। " যোগীন্দ্রচন্দ্র চক্রবর্ত্তী এম্, এ, বড়বন্দর দিনাজপুর।
১৪৩। " অশ্বিনীকুমার দাস বি, এ, কুমিল্লা।
১৪৪। " মাখনলাল সিংহ, হাবড়া।
১৪৫। শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় এম্, এ, বি, এল, কলিকাতা।
১৪৬। " ভবেন্দ্রনাথ দে বি, এল, "
১৪৭। " অমৃতকৃষ্ণ মল্লিক বি, এল, "
১৪৮। " মন্মথচন্দ্র মল্লিক, "
১৪৯। " হেমচন্দ্র মল্লিক, "
১৫০। " প্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায়, "
১৫১। " যজ্ঞেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়, "
১৫২। " যোগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, "
১৫৩। " রায় রোহিণীকুমার সেনগুপ্ত, কীর্ত্তিপাশা, বরিশাল।
১৫৪। " সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর সি, এস, সেতারা।
১৫৫। " জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর, কলিকাতা।
১৫৬। " ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর বি, এ, "
১৫৭। " বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর, "
১৫৮। " গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর, "
১৫৯। " রাজা স্যার শৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর, নাইট, সি, আই, ই, কলিকাতা।
১৬০। " রজনীকান্ত চক্রবর্ত্তী, মালদহ।
১৬১। " গোপালচন্দ্র মিত্র এল,এম্ এস্,হাবড়া
১৬২। " মন্মথনাথ ভট্টাচার্য্য এম্, এ,কলিকাতা
১৬৩। " অমৃতলাল মিত্র, টালা।
১৬৪। " ক্ষীরোদচন্দ্র রায় চৌধুরী এম্, এ, ছাপরা।
১৬৫। " বরদাকান্ত চক্রবর্ত্তী, বহর, ঢাকা।
১৬৬। " কেদারনাথ বসু বি, এ, কলিকাতা।
১৬৭। " কুমুদিনীকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায় এম্, এ, রাজসাহী।
১৬৮। " রাজা রাজরাজেশ্বরী প্রসাদ সিংহ বাহাদুর, সুরাজপুর, আরা।
১৬৯। " হারাণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এম্, এ, বি, এল, কলিকাতা।
১৭০। " রায় বাহাদুর কাশীনাথ বালকৃষ্ণ মরাঠে, সেতারা।
১৭১। " হৃদয়রঞ্জন খাঁ এম্ এ, হাবড়া।
১৭২। " মন্মথনাথ মুস্তফী বি, এ, কলিকাতা,
১৭৩। " মতিলাল দত্ত, "

১৭৪। শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রচরণ গুপ্ত, কলিকাতা।
১৭৫। ,, প্রতুলচন্দ্র বসু, ,,
১৭৬। ,, হরিসাধন মুখোপাধ্যায়, ,,
১৭৭। ,, শরচ্চন্দ্র সরকার, ,,
১৭৮। ,, শান্তশীল বন্দ্যোপাধ্যায় বি, এ, ,,
১৭৯। ,, প্রমথনাথ চট্টোপাধ্যায় এম্, এ, বি, এল্, আমুলিয়া।
১৮০। ,, পণ্ডিত অনন্তবাপু যোশী শাস্ত্রী, ধারোয়ার।
১৮১। ,, গোপালকৃষ্ণ ঘোষ বি,এল, যুবরাজপুর।
১৮২। ,, রায় নৃসিংহচন্দ্র দত্ত বাহাদুর, হাবড়া।
১৮৩। ,, কুমার প্রমথনাথ মালিয়া, সিয়ারসোল।
১৮৪। ,, রামদাস মৈত্র, হাবড়া।
১৮৫। ,, ব্রজেন্দ্রনাথ শীল এম্, এ, বহরমপুর।
১৮৬। ,, অবিনাশচন্দ্র বসু এম্, এ, বর্দ্ধমান।
১৮৭। ,, লালগোপাল চক্রবর্ত্তী এম্, এ, কলিকাতা।
১৮৮। ,, কালিদাস মল্লিক এম্ এ, বর্দ্ধমান।
১৮৯। ,, প্যারীলাল হালদার এম্, এ, বি, এল্, কলিকাতা।
১৯০। ,, উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, হাবড়া।
১৯১। ,, সুরেশচন্দ্র সেন এম্, এ, হুগলী।
১৯২। ,, আনন্দচন্দ্র মিত্র, কলিকাতা।
১৯৩। ,, ডাক্তার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় এম্, এ, ভবানীপুর।
১৯৪। ,, প্রিয়নাথ ঘোষ এম্, এ, কুচবিহার।
১৯৫। ,, নরেন্দ্রনাথ সেন, কলিকাতা।
১৯৬। ,, যোগেশচন্দ্র রায় এম্, এ, কটক।
১৯৭। ,, শ্যামাচরণ মিত্র, কলিকাতা।
১৯৮। ,, যোগেশচন্দ্র দত্ত এম্, এ, বি, এল্, ,,
১৯৯। ,, কালীপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায় রায় সাহেব হুগলী।
২০০। ,, বিজয়কেশব মিত্র বি,এল, কলিকাতা।
২০১। ,, নগেন্দ্রনাথ ঘোষ, ভবানীপুর।
২০২। ,, রামেশ্বর মণ্ডল বি, এল্, কলিকাতা।
২০৩। ,, ইন্দ্রনারায়ণ ঘোষ বি, এল্, ভাগলপুর।
২০৪। ,, কুমার দক্ষিণেশ্বর মালীয়া, সিয়াড়সোল, রাণীগঞ্জ।
২০৫। ,, মনোরঞ্জন গুহ, হাজারিবাগ।
২০৬। ,, যাদবকিশোর বিদ্যারত্ন কলিকাতা।
২০৭। ,, শরচ্চন্দ্র দে বি, এল্, পাইকপাড়া।
২০৮। ,, দেবপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী এম্, এ, বি, এল্, কলিকাতা।
২০৯। শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ রায়, জমিদার, নড়াইল, কাশীপুর।
২১০। ,, কৃষ্ণধন মুখোপাধ্যায়, কলিকাতা।
২১১। ,, অম্বিকাচরণ গুপ্ত, জাঙ্গীপাড়া, হুগলী।
২১২। ,, ব্যোমকেশ মুস্তফি, কলিকাতা।
২১৩। ,, হরিমাধব সেন, ,,
২১৪। ,, যশোদানন্দন প্রামাণিক এম্ এ, বি, এল, ,,
২১৫। ,, ডাক্তার প্রতাপচন্দ্র মজুমদার এম্, ডি, কলিকাতা।
২১৬। ,, হরিমোহন সেন গুপ্ত, ,,
২১৭। ,, ত্রিগুণাচরণ সেন এম্, এ, ,,
২১৮। ,, বাবু কিশোরীমোহন সেন গুপ্ত এম্, এ, হুগলী।
২১৯। ,, রমানাথ ঘোষ জমীদার পাথুরিয়াঘাটা।
২২০। ,, কুমার মন্মথনাথ মিত্র, কলিকাতা
২২১। ,, বাবু সুরেশচন্দ্র বিশ্বাস (ব্যারিষ্টার) কলিকাতা।
২২২। ,, পদ্মনাথ ভট্টাচার্য্য, শিলং।
২২৩। ,, পরেশচন্দ্র সোম. কলিকাতা।
২২৪। ,, নগেন্দ্রনাথ বসু, ,,
২২৫। ,, রামেশ্বর ভট্টাচার্য্য, ,,
২২৬। ,, শ্রীশচন্দ্র ঘোষ বি, এল্, উলুবেড়িয়া।
২২৭। ,, নন্দলাল গোস্বামী, শ্রীরামপুর।
২২৮। ,, হেমচন্দ্র সরকার, নড়াইল।
২২৯। ,, জ্ঞানেন্দ্রলাল চৌধুরী, কুমিল্লা।
২৩০। ,, চারুচন্দ্র সরকার এম্, এ, বি, এল, কলিকাতা।
২৩১। ,, যদুগোপাল চট্টোপাধ্যায় ,,
২৩২। ,, ললিতকৃষ্ণ বসু ,,
২৩৩। ,, শ্রীকৃষ্ণ দাস ,,
২৩৪। ,, মনোমোহন বিশ্বাস ,,
২৩৫। ,, কুমার বসন্তকুমার রায় বাহাদুর ,,
২৩৬। ,, কানাইলাল দে ,,
২৩৭। ,, নরেন্দ্রনাথ মিত্র ,,
২৩৮। ,, কালীপ্রসন্ন চটরাজ ,,
২৩৯। ,, বলীন্দ্রনাথ সিংহ দেব ইন্দাস্।
২৪০। ,, মধুসূদন রাও কটক, উড়িষ্যা।
২৪১। ,, কালীপদ বসু মীরাট।
২৪২। ,, আত্মত্রাণ মিশ্র মোদা।